শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

চণ্ডীদাস-বিরচিত

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

সম্পাদিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর আবিষ্কার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (১৮৬৫-১৯৫২) ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শীতকালে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশীয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঁকুড়াস্থিত কাঁকিল্যা গ্রামের বাসগৃহে যান পুথি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেখানে অযত্নরক্ষিত একরাশ পুথির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'-এর একতম পুথিটি আবিষ্কার করেন। ১৩১৮-র আষাঢ় মাসে আবার তিনি কাঁকিল্যা গিয়ে সংগ্রহ করে আনেন ঐ পুথি এবং পরিষদে প্রদর্শন করেন। সে সময় থেকে পরিষদেই থাকে পুথিটি। কয়েকবার নিজের খরচে কাঁকিল্যায় যাতায়াত করে তিনি পুথিটি ক্রয় করতে সমর্থ হন। পরিষদের সদস্য এবং অবৈতনিক পুথি সংগ্রাহক হিসাবে বসন্তরঞ্জন এই খণ্ডিত পুথি পরিষদের জন্য ক্রয় করেন ৫০ টাকায় (৮ আশ্বিন ১৩১৮)। ১৩১৮ সালের ২য় সংখ্যা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বসন্তরঞ্জনের লেখা 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' প্রবন্ধ। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চর্চার সূত্রপাত এ থেকেই। পরবর্তী পাঁচ বছরের নিষ্ঠ চর্চার পর বসন্তরঞ্জনের সযত্ন সম্পাদনায় ৫৮ সংখ্যক সাহিত্য-পরিষদগ্রন্থাবলী হিসাবে প্রকাশিত হল 'মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' (১৩২৩)। প্রকাশনার ব্যয় নির্বাহিত হয়েছিল পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে। প্রকাশের পর থেকেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' নানাবিধ বিতর্কের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লেখক, কাগজ, হস্তলিপি—সব কিছু নিয়েই বিচার-বিতর্ক-আলোচনা চলতে থাকে। সে সব বিতর্কের ধারা একালেও অব্যাহত রয়েছে।

বসন্তরঞ্জন তাঁর জীবদ্দশায় এই কাব্যের ৪টি সংস্করণ সম্পাদনা করেন। প্রতি সংস্করণেই তিনি পাঠ সংস্কার এবং ভূমিকার পুনর্লিখন করতেন। পরবর্তী সংস্করণগুলি যেহেতু বসন্তরঞ্জন সম্পাদিত চতুর্থ সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ সে কারণেই এই সংস্করণটি আদর্শ হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ কোন সংস্করণের মুদ্রণযোগ্য কপি না পাওয়ায় বর্তমান সংস্করণে সপ্তম সংস্করণের ফটো-মুদ্রণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রয়াত মদনমোহন কুমার লিখিত 'নবম সংস্করণের ভূমিকা' থেকে বসন্তরঞ্জনের জীবনী প্রাসঙ্গিক অংশটি।

প্রথম প্রকাশের পর নয় দশক অতিক্রান্ত হলেও, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' বাদবিতর্করত পণ্ডিতগোষ্ঠী বা ছাত্রসমাজের বাইরে সাহিত্যরসিক বা কাব্যরসপিপাসু সহৃদয় পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখক সুকুমার সেন একদা আশা প্রকাশ করেছিলেন : 'আনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণবর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্য-কুঞ্জে একবার প্রবেশ করিবেন তিনি কৃতার্থ হইবেন' তাঁর এই আশা কি কখনো পরিপূরিত হবে?

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

বসন্তবাবুর নিতান্ত ইচ্ছা, আমি এই পুস্তকের একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিই। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। কিছু লিখিতে হইল।

আমি তখন সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ছিলাম। এক দিন বসন্তবাবু আমাকে সংবাদ দিলেন, তিনি চণ্ডীদাসের একখানি নূতন পুস্তক আবিষ্কার করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ উহার অস্তিত্ব জানিত না। শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। পরে যখন পুথিখানি দেখিলাম, তখন দেখিলাম, একটা নূতন জিনিষ বটে।

চণ্ডীদাসের নামে বাঙ্গালী চিরকাল মুগ্ধ ;—চণ্ডীদাসের নূতন গ্রন্থের নামে চমক লাগিবারই কথা। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদ প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের শৈশবেই আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় পরিষৎ-পত্রিকায় অনেকগুলি নূতন পদ প্রকাশ করেন। নীলরতনবাবু বীরভূমির অধিবাসী—তিনি তখন কীর্ণাহার ইস্কুলে শিক্ষকতা করিতেন,—এখন রামপুরহাটে শিক্ষকতা করেন। তিনি পরে আরও বহুসংখ্যক পদের সন্ধান পান। তাঁহার সংগৃহীত পদগুলি তিনি পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশার্থ আমার হাতে দিয়াছিলেন—পরিষৎ তাঁহাকেই সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলী পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পদাবলীমধ্যে তাঁহার আবিষ্কৃত ঐ সকল পদ স্থান পাইয়াছে। নীলরতনবাবুর সম্পাদিত পদাবলীতে ৮৩০টি পদ আছে ;—ইহার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত এতগুলি পদ আর কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।

নীলরতনবাবুর সম্পাদিত এবং পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিকূল সমালোচনাও হইয়াছিল। প্রথম প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাসের ভণিতা থাকিলেই পদটি বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার মানে কি ? প্রশ্নটি সমীচীন বটে। জাল চণ্ডীদাস যে জন্মে নাই, তাহা কেহ হলপ করিয়া বলিতে পারিবেন না। চণ্ডীদাসের নামের এমন মাহাত্ম্য যে, অনেক অকবিও স্বরচিত পদের গৌরব বাড়াইবার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা চালাইয়া থাকিবেন। চালাইয়া থাকিবেন কেন, এরূপ অনেক পদ নিশ্চয় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন্ পদটি আসল চণ্ডীদাসের, আর কোন্‌টি নকল বা জাল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় কি ? এ বিষয়ের আলোচনায় দুই রকম প্রমাণ আবশ্যক হয়—বাহিরের প্রমাণ ও ভিতরের প্রমাণ। চণ্ডীদাসের পদাবলী সঙ্কলন ব্যাপারে কোনরূপ বাহিরের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভিতরের প্রমাণ ভাষা ও ভাব লইয়া। কোন একটি পদের বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে, এই ভাষা চণ্ডীদাসের সময়ে প্রচলিত ভাষা বটে কি না এবং চণ্ডীদাসের নিজস্ব ভাষা বটে কি না ? বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে একেবারে প্রতিপন্ন হইয়া গেল যে, চণ্ডীদাসের কোন পদই অবিকৃত নাই—এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত কিছু পদ বাহির হইয়াছে, সকল পদেরই ভাষা হালের ভাষা। চণ্ডীদাসের সময়ের ভাষা—চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা—এত কাল অজ্ঞাত ছিল। এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের নামে যত পদ চলিয়া আসিতেছে, কোনটার ভাষাই চণ্ডীদাসে ভাষা নহে। তার পরে দেখিতে হইবে যে, এই পদের ভাব চণ্ডীদাসের যোগ্য কি না—চণ্ডীদাসের কলম হইতে এইরূপ জিনিষ বাহির হইতে পারে কি না ? পাঠকের রুচিভেদ অনুসারে এই প্রশ্নের উত্তর

দিতে হয়। একের মতে যাহা চণ্ডীদাসের যোগ্য, অন্যের বিবেচনায় তাহা হয় ত সম্পূর্ণ অযোগ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সম্পাদকের বিবেচনায় ভর করিয়া কোন পদকে খারিজ করা নিরাপৎ নহে। আমার বিবেচনায় চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখিলেই এখন তাহা প্রকাশ করা উচিত—ভবিষ্যতে সমালোচনার সময় আসিবে—বিচার-বিতর্কের পর স্থির হইবে, কোন্‌টা আসল, আর কোন্‌টা নকল।

নীলরতনবাবু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত সকল পদকেই পদাবলীমধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিচারের ভার তিনি নিজের উপর লন নাই—সাহিত্য-সমাজের উপর ফেলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় তিনি ভালই করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিতর্ক উঠিয়াছিল, বানান লইয়া। পদাবলীর পাঠকদের মধ্যে যাঁহারা কেবল রসলিপ্সু, তাঁহারা কোন শব্দের বানান কিরূপ হইবে, তজ্জন্য আদৌ ব্যাকুল নহেন। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থ কেবল কাব্যরস পিপাসুর জন্য প্রচারিত হয় না। এ কালে ভাষা-বিজ্ঞান নামে একটা বিজ্ঞানবিদ্যা গড়িয়া উঠিয়াছে; সাহিত্য-পরিষৎ মুখ্যতঃ ঐ বিজ্ঞান মোদীদের মুখ চাহিয়া গ্রন্থ প্রচার করেন। এই বিজ্ঞান নিতান্ত নীরস বিদ্যা। ইহা চণ্ডীদাসের পদেরও সমুদয় রস নিংড়াইয়া ফেলিয়া কেবল তাহার ছিবড়া ভক্ষণের জন্য লালায়িত। চণ্ডীদাসের নিকট বামী রজকিনীর প্রেম নিকষিত হেমতুল্য ছিল কি না, ভাষা-বিজ্ঞান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত নহেন; রামীর নাম চণ্ডীদাস দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত, না হ্রস্ব-ই-কারান্ত করিয়া লিখিতেন, তাহা স্থির না করিতে পারিলে এই বিজ্ঞানের সোয়াস্তি হয় না। রজকের স্ত্রী কত কাল হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন এড়াইয়া রজকী হইতে রজকিনীতে পরিণত হইয়াছে, তজ্জন্য এই বিজ্ঞানবিদ্যার শিরঃপীড়া ঘুচে না। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিজ্ঞানবিদ্যার খাতিরে পুরাণ পুথি পাইলেই তাহার "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" বানান বজায় রাখিয়া ছাপিতে দেন। একাধিক পুথি পাইলে, তাহার মধ্যে একখানিকে আদর্শ পুথি ধরিয়া, তাহার বানান অনুসরণ করেন, আর অন্য পুথির বানান-ভেদ ছোট হরপে ফুটনোটে পাঠান্তরস্বরূপে প্রকাশ করেন। উদ্দেশ্য—এই সকল পাঠভেদ মিলাইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে এবং সে কালে বাঙ্গালা শব্দের বানান এবং উচ্চারণ কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একটা মীমাংসা হইবে। সাধারণ পাঠকে এই পণ্ডিতের লড়াইয়ে কৌতুক দেখে;—ফলে এই হয় যে, পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী-ভুক্ত মুদ্রিত পুস্তকের পাতা উল্টাইতে সাধারণ পাঠকের আতঙ্ক হয়; উহা অপাঠ্য বলিয়াই পরিত্যক্ত হয়; বহিগুলি পোকায় কাটে এবং অবশেষে কাগজের দামে বেচিতে হয়।

নীলরতনবাবুর সঙ্কলিত পদাবলীতে পরিষদের এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। নীলরতনবাবু বৈজ্ঞানিকোচিত ধৈর্য্য রাখিয়া চণ্ডীদাসের যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং সংস্করণ বাহির করিতে পারেন নাই বা সম্মত হন নাই। পরন্তু নিজের খেয়ালের উপর বানান সংশোধন করিয়া—এ কালের বানান বসাইয়া পদাবলী ছাপাইয়াছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাঁহার সঙ্কলিত পদাবলী সুপাঠ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে ঐ সংস্করণ অতি অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়িয়াছে। এ জন্য নীলরতনবাবু তিরস্কারের ভাগী হইয়াছেন এবং আমিও এই অপকর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়াছি বলিয়া কিঞ্চিৎ গঞ্জনা পাইয়াছি।

কিন্তু বসন্তবাবু কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কারের পর এখন দেখিতেছি, নীলরতনবাবুরই জিত। পুরাতন পুথির পুরাতন বানান রক্ষা করিবার জন্য তিনি যদি পরিশ্রম করিতেন, তাহা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত। এই নব-প্রকাশিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা যদি চণ্ডীদাসের ভাষা হয়, তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যত সংস্করণ বাহির হইয়াছে, যত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, যত পুথি লইয়া আলোচনা হইয়াছে—কোনটারই ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা নহে, সর্ব্বত্রই খাঁটি চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বিকৃত, রূপান্তরিত, 'আধুনিকতাপাদিত' হইয়া গিয়াছে। এত কাল আমরা যে ভাষাকে চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া জানিতাম, সে ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে—তাহা এ কালের ভাষা—চণ্ডীদাসের তুলনায় অত্যন্ত এ কালের ভাষা—গায়কদের হাতে এবং পুথিলেখকদের হাতে পড়িয়া আধুনিক ছাঁচে ফেলা ভাষা। সে ভাষা যখন চণ্ডীদাসের ভাষাই নহে, তখন সে ভাষার বানানের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হইত।

যিনি এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের পাতা উল্টাইবেন, তিনিই এই কথায় সায় দিবেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের একখানি মাত্র পুথি পাওয়া গিয়াছে—তাহাও খণ্ডিত, শেষের কতকগুলা পাতা নাই। একখানি মাত্র পুথি বলিয়া ইহা অবিকল ছাপান সম্ভবপর হইয়াছে—প্রত্যেক শব্দের বানান অবিকৃত করিয়া ছাপিবার চেষ্টা হইয়াছে। ছাপাখানার কল্যাণে হয় ত ভুলভ্রান্তি থাকিয়া গিয়াছে—তথাপি মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত এত সাবধানতার সহিত সম্পাদিত হয় নাই। গ্রন্থখানির মাহাত্ম্য এতই অধিক যে, পরিষদের অর্থ-সামর্থ্য থাকিলে ইহার আদ্যোপান্ত ফটোগ্রাফ করিয়া ছাপান উচিত হইত। যাহা হউক, বসন্তরঞ্জন বাবু যেরূপ যত্নের সহিত ইহার খুঁটিনাটি বজায় রাখিয়া, ইহার সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি সার্থকই হইয়াছে।

কয়টি বিশিষ্ট কারণে গ্রন্থখানি মহামূল্য। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি বিদায় লইব।

প্রথম, পুস্তকের রচনা-কাল। সন তারিখের সমস্যা এ দেশের ইতিহাসে সব চেয়ে জটিল সমস্যা। যুধিষ্ঠির হইতে বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব হইতে কালিদাস, কালিদাস হইতে লক্ষ্মণসেন, কোন ব্যক্তিরই আবির্ভাব-তিরোভাবের বৎসর-তারিখ নিঃসংশয়ে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই—পণ্ডিতেরা কেবলই মাথা খুঁড়িতেছেন ও কথা কাটাকাটি করিতেছেন। চণ্ডীদাস ত দূরের কথা। সে কালের বাঙ্গালা গ্রন্থের রচয়িতাদের কেহ গ্রন্থশেষে আপনার বংশপরিচয় দিতেন, কেহ বা দয়া করিয়া রচনার কালটা দিবারও চেষ্টা করিতেন। যিনি পুথি নকল করিতেন, তিনিও গ্রন্থশেষে আপনার নাম-ধাম ও নকল করিবার তারিখ দিতেন। কিন্তু আমাদের এমনই ভাগ্য-দোষ যে, পুরাণ পুথির শেষের দিকটাই হয় ত খণ্ডিত হইয়া পড়ে, অথবা শেষ পাতাটা বর্ত্তমান থাকিলেও বাঙ্গালা দেশের পোকা ঠিক তারিখের অঙ্কটাই পছন্দ করিয়া কাটিয়া ফেলে। কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ-পরিচয় দিতে গিয়া রচনার বার, তিথি, নক্ষত্র, অতি সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দেশ করেন, কেবল বৎসরটা নির্দ্দেশ করিতে ভুলিয়া যান। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ এত দিন লুপ্ত ছিল, এত কালে ব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু শেষ দিকে খণ্ডিত হইয়া দেখা দিল। কাজেই পুথির মধ্যে উহার কালনির্ণয় হইল না। চণ্ডীদাসের কোন পরিচয় গ্রন্থশেষে ছিল কি না, জানা গেল না; হয় ত ছিল না। কিন্তু পুথিখানি কে কবে নকল করিয়াছেন, তাহার পরিচয় হয় ত ছিল। কিন্তু তাহাও লুপ্ত থাকিল, ব্যক্ত হইল না। এখন পুথির হরফ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তর্কবিতর্ক করুন। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার আলোচনা পাঠকেরা এই গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিবেন। তিনি বলেন—এই পুথিখানিই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বাঙ্গালা হরপের পুথি—উহার চেয়ে পুরাণ পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হরপ দেখিয়া তিনি অনুমান করেন, পুথির তারিখ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে পারে—সম্ভবতঃ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই হইতে পারে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে পুথিখানি হয় ত চণ্ডীদাসের সমসাময়িক;—কেন না, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকালকে উহার আগে টানিয়া লওয়া চলে না। এই পুথি চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত হইতেও পারে, এইরূপ কল্পনাতেও আনন্দ পাওয়া যাইবে। চণ্ডীদাসের নিজের হাতে লেখা না হইলেও তিনি জীবিত থাকিতেই তাঁহার সমসাময়িক লোকের হাতে লেখা হইতে পারে। বাঙ্গালা হরপের উৎপত্তি ও পরিণতি বিচার যে সকল পণ্ডিতের ব্যবসায়, এই পুথিখানি তাঁহারা সমাদরে গ্রহণ করিবেন।

দ্বিতীয় কথা—গ্রন্থের ভাষা। যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছেও এই গ্রন্থ পরম আদরে গৃহীত হইবে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিম-বাঙ্গালার খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে পাওয়া গেল। সেই ভাষা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে এখানে রক্ষিত হইয়াছে, তাহার উপরে হাত ফলাইতে কেহ অবকাশ পায় নাই। শূন্যপুরাণের ভাষা চণ্ডীদাসের ভাষা হইতে প্রাচীন বটে, কিন্তু শূন্যপুরাণের পুথি তত পুরাণ পুথি নহে, কাজেই সেখানে নমুনা খাঁটি নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষা আরও প্রাচীন—এত প্রাচীন যে, ঐ ভাষা বাঙ্গালা বটে কি না, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম শাস্ত্রী মহাশয়কে প্রয়াস পাইতে হইয়াছে। কিন্তু সেখানেও পুথির বয়স ও ভাষার বয়স সমান নহে, নমুনা হয় ত খাঁটি নাই। যাহা হউক, বৌদ্ধ গান ও দোঁহা,—তার পরে শূন্যপুরাণ,—তার পরে এই চণ্ডীদাস,—প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস নিরূপণে পর পর এই তিনটা ধাপ পাওয়া গেল। এখন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পরিণতি নিরূপণে ভাষাতত্ত্বের অধিকারী পণ্ডিতেরা দশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডা চালাইবার সুযোগ পাইলেন। বসন্তরঞ্জন বাবু নিজে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় সুবিজ্ঞ—তিনি কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এই গ্রন্থেই পাঠকেরা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের শেষে তিনি যে টীকা যোগ করিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেক শব্দের আলোচনায় যে সূক্ষ্ম বিচার আছে, সংস্কৃত প্রাকৃত হইতে আরম্ভ করিয়া অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি যে সকল প্রাদেশিক ভাষার সহিত তুলনামূলক আলোচনা আছে—তাহাতেই পাঠকেরা তাঁহার বল পরীক্ষা করিবেন। আমি অব্যবসায়ী,—আমি তাঁহার উপর বরাত দিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। বাঙ্গালা ভাষায় Etymology প্রকরণে এই গ্রন্থের নমুনা যেমন কাজে লাগিবে, আর কোন গ্রন্থ বোধ হয়, তেমন লাগিবে না। কেন না, ইহাতে যে নমুনা আছে, তাহা খাঁটি নমুনা,—সাত নকলে আসল জিনিষটা নষ্ট হইতে পারে নাই।

তার পরে তৃতীয় কথা;—তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এত কাল আমাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে যোদের প্রাণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এত কাল তবে আমরা যে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম, সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।

সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তা বসন্তরঞ্জন বাবু ইহা খাঁটি চণ্ডীদাসের লেখা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; আরও অনেক সুধী ব্যক্তি ইহা চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন; আমিও সে বিষয়ে সংশয় করি না। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ হইতে—চণ্ডীদাসের এই লুপ্ত গ্রন্থ হইতে, বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পর্কে নানা সমস্যার সমাধান হইবে। বাঙ্গালা লিপির ইতিহাস, বাঙ্গালা উচ্চারণের ইতিহাস, বানানের ইতিহাস, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালা ছন্দের ইতিহাস, বাঙ্গালা পদসাহিত্যের ইতিহাস, ইত্যাদি নানা ইতিহাসের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক প্রশ্নই বড় প্রশ্ন—প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে

পণ্ডিতের মধ্যে বিচার-বিতর্ক আলোচনা চলিবে। কিন্তু এ সকল প্রশ্ন যতই গভীর হউক, এ সকল তত্ত্বকথার যতই মাহাত্ম্য থাকুক, চণ্ডীদাসের নামের মাহাত্ম্যে সে সকলই ক্ষুদ্র হইয়া যায়। চণ্ডীদাসের নামের ছাপ যে কবিতার উপরে আছে, তাহা তখনই তাহার প্রাদেশিকতা হারাইয়া মানব-সাহিত্যের কোঠায় গিয়া পৌঁছে—বাঙ্গালা সাহিত্যকে তখনই তাহা নিম্ন হইতে অতি উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥

কালিন্দী নদীর কূলে, গোকুলের গোঠে অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহা গোলোক অভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙ্গালী জাতিকে তার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই বাঁশীর স্বরের নিকটে সকল তত্ত্বকথা ও শাস্ত্রকথা মিলাইয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের সেই হারাণ বাঁশীর উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-পরিষদের জীবন সার্থক হইল—এবং বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তেইশ বৎসর ধরিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে যে একমনে, তন্ময়চিত্তে, অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত পূজা করিয়া আসিতেছেন, আমি আজি পূর্ণানন্দে তাঁহাকে জানাইতেছি, তাঁহার পূজাও আজি সার্থক হইল। আমি তাঁহাকে বলিতেছি, আজি আপনি ধন্য হইলেন এবং আমার মধ্যবর্ত্তিতায় যদি এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ আনুকূল্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহম্।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

ভূমিকা

[পুনর্লিখিত]

সমস্যা

চণ্ডীদাসের পদ সুদীর্ঘকাল সুধী-সমাজে সমানে রস জোগাইয়া আসিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি হইতে জানা যায়,—শ্রীমন্মহাপ্রভু বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণের গীতের রসাস্বাদন করিতেন।[১] জয়ানন্দ গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করেন বলিয়া জয়দেব বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[২] অধিক কি, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কাব্যাংশে গীতগোবিন্দ এবং চণ্ডীদাস-প্রদর্শিত দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের তুল্য মূল্য দিয়াছেন।[৩] বিস্ময়ের বিষয়, সেই চণ্ডীদাসের পদ, পদাবলীর প্রাচীনতম সংগ্রহ-গ্রন্থ ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত হয় নাই। দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃতেও চণ্ডীদাসের পদ পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, খ্রীষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি নব্য শিক্ষিত মহলে নবানুরাগ জাগে। এবং তাহার নিদর্শন-স্বরূপ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাগণের পদের পৃথক্‌ভাবে সংকলন সুরু হয়। তন্মধ্যে স্বর্গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও রমণীমোহন মল্লিক-সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদের দুইটি উল্লেখযোগ্য সংস্করণ। সোৎসুক অনুসন্ধানের ফলে চণ্ডীদাস-ভণিতায় সরস-নীরস বিস্তর পদের উদ্ধার হয়। প্রশ্ন উঠে, ঐ সমুদায় পদ কি আমাদের চির-বিশ্রুত কবি চণ্ডীদাসের? পদকল্পতরুর সুযোগ্য সম্পাদক পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের নিঃসন্দিগ্ধ পদ-নির্ব্বাচন সম্পর্কে কএকটি সূত্রে তাহার নির্দ্দেশ দেন।[৪] প্রকৃতপক্ষে দীন চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর হইতেই চণ্ডীদাস-সমস্যার উদ্ভব।[৫] ১৩২১ বঙ্গাব্দে ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদের বৃহত্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উহাতে চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদমাত্রেই ধৃত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের লুপ্তপ্রায় গীতিকাব্যের পুথি আবিষ্কৃত এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত হইলে সমস্যা সত্য সত্যই জটিল হইয়া পড়ে। ১৩৩৩ সালে দুই হাজার পদপূর্ণ দীন চণ্ডীদাসের পালা গানের এক বৃহৎ পুথির সন্ধান মিলে।[৬] এবং উহা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুর সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধানে সম্যক্ সহায়তা করে। বৃন্দাবন-

---

১ বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥—চৈ চ, আদি, ১৩ তম পরি।

২ জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥—চৈ মং, পৃঃ ৩।

৩ কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-
নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ—বৃ°, বৈ°, তো° ; ১০।৩৩।২৬।

৪ প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০ ভাগ, ২য় সংখ্যা।

৫ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা, ঐ, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

৬ দীন চণ্ডীদাস, ঐ, ৩৩শ ভাগ, ১ম সংখ্যা ; ৩৪শ ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।

রস (মাধুর্য্য) আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, দ্বাদশ গোপাল ও বিদূষক মধুমঙ্গলের উল্লেখ, যোগমায়া পৌর্ণমাসীর সাহায্যে বৃন্দাবনলীলার বিবরণ, করুণ-বিপ্রলম্ভের পরিবর্তে প্রেম-বৈচিত্ত্য অথবা আক্ষেপানুরাগের বিবৃতি ইত্যাদি হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, উক্ত পালা-গান গৌড়ীয় গোস্বামি-গ্রন্থের আধারে রচিত। অধিকন্তু কাব্যটির ভাষা অর্বাচীন। বর্ধমান-বনপাশের পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের অন্যূন পৌনে চারি শত নূতন পদের খবর মিলিতেছে।[৭] চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের প্রায় একতৃতীয়াংশ আবার অপরের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।[৮] আর পদ-সাহিত্যের সেরা যেগুলি, তাহার বেশির ভাগ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভাবে ভাবিত ভক্ত-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি; পরন্তু, বেনামী। বলা বাহুল্য, 'আজু কে গো মুরলী বাজায়' ও 'কানড কুসুম করে পরশ না করি ডরে' পদের শেষ কলি দুইটির লক্ষ্য চৈতন্যদেব। বাকি যাহা, তাহা সহজিয়াগণের কাব্যকলা। 'একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন,' 'নিষদ নিলজ বনমালী' (পদকল্পতরুর আরম্ভ 'হেম ঘট পাইয়া পাথারে।), 'প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি' প্রভৃতি অল্প কতিপয় পদ যাহা প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাদের মূল বড়ু চণ্ডীদাসের কবিতা। ক্রমশ যাবৎ পদ এক চণ্ডীদাসের নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে।[৯] শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা সুপ্রাচীন; এবং উহার ভাবধারা, রস-পর্য্যায়, আখ্যান-বস্তুর পরিকল্পনা গৌড়ীয় গোস্বামী-আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্। সুতরাং পরবর্তী গোস্বামি-শাসিত সমাজে তাদৃশ কাব্য বিরল-প্রচার না হইয়া পারে না। মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কথা স্বতন্ত্র: কেন না, তাঁহারা সম্প্রদায়ের বহু ঊর্দ্ধে। কালবশে কাব্যখানার জীবন্ত-সমাধি ঘটে, কিন্তু কবি-যশ যথাবৎ অম্লান রহিয়া যায়। বিধির বিড়ম্বনায় অন্যের পদ—নূতন পদ বেমালুম চণ্ডীদাসের নামে চলিতে থাকে। ইত্যবসরে খুব সম্ভব খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতকের প্রথম পাদে কোন সহৃদয় ব্যক্তি আত্মপ্রসাদের অনুরোধেই হউক, অথবা সাম্প্রদায়িক তাগিদেই হউক, দীন চণ্ডীদাস ভণিতা দিয়া প্রাগুক্ত বিরাট্ কৃষ্ণায়ন কাব্য প্রণয়ন করেন, এই অনুমান অযুক্ত নহে। রাধার কলঙ্ক-ভঞ্জন-[১০]লেখকেরও তদ্রূপ কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। এ-কালে পরের রচনা আত্মসাৎ করিবার স্পৃহা যত প্রবল, সে কালে স্বরচিত কবিতাদি বিখ্যাত কবির নামে চালাইবার প্রলোভন ততোধিক ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যে উহার উদাহরণ প্রচুর। তখন দীন বা দ্বিজ-উপাধিক দ্বিতীয় চণ্ডীদাস খাড়া করার বড় একটা সার্থকতা নাই। বাঙ্গালার কবিকুলে রবি কবি চণ্ডীদাস এক এবং অদ্বিতীয়।

---

৭ চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পুথি, ভারতবর্ষ, ১৩৪১ অগ্রহায়ণ।

৮ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত পদগুলি অন্যের ভণিতায় পাওয়া যায়: ১ একলি মন্দিরে আছিলা সুন্দরী (জ্ঞানদাস), ২ কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে (যদুনন্দন), ৩ কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন (জ্ঞানদাস), ৪ কাহারে কহিব মনের কথা (রামচন্দ্র ও জ্ঞানদাস), ৫ কি না হৈল সই মোর কানুর পিরীতি (নরহরি), ৬ চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে (রামগোপাল দাস), ৭ ছুঁও না ছুঁও না বঁধু ঐখানে থাক (নরহরি), ৮ থির বিজুরী বরণ গোরী (রামগোপাল দাস), ৯ না বল না বল সখি (জ্ঞানদাস), ১০ পিরীতি বলিয়া একটি কমল (নরহরি), ১১ বঁধু কি আর বলিব তোরে (দীনবন্ধু দাস), ১২ ভাল হৈল আরে বঁধু আসিলা সকালে (রামগোপাল), ১৩ রাই আজু কেন হেন দেখি (কৃষ্ণকিশোর), ১৪ সই কত না রাখিব হিয়া (জ্ঞান ও নরহরি), ১৫ সই জানি কুদিন সুদিন ভেল (গোপালদাস), ১৬ সজনি ও ধনি কে কহ (জগন্নাথ ও লোচন দাস), ১৭ সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু (জ্ঞানদাস) ও ১৮ হেদে হে নিলজ বঁধু লাজ নাহি বাস (নরোত্তম দাস)।

৯ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকারান্তরে সেই কথাই বলিয়াছেন।

'দ্বিজ চণ্ডীদাস বলিয়া কোন কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেবের পরবর্তী; তবে ইহা সম্ভব যে, সাধারণ কীর্ত্তনিয়া ও অজ্ঞাত কবির হাতে বড়ু-চণ্ডীদাসের পদের ভাবের সহিত চৈতন্যদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে কতকগুলি সুন্দর পদ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি না বড়ু-চণ্ডীদাসের, না উপরে আলোচিত দীন চণ্ডীদাসের—সেগুলি চণ্ডীদাস-নামে প্রচলিত হইয়া, বড়ু ও দীন চণ্ডীদাসের সম্মিলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে—চণ্ডীদাস এই নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে।'—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (৪র্থ সং), পৃঃ, ১৫৯।

১০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৯ম ভাগ, অতিরিক্ত সংখ্যা (প্রাচীন পুথির বিবরণ), পৃঃ, ৫৫।

পুথি

বিগত ১৩১৬ বঙ্গাব্দে **শ্রীকৃষ্ণকীর্তন** পুথির উদ্দেশ পাই ; এবং ১৩১৮ সালে উহা পরিষদের জন্য আহৃত হয়। পুথির আকার ১৩¼ × ৩¾ ইঞ্চি ; দুভাঁজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র। এখানে-ওখানে জলের দাগ, একটু-আধটু পোকা-কাটা, পাতার দু ধার আরশুলা-খাওয়া বা উই-ধরা ছাড়া বাহ্যাবয়ব মোটের উপর মন্দ নয় ; কালি উজ্জ্বল। পুথি খণ্ডিত ; পত্র-সংখ্যা ৩—৮, ১০—১৫, ১৭।২—১৮, ১৯।২—৪০, ৪২—৮৮।১, ৮৯—৯৩।১, ৯৪—৯৭, ৯৮।২—১০৩, ১১২—১৪৪, ১৫২—২২৬। ১৫ পত্র পর্য্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি এবং তাহার পর হইতে ৭ পঙ্‌ক্তি করিয়া। সুখপাঠ্য না হইলেও অক্ষর সুন্দর ও সুগঠিত। পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট ; ১৭৬।১, ২০৪—২০৭।১ ২১২, ২১৭।২—২২২।১ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় হাতের এবং ৬, ১১৫ সংখ্যক পাতা তৃতীয় হাতের লেখা ও পরবর্তী যোজনা মনে হয়। তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ৬।২ ও ১৩।২ পৃষ্ঠার উপরে ফারসীর মত লেখার পাঠোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কায়েথী অক্ষরে তিন পঙ্‌ক্তি '[১] লেখকে সকীল [২ শ্রীকামাল খাঁ [৩] শ্রীজামাল খাঁ নিউ (Nuh) খাঁ' লেখা।[১১] ৮৭।২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীগুণরাজ খাঁ' স্বাক্ষর।[১২] উহা শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসুর হইলে পুথির প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণরূপে গণ্য হইতে পারে। মালাধর গুণরাজ খাঁ নামে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

এক রাশ পুথির সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যানিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে ছিল। ইঁহারা আপনাদিকে প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র-বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। পুথির সহিত প্রাপ্ত স্মারকলিপি হইতে অনুমান হয়, লীলা-কীর্তনের এই অপূর্ব্ব সামগ্রীটি ২৫০ বর্ষ পূর্বে বিষ্ণুপুর-রাজ-পুথিশালার সম্পত্তি ছিল। কোন প্রকারে উহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির সহিত জড়াইয়া গিয়া থাকিবে।

পুথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির দেশকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুথির নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কথিত হয়, চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' কাব্য রচনা করেন।[১৩] খেতরীর এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হইয়াছিল,[১৪] অবশ্য কীর্তনাঙ্গে। আলোচ্য পুথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কীর্তন, তাহাতে তর্কের অবসর নাই। অতএব গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ অসমীচীন নয়।

পূর্বে নীলরতন বাবুর সংকলিত একটিমাত্র পদ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পুথিতে পাওয়া গিয়াছিল। দশ-বার বৎসর হইল, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু তাল-শিক্ষার দুইখানা পুথির সংবাদ দেন ;[১৫] একখানার লিপিকাল সন ১২৩৭ সাল, অন্যখানা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পুথিতে কীর্তনের (? ঝাড়খণ্ডী) তালের দৃষ্টান্তস্বরূপ বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ১৬টি

---

১১ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সাহায্যে নাম তিনটি পাঠ করা গিয়াছে। কামাল খাঁ ও জামাল খাঁ বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১২ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য স্বাক্ষরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (প্রাচীন পুথির বিবরণ, ৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১৪৫)।

১৩ ব্রজসুন্দর সান্যালের চণ্ডীদাস-চরিত (১৩১১), পৃঃ ১০০ ; ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যকৃত বিদ্যাপতি (১৩০১), পৃঃ ৫০ ; চণ্ডীদাস, নব্যভারত, ১৩০০ ফাল্গুন, পৃঃ ৫৮৫ ; জগদ্বন্ধু ভদ্রসংকলিত মহাজনপদাবলী (১২৮০), ভূমিকা, পৃঃ ৪৬।

১৪ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গানে।
যে শুনে হরয়ে তার মন আর প্রাণে ॥—প্রেমবিলাস, ১৯শ বিঃ।

১৫। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নবাবিষ্কৃত পুথি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৩৯শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা ও ৪০ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮টি সম্পূর্ণ পদ, ৪টি পদের অংশবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ও একটি পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে উপপত্তি এই হয় যে, বিলুপ্তপ্রায় হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পদ লোকের একবারে অজ্ঞাত ছিল না; কোন কোন গায়ন-সম্প্রদায়ে উহার আদরও ছিল।[১৬] আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, ২।৩টা পদের ধুআ ঝুমুর-গানের সদৃশ।[১৭] তাল-শিক্ষার পুথির পদ কয়টি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আবশ্যক প্রমাণের অভাবে পুথির কাল নির্ণয়ের জন্য লিপি-বিচার ও ভাষা-পরীক্ষা শেষ অবলম্বন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথির লিপিকাল' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন। ভাষা-বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—

"পুথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লিপি-বিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছিলেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু অত প্রাচীন না হলেও বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুথি আর নেই। দু'একজন সুপণ্ডিত সাহিত্যিক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে প্রতিকূল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইখানির ভাষা খুঁটিয়ে আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ-ধারে কিছুতেই হ'তে পারে না"।[১৮]

আর এক কথা, বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ায় কাগজের পুথি ৫০০।৫৫০ বৎসর টেঁকে কি না। জল্পনা-কল্পনায় কাজ কি, সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় খানকএক কাগজের পুথি আছে। তাহার একখানা দুভাজ-করা তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠে লেখা সংস্কৃত হরিবংশের পুথি; লিপিকাল শকাব্দা ১৩৮৭। কাগজ কীটদষ্ট বা জীর্ণ নয়, কোথাও এলাইয়া পড়ে নাই, পাতার প্রান্তও গলিয়া যায় নাই। অপর একখানা ১৪২২ শকের মহাভারত আদিপর্বের পুথি। ঢাকা প্রত্নশালার অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় জানাইয়াছেন, তাঁহাদের সংগৃহীত ১৩৮৮ শকের বিষ্ণুপুরাণ ও ১৪২৩ শকের হরিবংশ, দুইখানাই কাগজের পুথি। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতকে লিখিত একখানা পুথি পাওয়া গিয়াছে, যাহার উপকরণ কাগজ।[১৯]

কবি

পুথিতে কবির অপর নাম অনন্ত[২০] ও উপাধি বড়ু। চণ্ডীদাস বাসলীর (বাগীশ্বরী) বরে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা গান করেন। এতদতিরিক্ত কিছু জানিতে হইলে অন্যত্র দেখিতে হয়। কিন্তু উপাদান পর্য্যাপ্ত নয়, সন্দেহেরও অতীত নয়। কাজেই 'নেতি নেতি' মহাবাক্যের অনুসরণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যাহা হউক, আলোচনা আবশ্যক।

---

১৬ শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র দে বলেন, 'যদি কিছু বোল বোলসি' পদটি তিনি মানভূমে এক ভিখারীর মুখে শুনিয়াছিলেন (জয়দেব, ১৩৩৪, ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠা পাদটীকা)।

১৭ ঝুমুর-মাত্রেই অশ্লীল অথবা ছোট-লোকের গান নহে। সঙ্গীত-শাস্ত্রে উহার একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রায় শৃঙ্গাররস-বহুল হইলেই আর কিছু অশিষ্ট হয় না।

১৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (৪র্থ সংস্করণ), পৃঃ ২২-২৩।

১৯ Another interesting find (in Patna) is a paper copy of the Bhagavata Purana dated Samvat 1146 (=1088 A. D.). This is probably the oldest M.S. on paper yet discovered in India,—Journal Behar & Orissa Research Society, Vol. V. Pt. I (January 1919).

২০ মূল পদে ভণিতা দ্রষ্টব্য।

কবির দেশ : 'কানুর পীরিতি চন্দনের রীতি ঘষিতে সৌরভময়।'—(চণ্ডীদাস), 'নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।'—(ঐ)[২১] ও 'জয় জয় চণ্ডী-দাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে'—(নরহরি) পদে নান্নুর ; 'নান্নুর সরসিজ দ্বিজকুল ইন্দু'।—(রায়শেখর) ও 'সহজ পীরিতি জানিবে কে।'—(তরুণীরমণ) পদে নান্নুর ; এবং সহজ উপাসনা-তত্ত্বে না দু ড়। তিনটি নামই বীরভূমে সুপরিচিত। রেনেল সাহেবের (Major J. Rennel) মানচিত্রে না নো র। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর (পূর্বনাম সাঁকুলীপুর) থানার অদূরে এবং সিউড়ী সদরে ২৬।২৭ মাইল পূর্বাংশে নান্নুর গ্রাম। প্রাচীন নান্নুর এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত।

সন ১২৮০ সালের ১০ই পৌষের 'সোমপ্রকাশে' জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছিলেন, 'চণ্ডীদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচী, ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের নাম গীতচিন্তামণি।' স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন, 'কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাবের ত্রি-অশীতি বৎসর পূর্বে মহাত্মা চণ্ডীদাস এই বঙ্গভূমির রাঢ়দেশে অর্থাৎ বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে বাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[২২] ব্রজসুন্দর সান্ন্যাস তাঁহার চণ্ডীদাসচরিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 'আমি ১৩৭৩ শকের লিখিত একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। তাহাতে এক স্থলে পাওয়া যায়, ভবানীচরণ নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে, ভরবীনাম্নী এক কামিনীর গর্ভে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। বীরভূমস্থ জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন, 'নান্নুরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, চণ্ডীদাসের পিতার নাম ভবানীচরণ রায় ও জননীর নাম ভৈরবীসুন্দরী ছিল। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার জন্ম ১৩০৮-১৩১৫ শকের মধ্যে হইয়াছিল।'[২৩] চণ্ডীদাস-চরিতকার সোমপ্রকাশের পত্র-প্রেরকের উক্তি 'সম্পূর্ণ সত্য নহে' বলিয়াছেন ; অথচ তাঁহার ১৩৭৩ শকে লিখিত পুথির নাম সাধারণের অবিদিত। পুথির যে স্থলে চণ্ডীদাসের জনক-জননীর কথা ছিল, সে স্থলটি উদ্ধার করা আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। আমরা পত্র-ব্যবহারে জানিয়াছি, পুথি অথবা তাহার প্রতিলিপি তখন ব্রজসুন্দরবাবুর নিকট ছিল না। প্রমাণ ভক্তিনিধি মহাশয়ও দেন নাই।

বাসলী-মাহাত্ম্য[২৪] এক পিঠে লেখা নামহীন একখানা সাতপাতা সংস্কৃত পুথি ; ২য় পাতা নাই। শেষ পাতার নীচে ছোট হরপে দুই পঙ্‌ক্তি কবিতা, তাহা হইতে ১৩৮৭ শক পাওয়া যায়। পুথিতে দেবীদাস ও চণ্ডীদাস দুই সহোদর ; পিতা নিত্যনিরঞ্জন ও মাতা বিন্ধ্যবাসিনী। ইঁহারা ভরদ্বাজকুলোদ্ভব। তীর্থপ্রত্যাগত ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম জ্যেষ্ঠ দেবীদাস [সামন্তভূমির] রাজা হামীর উত্তর রায় কর্তৃক বাসলীর পূজারী নিযুক্ত হন। চণ্ডীদাসের কবি-খ্যাতি ছিল। ইনি কিন্তু বাসলীর বড়ু অথবা বড়ু চণ্ডীদাস নহেন ; হইলে কবিতাকার পদ্মলোচন দেবীদাসের পুত্র বা পৌত্র যেই হউন, নিশ্চিতই সে কথার উল্লেখ করিতেন। এক পিঠে লেখা সম্পূর্ণ পুথি এ-পর্য্যন্ত আমরা দেখি নাই। পুথির প্রথম ও শেষ পাতা এক পিঠে লেখা হইতে পারে এবং হয়ও। লেখার ছাঁদ ৬০।৭০ বৎসরের উপরে যায় না।

কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের পুথিতে চণ্ডীদাসের পিতা-মাতা ও ভ্রাতার নাম পূর্ববৎ। কবি, রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া রজকী সহ সহজ-সাধনে মনোনিবেশ করেন এবং অবসরকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক গীত রচনা করিয়া নিত্যাকে (মনসাকে) শুনান। অচিরে চণ্ডীদাসের গীতের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়ে। বিষ্ণুপুরের রাজা রামী ও চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ

---

২১ চণ্ডীদাস (পরিষৎসংস্করণ), পৃঃ ৩৩০।

২২ নব্যভারত, ১২শ খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৮১।

২৩ চণ্ডীদাসচরিত, পৃঃ ৯।

২৪ ছাতনায় চণ্ডীদাস, প্রবাসী, ১৩৩৩, ফাল্গুন।

করিয়া দূত পাঠান। ইঁহারা সামান্য গায়ক নহেন বলিয়া ছাতনা-নরেশ দূতকে ফিরাইয়া দেন। এই সূত্রে রাজা হামীরের সহিত বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের যুদ্ধ বাধে। মদনমোহন গোপাল সিংহের হইয়া লড়েন, বিপক্ষে বাসলী। চণ্ডীদাস, রাসে ও দোলে বিষ্ণুপুরে গাহিতে যাইবেন, এই সর্তে সন্ধি হয়। এই সময়ে চণ্ডীদাসের বয়স তেত্রিশের কোলে। যে দিন মুহম্মদ বিন তুঘলক পিতৃহত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় হন, তৎপূর্বদিবসে অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাসের জন্ম। বিষ্ণুপুরে অবস্থানকালীন সুলতান সিকন্দর শাহের (১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) আহ্বানে চণ্ডীদাস রামীর সহিত পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কোড়াম্বুর গড়ের (কোটেশ্বরগড়) গভীর জঙ্গলে রমাবতীনাম্নী ষোড়শী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে চন্দননগরনিবাসী রূপচাঁদনামা জনৈক শ্রোত্রিয় তান্ত্রিকের হাত হইতে রক্ষা করেন। এবং তাঁহাদের পরিচয় লইয়া উভয়কে পরিণয়-পাশে বাঁধিয়া দেন। পৌরোহিত্য করেন স্বয়ং চণ্ডীদাস। কিন্তু কন্যা সম্প্রদান করেন কায়স্থ রুদ্রমালী। নজির, পূর্বে ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতেন ; এবং কায়স্থেরা ক্ষত্রবর্ণ। কবি সদলবলে দামোদর পার হইয়া এবং মানকরে বৈদ্য জয়াকরের গৃহে বর-বধূকে রাখিয়া উত্তরের পথ ধরেন। ক্রমে অজয় উত্তীর্ণ হইয়া বোলপুর, তথা হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্তী বীরভূম নান্নুরে গিয়া নিজেকে প্রকট করেন। সবচেয়ে করুণ, চণ্ডীদাসের বীরভূম-নান্নুরে প্রবেশের প্রাক্‌কালীন আকাশ-বাণী।

ব্রহ্মণ্য-পুরের মাঝে নন্নুরবাসিনী।
বাসলী যে বিশালাক্ষী সেই হই আমি॥
হেথায় নান্নুর গ্রামে হই যে পূজিতা।
চল বৎস গ্রামে মোর আমি তোর মাতা॥—ইত্যাদি, চণ্ডীদাসচরিত, পৃ: ৭৮।

সেনানী আবদর রহমানের আক্ষেপটিও বেশ কৌতুকপ্রদ।

চণ্ডীর চরিত্র আর কি লিখিব ভাই।
বল রে প্রাণের বন্ধু তুমারে সুধাই॥
বিধাতা তুমার পুঁথী মিলাইল বেশ।
নাহুরে আরম্ভ করি নাহুরেতে শেষ॥—চ° চ°, পৃ: ৮১।

চরিতকার যেন চণ্ডীদাসের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়া পৌঁছিয়া কবিকে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের সম্মুখীন হইতে হয়। যাহা হউক, সিদ্ধাই-প্রভাবে সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়। সুলতান চণ্ডীদাসের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কবি বীরভূম নান্নুরনিবাসী শম্ভুনাথ অথবা পার্বতীচরণকে তাঁহাদের বংশে চণ্ডীদাস নামে পুনরাবির্ভূত হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কএক মাস গৌড়েশ্বরের আতিথ্য স্বীকার করিয়া সসম্মানে বিদায় লয়েন। প্রত্যাবর্তন-কালে রমাবতীর পিত্রালয় রঙ্গনাথপুরের দক্ষিণে ভাগীরথীর পরপারে মৈথিল কবির সহিত মিলিত হন। চণ্ডীদাস দীর্ঘ ৪৪ বৎসর প্রবাসে কাটাইয়া ছত্রিনায় ফিরেন, এবং ১৩২৪ (১৪০২ খ্রী: অ:) নাহুরের মাঠে দেহ-রক্ষা করেন। 'বাসলী ও চণ্ডীদাস' বা চণ্ডীদাস-চরিত তিন দফায় পাওয়া ৮০ পাতার খণ্ডিত পুথি। সংস্কর্তা জানাইয়াছেন, অত পুরু মসৃণ কাগজের পুথি তিনি দেখেন নাই। পাতা নাকি অন্য পুথির দু'ভাঁজ-করা পাতা উল্টাইয়া তৈয়ারি, মাপেও সমান নয়। কৃষ্ণপ্রসাদের কবিতায় স্বদেশী উচ্ছ্বাস ও অতি আধুনিক অনুকরণও বিতর্কের বিষয়। পুথি সন্দিগ্ধ।[২৫]

---

২৫ চণ্ডীদাস-চরিতে সংশয় (আলোচনা) প্রবাসী, ১৩৪২ আশ্বিন, পৃ: ৮২৯ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে অভিনব আবিষ্কার, প্রবর্তক, ১৩৪৩ আশ্বিন, পৃ: ৬০৩ ; চণ্ডীদাস (আলোচনা), সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, পৃ: ৩৩-৩৫ ; চণ্ডীদাস-চরিত, শনিবারের চিঠি, ১৩৪৫ কার্তিক ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ; চণ্ডীদাস-চরিত বিচার-পরীক্ষা ও প্রতিবাদ প্রবন্ধকারের বক্তব্য, শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ।

ছাতনায় প্রাপ্ত দুইখানি পুথির নাম-সাদৃশ্যে তেমন কিছু আসে যায় না। রাধানাথ দাসের বাসলী-বন্দনাতে দেবীদাস একক আসিয়া বাসলীর পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সহজ-ধর্মের অভ্যুদয় মহাপ্রভুর পরে, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামীরও পরে বলা যাইতে পারে। সুতরাং বড়ু চণ্ডীদাসের সহজ-সাধন অপ্রাসঙ্গিক। কবির রজকী-প্রীতি সহজীয়াদের উদ্ভাবিত উপন্যাস। ওমালী সাহেবের (S. S. O'Malley) উক্তি বেদ-বাক্য না হউক, কবির কল্পিত আশ্রয়দাতা হাম্বীর উত্তর রায়ের সহিত গোপাল সিংহের (১৭১২-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) যুদ্ধ অসম্ভব। আর মদনমোহন আসেন কেমন করিয়া ? চণ্ডীদাস-চরিতের উপজীব্য কৃষ্ণ-সেনের প্রপিতামহ উদয়-সেনকৃত চণ্ডীদাস-চরিতামৃতম্। উদয়-সেনই বা সে-দেশে ও সে কালে দিল্লী-সম্রাটের সিংহাসনারোহণের তারিখ কি করিয়া কোথা হইতে পাইলেন, জানা দরকার। উপরে উক্ত হইয়াছে, তান্ত্রিক রূপচাঁদের নিবাস চন্দননগর। কিন্তু শহরটি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতকের শেষ পাদে বোড়ো, খলিসানি ও গোন্দলপাড়া, তিনখানি গ্রাম লইয়া চন্দননগর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২৬] কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে গোন্দলপাড়া, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বোড়ো এবং বাঙ্গালার পুরাবৃত্তে ধৃত দিগ্বিজয়প্রকাশের শ্লোকে খলিসানি। বীরভূমনিবাসী শম্ভুনাথ অথবা পার্বতীচরণকে বর-দান ব্যাপারে শ্যাম ও কুল-রাখার প্রয়াস বিস্পষ্ট। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত কবিতা-বিনিময় ও সাক্ষাৎকার নিছক কবি-কল্পনা।[২৭] কবি কোথায় কি ভাবে দেহ-রক্ষা করেন, জানা যায় না। জনশ্রুতি, মতিপুর অথবা কীর্ণাহারে নাটমন্দির পতনে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়। স্বর্গীয় রমণীমোহন মল্লিক লিখিয়াছেন, চণ্ডীদাস শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করিয়া সেইখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যায়।[২৮] জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় রমণীবাবুর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন ;[২৯] অনেকেই করিয়াছেন।[৩০] আমাদের দুর্ভাগ্য, বৃন্দাবনে বাঙ্গালী কবির সমাধির কোন পাত্তা লাগাইতে পারি নাই। সান্ন্যাল মহাশয়ের মতে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে বীরসিংহ বীরভূমে রাজা হন। তিনি স্বীয় নামে রাজধানী নির্মিত করেন। রাজা বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে পুরাণ-বর্ণিত পুণ্যভূমির আদর্শে দ্বিতীয় বৃন্দাবন রচনা করিয়া, তাহাতে গোপালবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। চণ্ডীদাস বীরসিংহের নকল বৃন্দাবনে সমাধিমগ্ন হন ইত্যাদি।[৩১] সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত একখানা নামহীন পুথি হইতে জানা যায়, চণ্ডীদাস রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের দরবারে গান করিতে যান। রাণী বা বেগম চণ্ডীদাসের গানে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়েন। রাজাদেশে চণ্ডীদাসকে হাতীর পিঠে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতী বেগে ছুটাইয়া দেওয়া হয়। নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসে এমনই দুর্বিপাকে ঠেকিয়া নাকি বাঙ্গালার কবি-শ্রেষ্ঠ জীব-লীলা সাঙ্গ করেন।[৩২]

গাল-গল্প, কাহিনী, জনশ্রুতি ইত্যাদি হইতে সত্যোদ্ধার অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। 'ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ' বাক্য বহুল প্রচলিত ; এবং জনশ্রুতির অবশ্য একটা মূলও আছে। কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই বিকৃত অথবা অপরে আরোপিত দেখা যায়। কবি-সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

কবির দেশ, বীরভূম-নান্নুর।

---

২৬ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের গোড়ার দিকে ব্রক সাহেবের (Brouck) মানচিত্র প্রস্তুত হইলেও প্রকাশিত হয় ১৭২৬ খৃঃ। নকশা প্রকাশের প্রাক্কালে উহাতে চন্দননগরের ফরাসী কুঠি ও পতাকা আঁকিয়া দেওয়া হয়। শহরটির প্রথম উল্লেখ ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি পত্রে।

২৭ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস, হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬-১০।

২৮ চণ্ডীদাস, ভূমিকা, পৃঃ ১৭।

২৯ গৌরপদ-তরঙ্গিণী (২য় সংস্করণ), উপক্রমণিকা, পদ-কর্ত্তৃগণের পরিচয়, পৃঃ ১৫৮।

৩০ বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৬ ; নব্যভারত ১২শ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ৩৫১।

৩১ চণ্ডীদাস-চরিত, পৃঃ ১১২-১১৩।

৩২ পুথির সংখ্যা ২৩৭৫ ; চণ্ডীদাস, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬ ভাগ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৭৯-৮১।

মহাপ্রভু, চণ্ডীদাসের গীত গাহিয়া ও শুনিয়া আনন্দ পাইতেন।[৩৩] সে কালে পশ্চিম-রাঢ় শ্বাপদসঙ্কুল ঘন বনানীবেষ্টিত ছিল; পথ ঘাটও দুর্গম ছিল। ফলে কবি-যশ নবদ্বীপে পৌঁছিতে সময় লাগিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথিতে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে এবং যাহার সংঘটনও সময়-সাপেক্ষ। তখন চণ্ডীদাস মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ১০০।১২৫ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন বলিলে বড় একটা অন্যায় হয় না।

ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম।[৩৪]

বাসলীর আরাধনা করিয়া তিনি কবি-প্রতিভা অর্জন তথা সঙ্গীতকলা আয়ত্ত করেন। নান্নুরের বাসলী ধর্মপূজাবিধানের বাশুলী অথবা দক্ষিণ-ভারত-পূজিতা সাত ভগ্নীর অন্যতমা গ্রাম্য দেবতা বসুআলী দেবাই (বৃষ-বাহনা দেবী) নহেন। ইনি পুস্তকাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী প্রতিমা। পাদপীঠে উপাসক, তৎপার্শ্বে খোদিত উৎপলোপরি দেবীর চরণ বিন্যস্ত।[৩৫] বর্তমান মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে দেবীমূর্তি উত্তোলিত হয়।[৩৬] ভাস্কর্য্য খ্রীষ্টীয় ৮।৯ম শতাব্দীর মাগধীর অনুরূপ।[৩৭] পণ্ডিতেরা বলেন, বাসলী বাগীশ্বরী শব্দেরই রূপান্তর; [বাগীশ্বরী < বাইসরী < বাসরী < বাসলী] এবং নান্নুরে পূজিতা দেবী বাগীশ্বরীমূর্তির প্রকারভেদ। গয়ার বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীর-গাত্রে এক স্থানে বীণাপুস্তকহস্তা চতুর্ভুজা সরস্বতীর এক প্রস্তরমূর্তি আছে। উহা বা সি রী নামে পরিচিতা।[৩৮] তপগচ্ছীয়-শ্রাবক-প্রতিক্রমণ-সূত্রান্তর্গত কল্যাণকন্দস্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বা এ সি রি-রূপে পাওয়া যায়।

কুন্দিন্দুগোক্খীরতুষারবন্না সরোজহত্থা কমলে নিষন্না।
বাএসিরী পুত্থয়বগ্‌গহত্থা সুহায় সা অম্হ সয়া পসত্থা ॥
[কুন্দেন্দুগোক্ষীরতুষারবর্ণা সরোজহস্তা কমলে নিষণ্ণা।
বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা সুখায় সা নঃ সদা প্রশস্তা ॥][৩৯]

দেখা গেল, সরস্বতী ও বাসলী এক এবং অভিন্না। ইঁহাকে বিশালাক্ষীও বলা হয়। একটি প্রণাম-মন্ত্র—

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনি।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

এখানে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, বাসলী যদি বাগীশ্বরী—সরস্বতী হয়েন, তাহা হইলে পশুবলি সমর্থিত হয় কি? সরস্বতীর প্রীত্যর্থে মেষ বলি দিবার প্রথা অতি প্রাচীন, অনুকল্প ছাগ। ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে উহা অনুমোদিত। আজও পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে সরস্বতীপূজায় শ্বেত ছাগ বলি দেওয়া হয়।[৪০]

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন ঐতিহাসিক ঘটনা নয়।

---

৩৩ চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায় শুনে পরম আনন্দ ॥—চৈ চ°, মধ্য, ২য় পরি।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥—ঐ ঐ, ১০ম পরি।

৩৪ বিপ্রকুলে ভূপ ভুবনে পূজিত যুগল পীরিতিদাতা।—নরহরি দাস।

৩৫ চণ্ডীদাস ও বাসলী দেবী, বঙ্গশ্রী, ১৩৪০ ফাল্গুন-সংখ্যা।

৩৬ কালীকিঙ্কর সিংহবিরচিত চণ্ডীদাস, পৃঃ ২৩।

৩৭ Report of Arch, Sur, of Ind, East Cir. for 1916-17.

৩৮ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ-প্রণীত সরস্বতী, পৃঃ ৯৯।

৩৯ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১০৯।

৪০ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৭০-৭৭।

চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন না।[৪১] তাঁহার কাব্যের কোথাও সহজ ভজনের নাম গন্ধ নাই। তিনি নব রসিকেরও একজন নহেন। নব রসিক শব্দটা তখনও গড়িয়া উঠে নাই; এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও না। রাধাবিরহখণ্ডে—

বড যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে কাত্যায়নী-পূজা বিহিত হইলেও কোন গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদকর্তাকে চণ্ডীপূজার উপদেশ করিতে অথবা ভণিতাংশে অন্য দেবতার নাম কচিৎ লইতে দেখা যায়। ব্যতিক্রম-স্থল প্রেমবিলাসের উদ্ধৃত অংশ।

ন দেব কামুক ন দেবী কামুকী কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর কহই গোবিন্দদাস॥—(১৪শ বিলাস)

বলিয়া দিতে হইবে না, উহা 'কবিরাজের পূর্ববাক্য'। বড়ু চণ্ডীদাস মৈথিল কবি বিদ্যাপতির ন্যায় স্মৃতির ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, গণেশাদি পঞ্চ দেবতার উপাসনা করিতেন।

বর্ণনীয় বিষয়

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের অনুকরণে রচিত গীতি-নাট্য-শ্রেণীর গীতিকাব্য। ইহার অধিকাংশ পদ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা অথবা বড়াইর (দূতী) উক্তি-প্রত্যুক্তি। 'তোর রতি আশোআশেঁ গেলা অভিসারে' আদি চারিটি পদ গীতগোবিন্দের নিখুঁত তরজমা। এ ছাড়া 'কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ,' 'মূর্চ্ছিত-জনঘাতেন কিং পৌরুষং,' 'তরল স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা' ইত্যাদি বহু বাক্য, বাক্যাংশ শব্দশঃ আসিয়া গিয়াছে। বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা। পুঁথির প্রাপ্ত অংশ ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত, যথা—জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ [খণ্ড]। জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনীয় ভূভারহরণের নিমিত্ত রাধাকৃষ্ণের জন্মলীলা বর্ণিত। তাম্বুলখণ্ডে রাধার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কামাচার আমন্ত্রণ-সূচক তাম্বুলাদি উপহার প্রেরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। দানখণ্ডে রাধালাভার্থ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক দানীর অভিনয়, রাধাকৃষ্ণের মিলন ও সম্ভোগ। নৌকাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ডারী বেশে গোপীগণকে যমুনা পার-করণ ও রাধাকৃষ্ণের যমুনাবিহার। ভারখণ্ডে ভারবাহী-রূপে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক শ্রীমতীর পসরা বহন। ছত্রখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক রাধার মস্তকে ছত্র-ধারণ। বৃন্দাবন-খণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের বন-বিলাস। যমুনাখণ্ডে গোপীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণের জল-ক্রীডা এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ। হারখণ্ডে হার অপহরণ জন্য যশোদা-সমীপে শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ। বাণখণ্ডে পূর্ব অভিযোগের প্রতিশোধস্বরূপ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের মদন-বাণত্যাগ, রাধার মোহ, বড়াই কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন ও শ্রীমতীর বিলাসলীলা। বংশীখণ্ডে বংশীধ্বনি শ্রবণে রাধার উৎকণ্ঠা, রাধা-কর্তৃক বংশী অপহরণ, কৃষ্ণের কাকুতি ও রাধার বংশী প্রত্যর্পণ। বিরহখণ্ডে রাধার বিরহ, রাধাকৃষ্ণের কেলি-বিলাস, শ্রীমতীর নিদ্রাবেশ ও শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন।

সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট দান ও নৌকাখণ্ড আলোচ্য গ্রন্থের দুইটি প্রধান ও বিস্তৃত পালা, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধাপ্রেমামৃত বা গোপালচরিত একখানি চম্পূকাব্য। উহার নৌকাখণ্ডের আড়াইটি শ্লোক রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বর্ণিত লীলার সহিত প্রেমামৃত কাব্যের বসনচৌর্য্য, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড, এই লীলাচতুষ্টয়ের আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য দেখা যায়। অন্য কতিপয় উল্লেখ নিম্নে সঙ্কলিত হইল।

---

৪১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস, হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২-১৪।

রাধাতন্ত্রে,—

যৎ কৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্মচক্ষুষা।
নিগদামি বরারোহে তরিখণ্ডং মনোহরং ॥—২৩শ পটল।

[ঈশ্বর বলিতেছেন :] হে সুন্দরি, পদ্মচক্ষু শ্রীকৃষ্ণ যে মনোহর নৌকাক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি।

নায়কত্বং যদা প্রাপ্তং যস্মাদ্বা তব তেন কিং।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহং দানী সুনিশ্চিতং ॥
অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী ন চান্যথা।
ক্রয়বিক্রয়ণে চৈব গমনাগমনে তথা ॥
যমুনাজলপানে চ পারে বা রোহণে তথা।
অহং দানী সদা ভদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে ॥—২৪শ পটল।

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :] হে মৃগাক্ষি, নায়ক যেই হউক, আর যাহারই নিযুক্ত হউক, তাহাতে তোমার কি ? ক্রয়বিক্রয়ে ও গমনাগমনে আমি কংসরাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি। আমি ভিন্ন অন্য দানী কেহ নাই। হে ভদ্রে, যমুনাজলপানে কিংবা পারগমনে আমি যৌবন দান গ্রহণ করি।

চক্রবর্ত্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ।
তস্যাধিকারে সততমহং দানী সুনিশ্চিতঃ ॥
হৃদি তে মৃগশাবাক্ষি স্থিরসৌদামিনীপ্রভং।
পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্বরং ॥
দানং দত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥—২৫শ পটল।

[শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :] কংস নৃপশ্রেষ্ঠ চক্রবর্ত্তী রাজা ও সকল গুণের আধার। তাঁহারই অধিকারে আমি দানাধ্যক্ষ। অয়ি মৃগশাবাক্ষি, তোমার হৃদ্দেশে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন দেখিতেছি, তাহা দানার্থ সত্বর দাও। সুন্দরি, দান দিয়া মথুরা গমন কর ; অন্যথা সপরিচ্ছদ রত্ন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।

২৩-২৫শ পটলত্রয়ে নৌকাক্রীড়া বিবৃত হইয়াছে।

হরিবংশের অন্তর্গত বিষ্ণুপর্ব্ব ৮৮তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সমুদ্র-যাত্রা ও জল-ক্রীড়া-কুতূহল উপলক্ষে নৌ-বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

গর্গসংহিতা, বৃন্দাবনখণ্ডে,—

দানলীলাং মানলীলাং হরিরত্র করিষ্যতি।—২য় অধ্যায়।

হরি এখানে দানলীলা ও মানলীলা করিবেন।

রাধে বৃহৎসানুগিরেস্তটীষু সঙ্কোচবীথীষু মনোহরাসু।
যান্তীং স্বতো মাং দধিবিক্রয়ার্থং রুরোধ মার্গে নবনন্দপুত্রঃ ॥
বংশীধরো বেত্রকরঃ করে মাং ত্বরং গৃহীত্বা প্রহসন্ বিলজ্জঃ।
মহ্যং করাদানধনায় দানং দেহীতি জল্পন্ বিপিনে রসজ্ঞঃ ॥
তুভ্যং ন দাস্যামি কদাপি দানং স্বয়ম্ভুবে গোরসলম্পটায়।
এবং ময়োক্তে বচনেঽথ ভাণ্ডং নীত্বা বিশীর্ণীকৃতবান্ স দধ্নঃ ॥

ভাণ্ডং স ভিত্বা দধি কিঞ্চ পীত্বা নীত্বোত্তরীয়ং মম চেত্বরীয়ম্।
নন্দীশ্বরাদ্রের্ব্বিদিশং জগাম তেনাহমাস্বাদ্বিমনাঃ স্ম জাতা॥—১৮শ অধ্যায়

[গোপদেবতা বলিলেন :] হে রাধে, দধি বিক্রয়ার্থ গিরিতটের সানুদেশ দিয়া সঙ্কীর্ণ মনোহর পথে যাইতেছিলাম, বালক নন্দনন্দন আমাকে দেখিয়া স্বতই আসিয়া পথরোধ করিল। সেই বংশীধর বেত্রকর সত্বর আমার করে ধরিয়া নির্লজ্জের ন্যায় হাসিতে লাগিল; আর সেই রসজ্ঞ বনমধ্যে বলিতে লাগিল,—'আমি কর আদায় করিয়া থাকি, আমাকে কর দাও'। আমি বলিলাম,—তুমি স্বয়ং প্রভু-দুগ্ধলোভী, তোমাকে কদাপি কর দান করিব না। আমি এরূপ বলিলে সে দধিভাণ্ড গ্রহণ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল, দধি ভক্ষণ করিল; আমার বক্ষঃস্থলাবরণের উত্তরীয় লইয়া নন্দীশ্বর পর্ব্বতের কোণের দিকে চলিয়া গেল; সেই জন্য আমি বিমনা হইয়া তোমার নিকট অবস্থান করিতেছি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, উত্তরখণ্ডে,—

আশ্লীনবচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আদদে ভানবীবাচং নৈতচ্ছক্যং ত্বয়া কচিৎ॥

*　　*　　*

ধর্ম্মতোপি মহাভাগে ভারং বাহয়িতুং ক্ষমঃ।
ন ত্বদন্যা নৃপসুতে প্রাণেভ্যোপি গরীয়সী॥—২৬শ অধ্যায়।

[ব্রহ্ম অঙ্গিরাকে কহিতেছেন :] পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পরিহাসবাক্য শুনিয়া বৃষভানুকুমারী বলিলেন, আমাদের এই ভারবহনে তুমি কদাচ শক্ত হইবে না।…[উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন :] হে মহাভাগ্যবতি, আমি ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, তুমি আমার প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তমা; তোমার ভার বহনে আমি সমর্থ, তোমা ভিন্ন অপর কাহার নয়।

রাধাহৃদয়নামক উত্তরখণ্ডের ২৬শ অধ্যায়টি ভারবহনলীলাবিষয়ক।

ছত্রখণ্ডের বিবরণ অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

স্বংরাগাদুপরি বিতম্বতোত্তরীয়ং কাণ্ডেন প্রতিপদবারিতাতপায়াঃ।
সচ্ছত্রাদপরবিলাসিনীসমূহাচ্ছায়াসীদধিকতরা তদাপরস্যাঃ॥[৪২] (শিশু ; ৮।৫)

সদৃশ শ্লোকের মধ্যে ছত্রখণ্ডের বীজ নিহিত থাকা সম্ভব।

কেহ কেহ মনে করেন, দানাদি লীলার পরিকল্পনা মূলত লৌকিক। এবং লোক-পরম্পরাগত বলিয়া ঐ শ্রেণীর রচনা প্রাচীন ও কালক্রমে পুরাণাদিতে স্থান পাইয়াছে। প্রচলিত উপাখ্যানের বনিয়াদে কত কত উপাদেয় কাব্য-নাটক রচিত হইয়াছে, কে তাহার খোঁজ করে। জাতকে গ্রাম্য গল্প অবিরল, বৈদিক সাহিত্যেও লৌকিক কাহিনীর অভাব নাই।

ভাগবতে কালিয়-দমন, গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও রাস পর পর বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আগে বনবিলাস, তাহার পর কালিয-দমন, তৎপরে বস্ত্র-হরণ-লীলা। পুরাণাদিতেও অল্প-বিস্তর ঘটনাবিপর্যয় দেখা যায়[৪৩]। মহাকবি ভাসের বালচরিতে হল্লীশক নৃত্যের পর অরিষ্টনিধন এবং তদনন্তর কালিয়-দমন। শ্রেষ্ঠ কবিগণের অনেকেই যথা-প্রয়োজন পৌরাণিক ঘটনাবলীর ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন।

পদের সংখ্যা ৪১৫। আরম্ভসূচক এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক আছে; উহার

৪২ অর্থাৎ কোন কান্ত অনুরাগভরে স্বীয় উত্তরীয় ঊর্দ্ধে বিস্তৃত করত প্রিয়ার আতপতাপ নিবারণ করিয়াছিল; তাহাতে তখন ছত্রচ্ছায়াযুক্ত অপর বিলাসিনীদের অপেক্ষা অধিকতর হইয়াছিল।

৪৩ বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রবর্ত্তক, ১৩৪২ চৈত্র-সংখ্যা, পৃঃ ৬০২।

কএকটি অতি চমৎকার। 'চতুরে চতুরো মাসান্' কবিতাটিতে উত্তর-মেঘের 'মাসানেতান্ গময় চতুরঃ' শ্লোকের সুর কানে বাজে। প্রাচীন মৈথিলী ও অসমীয়া গীতি-নাট্যে উপরিউক্ত রীতি অনুসৃত হইত। লিপিকরের অনবধানতায় যেরূপ পদ বা পদাংশ বাদ পড়িয়াছে, দুইটা পদ মিশিয়া গিয়াছে ইত্যাদি, সেইরূপ শ্লোকও বাদ পড়িয়াছে, কোথাও বা স্থানচ্যুত হইয়াছে। শ্লোকের অন্যত্র আকর-কল্পনা যুক্তিতে আসে না।

গ্রন্থের সর্বত্র 'চন্দ্রাবলী' শব্দে রাধা লক্ষিত হইয়াছেন। দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে, কবিশেখরের গোপাল-বিজয়ে, রামচন্দ্র মল্লিকের পদে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে চন্দ্রাবলী রাধার নামান্তর।

ভাষা

'সই কেবা শুনাইলে শ্যামনাম,' 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু' পদের ভাষা এবং 'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে,' 'যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ' পদের ভাষা এক নহে।—পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় সাদৃশ্য নাই। ইহার মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষা কোন্‌টি? চণ্ডীদাসের সময়ে এবং তৎপূর্বে বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল, জানিতে পারিলে আমাদের উত্তর অনেক সরল হইয়া আসিবে। পুরানো বাঙ্গালা কেমন ছিল, জানিতে হইলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্য লইতে হইবে। মুদ্রিত পুস্তকে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা দুরাশা। কেন না, এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম। সম্পাদকগণের রুচি ও অভিজ্ঞতা অনুসারে প্রায়শ ঐ সকল পুস্তকের পাঠ বহুল পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। সাধারণ পাঠকের সুখ-বোধ্য করিবার অভিপ্রায়েও প্রাচীন গ্রন্থগুলি অধুনা প্রচলিত ভাষায় শোধিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পুথিতেও শোধনের প্রয়াস দেখা যায়।[৪৪] কোন এক পুথির দুইখানি প্রতিলিপিতে কচিৎ মিল হয়। হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথি একান্ত দুর্ল্লভ। কবির স্বহস্তলিখিত পুথির ত কথাই নাই। কাজেই বলিতে হয়, আমরা কোন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাই নাই।

খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চীন পরিব্রাজক য়ুআন্-চুআঙ্ (হিউএন্‌ত্ সাঙ্) ভারত ভ্রমণে আসিয়া বর্তমান বাঙ্গালা, বিহার ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কিয়দংশের ভাষা প্রায় একরূপ দেখিয়াছিলেন। কামরূপ ও উড়িষ্যা অঞ্চলের ভাষায় যে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা মাত্র উচ্চারণগত। মন্ত্রার্থ সম্বন্ধে মতভেদ হেতু ঐতরেয় আরণ্যকের কথা ছাড়িয়া দিলে মহাভারতে প্রথম বঙ্গ নাম পাওয়া যায়, ইহা নির্ব্বিবাদ।[৪৫] বৌধায়নধর্ম্মসূত্রে বঙ্গ বেদাচার-বহির্ভূত দেশ।[৪৬] ললিতবিস্তরে বঙ্গ-লিপির উল্লেখ আছে।[৪৭] প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বঙ্গভাষার বিবরণ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। আচার্য্য দণ্ডি-বিরচিত কাব্যাদর্শে গৌড়ী প্রাকৃত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।[৪৮] কৃষ্ণপণ্ডিতের প্রাকৃত-চন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে অপভ্রংশ ভাষার মধ্যে গৌড় ও ওড্র নাম সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।[৪৯] পণ্ডিতগণ কহিয়া

---

৪৪ **Later MSS always giving a smoothed down version of the ancient dialects—Vernacular Literature of Bengal, by M. M. Haraprasad Shastri, p. 3**; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃ. ১৫০।

৪৫ অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি॥—মহা°, আদি°, ১০৪ অ°।

৪৬ আরট্টান্ কারস্কারান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ প্রানূনিতি চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা। ১।১।৩০।

৪৭ ১০ম অধ্যায়—লিপিশালাসন্দর্শনপরিবর্ত।

৪৮ শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যাতি প্রাকৃতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম্॥ ১।২৫

৪৯ **Third Report of Operations in the search of Sanskrit MSS. in the Bombay Circle, April 1884—March 1886, by Prof. P. Peterson, p. 347.**

থাকেন, উত্তরাপথে প্রচলিত অধিকাংশ ভাষাই কোন না কোন প্রাকৃত অথবা তাহার অপভ্রংশ হইতে উৎপন্ন।[৫০] প্রাচ্য হিন্দী, বাঙ্গালা, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষা মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন রূপ বা পরিণতি।[৫১] পুরানো বাঙ্গালার প্রাকৃত সংজ্ঞা ছিল, সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে।[৫২] পরে আমরা প্রাকৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাইব। কথ্য ভাষা হইতেই কথ্য ভাষার উৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে। আজ আমরা যে ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি, ৫০০ পাঁচ শত বৎসর পূর্বে সে ভাষা ব্যবহৃত হইত না, পরেও হইবে না ;—ভাষা পরিণামী। কথ্য ও লেখ্য ভাষার মধ্যে অল্প হউক, বিস্তর হউক, প্রভেদও অবশ্যম্ভাবী। হাজার বৎসর পূর্ব্বে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের নিমিত্ত বঙ্গবাসী ঠিক কি ভাষা ব্যবহার করিতেন, জানিবার উপায় নাই। তবে সে কালের সাহিত্য হইতে তাহার কতকটা আভাস পাইতে পারি।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের[৫৩] ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বইটি ২৩ জন সিদ্ধাচার্য-রচিত ৫০টি চর্যা বা পদের সংগ্রহ ; বিষয়—বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অনুষ্ঠান ও সাধন। পদগুলি যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা খ্রীষ্টীয় ৯৫০-১২০০র মধ্যে জীবিত ছিলেন। একটি পদ,—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা। জা এথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
মিছে লোঅ বন্ধাবএ অপণা॥ সো করউ রস রসানের কংখা॥
আন্তে ন জাণহু অচিন্ত জোই। জে সচরাচর তিঅস ভবন্তি।
জাম মরণ ভব কইসণ হোই॥ তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি॥
জাইসে জাম মরণ বি তইসো। জামে কাম কি কামে জাম।
জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো॥ সরহ ভণতি অচিন্ত সো ধাম॥

৫০ The spoken languages of India, which have been called Neo-Aryan, Neo-Sanskrit, or Gaudian, seem to me to have a perfect right to the common name of P r a k r i t i c, which would at once distinguish them from the old Prakrits, and would at the same time indicate their real origin. They are not derived from Sanskrit, but from the old Prakrits, or more truly still, from the local Apabhramsas,—*Science of Language*, by Professor F. Max Muller, Ed. 1891, Vol. 1, pp. 179 80

In their enumeration of the various Ap., each of the provincial *languages* (as we now call them) occurs ; e. g., Abhiri (Sindhi, Marwari), Avanti (E. Rajputani), Gaurjari (Gujarati), Bahlika (Panjabi), Saurasenі (W. Hindi), Magadhi or Prachya (E. Hindi), Odri (Oriya), Gaudi (Bengali), Dakshinatya or Vaidarbbika (Marhathi) and Saippali (Naipali) ?—*Comparative Grammar of the Gaudian Languges*, by Dr. A F. Rudolf Hoernle, p. XXI.

৫১ Magadhi is the parent of all the languages of Eastern Group of Indo Aryan vernaculars. Just as the Eastern vernacular of Asoka's time branched out into a number of dialects, of which Magadhi was the principal one, so Magadhi in the course of centuries has, in its turn, developed into four separate languages, of which Bengali and Bihari are the principal. Indeed this process of fission had already commenced during Prakrit times, for the latest indigenous grammarians of that language mention amongst the varieties of Magadhi, a Gaudi, Dhakki, and the Utkali or Odri. Behari is the direct descendant of Magadhi and is spoken in its original home. Gaudi is the parent of the Bengali of Northern Bengal and of Assamese. Spreading to the south-east, Magadhi developed into the Bengali of the Gangetic Delta, and still further towards the rising sun, Dhakki (or the Magadhi of Dacca) became the modern Eastern Bengali. Oriya is the representative of the ancient Utkali.—*Linguistic Survey of India* by Sir G. A. Grierson, Vol. V. Part I, p., 5.

৫২ ইহা বলি গীতার পঢ়িল এক শ্লোক। পরাকৃত বন্ধে কহি শুন সর্ব্বলোক॥—লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী), মধ্য, পৃ. ৯২।

তাহা অনুসারে লিখি প্রাকৃত কথনে।—বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, সা° প° প°, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩০৭।

হেন জয়দেববাক্যরচনা সংস্কৃতে। ভাঙ্গিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাকৃতে॥—ঐ, পৃ. ৩০৯।

সপ্তদশ পর্ব্বকথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্খ বুঝিবারে কৈল পরাকৃত ছন্দ॥—ঐ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৬৫।

৫৩ বৌদ্ধগান ও দোহার অন্তর্গত।

[লোক আপন মনে-ভব ও নির্বাণ রচনা করিয়া করিয়া মিথ্যা আপনাকে বন্ধ করে। অচিন্ত্য যোগী আমরা জানি না, জন্ম-মৃত্যু ও ভব কিরূপে হয়। জন্মও যেমন, মরণও তেমনই ; জীবিতে ও মৃতে কোন বিশেষ নাই। এ ভবে যাহার জন্ম-মরণের আশঙ্কা, সে রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক। যাহারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা অজর অমর কিছুই হইতে পারে না। জন্ম হইতে কর্ম কিংবা কর্ম হইতে জন্ম, সরহ বলে, সে ধর্ম (যোগীদের পক্ষে) অচিন্তনীয়।]

অধ্যাপক বেণ্ডল (C. Bendall) সম্পাদিত সুভাষিত-সংগ্রহ হইতে একটি পদ উদ্ধৃত হইল, ভাব ও ভাষা চর্যাপদেরই অনুরূপ।

করুণঁ ছড্ডী জো সুন্নহী লগ্গু।
ণাই সো পাবৈ উত্তম মগ্গু ॥
অহবা করুণা কেবল ভাবৈ।
জম্ম সহস্সহি মোক্খ্ ণ পাবৈ ॥
সুন্ন করুণ জৈ জোউণূ সক্কৈ।
ণৌ ভবে ণৌ নিব্বাণহী থক্কৈ ॥

[করুণা ছাড়িয়া যে শূন্য আশ্রয় করে, সে উত্তম গতি পায় না। অথবা শূন্য-বিরহিত কেবল করুণাচিন্তনে সহস্র জন্মেও মোক্ষ লাভ হয় না। করুণা ও শূন্য একত্র উপলক্ষিত হইলে, দ্রষ্টার ভব ও নির্বাণ এক হইয়া যায়।]

চর্যাপদের পর আমাদিগকে একায়িক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আসরে প্রবেশ করিতে হয়। ফলে নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক দলিলের অভাবে মাঝে খানিকটা অবকাশ রহিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত একখানা কাব্য রচিত হইবার পূর্বে যে এ-ক্ষেত্রে আর কোন উদ্যম হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। রাধাবিরহের একটি পদ,—

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন্ রাখিতে।
সব থন মন ঝুরে কাহ্নাঞি দেখিতেঁ ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পুত ॥
বড পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মিলিল নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞি না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥

উদ্ধৃত উদাহরণ হইতে বাঙ্গালা ভাষার ক্রমপরিণতির একটা ধারা পাওয়া যাইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও বিদ্যাপতি,[৫৫] মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, জগন্নাথ দাস প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক কবিগণের ভাষাতে সাদৃশ্য আছে ; কৃত্তিবাস,

[৫৫] Indeed, I am doubtful, whether it is not more correct to class the Maithili as a Bengali dialect rather than as an E. H. one. Thus in the formation of the past tense, Maithili agrees very closely with Bengali, while it differs widely from the E. H.—*Comparative Grammar of the Gaudian Languages*, by Dr. Hoernle, pp. VIII-IX.

In the Eastern Gaudian poet Bidyapati (middle of 14th cent. A. D.) B. and E. H. are as yet one language.—Ibid, p. XXXV.

গুণরাজ খান, বৃন্দাবন দাসের ভাষাতেও কিছু কিছু আছে।[৫৫] প্রমাণ হস্তলিখিত সুপ্রাচীন পুথিতে প্রাপ্তব্য।[৫৬] 'বঁধু কি আর বলিব আমি' পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একেবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুলপ্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজী হইবেন না। তাঁহারা 'সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা' কানুদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চ-কণ্ঠে বলিবেন, 'কি দারুণ বুকের ব্যথা,' 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' প্রভৃতি পদের ভাষাই উহার দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা সরল, তরল ও 'প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এ কথাটা বুঝিতে পারেন না। পাঠকগণ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি'[৫৭] পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচার হেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় কীর্ত্তনীয়া বা পুথি-লেখকেবা কৃতিত্ব ফলাইবার সুযোগ পান নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। চণ্ডীদাস তৎকালপ্রচলিত সাধারণের সহজ-বোধ্য ভাষায় গান করিয়াছিলেন। তিনি কেমন করিয়া এখনকার ভাষায় গীত রচনা করিবেন? স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ রায়, বঙ্কিমবাবু অথবা রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা ব্যবহার সঙ্গত নহে। সাহিত্যের প্রথম বিকাশ গানে। চর্যাপদে আমরা তাহাই পাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধ-চর্যাপদ, (অথবা সে কালের লৌকিক গীতিকবিতা) হইতে বাঙ্গালা পদ-সাহিত্যের উদ্ভব। চর্যাপদের ছন্দও প্রাচীন বাঙ্গালায় অনুসৃত।

শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সে হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণকার ও সকারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে। ঁচন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহের অন্যতম বিশেষত্ব। পাঠকগণ গ্রন্থমধ্যে বহু অপরিচিত শব্দ পাইবেন, এক শব্দের একাধিক বর্ণ-বিন্যাসও দেখিবেন। কাব্যটিতে অনার্যভাষা-সম্ভূত এমন কতকগুলি শব্দ আছে, এবং যেগুলি সংস্কৃতভাষার দীর্ঘ সাহচর্যে এতটা আভিজাত্য অর্জন করিয়াছে যে, সে-সব শব্দ আর্যেতর বলিয়া হঠাৎ ধরা পড়ে না; যেমন—কাল (কৃষ্ণবর্ণ), নীর, পূজা, মলয়, মীন, মুকুট প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার শব্দ এবং কদলী, গঙ্গা, ডমরু, তাম্বুল, নারিকেল, পণ (সংখ্যাবিশেষ), বাণ, মুকুট, ময়ূর ইত্যাদি কোল (অস্ট্রিক) গোষ্ঠীর শব্দ। শবর স্বামীর মতে পিক, কোকিল প্রভৃতি শব্দ অনার্য। বইটিতে ফারসী-আরবী-মূলক মাত্র ৪।৫টি শব্দ পাওয়া গিয়াছে (অর্থাৎ জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের বর্ণরত্নাকরে ব্যবহৃত ঐ জাতীয় শব্দের তিন ভাগের একভাগ); কামান, মজুরি, মজুরিআ, খরমুজা ফারসী এবং বাকী আরবী শব্দের বিকারে উৎপন্ন। ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলন-সৌকর্যার্থে প্রাচীন বানান—পুথির বানান যথাবৎ রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

৫৫ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে হিন্দুস্থানী, মৈথিলী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দের সঙ্গে বাঙ্গালা শব্দের ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই প্রাদেশিক ভাষাগুলির একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত হয় নাই—কিন্তু একজাতির ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ শাখা, সে সময়ে পরস্পরের অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল, এই জন্য এই সাদৃশ্য।—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সংস্করণ), পৃ. ২৭৭।

৫৬ পরিষদের বাহিরে এক বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে প্রাচীন ভাষা রক্ষণের আংশিক প্রযত্ন দেখা যায়।

৫৭ সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—৪৬, পৃ. ১০১, এবং রমণীবাবুর চণ্ডীদাস (৩য় সংস্করণ), পৃ. ১৮৭।

ব্যাকরণ

ধ্বনি :—শব্দের অন্ত্য অকারের স্পষ্ট উচ্চারণ, বর্ত্তমানে যেমন ওড়িয়ায় হইয়া থাকে।

শব্দের আদ্য অকারের অকার-প্রবণতা অ'র প্রাচীন উচ্চারণের প্রভাব ; যেমন আঙ্গ, আঞ্চল, আতিশয় ইত্যাদি।

সন্ধি :—অকার পরে আকার থাকিলে অকারের লোপ ; যথা—ফুটিল + আছে—ফুটিলছে, রহিল + আছে—রহিলছে।

বিসর্গ লোপ :—প্রাকৃতেরই আদর্শে ;[৫৮] যথা—উরস্থল, বক্ষস্থল।

সংজ্ঞাপদ :—প্রথমার একবচনে 'এ' বা 'ই' প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ।[৫৯]

উদাহরণ,—

প্রথমত কংশে' পুতনাক নিয়োজিল।
ভ্র হি' কাল শাপ যুগল তাহাত
শোডএ নিচল হোই॥
[হি = ই]

'পতী,' 'মুনী,' 'গুরূ,' 'বাউ' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ প্রাকৃতের অনুমত।[৬০]

উদাহরণ,—

ধিক জাউ নারীর জীবন দহেঁ পসু তার পতী'।
সব ঠায়ি আপচয় কৈল মোর হরী'।

প্রাকৃতে যেমন দ্বিবচন নাই,[৬১] বাঙ্গালাতেও তেমন নাই। বহুবচনে নির্দ্দিষ্ট প্রত্যয়ের অভাব ; 'গণ,' 'সব,' 'সকল,' 'যত' প্রভৃতি শব্দের যোগে বহুবচনের অর্থ প্রকাশে প্রবৃত্তি দেখা যায়। তিনটি মাত্র স্থলে 'রা' দিয়া বহুবচনের পদ পাওয়া গিয়াছে ; যথা,—

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখোআলগণে। আজি হৈতেঁ আ হ্মা রা' হৈলাহোঁ একমতী॥
পুছিল তো হ্মা রা' কেহ্নে তরাসিল মণে॥ আ হ্মা রা' মরিব শুণিলেঁ কাঁশে।

ষষ্ঠ্যন্ত 'আহ্মার,' 'তোহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আ হ্মা রা ও [] তো হ্মা রা পদ হইয়া থাকিবে।[৬২]

আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ঈকারান্ত রূপ সাধারণ ; যথা—কোঁ অ লী, নি ল জী, বা লী, বি ক লী প্রভৃতি।

৫৮ প্রা° লক্ষণ, ২।১০, প্রা° সর্ব্বস্ব, ৪।৬

৫৯ অত ইদেতৌ লুক্‌চ।—প্রা° প্র, ১১।১০ ; অত এত্‌সৌ পুংসি মাগধ্যাম্‌।—সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪।২৮।

৬০ সুভিস্‌সুপ্‌সু দীর্ঘঃ।—প্রা° প্র, ৫।১৮।

৬১ দ্বিতং বহুত্বেন।—প্রা° লক্ষণ, ২।১২ ; দ্বিবচনস্য বহুবচনম্‌।—প্রা°, প্র°, ৬।৬৩।

৬২ In Bg. the nominative plural may in the case of human beings, be formed by adding a´ to the genitive singular ; thus *santa'n*, a son ; gen. sing. *santa'ner* ; nom. plu. *santa'ner*. The same is the case with the pronouns ; thus *a'ma'r*, of me ; *a'mara'*, we ; *ta'ha'r*, his : *ta'ha'ra'*, they—*Encyclopoedia Britannica* [11th Ed.] Vol. 3. p. 794.

সম্বন্ধের র হইতে কর্ত্তৃকারকের বহুবচনের র আসা অসম্ভব নহে।—শ্রীযুত যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, পৃ. ২০৮।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'এ' প্রত্যয় প্রথমার অনুকরণ। উদাহরণ—

দেখি রাধার রূপ যৌ ব নে'। মাঅক বুয়িল আইহনে ॥

বন মাঝেঁ পাইল ত রা সে'।

নিমিত্তার্থে বা তাদর্থ্যে প্রযুক্ত 'কএ' প্রত্যয়[৬৩] বাঙ্গালায় 'কে' বা 'ক' প্রত্যয়রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অনুমান হয়। 'কে', 'ক' প্রত্যয়ের কতিপয় উদাহরণ,—

কং স কে' বুলিলে কণ্যা আকাশে থাকিআঁ ॥ নিতি নিতি দধি বিকে ম থু রা ক' জাএ।

ডাকর ডালিম দুই কুচে। নান্দসুত কা হ্না ঞিঁ কে, রুচে ॥

এহা নন্ত্র জাণী কর ঘ র কে' গমন। যাই যমুনার পা ণি কে' আইস সখি মোর সঙ্গে।

ল ক্ষী ক' বুলিল দেবগণে। বচনেক দেহ রাধা কা হ্না ই ক' আশ।

মানুষ নিযোজিল মা রি বা ক' তাএ। আযোড়ন যোড়ন আহ্মে ক রি বা ক' পারী।

'রে' বা 'এরে' মূলে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান ॥

বেগল রা ধি কা রে' সহি বড়ই যতনে। দৈবকীর প্রসব কং শে রে' জাণায়িল ॥

তৃতীয়াতে 'এঁ' বা 'এ' প্রত্যয় অপভ্রংশের অনুরূপ।[৬৪] উদাহরণ—

পর পুরুষের নে হা এঁ' যাহার বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥ মিছাই মা থা এ' পাড়এ সান ॥

'ত' (তস্) প্রত্যয় যোগে, যথা—

হা থ ত' ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে। আপনে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥

মিনতি করিআঁ হা থে ত' ধরিআঁ আন গিআঁ চন্দ্রাবলি ॥

চতুর্থী বিভক্তির স্থানে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি বিহিত হয়। প্রাকৃতে ষষ্ঠীবৎ।[৬৫]

পঞ্চমীর চিহ্ন 'হতেঁ,' 'হৈতেঁ,' 'হয়িতেঁ' প্রভৃতি প্রাকৃত 'হিংতো' প্রত্যয়েরই রূপভেদ।[৬৬]

অপেক্ষার্থক পঞ্চমী বিভক্তিতে 'তে' ও 'ত' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণ,—

এবে হ তেঁ' দৈবকীর যত গর্ব্ভ হএ।

আজি হৈ তেঁ' বড়ায়ি দেব বনমালী তোহ্মার ভয়িলা দাসে।

জ ল তে' উঠিলী রাহী আধ করি তলে। মা অ বা প ত' বড় গুরুজন নাহী।

তোহ্মে এবেঁ গো আ ল ত' ভৈলা বড জাতী। শ রী র ত' হরিলোঁ চেতনে ॥

আজি হৈতেঁ রা ধি কা ত' নিবারিলোঁ মণে।

---

৬৩ নং ভণাহি ইমস্স কএ মাচ্ছআভত্তুণো ত্তি।···শকু, প্রবেশক; ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই'—শকু', ৬ষ্ঠ অঙ্ক।
'তুমম্মি ভণাম জুহি-কএ'—কু চ', ৫।৩৪।

অথুত্তিয়-গমণম্ অতোত্তিয় মদম্ অতুত্তিঅ-লকৃখণং মহেভ-কুলং।

অনুলুককত্তসিণেহো গউত্তো পেসীর তুজ্ঝ কএ ॥—কু, চ, ৬।৭৮;

পরিহর মাণিণি মাণং পেক্খহি কুসুমাইঁ নীবস্স।

তুম্হ কএঁ খর হিঅও গেহুই গুড়িয়া ধণুংহি কিল কামো ॥—প্রা' পৈং, ১।৬৭।

৬৪ এংটা। স' সা', প্রা' অপ', সূ ২৪; ত্রিবেং টঃ।—প্রা' সর্ব্বস্ব, ১৭।১৭।

৬৫ ষষ্ঠীবচ্চতুর্থী।—প্রা' লক্ষণ, ২।১৩।

৬৬ হিংতোত্তসঃ।—প্রা' লক্ষণ, ১।৮। আর্ষ প্রাকৃত ও মাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয়; যথা দেবাহিংতো (দেবাৎ), তুমাহিংতো (ত্বৎ)।

ষষ্ঠী বিভক্তিতে 'কের,' ('কর'), 'এর' প্রত্যয় প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক 'কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। দৃষ্টান্ত,—

তিরীর যৌবন রাতির সপন যেহ্ন ন দী কে র' বাণে।

ল ক্ষ কে র' বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।

'ক' প্রত্যয়ের উদাহরণ,—

আপণ কা জ ক' লাগি সবই বিকলী। জ র ম ক' তরেঁ কলঙ্ক থুইবেঁ॥

চাহা চাহা আল বড়ায়ি য মু না ক' তীরে।

লজ্জার্থক শব্দ বা ক্রিয়ার যোগে 'ত' বা 'তে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ ; যথা,—

'কা হ্ন ত' লাগিআঁ কিবা বিষ খাইআঁ মরিবোঁ॥ এত সব সহিলা মো কাহ্নের নে হা ত' লাগী······

দিঠিত পড়িলে বা ঘ ত' হএ লাজ। দারুণী বুঢ়ী তোর বা পে ত' নাহিঁ লাজ।

রা ধা ত' লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে॥ কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শ ঙ্খ ত' ভৈল লাজে।

'ব' প্রত্যয় (১) অপভ্রংশ ভাষার অনুকরণে ;[৬৭] (২) প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র বকারে পরিণতিতে।[৬৮]

সপ্তমীর চিহ্ন 'ত,' 'তে,' 'তা' সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর প্রযুক্ত প্রাকৃত 'ত্ত' বা 'ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর।

ঘ র ত' রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥ আহ্মার থা ন ত' বুঢ়ী কহিআর সরূপ॥

চঞ্চল নয়ন তোর সি স তে' সিন্দূর। বা হু ত' বলয়া শোভে পা এ ত' নূপুর॥

সে জা ত' সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে।

'এ' প্রত্যয় প্রাকৃতের অনুবৃত্তি।

প্রত্যয় লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল এবং উহা অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব। একাধিক প্রত্যয়ের একত্র প্রয়োগ সাধারণ।

সর্ব্বনাম :—আহ্মি শব্দ

প্রথমা—আহ্মা, আহ্মি, আহ্মে ; মো, মোঁ, মোঁই, মোএঁ, মোঞেঁ, মোঞিঁ, মোঞেঁ, মোয়ে।

দ্বিতীয়া—আহ্মা, আহ্মাক, আহ্মাকে, আহ্মাত, আহ্মাতে, আহ্মারে ; মোক, মোকে, মোত, মোর, মোহোরে।

পঞ্চমী—আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মাতে।

ষষ্ঠী—আহ্মাক, আহ্মাত, আহ্মার, আহ্মারে ; মোক, মোত, মোতে, মোর, মোরে, মোহোর।

সপ্তমী—মোতে।

তুহ্মি শব্দ

১মা—তুহ্মি, তুঞিঁ, তো, তোঁ, তোএ, তোঁএ, তোঞঁ তোঞিঁ, তোঞেঁ, তোহ্মে।

২য়া—তোক, তোতে, তোরে, তোহাঁক, তোহ্মা, তোহ্মাএ, তোহ্মাক, তোহ্মাকে, তোহ্মাথো, তোহ্মাত, তোহ্মার, তোহ্মে।

৫মী—তোরে, তোহ্মাতে, তোহ্মাতেঁ, তোহ্মাথো।

৬ষ্ঠী—তোত, তোতে, তোর, তোহোর, তোহ্মা, তোহ্মাক, তোহ্মাত, তোহ্মাতে, তোহ্মার, তোহ্মারে।

৭মী—তোত, তোতে, তোহ্মাতে।

৬৭ অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর 'ঈয়' প্রত্যয় স্থানে 'ডার' আদেশ হয় ; 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ'···সিদ্ধ হেমচন্দ্র, ৮।৪৩৪।

৬৮ জাণ=জাঁর=যাঁর বা যাহার ; তাণ=তাঁণ=তাঁর বা তাঁহার ইত্যাদি।

তা শব্দ

১মা—তাহা, তেঁ, তেহেঁ, তেহোঁ, সে। ২য়া—তাএ, তাক, তাকে, তাহাক, তাহাকো। ৩য়া—তেএঁ। ৬ষ্ঠী—তাক, তাত, তার, তারে, তাহাক, তাহার, তাহারে। ৭মী—তাএ, তাত, তাতা, তাতে, তাহাত। বিস্তার-ভয়ে অন্যান্য সর্ব্বনাম শব্দের রূপ দেওয়া হইল না।

ক্রিয়াপদ :— √কর্

বর্ত্তমান কাল

প্রথম পুরুষ—করন্তি, করএ, করে, [করেন্ত]। মধ্যম পুরুষ—করসি। উত্তম পুরুষ—করি, করোঁ।

অতীত কাল

১ম পুং—কইল, করিল, করিলে, [করিলান্ত, করিলেন্ত], কৈল, কৈলে। মং পুং—কইলি, কইলে, [করিলাহা], করিলি, [করিলেহেঁ], কৈলি। উং পুং—কইলোঁ, [করিতোঁ], [করিলাহোঁ], করিলোঁ, কৈলোঁ।

ভবিষ্যৎ কাল

১ম পুং—করিবে, করিবেক। মং পুং—করিবেহেঁ। উং পুং—করিব, করিবোঁ।

অনুজ্ঞা

১ম পুং—করউ, করু। মং পুং—কর, করহ, করিউ, করিহ, করিহলি।

ক্রিয়াপদগুলির অধিকাংশই প্রাকৃত অথবা অপভ্রংশ ভাষাতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কাল প্রথম পুরুষে 'এ' প্রত্যয়, প্রাকৃত 'হসএ' 'করএ' 'পঢএ' প্রভৃতির ন্যায়।[৬৯] শৌরসেনী 'দ,' মাগধী 'ড' বা 'ল' হইতে অতীতের চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। কেহ কেহ ল-মূলে প্রাকৃত 'আল' 'ইল্ল' প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ 'এব্ব' 'ইব্ব' প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর 'ই' বা 'ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ।[৭০]

আছের (=আছে), আণিআর (=আনয়ন কর), কহিআর (=কহ), গেলির (=গেল), দিআর (=দাও), দিআরু (=দিউক) এবং করিহলি (=করিও), চলিহলি (=যাইও), দিহলি (=দিও) প্রভৃতি পদ লক্ষণীয়। ক্রিয়াপদের উত্তর 'র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুত উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রী-প্রত্যয়ে প্রসক্তি; যেমন—'ঘরক আইলী বড়ায়ি,' 'জলত উঠিলী রাহী,' 'উত্তরলী হয়িলী রাহী', 'বড়ায়ি চলিলী আন পথে,' 'চলী ভৈলী রাধা যমুনার কুলে,' 'কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী' ইত্যাদি।

সুর ও তাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিতা মাত্রেই গীত; এবং ঐ সকল গীতের সুর ও তালাদির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। উহাতে ব্যবহৃত কএকটি পারিভাষিক শব্দের নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর-বিরচিত বর্ণরত্নাকরে (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতক) পাওয়া যায়। দণ্ডক[৭১] শব্দে হংসপদ, ক্রৌঞ্চপদ প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ

---

৬৯ অত এৎ সে।—প্রাং প্রং, ৭।৫।

৭০ 'ক্ত্বা ইঅঃ'—প্রা, প্র, ১২।৯।

৭১ বিদ্যাপতির পদে;—সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক।

সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে॥

পর্যায়ের গীত বিচিত্র রাগ-রাগিণীর অন্যতম ; চিত্রা ও বিচিত্রা দ্বাবিংশ শ্রুতির দুইটি শ্রুতি। [সঙ্গীতরত্নাকর এবং সঙ্গীতমকরন্দে চিত্রা ও চিত্রাবতী গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা বলিয়া বিধৃত।] রূপক, লগ্নক[১১] ইত্যাদি তালও অপ্রধান বা আধুনিক নয়। [দ্রুত মান অঙ্কীয়া নাটে খরমান।] সুতরাং সাঙ্গীতিক প্রবৃত্তি হইতে পুথির প্রাচীনত্ব অনুমানও অযৌক্তিক নহে। গ্রন্থদ্বয়ের শব্দসাদৃশ্যও বিলক্ষণ।

রুচি ও আধ্যাত্মিকতা

পুরাণাদিতে বর্ণিত ব্রজ-লীলার স্থলবিশেষ আধুনিক রুচি-সম্মত নয় ; এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তদ্বিপরীত আশা করাও ভুল। কিন্তু বাহ্যত রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও উহার অভ্যন্তরে পরম পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে, ইহাই পূর্বসূরিগণের অভিপ্রায়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সম্ভোগ-বর্ণনার প্রীতিকর সকল অবস্থাই কবিগণের বর্ণনীয় বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। কবি কাব্যোচিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলে, তদীয় বর্ণনা সহৃদয় পাঠকের অন্তরে ইতর ভাবের উদ্রেক করে না। অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত সমুন্নত সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাবে কদাচিৎ কোন পাঠকে তাহার ব্যত্যয় ঘটে। পার্বতীপরমেশ্বরের অথবা রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা অপ্রাকৃত ও রূপকাত্মক বলিয়াই পুরাণকার এবং কবিগণ অসঙ্কোচে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। আর এ-কালের আদর্শ ধরিয়া রুচি-বিচার করিতে গেলে সে-কালের কবি-প্রতিভাকে অনর্থক খর্ব করা হয়। সেই আশঙ্কায় মহোদয় গ্রিয়ারসন (G. A. Grierson) স্বদেশবাসীকে বিদ্যাপতির পদাবলী-সম্বন্ধে অবহিত হইতে বলিয়াছেন।[১৩] দেশ-কালাদি-ভেদে লোকের রুচিও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।

কাব্যটি যে একাধারে প্রণয়মূলক (erotic) এবং গূঢ়ার্থব্যঞ্জক (esotric), তাহা না বলিলেও চলে।

লীলাবশে নির্গুণ ব্রহ্ম ক্রিয়া ও গুণান্বিত হয়েন ; 'লীলয়া বাপি যুঞ্জেরন্ নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়া' (ভাগ; ৩।৭।২)।

নির্বিশেষ ব্রহ্ম মায়া উপাধি অঙ্গীকার করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন, সবিশেষ হয়েন; 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (শ্বেত. ৪।৯), 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ'॥ (শ্বেত, ৪।১০)।

অজ অব্যয় সর্বভূতের ঈশ্বর হইয়াও শ্রীভগবান্ স্ব-প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন মায়া দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥—গীতা ৪।৬

যিনি সনাতন দেবদেব নারায়ণ, তাঁহার অংশ মানুষের মধ্যে প্রতাপশালী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ।

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥—মহা, আদি, ৬৭।৭১

একদা স্বেচ্ছাময় ভগবানের রমণেচ্ছা হইলে, স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হয়েন ; দক্ষিণাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণমূর্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করেন।

স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবান্ বভূব রমণোৎসুকঃ॥
রমণং কর্ত্তুমিচ্ছংশ্চ তদ্বভূব সুরেশ্বরী।

---

১২ পূর্বে জন্মবাসরে, বিশেষত বিবাহকালীন বর বধূকে লইয়া নৃত্যোৎসবে এক প্রকার গীত-বাদ্য অনুষ্ঠিত হইত। ঐ গীত এবং তদুচিত তালকেও লগ্নী বলিত। অনুষ্ঠানটি এক সময়ে সমগ্র উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল, এখনও কোথাও কোথাও উহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

১৩ "They cannot be judged by European rules of taste, and must not be condemned too hastily as using the language of the brothel to describe the soul's earning after God"—Intro. to Maithil Lang. Part II, p. 86.

ইচ্ছয়া চ ভবেৎ সর্বং তস্য স্বেচ্ছাময়স্য চ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দুর্গে দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণাঙ্গশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ বামাঙ্গং সাচ রাধিকা ॥—ব্রবৈ, প্রকৃ ; ৪৮তম অ।

সেই একমেবাদ্বৈত একাকী রমিত হইলেন না ; তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তাঁহাতে পুরুষ-প্রকৃতি আশ্লিষ্ট ছিল : তিনি আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া পতি-পত্নী হইলেন।

'স বৈ নৈব রেমে, তস্মাৎ একাকী ন রমতে ; দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ ; স ইমমেব আত্মানং দ্বেধা আপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী অভবতাম্‌···।'—(বৃহ, ১।৪।৩)।

[এবং পুংস্ত্রী উভয়বিধ লক্ষণের একত্র সমাবেশ জীববিজ্ঞানের (Biology) নির্দ্ধারণ-সম্মত।]

জীবভূতা পরাপ্রকৃতি পুরুষোত্তমকে কামনা করিবে, তাহাতে আর কথা কি। পতি-পত্নীভাবের উপাসকদের চরম ও পরম পরিণতি শ্রীভগবানে সর্বস্ব সমর্পণ তথা আমিত্বের বিলোপে। ভক্ত ভগবানে মহিমা-জ্ঞান-বিহীন হইলে, ভগবান্ আর তাঁহার পতি থাকেন না—জার হয়েন ; 'তদ্‌বিহীনম্ জারাণাম্ ইব।' (নারদসূত্র, ২৩)। ভাবের পরিপুষ্টিতে অধিকারী সাধক প্রেমাস্পদের সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া যায় ; এবং অন্তে ভাবাতীত শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কারবশত জীবের পক্ষে মধুরভাবের সাধনা অপেক্ষাকৃত সুগমও বটে। খ্রীষ্টান রাজর্ষি সোলেমানের সঙ্গীত মধুররসপ্রধান। সূফী-সম্প্রদায়ের সাধনা কিয়দংশে মধুরভাবাত্মক।.

ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণে মহাবিষ্ণু (গর্ভোদকশায়ী) ও মহেশ্বরের (কারণার্ণবশায়ী) যথাকালে আবেশাবিষ্ট হইত বলিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' (কৃষ্ণস্তু সাক্ষাৎ নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্বশক্তিত্বাৎ)। অবতার স্বীকার করিলেই আপনাকে কতকটা সঙ্কুচিত ও সংবৃত করা আবশ্যক হয়। নচেৎ জীবের সাধ্য কি যে, তাঁহার অপ্রতিম ঐশ্বরিক রূপ প্রত্যক্ষ বা ধারণা করে। প্রকাশের প্রাচুর্য হেতুই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ; এবং মহাভাবস্বরূপিণী রাধারাণী পরমা প্রকৃতির প্রতিরূপ।

রাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলা রসোপলব্ধি, স্বরূপাস্বাদ, আত্মানুভূতি প্রভৃতি বিবিধ নামে কথিত হয়। উহাই পরম-তত্ত্ব। উহার মধ্যে প্রাকৃত যৌন সম্বন্ধের একান্ত অসদ্ভাব। লীলা-রহস্য মর্ত্যের ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রয়াস কিছুটা স্থূল না হইয়া পারে না।

শ্রীরাধা[১৪]

প্রাচীন কাব্য নাটকাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণেতিহাসের বর্ণনায়, তথা উপনিষদ্ আরণ্যক অবধি ব্রাহ্মণ বেদসংহিতার উল্লেখে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা সুষ্ঠুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং গোয়ালিয়র রাজ্যান্তর্গত ভিলাসা জেলার বেসনগরে (? প্রাচীন বিদিশার ধ্বংসাবশেষ) প্রাপ্ত স্তম্ভ-লিপি দ্বারা সুদৃঢ়ীকৃত।[১৫] বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থেও বাসুদেব কৃষ্ণ ও বলদেবের বৃত্তান্ত অপ্রাপ্য নয়। এবং কৃষ্ণ রাধিকার অবিনাভাব—শাশ্বত শিবশক্তি সম্বন্ধ। কিন্তু পদ্মাদি পুরাণে রাধার আখ্যান থাকিলেও শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুপুরাণে নাই ; মহাভারতেও নাই। কার্য্যক্ষেত্রের সংকীর্ণতা ও রাধা-বর্জনে প্রবৃত্তি উহার হেতুমধ্যে গণ্য হইতে পারে। অবশ্য একই বিবরণ সর্বত্র আশা করাও যায় না। এখন শ্রীমতীর ঐতিহ্য যতটুকু পাওয়া যায়, তাহাই আলোচ্য। রাধা বৃষভানুরাজ সাগরের দুহিতা।[১৬] বৃষভানু বা

---

১৪ শ্রীরাধার জন্মরহস্য, প্রবর্ত্তক, ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ও শ্রীরাধিকার বিবাহরহস্য, প্রবর্ত্তক, ১৩৪৮ মাঘসংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫ ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী জানাইয়াছেন, ভাগবত ধর্ম্মের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক উল্লেখ ঘোষাণ্ডী লিপিতে (খ্রী° পূ° ৩য় শতক)।

১৬ মনে হয়, বাল্যকালে এক কৃষ্ণযাত্রায় রাধা সাগর গোয়ালের মেয়ে বলিয়া যেন শুনিয়াছিলাম।

বৃষভানুবর উপাধিবিশেষ, কাহারও নাম নহে। উত্তর-মথুরার রাজা সাগর আবার শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য (ঘটজাতক, ৪৫৪)। বৃষভানুশ্রেষ্ঠ রাধাকে উদ্ভিন্নযৌবনা দেখিয়া রায়াণ-করে সমর্পণ করেন।[৭৭] মহাভাগবতপুরাণে আয়ান (অভিমন্যু) রাধিকাকে বিধি-পূর্বক বিবাহ করেন (৫১তম অ)। গর্গসংহিতা ও ব্রহ্মবৈবর্তের মতে, পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ সহ শ্রীরাধার যথাশাস্ত্র উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন হয়।[৭৮] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে অত্র সম্প্রদান ক্রিয়া একটু বিচিত্র রকমের।[৭৯] এ ক্ষেত্রে আশ্চর্য অথবা ক্ষুণ্ণ হইবার মত কিছু নাই। প্রথমত আয়ান ছিলেন ক্লীব এবং সে কালও ছিল দ্বাপর কলির যুগসন্ধি। সুতরাং অন্যপূর্বা হইলেও বিবাহে বাধে নাই। দ্বিতীয়ত বরবধূর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; তাহাও সেই সুদূর অতীতে পাণি-গ্রহণ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয় নাই। আর মাতুলী-ভাগিনেয় সম্পর্ক ত যশোদার সুবাদে। গোপা কুমার সিদ্ধার্থের এবং সুভদ্রা অর্জুনের মাতুল-কন্যা। পিতৃস্বসা-পুত্রী মিত্রবৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা মহিষী। বিদেহরাজ-নন্দিনী সীবলি জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্য-পুত্র মহাজনক কুমারকে পতিত্বে বরণ করেন। এবং কুমার সহস্র-পুরুষ-নম্য ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া পিতৃরাজ্য ফিরিয়া পান (মহাজনক জাতক, ৫৩৯)। বৈমাত্রেয় ভগ্নী—এমন কি, সহোদরার পাণি-পীড়ন-দৃষ্টান্তও একান্ত বিরল নহে (উদয়জাতক, ৪৫৮ ; দশরথজাতক, ৪৬১)। রুচি-তনয়া দক্ষিণা যমজ ভ্রাতা ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করেন ; এবং তদনুসারে তাঁহাদের পাণিবন্ধ সমাধা হয় (ভাগবত, ৪।১, মার্ক, ৫০)। [আর ওরূপ মিথুন-মৈত্রী বা কুটুম্বিতা নৃতত্ত্বের (Anthropology) অননুজ্ঞাত নয়।] কাল-সহকারে সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন ঘটিলে, রাধা-কৃষ্ণ-পরিণয়-কাহিনী বিসদৃশ বিবেচনায় বহুল প্রচলিত পুরাণেতিহাসে রাধা-প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হয়। এবং উপরিউক্ত কারণেই বায়ু-গর্ভে অথবা পদ্মবনে প্রাপ্ত ডিম্ব হইতে রাধার উদ্ভব, ছায়া-রাধা ইত্যাদি কল্পনার প্রয়োজন হয়। অথচ বিষ্ণুর অবতার অথবা স্বয়ং ভগবানের গর্ভবাসে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না। অবতারবাদ অঙ্গীকার করিলে যে নৈসর্গিক নিয়মে জন্ম-মৃত্যু, আহার-নিদ্রাও স্বীকার করিতে হয়। তবে ইহাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সামাজিক আচার-ব্যবহার দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব নির্ধারণের মানদণ্ড নহে। বৃন্দাবনে বাসকালীন এবং বিবাহ-পর্বের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। পুরাণ-মূলক প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী, শত-সংবৎসরান্তে কুরুক্ষেত্রের যজ্ঞ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণ সহ তথায় আগমন করেন। নন্দ-যশোদাও গোপ-গোপীদের সঙ্গে রাধাকে লইয়া আসেন। রাধা স্বামি-সম্ভাষণে অগ্রসর হইয়া ছিন্ন-মূল ব্রততীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া পড়েন ; সংজ্ঞা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। ভাগবতকার রাম-কৃষ্ণের সহিত নন্দ-যশোদা ও গোপীজনের মিলন—অবশ্য রাধাকে বাদ দিয়া, রবির উপরাগচ্ছলে ঘটাইয়াছেন।

লৌকিক সাহিত্যে রাধার উল্লেখ

আলঙ্কারিক আচার্য আনন্দবর্ধনের (খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দী) ধ্বন্যালোকে উদাহৃত 'তেষাং গোপ-বধূবিলাসসুহৃদাং রাধারহঃ সাক্ষিণাং' (২।৬), 'দুরারাধা রাধা যদনেনাপি মৃজতঃ' (৩।৪১) শ্লোক দেখিয়া সহজেই মনে হয়, তখন রাধাকৃষ্ণের প্রণয়মূলক কোমল-কান্ত-কবিতাবলীর বহুল প্রচলন ছিল। মহাকবি ভট্টনারায়ণ (৬ষ্ঠ শতক) 'কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতামুৎসৃজ্য রাসে রসং' ইত্যাদি (১।২) বেণীসংহারের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে রাধিকার নাম লইয়াছেন। রাজা হাল-সংকলিত গাথাসপ্তশতীর নিম্নলিখিত গাথাটিতে রাধিকাকে পাওয়া যায়।

মুহমারুএণ তং কহ্ন গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তো।
এতাণ বল্লবীণং অণ্ণাণ বি গোরঅং হরসি ॥[৮০]—গাথা, ১।৮৯

---

[৭৭] ব্রহ্মবৈবর্ত', প্রকৃতি, ৪৯তম অধ্যায়।

[৭৮] গর্গ', গোলোক, ১৬তম অ: ও ব্রবৈ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম, ১৫তম অধ্যায়।

[৭৯] ব্রহ্মাণ্ড, উত্তর (রাধাহৃদয়), ১৫তম অধ্যায়।

[৮০] অর্থাৎ রাধিকার [চোখের মুখের] গোরজ মুখমারুতে অপনয়ন করিয়া হে কৃষ্ণ, তুমি অন্য গোপীদিগের গৌরব হরণ করিতেছ।

আর পাওয়া যায় রাধাকে পঞ্চতন্ত্র, কৌলিক-রথকারের উপাখ্যানে বিবৃত শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়, যথা,—'সুভগে সত্যমভিহিতং ভবতা পরং কিন্তু রাধানাম মে ভার্যা গোপকুলপ্রসূতা প্রথমমাসীৎ'।[৮১] পণ্ডিতগণের মতে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ হইতে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত এবং ৫ম শতাব্দীর পূর্বেই উহার যাবতীয় সংস্করণ সংকলিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মূর্তিই রাধাকৃষ্ণের প্রাচীনতম প্রতিমা। নির্মাণ-শৈলী ৭ম।৮ম শতকের।

কাব্য-সমালোচনা

কাব্যামৃতের রসাস্বাদন স্বয়ং করিতে হয়। যাহা অনুভূতির অপেক্ষা রাখে, তাহা টীকাকারের ব্যাখ্যায় কুলায় না। তদর্থে প্রেগস্থ বন্ধ্যাকে বাৎসল্য-স্নেহ বুঝাইবার প্রয়াসের ন্যায় ব্যর্থ—কেবল কতকগুলা কথার কসরৎ। যেমন মধুর আস্বাদ কেমন জিজ্ঞাসা হইলে উত্তরে বলা হয়, আখের পানা, গুড় চিনি-মিছরীর মত নয়, এমন মিঠা তার; অথবা মধুর স্বাদ যেমন। যাহা হউক, কাব্য-সমালোচনার ভার বিদগ্ধ সাহিত্যিকদের উপর দিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে চাই।

পদাবলী-সাহিত্যে প্রবীণ সুরসিক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উক্তি :

'গোস্বামীদিগের রস-শাস্ত্র রচনার প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে রস-শাস্ত্রোক্ত পূর্ব-রাগ প্রভৃতি ক্রম না পাওয়াই স্বাভাবিক বটে। তিনি তাঁহার দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি পালাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ-নাট্যকাব্যের ধরণে পাত্র ও পাত্রীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি ও কার্য দ্বারা রাধা-কৃষ্ণের পূর্ব-রাগ, অভিসার, প্রত্যাখ্যান, বিরহ ও সম্মিলন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রাচীন কবিরা যেরূপ কাব্যের উপাদেয়তা বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলেই পুরাণকে কাটিয়া-ছাটিয়া লইয়াছেন, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনেও আমরা সেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। ভাগবতে আছে, আগে কালিয় দমন, পরে বস্ত্রহরণ, তার পরে রাস। কৃষ্ণকীর্তনে পাইতেছি—আগে রাধার বিশেষ অনুরোধে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিলাস ও উহার অঙ্গীয় জল-ক্রীড়ার অনুরোধে কালিয় দমন ও জল-ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক বস্ত্রহরণ। ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণের আধ্যাত্মিকতা কৃষ্ণকীর্তনে মোটেই নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের এই সকল বর্ণনায়, বিশেষতঃ বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহারে যে অপূর্ব কবিত্ব আছে, তাহার তুলনা কাব্য-সৌন্দর্য্যপ্রধান পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল। বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার আমাদিগের মনে মহাকবি মাঘের বর্ণিত যাদব-রমণীগণের রৈবতক-শিরে বন-বিহারের স্মৃতিই উদ্দীপিত করিয়াছে।'[৮২]

কৃষ্ণকীর্তনে উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দেখা যায়।…………গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক নাট্য-কাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য; কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধাকৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্তন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়; পরবর্তী পদাবলীসাহিত্যে আমরা যদিও গীতি-কবিতার সারভূত উদ্দীপনা ও রসোচ্ছ্বাসের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণকীর্তনের সেই সরস, সতেজ ও পরিহাস উক্তি-প্রত্যুক্তি—সেই নাট্য-প্রতিভার উৎকর্ষ কোথায়? চণ্ডীদাসের সময়টি বাংলার ইতিহাসে এক প্রকার অন্ধ যুগ; কেন না, সে সময়ে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আবির্ভাব যদি তৎকালীন সমাজের অসাধারণ কার্য-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের সময়ে বাংলা সমাজ যে কার্য-প্রবণতায় মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ভাব-প্রবণ যুগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।[৮৩]

---

৮১ Panchatantra, ed. by F. Kielhorn (Bom. SKT, Series, 1885), p. 88.

৮২ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩১-১৩২।

৮৩ চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যাংশ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, রসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা সমর্থন করিবেন।

"…………চণ্ডীদাস, এই নাম অথবা বড়ু চণ্ডীদাস, এই উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে প্রকাশিত এই নাট্যগীতিকাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন, তিনি মহাকবি, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যলক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মহাকাব্য। ধরিতে গেলে পাত্র পাত্রী ইহাতে তিনটি মাত্র—কৃষ্ণ, বড়ায়ি, রাধা। তিনটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে রাধাচরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিতে কবি যেরূপ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। তাম্বুলখণ্ডে যে 'চন্দ্রাবলী রাহী'র সহিত প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় অথচ সত্যভাষিণী, অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যক্ষ ঘটনায় অসামান্য কৌশলে এই মূঢ় বালিকাচিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি, সেই গোপকন্যা কখন্ যে শাশ্বতরসিকচিত্ত-বলভীর প্রৌঢ়পারাবতী শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন, তাহা জানিতেও পারি নাই।"

"বিশ বৎসর হইয়া গেল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণ সাহিত্যরসিক এবং যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলীভক্ত, তাঁহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নহে। তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের, এবং ইহার ভাষা প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। অনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণবর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্য-কুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন। ইহা অতিশয়োক্তি নহে।"[৮৪]

এবারও পাঠাদির যথাযথ সংস্কার করা গিয়াছে; এবং ভূমিকাটি পুনর্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থসম্পাদনে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাদের ডান হাত ছিলেন, সদৎ দিতে কোন দিনই কার্পণ্য করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিস্তর তরু-লতা ফুল-ফলের নাম আছে। ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় উহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া দিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় টীকাটি দেখিয়া আবশ্যক সংশোধন সংযোজনাদি করিয়া দিয়াছিলেন। আচার্যপাদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধটি লিখিয়াছেন এবং প্রত্নলিপিবিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহু শ্রম স্বীকারপূর্বক পুথির লিপিকাল নির্ণয় করিয়া দেন। এতদ্ব্যতীত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এবং বন্ধুগণের অনেকেরই নিকট কিছু না কিছু সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য ইহাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই অবসরে পরিষদের পরম-হিতৈষী, 'বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, মহারাজা রাও স্যার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, সি আই ই বাহাদুরকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি—তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী-ভুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণকালে পুথির সহিত পাঠ মিলান ও পাঠোদ্ধারের কাজে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আমাদের প্রধান অবলম্বন ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়প্রমুখ বন্ধুগণের নিকটও সময় সময় সাহায্য পাইয়াছি। তৃতীয় সংস্করণে শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন ও ডক্টর মুহম্মদ সহীদুল্লা সাহেবের ধৃত পাঠ যথাপ্রয়োজন গৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক ইহাঁদের কাছে সমুচিত কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

ব্যারাকপুর,
২৯ ফাল্গুন, ১৩৫১

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

---

৮৪ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ: ১৯২-১৯৩।

কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গৌড়ীয় কবিগণের অগ্রণী চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক যে নূতন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুথিখানিও সম্পূর্ণ নহে। গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডের শেষে পুষ্পিকা নাই, কেবল প্রতি গান বা কবিতার শেষে ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পুথির অথবা গ্রন্থকারের কাল নির্ণয় করিবার কোনও উপাদান এই নবাবিষ্কৃত গ্রন্থে নাই। মধ্য এসিয়ায় আবিষ্কৃত বহু তালপত্রে লিখিত প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Paloeography) ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পুথির কাল নির্ণয়ের জন্য প্রত্নলিপিতত্ত্ব ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানি যে দিন সাহিত্য-পরিষদে প্রথম লইয়া আসেন, সেই দিন আমার ধারণা হইয়াছিল যে উহা বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত অদ্যাবধি আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়" প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি. আই. ই. কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ, রচনা-কাল হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত গ্রন্থসমূহের যে পুথিগুলি আনাইয়াছেন, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন অপেক্ষা প্রাচীন কি না, সন্দেহ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি বলিয়া আবিষ্কর্ত্তার সৌজন্যে ও সাহায্যে ইতিপূর্ব্বে আর একবার ইহার লিপিকাল নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।[১] উক্ত প্রবন্ধ ১৩১৮ সালে লিখিত হইয়াছিল। ইহার পরে মূল গ্রন্থের আবিষ্কর্ত্তার অনুগ্রহে সমস্ত পুথিখানি দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেই পরীক্ষার ফল নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

'কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের যে অংশটি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় :—১। প্রাচীন হস্তাক্ষর, ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি, ৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর। আবিষ্কর্ত্তা স্বয়ং গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন। ভরসা করি, গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন হস্তাক্ষর সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন। প্রত্নলিপিতত্ত্বে আধুনিক লিপি অথবা প্রাচীন লিপির অনুকরণের প্রয়োজন নাই, কেবল যে সমস্ত পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষরাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান অথবা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন। অনেক অক্ষরের আকার সেই অক্ষরের বর্ত্তমান আকারের ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্ত্তমান আকার বা আকারগত সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

(ক) স্বরবর্ণ

১। অ, আ, ই, ঈ, এ, ঐ, ও, ঔ—এই আটটি স্বরে বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল অ ও আ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। এই দুইটি স্বরে অক্ষরের দক্ষিণাংশের সহিত বামাংশের যোজক অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি। "অঙ্গভঙ্গ" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ১। "আপনার" পত্র ৩, পৃষ্ঠা ২, পংক্তি ৪। পুথির যে অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই অংশে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—"অনেক," পঃ ১৭৬, পৃঃ ২, পং ৬। "অনুমতি," পঃ ২০৪, পৃঃ ২, পং ৫। "আসমতী," পঃ ২০৫, পৃঃ ২, পং ১।

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২ ভাগ, পৃঃ ১৬১।

২। স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ৯—এই চারিটি অক্ষরের আকার প্রাচীন। "উ" এবং "ঊ"তে কেবল ঊর্দ্ধ দিকের রেখা যোগ করিলে উহা বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয়। এই আকারের "উ" এবং "ঊ" কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত গুহ্যাবলীবিবৃতি, পঞ্চাকার এবং যোগরত্নমালা নামক ১১৯৮, ১১৯৯ ও ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত গ্রন্থত্রয়ে দেখিতে পাওয়া যায়[১]। "ঋ" আকারে বহু প্রাচীন, ইহা প্রায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত যে তিনখানি গ্রন্থ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়; কেবল অক্ষরের বাম দিকের ত্রিকোণ গোল হইয়া গিয়াছে। "৯" একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রত্যেক কবিতার পূর্ব্বে এক একটি সংস্কৃত বচন আছে। এইরূপ একটি সংস্কৃত বচনে "প্রক্৯প্তাং" শব্দে ৯-র ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, পঃ ১২৫, পৃঃ ২, পং ২।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণ—১। ক-বর্গ

অ। "ক" দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় প্রকারের সহিতই বর্ত্তমান অক্ষরের আকারের সাদৃশ্য আছে। প্রথম প্রকারের "ক" "ক"এর ন্যায়, "করে" পঃ ৫, পৃঃ ১, পং ৬, "কাহ্নাঞি", ৫।১।৬। দ্বিতীয় প্রকারের "ক" প্রাচীন বা আধুনিক বর্ণমালায় সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না, "রতিরসকাম-দোহনী" ৫।১।৮।

আ। "খ" একই প্রকারের, ইহা আকারে প্রাচীন, ইহা দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত বিজয়সেনদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের আকারের ন্যায়[২]। এই আকারে অক্ষরের বাম ভাগ যেখানে দক্ষিণ ভাগে যুক্ত হইয়াছে, সেই স্থানে বাম ভাগের নিম্নদেশ গোলাকৃতি এবং বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আধুনিক আকারে বাম ভাগের নিম্নদেশ আরও নীচে নামিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হয়।

ই। "গ" খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে[৩]।

ঈ। "ঘ"এর আকার প্রাচীন, ইহা দেবপাড়া শিলালিপি ও কমৌলির তাম্রশাসনে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম ভাগের নিম্নদেশ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়া দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে[৪]।

উ। "ঞ"র ন্যায় "ঙ" স্বতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল যুক্তাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়, "লজ্ঘিবোঁ" ১৬০।২।৪, ইহা হইতে আকারের প্রাচীনত্ব নিরূপণ করা কঠিন।

২। চ-বর্গ

অ। "চ"-বর্গের মধ্যে "চ" ও "ঞ"র বর্ত্তমান আকার দেখিতে পাওয়া যায়। দুই এক স্থানে চ-এর আকার প্রাচীন, "চিন্তির" ৩।২।৬।

১ Buhler's Indische Palæographie, Tafel, vi, Col. X. 5-6; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. iii. Pl. xxxviii.

২ Epigraphia Indica, Vol. 1, pp. 307-11; Indische Palæographie, Tafel, v, Col. xviii. 11,

৩ Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. iii, p. 109, pl. xxviii.

৪ Indische Palæographie Cols. xviii—xix.

আ। "ছ" কোন কোন স্থানে প্রাচীন আকারের এবং কোন কোন স্থানে বর্ত্তমান আকারের। প্রাচীন আকার—ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত "পঞ্চাকার" গ্রন্থে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। যথা—"ভরছিআঁ" ১১৩।১।১, "মিছাই" ৩।২।২। বর্ত্তমান আকার, "কিছু" ১১৩।১।১।

ই। গ্রন্থে দুই প্রকারের "জ" ব্যবহার হইয়াছে, এই দুই প্রকারই প্রাচীন। প্রথম প্রকার—ইহার মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়বও সরল রেখা, কেবল নিম্নাবয়ব বক্রগতি, "জীবন" ও "মজিল" ৬০।১।৭। দ্বিতীয় প্রকারের কেবল মাত্রা সরল রেখা, মধ্যাবয়ব বক্রগতি, কিন্তু বর্ত্তমান "জ"এর ন্যায় ইহার নিম্নগতি আরম্ভ হয় নাই, নিম্নরেখা বক্রগতি। এই আকারের "জ" "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। "জাণ" ৩।২।৪।

ঈ। দুই প্রকারের "ঝ"এর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়;—বর্ত্তমান আকার, "মাঝাখিণী" ৭।১।৬, "বুঝহ" ৬০।১।৬। (এই পত্র প্রাচীন অক্ষরের অনুকরণে লিখিত)। প্রাচীন আকার, ইহাতে বাম ভাগ "ধ"-এর ন্যায়, "ঝাঁট" ৫।২।২।

৩। ট-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে তিন প্রকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর "ট" কি প্রকারে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রাচীন অর্থাৎ সেনবংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহে ব্যবহৃত আকার,—পরিবর্ত্তন যুগের আকার, যাহা পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয় নাই এবং বর্ত্তমান আকার, এই তিন প্রকার "ট" দেখিতে পাওয়া যায়।

ক। প্রাচীন আকার;—ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[২]। যথা;—"বাটত" ৪।২।২. "পাটে" ৪।২।৪।

খ। পরিবর্ত্তন যুগের আকার। ইহাতে অক্ষরের মধ্যদেশের বক্র গতি ক্রমশঃ সরল হইয়া আসিতেছে, "ছাটক" ১৯।২।৩।

গ। বর্ত্তমান আকার। ইহাতে মধ্যদেশের বক্র গতি সরল রেখায় পরিণত হইয়াছে; "ঝাঁট" ৭।২।৮।

আ। "ঠ" ও "ড" বর্ত্তমান আকারের।

ই। "ঢ" প্রাচীন আকারের। ইহাতে প্রাচীন আকারের "ট"এর ন্যায় অক্ষরের মধ্যদেশে বক্র গতি রহিয়া গিয়াছে, বিজয়সেনের শিলালিপিতে এই আকারের "ঢ" দেখিতে পাওয়া যায়,[৩] "কাঢ়ে" ৩।২।৩।

ঈ। "ণ" দুই প্রকারের, প্রথম প্রকারের আকারে অক্ষরের অর্দ্ধবৃত্তের মধ্যে একটি সরল রেখা আছে; "কমণ" ৩।১।১। দ্বিতীয় প্রকারে এই সরল রেখাটি নাই, ইহার বর্ত্তমান আকার, "মরণ" ৩।১।৩।

৪। ত-বর্গ

অ। "ত" ও "ন" বর্ত্তমান আকারের। ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে[৪] ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের আমগাছির তাম্রশাসনে[৫] সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান বাঙ্গালা "ত" দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান "ন" সেনরাজগণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়[৬]।

১ Indische Palæographie, Tafel vi, Col. X, 21.
২ Epigraphia Indica, Vol. 1, P. 310, line 24.
৩ Ibid, Tafel v. Col. xviii, 23.
৪ Epigraphia Indica, Vol. xii, P. 40, 1, 27.
৫ Indian Antiquary, Vol. xiv, pp. 166-68
৬ Epigraphia Indica, Vol. xii, pp. 8-10.

আ। "থ"এর আকার প্রাচীন। ইহা বিজয়সেনের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়[১]। ইহাতে অক্ষরের বাম ভাগে নিম্নদেশের বক্র অংশ দক্ষিণ ভাগের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে উঠিয়াছে। এই হিসাবে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র "থ"এর আকার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পঞ্চাকার গ্রন্থে ব্যবহৃত আকার অপেক্ষা অর্ব্বাচীন[২]। যথা—"জগন্নাথ" ৪।১।৭।

ই। দুই প্রকারের "দ" আছে। প্রথম প্রকারের "দ" প্রাচীন। ইহা অনেকটা বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৭৫ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আকারের ন্যায়,[৩] "দেবৈঁ" ৩।১।২, "দিল" ৩।১।৫। দ্বিতীয় প্রকারের "দ" আধুনিক, এই আকারের "দ" ৫১ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপির ন্যায়,[৪] "দণ্ডকঃ" ৩।১।২।

ঈ। "ধ" প্রায় বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তবে ইহার বাম ভাগে এখনও কোণ দেখা দেয় নাই, এই আকার ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবতে উৎকীর্ণ, বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত অশোকচল্লদেবের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"ধল" ৩।১।৫।

৫। প-বর্গ

অ। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তিন প্রকারের "প" দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে এক প্রকার আকারে আধুনিক ও অপর দুই প্রকার পরিবর্ত্তন-যুগের। লক্ষ্মণসেন,[৫] বিশ্বরূপসেন[৬] ও কেশবসেনের[৭] তাম্রশাসনে "প"এর যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন, অথচ লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকায় আবিষ্কৃত চণ্ডীমূর্ত্তির পাদপীঠের লিপিতে[৮] এবং বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরের লিপিতে আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক আকারের মধ্যবর্ত্তী পরিবর্ত্তনযুগের আকার (Transitional form) অদ্যাবধি কোনও শিলালিপি বা তাম্রশাসনে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" পরিবর্ত্তন যুগের যে দুইটি আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অক্ষরের বাম ভাগ প্রাচীন আকারের ন্যায় অক্ষরের দক্ষিণ ভাগে যুক্ত না হইয়া, মাত্রায় যুক্ত হইয়াছে। প্রথম প্রকারে বাম দিকের রেখা সরল, "রূপেঁ," ৩।১।৪; দ্বিতীয় প্রকারে এই রেখা বক্র, "পাতিল", ৩।১।৩। আধুনিক আকার বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, "পাছে," ৭২।২।২।

আ। "ফ"র প্রাচীন আকারই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বাম ভাগ দক্ষিণ ভাগের নিম্নে যুক্ত না হইয়া, কিঞ্চিৎ উৰ্দ্ধে আসিয়া মিশিয়াছে। "আফারে" ৪৬।২।৪।

ই। "ব" ও "ম" খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক আকার ধারণ করিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই অক্ষরের কোনও আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈ। "ভ"এর আকার প্রাচীন। এই আকারের "ভ" বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরের শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। "ভঙ্গ" ৩।২।১, "ভূমিত" ৩।২।২, "ভেকের" ৩।১।৮।

১ Indische Palæographie, Tafel v, Col. xvili, 26.

২ Indische Palæographie, Tafel vi. Col. x. 31.

৩ Epigraphia Indica, vol. xii, p. 30.

৪ Ibid, p. 29.

৫ Ibid, pp. 8-10.

৬ Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1896, pt. 1 p. 9, line 1.

৭ Ibid, (New Series). vol. x, pp. 99-104.

৮ Ibid, vol. 1X, p. 290, pl. XXIV.

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ

অ। "য"র আকার প্রাচীন। ইহার নিম্নভাগ "খ," "থ" ও "ফ"এর ন্যায়, "যম" ৩।২।৫।

আ। কোন কোন স্থানে "র"এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে, "চিন্তির" ২।১।৬।

ই। "ল"র আকার প্রাচীন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে[১] এবং ৫১ ও ৭৪ লক্ষ্মণ-সংবৎসরে উৎকীর্ণ শিলালিপিদ্বয়ে এই আকার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঈ। সর্ব্বত্র একই আকারের "ব" দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ

অ। "শ," "ষ" ও "স"এর আধুনিক আকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

আ। "হ" সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের, কেবল এক স্থানে ইহার একটি নূতন আকার দেখিতে পাওয়া যায়,—"বহাযিলোঁ" ২০২।২।২। তবে ইহা লিপিকরপ্রমাদ হইলেও হইতে পারে।

প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অবলম্বনে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত গ্রন্থের যে একখানি মাত্র পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা খণ্ডিত এবং ইহার পুষ্পিকা পাওয়া যায় নাই। এই পুথির অন্য কোন অংশে তারিখ নাই এবং ইহাতে রচয়িতার অথবা লিপির কাল নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব এই পাণ্ডুলিপির লিপিকাল নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় প্রত্নলিপিতত্ত্ব। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।

স্বরবর্ণ

সাধারণ দ্বাদশটি স্বরবর্ণের মধ্যে উ, ঊ, ঋ ও ঌ প্রাচীন আকারের। এই চারিটি অক্ষরের বর্ত্তমান রূপ ধারণের কাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় অতি অল্প দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১। উ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "গুহ্যাবলীবিবৃতি" ও "পঞ্চাকার" নামক গ্রন্থদ্বয়ে যে আকার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের আকার। কারণ, এই গ্রন্থদ্বয় ১১৯৮ ও ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে শান্তিদেবের "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থের একখানি তালপত্রে লিখিত পুথি এসিয়াটিক সোসাইটির জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই পুথি ১৪৯২ বিক্রমাব্দ=১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বেণুগ্রামে লিখিত হইয়াছিল। এই বেণুগ্রাম সম্ভবতঃ বর্দ্ধমান জেলার বেণুগ্রাম বা বড়ুগ্রাম। এই গ্রন্থে "উ"র আধুনিক আকার দেখিতে পাওয়া যায়। "কোচ্ছ উচ্ছ" পংক্তি ১, পৃঃ ৬৬।

২। ঊ। "উ"র ন্যায় "ঊ"র আধুনিক আকার সর্ব্বপ্রথমে ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আকারের "উ" এবং "ঊ"তে মাত্রার উপরে বক্রগতি ঊর্দ্ধরেখা নাই। আধুনিক আকারে এই ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, "ঊইল" ৭।১।২।

৩। ঋ। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" যে আকারের ঋ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত "যোগরত্নমালা," "গুহ্যাবলীবিবৃতি" ও "পঞ্চাকারে" ব্যবহৃত "ঋ"র ন্যায়। ইহাতে অক্ষরের বাম দিকের নিম্নভাগ অর্দ্ধবৃত্তাকৃতি, ত্রিকোণ নহে এবং এই অর্দ্ধবৃত্তের উপরে একটি ঊর্দ্ধগতি বক্র রেখা আছে। বর্ত্তমান "ঋ"তে এই ঊর্দ্ধরেখা "খ"র বাম দিকের ঊর্দ্ধাংশের ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। "ঋসিএঁ" ২১।২।৬, "ঋষীকেশ" ৫১।১।৪, "ঋগ" ১৮৫।১।৬।

৪। ঌ একমাত্র মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, "প্রকৢপ্তাং" ১২৫।২।২।

---

১ Indische Palæographie, Tafel v. Col. xviii, 37.

ব্যঞ্জনবর্ণ

১। ক-বর্গ। ক-বর্গের মধ্যে "খ" ও "ঘ" প্রাচীন আকারের। এই অক্ষরদ্বয়ের নিম্নভাগে কোণ নাই। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থে যে আকারের "খ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে যে আকারের "ঘ" দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিম্নে কোণ আছে।

২। চ-বর্গ। চ, ছ ও জ সময়ে সময়ে প্রাচীন আকারের। ১৪৪২ বিক্রমাব্দে লিখিত শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থে এবং ১৪১৭ শকাব্দার পূর্ব্বে লিখিত ধর্ম্মরত্ন নামক গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "চ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে আধুনিক আকারের "চ," "ছ" ও "জ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি গ্রন্থের শেষ পত্রে, তৃতীয় পংক্তিতে "সরোজ" শব্দে বর্ত্তমান আকারের "জ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। ট-বর্গ। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথমে প্রাচীন আকারের "ট" হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান আকারের "ট" উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪৯২ বিক্রমাব্দে লিখিত "বোধিচর্য্যাবতার" গ্রন্থে বর্ত্তমান আকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। ১৪১৭ শকাব্দের পূর্ব্বে লিখিত "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহের পুত্রের ১৪১৭ শকাব্দের যে জন্মপত্রিকা আছে, তাহাতে বর্ত্তমান আকারের "ট" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" বর্ত্তমান আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে। "বোধিচর্য্যাবতারে" এবং "শূদ্রপদ্ধতি"তে প্রাচীন আকারের "ণ" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" দ্বিতীয় প্রকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা পরিবর্ত্তন-যুগের আকার, কিন্তু "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থে সর্ব্বত্র আধুনিক আকারের "ণ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৪। ত-বর্গ। ত-বর্গের মধ্যে কেবল "থ" প্রাচীন আকারের। ইহার নিম্নভাগে কোণ নাই। "বোধিচর্য্যাবতারে," "শূদ্রপদ্ধতি"তে এবং "ধর্ম্মরত্নে"র শেষ পত্রে লিখিত জন্মপত্রিকায় আধুনিক আকারের "থ" দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। প-বর্গ। প-বর্গের মধ্যে প্রাচীন আকারের "ফ" ও "ভ" দেখিতে পাওয়া যায়। শূদ্রপদ্ধতি, ধর্ম্মরত্ন ও বোধিচর্য্যাবতারের শেষ পত্রে এই আকারের "ভ" ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। অন্তঃস্থ বর্ণ। "য" প্রাচীন আকারের, ইহার নিম্নদেশে কোণ নাই। শূদ্রপদ্ধতিতে, বোধিচর্য্যাবতারে এবং ধর্ম্মরত্নে কেবল কোণযুক্ত আধুনিক আকারের "য" দেখিতে পাওয়া যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কেবল প্রাচীন আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আকারের "ল" বোধিচর্য্যাবতার, ধর্ম্মরত্ন ও শূদ্রপদ্ধতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। উষ্মবর্ণ। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" ব্যবহৃত সমুদায় উষ্মবর্ণই আধুনিক আকারের। কিন্তু বোধিচর্য্যাবতার ও ধর্ম্মরত্নে ব্যবহৃত "হ" প্রাচীন আকারের। "শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থে ব্যবহৃত "হ" আধুনিক আকারের।

"শূদ্রপদ্ধতি" গ্রন্থ ১৪৪২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৩৮৫।৮৬ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "বোধিচর্য্যাবতার" ১৪৯২ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। "ধর্ম্মরত্ন" গ্রন্থের শেষ পত্রে ঘটক সিংহ নামক এক ব্যক্তির ১৪১৭ শকাব্দে জাত পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিত আছে, সুতরাং উক্ত গ্রন্থ ১৪১৭ শকাব্দ বা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর। কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।

কলিকাতা,
১৩২৩ বঙ্গাব্দ, ২রা পৌষ।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমাণ-পঞ্জী

টীকা-রচনাকালে যে সকল গ্রন্থ, সাময়িক পত্র বা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কএকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), চণ্ডীদাস (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ), বিদ্যাপতি (ঐ), বর্ণরত্নাকর (Bib. Ind.), শ্রীকৃষ্ণবিজয় (গুণরাজ খান), উত্তরাকাণ্ড, কৃত্তিবাস (ব° সা° প°), পদ্মাপুরাণ (বিজয় গুপ্ত), শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী (বঙ্গবাসী), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ঐ), চৈতন্যভাগবত (গোস্বামী), চৈতন্য-মঙ্গল (ব° সা° প°), চৈতন্যমঙ্গল (বঙ্গবাসী), মীনচেতন (ঢাকা-সাহিত্য-পরিষৎ), গোবিন্দদাস (কালিদাস নাথ), অষ্টাদশপর্ব্ব কাশীদাস (বঙ্গবাসী), কবিকঙ্কণ (ঐ), পদ্মাপুরাণ (বংশীদাস), ধর্ম্মমঙ্গল (মাণিক), গোবিন্দমঙ্গল (দুঃখী শ্যামদাস), জয়দেবচরিত (ব° সা° প°), ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম), চণ্ডিকাবিজয় (কমললোচন), জগদানন্দ (কালিদাস নাথ), পদকল্পতরু (ব° সা° প°), কীর্ত্তনানন্দ, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় (বিশ্ববিদ্যালয়), হরিবংশ (ভবানন্দ)।

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব (ঘোষাল), বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব (ন্যায়রত্ন), বঙ্গীয়-সাহিত্য-সমালোচনী (বিদ্যাবিনোদ), বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশ সেন), শব্দতত্ত্ব (রবীন্দ্রনাথ), বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (ডক্টর চট্টোপাধ্যায়), বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (ডক্টর সুকুমার সেন), ভাষার ইতিবৃত্ত (ঐ), বাঙ্গালা ব্যাকরণ (হৃষীকেশ শাস্ত্রী), বাঙ্গালা ভাষা (ব° সা° প°), প্রকৃতিবাদ অভিধান, বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু (রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী)।

অসমীয়া রামায়ণ (মাধব দেব, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব), কীর্ত্তনঘোষা, নামঘোষা, অনাদি-পাতন ভাগবত (শঙ্কর দেব), দীপিকা ছন্দ (পুরুষোত্তম গজপতি), অসমীয়া হেমকোষ, ওড়িয়া ভাগবত (জগন্নাথ দাস), পদুমাবতি (Bib. Ind.), রামায়ণ (তুলসীদাস), ভাষাবিজ্ঞানাঙ্কুর (পণ্ডিত রামগরীব চৌবে)।

সেতুবন্ধ (কাব্যমালা), গাথাসপ্তশতী (ঐ), গউড়বহো (Bombay Sanskrit Series), কুমারপালচরিত (ঐ), কর্পূরমঞ্জরী (S. Konow), ভবিসয়ত্তকহা (ধনপাল), প্রাকৃতপ্রকাশ, প্রাকৃতলক্ষণ (Dr. A. F. R. Hoernle), প্রাকৃতসর্ব্বস্ব (ভিজাগাপটম গ্রন্থপ্রদর্শনী), প্রাকৃত ব্যাকরণ (হৃষীকেশ শাস্ত্রী), প্রাকৃতপৈঙ্গল (Bib. Ind.), পাইয়লচ্ছী নামমালা (Dr. Buhler), অভিধানপ্পদীপিকা (মোগ্গল্লান স্থবির), দেশীনামমালা (Bom. Skt Series), পাইঅ-সদ্দ-মহণ্ণব (পণ্ডিত হরগোবিন্দ শেঠ)।

বালচরিত (মহাকবি ভাস), শকুন্তলা (বিদ্যাসাগর), মৃচ্ছকটিক (Bom. Skt. Series), উত্তরচরিত (জীবানন্দ), মুদ্রারাক্ষস (Bom. Skt. Series), গীতগোবিন্দ (বিদ্যাভূষণ), অমরকোষ ও সর্ব্বানন্দী টীকা, অভিধানচিন্তামণি।

Sanskrit Texts (J. Muir), Comparative Grammar of the Modern Language of India (J Beames), Comparative Grammar of the Gaudian Languages (Dr. Hoernle), Introduction to the Maithili Language (Sir G. A. Greirson), Sanskrit English Dictionary (H. H. Wilson), Do (V. S. Apte), Do (Monier Williams), Hindi English Dictionary (J. T. Platts), Wilson Philological Lectures (Dr. Bhandarkar), Introduction to Comparative Philology (Gune), Origin & Development of the Bengali Language (Dr. S. K. Chatterji), Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India (Dr. P. C. Bagchi), &c. &c.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, নব্যভারত, প্রবাসী, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Journal of the Royal Asiatic Society of the Bombay Branch প্রভৃতি।

পুথি—পদ্মাপুরাণ (নারায়ণদেব), আদিকাণ্ড (কৃত্তিবাস), যোগাদ্যার বন্দনা (ঐ), আনন্দলহরী (বৃন্দাবনদাস), সৌপ্তিকপর্ব্ব (কাশীদাস), শ্রীকৃষ্ণবিলাস (কৃষ্ণকিঙ্কর), অক্রূরাগমন (কবিচন্দ্র), গুরুদক্ষিণা (কবি শঙ্কর), সাবসত্যকারিকা (নরোত্তম দাস), জৈমিনি ভারত (হরিদাস), গোপালবিজয় (কবিশেখর)।

বসন্তরঞ্জন রায় : মদনমোহন কুমার

বড়ু চণ্ডীদাসের একখানি নামহীন, আদ্যন্তবিহীন, খণ্ডিত, বিলুপ্ত পুথি উদ্ধার করিয়া পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। চণ্ডীদাস 'কৃষ্ণকীর্তন' নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি সুদীর্ঘ কাল প্রচলিত। 'ন হ্যমূলা জনশ্রুতিঃ'। আবিষ্কৃত পুথিখানিতে অবিকৃত প্রাচীন ভাষায়—চণ্ডীদাসের বাসভূমি রাঢ় অঞ্চলের পুরাতন বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালা দেশের পুরাতন নাটগীতি, মঙ্গলগান বা পালা গানের রূপে, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত, একখানি বিলুপ্ত, পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যাওয়ায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাঁহার আবিষ্কৃত এই অমূল্য পুথিখানিকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে প্রকাশ করেন। তাঁহার ধারণা, আবিষ্কৃত পুথিখানিই 'কৃষ্ণকীর্তন'। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পুথিখানির 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাম অর্ধশতাব্দীরও অধিক কালের ব্যবহারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অবৈতনিক পুথিসংগ্রাহকরূপে বসন্তরঞ্জন যখন বহু আয়াস ও ক্লেশ সহকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেছিলেন তখন ১৩১৬ বঙ্গাব্দের শীত ঋতুতে (১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে) বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অধীন, বনবিষ্ণুপুরের সন্নিকটে কাঁকিল্যা[1] গ্রামে, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়দের গৃহে, গোয়ালঘরের মাচার উপর, একরাশ পুরাতন ও অব্যবহার্য্য জিনিসপত্রের মধ্যে, একটি ধামায়, অযত্ন-রক্ষিত[2] কতকগুলি পুরাতন পুথি পান। গৃহস্বামী মল্লরাজগুরু প্রভুপাদ শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্রবংশীয়। বসন্তবাবু পুথিসংগ্রহের জন্য পদব্রজে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় পূর্বরাত্রিতে তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। বসন্তবাবুর আগ্রহাতিশয্যে দেবেন্দ্রবাবু পূর্বপুরুষের সংগৃহীত কিছু পুরাতন পুথি—যেগুলি বহুকাল অবহেলায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল সেগুলি—গোয়ালঘরের মাচা ও অন্যান্য স্থান হইতে নামান। অব্যবহার্য্য জিনিসপত্র ও পুথিপাতড়ার মধ্য হইতে বসন্তরঞ্জন এই অজ্ঞাতপূর্ব কাব্যের খণ্ডিত পুথিখানি আবিষ্কার করেন। পুথির প্রত্যেক পদের ভণিতায় চণ্ডীদাসের নাম ও ভাষার প্রাচীনত্ব দেখিয়া বসন্তরঞ্জন আকৃষ্ট হন।

✓আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, বসন্তবাবু আসিয়া রামেন্দ্রসুন্দরকে এই অজ্ঞাতপূর্ব নব-আবিষ্কৃত পুথির কথা বলিলেন। বসন্তরঞ্জন দুই বৎসর পরে, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে, পুথিখানি সংগ্রহ করেন ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অর্পণ করেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত, অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রাচীনতম, এই পুথিখানি তদবধি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে অমূল্য রত্নরূপে রক্ষিত হইতেছে। ✓পাঁচ বৎসর পরে বসন্তরঞ্জনের সুযোগ্য সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৭), লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে, সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীভুক্ত ৫৮ সংখ্যক গ্রন্থরূপে এই অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত হয়।✓ বসন্তরঞ্জন অশেষ যত্নসহকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ নির্ণয় করিয়া মূল গ্রন্থ সম্পাদন করেন; পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের

---

১ দ্বারকেশ্বর নদের নিকটস্থ কাঁকিল্যা গ্রামে গোবিন্দচন্দ্রের 'সংক্ষিপ্ত' (১৭০৮ শকাব্দে অনুলিখিত ব্যাকরণগ্রন্থ), ঝুমুর নন্দীর ব্যাকরণ (১৭৫৭ শকাব্দে অনুলিখিত) ইত্যাদি আরও কয়েকখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া জেলার দ্বারকেশ্বর-তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামে মধ্যযুগের বঙ্গসংস্কৃতি, স্থাপত্য, সাহিত্য ও কলাবিদ্যার চর্চা ও পোষকতা ছিল।

২ বসন্তবাবু লিখিয়াছেন : "গ্রন্থখানি অযত্নে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল।"—'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১২৩

"ভাষা-টীকা" রচনা করেন। বসন্তরঞ্জনের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকার সহায়তাতেই বঙ্গীয় পাঠকসমাজ কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুরূহ অপ্রচলিত ভাষার দুর্গম অরণ্যে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। ইহার স্বল্পকাল পূর্বেই—১৩২৩ বঙ্গাব্দের ১৪ই শ্রাবণ, ৩০শে জুলাই ১৯১৬—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহাকোষ, কাহ্নপাদের দোহাকোষ ও ডাকার্ণব—চারিখানি পুথি) লালগোলার রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর ৫৫ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।[১] সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশের ফলে বাঙ্গালী জাতি—বঙ্গভাষী জনগণ—বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন এবং আদি-মধ্য যুগের প্রামাণ্য নিদর্শন খুঁজিয়া পান, মাতৃভাষার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার হয় এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়। এই দুইখানি হারানো গ্রন্থের উদ্ধারে বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের বিবর্তন ভাষাতাত্ত্বিকদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এই দুইখানি গ্রন্থ আবিষ্কারের ফলেই "a historical grammar of Bengali in the true sense of the term" রচনা সম্ভব হয়। চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বৈয়াকরণ আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "The Origin and Development of the Bengali Language" (Calcutta University, Vols. I & II, 1926 George Allen & Unwin, London, Vols. I & II, 1970 ; Vol. III, 1972) গ্রন্থে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন ও আদি-মধ্য যুগের ভাষাতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্য পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সহিত এই দুইখানি গ্রন্থের ভাষার নাড়ীর যোগ প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রথম পাঁচ শত বৎসরের ইতিহাস বাঙ্গালী খুঁজিয়া পায়। শাস্ত্রী মহাশয় ও বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এই দুই পণ্ডিতপ্রবরের নিকট বাঙ্গালী জাতি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ।

বসন্তরঞ্জন তাঁহার সমগ্র জীবন মাতৃভাষার পূজায় উৎসর্গ করিলেও এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া মাতৃভাষাপূজায় অতুলনীয় পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিলেও তাঁহার জীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার মৃত্যুর পর পরিষৎ পত্রিকার ষষ্টিতম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় অধ্যাপক পণ্ডিত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখিত "ব্রজেন্দ্রনাথ ও বসন্তরঞ্জন" নামক ক্ষুদ্র শোক-নিবন্ধটি ছাড়া আর কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ২২ বৎসর বিগত হইলেও "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"য় তাঁহার জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সপ্তদশ বর্ষের কার্যবিবরণীতে তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক ও চির উপকারী সদস্য বসন্তরঞ্জন সম্বন্ধে যে প্রশস্তি-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা পরিষদের সহিত বসন্তরঞ্জনের প্রগাঢ় স্নেহ-সম্পর্কের পরিচায়ক। বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর কোনও কোনও সাময়িক পত্রে সংক্ষিপ্ত সমাচার বা তথ্য-বিরল ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলির কোনও কোনও স্থলে ভুল তথ্য ও কাল্পনিক উক্তি আছে। বসন্তরঞ্জনের জন্মতারিখ বা জন্ম-মাস পর্যন্ত কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া এযাবৎ কোনও প্রবন্ধ-লেখক খুঁজিয়া বাহির করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের সময় পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জনের জীবন-বৃত্তান্ত ও সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্তমান সংস্করণের ভূমিকায় সংযোজন করিতে নির্দেশ দেন। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী বসন্তরঞ্জনের জীবন ও সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহা প্রকাশ করা হইল।

বসন্তরঞ্জনের জীবনী যত ক্ষুদ্রই হউক বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য।

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বাবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী, পৃ. ৪

বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার অধীন বেলিয়াতোড় গ্রাম বসন্তরঞ্জনের জন্মস্থান।[১] বাঁকুড়া সহরের সাড়ে ছয় ক্রোশ (২০·৯ কিলোমিটার) উত্তর-পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত। বাঁকুড়া-দামোদর রিভার রেলওয়ে (B. D. Railway)-র বেলিয়াতোড় স্টেশনের সন্নিকটে বেলিয়াতোড় বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। বর্তমানে বাঁকুড়া-দুর্গাপুর সড়কে মোটর বাস যোগে বেলিয়াতোড় গ্রামে যাওয়া যায়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারিতে গ্রামের লোকসংখ্যা ২৯৮৪।

গ্রামটি প্রাচীন। "দেশাবলিবিবৃতি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে গ্রামটির উল্লেখ আছে। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে 'দেশাবলিবিবৃতি'র যে খণ্ডিত পুথিখানি আছে তাহাতে সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা দেশের কয়েকটি অঞ্চলের ভৌগোলিক বিবরণ ও বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 'দেশাবলি-বিবৃতি'তে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের যে বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :

"দারিকেশী নদী পর্য্যন্ত মল্লভূমি ধর্মবর্জিত। জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজগণ বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ। বীরসিংহ মহারাজা তথায় প্রস্তর মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশীয় দুর্জ্জন সিংহ বিষ্ণুপুর নগরী স্থাপন করেন।···বিষ্ণুপুরের ২½ যোজন উত্তরে স্বর্ণমুখী গ্রামে তন্তুবায়ের বাস।···বিষ্ণুপুরের সার্ধ তিন যোজন পশ্চিমে কাননমধ্যে ছাতনা নামক রাজধানী। বিষ্ণুপুরের এক ক্রোশ পশ্চিমে বেত্রবতীর পার্শ্বভাগে রামসাগর। তাহার নিকট বনমধ্যে নাপুড়াখ্য প্রাচীন শিবলিঙ্গ। ইহা হইতে তিন ক্রোশ দূরে অন্ধক গ্রাম (আঁদা)। ইহার দুই ক্রোশ উত্তরে গামিষ্ঠা গ্রাম মধ্যে বাসুলি নামে দেবী। ইহার এক যোজন উত্তরে বালিয়া তো (?) টক গ্রাম—এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন।···রাজধানীর দুই যোজন পূর্বে কুতূহল নামক পুর। কুতুলপুরের এক যোজন পশ্চিমে জয়পুরি বিষয়।

গোপালপুরের নিকট কালিন্দীর দক্ষিণে অর্ধ ক্রোশ পরিমিতা যমুনাদীঘি। পূর্বে কৃষ্ণ সিংহ কর্তৃক খনিত কৃষ্ণদীর্ঘিকা (কৃষ্ণবাঁধ)। ইহার দক্ষিণে শ্যামদীঘি। তাহার দক্ষিণে রাজদুর্গের নিকট তালবাঁধ (বা লালবাঁধ) দীর্ঘিকা। মৃন্ময় দুর্গ মধ্যে রাজবাটী, দেবালয় প্রভৃতি-সমন্বিত চতুঃক্রোশ-বেষ্টিতা পুরী। কার্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হয়। পর্বতাকার রাসমঞ্চ তিন শত দ্বার-সংযুক্ত।"[২]

দেশাবলিবিবৃতিতে অনেক স্থলেই গ্রামের সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতায়িত নামগুলির সঙ্গে প্রচলিত ভাষায় (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশী বা অজ্ঞাতমূল শব্দে) গ্রামগুলির নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে উল্লিখিত 'বালিয়াতোটক' পরবর্তী কালে ধ্বনিপরিবর্তনে 'বেলিয়াতোড়,' 'বেলেতোড়'।

দামোদরের গর্ভ হইতে প্রাপ্ত, গোলাকৃতি, প্রাচীন প্রস্তর-বিগ্রহ ধর্মঠাকুর বেলিয়াতোড়ের বহুকালের পূজিত গ্রামদেবতা। ধর্মঠাকুরের মন্দিরে কাষ্ঠনির্মিত বৃহদাকার ঘোড়াগুলি ঐ অঞ্চলের লোকশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্মঠাকুরের বার্ষিক "যাত্রা"য় তাঁহার আরোহণের জন্য এই সুবৃহৎ বাহনগুলি উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ধর্মঠাকুরের পূজার জন্য ও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন উৎসবের জন্য গ্রামটি ঐ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর যশোহর-রাজবংশের এক শাখা বিষ্ণুপুরে আশ্রয় লন, পরে বিষ্ণুপুর-রাজের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন ও বিষ্ণুপুরে মন্দির নির্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করেন। বেলিয়াতোড় গ্রাম জায়গীর-স্বরূপ লাভ করিয়া তাঁহাদের এক শাখা ঐ গ্রামে বাস করেন। পারিবারিক বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় তাঁহারা বেলিয়াতোড়ে নূতন করিয়া বিগ্রহ স্থাপন না করিয়া, প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার পূর্ণ মূর্তি নির্মাণ না করিয়া, প্রতিমার

---

১ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'West Bengal District Gazetteers : Bankura' by Amiya Kumar Banerji, I.A.S., State Editor, West Bengal State Gazetteers, (Sept. 1968) ৫০৩ পৃষ্ঠায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে বীরভূমের লোক বলা হইয়াছে। এই ভ্রমের ফলে বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ারে ৪৩৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঁকুড়ার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নামের মধ্যে বসন্তরঞ্জনের নাম নাই এবং Appendix C to Ch. III-তে বসন্তরঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হয় নাই।

২ "দেশাবলিবিবৃতি"—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৫শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ১৯

মুখাবয়ব মাত্র নির্মাণ করিয়া দেবীর অর্চনা করেন। বিষ্ণুপুরের গুহরায় বংশের 'বড় মেলা' বা দুর্গোৎসবের সময় অদ্যাবধি প্রতিমার মুখাবয়ব মাত্র গঠিত হইয়া পূজিত হইতেছেন। এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত গুহরায় বংশে রামনারায়ণ রায়ের ঔরসে মুক্তকেশী দেবীর গর্ভে বসন্তরঞ্জন ১২৭২ বঙ্গাব্দে (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামহের নাম গোপালচরণ গুহরায়, প্রপিতামহ পঞ্চানন গুহরায়। এই বংশে কবি, সাধক, কথক, গায়ক, সন্ন্যাসী, শিল্পী, অধ্যাপক, গবেষক, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও কৃতী ব্যবহারজীবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে (১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জনের স্বহস্তে লিখিত একটি কড়চা, বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় বসন্তরঞ্জন কর্তৃক পুত্রবৎ পালিত, শ্রীরাজকুমার মুস্তফীর নিকট রক্ষিত ছিল। বহু অনুসন্ধানের পর সেই মূল কড়চাটি পাইয়াছি।

"কড়চা

ঘটকদের বর্ণনা অনুসারে বেলিয়াতোড়বাসী গুহ-রায় গোষ্ঠী যশোহর সমাজ-ভুক্ত; এবং রাঢ়ে উপনিবিষ্ট আড়াই ঘর গুহ মধ্যে আধ ঘর। ইঁহারা যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছয় পুত্রের অন্যতম রাজীবলোচন মজুমদারের বংশধর, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় সমসাময়িক পুথিপত্রে। দেশাবলিবিবৃতিতে বেলিয়াতোড়ের আধা-সংস্কৃত নাম বালিয়াতোটক। উহাতে আরও আছে, এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। [এবং] রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন।[১] ভগীরথ গুহের সহিত এই বংশের সাক্ষাৎ সম্পর্কের একান্ত প্রমাণাভাব।[২] আজও গুহগোষ্ঠী যশোহরের পুরাতন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিদর্শন, দুর্গোৎসব পূর্ণাবয়ব দেবী-প্রতিমার পরিবর্তে যশোহরেশ্বরীর আদর্শে মুখমাত্র অর্চনার ব্যবস্থা। অল্প কিছুদিন পূর্বেও গুহ গোষ্ঠীর ভিতর রাজা বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য ঘটিত বহু গালগল্প সাগ্রহে আলোচিত হইত। সে যাহা হউক, কনৌজাগত বিরাট গুহ হইতে ইঁহারা ২৩/২৪ পর্য্যায়ের। কয়েক পুরুষ ধরিয়া গুহবংশীয়েরা বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সতত্তরাম ও মুকুন্দরাম যথাক্রমে মহারাজা রঘুনাথ সিংহ, ২য় (শকাব্দ ১৬২৫-৩৮) এবং মহারাজা চৈতন্য সিংহের (শকাব্দ ১৬৭১-১৭২৪) সমকালে দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান বিদ্যাধর সৌখিন পুরুষ ছিলেন; মেজাজ ও চালচলন কতকটা আমিরী ধরণের ছিল। লালমোহনের কবিশেখর আখ্যা ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে নিত্য নূতন স্তোত্র (অবশ্য সংস্কৃতে) রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। দুঃখের বিষয়, সেগুলি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক সময়ে দেওয়ান বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। রাধাকান্ত মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তদীয় অনুজ নবকিশোর তথায় ক্রোরীর কার্য করিতেন। বেণীমাধব সিপাহী যুদ্ধের সময় পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন, ইঁহার অন্নদাতা বলিয়া সুনাম ছিল। বেণীমাধবের মধ্যম সহোদর গোপালচরণ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। মহাভারতের সুবক্তা সুযশ ছিল। নীলকণ্ঠ পরিণতবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। রামচরণ বাঁকুড়া থেকে দীর্ঘকাল অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। যুগলবিহারী প্রায় বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে সুদক্ষ ছিলেন। রায়বাহাদুর বামাচরণ বাঁকুড়া বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং চরিত্রগুণে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদীয়মান ব্যবহারজীবী ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৫শ ভাগ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, পৃ, ১৯।

২ বসন্তবাবুর বংশতালিকা অনুসারে বেলিয়াতোড়ের গুহগোষ্ঠী কনৌজ হইতে আগত বিরাট গুহের বংশধর। ইঁহারা ভগীরথ গুহের গোষ্ঠী নহেন। ভগীরথ গুহ বিষ্ণুপুর-রাজবংশের আদি মল্লের তত্ত্বাবধায়ক। মল্লরাজবংশের কুলজী অনুসারে ৬১৭ শকে বা ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারতের একজন ক্ষত্রিয় রাজা সস্ত্রীক পুরীধামে জগন্নাথদর্শনে যাত্রার সময় পথিমধ্যে জঙ্গলে আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে কোটালপুরের ৬ মাইল দূরবর্তী লাউগ্রামে পঞ্চানন নামে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া, ভগীরথ গুহ নামক একজন কায়স্থকে তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া পুরুষোত্তমে যান। রাণী যে পুত্রসন্তান প্রসব করেন তিনি পরবর্তীকালে আদি মল্ল রূপে পরিচিত হইয়া বিষ্ণুপুরের সিংহাসন লাভ করেন। দ্র° L. S. S. O'Malley—Bengal District Gazetteers: Bankura. (Calcutta, 1908), pp. 23-24. যশোহররাজের বংশলতিকায় দেখা যায়, রাজা প্রতাপাদিত্য বিরাট গুহ হইতে ১৫ পর্যায়ের।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জনের স্বহস্তে লিখিত কড়চার পাণ্ডুলিপি

(দ্র° নবম সংস্করণের ভূমিকা, পৃ ১৮০—৮/০)

আলবার্ট কালেজে অধ্যাপক ছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক বসন্তরঞ্জন এই বংশেরই একজন। শ্রেষ্ঠ শিল্পী যামিনী রায়ও সুধীসমাজে সুপরিচিত।"

বসন্তরঞ্জন শিল্পী যামিনী রায়ের (১৮৮৮-১৯৭২) অগ্রজ, তাঁহার জেঠতুতো দাদা। বসন্তরঞ্জনের পিতা রামনারায়ণ ও যামিনীরঞ্জনের পিতা রামতারণ সহোদর ভ্রাতা।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায়-পরিবারের বংশতালিকা সংকলন করেন। ৪০ বৎসর পূর্বে তাঁহার সংকলিত ও টিপ্পনী-সংযুক্ত বংশতালিকাটি জীর্ণ ও অংশত ছিন্ন অবস্থায় পাইয়াছি। বংশতালিকাটি সুদীর্ঘ। বসন্তরঞ্জন-লিখিত কড়চায় তিনি যাঁহাদের কথা সগৌরবে উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে বর্তমান ভূমিকায় যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের সম্পর্কিত অংশটুকুসহ বংশতালিকাটি আংশিক উদ্ধৃত হইল।[১] (পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বসন্তরঞ্জন তাঁহার জন্ম-সাল ও জন্মতিথি উল্লেখ করিয়াছেন, জন্মতারিখ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ১২৭২ বঙ্গাব্দে "মহাষ্টমীর পূর্ববর্তী অষ্টমী তিথিতে" বসন্তরঞ্জনের জন্ম। জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনায় দেখা যায়, ১২৭২ বঙ্গাব্দে ১৩ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫) ছিল মহাষ্টমী[২] ; পূর্ববর্তী অষ্টমী তিথি জিতাষ্টমীতে, জীমূতবাহন পূজার দিন ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫) বসন্তরঞ্জনের জন্ম হয়।

বেলিয়াতোড়ের গ্রাম্য পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল "মশায়ে"র নিকট বসন্তরঞ্জনের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালায় কিছুদিন পড়াইয়া পিতা বসন্তরঞ্জনকে পুরুলিয়ায় পাঠান। পুরুলিয়ায় রায়-পরিবারের জমিদারী ও ভূসম্পত্তি ছিল। বসন্তরঞ্জনের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে—সিপাহীবিদ্রোহের সময়—রায়-পরিবারের কৃতী পুরুষ বেণীমাধব রায় পুরুলিয়ার ডেপুটি কমিশনারের সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন। তিনি বসন্তরঞ্জনকে পুরুলিয়া জিলা ইস্কুলে ভর্তি করেন। বেণীমাধব ছিলেন একান্নবর্তী রায়-পরিবারের কর্তা, বসন্তরঞ্জনের পিতামহের অগ্রজ ; পুরুলিয়ায় তাঁহার কাছেই বসন্তরঞ্জনের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। পুরুলিয়া জিলা ইস্কুলে তিনি থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েন।

বসন্তরঞ্জন পরিশ্রমী ও মেধাবী ছাত্র হইলেও অঙ্কে ছিলেন কাঁচা, ফলে থার্ড ক্লাসে (বর্তমান ক্লাস এইট) বাৎসরিক পরীক্ষায় ফেল করেন। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি : "প্রাইমারি পাস করা ছাত্রেরা আঁক ভাল পারত। মাঝে মাঝে মনে হ'ত 'ওরাও ঘরের ভাত খায়, আমিও ঘরের ভাত খাই, তবে ওরা যা পারে তা আমি পারব না কেন?' কিন্তু তবুও পারি নি, কারণ আঁক আমার ভাল লাগত না। আমার ভাল লাগত কবিতা পড়তে, বিদ্যাপতি আমার বড় প্রিয় ছিল। বন্ধুরা আমাকে বিদ্যাপতি বলে ঠাট্টা করত।"

বসন্তরঞ্জন পরিহাস করিয়া বলিতেন : "আমার বিদ্যে থার্ড ক্লাস অবধি। আঁকে কম ছিলুম ব'লে আমার জীবনে এনট্রান্স পাস করা আর হ'ল না।"

ইস্কুল ছাড়িয়া ঠাকুরদাদার ঘোড়া লইয়া দিনকতক ঘুরিয়া বেড়াইতেন, একবার মাথায় চোট লাগে, অল্পের

১ বসন্তরঞ্জন-সংগৃহীত বংশতালিকাটি লক্ষ্মী প্রেস, বাঁকুড়া হইতে মুদ্রণ করাইয়া বেণীমাধব রায়ের পৌত্র নবকৃষ্ণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহার একটি মুদ্রিত প্রতি শিল্পী যামিনী রায়ের ভ্রাতা ৺রজনীরঞ্জনের নিকট ছিল শুনিয়া ৺রজনীরঞ্জনের পুত্র শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়ের নিকট অনুসন্ধান করি। তিনি পিতার পুরাতন কাগজপত্র হইতে উহা খুঁজিয়া বাহির করেন। পাতলা কাগজে মুদ্রিত হওয়ায় উহা জীর্ণ ও চারি টুকরা হইয়া গিয়াছে। বর্তমান ভূমিকা মুদ্রণকালে ক্ষেত্রবাবুর সৌজন্যে ঐ মুদ্রিত বংশতালিকাটি পাওয়ায় প্রস্তুত বংশতালিকাটি মিলাইয়া লইবার সুযোগ হইয়াছে।

২ বঙ্গবাসী কার্যালয় প্রকাশিত "পুরাতন পঞ্জিকা, ১ম খণ্ড, ১২৫১ হইতে ১২৮১", ১২২৩ পৃষ্ঠায় ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ই কার্তিক (২৭শে অক্টোবর ১৮৬৫) মহাষ্টমীর তারিখটি ভুল। সম্প্রতি জনৈক গবেষক-বন্ধু 'গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা হইতে তারিখ দেখিয়া ১২৭২ সালের ৯ই আশ্বিন' বসন্তরঞ্জনের জন্ম-তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা ১২৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ উপলক্ষে বঙ্গে আগত বিরাট গুহের বংশধরগণের মধ্যে যিনি বিষ্ণুপুর রাজার দেওয়ান ছিলেন তৎবং……

বংশ তালিকা।

(২) ইনি ২য় মহারাজ রঘুনাথ সিংহের দেওয়ান ছিলেন। রঘুনাথ সিংহ ১৬২৫ হইতে ১৬৩৫ শকাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করেন।

(৩) ইনি মহারাজ চৈতন্য সিংহের দেওয়ান ছিলেন। চৈতন্য সিংহ ১৬৭১ হইতে ১৭২৪ শকাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করেন।

(৪) ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের একজন ওমরাহ ছিলেন।

(৫) ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের ক্রোড়ী ছিলেন। ক্রোড়ী অর্থে ১ ক্রোর দাম নামক মুদ্রার আদায়কারী।

সংগ্রহকারক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

সন ১৩৪০ সাল।

[আংশিক উদ্ধৃত]

অশ্ব রক্ষা পান: "পুরুলিয়ায় ঘোড়া ছিল। একটা তেজী ঘোড়ায় চ'ড়ে সাহেব বাঁধের চারদিক ঘুরতে ঘুরতে ঘোড়াটা ফিরে এসে সজোরে আস্তাবলে ঢোকার সময় মাথায় চোট লাগে, অল্পের জন্য বেঁচে যাই। পুরুলিয়া থেকে বেলেতোড়ে ফিরে আসি।"

প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলী কৈশোরে, পুরুলিয়ায় ইস্কুলে পঠদ্দশায়, তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পদ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, মুখে মুখে ফিরিত। পুরানো ছবি ও কাগজপত্র সংগ্রহের ঝোঁক বা বাতিক তাঁহার ছিল। এই বাতিকের জন্য তাঁহার সহপাঠী ও সমবয়স্ক বন্ধুরা তাঁহাকে খেপাইত, পুরানো পুথি ও ফেলিয়া দেওয়া কাগজপত্র ঘাঁটার জন্য পাগল বলিয়া পরিহাস করিত।

কৈশোরে প্রাচীন সাহিত্য ও পুথির প্রতি এই আকর্ষণ, পুরাতন ছেঁড়া ও ফেলিয়া-দেওয়া কাগজ-পাত্‌ড়া ঘাঁটা ও সংগ্রহ করা, বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পরিচয়, বিদ্যাপতির ভাষার ও শব্দাবলীর রসমাধুর্য আস্বাদন—ভবিষ্যৎ বসন্তরঞ্জনের সৃষ্টি করিতেছিল। বেলিয়াতোড় গ্রামের লোক-সংস্কৃতি, লোক-উৎসব, ধর্মপূজার অনুষ্ঠান, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গাজন ও ধর্মের 'জাত' বসন্তরঞ্জনকে প্রাচীন বাংলার লোক-জীবন, লোক-উৎসব ও লোক-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। পিতামহ গোপালচরণের মধুর কণ্ঠে মহাভারত ও পুরাণাদির কাহিনী ও কথকতা শুনিয়া বাল্যকাল হইতেই বসন্তরঞ্জনের রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতপুরাণাদির প্রতি আকর্ষণ গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। বাল্যকালে কৃষ্ণযাত্রা শুনিতে তিনি ভালবাসিতেন[১]। বেলিয়াতোড়, বন-বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ার প্রচলিত ছেলে-ভুলানো ছড়া ও মেয়েলী ছড়া তিনি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। পুরাতন বাঙ্গালা পুথি পাঠকালে সেগুলি হইতে অপ্রচলিত ও দুরূহ শব্দ সংগ্রহ এবং বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর ও পুরুলিয়া-মানভূমের আঞ্চলিক শব্দ সংগ্রহও তিনি শুরু করেন।

গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বসন্তরঞ্জন ইংরেজি ইস্কুলের কেতাবী বিদ্যার কসরত হইতে মুক্তি পাইলেন; পুরাতন বাঙ্গালা পুথি পাঠের সহিত, সংস্কৃত-ভাষার চর্চা শুরু করিলেন। সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে প্রাকৃত ভাষার সহিতও পরিচয় হইল, প্রাকৃত ভাষার চর্চাও শুরু হইল। মৈথিল ও ব্রজবুলির সঙ্গে পরিচয় পূর্বেই হইয়াছিল, উড়িয়া ও অসমিয়া পুরাতন পুথির সহিতও ক্রমে ক্রমে পরিচিত হইলেন। পরে বিহারের সমস্তিপুরে কর্মসূত্রে থাকার সময় মগহী, ভোজপুরী, কোসলী (পূর্বী হিন্দী) ও ব্রজ-ভাখা (পশ্চিমা হিন্দী)-র সহিতও তাঁহার পরিচিতি ঘটে।

বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার পাচরা গ্রামে মজুমদার পরিবারে বসন্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রভাবতী। সমস্তিপুরে তাঁহার শ্বশুরের জমিদারী ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার স্মৃতিকথা: "হাতীতে চ'ড়ে বিয়ে ক'রতে গিয়েছিলুম। বাজনা-বাদ্যি, বাজি পোড়ান হ'য়েছিল মনে আছে। সমস্তিপুরে বিয়ে হয়েছিল।" বিবাহের পর বালিকা প্রভাবতী বেলিয়াতোড়ের বৃহৎ সংসারে বধূরূপে প্রবেশ করেন, বসন্তরঞ্জন শ্বশুরের ও পিতার ইচ্ছায় ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুলে ভর্তি হন।[২] বসন্তরঞ্জনের স্মৃতিকথা: "কিছুদিন কলকাতায় ক্যাম্বেল মেডিকেল ইস্কুলে প'ড়েছিলুম। ভাল লাগে নি, তাই ডাক্তারী পড়া ছেড়ে ফের বেলেতোড়ে আসি।" বেলিয়াতোড়ে ফিরিয়া তিনি সংসার-জীবনে প্রবেশ করিলেন কিন্তু পিতার জমিদারীর আদায়-পত্তর অপেক্ষা পুরাতন পুঁথি সংগ্রহেই তাঁহার আগ্রহ অধিকতর দেখা গেল।

বসন্তরঞ্জন অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর তিনি অশান্তচিত্তে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়ান। আঁটাপুরের বাবুরাম ঘোষ (১৮৬১-১৯১৮)—স্বামী প্রেমানন্দ—সম্পর্কে তাঁহার মাতুল ছিলেন। শান্তির জন্য বসন্তরঞ্জন তাঁহার কাছে আসেন। পরে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর নিকট বসন্তরঞ্জন দীক্ষালাভ করেন।[৩]

---

১ দ্র: পৃ. ১৮৶০, ১৭ সংখ্যক পাদটীকা

২ তখন বাঙ্গালা ভাষায় মেডিকেল ইস্কুলে ডাক্তারী পড়ান হইত, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন মেডিকেল ইস্কুলের শিক্ষায় কর্তা।

৩ পরবর্তীকালে স্বামী সারদানন্দের নিকট বসন্তরঞ্জনের পুত্র দীক্ষালাভ করেন।

শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর পর দুইটি নাবালক শ্যালক ও একটি শ্যালিকার অভিভাবক-রূপে তাহাদের দেখাশোনা করার জন্য ও তাহাদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য রিসিভার নিযুক্ত হইয়া তিনি সস্ত্রীক সমস্তিপুরে আসেন। তাহাদের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্য সমস্তিপুরে থাকিতে হইলেও স্বাধীনচেতা বসন্তরঞ্জন কিছু দিন পরে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে সমস্তিপুরে রেল আপিসে কার্য গ্রহণ করেন।

যৌবনে বসন্তরঞ্জন বিপত্নীক হন। আত্মীয়স্বজনের অনুরোধ, উপরোধ ও চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি আর বিবাহ করেন নাই। মাতৃহীন কন্যা ঊষা ও পুত্র রামপ্রসাদকে তিনি সযত্নে লালন পালন করেন। বেলিয়াতোড়ের সহিত বসন্তরঞ্জনের আমৃত্যু যোগ ছিল, প্রায় প্রতি বৎসরই "বড় মেলা" বা রায় পরিবারের দুর্গোৎসবের সময় তিনি গ্রামে যাইতেন ও সকলের সহিত মিলিত হইতেন। সমস্তিপুরে রেল আপিসে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় তিনি নিয়মিত গ্রামে যাইতেন। মৃত্যুর তিন মাস পূর্বেও তিনি গ্রামে বাস করিয়াছেন।[১]

বেলিয়াতোড়ের রায় পরিবারের প্রাচীন বৈঠকখানার একটি কক্ষে বসন্তরঞ্জনের পুথিপত্র-সংগ্রহ ছিল, সেখানেই কৃষ্ণকীর্তন পুথি প্রথম আনীত হয় ও বসন্তরঞ্জন সেই ঘরে বসিয়াই পুথির প্রথম পাঠোদ্ধার করেন, ঐ কক্ষে বসিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদনকার্যও তিনি কিছু কাল করিয়াছিলেন। ঐ ঘরেই তিনি সারাদিন লেখাপড়া করিতেন, আহারের সময় একান্নবর্তী রায়-পরিবারের পাকশালায় গিয়া আহার করিয়া আসিতেন।

পরে বসন্তরঞ্জন বেলিয়াতোড়ে নিজস্ব একখানি খড়ের বাঙ্লা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বাঙ্লার পাশে গোলাপ-বাগানে কয়েকটি সিমেন্টের চৌবাচ্ছায় নানা রকমের পদ্মফুল রাখিতেন। বসন্তরঞ্জনের ফুলের খুব সখ ছিল। বেলফুল, গোলাপফুল ও পদ্মফুল তাঁহার প্রিয় ছিল। বেলিয়াতোড়ে তাঁহার পোষা ময়ূর ছিল। বসন্তরঞ্জন অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনে সঙ্গীতের নিয়মিত চর্চা করিয়াছিলেন, জীবন-সায়াহ্নেও যৌবনের প্রিয় গানগুলি তাঁহার কণ্ঠে গুঞ্জন করিত।

গ্রামের সকলের সহিত বসন্তরঞ্জনের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। গ্রামের সকলেরই সুখদুঃখের সংবাদ লইতেন। বেলিয়াতোড় গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বসন্তরঞ্জন তাঁহার জ্ঞাতি জ্যেষ্ঠতাত (দেওয়ান সতত্বরামের কনিষ্ঠ পুত্র শোভারামের বংশধর) ক্ষেত্রনাথ রায়ের সহিত উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক বৎসর পরে এই বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। দীর্ঘকাল পরে বেলিয়াতোড়ে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি শিশুর মত উল্লাস প্রকাশ করেন। বেলিয়াতোড় বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ৪ বিঘা জমি দিয়াছিলেন। গ্রামের ছেলেদের খেলার মাঠের জন্যও তিনি জমি দেন।

বসন্তরঞ্জন জীবিকার জন্য সমস্তিপুর রেল আপিসে চাকুরি গ্রহণ করিলেও তাঁহার সারাজীবনের সাধনা ছিল ভাষা-চর্চা—সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, অবহট্‌ঠ ও মাগধী অপভ্রংশজাত আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহে রচিত প্রাচীন সাহিত্য পাঠ, প্রাচীন শব্দ সংকলন, প্রাচীন প্রবচন ও ছড়া সংগ্রহ এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করা। ভাষা-বিজ্ঞানের চর্চা তখনও বাঙ্গালাদেশে ভালভাবে শুরু হয় নাই, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষার তুলনামূলক আলোচনায় বঙ্গীয় পণ্ডিতকুল তখনও নিয়োজিত হন নাই। বিদেশী সিভিলিয়ান জন বীম্‌স্ (১৮৩৭-১৯০২) কয়েক বৎসর পূর্বে এই কার্যের গোড়াপত্তন করিয়াছেন,[২] কলিকাতা ক্যাথিড্রাল মিশন

---

১ জনৈক প্রবন্ধলেখক প্রবাসী পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৭২, পৃ. ২০৮) লিখিয়াছেন যে গ্রাম্য দলাদলিতে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এই উক্তি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

২ 'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India : To wit, Hindi, Panjabi, Sindhi, Gujarati, Marathi, Oriya and Bengali' by John Beames, Vol. I (1872), Vol. II (1875), Vol III (1879), London. বীমসের এই তুলনামূলক ব্যাকরণ বসন্তরঞ্জন সযত্নে পাঠ করেন এবং একাধিক পুরাতন পুথির টীকারচনায় ব্যবহার করেন।

কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৭৭-৮১) এবং পরে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (১৮৮১-৯৯) ডক্টর অগস্টাস্ রুডল্‌ফ্ ফ্রেড্রিক্ হয়র্ন্‌লে (১৮৪১-১৯১৮) পূর্বী হিন্দীর সহিত অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন[১], তরুণ সিভিলিয়ান্ জর্জ আব্রাহাম্ গ্রিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১) তখন সবেমাত্র এই ক্ষেত্রে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছেন।[২] বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভাষাতত্ত্বচর্চার পাঠ গ্রহণ না করিয়াও বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে নিষ্ণাত না হইয়াও বসন্তরঞ্জন প্রাচীন, মধ্য ও নব্য ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহে রচিত সাহিত্যের ব্যাপক অধ্যয়ন, পর্যবেক্ষণ, শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় ও পারস্পরিক তুলনা দ্বারা এবং সহজাত বুদ্ধি ও মনীষার সাহায্যে এই বিষয়ে যে গভীর প্রবেশ ও অগ্রগতি দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর।

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার শব্দ সংকলনে তাঁহার অপরিসীম আগ্রহ ছিল। বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনাব জন্য ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার'-এর সাধু প্রস্তাবের কথা শুনিয়া বসন্তরঞ্জন বেলিয়াতোড় হইতে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচার'-এ একখানি পত্র প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত বসন্তরঞ্জনের আমৃত্যু যোগ সেই দিনই ঘটে এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' আবিষ্কারের তথা মধ্য-যুগের বাঙ্গালা ভাষার হারানো প্রাচীনতম নিদর্শন বঙ্গভাষীর ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনার ঐতিহাসিক সূচনাও সেই দিন ঘটে।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ, রবিবার ২৩শে জুলাই ১৮৯৩, কলিকাতায় ২/২, নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে, শোভাবাজার রাজবাটীতে কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবের সভাপতিত্বে "The Bengal Academy of Literature"—১৩০০ বঙ্গাব্দের ৭ই ফাল্গুন, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরি তারিখে এই একাডেমির বাঙ্গালায় নামকরণ হয় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্"—১৭ জন বঙ্গ-সাহিত্য-অনুরাগী ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন বেলিয়াতোড গ্রাম হইতে একাডেমির সহ-সভাপতি মিঃ এল্, লিওটার্ডকে একখানি পত্র লিখিয়া পরিকল্পিত অভিধান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেন এবং একাডেমির সদস্য হইবার নিয়ম-কানুন জানিতে চাহেন। তখন স্নাতক, পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট লেখকগণ একাডেমির সদস্য হইতে পারিতেন :

"Members of the Academy shall consist of graduates, pandits and writers of merit, and the nomination shall be proposed and noted for in the usual manner."[৩]

মিঃ লিওটার্ড বসন্তরঞ্জনের পত্রের উত্তরে তাঁহাকে একাডেমির নিয়মাবলী প্রেরণ করেন এবং একাডেমির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানান। তদুত্তরে বসন্তরঞ্জন লেখেন যে একাডেমির সদস্য হইবার যোগ্যতা তাঁহার নাই—(কারণ বসন্তরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছিলেন না, বিদ্বদ্বল্লভ উপাধিও তখনও পর্যন্ত লাভ করেন নাই এবং বঙ্গভাষার লেখকরূপে তিনি তখনও পরিচিত হন নাই)—তবে একাডেমির সদস্যপদ গ্রহণ করিতে না পারিলেও তিনি একাডেমির Journal বা মাসিক পত্রের গ্রাহক হইবেন—(যাঁহারা একাডেমির সদস্য নহেন তাঁহারা বার্ষিক দুই টাকা দক্ষিণায় একাডেমির নিয়ম-অনুযায়ী একাডেমির জার্ণালের গ্রাহক হইতে পারিতেন)—এবং একাডেমির সদস্য না হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-সংগ্রহ করিয়া একাডেমির পরিকল্পিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সংকলনে সহায়তা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই দ্বিতীয় পত্রের সহিত বসন্তরঞ্জন তাঁহার সংগৃহীত বাঙ্গালা শব্দের একটি তালিকা পাঠান এবং অতঃপর তিনি শব্দ-সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতভাবে একাডেমিতে তালিকা

১ 'Grammar of Eastern Hindi compared with other Gaudian Languages', (1880). —Dr. A. R. F. Hœrnle.

২ গ্রিয়ার্সনের প্রথম গ্রন্থ 'Bihar Peasant Life' ১৮৮৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিয়ার্সন-কৃত আধুনিক আর্য্যভাষার তুলনাত্মক ব্যাকরণের প্রারম্ভ। 'Linguistic Survey of India' (১১ খণ্ড) সম্পাদনায় ও প্রকাশে ১৮৯৮-১৯২৮ খ্রীঃ তিনি ব্যাপৃত থাকেন। গ্রিয়ার্সনের 'Linguistic Survey of India'র পত্তন, বাঙ্গালা ভাষা-বিষয়ক প্রথম খণ্ড, ১৯০৩ খ্রীঃ।

৩ Rules of 'The Bengal Academy of Literature,' (1893)

পাঠাইয়া যাইবেন প্রস্তাব করেন এবং একাডেমির পরিকল্পিত অভিধানে প্রচলিত প্রবচন, বাগ্‌ধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ অন্তর্ভুক্ত করিতে এবং একাডেমি-কর্তৃক বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে তিনি অনুরোধ জানান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে "দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্‌ লিটারেচার"-এর যে হস্তলিখিত কীটদষ্ট কার্য-বিবরণ-বহি আছে, তাহা হইতে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করিতেছি[১] :—

The Bengal Academy of Literature.
22nd Meeting. February 4th, 1894

Mr. L. Liotard read (1) two letters from Babu Basanta Ranjan Ray of Beliator, Bankura, asking for the rules of the Academy to the conditions for admission, and saying that he takes a keen interest in the objects so for as he has heard of them ; (2) reply thereto sending a copy of the rules, and explaining the conditions for admission ; (3) a further letter from the Babu acknowledging receipt of the information, saying he does not fulfil the conditions, but that he will in that case subscribe to the Journal, and he will help in the compilation of the contemplated Dictionary of the Bengali Language, and sends the words he has already collected, promises a continuation of the list, and suggests a branch for the production of new works. After some discussion it was agreed that an acknowledgement should be sent for the help and co-operation offered ; and that if he assists in the work of the Academy, his election as member can certainly be effected ; proposals at an early date be considered as to the best way of proceeding with the work of compiling a Dictionary and that his suggestions to include current phrases, idioms and proverbs will be considered, as well as the suggestion that a branch should be opened for the production of new works.

১৩ই অগস্ট, ১৮৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একাডেমির সভায় লিওটার্ড সাহেব একাডেমি-কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সঙ্কলনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং একাডেমি যদি অন্য কোনও কাজ না করিয়া কেবল বাঙ্গালা ভাষার একখানি পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলন করেন তবে তাহাতেই একাডেমির প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে বলিয়াছিলেন। জন্ বীম্‌স্ ও সার্ উইলিয়ম্ হান্টার একাডেমির এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য যখন বিলাত হইতে একাডেমির কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করিতেছেন তখন বাঁকুড়ার এক পল্লীগ্রাম হইতে অখ্যাত তরুণ বসন্তরঞ্জন দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্‌ লিটারেচারের সহকারী সভাপতি মিঃ এল্, লিওটার্ডকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে ১৮ই ফেব্রুআরি ১৮৯৪ খ্রীঃ, রবিবার ৭ই ফাল্গুন ১৩০০ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত একাডেমির ২৩শ অধিবেশনে লিওটার্ড বিলাত হইতে প্রেরিত জন্ বীম্‌স্ ও সার উইলিয়ম্ হান্টারের পত্রের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :

"A Bengali gentleman, writing from Bankurah of his own motion, offers co-operation, and sends us a list of words he has already placed together ; and further suggests that the Dictionary should contain current phrases, idiomatic expressions and proverbs. We have replied accepting his co-operation, and saying that his suggestion will be considered. The consideration of it must, I think, await Mr. Beames's remarks. The question for immediate attention, gentlemen, is shall any preliminary steps be taken in the meanwhile towards enlisting the co-operation of other workers as well for the preparation of the necessary lists of words ? If you decide in the affirmative I beg to invite your attention to the division of labour proposed in the programme."

---

১ একাডেমির জার্নালে ১৮৯৪ খ্রীঃ ৪ঠা ও ১৮ই ফেব্রুআরির অধিবেশন ক্রমক্রমে ২১শ ও ২২শ অধিবেশন মুদ্রিত হইয়াছে।

বাঁকুড়ার এই অখ্যাত তরুণ বসন্তরঞ্জন রায়কে লিওটার্ড এই সভায় একাডেমির সদস্যরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেন এবং তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করেন। এই সভায় বসন্তরঞ্জন সর্বসম্মতিক্রমে একাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। ২৩শ সভার কার্যবিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত হইল :

"The Vice-chairman proposed the election of Babu Basanta Ranjan Ray of Bankura as member, and set forth the grounds for the proposal. It was put to the vote, and carried unanimously."

সেই দিন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্যরূপে পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। উল্লেখযোগ্য যে ঐ সভাতেই সর্বসম্মতিক্রমে দি বেঙ্গল একাডেমি অফ্ লিটারেচারের বাঙ্গালা ভাষায় নাম "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" গৃহীত হয় এবং লিওটার্ড সাহেবের প্রস্তাবক্রমে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নামটি ইংরেজি নামের উপরে মুদ্রিত হইবে স্থির হয়।* অতঃপর ১০ই এপ্রিল ১৮৯৪ (২৯শে চৈত্র ১৩০০ বঙ্গাব্দ) হইতে

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্।

The Bengal Academy of Literature"

শিরোনামে পরিষদের মুখপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে।

বসন্তরঞ্জন সুদূর পল্লীগ্রামে বসিয়া এবং কর্মস্থলে যেটুকু অবসর পাইতেন সেই সময়টুকু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পরিকল্পিত বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধানের জন্য শব্দ-সংকলন করিতে থাকেন এবং দুই মাসের মধ্যেই পর পর তিনটি কিস্তিতে দেড় হাজারেরও বেশী শব্দসংকলন করিয়া লিওটার্ডের নিকট পাঠান। ১লা এপ্রিল, ১৮৯৪ (২০শে চৈত্র, রবিবার ১৩০০ বঙ্গাব্দ) অনুষ্ঠিত পরিষদের ২৬শ অধিবেশনে সহ-সভাপতি লিওটার্ড বসন্তরঞ্জনের প্রেরিত ২৫শে মার্চ, ১৮৯৪ (১৩ই চৈত্র, রবিবার ১৩০০ বঙ্গাব্দের) পত্রসহ অভিধান প্রস্তুতের জন্য বসন্তরঞ্জন কর্তৃক তিন কিস্তিতে প্রেরিত শব্দগুলি উপস্থাপিত করেন। ঐ সভার কার্যবিবরণের প্রাসঙ্গিক অংশ এবং বসন্তরঞ্জনের ৮০ বৎসর পূর্বের পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :

"The Vice-Chairman read the following letter dated 25th March from Babu Basanta Ranjan Ray, of Beliator (Bankura), member and explained that it related to the compilation of the Dictionary, a work to the progress of which that gentleman was already devoting himself :—

MY DEAR SIR,—Received in due time the Journal for the month of March, and I am very glad to read your most interesting and valuable paper on "The Academy and its programme of work". I am sending today by book-post a packet containing my third instalment of words, and hope it will be duly acknowledged.

In my three instalments I think I have sent no less than 1500 words ; some of them come from foreign languages (English, Arabic, Persian &c.), or have a foreign origin and the rest are purely native. Now as regards the words of foreign origin, we do not find any synonymous native expressions conveying the same idea ; consequently we are obliged to use them almost verbatim, and moreover we find them largely in use among standard authors.

Have you received any suggestions regarding the framing of the dictionary

---

* "The Chairman presented a paper sent by Mr. U. C. Battabyal in which it was proposed that the Academy should bear a Bengali name. The paper was read, and the proposal being considered was carried unanimously, the name being Bangio Sahitya Parisad, which on Mr. Liotard's suggestion, it was decided should be printed above the English name"

from Mr. Beames? I hope you will kindly consider the following suggestions if they be not embodied in that learned gentleman's reply; first, whether the derivation of words should or should not be given as in many English dictionaries; secondly, whether or not it is desirable to append thereto a glossary of words and that were in use among Bengali Classics (Bidyapati, Chandi Dass &c.) and their meanings; and Bengali prefixes and affixes.

Wishing all success and prosperity to your Academy, I remain yours sincerely,

BASANTA RANJAN RAY.

It was decided that the letter should be printed in the Journal, as containing valuable suggestions which would be considered along with others; and that meanwhile the words already sent were so much towards the progress of the proposed work."

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য হইয়া বসন্তরঞ্জন বাঙ্গালার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চল হইতে তাঁহার সংগৃহীত ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি পরিষদে প্রেরণ করেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ ৩৬৭-৩৭১) তাঁহার সংগৃহীত—

(১) বাঁকুড়া বেলেতোড় হইতে সংগৃহীত

(২) মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত

(৩) বনবিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত

ছেলে-ভুলানো ছড়াগুলি প্রকাশিত হয়।[১] ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের "ছেলে-ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া" (পৃঃ ৩৭৪-৩৭৯) প্রকাশিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যায় (পৃঃ ১৮৯-২০২) রবীন্দ্রনাথের "ছেলে-ভুলানো ছড়া : কলিকাতায় সংগৃহীত ছড়া" প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও বসন্তরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষা- ও সাহিত্য-রসিকদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন এবং এই বিষয়ের আলোচনায় প্রথম পথিকৃৎদের তাঁহারা অন্যতম।

বসন্তরঞ্জন বাঙ্গালার নানা অঞ্চল হইতে তাঁহার সংগৃহীত পুথির সম্ভার—আট শতেরও অধিক পুথি—সমস্তই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে উপহার দেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৫ বঙ্গাব্দের প্রথম মাসিক অধিবেশনে, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ রবিবার (১৪ই জুন ১৯০৮ খ্রী) বসন্তরঞ্জন রায় পরিষৎকে তাঁহার সংগৃহীত ৩৪ খানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি উপহার দেন।[২]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৫ বঙ্গাব্দের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে ১লা চৈত্র রবিবার (১৯০৯, ১৪ই মার্চ) বসন্তরঞ্জন সাহিত্য পরিষদে তাঁহার সংগৃহীত ২৭ খানি প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি এবং ৩ খানি প্রাচীন সংস্কৃত পুথি উপহার দেন।[৩]

এইভাবে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সারা জীবনের সংগ্রহ আট শতেরও অধিক প্রাচীন পুথি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহার দেন।

তিনি লিখিয়াছেন : "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে হইলে মুদ্রিত পুস্তকের উপর নির্ভর করা চলে না এবং উচিতও নয়। ছাপা বইএর ভাষা প্রায়শঃ আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র—একবারে নূতন ছাঁচে ঢালা। ছাপাতে প্রাচীন রূপ পাইবার আশা বৃথা জানিয়া আমরা হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির তল্লাসে প্রবৃত্ত হই। কাজটা

---

১ "এই ছড়াগুলি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত। শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত মাঘ মাসের পত্রিকায় যে সকল ছড়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের অনেক পরিবর্তিত পাঠ এই ছড়ায় দৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন স্থানে একভাবাত্মক ছড়ার কিরূপ বিভিন্ন পাঠ ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য এই ছড়াগুলি মুদ্রিত হইল। —প. প. স."

২ ব. সা. প. কার্যবিবরণী, ১৩১৫ ৩ তদেব

কিন্তু তত সোজা নয়। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পুথির সন্ধান কিরূপ ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহাকেও বুঝান সুকঠিন। সুদূর মফঃস্বলের সর্ব্বত্র যান-বাহন সুলভ নহে। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও নাই বলিলেও হয়। ছোট-বড় অসুবিধা ঢের। আকর্ষণ—স্বভাবের শোভা দর্শনে সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলনে অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্য্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে; এক ক্ষেত্রে জীবন-সংশয় ঘটনা ঘটে। এত সত্ত্বেও পুথি খোঁজায় একটা মোহ ছিল; কি জানি, কেমন একটু সুখ পাইতাম। তাহারই প্রলোভনে পুনঃপুন পুথির অন্বেষণে বাহির হইয়া আমরা আট শতের অধিক পুথি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং বিলোপ-সাধন আশঙ্কায় ক্রমশঃ সকলগুলিই পরিষৎকে উপহার দিয়াছি।"[১]

বসন্তরঞ্জন প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে করিতে মানভূম জেলা অন্তর্গত লাড়া-পাবড়া গ্রাম হইতে ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গলের একখানি পুরাতন পুথি খুঁজিয়া পান। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের যে-সকল মুদ্রিত পুস্তক প্রচলিত ছিল এবং যে-সকল পুথির পরিচয় তখনও পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির কোনওখানির সহিত মানভূমে প্রাপ্ত এই পুথিখানির মিল নাই দেখিয়া বসন্তরঞ্জন পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া আনেন। পুথিখানি নয়টি পদে সম্পূর্ণ, সব পদগুলি ক্ষেমানন্দের ভণিতাযুক্ত। পুথিটির আর এক বৈশিষ্ট্য, উহা আগাগোড়া দেবনাগরী অক্ষরে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত—পঞ্চকোট চাকলার নাখদা পরগণার, পুরুলিয়া সহরের তিন মাইল উত্তরে, ডিমডিহা গ্রামের শ্রীপণ্ডিত পটনাএক কর্তৃক লিখিত; নাখদা পরগণার রুদড়া গ্রামের শ্রীছিরু মাঝি পুথিখানির অধিকারী।

"লিখিতং শ্রীপণ্ডিত পটনাএক সাকিম ডিমডিহা পরগণা নাখ্‌দা চাকলে পঞ্চকোট। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি—

পুস্তকমিদং ছিরু মাঝি, সাকিম রুদড়া পরগণে নাখদা। ইতি সন ১২২৪ সাল তারিখ ১৪ই শ্রাবণ।"

১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ, ৭ই ফেব্রুআরি ১৯০৯ খ্রীঃ, রবিবার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৫শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পুথিখানি প্রদর্শিত হয়।

"শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত নাগরী অক্ষরে লিখিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল পুথি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রদর্শন করিলেন। মানভূম জেলা হইতে এই পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।" (ব. সা. প. কার্যবিবরণী, ১৩১৫, পৃ. ৬৬)

বসন্তরঞ্জন তখন কলিকাতায় বাস না করায় মন্মথমোহন বসু বসন্তরঞ্জন কর্তৃক সংগৃহীত ও সাহিত্য পরিষদে প্রেরিত পুথিখানি প্রদর্শন করেন।

ঐ সভায় পুঁথিখানির আলোচনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (১৮৬৬-১৯৩৮) বলেন—

"নাগরী অক্ষরে লিখিত বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের অভাব নাই। এইরূপ লিখিত অনেকগুলি পুস্তক বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছে।"

বসন্তরঞ্জনের আশা ছিল পুথিখানি সাহিত্য পরিষদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত হইবে, কিন্তু তাহা তখন সম্ভব হয় নাই। পরিষদের বাহিরে তখন একমাত্র বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে বাঙ্গালা পুথি পুরাতন ভাষা ও বানান যথাসম্ভব পরিবর্তন না করিয়া প্রকাশ করা হইত। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদিত প্রথম গ্রন্থ ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল ভাষা ও বর্ণবিন্যাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র:

মনসামঙ্গল। / কবি ক্ষেমানন্দ দাস প্রণীত। / কলিকাতা। / ৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ইলেক্‌ট্রো-মেসিন প্রেসে, / শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা / মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / সন ১৩১৬ সাল। / মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

---

১ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রথম সংস্করণ (১৩২৩), 'সম্পাদকীয় বক্তব্য', পৃ. ৯

প্রাচীন ভাষা ও বর্ণ-বিন্যাস রক্ষা করিয়া, অপ্রচলিত ও পুরাতন শব্দগুলির টীকা সংযুক্ত করিয়া, বসন্তরঞ্জন গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন। ভূমিকায় পুথিখানির ভাষা এবং ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন, গ্রন্থে অল্প কয়েকটি মাত্র বৈদেশিক শব্দের প্রয়োগ আছে তাহা লক্ষ্য করেন। গ্রন্থমধ্যে কবির আত্ম-পরিচয় ও গ্রন্থের সমাপ্তি-সূচক পুষ্পিকা না থাকায় "রচনা প্রভৃতি দেখিয়া কবি ৩৫০ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন" অনুমান করেন এবং গ্রন্থমধ্যে কয়েকটি আঞ্চলিক প্রয়োগ দেখিয়া—'কপিলা', 'বিজ্', 'ভালা', 'খরিস,' 'দণ্ড' (ফণা) প্রভৃতি শব্দের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ দেখিয়া—কবি বর্ধমানের পশ্চিম অংশের লোক বলিয়া ধারণা করেন। ইতিপূর্বে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ক্ষেমানন্দকে চার শত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন (বিশ্বকোষ, চতুর্থ ভাগ, ৭৩৫ পৃষ্ঠা), বসন্তরঞ্জন ক্ষেমানন্দকে তাহার কিছু পরবর্তী কালের কবি বলিয়া মনে করেন।

ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে উল্লিখিত স্থানগুলির ভৌগোলিক সংস্থান নির্দেশের অসুবিধা বসন্তরঞ্জন উল্লেখ করেন এবং কেবলমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া চাঁদের নিবাসভূমি কোথায় ছিল তাহা স্থির করা এক প্রকার অসাধ্য বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) 'বেহুলা'র ভূমিকায় (১৯০৭) প্রকাশিত মত তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সমস্তিপুরে রেল আপিসে কাজ করার সময় ভাগলপুরের চার মাইল পশ্চিমে প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরে ও তাহার অনতিদূরে উজানী নামক গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া বেহুলার ঘাট, বেহুলার বাসরের ভগ্নস্তূপ এবং নিকটবর্তী নাথনগরে প্রতি বর্ষের শ্রাবণ মাসে "বেহুলার মেলা"র উৎসব প্রভৃতি তিনি বাহির করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পানগরে চন্দ্রধরের বাস ছিল বলিয়া বসন্তরঞ্জন অনুমান করেন। লখিন্দর বা নখিন্দর (পালি লংকিন্দ), বেহুলা (পালি বহুলা), সাহ বেণে (মনসার ভাসানে সায় বেণে), বেহুলা (পালি বহুলা), চুহিলা, পাত্র ধোবিন প্রভৃতি নামগুলি দেখিয়া তিনি ইহাদিগকে অঙ্গবাসী বলিয়া মনে করেন। এবং "বঙ্গীয় কবিগণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে নাম পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন মাত্র" বলেন। পুথির বর্ণনা অনুযায়ী চাঁদ যখন সিংহল যাত্রা করেন, লখিন্দর তখন মাতৃগর্ভে, দ্বাদশ বৎসর বাণিজ্য করিয়া চাঁদ দেশে ফিরিয়া লখিন্দরের বিবাহ দিলেন, লখিন্দরের বয়স তখন তের বা চৌদ্দ বৎসরের বেশী নয়, এদিকে বেহুলা তখন যুবতী (পুথির মধ্যে একাধিক স্থলে বেহুলা "যুবতী" বলিয়া উল্লিখিত), অথচ "বঙ্গদেশের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি শৈশবে কন্যার বিবাহ দেবার প্রথাই দেখা যায়। কিন্তু বিহার অঞ্চলে বিশেষতঃ উচ্চবংশীয়া কন্যাগণের অধিক বয়সেই বিবাহ হয়। অধিকন্তু বর ও কন্যা সমবয়স্ক অথব বর অপেক্ষা কন্যা বয়সে বড় এরূপ বিবাহ—বিহারী সম্ভ্রান্ত পরিবারমধ্যে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহা হইতেও অনুমিত হইতে পারে, চাঁদ অঙ্গবাসী ছিলেন।"—এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহার মত স্বীকার করা যাক বা না যাক বসন্তরঞ্জন নিছক জনশ্রুতির উপর নির্ভর না করিয়া, বা আলোচকের স্ব-কল্পিত স্থান কাল নির্দেশ না করিয়া, সমাজতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের সাহায্যে পুথিমধ্যে বর্ণিত স্থানগুলির ভৌগোলিক সংস্থান এবং প্রাচীন ভাষা ও প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কবির কালনির্ণয়ে আগ্রহী ছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার সম্পাদিত এই প্রথম গ্রন্থখানি হইতে পাওয়া যায়।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল প্রকাশের পর বসন্তরঞ্জন রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' সম্পাদনা আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী'র পাঠের সহিত বসন্তরঞ্জন তাঁহার সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর আরও তিনখানি পুথির পাঠ মিলাইয়া এই গ্রন্থখানি সম্পাদনে প্রভূত পরিশ্রম করেন।

পুরাতন পুথি সংগ্রহে ও ভাষাচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য এই সময় বসন্তরঞ্জনের এমত

ব্যাকুলতা জন্মায় যে চাকুরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার বেশ কয়েক বৎসর পূর্বেই তিনি আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া স্বল্প টাকার পেন্সন্ গ্রহণ করিয়া রেল আপিসের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক, বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মাতৃভাষা-পূজার অর্ঘ্য সংগ্রহে আত্মনিবেদিত কর্মী পুরুষ। তিনি বসন্তরঞ্জনকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয়ের কার্যে স্বেচ্ছাকর্মীরূপে পাইয়া পুথিশালা সংগঠনের পরিকল্পনা করিলেন। তখনও পরিষদের পৃথক পুথিশালা ছিল না, পুস্তকালয়ের অংশ হিসাবেই পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুথি রক্ষিত হইত। রামেন্দ্রসুন্দর ও বসন্তরঞ্জনের প্রযত্নেই কয়েক বৎসর পরে পরিষদের পুথিশালা পৃথক বিভাগরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে বসন্তরঞ্জন পরিষদের পুথিসংগ্রাহকপদে নিযুক্ত হন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বসন্তরঞ্জন বহু পুরাতন পুথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য সংগ্রহ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালা তাঁহারই নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের ফলে গড়িয়া উঠে এবং দিনে দিনে পরিবর্ধমান হইয়া বহু মূল্যবান সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। এই কার্যের জন্য বসন্তরঞ্জন পরিষদ্ হইতে কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না, রাহা খরচ বাবদ এক কপর্দক লইতেন না, স্বল্প পেন্সন্ ও পৈতৃক জমিজমার আয়ের অংশ হইতে অতি সাধারণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া এই বিনম্র লাজুক-স্বভাব নিরভিমান পণ্ডিত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পল্লীর নিম্নতম শ্রেণীর মানুষের সহিত মধুর স্নেহ-সম্পর্ক স্থাপন করিয়া পরিষদের জন্য সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, পরিষদের তথা বঙ্গভারতীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক রূপে নিযুক্ত হইবার কয়েক মাস পরেই তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন।

বসন্তরঞ্জন পুথি-সংগ্রাহক রূপে যোগ দেওয়ার পরেই শ্রীচৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া পরিষদে প্রেরণ করেন, উহা বসন্তরঞ্জনের গুণগ্রাহী ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ রবিবার (১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৯) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৬শ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পরিষৎ মন্দিরে প্রদর্শন করেন।

"অতঃপর পরিষদের পুথি সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত চৈতন্যদেবের হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি এবং সম্রাট শাহ আলমের সময়ের তাম্রমুদ্রা রাখালবাবু প্রদর্শন করেন।" (ব. সা. প. কার্য-বিবরণ, ১৩১৬, পৃঃ ৭৯)

১৩১৭ বঙ্গাব্দে দশহরায়, ৩রা আষাঢ় শুক্রবার (১৭ই জুন, ১৯১০ খ্রীঃ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী" গ্রন্থ কলিকাতা বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র :

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী। / অর্থাৎ / শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্য বঙ্গানুবাদ। / ৺পণ্ডিত রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য বিরচিত / শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ / সম্পাদিত। / কলিকাতা, / ৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্, "বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রো-মেসিন-যন্ত্রে" / শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও / প্রকাশিত। / ১৩১৭ সাল। / মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

এই গ্রন্থেই প্রথম বসন্তরঞ্জনের নামের সহিত "বিদ্বদ্বল্লভ" উপাধি সংযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ইতিপূর্বে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত ক্ষেমানন্দের "মনসামঙ্গলে" অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৩১৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কার্যবিবরণীতে 'শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়' রূপেই তাঁহার নাম উল্লিখিত।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি। শ্রীচৈতন্য তাঁহার সন্ন্যাসের পঞ্চম বর্ষে ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বরাহনগরে রঘুনাথের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। গ্রন্থখানি প্রায় কুড়ি হাজার শ্লোকে সমগ্র ভাগবতের বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সর্বপ্রথম অনুবাদ (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম নয় স্কন্ধের মর্মানুবাদ এবং দশম ও একাদশ স্কন্ধের প্রায় প্রত্যেক শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ)।

বসন্তরঞ্জন তিনখানি হস্তলিখিত পুথি—একখানি ১২১৮ সালে লিখিত, দ্বিতীয়খানি ১২৫০ সালে লিখিত, তৃতীয়খানির সন-তারিখ নাই—মিলাইয়া, পাঠোদ্ধার করিয়া, অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে পুথিখানি সম্পাদন করেন; পাদটীকায় পাঠান্তরগুলির উল্লেখ করেন, অপ্রচলিত শব্দ ও পারিভাষিক শব্দের অর্থ নির্দেশ করেন, 'গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা'য় এই পুস্তকের উল্লেখ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থের রচনাকাল নির্দেশ করেন এবং বলেন :

"রাঢ় অঞ্চলে তদানীন্তন প্রচলিত ভাষায় রঘুনাথ স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য, আমরা উহাতে হস্তক্ষেপ করি নাই।"

বসন্তরঞ্জন এই গ্রন্থ-সম্পাদনায় তাঁহার সংগৃহীত তিনখানি পুথির পাঠের সহিত সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত[১] শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর পাঠের যেখানে যেখানে প্রভেদ আছে তাহা সযত্নে প্রদর্শন করেন এবং কোনও পুথিতে কোনও অতিরিক্ত শ্লোক থাকিলে সেগুলিও নির্দেশ করেন।

বসন্তরঞ্জন তাঁহার সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর সমস্ত স্বত্ব "বঙ্গবাসী"কে দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তাঁহার সংগৃহীত ও সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যাবতীয় স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সম্পাদনকালে বসন্তরঞ্জনের পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, নিষ্ঠা ও ভক্তির জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে নবদ্বীপ ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী হইতে "বিদ্বদ্বল্লভ" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের প্রথমে প্রদত্ত হয় বলিয়া মনে হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে বসন্তরঞ্জন বিশিষ্ট সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করেন। ইহার কিছু কাল পরেই বসন্তরঞ্জন বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ একখানি লুপ্ত গ্রন্থ 'সারঙ্গরঙ্গদা' উদ্ধার করেন। তাহার কয়েক দিন পরেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুহিতার বংশধরগণের নিকট হইতে পরিষদের জন্য তৎকর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' আহৃত হয়।

কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে বসন্তরঞ্জন পরিষদের 'পুথিশালার কর্মচারী' রূপে কাজ করিতে করিতেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কার করেন। এইরূপ উক্তি সত্য নয়। বসন্তরঞ্জন সম্পূর্ণ অবৈতনিকভাবে ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক রূপে কাজ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির হস্তলিখিত পুরাতন খাতা হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইল।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯০৯) শনিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ষোড়শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনের কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে :

"১৪। স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের নাম পরিষদের পুথি-সংগ্রাহক রূপে লিখিত হইবে।"

১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৮ই আষাঢ় বুধবার (২২শে জুন, ১৯১০) পরিষৎ সভাপতি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে :

"৯। অবৈতনিক পুথি-সংগ্রাহক মহাশয়ের পরিষদ্-গ্রন্থাবলী প্রার্থনার বিষয় আলোচিত হইলে স্থির হইল,—পরিষদের নিজস্ব গ্রন্থগুলি তিনি সদস্যরূপে পাইয়াছেন, যেগুলি তাঁহার নাই, সেগুলি তাঁহাকে বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। যেগুলি পরিষদের নিজস্ব নহে, সেগুলির অধিকারিগণকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করিয়া দেওয়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই সূত্রে সভাপতি মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী ও যতীন্দ্রবাবু গৌরপদতরঙ্গিণী দিতে স্বীকার করিলেন।"[২]

পুথি-সংগ্রহে বসন্তরঞ্জনের নিরলস চেষ্টা ও পরিষদের উন্নয়নকল্পে নিঃস্বার্থ সেবার স্বীকৃতিরূপে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি ৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮ (১৪ই মে, ১৯১১) পরিষৎ সভাপতি সারদাচরণ মিত্রের সভাপতিত্বে

১ নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (১৩১২)

২ যতীন্দ্র বাবু—রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল্, তৎকালে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি

অনুষ্ঠিত অষ্টাদশ বর্ষের উনবিংশ অধিবেশনে বসন্তরঞ্জনকে পরিষদের বিশেষ সদস্যপদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কার্য-বিবরণীর প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল :

"আলোচ্য বিষয়—

৩। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়কে বিশেষ সদস্য নির্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র।

* * * *

৩। বসন্তবাবুর পত্র পঠিত হইল এবং সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে বিশেষ সদস্যের পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।"

কার্যনির্বাহক সমিতির উপরি উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দিনই ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৩১শে বৈশাখ রবিবার (১৪ই মে ১৯১১) তারিখে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ১৭শ বার্ষিক অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবে ও ব্যোমকেশ মুস্তফীর সমর্থনে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষদের বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন।[১] পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষ সদস্য রূপে বসন্তরঞ্জনকে নির্বাচন করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন :

"বসন্তবাবু পরিষদের পুথিসংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুথির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুথির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুথি সংগ্রহের জন্য ইঁহাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে হয় তজ্জন্য ইঁহার বাহনের খরচ আছে, খাই-খরচ আছে, পরিষদ হইতে তিনি তাহার এক কপর্দকও লয়েন না বা এই কার্য্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চাহেন না। পরিষদেব প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহবশে তিনি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়া এই কার্য্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই ইহার সদস্য আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন না কোন কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, অথচ নিয়মিত ভাবে ইহার চাঁদা দেন। পূর্বে তিনি সমস্তিপুর রেল আপিসে কার্য্য করিতেন। এখন পেন্‌সন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্বস্নেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী সদস্যকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যবিবরণী—১৭শ বর্ষ, পৃ. ১৩৩)।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছিলেন :

"এসিয়াটিক সোসাইটি বিশাল এসিয়া মহাদেশের চতুঃসীমা মধ্যে আপনার গবেষণা আবদ্ধ রাখিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ এই বিষয়ে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। মুখ্যতঃ বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি লইয়া সাহিত্য-পরিষদের তত্ত্বানুসন্ধান আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ সীমা মধ্যেও পরিষদের বিশাল কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা কিরূপে উৎপত্তি ও পুষ্টিলাভ করিল, তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের অধিকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। জীর্ণ কীটদষ্ট প্রাচীন পুঁথিপত্রের ভিতরে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল পুঁথিকে জল, আগুন ও কীটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।"[২]

পঞ্চদশ বার্ষিক অধিবেশনে রামেন্দ্রসুন্দর লিখিত কার্যবিবরণে ১৩১৫ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক পরিষৎকে উপহার প্রদত্ত ৭৩ খানি সংস্কৃত ও উড়িয়া পুথির নাম আছে, তন্মধ্যে গুণরাজ ভণিতাযুক্ত "গোবিন্দ-বিজয়" (১৫০৯) ও "অষ্টমঙ্গল অর্থাৎ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকৃত ভাষানুযায়িক চণ্ডীর পুস্তক" উল্লেখযোগ্য।

১ কেহ কেহ ভ্রমক্রমে ১৩১৮ সালে বসন্তরঞ্জন 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন। ঐ অধিবেশনে ৪ জন 'বিশিষ্ট সদস্য' এবং ২ জন 'বিশেষ সদস্য' নির্বাচিত হন। পরে নিয়মাবলীর পরিবর্তনে 'বিশেষ সদস্য' পদ লোপ হয়। ৩৮ বৎসর পরে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত হন।

২ পঞ্চদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৩১৬ বঙ্গাব্দেও বসন্তরঞ্জন পরিষৎকে ২৪ খানি পুথি উপহার দিয়াছিলেন।

সাহিত্য-পরিষদে তখন পুথিশালা ছিল না, পুথিশালাধ্যক্ষও কেহ ছিলেন না, গ্রন্থাধ্যক্ষের অধীনে পুস্তকালয়ের অংশ হিসাবে সংগৃহীত পুথি অবিন্যস্ত অবস্থায় রক্ষিত হইত। বসন্তরঞ্জন ও রাখালদাসের স্বেচ্ছাশ্রমে পুথিগুলি সুবিন্যস্ত ও তালিকাভুক্ত হয়। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সহকারী সম্পাদক "শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের চিত্রশালা, প্রাচীন পুথিসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য ও রমেশভবনের সমস্ত কার্য্য চালাইয়াছেন।"[১]

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পরিষদের পুথি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিন্যাস ও বিবরণ প্রকাশে যে নিঃস্বার্থ সেবা ও পরিশ্রম করিয়া ছিলেন তাহা পরিষদের ষোড়শ বর্ষের কার্যবিবরণ হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বর্ণিত হইল :—"মুদ্রিত গ্রন্থের ন্যায় হস্তলিখিত পুথির একরাশি পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষদের বন্ধুগণ পুরাতন পুথি উপহার দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে পরিষদের পুরাতন সভ্য বাঁকুড়া জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ। তিনি পরিষদের জন্য গ্রামে গ্রামে পুথি অন্বেষণে নিযুক্ত আছেন ও মাঝে মাঝে সংগৃহীত গ্রন্থরাশি পরিষদে উপহার দিয়াছেন। এই পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যের জন্য পরিষদের নিকট বসন্তবাবু এক কপর্দ্দকও সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বসন্তবাবুকে পুথি-সংগ্রাহকরূপে নিযুক্ত করিয়া ক্ষমতা-পত্র দিয়াছেন ; আশা করি, যাঁহাদের ঘরে পুথি অযত্নে নষ্ট হইতেছে, তাঁহারা বসন্ত বাবুর হস্ত দ্বারা পুথিগুলি পরিষদে প্রেরণ করিয়া উহার রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।···

পরিষদের পূর্ব-সংগৃহীত পুথিগুলির তালিকাও রাখালবাবু প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। প্রাচীন হাতে-লেখা পুথির অবস্থা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন, এই কার্য্য কিরূপ পরিশ্রমসাধ্য। অনেক সময় পুথির প্রত্যেক পাতা মিলাইয়া লইতে হয়, ছেঁড়া পাতা জোড়া দিতে হয়। এই সকল পুথি উদ্ধার করিয়া মলাট দিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া সাজাইয়া রাখা শ্রম ও সময়সাধ্য ব্যাপার। রাখালবাবুর ন্যায় উদ্যমশীল ও এতাদৃশ কর্মে নিপুণ ব্যক্তির সাহায্য না পাইলে, এই পুস্তকরাশি বহুকাল স্তূপাকারেই থাকিত। পরিষৎ এইজন্য রাখালবাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।"[২]

বসন্তরঞ্জন পুথিসংগ্রাহক পদে যোগ দিয়াই 'পুথির রাশি' সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংগৃহীত পুথির বিবরণাত্মক তালিকা সংকলনে অনুরোধ করেন।

"সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত পুথির তালিকা করিতেছেন। এই কার্য্যও এ বৎসর অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সংগৃহীত পুথির মধ্যে লালগোলার রাজাবাহাদুর প্রদত্ত এবং পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুঁথিসংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় সংগৃহীত পুথির রাশি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৩]

পরিষদের ১৭শ বর্ষের গ্রন্থরক্ষকের বিবরণ হইতে জানা যায় :

"সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়

···আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পুথির সংখ্যা ৭৮৫ ছিল ; তৎপরে ৫৪ খানি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে পরিষদের হিতৈষী পুঁথি-সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১৯ খানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে এই পর্য্যন্ত বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষৎকে প্রায় পাঁচ শত পুথি উপহার দিয়াছেন। —শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থরক্ষক।"[৪]

---

১ সপ্তদশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
২ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ২৯শে বৈশাখ, ১৩১৭। ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী।
৩ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ২৫শে বৈশাখ ১৩১৮। ১৭শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণ।
৪ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮। ১৭শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৯) বসন্তরঞ্জন পরিষদের অবৈতনিক পুথিসংগ্রাহক পদে নিযুক্ত হওয়ার দুই মাসের মধ্যেই ১৩১৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (ফেব্রুআরি ১৯১০) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কার করেন। বসন্তরঞ্জন লিখিয়াছেন : "বিগত ১৩১৬ সালের শীতঋতুতে পুথিখানির সন্ধান পাই।"[১]

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৭ই আষাঢ় রবিবার (২রা জুলাই, ১৯১১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অষ্টাদশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে বসন্তরঞ্জনের সংগৃহীত "(ক) কবিবর চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' (খ) বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাচীন অনুবাদ 'সারঙ্গরঙ্গদা' প্রদর্শিত হয়" এবং বসন্তরঞ্জন-লিখিত 'চণ্ডীদাসের লুপ্ত গ্রন্থ কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে ইহাই সর্বপ্রথম প্রবন্ধ। পরিষদের এই অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সভাপতিত্ব করেন ; নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, পণ্ডিত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, বিহারীলাল সরকার, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, পণ্ডিত দয়ারাম সাহনী, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস পালিত, ব্যোমকেশ মুস্তফী, ঐতিহাসিক ও লিপিতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সিংহ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বঙ্গভাষা- ও সাহিত্য- অনুরাগী ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত থাকিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি দেখেন। বসন্তরঞ্জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না, তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তখন পরিষদের জন্য পুথি সংগ্রহে ব্যস্ত। পরিষদের এই অধিবেশনের কার্য-বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে :

"তৎপরে ব্যোমকেশ বাবু দুইখানি প্রাচীন পুথির প্রতিলিপি এবং একখানি পুথি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, পরিষদের অতি শৈশব হইতেই যিনি ইহার সদস্য এবং ইহার কার্য্যে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, যিনি ইহার অকৃত্রিম বন্ধু এবং যিনি এখন নিজের ব্যয়ে নানা গ্রামাদি ঘুরিয়া অন্বেষণপূর্ব্বক পরিষৎকে বহু প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, সেই পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় এবার বঙ্গসাহিত্যের দুইখানি অমূল্য লুপ্ত গ্রন্থের আবিষ্কার, উদ্ধার ও তাহার প্রতিলিপি প্রস্তত করিয়া আনিয়াছেন। ইহার একখানি কবিবর চণ্ডীদাসের 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' ও অপরখানি বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ গীতার প্রাচীন পদ্যানুবাদ 'সারঙ্গ-রঙ্গদা'। এই গীতার অনুবাদকই সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানি শ্রীনিবাসাচার্য্যের দৌহিত্র-বংশধরের বাড়ীতেই প্রাপ্ত এবং খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তাম্রশাসনের-অনুরূপ অক্ষরে লিখিত। এই পুথিখানির উল্লেখ আমরা আজ ৩০।৪০ বৎসর কাল শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কোথায়ও ইহার অস্তিত্ব জানিতে পারা যায় নাই। বসন্তবাবু আজ এই গ্রন্থ উদ্ধার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন এবং বঙ্গসাহিত্যও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিল। অতঃপর সভাস্থ সকলেই বসন্ত বাবুকে এজন্য কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই দুই পুথি সম্বন্ধে বসন্তবাবুর লিখিত প্রবন্ধ দুইটির সংবাদ পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং জানাইলেন যে, গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি এই দুই গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশের ভার বসন্তবাবুকে দিয়াছেন। যথাকালে ইহার অন্যান্য বিবরণ জানান হইবে।

সভাপতি মহাশয়ও এই পুথি আবিষ্কারের জন্য বসন্ত বাবুকে ধন্যবাদ করিলেন।"

১৮শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৪ই শ্রাবণ ১৩১৮, রবিবার ৩০শে জুলাই ১৯১১) বসন্তরঞ্জন ৩ খানি সংস্কৃত পুথি (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, হরিভক্তিকল্পলতা) এবং ৪১ খানি পুরাতন বাঙ্গালা পুথি এবং ৩ খানি পুরাতন পার্শি গ্রন্থ পরিষৎকে দান করেন। বাঙ্গালা পুথিগুলির মধ্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গোবিন্দদাসের পদাবলী, রায়শেখরের পদাবলী, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড এবং মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের ১৯ খানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

---

১ 'কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল নির্ণয়' প্রবন্ধ, পরিষদের ১২শ বর্ষের ৫ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১৩১৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি কাঁকিল্যা গ্রাম হইতে বসন্তরঞ্জন সংগ্রহ করেন এবং ঐ পুথি আনিয়া সাহিত্য-পরিষদে প্রদর্শন করার পর হইতে উহা সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরেই থাকে। এই অমূল্য পুথি যাহাতে বঙ্গভারতীর পূজামন্দিরের নিজস্ব সম্পদ হয় সেজন্য বসন্তরঞ্জনের প্রাণের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল। কয়েকবার নিজ ব্যয়ে কাঁকিল্যা যাতায়াত করিয়া তিনি ৮ই আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মুখোপাধ্যায় পরিবারকে পুথিখানি সর্বস্বত্ব ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-পরিষদকে বিক্রয় করিতে সম্মত করান। ৮ই আশ্বিন ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মাত্র ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মূল্যে এই অমূল্য পুথি বসন্তরঞ্জন সাহিত্য-পরিষদের জন্য ক্রয় করেন। পরিষদের পুরাতন হিসাবপত্র অনুসন্ধান করিয়া আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন ক্রয়ের তারিখ ও ক্রয়মূল্য পাইয়াছি

"১৩১৮ সালের গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের হিসাব।

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থে প্রকাশিতব্য গ্রন্থমুদ্রণ বাবদ।

আয়—		ব্যয়—
গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—	৯২২৲	......
১৩১৮ সালে জমা—		৮ই আশ্বিন—
	৯২২৲	**চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির মূল্য————৫০৲**
......		
		১৩ই অগ্রহায়ণ—
		কৃষ্ণকীর্ত্তন মুদ্রণের জন্য কাগজের মূল্য বাবদ বিশ্বকোষ প্রেসে দেওয়া যায়——১৫০৲

(স্বাঃ) শ্রীরামকমল সিংহ
হিসাবরক্ষক।"

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সর্বস্বত্বসহ ক্রয়ের দুই মাস পরেই উহা মুদ্রণের জন্য পরিষৎ সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও পরিষৎ সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী উদ্যোগ করেন। গ্রন্থপ্রকাশে বিলম্ব হইবে বলিয়া সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় পুথির আলোকচিত্রসহ বিবরণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। বসন্তরঞ্জন-লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধটি ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়, ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যায় ১২৩-১৩২ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির ৬ পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠার দুইখানি আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে ইহাই প্রথম মুদ্রিত, সচিত্র প্রবন্ধ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নথিপত্রে দেখা যায় যে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে "বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষদের জন্য প্রায় ৭০০ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন।"[১]

বসন্তরঞ্জন অল্পকালের মধ্যেই 'সারঙ্গরঙ্গদা' সম্পাদনের ন্যস্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদনায় হাত দেন এবং এই কার্যে পাঁচ বৎসর তন্ময় হইয়া থাকেন।

'সারঙ্গ-রঙ্গদা' গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্ন্যাসী আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী রচিত। গৌড়দেশনিবাসী মুখুটিকুলের আনন্দীরাম বিদ্যাবাগীশ পুরুষোত্তমে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিদ্যাবাগীশ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন, 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' নামে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের বঙ্গভাষায় অনুবাদ (পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে) করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের 'বিশ্বকোষে' এই গীতানুবাদের উল্লেখ মাত্র আছে। দীনেশচন্দ্র সেনের

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১২ শ্রাবণ ১৩১৯। ১৮শ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির,
২৪৩। ১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
বঙ্গাব্দ ১৩১৮ তারিখ ১লা [illegible]

সুহৃদ্‌বরেষু

বসন্তরঞ্জন বাবুর [illegible] বড় হইয়াছে, তাই লইয়াই তিনি কাজ করিতেছেন। ২।৩ দিনের মধ্যে, তিনি বাড়ী যাইবার কল্পনা করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি খানার ক্রয়ের লেখাপড়া, টাকা দেওয়া ইত্যাদি হইয়া গেলে ভাল হয় না?

যদি অনুমতি করেন, তিনি যাইয়া দেখা করিতে পারেন। কবে সুবিধা, লিখিয়া দিবেন।

সেবক—
—শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

যে দিন ইচ্ছা, প্রাতে বা সন্ধ্যায় আসিতে পারেন। কাল বুধবার সন্ধ্যায় আপিস যাইব—সেখানে দেখা হইতে পারে।

শ্রী রাঃ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি ক্রয়ের লেখাপড়া সম্বন্ধে পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফীর পত্রে পরিষদের সম্পাদক আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্বহস্তলিখিত উত্তর :

"যে দিন ইচ্ছা, প্রাতে বা সন্ধ্যায় আসিতে পারেন। কাল বুধবার সন্ধ্যায় আপিস যাইব—সেখানে দেখা হইতে পারে।

শ্রী রাঃ" [আপিস—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কার্য্যালয়]

(দ্র° নবম সংস্করণের ভূমিকা পৃ. ৩৮০)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

৫।১, ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
১ মার্চ, ১৯২৪।

পরমশুভাশীর্বাদ বিশেষ

তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। ঠাকুরকে স্মরণ করিবে এবং স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। পরীক্ষার জন্য একবারে উদ্বিগ্ন হইবে না। ধড়ফড় করিও না। ঠাকুরের উপর একান্ত নির্ভর কর। তিনিই আমাদের যাহা-কিছু। কেমন পরীক্ষা দিতেছ অবসরমত লিখিও। এই সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা পাঠাইলাম, কেমন আছ লিখিবে, পত্র দিতে বিলম্ব করিবে না। তোমাদের পরীক্ষা কোন তারাতারি শেষ হইবে লিখিতে ভুলিবে না।

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক পুত্র রামপ্রসাদ রায়কে লিখিত ১লা মার্চ, ১৯২৪ তারিখের পত্র।

Reg. & Insured for Rupees Sixty only.

9½ nine half

Sriman Ramprasad Roy
Agricultural College Hostel,
Poona.

From
Basanta R. Roy
5/1, Fakirchand Mitra Str
Calcutta.

পুত্র রামপ্রসাদকে লিখিত ১৪ই মার্চ, ১৯২৪ তারিখের পত্রের খামে বসন্তরঞ্জনের ইংরেজি হস্তাক্ষর।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" 'হস্তলিখিত পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণী'তে 'সারঙ্গ-রঙ্গদা'র উল্লেখ ছিল,[১] কোনও বিবরণ বা পরিচয় ছিল না। পুথিখানি তখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বসন্তরঞ্জন তাঁহার সম্পাদিত পুথির ভূমিকায় বলেন, "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আনন্দীরাম সর্ব্বপ্রথম গীতার অনুবাদে লেখনী ধারণ করেন।" অনুবাদটি গীতার ১২ খানি ভাষ্য ও টীকা দেখিয়া রচিত। শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুবাদকের প্রধান অবলম্বন হইলেও রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মতও কবি কোথাও কোথাও গ্রহণ করিয়াছেন এবং যেখানে "ভাষ্যাদিতে অর্থ কিছু অস্পষ্ট সেখানে কবি অনুবাদে তাহা সুস্পষ্ট করিয়াছেন।" বসন্তরঞ্জন ১২২৬ সালে অনুলিখিত একখানি পুথি এবং ১২২৮ সালে অনুলিখিত আর একখানি পুথি মিলাইয়া 'সারঙ্গ-রঙ্গদা' সম্পাদন করেন। ১২২৬ সালের যে পুথিখানি তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেন তাহার শেষে লেখকের পরিচয় : "লিখিতং শ্রীরাজচন্দ্র মজুমদার, সাকিম শ্রীপাট ভৈটা, পরগণে সাহাবাদ, শকাব্দা ১৭৪১, সন ১২২৬ সাল, মাহ কার্ত্তিক রোজ ১৫—" ইত্যাদি। ভৈটা গ্রাম বর্ধমান জেলায়।

১২২৮ সালে অনুলিখিত অপর পুথির পাঠান্তরগুলি বসন্তরঞ্জন পাদটীকায় উল্লেখ করেন। দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দগুলির টীকা ও ব্যাখ্যা দেন। তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়নের পরিচয় পাদটীকাগুলিতে আছে।

'সারঙ্গ-রঙ্গদা' সম্পাদিত হইলে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ইহা প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন এবং গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত না হইয়া মহারাজার সাহায্যপুষ্ট গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র :

"গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী-গ্রন্থাবলী—১৮

গীতাভাষা / সারঙ্গ-রঙ্গদা। / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ / সম্পাদিত। / কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীগৌড়-রাজর্ষি ধর্ম্মরাজ ভক্তিসাগর মাননীয় মহারাজ / শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের সম্পূর্ণ সাহায্যে / কলিকাতা, ৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, / গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীর কার্য্যালয় / হইতে / শ্রীরজনীকান্ত বসু কর্ত্তৃক / প্রকাশিত।"

আখ্যাপত্রের বিপরীত পৃষ্ঠা :

"Printed by Ashutosh Chakraburty / at the "Vani Press." / 66, Manicktolla Street, Calcutta."

'সারঙ্গরঙ্গদা'র আখ্যাপত্রে বা ভূমিকায় প্রকাশের তারিখ নাই। ১৩১৮ বঙ্গাব্দেই বসন্তরঞ্জন উহার সম্পাদন কার্য শেষ করিয়াছিলেন।

পরিষদের ১৩১৮ বঙ্গাব্দের কার্যবিবরণে পরিষদের সহকারী সম্পাদক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুথিসংগ্রাহক বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্বন্ধে সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিতেছেন :

"অন্যান্য সহকারী সম্পাদকের মধ্যে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্রশালার অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে পরিষদের সংগৃহীত হস্তলিখিত পুথিগুলির (সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ) একটি তালিকা প্রস্তুত হইতেছে···

"সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও বসন্তবাবুর সাহায্যে ও যত্নে পরিষদের পুথির তালিকা (বিবরণযুক্ত) দ্রুত ও সুচারুভাবে অগ্রসর হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে অনেকগুলি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত উপহার দাতাগণের মধ্যে গত বর্ষের ন্যায় পরিষদের পরম হিতৈষী লালগোলার রাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, ও ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে যে সমস্ত নূতন পুথি সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পুথিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
······

---

১ পরে দীনেশবাবু তালিকা হইতে 'সারঙ্গরঙ্গদা'র নাম বাদ দেন। দ্র° বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ।

(৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—এই পুথিখানির অক্ষর খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনের অনুরূপ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যায় এই পুথির আবিষ্কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বাহির হইয়াছে। এই পুথিখানি বাঁকুড়া জেলাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং ইহা ১২শ খণ্ডে বিভক্ত।

এই পুথি পাঠে মনে হয় যে, ইহা চণ্ডীদাসের প্রথম বয়সের রচনা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাতেই মৈথিল প্রভাব সমধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুথির পদসংখ্যা প্রায় ৪০০ ও ইহা একটি অভিনব গীতিকাব্য এবং এই পুথি পাঠে জানা যায় যে, কবির অপর একটি নাম ছিল অনন্ত।

······

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

(১) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (চণ্ডীদাসের)…"[১]

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানির লিপির বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীনত্ব লক্ষ্য করিয়া বসন্তরঞ্জন প্রাচীনলিপিতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং পরিষদ্ মন্দিরে উভয়ের দীর্ঘ মিলিত পর্য্যবেক্ষণে কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল নির্ধারণের চেষ্টা করেন।

১৩১৯ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত ও পুথির বিবরণ লিখিবার জন্য নিযুক্ত হন। এই পদ যে বৈতনিক পদ ছিল তাহার প্রমাণ, পরিষদের ১৯শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশনে ২৪শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩১৯ (১০ই অক্টোবর ১৯১২) তারিখে বসন্তরঞ্জনকে পূর্ণ বেতনে এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়।[২] পরিষদের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিয়া জানা যায় যে বসন্তরঞ্জন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে এই কার্যের জন্য মাসিক মাত্র ৪০৲ চল্লিশ টাকা পারিশ্রমিক পাইতেন।

কার্যনির্বাহক সমিতির পরবর্তী অধিবেশনে (৫ম অধিবেশন, ১লা অগ্রহায়ণ ১৩১৯, শনিবার ১৬ই নভেম্বর ১৯১২) স্থির হয়: "আগামী ২৩শে অগ্রহায়ণ পরিষদের ৫ম মাসিক অধিবেশন হইবে এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "কৃষ্ণকীর্ত্তনের কাল নির্ণয়" শীর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হইবে।" শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে ইহাই প্রথম প্রবন্ধ।

১৯শ বর্ষের ১৩শ অধিবেশনে (২০শে বৈশাখ ১৩২০) সারদাচরণ মিত্রের স্বাক্ষরিত ১৩২০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণের (বজেটের) পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়, পুস্তকালয় খাতে বেতন বাবদ যে ব্যয় ধরা হইয়াছে তাহাতে বসন্তরঞ্জনের বেতন মাসিক ৪৫৲ টাকা ধরা হইয়াছে। উক্ত অধিবেশনের কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে:

"১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস হইতে নিম্নলিখিত কর্মচারীগণের বেতন নিম্নলিখিত রূপে বৃদ্ধি হইল:—

অফিস—শ্রীরামকমল সিংহ ৫০৲ স্থলে ৫৫৲

…

পুস্তকালয়—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের ৪০৲ স্থলে ৪৫৲।"

বসন্তরঞ্জন পুথিসংগ্রাহক পদে যখন যোগ দেন তখন পরিষদের পুথিসংগ্রহ অর্ধসহস্র ছিল, তাঁহার প্রযত্নে সংগৃহীত ও তাঁহার উপহার প্রদত্ত পুথিগুলি সহ পুথির সংখ্যা তিন বৎসরে তিন সহস্রাধিক হয়।

১১ই শ্রাবণ ১৩২০ (২৭শে জুলাই ১৯১৩) রবিবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ২০শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে পরিষদের পুথি সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:

"৬। পুথি খরিদ সম্বন্ধে স্থির হইল যে এখন যেরূপ ভাবে নগদ পুথি খরিদ হইতেছে সেইরূপ ভাবে পুথি

১ —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১২ই শ্রাবণ ১৩১৯। ১৮শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণ

২ "১১। স্থির হইল যে:—(ক) বসন্তবাবু পূর্ণ বেতনে এক মাসের ছুটি পাইবেন।" —কা, নি, স, কার্যবিবরণ, ২৪ আশ্বিন, ১৩১৯

কেনা হউক। বসন্তবাবু যখন রামায়ণ, মহাভারত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী পুথি সংগ্রহ করিতে বাহিরে যাইবেন তখন তিনি অন্যান্য পুথিও সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন।"

ইতিপূর্বে পরিষৎ হইতে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় কৃত্তিবাসের রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড ও ১৩১০ বঙ্গাব্দে উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিষৎ হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের অন্যান্য কাণ্ড প্রকাশের জন্য নানা স্থান হইতে কৃত্তিবাসের পুথি সংগ্রহ করা হইতেছিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ২৩শে ভাদ্র ২১শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির স্থগিত পঞ্চম অধিবেশনে "স্থির হইল যে কৃত্তিবাসের পুথি অনুসন্ধানের জন্য বসন্তবাবু বাহিরে যাইবেন।" বসন্তরঞ্জন বিভিন্ন স্থান হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের অনেকগুলি পুথি পরিষদে সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং এগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১]

১৩২১ বঙ্গাব্দে তালিকাভুক্ত ও সুবিন্যস্ত তিন সহস্রাধিক পুথি লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পৃথক পুথিশালা খোলা হয়। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ বাঙ্গালার গভর্নর শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল পরিষদের প্রত্নবস্তু ও প্রাচীন পুথির প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিও ২৭ দিন ধরিয়া সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শন করা হয়।

"দ্বিতলে সভাগৃহে···সভাবেদীর উপর সাহিত্য পরিষদের সঞ্চিত পুথির রাশি সাজান হইয়াছিল। প্রস্তর ও পিত্তলের নানাবিধ প্রাচীন প্রতিমা, প্রাচীন ইষ্টকশিল্প, প্রাচীন রঙ্ করা খেলিবার তাস, বৈদিক যজ্ঞের কাষ্ঠপাত্রাদি, বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান প্রধান লেখকগণের হস্তাক্ষর এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন তামা রূপা সোনা সীসা ও পিতলের মুদ্রা, প্রাচীন ছবি, প্রাচীন রসায়ন-যন্ত্রের ছবি এবং কতকগুলি পুরাতন তাম্রলেখ ও শিলালেখ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল।···শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লাটসাহেব ও অন্যান্য অভ্যাগতগণকে এই সকল দ্রব্যাদি দেখাইয়া তাহাদের পরিচয়াদি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর লাটসাহেব পরিষদের পুথিশালায় প্রবেশ করিয়া সেখানে তিন সহস্রাধিক সংগৃহীত পুথি পরিদর্শন করিলেন।"[২]

"পরিষদের চির-হিতৈষী বান্ধব শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অমানুষিক পরিশ্রমে ও চেষ্টায় প্রাচীন পুথিগুলি সুশোভিত হইয়াছিল।"[৩]

"প্রদর্শনী ১০ পৌষ হইতে ১৪ মাঘ পর্য্যন্ত ২৭ দিন উন্মুক্ত ছিল। তন্মধ্যে তিন দিন ভদ্রমহিলাদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী প্রতিদিন বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত উন্মুক্ত থাকিত।"[৪]

এই বর্ষে "শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বহু পরিশ্রমে সঞ্চিত পুথির স্তূপ হইতে বিচ্ছিন্ন পত্র মিলাইয়া ৫৬৮ খানি পুথি উদ্ধার করিয়াছেন।"[৫]

১৩২২ বঙ্গাব্দের ১৬ই আশ্বিন কার্যনির্বাহক সমিতির ২২শ বর্ষের ষষ্ঠ স্থগিত অধিবেশনে "শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের আবেদন সম্বন্ধে স্থির হইল যে তাঁহাকে পূর্ণ বেতনের সহিত তিন মাসের ছুটি দেওয়া হইবে। ইহা দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না, অর্থাৎ এইরূপ পূর্ণ বেতনের সহিত বিদায় Special Case বলিয়া গণ্য হইবে।" এই দীর্ঘ অবকাশের কিছু অংশ বসন্তরঞ্জন বেলিয়াতোড়ে কাটান, অবশিষ্ট সময়ে সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকা সম্পূর্ণ করায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি পর্য্যালোচনায় ব্যয় করেন।

১ দ্র° সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৯শ ভাগ ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা ; ৩০শ ভাগ ৪র্থ সংখ্যা ; ৩১শ ভাগ ১ম, ২য় সংখ্যা।

২, ৩, ৪, ৫ পরিষদের ২১শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

লিপির তুলনার জন্য এবং বর্ণের আকারের বিবর্তন পর্যাবেক্ষণের জন্য রাখালদাস Cambridge University Library-তে রক্ষিত চারখানি প্রাচীন পুথি—গোবিন্দপালের ৩৭শ বর্ষে নকল করা 'গুহ্যাবলীবিবৃতি', গোবিন্দপালের ৩৮শ বর্ষে নকল করা 'পঞ্চকার', গোবিন্দপালের ৩৯শ বর্ষে নকল করা 'যোগরত্নমালা', ন্যায়পালের ১৪শ বর্ষে (১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) নকল করা 'পঞ্চরক্ষ'—এবং Bodleian Library-তে রক্ষিত রামপালের ১৫শ বর্ষে নকল করা 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথির পৃষ্ঠার আলোকচিত্র আনান। এই পাঁচখানি পুথির অক্ষরের সহিত তুলনার জন্য এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে রক্ষিত চারখানি পুথির—গোবিন্দপালের ৪র্থ বর্ষে নকল করা 'প্রজ্ঞাপারমিতা', গোবিন্দপালের ১৪শ বর্ষে নকল করা 'অমরকোষ', গোবিন্দপালের ১৮শ বর্ষে নকল করা 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা', মহীপালের ৬ষ্ঠ বর্ষে নকল করা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র—পৃষ্ঠার আলোকচিত্র এবং রাখালদাসের নিজের সংগৃহীত দুইখানি পুথি—প্রথম মহীপালের ৫ম বর্ষে (১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) নকল করা 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' ও হরিবর্মার ১৯শ বর্ষে নকল করা 'প্রজ্ঞাপারমিতা'র—পৃষ্ঠার আলোকচিত্র ব্যবহার করেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯১৫) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, মন্মথমোহন বসু, ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, প্রফুল্লকুমার সরকার, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ কুমার, মৃণালকান্তি ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনের উপস্থিতিতে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দিরে ঐ ১১ খানি পুথির পাতার আলোকচিত্রগুলি প্রদর্শন করেন।[১] এই সকল পুথির লিপির সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপির তুলনা করিয়া এবং বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি, তর্পণদীঘির তাম্রশাসন, চালুক্যবংশীয় প্রথম ভীমদেবের তাম্রশাসন, পরমার মহকুমার উদয়বর্মার লিপি, মান্দা খোদিত লিপি, কমৌলি তাম্রশাসন, দিনাজপুরের স্তম্ভলিপি, ঢাকায় লক্ষ্মণসেনের খোদিত লিপি, বোধগয়াস্থ অশোকচল্লের খোদিত লিপি, গয়ার গদাধর-মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি, ৮৫৫ শকের সুবর্ণবর্ষের লিপি, মূলরাজের লিপি, ৪৩৫ সম্বতের নেপাল লিপি প্রভৃতির অক্ষরগুলির সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের এক একটি অক্ষর মিলাইয়া মিলাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনে অক্ষরমালার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়া বসন্তরঞ্জন ও রাখালদাস "লেখতত্ত্বের সাহায্যে আলোচ্য পুথিখানির লিপিকাল নিরূপণের প্রয়াস" করিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন রায় ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল নির্ণয়" প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২২শ বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জন-আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল সম্বন্ধে ইহাই প্রথম রচনা।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদনার সময় বসন্তরঞ্জন পুথির বানান অবিকৃত ও অপরিশোধিত রাখিয়া প্রকৃত ভাষাতাত্ত্বিকের ন্যায় গ্রন্থসম্পাদনায় ব্রতী হন।

পুথি সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ, পরিষৎ কার্যালয়ে সংগৃহীত পুথির তালিকা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য করার সঙ্গে সঙ্গে বসন্তরঞ্জন অবসর সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদনের কাজও করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পাঠোদ্ধার করিয়া মূল কাব্যের প্রেস কপি প্রস্তুত করিয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই মূল কাব্য ছাপান শেষ করেন। ২০শ বর্ষের কার্যনির্বাহক সমিতির দশম অধিবেশনের (২৮শে কার্ত্তিক ১৩২০, ১৪ই নভেম্বর ১৯১৩ শুক্রবারের অধিবেশনের) বিবরণে দেখা যায় যে "১৩২০ সালের গত পাঁচ মাসে" কি কি গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে এই প্রশ্নের উত্তরে পরিষৎ সম্পাদক জানাইতেছেন "গত ভাদ্র মাসের মধ্যে (১) কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল ছাপা শেষ হইয়াছে;

---

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ২২শ বর্ষের ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণ। ইহার পরবর্তী মাসিক অধিবেশনে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের প্রস্তাবে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সভাপতিত্ব করেন।

(২) শব্দকোষ, (৩) চণ্ডীদাসের পদাবলী, (৪) দুর্গামঙ্গল, (৫) অবদান-কল্পলতা ছাপা চলিতেছে।"[১]

কৃষ্ণকীর্ত্তনের আবিষ্কৃত পুথি—পরিষৎ প্রকাশিত অন্যান্য পুরাতন পুথির মত—মূল, পাদটীকা ও ভূমিকাসহ প্রকাশ করার প্রথম পরিকল্পনা ছিল ; বিস্তৃত টীকা মুদ্রণের পরিকল্পনা ছিল না। প্রথমে মূল পুথিখানিই মুদ্রণের সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছিল, এবং মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। পরে বসন্তরঞ্জনের প্রস্তুয়মান বিস্তৃত টীকা দেখিয়া হরপ্রসাদ ও রামেন্দ্রসুন্দর কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকা, টিপ্পনী, পরিশিষ্টাদি গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২১শে বৈশাখ ১৩২১ বঙ্গাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির ২০শ বর্ষের ১৯শ স্থগিত অধিবেশনে

"স্থির হইল যে ১৩২১ সালে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে :

...

(ছ) প্রাচীন মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর তালিকা,

(জ) কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভূমিকা, টীকা, টিপ্পনী, পরিশিষ্টাদি"।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের টীকা-টিপ্পনী রচনাকালে বসন্তরঞ্জনের উপর একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার পড়ে। দামিন্যাগ্রামে রক্ষিত ও পূজিত, কবিকঙ্কণের স্বহস্তে তালপাতায়[২] লিখিত, চণ্ডীমঙ্গলের পুথি কবিকঙ্কণের বংশধরের নিকট হইতে পরিষৎ সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও পরিষৎ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চেষ্টায় পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল এবং দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় উহা প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে উহার সম্পাদন-ভার দেওয়া হয়। সেজন্য দীনেশবাবু পরিষদ্ হইতে ঐ পুথি তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর কবিকঙ্কণের বংশধরকে সাহিত্যপরিষদ্ হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা দিয়া পরিষদের অনুকূলে পুথিবিক্রয়ের রসিদ লন। দীনেশবাবুর হেপাজত হইতে সহসা ঐ পুথি 'হস্তান্তরিত' ও স্থানান্তরিত হওয়ায় পরিষদ্‌কে কবিকঙ্কণের পুথির জন্য মোকদ্দমা করিতে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও ১৬শ বর্ষের কার্য-বিবরণী'তে দেখা যায় :

"কবিকঙ্কণ-চণ্ডী— এই সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিশুদ্ধ পাঠ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ সম্পূর্ণ নির্ঘণ্ট সহিত নূতন সংস্করণ প্রকাশার্থ দীঘাপাতিযার রাজবংশধর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসলেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বংশধরের নিকট দামুন্যাগ্রামে রক্ষিত ও পূজিত কবির স্বহস্তলিখিত মূল পুথি পাওয়া গিয়াছিল ; সহসা ঐ পুথি হস্তান্তরিত হওয়ায় প্রকাশে বিলম্ব ঘটিতেছে।"[৩]

১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ বৃহস্পতিবার (২৮শে মে ১৯১৪) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে সাহিত্য-পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন :

"১৩২০।২১ সালে এ পর্য্যন্ত কবিকঙ্কণের পুথির মোকদ্দমায় যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহা মঞ্জুর করা হইল। অতঃপর এই মোকদ্দমার জন্য আরও ১০০৲ ব্যয় মঞ্জুর করা হইল। হীরেন্দ্রবাবু ও মনোজবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া মোকদ্দমার সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

১ আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', নীলরতন মুখোপাধ্যায় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', ব্যোমকেশ মুস্তফী 'দুর্গামঙ্গল' ও রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস 'অবদান-কল্পলতা'র সম্পাদকতা করিতেছিলেন।

২ তালপাতায় লেখা বাঙ্গালা পুথি একখানিও পরিষদে নাই অথচ তালপাতায় বঙ্গাক্ষরে লেখা অনেক সংস্কৃত পুথি পরিষদে আছে। "মনে হয়, তালপাতার মত পবিত্র আধারে ভাষাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা প্রাচীনগণ সঙ্গত বিবেচনা করিতেন না।" (সা. প. প. ৪৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী)

৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষোড়শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী (১৩১৭)। পৃ. ৩৪

পুথি-উদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা চলাকালে রামেন্দ্রসুন্দর গুরুতর পীড়িত হন; "পুলিস কোর্টে কবিকঙ্কণের চণ্ডীসংক্রান্ত মোকদ্দমা শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় খারিজ হইয়া গিয়াছে" বলিয়া মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১১ই শ্রাবণ ১৩২১ বঙ্গাব্দের কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশনে "অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে পুনরায় হাইকোর্টে মোশন করিতে হইবে। এইজন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বসু কিংবা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে উকীল দিতে হইবে"। নরেন্দ্রকুমার বসু হাইকোর্টে পরিষদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ তারিখের কার্যনির্বাহক-সমিতির অধিবেশনের বিবরণে দেখা যায় "কবিকঙ্কণ চণ্ডী সংক্রান্ত মোকদ্দমায় আসামীর মৃত্যু হইয়াছে। এইজন্য মোকদ্দমা স্থগিত হইল। এই সম্বন্ধে আরও স্থির হইল যে দামিন্যার অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে চণ্ডী সংগ্রহ করিতে হইবে।" দামিন্যার মূল পুথি পরিষৎ আর সংগ্রহ করিতে না পারায় মূল পুথির অবিকল নকল পরিষদে রাখা স্থির হয়। মূলের সহিত পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া আনার দায়িত্ব পরিষৎ বসন্তরঞ্জনের উপর দেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দের ১৩ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ২২শ বর্ষের কার্যনির্বাহক-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশনে "কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাণ্ডুলিপি মূলের সহিত মিলাইবার জন্য ব্যয়-মঞ্জুরের প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের উপর এই ব্যয়-নির্ধারণ ভার দেওয়া হইবে এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি মূলের সহিত মিলাইবার জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়কে পাঠাইতে হইবে।"

পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যখন দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হৃষীকেশ বসু 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' (প্রথম ভাগ, ১৯২৪; দ্বিতীয় ভাগ, ১৯২৬এ প্রকাশিত) সম্পাদন করেন তখন কবিকঙ্কণের স্বহস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গলের নকল পরিষৎ কার্যালয়ে বসিযা নকল করিয়া লইবার জন্য চারুবাবুকে অনুমতি দেওয়া হইযাছিল।[১]

১৩২৩ বঙ্গাব্দে রবিবার ৪ঠা ভাদ্র (২০শে অগস্ট ১৯১৬) পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৩শ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে বসন্তরঞ্জন "Vernacular Literature of Bengal before the introduction of English Education" গ্রন্থ এবং চারখানি পুথি—১। 'জৈমিনি ভারত', (দ্বিজ অভিরাম), ২। গীত-গোবিন্দ (গিরিধর দাস), ৩-৪। গীত-গোবিন্দ (গিরিধারী দাস)—উপহার দেন। ঐ অধিবেশনেই বসন্তরঞ্জন পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবে তিনি বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁহাকে চাঁদা দিতে হইত না, কিন্তু পরে নিয়মাবলী পরিবর্তিত হইয়া বিশেষ সদস্য শ্রেণী লোপ হওয়ায় বসন্তরঞ্জন পুনরায় চাঁদা দিয়া সদস্য হন। ঐ অধিবেশনের কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে:

"৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সদস্যরূপে নির্বাচিত হইলেন,

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১১, কালু ঘোষের লেন, কলিকাতা।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ, এম.এ, বি-এল চাল্‌তা বাগান, কলিকাতা"।

১ "কবিকঙ্কণের স্বহস্তে লিখিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নকল পরিষৎ মন্দিরে বসিয়া নকল করিয়া লইবার জন্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আলোচনার পর স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত চারুবাবুকে উক্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নকল করিতে দেওয়া হউক।"—কা. নি. স, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ১২ই জুন ১৯২০। আচার্য্য যদুনাথ সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ সভায় উপস্থিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বসন্তরঞ্জন ও অটলবিহারীর যুগ্ম-সম্পাদকতায় কয়েক বৎসর পরে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' পুঁথি সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলীর ৭১ সংখ্যক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়।

কৃষ্ণকীর্তন মূল গ্রন্থ মুদ্রণ ১৩২০ সালের ভাদ্র মাসে শেষ হওয়ার পর বসন্তরঞ্জন কর্তৃক টীকা-টিপ্পনী, ভূমিকা, শব্দ-সূচী, পরিশিষ্টাদি রচনা ও প্রকাশে প্রায় আড়াই বৎসর সময় লাগে। কৃষ্ণকীর্তনের মুদ্রিত text দেখিয়া এই সময় প্রাচীন পুথির সংস্করণের পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষদের সদস্যদের মধ্যে মতদ্বৈধ হয়।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিনে বসন্তরঞ্জন অসুস্থ হইয়া দেড় মাসের জন্য বেলিয়াতোড়ে চলিয়া যান। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন সোমবার (১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬) কার্যনির্বাহক-সমিতি স্থির করেন :

"১০ (খ)। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহার আবেদনমত তাঁহাকে পূজার ছুটির সহিত পূর্ণ বেতনে এক মাসের ছুটি দেওয়া হউক।"

অবকাশ-অন্তে কলিকাতা ফিরিয়া বসন্তরঞ্জন এই বিতর্কে যোগ দেন এবং দৃঢ়ভাবে নিজ মত ব্যক্ত করেন।

২৩শ বর্ষের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩২৩ (৩রা ডিসেম্বর ১৯১৬), যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের "প্রাচীন পুথির সংস্করণ" প্রবন্ধটি মন্মথমোহন বসু কর্তৃক পরিষদ্ মন্দিরে পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে ঐ অধিবেশনে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মন্মথমোহন বসু, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সুরেন্দ্রনাথ কুমার ও সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেন। ২৩শ বর্ষের কার্যবিবরণীর ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় আলোচনার বিবরণে দেখা যায় যে—

ঐ "প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং ইহাতে অনেক আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধলেখক সকলেরই ধন্যবাদার্হ। এই বিষয়ে আরও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কারণ, প্রবন্ধ-লেখকের সকল সিদ্ধান্তের সহিত আমরা একমত নহি। বর্ণাশুদ্ধি সম্বন্ধে মোটামুটি একথা বলা চলে—কোন্ শব্দের কোন বানান ঠিক শুদ্ধ, তাহার মীমাংসা কে করিবে? অনেক বাঙ্গালা শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান আছে—এক 'কুসীদ' শব্দের ছয় রকম বানান আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতেও একই শব্দের পাঁচ ছয় রকম বানান পাওয়া যায়। শব্দের বিভক্তি ও ধাতুরূপ নানাপ্রকার হয়। এ, ক, তে প্রভৃতি বিভক্তির ছয় রকমে যোগ করা যায়—কোন্‌টি শুদ্ধ, তাহা কে মীমাংসা করিবে? বোধ হয়, যোগেশ বাবু 'প্রাকৃত' শব্দের বানানের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বানান শুদ্ধির চেষ্টার কথা বলিতেছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

...মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্. এ., পি এইচ্. ডি. মহাশয় বলিলেন—'শব্দের বানানের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয় কিছু বলা যায় না। বাঙ্গালা ভাষার যখন ব্যাকরণ ছিল না, তখন শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিষয়ে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। সংস্কৃত বা প্রাকৃত ব্যাকরণের অনুযায়ী বাঙ্গালা শব্দের শুদ্ধি অশুদ্ধির বিচার চলে না। যদি ১০।১৫ খানি একই গ্রন্থ পাওয়া যায় এবং সেগুলির প্রত্যেক কোন এক শব্দের একই রকম বানান পাওয়া যায়, তাহা হইলে এ বিষয়ের একটা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। গ্রন্থ সম্পাদন-কালে গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের ইতিহাস, লিপিকারের ইতিহাস প্রভৃতি দেওয়া ভাল ও উচিত'।"[১]

---

১ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কৃষ্ণকীর্তন প্রকাশের এক বৎসর পরে পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি 'বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া একখানি পুথি ছাপিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ (৩১শে মে ১৯১৮) সভায় "শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ কিভাবে ছাপা হইবে, তৎসম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রশ্ন করিলে স্থির হইল যে, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়া এই গ্রন্থ ছাপা হউক।" এই পুথি মুদ্রণের সময় ২৮শে চৈত্র ১৩২৫ (১১ই এপ্রিল ১৯১৯) কা, নি, স,র সভায় স্থির হয় "ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ" করিবেন এবং "শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই গ্রন্থ সম্পাদন করিতে পারিবেন কিনা এবিষয়ে তাঁহার মত লওয়া হইবে।" বসন্তবাবু গ্রন্থ সম্পাদনে সম্মত হন নাই।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৩রা পৌষ সোমবার (১৮ই ডিসেম্বর ১৯১৬) পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে :

"১০ (খ)। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় জানাইলেন যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্য ২১ খানি পুথির পাতার ব্লক প্রস্তুত করা আবশ্যক। স্থির হইল এই বিষয় ছাপাখানা সমিতির নিকট বিবেচনার্থ দেওয়া হউক।"

পরবর্তী অধিবেশনের (৩রা মাঘ ১৩২৩ মঙ্গলবার, ১৬ই জানুআরি ১৯১৭) কার্যবিবরণে লিপিবদ্ধ আছে :

"১১। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্লক প্রস্তুতের জন্য ছাপাখানা সমিতির মন্তব্য বিবেচিত এবং গৃহীত হইল এবং স্থির হইল যে উক্ত ব্লক প্রস্তুতের জন্য আনুমানিক ব্যয় ৫৫৲ টাকা মঞ্জুর হউক।"

৯-১১ পৌষ ১৩২৩ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বাঁকিপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানি ('সারঙ্গরঙ্গদা' ও অন্য আর কয়েকখানি প্রাচীন পুথির সহিত) প্রদর্শনের জন্য বসন্তরঞ্জনের সহিত পাঠান। 'বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের হেপাজতে পাঞ্জাব মেলে পুথি পাঠানো যাইতে পারে' এই মর্মে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখের স্বাক্ষরিত মন্তব্য সহ অনুমোদনপত্র পরিষদের পুরাণো নথিতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ অনুমোদনপত্রে ৬ই পৌষ ১৩২৩ তারিখ-যুক্ত বসন্তরঞ্জনের স্বাক্ষর আছে। বঙ্গের বাহিরে এই একবারই কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৭) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রথম সংস্করণ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত "মুখবন্ধ", বসন্তরঞ্জন-লিখিত "সম্পাদকীয় বক্তব্য", রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল", শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির কয়েকখানি পাতার আলোকচিত্র এবং লিপিবিচারের সহায়তার জন্য ১৪৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত বোধিচর্য্যাবতার, ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত ধর্মরত্ন ও ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত শূদ্রপদ্ধতি পুথির পাতার আলোকচিত্রসহ প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র :—

"সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাবলী—সং ৫৮/ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন/ মহাকবি চণ্ডীদাস-বিরচিত/ শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত/ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরম হিতৈষী বান্ধব/ রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের/ অর্থানুকূল্যে/ কলিকাতা/ ২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে/ শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক/ প্রকাশিত।/ ১৩২৩/ মূল্য—মূল-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲/ শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৷৹/ সাধারণপক্ষে—২৷৷৹।"

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠা :—"Printed by/ R. C. Mittra, at the Visvakosha-Press/ 9, Visvakosha Lane, Bagbazar/ Calcutta"

পরিষৎ পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ১ম সংখ্যায় পরিষৎ প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কভার পেজে পূর্ণ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য, বানান, লিপি, উচ্চারণের ইতিহাসে কৃষ্ণকীর্ত্তনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিদ্যাসাগর এম. এ. মহাশয়ের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত হইয়াছিল। পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত গ্রন্থের বিবরণ : "গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, রাখালবাবুর লিপিকাল-নির্ণয় এবং পদসূচী ৭৬ পৃঃ, মূল গ্রন্থ ৪০০ পৃঃ, বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৪১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফ্‌টোন চিত্র ৭ খানি দেওয়া হইয়াছে।"

কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশিত হইলে সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক (পরবর্তীকালে পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য) সার্ জর্জ অ্যাব্রাহাম গ্রিয়ার্সনকে একখণ্ড গ্রন্থ পাঠান হয়। অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থখানি পাঠের পর গ্রিয়ার্সন পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন :—

"Will you also please convey my thanks to Babu Basanta Ranjan Roy for his most valuable work. It is a real pleasure to find the history of the Bengali language treated so sanely and scientifically, and to see that the importance of its connection with Magadhi Prakrit is so thoroughly recognized."

পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও ভাষাতাত্ত্বিক Jules Bloch তাঁহার পত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে বসন্তরঞ্জনকে লিখিয়াছিলেন :

"......I have gone through the Preface and your introduction and did take much benefit out of them. Your edition is somehow the equivalent of the good classical edition from the purely scholar's point of view. May I request you to do someday something more ? Your edition is of course of greatest value. I mean not only to mention it in some paper but to make use of it also in my lectures next year in the E'cole des Langues Orientales. I am sure my pupils and of course myself will take much benefit from it..."

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা, পুথির প্রামাণিকতা, কবির ব্যক্তিত্ব ও বাসস্থান লইয়া যে-সকল প্রশ্ন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে আলোড়ন তোলে বসন্তরঞ্জন দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত সেগুলির উত্তর দেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় "তিনি [বসন্তরঞ্জন] কোমর বাঁধিয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সর্বদা প্রস্তুত।"

সমসাময়িক পণ্ডিত ও সাহিত্যসেবীদের কেহ কেহ কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি সম্পাদনার সময় পুথির বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেও বসন্তরঞ্জন তাঁহার স্বমতে অবিচল ছিলেন। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শব্দ ও বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণকার ও সকারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে। চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ অজস্র। চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্যে প্রাকৃত-সম্ভব ভাষানিচয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। পাঠকগণ গ্রন্থ-মধ্যে বহু অপরিচিত শব্দ পাইবেন, এক শব্দের একাধিক বর্ণ-বিন্যাসও দেখিবেন। লণ্ডনের Early English Text Society, Philological Society, Percy Society প্রভৃতি সোসাইটিসমূহ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বানান রাখা হইয়া থাকে,—মুখ্য উদ্দেশ্য, ভাষা-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সৌকর্য্য বিধান। আমরাও প্রাচীন বানান—পুথির বানান রাখিয়াছি, কোন প্রকার সংস্কারের চেষ্টা করি নাই। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, অন্যত্র বলিবার ইচ্ছা রহিল।"[১]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছিলেন :

"ভাষার প্রাণ, ধ্বনি ; লেখা চিত্র নহে। চিত্র কৃত্রিম, ধ্বনি স্বাভাবিক। বিপদ এই, স্বাভাবিককে কৃত্রিম রূপ, সাঙ্কেতিক চিত্রদ্বারা বুঝিতে হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রত্যক্ষ হইতেছে, পুরাকালের বাঙ্গালা কল্পিত চিত্র সাহায্যে বুঝিতে হইবে, চিত্রকর চিত্রের সঙ্কেতগুলা বলিয়া চিত্র লিখিলে বরং কিছু রক্ষা ছিল। চণ্ডীদাস নামে কে একজন কি রাগে কি গান গাহিয়াছিল ? এক চিত্রকর গানের চিত্র লিখিয়াছিলেন ; আমরা সেই চিত্র দেখিয়া মনে করিতেছি, এই সেই গান ! চিত্র-ব্যাখ্যাতা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিতেছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রথম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

অধিক, সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প।" জানি না, তিনি শব্দ গণিয়া গণিয়া ভাগ করিয়াছিলেন কি না; আর সংস্কৃত-জাত না বলিয়া প্রাকৃত-জাত কেন বলিয়াছেন। কিন্তু, চিত্রকরের কলা-কৌশল দেখিয়া বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে।* সে চিত্রকর কেমন, যে শ্যামকে শ্যামারূপে দেখাইতে পারেন, অতি—আতি, অচেতন—আচেতন, অধিক—আধিক ইত্যাদির অভেদ বুঝিতে বলেন, যিনি আপণ—আপন, আণি—আনি, আপমাণ—আপমান, শুণ—সুণ—সুন ইত্যাদি এক অর্থে নানা ধ্বনি শুনিতেন? এদিকে শুনি, চণ্ডীদাস বীরভূমে ছিলেন, বাঁকুড়াতেও ছিলেন, সুদূর মিথিলাতেও ছিলেন। অন্য দিকে, প্রাচীন অক্ষর-বিৎ ও ইতিহাস-বিৎ ৬ শত বৎসর পূর্ব্বেও যাইতে দিবেন না। চণ্ডীদাস রাঢ়ে ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই রাঢ়ের, ২ শত বৎসর পরের চৈতন্যচরিতামৃত ও কবিকঙ্কণ চণ্ডী আছে, ২ শত বৎসর পূর্ব্বের শূন্যপুরাণও আছে। এই সকল পুস্তকে বিদ্বদ্‌বল্লভ মহাশয়ের "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত শব্দের" আধিক্য আছে কি না, গণিলে মন্দ হইত না।"[১]

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সন ১৩২৬ প্রথম সংখ্যায় আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

"ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা যথোচিত প্রাঞ্জল। দোষ, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি, অজস্র ব্যাকরণাশুদ্ধি; গায়ন বোধ হয় নাকীসুরে গাইতেন। এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু। এ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তদুপরি চন্দ্রবিন্দু। পুথির বানান-দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে।...

'কৃষ্ণকীর্ত্তন" যদি চণ্ডীদাসের, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কাহার? বসন্তবাবু দুই অভিন্ন মনে করিয়া অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করিয়াছেন। রামী রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নান্নুরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভিত্তি? বাঁকুড়া--ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? আমার বিশ্বাস, যাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে; এবং যাহা জনশ্রুতি নামে প্রচারিত তাহারও সমস্ত অসত্য নহে। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাসের ও অন্য কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে অনেক পদ নিজে রচিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীর উপাসক ছিলেন। হয় ত বাঁকুড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। যেমন এক কৃত্তিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।"

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দেশ, কাল, কবির ব্যক্তিত্ব ও বাসস্থান এবং প্রাপ্ত পুথির বয়স- ও দেশ- বিচারে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে দুরূহ সমস্যা ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। অদ্যাবধি চণ্ডীদাস-সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই।[২]

পুথির লিপিকাল যখনই হউক, কবির বাসস্থান যেখানেই হউক, এই কাব্যের ভাষা যে খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের শেষভাগ - পঞ্চদশ শতকের প্রথম ভাগের বাঙ্গালা ভাষা তাহা আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত "The Origin and Development of the Bengali Language" গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে।

* "কৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে কয়েকটা সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু সংশয় এখনও নিঃসংশয়রূপে বলিবার সুযোগ হয় নাই। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটা আসিয়া পড়িয়াছে। [যোগেশচন্দ্র রায়]

১ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সন ১৩২৪, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬।

২ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি। দ্রষ্টব্য—'চণ্ডীদাস-সমস্যা' প্রবন্ধ, 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের আলোচনা' (৪র্থ সংস্করণ, ১৩৬৬)—শ্রীমদনমোহন কুমার।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সন ১৩২৫ তৃতীয় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনা। বসন্তরঞ্জনের লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য" (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫ তৃতীয় সংখ্যা), "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল" প্রবন্ধ (সা. প. প. ১৩৪৩, ৪র্থ সংখ্যা), "চণ্ডীদাস (আলোচনা)" (সা. প. প. ১৩৪৪, ১ম সংখ্যা), "আলোচনা : কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল" (সা. প. প. ১৩৪৫, ৪র্থ সংখ্যা), এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত "যোগেশবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' প্রবন্ধের আলোচনা" (সা. প. প. ১৩২৬, ৪র্থ সংখ্যা) কৌতূহলী পাঠক দেখিতে পারেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থশালার পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও পরিচয় 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' নামে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরিষৎ পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষ ১৩০৪ হইতেই নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকা বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নগেন্দ্রনাথ বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, ব্রজসুন্দব সান্যাল, ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রমুখ পণ্ডিতগণ কিছু কিছু প্রকাশ করিয়াছিলেন। "বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কত অজ্ঞাতপূর্ব কথা এই সকল দুষ্প্রাপ্য পুথির ভিতর রহিয়াছে, তাহার আভাস" ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ," প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় বর্ণনা করেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা পুথির প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা সংকলিত হয়, পরে প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যাও তিনি সংকলন করেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে শিববতন মিত্র মহাশয় "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিববণ" দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা সংকলন করেন। মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ও শিবরতন মিত্র কেবল তাঁহাদের নিজ গৃহে সঞ্চিত পুথিগুলিব বিবরণ পরিষৎ প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে দিয়াছিলেন। পরিষদের পুথিশালায় পাঁচ হাজারেরও অধিক যে পুরাতন পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল—যাহাদের অনেকগুলি-ই বসন্তরঞ্জনের প্রযত্নে সংগৃহীত—সেগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করার সঙ্কল্প পরিষদের কার্যনিবাহক সমিতি গ্রহণ করেন। এই কার্যে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া পরিষৎ বসন্তরঞ্জনকে পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। বসন্তরঞ্জন পরিষদের সংগৃহীত প্রাচীন পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৪ খানি পুথির বিশদ বিবরণ লেখেন। বসন্তরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব পুথিশালায় নিযুক্ত হওয়ায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্থলে পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত পদে নিযুক্ত হন এবং বসন্তরঞ্জনের প্রদর্শিত পদ্ধতিতে পরবর্ত্তী পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে থাকেন। বসন্তরঞ্জন-লিখিত পরিষদের প্রাচীন পুথির বিশদ বিবরণগুলি ১৩২৯ বঙ্গাব্দ হইতে পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে পরিষৎ পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় "পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথিব বিবরণ" প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। পরে পরিষৎ পত্রিকার ৩০শ বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায়, ৩১শ বর্ষের ১ম ও ২য় সংখ্যায় ৩২শ বর্ষের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় বসন্তরঞ্জন-লিখিত "পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" প্রকাশিত হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চেষ্টায় বেঙ্গল লাইব্রেরির পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তকের সংগ্রহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংগৃহীত হয়।[১] ১৯শে মাঘ ১৩২৪ (১লা ফেব্রুআরি ১৯১৮) পরিষদের কার্য্যনির্বাহক-সমিতি বেঙ্গল লাইব্রেরি হইতে প্রাপ্ত স্তূপীকৃত পুরাতন বাঙ্গালা পুস্তক বাছাই করার কার্যে বসন্তরঞ্জনের সাহায্য গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বসন্তবাবুর কার্যে সহায়তার জন্য অস্থায়ী ফরাস নিয়োগ

---

১ বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে ১৮৮৬-৯৪ খ্রীঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিযুক্ত ছিলেন। পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি হরপ্রসাদের অনুরাগ এখানেই সঞ্জাত হয়।

করেন ও পরিষদের কর্মচারীগণকে পর্য্যায়ক্রমে বসন্তবাবুর এই কার্যে সহায়তা করিতে নির্দেশ দেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি হইতে প্রাপ্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুদ্রিত যে পুস্তকগুলি বর্ত্তমানে পরিষদের মূল্যবান সম্পদ সেগুলি বসন্তরঞ্জনের শ্রমেই বিন্যস্ত ও তালিকাভুক্ত হয়।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় ভাষা-বিভাগ (Department of Indian Vernaculars) প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের আয়োজন করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Bengali Manuscripts Library (বাঙ্গালা পুথিশালা) আশুতোষের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের Bengali Manuscripts Libraryতে পুথির তালিকা প্রস্তুতের জন্য একজন "সহায়ক" (Assistant) নিয়োগ করা হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা অধ্যাপনার জন্য বসন্তরঞ্জন সুযোগ্য বিবেচনা করিয়া আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রোগশয্যা হইতে সার্ আশুতোষকে স্নাতকোত্তর বিভাগে বসন্তরঞ্জনকে উপাধ্যায় পদে নিয়োগ করার সুপারিশ করেন। ৩০শে চৈত্র ১৩২৫ মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে (১৩ই এপ্রিল ১৯১৯) রামেন্দ্রসুন্দরের মাতৃবিয়োগ হয়। "রামেন্দ্রসুন্দর রোগজীর্ণ দেহে দেশে কোনও রূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া সেই যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ শয্যায় পরিণত হইল।"[১] ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ (৬ই জুন ১৯১৯) রামেন্দ্রসুন্দর পরলোক গমন করেন।

এক াধিক প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন যে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা-বিভাগ স্থাপনার সময় হইতেই বসন্তরঞ্জন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্যবিবরণ হইতে দেখা যায় যে এইরূপ বিবরণ যথার্থ নহে। রামেন্দ্রসুন্দরের পরলোকগমনের তিন সপ্তাহ পূর্বে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির ২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (১৬ই মে ১৯১৯) অধিবেশনে "স্থির হইল যে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহের আবেদন অনুসারে তাঁহার ৫৲ টাকা অতিরিক্ত বেতন পার্সনাল এলাউন্স হিসাবে দেওয়া হইবে এবং অন্যান্য লেখকগণের মাসিক ৪৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে বেতনের উপর এক বৎসরের জন্য দ্রব্যাদি মহার্ঘ্যের জন্য এলাউন্স দেওয়া হউক।" ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় নিযুক্ত ছিলেন।

পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি ৬ই শ্রাবণ ১৩২৬ (২২শে জুলাই ১৯১৯) তারিখের অধিবেশনে ১৩২৬, ১৩২৭, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের জন্য পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশার্থ 'প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সমিতি নামক পরামর্শ সমিতি' গঠন করেন—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মৃণালকান্তি ঘোষ এই সমিতির সদস্য হন।

পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতি ২৩শে অগ্রহায়ণ ১৩২৬ (৯ই ডিসেম্বর ১৯১৯) পুথিশালার দুষ্প্রাপ্য পুথিগুলি চিহ্নিত করিবার জন্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে লইয়া একটি শাখাসমিতি গঠন করেন। বসন্তরঞ্জন ও অমূল্যচরণ দুইজনে মিলিয়া প্রাচীন পুথিগুলি চিহ্নিত করার কার্য আরম্ভ করেন।

সার্ আশুতোষ বসন্তরঞ্জনকে উপাধ্যায় পদে নিয়োগ সম্বন্ধে বিবেচনাকালে, বসন্তরঞ্জন ইংরেজী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন নহেন বিভাগীয় কর্ণধার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করায়, আশুতোষ বসন্তরঞ্জনকে বাঙ্গালা পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। কিছুকাল পরে গুণগ্রাহী আশুতোষ বসন্তরঞ্জনের যোগ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উপাধ্যায় (Lecturer in Old Bengali) পদে নিযুক্ত করেন। এ সম্বন্ধে বসন্তরঞ্জন বলিয়াছেন :

"আমি ইংরেজি জানি নে, এটাই সর্বপ্রথম আলোচিত হ'য়েছিল। আশুতোষের এক প্রিয়পাত্র এই অভিযোগ ক'রলেন। সে জন্য আমাকে নানাভাবে যাচাই করা হয়।"

১ সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—৭০ সংখ্যা, পৃ. ৮২-৮৩

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার রক্ষক (Keeper of Bengali Manuscripts) পদে নিযুক্ত হইয়া বসন্তরঞ্জন পুথিশালার সহায়কটিকে পুরাতন পুথি পাঠের তালিম দিয়া অল্পকালের মধ্যেই পুথির তালিকা প্রস্তুতে দক্ষ করিয়া তোলেন।

"The Library of Bengali Manuscripts may be said to have been started with the appointment in 1919 of an Assistant for the purpose of cataloguing the Manuscripts then in possession of the University. Mr. Basanta Ranjan Ray, who had been engaged for more than a quarter of a century in deciphering Old Bengali Manuscripts, was given the charge in 1920, and he utilised his experience in training his Assistant in reading and cataloguing Manuscripts. Within a short time the library was thus placed on an efficient footing."[১]

অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন : "বসন্তরঞ্জন কিছুদিনের জন্য পরিষদের পুথিশালার কর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। সেখানকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রথমে পুথিরক্ষক হিসাবে এবং পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনেকদিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"[২]

বসন্তরঞ্জন প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উপাধ্যায় পদে যোগদান করার পরও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব বাঙ্গালা পুথিশালার রক্ষক রূপেও কর্তব্য পালন করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়েব বাঙ্গালা পুথিশালার রক্ষক নিযুক্ত হন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন পরিষদের চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর ১৩২৭ বঙ্গাব্দে (১৯২০ খ্রী:) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে পরিষদের বেতনভুক্ কর্মচারী থাকায় তাঁহাকে পরিষদের নিয়মাবলী অনুযায়ী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না।

কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্যরূপে, সাহিত্য-শাখার সভাপতিরূপে, পরিষদের পুস্তকালয় সমিতির সদস্যরূপে তিনি বিভিন্ন অধিবেশনে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া পরিষদের উন্নয়নকল্পে সক্রিয় সাহায্য করিয়াছিলেন, পরিষদের নথি-পত্রে তাহার পরিচয় আছে।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর কার্যনির্বাহক-সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন।

মেদিনীপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., বি. সি. এস্. জরিপের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় প্রাচীন বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ করিতেন। পুথিসংগ্রহে গ্রামাঞ্চলে ঘোরার সময় বসন্তরঞ্জনের সহিত সনৎবাবুর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয়। সনৎবাবুর পুথির বিপুল সংগ্রহ দেখিয়া বসন্তরঞ্জন পুথিগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে লুপ্ত না হয় সেজন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালা প্রতিষ্ঠার সময় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সার্ আশুতোষকে বলিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের সংগৃহীত সমস্ত পুথি ("the whole stock") ৩০০০৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করান। সনৎবাবুর সংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালায় আহৃত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে চিন্তা করিয়া বসন্তরঞ্জন সার্ আশুতোষের দ্বারস্থ হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের Keeper of Bengali Manuscripts রূপে বসন্তরঞ্জনের অন্যতম কীর্তি সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র পুথি-সংগ্রহ—সর্বসাকুল্যে ওজন ১৯ মণ—বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিনামূল্যে আহরণ। বসন্তবাবুর নির্বন্ধে ও

---

১ "Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts" Vol. I, Calcutta University, 1926. p. v.

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৪।

প্রেরণায় সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁহার ২৭শে এপ্রিল, ১৯২০ তারিখের পত্রে তাঁহার সমস্ত পুথি বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় দান করার প্রস্তাব করেন, আশুতোষ পত্রোত্তরে কৃতজ্ঞতার সহিত এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন এবং বসন্তরঞ্জন স্বয়ং গিয়া সনৎবাবুর নিকট হইতে পুথিগুলি লইয়া আসেন।

"The great collection weighing 19 maunds in packing cases was brought down to Calcutta from Midnapur (Mr. Mukherjee's place) by Mr. Ray personally."[১]

সার্ আশুতোষের নির্দেশে বসন্তরঞ্জন বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় সংগৃহীত পুথিগুলির বর্ণনাত্মক তালিকা প্রস্তুত করিতে সুরু করেন এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা-বিভাগে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার উপাধ্যায়রূপে বসন্তরঞ্জন যোগদান করার পর গোপীচন্দ্রের গান সম্পাদনের কার্যে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে সহায়তা করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় গ্রিয়ার্সন সাহেব সর্বপ্রথম "ময়নামতীর পালা" প্রকাশ করেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে গ্রিয়ার্সন সংগৃহীত গান উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৫শ বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় ৩৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ময়নামতীর গানের আর একটি পাঠ ও আলোচনা রংপুর জেলার নীলফামারির সাব্-ডিভিসন্যাল অফিসার বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রকাশ করেন। গ্রিয়ার্সন-সংগৃহীত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত 'ময়নামতীর গান' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২০-২১ সালের এম. এ. ক্লাসের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। বসন্তরঞ্জনের উপর উহা অধ্যাপনার ভার পড়ে। "ময়নামতীর পুঁথির গোবিন্দচন্দ্র ও নাথগুরুগণ" নামক একটি প্রবন্ধ পরিষদ্ মন্দিরে রবিবার ২২শে শ্রাবণ ১৩২৮ (৭ই অগষ্ট ১৯২১) পরিষদের ২৮শ বর্ষের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে বসন্তরঞ্জন পাঠ করেন। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। বসন্তরঞ্জনের প্রবন্ধ এবং তাঁহাদের আলোচনা পরিষৎ পত্রিকার ২৮শ বর্ষ (১৩২৮) দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ আলোচনা হইতে জানা যায় যে বসন্তরঞ্জন ও তাঁহার এম. এ. ক্লাসের ছাত্রগণ এই গান সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য তখন অসাধারণ পরিশ্রম করিতেছিলেন।

মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ চট্টগ্রাম হইতে গোপীচাঁদের পাঁচালীর চারখানি প্রাচীন পুথির পাঠ তুলনা করিয়া ভবানী দাসের গোপীচাঁদের গানের পাণ্ডুলিপি টীকা-টিপ্পনীসহ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশের জন্য পাঠান। বিশ্বেশ্বরবাবুর ও আব্দুল করিম সাহেবের সংগৃহীত গান মূলত অবলম্বন করিয়া দীনেশবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ময়নামতীর গান সম্পাদনার ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (১৩২৯) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "গোপীচন্দ্রের গান" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। উহার আখ্যাপত্র :

"গোপীচন্দ্রের গান / উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত / শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য / (গান সঙ্কলয়িতা) / শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন / এবং / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় / সম্পাদিত / (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহর) / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত / ১৯২২"

এই গ্রন্থে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নীলফামারি হইতে সংগৃহীত গোপীচন্দ্রের গানের পাঠের সহিত মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদের পাঠ তুলনা করিয়া বসন্তরঞ্জন গ্রন্থ-সম্পাদনায় প্রভূত পরিশ্রম করেন। "গোপীচন্দ্রের গান" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া উহার প্রথম খণ্ড (টীকা-টিপ্পনী ও ভূমিকা ব্যতীতই) দীনেশবাবু দ্রুত প্রকাশ করেন। বসন্তরঞ্জনের উপর "গোপীচন্দ্রের গান" পড়াইবার ভার দেওয়া হয়। ছাত্রবৎসল বসন্তরঞ্জন রাত্রি জাগরণ করিয়া অতি দ্রুত গোপীচন্দ্রের গানের

১ 'Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts' Vol. I (C. U. 1926), p. vi

টীকা-টিপ্পনী প্রস্তুত করেন এবং এ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অল্পকালের মধ্যেই লিপিবদ্ধ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে (ভাদ্র, ১৩৩১) "গোপীচন্দ্রের গান" দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। উহার আখ্যাপত্র :

"গোপীচন্দ্রের গান / উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত / শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য / (গান সঙ্কলয়িতা) / শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন / এবং / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় / সম্পাদিত / (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহর) / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত / ১৯২৪"।

"গোপীচন্দ্রের গান" দ্বিতীয় খণ্ডে বসন্তরঞ্জন প্রণীত ১০১ পৃষ্ঠাব্যাপী টীকা-টিপ্পনী এবং ৮৬ পৃষ্ঠাব্যাপী শব্দার্থ-সূচী সংযোজিত হয়।

দীনেশচন্দ্র সেন 'গোপীচন্দ্রের গান' দ্বিতীয় খণ্ডের 'মুখবন্ধে' উপসংহারে লেখেন :

"বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাদের ঘরের লোক ; তিনি এই গানের ভাষাতত্ত্ব লইয়া যতটা খাটিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাপ্য হইলেও আমরা তাঁহার প্রাণান্ত পরিশ্রমের গৌরব স্বীকার করিতে বাধ্য। আমি বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ের একটা শব্দসূচী দিয়াছি, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকঙ্কণের শব্দসূচী সঙ্কলন করিতেছেন, আমরা উভয়েই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সাহায্যকারী পণ্ডিত নিযুক্ত করাইয়া পরিশ্রমের ভার লাঘব করিয়া লইয়াছি ; কিন্তু বসন্তবাবু এই গ্রন্থের পবিশিষ্টে ভাষাতত্ত্বের যে গুরুতর আলোচনা করিয়াছেন এবং ইহার যে বিরাট শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা সমস্তই একক করিয়াছেন, তিনি পরিশ্রমী এবং লাজুক প্রকৃতির লোক সুতরাং প্রাণান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন পণ্ডিতের সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ. ক্লাস পড়াইবার জন্য তাঁহার দ্বারা ইহার পূর্ব্বেই শব্দার্থের একটা সূচি প্রস্তুত ছিল, তাহা না হইলে অল্প সময়ের মধ্যে এতটা কাজ দেখাইতে পারিতেন না। কিন্তু শত শ্রম করিলেও প্রথম সংস্করণ সর্ব্ব বিষয়ে নিখুৎ হইতে পারে না। এই অক্লান্ত শ্রমের নিদর্শন শব্দ-সূচীটিও যে একেবারে সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহা বলা যায় না, দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, গোপীচন্দ্রের গানের ১৫৪ পৃষ্ঠায় যে "তিতি" শব্দটি আছে, তাহা বসন্ত বাবুর শব্দসূচী হইতে বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু এসকল অতি ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণতা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।"

১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সংকলিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ (পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত)" ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত ১৭৪ খানি পুথির যে বিবরণ বসন্তরঞ্জন প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন তন্মধ্যে ১০০ খানি পুথির বিবরণ এই গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জন-সংকলিত অবশিষ্ট ৭৪ খানি পুথির বিবরণ এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরিষৎ পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সংকলিত ২৪ খানি পুথির বিবরণ (অর্থাৎ ১০১-১৯৯ পর্যন্ত সংখ্যক পুথির পরিচয়) ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬ খ্রী:) পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি গ্রন্থের আখ্যাপত্র :

"সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৪৩ / বাঙ্গালা / প্রাচীন পুথির বিবরণ / [পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত] / তৃতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ / সংকলিত / ও / শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত / ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড / বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির / হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত। / বঙ্গাব্দ ১৩৩০ / মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—।৵০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—॥০, / সাধারণ পক্ষে—॥৵০"

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠা : "৬৬, মানিকতলা ষ্ট্রীট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌-এ / ১ হইতে ২০ ফর্ম্মা এবং ১১১।৪এ, মানিকতলা ষ্ট্রীট কোহিনুর প্রেসে কভার, টাইটেল, নিবেদন ও সূচী মুদ্রিত।"

এই খণ্ডে ডাকচরিত্র, এবং রামায়ণ—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডের পুথিগুলির প্রামাণ্য পরিচয় বসন্তরঞ্জন কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পরিষদ্‌গতপ্রাণ রামকমল সিংহ এই খণ্ডের প্রকাশকের নিবেদন লিখিয়াছেন :

"শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি তাঁহার এই অতিপ্রিয় আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আমরা আশা করি, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার সঙ্কলিত অবশিষ্ট পুথির বিবরণ প্রকাশের সময় ভূমিকারূপে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।"

১৩৩৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ পুথিশালার সংগৃহীত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা—বসন্তরঞ্জন কর্তৃক লিখিত ১০১-১৭৪ সংখ্যক পুথির বিবরণ এবং তাঁহার মূলাভিষিক্ত পুথিশালার ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য লিখিত আর ২৪ খানি পুথির বিবরণসহ—প্রকাশিত হয়। উহার আখ্যাপত্র :

"সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—সং ৪৩ / বাঙ্গালা / প্রাচীন পুথির বিবরণ / [পরিষৎ পুথিশালার সংগৃহীত] / তৃতীয় খণ্ড / দ্বিতীয় সংখ্যা / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ / শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য / সঙ্কলিত / শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত / ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড / বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির / হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত। / বঙ্গাব্দ ১৩৩৩ / মূল্য—পরিষদের সদস্য-পক্ষে—।৵০, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে—।০ / সাধারণের জন্য—॥৵০"

আখ্যাপত্রের অপর পৃষ্ঠা : "১৩, পটুয়াটোলা লেন / বেঙ্গল প্রিণ্টার্স লিঃ হইতে / শ্রীরত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত।"

এই খণ্ডে প্রকাশিত বসন্তরঞ্জন-লিখিত বিবরণগুলি সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩২শ বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত কমলাকান্তের "সাধকরঞ্জন" পুথিখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র :

"সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—সং ৭১ / কমলাকান্তের / সাধক-রঞ্জন / সম্পাদক / শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ / ও / শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ. এম. এ. বি. এল / বঙ্গীয়-সাহিত-পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ / শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ. / লিখিত মুখবন্ধ সমেত / কলিকাতা / ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড্, / বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে / শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক / প্রকাশিত। / ১৩৩২ / মূল্য—সদস্য-পক্ষে—৸০ / শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে—৸৵০ / সাধারণ-পক্ষে—১৲"

১৩২৫ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম. এ. শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সহিত বর্ধমান জেলার চান্না গ্রামে বেড়াইতে যান। তাঁহার উপর আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আজ্ঞা ছিল যে, যখন যেখানে যাইবে সেখানের স্থানীয় তথ্যাদি ও পুথি সংগ্রহ করিতে হইবে। খানা জংশন ষ্টেশন হইতে আড়াই মাইল দূরে চান্না গ্রামে কমলাকান্তের মাতুলালয়। গ্রামের ঈশান কোণে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের বায়ুকোণে একটি পঞ্চমুণ্ডী আসনে কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করেন। বিশালাক্ষীর পূজারী যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' পুথিখানি আনিয়া প্রবোধবাবু রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে দেন এবং "ইহা কমলাকান্ত লিখিত একমাত্র পুথি বলিয়া তিনি এই পুথি পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইবে স্থির করেন।" পরিষদ্ মন্দিরে আনীত এই "পুথির আকার ১৩½" × ৩¾", পত্র-সংখ্যা ১-১৭, ১৯-২১, ২৩। উভয় পৃষ্ঠে লেখা, ১৭শ পত্রের এক পিঠে লেখা। এক এক পৃষ্ঠায় ৬-৭ পঙ্‌ক্তি লেখা।" বসন্তরঞ্জনের মতে বাঙ্গালা ভাষায় সাধন সম্বন্ধে এমন সুন্দর পুথি দেখা যায় নাই। অটলবিহারী ঘোষ সাধকরঞ্জনের ভূমিকায় তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে পাদটীকায় তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির ও দুরূহ প্রাচীন শব্দগুলির অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থের শেষে বসন্তরঞ্জন যে শব্দার্থসূচী দিয়াছেন তাহাতে শব্দের অর্থ ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হইয়াছে।

১৯২০ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালার বসন্তরঞ্জন যে সকল পুরাতন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে কতকগুলির বিবরণ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) তাঁহার ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় 'Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. I'-এ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের আখ্যাপত্র :

"Descriptive Catalogue / of Bengali Manuscripts / Volume I / By / Basanta Ranjan Ray Vidvadballabh, / Lecturer in Old Bengali, and Formerly Keeper of Bengali Manuscripts / in the University of Calcutta, / And / Basanta Kumar Chatterjee, M.A., / Lecturer in Linguistics and Keeper of Bengali Manuscripts / in the University of Calcutta / (Seal of the University of Calcutta) / Published by the / University of Calcutta / 1926."

এই খণ্ডে ২৮৬ খানি পুথির বর্ণনা ও রচনার নিদর্শন আছে। সবগুলি পুথি রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের পুথি। ইতিপূর্বে বসন্তরঞ্জন সাহিত্য-পরিষদে সংগৃহীত রামায়ণের পুথিগুলির বিবরণ লিখিয়া আসিয়াছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত রামায়ণের পুথিগুলি বাছাই করিয়া এই পুথিগুলির বিবরণ এবং পরিশিষ্টে আরও কতকগুলি রামায়ণের পুথির—যেগুলির বিশদ বিবরণ গ্রন্থ মধ্যে লিখিত হয় নাই সেগুলির— সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। এই খণ্ডের সমস্ত পুথির বর্ণনাত্মক বিবরণ বসন্তরঞ্জনের লিখিত, ক্যাটালগের ভূমিকাটি তাঁহার পরবর্তী পুথিশালা-রক্ষক বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ঐ ক্যাটালগের দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব পদাবলী ও চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলির বিবরণ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, মণীন্দ্রমোহন বসু ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্র :

"The / Descriptive Catalogue / of / Bengali Manuscripts / Volume II / (Padavali and Biographies of Chaitanya Deva) / By / Basanta Ranjan Roy, Vidvadballabha / Lecturer in Old Bengali and Formerly Keeper of Bengali Manuscripts in the / University of Calcutta, / Manindra Mohan Bose, M.A. / Ramtanu Lahiri Research Assistant, Lecturer in Subsidiary Bengali and Keeper / of Bengali Manuscripts in the University of Calcutta / And / Basanta Kumar Chatterjee, M.A. / Formerly Keeper of Bengali Manuscripts and Lecturer in Linguistics, in the / University of Calcutta. / With An Introduction By / Rai Dinesh Chandra Sen, Bahadur, D. Litt. / Ramtanu Lahiri Research Fellow, And Professor of Bengali in the / University of Calcutta. / (Seal of the University of Calcutta) / Published by the University of Calcutta / 1928."

দ্বিতীয় খণ্ডে ২৮৭ হইতে ৫৫৬ সংখ্যক পুথির বর্ণনা ও রচনার নিদর্শন আছে। ২৮৭ হইতে ৩৫৩ সংখ্যক পুথি বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পুথি, ৩৫৪ হইতে ৪৬৯ পর্যন্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের বিভিন্ন খণ্ডের পুথি, ৪৭০ হইতে ৫০১ সংখ্যক পুথি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বিভিন্ন খণ্ডের পুথি, ৫০২ হইতে ৫৪৩ সংখ্যক পুথি লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের বিভিন্ন খণ্ডের পুথি এবং ৫৪৪ হইতে ৫৫৬ সংখ্যক পুথি জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বিভিন্ন খণ্ডের পুথি। দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭০ খানি পুথির মধ্যে ৫৫ খানি (৫০২ হইতে ৫৫৬ সংখ্যক লোচন দাসের ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের) পুথির পরিচয় মণীন্দ্রমোহন বসু লিখিত, ২১৫ খানি (কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের) পুথির পরিচয় বসন্তরঞ্জনের ও বসন্তকুমারের কার্যকালে লিখিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে বসন্তরঞ্জন ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত 'হরিলীলা' গ্রন্থ সম্পাদন করেন। উহা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানির আখ্যাপত্র:

"হরিলীলা / লালা জয়নারায়ণ সেন / প্রণীত / বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক / ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন / ও / বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় / সম্পাদিত / (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহর) / কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে / প্রকাশিত।"

কবি জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরের অভিজাত বৈদ্য, ১৬৯৪ শকে (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে)—অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' রচনার ২০ বৎসর পরে—তিনি 'হরিলীলা' রচনা করেন। ইহা সত্যনারায়ণের উপাখ্যানের পুথি। ইহার ৩৬ বৎসর পূর্বে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ('সনে রুদ্র চৌগুণা', ১১৪৩ বঙ্গাব্দে) ভারতচন্দ্রও সত্যনারায়ণের পালা রচনা করেন, "কিন্তু", দীনেশবাবুর মতে, "বিষয়গৌরবে, কবিত্ব-মহিমায়, পাণ্ডিত্যে ও শব্দ-বৈভবে জয়নারায়ণের 'হরিলীলা' এই শ্রেণীর সকল পুস্তক হইতে শ্রেষ্ঠ।"

হরিমোহন সেনগুপ্ত কর্তৃক ১২৬০ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নকল করা এই পুথির একখানি পাণ্ডুলিপি ফরিদপুরের আনন্দনাথ রায়ের নিকট হইতে দীনেশচন্দ্র দুইশত টাকা মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খরিদ করেন। খরিদ করার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহা খোয়া যায়। পরে পুথি-বিক্রেতার নিকট রক্ষিত আর একখানি নকল হইতে পারিশ্রমিক দিয়া পুনরায় একটি পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া আনানো হয়। দীনেশচন্দ্র বসন্তরঞ্জনকে দ্বিতীয়বারে সংগৃহীত এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করিতে দেন। "কিন্তু সেই পাণ্ডুলিপি-লেখক প্রাচীন লিপি পড়িতে একেবারে অনভ্যস্ত, সুতরাং জয়নারায়ণের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এই পুস্তকখানি নকল করিতে যাইয়া তিনি অনেক ভ্রমপ্রমাদ করিয়াছেন। বিদ্বদ্বল্লভ বসন্তরঞ্জন রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও এই সংস্করণ নির্ভুল করিতে পারেন নাই।" (দীনেশচন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকা, 'হরিলীলা' পৃষ্ঠা ১/০-১৶০)

বসন্তরঞ্জন 'হরিলীলা'র পাঠোদ্ধারে ও সম্পাদনে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং গ্রন্থের শেষে বিস্তৃত শব্দসূচী সংযোজন করিয়াছিলেন। অপ্রচলিত ও আঞ্চলিক শব্দগুলির অর্থ, এবং আরবী, ফারসী, হিন্দী, দেশী ও প্রাকৃত হইতে গৃহীত শব্দগুলির নির্দেশ দিয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের উপাধ্যায় পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি কিছুদিন বেলিয়াতোড়ে বাস করেন। পরে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায়ের কর্মস্থলে পুত্র ও পুত্রবধূর নিকটেই থাকিতেন, মাঝে মাঝে বেলিয়াতোড়ে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ রায় পুণা হইতে কৃষি-বিদ্যায় স্নাতক হইয়া প্রথমে বাঁকুড়ায় শ' ওয়ালেস্ কোম্পানীতে নিযুক্ত হন, পরে বঙ্গীয় সরকারের কৃষি-বিভাগে যোগ দিয়া কিছুদিন ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে ডেটিনিউ কৃষি-ফার্মে ইনচার্জ ছিলেন। পরে সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিয়া তিনি চুঁচুড়ার এগ্রিকালচারাল ফার্ম ও স্কুলে যোগ দেন।[১] অবসর গ্রহণের পর বসন্তরঞ্জন চন্দননগরে বোড়াই-চণ্ডীতলায় গঙ্গার ধারে পুত্র রামপ্রসাদ, পুত্রবধূ রেণুকা ও রেণুকার একমাত্র ভ্রাতা রাজকুমার মুস্তফীকে লইয়া থাকিতেন। ১১ বৎসর বয়স হইতে পিতৃমাতৃহীন রাজকুমার বসন্তরঞ্জনের নিকট মানুষ হইয়াছেন, বসন্তরঞ্জনের গভীর স্নেহ লাভ করিয়াছেন, বসন্তরঞ্জনের পার্শ্বচর-রূপে তাঁহাকে অতি নিকট হইতে দেখিয়া ও তাঁহার চারিত্র্যে, স্নেহে ও দৈনন্দিন জীবনচর্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার জীবনের কিছু কিছু ঘটনা ও সরস অকপট উক্তি ডায়েরিতে পরবর্তীকালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমকালীন কয়েকজন পণ্ডিত, সাহিত্য-সেবী ও সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে বসন্তরঞ্জনের ঐ উক্তিগুলি হইতে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

চন্দননগরে বাসকালে প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায়ের সহিত বসন্তরঞ্জনের অন্তরঙ্গতা হয়।

---

১ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্যর্ হরিশঙ্কর পাল প্রদত্ত ২১১ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত চুঁচুড়ার কৃষি বিদ্যালয় ও ফার্ম ১৯২৪-৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেসরকারী পরিচালনায় ছিল, তাহার পর সরকারী কৃষি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

প্রতিদিন অপরাহ্নে প্রবর্তক সঙ্ঘে মতিলাল রায়ের সহিত গল্প করিয়া গঙ্গার ধারে বেড়ান বসন্তরঞ্জনের অভ্যাস ছিল। মতিলাল রায়ের অনুরোধে তিনি "শ্রীরাধার জন্মরহস্য" প্রবন্ধ প্রবর্তক পত্রিকার জন্য রচনা করেন। এই সময়ে মতিলাল রায় তাঁহার রচিত "চণ্ডীদাস" নাটকের অভিনয় বসন্তরঞ্জনকে দর্শন করান। কৃষ্ণকীর্তন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুতের জন্য প্রবর্তক সঙ্ঘে সংগৃহীত গ্রন্থ ও পুথি বসন্তরঞ্জনের যখনই প্রয়োজন হইত তখনই প্রবর্তক সঙ্ঘের গ্রন্থাধ্যক্ষ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ পাঠাইতেন, মতিলালের নির্দেশে অন্যান্য স্থান হইতেও সংগ্রহ করিয়া আনাইতেন। "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ষোল বৎসর পরে, চন্দননগরে অবসরজীবন যাপনকালে, বসন্তরঞ্জন গ্রন্থখানি আগাগোড়া মূল পুথির সহিত মিলাইয়া, টীকা-টিপ্পনী সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করিতে নিযুক্ত হন। ৬৮/৬৯ বৎসর বয়সেও প্রতি সপ্তাহেই কয়েকদিন করিয়া তিনি চন্দননগর হইতে এজন্য সাহিত্য পরিষদে আসিতেন। এই সময়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ পণ্ডিতগণ চন্দননগরে বসন্তরঞ্জনের বাড়ীতে গিয়াছেন এবং কৃষ্ণকীর্তনের নূতন সংস্করণ সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ১৩৪০-৪১ বঙ্গাব্দে (১৯৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) দুই বৎসরের নিরলস পরিশ্রমে তিনি "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" দ্বিতীয় সংস্করণের মূল ও টীকা-টিপ্পনীর সংশোধিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ১৩৪২ বঙ্গাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায়, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ শনিবার (১৮ই মে, ১৯৩৫) বসন্তরঞ্জন কৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা রচনা চন্দননগরের গঙ্গাতীরের বাটীতে বসিয়া শেষ করেন। বসন্তরঞ্জন চিরদিনই সংস্কার-পন্থী, জিজ্ঞাসু। কৃষ্ণকীর্তন প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর উনিশ বৎসর ধরিয়া বিতর্কের ফলে যে সমস্ত নূতন তথ্য আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সেগুলির যৌক্তিকতা বিচার করেন এবং বহু বিষয়ে তাঁহার মতের পরিবর্তন স্বীকার করেন। নানা পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পাঠ সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় ও অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতগণের ধৃত পাঠ কৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারের সম্পাদকীয় বক্তব্যে তিনি প্রথম সংস্করণের ভূমিকা সম্বন্ধে লেখেন: "প্রধানত: তৎকালিক প্রচলিত মতকে ভিত্তিমূল করিয়া কবির দেশ-কাল-চরিতাদি আলোচিত হইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। ইত্যবসরে আমাদের মতের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সুতরাং সংস্কার প্রয়োজন; এবং তদুদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রস্তাবের অবতারণা। অবশ্য আনুষঙ্গিক কথাও অল্পবিস্তর আসিয়া পড়িবে। আবশ্যকবোধে প্রথমবারের বক্তব্যও রাখিয়া দিতে হইল।"

কৃষ্ণকীর্তন প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর সাহিত্য পরিষৎ পুথিশালায় কতকগুলি জীর্ণ পুথির পাতার মধ্য হইতে চণ্ডীদাসের কয়েকটি পদ বসন্তরঞ্জন খুঁজিয়া পান, এগুলিতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুসংক্রান্ত কিছু তথ্য ছিল। দীনেশবাবু এই পদগুলি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন: "It was merely by chance that a rotten leaf, about 200 years old, was discovered by Mr. Basanta Ranjan Ray in which Rami, the beloved one of Chandidas, described the tragic death of her lover in glowing pathos."[১] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থেও (৬ষ্ঠ সং, পৃ ২১৪-২১) দীনেশবাবু এই পদগুলি লইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই পদগুলির আবিষ্কার সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন: "চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে। ...একদিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু।

---

১ Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, Vol. II, Introduction p. xi.

কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা।"[১]

বসন্তবাবু-আবিষ্কৃত চণ্ডীদাসের মৃত্যু-সম্পর্কিত পদগুলির আলোচনা করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন:

"যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। ···

তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্তত: দুইজন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবত: ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।"[২]

বসন্তবাবু কিন্তু তাঁহার এই নবাবিষ্কৃত পদগুলি সম্বন্ধে দীনেশবাবুর উচ্ছ্বাস ও শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত নি:সংশয়ে মানিয়া লন নাই, তিনি আচার্য্য যদুনাথ সরকারকে পদগুলি দেখান। বসন্তরঞ্জন লিখিয়াছেন:

"কিন্তু উহা দেখিয়া পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম. এ, সি. আই. ই মহাশয় সংশয় প্রকাশ করেন এবং আমাদিগকে অপেক্ষাকৃত সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। পুন: পুন: আলোচনায় ও পদ কয়টার উপর আমরা বিশ্বাস হারাইয়াছি।"[৩]

শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারকস্বরূপ লেখমালার জন্য বসন্তরঞ্জন ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত তাঁহার আরও কতকগুলি মতের ভ্রান্তি— বিচার-বিবেচনার পর— স্বীকার করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে লেখেন: "কবিসম্পর্কে এযাবৎ যাহা লিখিত হইয়াছে, অপর যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের তন্ন তন্ন পরীক্ষা এবং পুনরালোচনা প্রয়োজন।···আমাদের উক্তির কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধনে প্রযত্ন করিব।"[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রথম সংস্করণে বসন্তবাবু পদকল্পতরু ৪র্থ শাখা ২৬শ পল্লব-ধৃত যে চারিটি পদকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির কবিতা-বিনিময়, সুরধুনীতীরে সাক্ষাৎ ও রসতত্ত্বের প্রসঙ্গ সমর্থন করিয়াছিলেন, এই প্রবন্ধে তথ্যবিচারে তিনি তাহা কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত "চণ্ডীদাস সহজধর্মে দীক্ষিত ছিলেন" এই মতও বসন্তবাবু এই প্রবন্ধে বিশদ আলোচনার পর ত্যাগ করেন এবং লেখেন: "কবি সহজিয়া ছিলেন না, নবরসিকেরও একজন নন। 'নবরসিক' শব্দটা তখনও গড়িয়া উঠে নাই; এমন কি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও নয়। হয়ত চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির ন্যায় স্মৃতি-শাস্ত্রের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেন, গণেশাদি পঞ্চদেবতার উপাসনা করিতেন।"[৫]

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে," এই অনুমানও তিনি ভ্রান্ত বলিয়া ত্যাগ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি লেখেন "শ্রীযুক্ত সতীশবাবু কাব্যের সর্বত্র প্রবীণ হস্তের পরিচয় পাইয়াছেন। বস্তুত: তাঁহার সিদ্ধান্তই আদরণীয়।"[৬]

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৬, ২য় সংখ্যা, পৃ, ৭৮। ২ তদেব পৃ, ৮৩-৮৪।

৩ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস," হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, পৃষ্ঠা ১৫।

৪ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস," হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, ২য় ভাগ (১৩৩৯), পৃ, ৬।

৫ তদেব পৃ, ১৪। ৬ তদেব পৃ, ১৫।

১৩৪২ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, উপরি উক্ত প্রবন্ধের আলোকে, তিনি প্রথম সংস্করণের 'সম্পাদকীয় বক্তব্যে'র সংস্কার সাধন করেন এবং নিজের ভ্রম সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে লেখেন :

"কতকটা চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের মোহ কাটাইয়া উঠিতে না পারায় এবং কতকটা পরতন্ত্র[১] হইয়াও বটে, আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে' এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। পুনঃপুন আলোচনা করিয়া আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। কাব্যখানা প্রবীণ কবির লেখনীপ্রসূত বলিতে এখন আর দ্বিধা বোধ হয় না।"

বসন্তরঞ্জনের চন্দননগর-বাসকালে একদিনের একটি ঘটনা শ্রীরাজকুমার মুস্তফীর নোট বইয়ে লিখিত বর্ণনা হইত উদ্ধৃত হইল :

"প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের মেলায় সাহিত্য-সভায় একবার সভাপতিত্ব ক'রতে এসে পণ্ডিতপ্রবর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বসন্তবাবুর বোড়াইচণ্ডীতলার বাসায় উঠেছিলেন। বসন্তবাবু সেদিন সকালে পুত্রবধূকে ব'ল্‌লেন, "মা, আজ তোমায় আম পোড়াতে হবে।" রেণুকা দেবী ব'ল্‌লেন, "সুনীতিবাবু আস্‌ছেন নিশ্চয়।" বসন্তরঞ্জন ব'ল্‌লেন, "ঠিক ধরেছ। সুনীতি তোমার তৈরী আমপোড়ার সরবৎ খেতে বড্ড ভালবাসে। খাওয়ার সময় ওর মুখে এমন একটা তৃপ্তির ছবি ফুটে ওঠে, দেখে আমার মনে হয়, আমারই শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে।···সুনীতি বড় intelligent আর অধ্যবসায়ী। এখনই সুপণ্ডিত হিসেবে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে। তবে দেখো এমন দিন আসবে, তখন আমি অবশ্য বেঁচে থাকব না, যখন সুনীতিকে replace করার লোক শুধু ভারতবর্ষে নয়,-সারা বিশ্বে পাওয়া কঠিন হবে।" সুনীতিবাবু ঐদিন বহুক্ষণ বসন্তবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে তার পর যথসময়ে সভায় যান। ঐ সভায় প্রবর্ত্তক-সঙ্ঘের তথা মতিবাবুর "আত্মা" শব্দের "আত্‌মা" উচ্চারণের সম্বন্ধে উচ্চারণতত্ত্ব নিয়ে একটু সরস আলোচনা করেন প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তৃতায়। এই সম্পর্কে পরে বসন্তবাবু বাড়ীতে বলেন, "সুনীতির চিন্তায়, কথায় ও কাজে কোথাও জট নেই। আজ যা বাড়ি মেরেছে মতিবাবুদের মাথায়, তার ঘা শুকোতে ওঁদের কয়েক দিন লাগবে। বয়সে নবীন হলেও ওকে আমি শ্রদ্ধা করি ওর পাণ্ডিত্য আর তেজস্বিতার জন্যে।"

চন্দননগর বাসকালে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২৭শে আষাঢ় পূর্ণিমা তিথিতে (১২ই জুলাই ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) বসন্তরঞ্জনের পুত্রবধূ রেণুকা অকালে (২৬ বৎসর বয়সে) টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। এই মর্মান্তিক শোকে ৭৩ বৎসর বয়সে বসন্তরঞ্জন অসহায় বোধ করেন, যেন দ্বিতীয়বার মাতৃহীন হন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্বাস্থ্যবান কর্মঠ বসন্তরঞ্জন বলিতেন "১০০ বছর আমি অনায়াসে বাঁচতুম। যদি না মা আমায় মেরে যেত এইভাবে। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা।" রেণুকার মৃত্যুর পরে রামপ্রসাদ চুঁচুড়ার চাকুরি ও চন্দননগর ছাড়িয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারাকপুরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটে যোগ দেন এবং ব্যারাকপুরে বাস করিতে থাকেন। মাতৃহীন চারটি পৌত্র পাঁচুগোপাল (৯), নন্দগোপাল (৭), কৃষ্ণগোপাল (৫) ও নবগোপাল (৩) -কে লইয়া বসন্তরঞ্জন ব্যারাকপুরে শ্রীহীন সংসারে দিনযাপন করিতে থাকেন। সন্ধ্যায় শিশু পৌত্রদের ছড়া বলিয়া ঘুম পাড়াইতেন, তাহাদের শয্যায় পাঠাইয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত পড়াশোনা করিতেন।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন উৎসবে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে গবেষণার জন্য "সরোজিনী বসু সুবর্ণ-পদকে" ভূষিত করেন।

যুদ্ধের সময় ব্যারাকপুর হাতিখানায় এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউটের বাড়ী, জমি ও সংলগ্ন বাসভবনগুলি বিমানক্ষেত্রের জন্য সরকার অধিগ্রহণ করেন এবং ইনস্টিটিউট ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে কয়েকখানি ভাড়া বাড়ীতে ও টুকরা টুকরা জমিতে স্থানান্তরিত হয়। যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য বসন্তরঞ্জন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ব্যারাকপুর

১ দীনেশচন্দ্র সেনের মতের দ্বারা বসন্তবাবু প্রথমটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

ছাড়িয়া পুনরায় চন্দননগরে আসেন। প্রায় এক বৎসর চন্দননগর বাসের পর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তিনি সকলকে লইয়া ব্যারাকপুরের মণিরামপুরে আসিয়া বাস করেন।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রী:) বসন্তরঞ্জন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন।

চন্দননগর ও মণিরামপুরে বাসকালে ১৩৪৮-৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪১-৪২ খ্রী:) বসন্তরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তৃতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। এই সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেন যে দ্বিতীয় সংস্করণের পর "কবি অথবা তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য এ যাবৎ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।" বড়ু চণ্ডীদাসের দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের "পরিকল্পনা যে নিতান্ত অর্বাচীন নয়; এবং শাস্ত্রসম্মতও বটে" তাহা এই সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বিভিন্ন উল্লেখ সহযোগে প্রদর্শন করেন। কর্ণাটদেশীয় ভট্টমাধবের "দানলীলা কাব্য" এবং রূপ গোস্বামীর "পদ্যাবলী"তে উদ্ধৃত "রাধাপ্রেমামৃত" চম্পূকাব্যের নৌকাখণ্ডের শ্লোক তিনি উল্লেখ করেন, তাঁহার যুক্তির সমর্থনে প্রেমামৃত কাব্যের বসন-চৌর্য, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড, দানখণ্ড লীলাচতুষ্টয়ের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত লীলার আশ্চর্য ঐক্য তিনি প্রদর্শন করেন। রাধাতন্ত্রে ২৩-২৫শ পটলত্রয়ে বর্ণিত নৌকাক্রীড়ায় রাধা-কৃষ্ণের সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি, হরিবংশের অন্তর্গত বিষ্ণুপর্ব ৮৮-তম অধ্যায়ে বর্ণিত নৌবিহার, গর্গ-সংহিতা বৃন্দাবন-খণ্ডে শ্রীহরির দান-লীলা ও মান-লীলা এবং শ্রীরাধা দধি-বিক্রয়ার্থ গিরিতটের সানুদেশ দিয়া সংকীর্ণ মনোহর পথে গমনকালে বংশীধর বেত্রকর নন্দ-নন্দনের পথরোধ ও কর-আদায়ের জন্য নির্লজ্জ আচরণ, ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ উত্তরখণ্ডে ভারবহনলীলা ও বৃষভানুকুমারীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পরিহাস-বাক্য বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে যে ছায়াবিস্তার করিয়াছে তাহা তিনি দেখান।

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রথম সংস্করণে বসন্তরঞ্জন গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই বলিয়া সতীশচন্দ্র রায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং পরিষৎ পত্রিকার ২৫শ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ অর্থাৎ গীতের সুর, তালাদির নির্দেশ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের "বর্ণ-রত্নাকরে"[১] ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির সাদৃশ্য দেখান এবং "সাঙ্গীতিক প্রবৃত্তি হইতে পুথির প্রাচীনত্ব অনুমানও আযৌক্তিক নহে" বলেন। এই সংস্করণে টীকার কিছু কিছু সংস্কার ছাড়াও ডক্টর সুকুমার সেন ও ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহের ধৃত পাঠ তিনি কোথাও কোথাও গ্রহণ করিয়াছেন। শহীদুল্লাহ সাহেবের "পাঠবিচার" বিলম্বে পাওয়ায় তৃতীয় সংস্করণের সংশোধন ও সংযোজনে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।

৩রা জানুআরি ১৯৪৪ (১৮ই পৌষ ১৩৫০) The Royal Asiatic Society of Bengal বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভকে Associate Member নির্বাচিত করেন। বসন্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন: "এন্‌ট্রান্স পাশ ছিলুম না ব'লে Royal Asiatic Society আমায় সভ্য করে নি। পরে অবশ্য সম্পর্কটা মন্দ হয় নি।"

এসিয়াটিক সোসাইটির নিয়মাবলী অনুযায়ী:

"Associate Members shall be persons well-konwn for their literary or scientific attainments but who are not likely to become ordinary members. They shall be elected for a term of 5 years but shall be eligible for re-election."

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বসন্তরঞ্জন সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন এসিয়াটিক সোসাইটির এসোসিয়েট মেম্বার রূপে আর নির্বাচিত হন নাই।

---

১ দ্র: Varṇa-ratnākara: The Oldest Text in Maithili, edited in collaboration with Babua Misra, with a study of its Language by Suniti Kumar Chatterji. (Asiatic Society, Calcutta, 1940).

বসন্তরঞ্জন এই সময় "নূতন আর একটি কাজ" প্রাচীন বঙ্গীয় শব্দ-সংকলনে হাত দেন এবং তাঁহার এই কাজের জন্য এসিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে সদস্য নির্বাচন করেন,[১] এই মর্মে প্রকাশিত উক্তি যথার্থ নহে। ৫০ বৎসর পূর্বে ১৩০০ বঙ্গাব্দেই (১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই) বসন্তরঞ্জন বাঙ্গালা ভাষার অভিধান রচনার জন্য শব্দ-সংকলন করিয়াছিলেন এবং ১৩০০ বঙ্গাব্দেই প্রথম তিনটি কিস্তিতে ১৫০০ শব্দ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি মিঃ এল্‌, লিওটার্ডকে পাঠাইয়াছিলেন। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় আর্তিহরপুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকা-সর্বস্বে প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দগুলি সংকলন করিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত গ্রন্থগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন প্রতি গ্রন্থের শেষে তিনি অতি-বিস্তৃত শব্দ-সূচী সংকলন করিয়াছেন। ১৩১৬ হইতে ১৩৫৬ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থের সংস্করণে মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষার প্রচুর শব্দ-সংকলন আছে। বসন্তরঞ্জন ছোট ছোট টুক্‌রা কাগজে প্রচুর শব্দ-সংকলন ১৩০০ বঙ্গাব্দের পূর্বেই করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি নষ্ট হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে।

১৩৫১ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন মনিরামপুরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন সুরু করেন। পূর্ববর্তী তিনটি সংস্করণের ভূমিকা হইতে গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ, ১৯৪৫) "পুনর্লিখিত ভূমিকাটি"ই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার সর্বশেষ অভিমত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চতুর্থ সংস্করণ সম্পাদন ও পুনর্লিখিত ভূমিকা রচনা ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনে সম্পূর্ণ হইলেও উহা প্রকাশ করিতে সাহিত্য-পরিষদের চার বৎসরেরও অধিককাল লাগিয়াছিল। কারণ, লালগোলা-তহবিলের অর্থ অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিনিয়োগ করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর অমুদ্রিত থাকার পর ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে 'কৃষ্ণকীর্তন' চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বসন্তরঞ্জনের জীবৎকালে প্রকাশিত ইহাই কৃষ্ণকীর্তনের শেষ সংস্করণ।

ব্যারাকপুর মনিরামপুরে বাসকালে বসন্তরঞ্জন তাঁহার অনেকগুলি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন।

১৩৫৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে পরিষদের বিশিস্ট সদস্য নির্বাচিত করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।

বসন্তরঞ্জনের জীবনের শেষ দুইটি বৎসরের বৎসরাধিক কাল কাটে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, কিছুদিন কাটে বেলিয়াতোড়ে। তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ব্যারাকপুর এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট্ হইতে ঝাড়গ্রাম এগ্রিকালচারাল কলেজে লেকচারার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে যোগদান করেন। বসন্তরঞ্জন ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ঝাড়গ্রামে যান। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে জন্মভূমি বেলিয়াতোড়ে যান। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে তিনি বেলিয়াতোড় হইতে ঝাড়গ্রামে আসেন। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২৩শে কার্তিক রবিবার (৯ই নভেম্বর, ১৯৫২) রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটে, ৮৭ বৎসর ২ মাস বয়সে, ঝাড়গ্রামে বসন্তরঞ্জন ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তি ছিল, এবং মানসিক ও শারীরিক সক্ষমতা বজায় ছিল। মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বেও

১ "বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি আবার পরিষৎ নিয়ে মেতে উঠলেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

এই সময় তিনি হাত দিলেন নূতন আর-একটি কাজে —প্রাচীন বঙ্গীয় শব্দ সংকলনে। তাঁর এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতার রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি ১৯৪৪ সালে তাঁকে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করলেন।"—'মনীষী-জীবনকথা (৭) বসন্তরঞ্জন রায়', আনন্দবাজার পত্রিকা, মঙ্গলবার ২রা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, ১৮ই নভেম্বর ১৯৫২, শ্রীসুশীল রায় লিখিত প্রবন্ধের তথ্য ঠিক নয়। "এই প্রবন্ধ রচনায় তথ্য সংগ্রহে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি" সুশীলবাবু লিখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে ঐ প্রবন্ধে সনৎবাবুর সরবরাহ করা বা সুশীলবাবুর সংগ্রহ করা তথ্যগুলি সব নির্ভুল নয়।

তিনি স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন।[১]

বসন্তরঞ্জনের পরলোকগমনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ (৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫২) বসন্তরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনার্থ একটি বিশেষ সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্য, প্রাক্তন সহকারী সভাপতি এবং বিশিষ্ট সদস্য বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের প্রয়াণে বঙ্গদেশ, বাঙ্গালা সাহিত্য ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই সভা শোকার্তচিত্তে তাঁহার কীর্তিকলাপ স্মরণ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

কলিকাতা পৌরসভা ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ (৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫২) একটি সভায় নিম্নলিখিত শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন :

"That the Corporation place on record their deep sense of sorrow at the death of Sri Basanta Ranjan Roy whose untimely death is a great loss to the Bengali literature, and desire that an expression of their sincere sympathy and condolence be conveyed to the members of the bereaved family."

বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত মাসিক বসুমতী, ৩১শ বর্ষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে যে "পালি ভাষাতেও তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে।" বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত পালি ভাষার কোনও গ্রন্থ আমরা এখনও খুঁজিয়া পাই নাই।

বসন্তরঞ্জনের দৈনন্দিন জীবনের একটি চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীর লিখিত বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত হইল :

"বসন্তবাবু শেষ জীবনে কানে কম শুনতেন। তাঁর মোটামুটি দৈনন্দিন জীবনের ছবি এই রকম। ভোরে কাক-কোকিল ডাকার আগেই উঠতেন, বিছানাতে কিছুক্ষণ জপ করতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী সারদাদেবীর কাছে মন্ত্র নিয়েছিলেন। দাঁত একটিও ছিল না, বাঁধানো দাঁত ব্যবহারও করতেন না। প্রাতঃকৃত্য সেরে চা খেতেন। পাতলা চা পছন্দ করতেন। চা খাওয়া হলে হাত ও মুখ ধুতেন এবং কাপডিসটি নিজে ধুতেন। আর একটি নেশা ছিল গড়গড়ায় তামাক খাওয়া। বেশীর ভাগ সময় তামাক সাজা এবং কলকে ধরানো নিজেই করতেন। চা ও তামাক খাওয়ার পর অমৃতবাজার পত্রিকা মোটামুটি পড়ে নিতেন। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কাগজটি আবার ভালভাবে পড়তেন। সকালে কাগজ পড়া শেষ হলে লেখাপড়া নিয়ে বসতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরীর সময় রুটিন অনুযায়ী সময়

---

১ Secretary, Publication Bureau, East Punjab University, Simla বসন্তরঞ্জনকে তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে পত্র লিখিয়াছিলেন। বসন্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজপত্রের মধ্যে ঐ পত্র এবং বসন্তরঞ্জন-লিখিত উত্তরের খসড়া পাইয়া শ্রীরাজকুমার মুস্তফী যে উত্তর প্রেরণ করেন তাহার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে : "I regret to inform you that he is no more. The draft that he left for you has come to my hand recently and hence this letter······

······Pandit Basanta Ranjan collected nearly 800 manuscripts of great value in his life. For this he sacrificed all other charms and pleasures of life. He lived the life of a widower for a long time and led his life on perfect routine till the end. He was a direct disciple of "Sri Ma", wife of Lord Ramakrishna. All his writings are characterised by painstaking research. He was a man of the warmest family affections. Outside the family he was a steady friend and a generous opponent, disinterested and honourable in his public life. He possessed an astonishing memory and maintained his bodily and mental vigour until his death. His favourite poet was Vidyapati.

Basanta Ranjan was publicity shy."

থাকতে উঠে স্নানাহার করতেন। বারোমাসই গরম জলে স্নান করতেন। স্নানের পর পরণের থান কাপড়টি (পাড়ওয়ালা ধুতি পরতেন না) নিজে ধুয়ে নিঙ্ড়ে শুকোতে দিতেন। এমনকি পুত্রবধূকেও এই কাজটি করতে দিতেন না। দুপুরে ভাত ও রাত্রে রুটি খেতেন। দুপুরে এবং রাত্রে খাওয়ার আগে জপ করতে বসতেন, সময় লাগতো প্রায় এক ঘণ্টা। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "গোপাল সিঙের ব্যাগার দিই।" ভাতের মাপ কখনও কমবেশী হতো না। দুধ-ভাত কলা মেখে খেতে ভালবাসতেন। রুটি কখনও চারখানির বেশি নয়। কখনো গেলাসে জল খেতেন না, জল খাবার ঘটিটি কাছেই থাকত। ডিম, মাংস খেতেন না, পরে চন্দননগরে থাকাকালীন একটি আত্মীয়া[১] মাত্র ২০/২১ বছর বয়সে বিধবা হওয়ায় মাছ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বরাবর একাদশী করতেন। ঐদিন দুপুরে কলাই বা মুগসেদ্ধ (যাকে গোটা সেদ্ধ বলা হয়) খেতেন, এবং রাত্রে ফলাহার করতেন। খাওয়া দাওয়ার পর একটু পান-ছ্যাঁচা লাড্ডু পাকিয়ে, দাড়িটি একহাতে ধরে হাঁ করে, আর এক হাতে ছোট্ট পিতলের হামানদিস্তেটি ধরে আলগোছে মুখের মধ্যে লাড্ডুটি ফেলে দিতেন। এরপর তামাক খাওয়া ও শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়া। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর আবার লেখাপড়া নিয়ে বসতেন। কখনও বেলা বারটার পর খেতেন না। বিকেলে চারটে নাগাদ চা খেতেন, তামাক খেতেন। তারপর জামাকাপড় বদলে, দাড়ি আঁচড়ে, লাঠিটি নিয়ে বেড়াতে যেতেন। কলকাতায় থাকতে অটলবাবু[২] মোটর গাড়ী নিয়ে প্রায় আসতেন বিকেলে বেরোবার জন্যে। সঙ্গে কোনদিন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিকেলের সঙ্গী হতেন। গন্তব্যস্থল থাকত সাহিত্য-পরিষদ্। কখনও বা "প্রবাসী" অফিসে, কখনও রামেন্দ্র বাবুর,[৩] কখনও বা রাখালবাবুর[৪] বাড়ী যেতেন। বাড়ীতে এঁরা ছাড়া আরও অনেকেই আসতেন, তাঁদের মধ্যে সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অনেকে এবং ছাত্রছাত্রীদের কেউ কেউ। চন্দননগরে, ব্যারাকপুরে ও ঝাড়গ্রামে বিকেলে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসতেন। চাদর ছাড়া কখনও বেরুতেন না। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে হাতমুখ ধুয়ে কাপড়জামা বদলে চা খেতেন, তামাক খেতেন এবং পড়াশোনা করতেন। রাত ৯টায় জপে বসতেন এবং দশটায় খাওয়া দাওয়া সারতেন। খাওয়াদাওয়ার পর আবার লেখাপড়া নিয়ে বসতেন। সাধারণতঃ রাত বারোটা নাগাদ ঘুমুতেন। কখনও আবার সারারাত লেখাপড়াও করতেন। শরীরে কোনও বার্ধক্যজনিত রোগ ছিল না জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। কখনও টেবিল ল্যাম্প ব্যবহার করতে কেউ দেখে নি। চশমা ব্যবহার অবশ্য করতেন। ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে একটি চৌকি। এর উপর বরাবর কম্বল পাতা থাকত। রাত্রে তার ওপর বিছানা পেতে নিতেন। ছিমছাম, সব ঠিকঠাক জায়গায় সাজান। বইয়ের দুটি র‍্যাক তাতে বই ও কাগজপত্র, ছোট একটি ট্রে তাতে লেখার সরঞ্জাম থাকত। শেষ জীবনেও কখনও ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করেন নি। এই রুটিনের ফাঁকে ছিল পরিবারবর্গের সঙ্গে বসে গল্প করা। গল্পে রসিকতা থাকত, রঙ্গরস ভালবাসতেন। ফুল ভালবাসতেন, গান ভালবাসতেন। দুপুরে প্রায়ই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করে রামচরিতমানস পড়তেন। শ্রীমদ্ভাগবত ছিল তাঁর নিত্য পাঠ্য। দেওয়ালে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর ছবি, একটি বড় হরফের ক্যালেণ্ডার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকদের গ্রুপ ছবি একটি থাকত। শরীর শেষ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষম ছিল। মৃত্যুর দিনও টিউব-ওয়েল থেকে নিজে হাতে পাম্প ক'রে জল তুলেছেন, বিকেলে বেড়িয়েছেন, সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ পড়াশোনা ক'রেছেন, নিজে নৈশ আহারের পর ছেলেকে ও বাড়ীর সকলকে খেয়ে নিতে ব'লেছেন। আহারান্তে গড়গড়ায় মৃত্যুর এক মিনিট পূর্বেও তামাক খাচ্ছিলেন। বিষ্ণুপুরী তামাক ছাড়া অন্য তামাক খেতেন না।"[৫]

---

১ পুত্রবধূ রেণুকার ভগিনী। বিধবা হওয়ার পর চন্দননগরে পিত্রালয়ে আসিয়া বসন্তরঞ্জনের কাছে থাকিতেন।

২ অটলবিহারী ঘোষ

৩ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৪ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ শ্রীরাজকুমার মুস্তফীর নোটবই হইতে গৃহীত

বসন্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চারটি সংস্করণ ৩৩ বছরে প্রকাশিত হয়[১]। প্রতিটি সংস্করণেই তিনি পাঠের ও টীকার কিছু কিছু সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সহিত প্রথম চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক কৃষ্ণকীর্ত্তনের আরও চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৩৬১ হইতে ১৩৭১ এই ১০ বৎসরে প্রকাশিত শেষ সংস্করণ চারটির সহিত বসন্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় প্রকাশিত প্রথম চারটি সংস্করণের তুলনা করিলে দেখা যায় যে শেষের দিকের সংস্করণগুলিতে যথোচিত সতর্কতার অভাবে ও অনবধানতার ফলে মুদ্রিত পাঠে ও টীকায় কোথাও কোথাও ভুল ও বিকৃতি ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথির পাঠের বানান কোথাও কোথাও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থে বা প্রবন্ধে "পুথির পাঠ" বলিয়া যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বসন্তবাবুর মৃত্যুর পরবর্তী কোনও কোনও সংস্করণের পাঠ। পরিষদের প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ দেখার পর পরিষৎ সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পুথির পাঠের সহিত বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া নূতন সংস্করণ সম্পাদনের আদেশ দেন।

বসন্তরঞ্জনের জীবদ্দশায় তাঁহার সম্পাদিত চারটি সংস্করণের পাঠ মিলাইয়া তাঁহার ধৃত পাঠ এবং যেখানে যেখানে পুথির পাঠের সহিত তাঁহার গৃহীত পাঠের বিভিন্নতা আছে বা তিনি পাঠ সংস্কার করিয়াছেন তাহা বর্তমান সংস্করণে যথাসম্ভব উল্লেখ করা হইয়াছে। বসন্তরঞ্জন-সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণের একখানি গ্রন্থও বর্তমানে পরিষদ্ গ্রন্থাগারে না থাকায় তৃতীয় সংস্করণের পাঠ সকল ক্ষেত্রে তুলনা করা সম্ভব হয় নাই। জনৈক অধ্যাপক-বন্ধু ও পরিষৎ সদস্য তাঁহার তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি আমাদের ব্যবহার করিতে দিবেন আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ-সম্পাদন ও মুদ্রণকালে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুত তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থ না পাওয়ায় আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহায়তায় কলিকাতা ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত তৃতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি আমরা ব্যবহার করিয়াছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে রক্ষিত ঐ পুস্তকের অনেকগুলি পৃষ্ঠা কেহ পূর্বে কাটিয়া লওয়ায় তৃতীয় সংস্করণের সেই সকল পৃষ্ঠার পাঠ আমরা মিলাইতে পারি নাই।

বসন্তরঞ্জন যে অতুলনীয় নিষ্ঠা- ও শ্রম-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদন করিয়াছিলেন, নব্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার কোনও পুথি সেইরূপ যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত এপর্যন্ত কেহ সম্পাদন করেন নাই। তাঁহার গৌরব বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পাঠকগণকে চিরদিন স্মরণ করিতে হইবে। বর্তমান সংস্করণে তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ ও টীকার গৌরব কোথাও ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হয় নাই। বসন্তবাবু রচিত টীকা ও সর্বশেষ (পুনর্লিখিত) ভূমিকা যথাযথ রাখা হইয়াছে[২], প্রয়োজন-মত সংস্কার ও মন্তব্য-সংযোজন করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির ও বসন্তরঞ্জনের সম্পাদনার

১ এই চারটি সংস্করণ ছাড়া বেলিয়াতোড়ে বসন্তরঞ্জনের কাগজপত্রের মধ্যে কেবল মাত্র বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহের একখানি ছোট মুদ্রিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। বইখানির টাইটেল পেজ ও প্রথম দুইটি পৃষ্ঠা নাই। রাধাবিরহের শেষে "(ইহার পর পুথি খণ্ডিত, কিন্তু ঘটনার সমাবেশে বুঝা যায় পুনরায় রাধাকৃষ্ণের মিলন সংসাধিত হইয়াছিল।)" মুদ্রিত আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথম হইতে চতুর্থ সংস্করণে রাধাবিরহের শেষে "ইহার পর পুথি খণ্ডিত" মুদ্রিত আছে, "কিন্তু ঘটনার সমাবেশে বুঝা যায়, পুনরায় রাধাকৃষ্ণের মিলন সংসাধিত হইয়াছিল" গ্রন্থসম্পাদকের এইরূপ মন্তব্য কোথাও নাই। ক্রাউন ৮ পেজী সাইজে পাইকা টাইপে এই ছোট বইখানি মুদ্রিত; পুথির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ইহাতে [ ] বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত নাই, প্রথম সংস্করণেও পুথির পৃষ্ঠা-সংখ্যা মুদ্রিত ছিল না। ইহা প্রথম সংস্করণের off print নয়, কারণ—প্রথম সংস্করণ ডিমাই ৮ পেজী সাইজে মুদ্রিত; প্রথম সংস্করণের সহিত ইহার প্রতি পাতার আরম্ভের ও শেষের ছত্র এক নয়; এবং কোথাও কোথাও প্রথম সংস্করণের পাঠের বানানের সহিত ইহার সামান্য পার্থক্য আছে।

২ বসন্তরঞ্জনের ৪র্থ সংস্করণের পুনর্লিখিত ভূমিকার ৮৶০ পৃষ্ঠায় 'বর্ণনীয় বিষয়' অংশে গীতগোবিন্দের একটি চরণের পাঠ 'কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ' মুদ্রিত হইয়াছে। গীতগোবিন্দের পদের পূর্ববর্তী চরণের সহিত ইহার ছন্দের সঙ্গতি হয় না। গীতগোবিন্দের অনেকগুলি পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ পরিষদে আছে, বসন্তরঞ্জন নিজেও গীতগোবিন্দের কয়েকখানি পুথি পরিষদে দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের নিকট ১৬৯৪ শকাব্দায় অনুলিখিত গীতগোবিন্দের একখানি পুরাতন পুথি ও ১২৯৭ বঙ্গাব্দের একটি মুদ্রিত সংস্করণ আছে। কয়েকটি পুথিতে প্রাপ্ত 'কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ' চরণটির সহিত পদের পূর্ববর্তী চরণের ছন্দের সঙ্গতি থাকায় আমরা বসন্তবাবুর ধৃত চরণটির স্থলে 'কিং ধনেন জনেন কিং মম জীবিতেন গৃহেণ' পাঠ মুদ্রিত করিয়াছি (দ্র ১৶০ পৃষ্ঠা)।

স্পষ্ট পরিচয় পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুথির পাঠের সহিত বসন্তবাবুর বিভিন্ন সংস্করণে গৃহীত পাঠের বৈসাদৃশ্য যেখানে আছে তাহা মূলে অথবা টীকাটিপ্পনীতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

পুথির পাঠ-নির্ণয়ে যখনই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তখনই আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুকুমার সেন মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছি। তঁাহার উপদেশ, সহায়তা ও সস্নেহ শাসনে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ আমার মত অপণ্ডিত, অদীক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়াছে।

পূজনীয় ডক্টর শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় রোগশয্যা হইতে বারবার গ্রন্থ-সম্পাদনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছেন, বসন্তরঞ্জনের জীবনী সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছেন, কিছু কিছু মুদ্রিত অংশ দেখিয়া কাজে উৎসাহ দিয়াছেন। তঁাহার আশীর্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া গ্র-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতি আমার উপর এই ভার অর্পণ করায় আমার সীমিত বিদ্যা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি লইয়া এই কার্যে অগ্রসর হইতে আমি ইতস্ততঃ করি। আমার শিক্ষাগুরু আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহস ও অনুপ্রেরণা দেওয়ায় এবং তঁাহার সহস্র কাজের মধ্যেও এই সম্পাদন-কার্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ায় এই কার্য আমি যথাজ্ঞান যথাশক্তি সম্পন্ন করিতে সাহসী হইয়াছি। "সব্বং সব্বো ণ জানাদি"। ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার ভ্রম, প্রমাদ, অজ্ঞানতা ও অনবধানতার জন্য। পণ্ডিত ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ সংশোধন বিষয়ে নির্দেশ দিলে উপকৃত ও অনুগৃহীত হইব।

বসন্তরঞ্জনের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নানা স্থানে বসন্তরঞ্জনের স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট অনুসন্ধান করিতে ও ঘুরিতে হইয়াছে, নানা লোকের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যগুলির সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করিয়া নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলি গ্রহণ করা হইয়াছে। চিঠিপত্র ও পুরাতন কাগজপত্রাদি হইতে যে সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছে সেগুলি documentary evidence হিসাবে গ্রহণ করিয়াছি; বিভিন্ন ব্যক্তির মৌখিক উক্তি বা তঁাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদ অন্যান্য সূত্রে সমর্থিত বা প্রমাণিত হইলে তাহা গ্রহণ করিয়াছি, অন্যথা তাহা ব্যবহার করি নাই। পূর্ব-মুদ্রিত বিভিন্ন প্রবন্ধের তথ্যগুলি নির্বিচারে গ্রহণ করি নাই, সেগুলি যথাযথ ভাবে অনুসন্ধান, পরীক্ষা ও বিচার করিয়া যেটুকু নির্ভরযোগ্য বা প্রকৃত তথ্য সেইটুকুই গ্রহণ করিয়াছি। তাঁহার জীবনী রচনা সম্পূর্ণ হওয়ার ও মুদ্রণের জন্য প্রেসে দেওয়ার পর, বসন্তরঞ্জনের স্নেহচ্ছায়ায় আবাল্য পুত্রবৎ লালিত পালিত ও শিক্ষিত, অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার মুস্তফীর সন্ধান পাই। তাঁহার সহায়তায় বসন্তরঞ্জনের জীবনের কিছু কিছু প্রামাণ্য উপকরণ ও কাগজপত্র পাইয়া আমার সংগৃহীত তথ্যগুলি পরীক্ষা করিয়া লওয়ার সুযোগ হয়, তাঁহার নিকট রক্ষিত বসন্তরঞ্জনের আলোকচিত্র, কড়চার পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি তিনি আমাকে দেন, বসন্তরঞ্জনের লিখিত কতকগুলি পত্রও তিনি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার নিকট প্রাপ্ত তথ্যগুলি, মুদ্রণকালে প্রুফ সংশোধনের সময়, যতদূর পারি ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহার সহায়তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। বসন্তরঞ্জনের ব্যবহৃত ব্যক্তিগত দ্রব্যাদি, চিঠিপত্র, পুস্তকাদি যেগুলি তিনি রক্ষা করিতেছেন বা আমার সহিত আলাপ-আলোচনার পর তিনি সংগ্রহ করিতেছেন সেগুলি তাঁহার নিকট হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালার জন্য আমি প্রার্থনা করায় সেগুলি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জ্ঞাপন করি।

আচার্য্য সুনীতিকুমার জীবন-কুতূহলী, মানব-জীবন-রসিক। লোকলোচনের অন্তরালবর্তী, আজীবন জ্ঞানতাপস, সারস্বত-সাধনা-মগ্ন বসন্তরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে আচার্য্য সুনীতিকুমারের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা আমাকে অনুসন্ধানকার্যে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছে। বর্তমান যুগের নিকট প্রায় অপরিচিত, বিগত যুগের নিকট অর্ধপরিচিত

এই জ্ঞানতপস্বীর জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বসন্তরঞ্জনের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনায় এই সামান্য উপকরণ কাজে লাগিলে শ্রম সার্থক হইবে।

প্রায় এক বৎসর কাল এই কার্যে ব্যাপৃত ও তন্ময় হইয়া যে অপূর্ব আনন্দ ও স্বান্তঃসুখ লাভ করিয়াছি তাহা আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য ও সম্পদ্।

"॥ নম ঋষিভ্যঃ পূর্বজেভ্যঃ
পূর্বেভ্যঃ পথিকৃদ্ভ্যঃ ॥"

পূর্বজ ঋষিগণকে নমস্কার, পূর্বপথিকৃৎগণকে নমস্কার ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ মন্দির
কলিকাতা।
শ্রীপঞ্চমী, ১৩৮০ ॥ ১৪ই মাঘ ॥
২৮শে জানুআরি ১৯৭৪ ॥

শ্রীমদনমোহন কুমার ॥

সূচীপত্র

ক—বিষয়সূচী

খ—পদ-সূচী

পদের প্রথম পঙ্‌ক্তি	পৃষ্ঠাঙ্ক

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

[অথ জন্মখণ্ডঃ[১]]

[৩।১] . .. বস শঙ্ক ॥ ৬ ॥

সভাপতি আর সব সভাসদ জন।
আলপমর্ত্তীএঁ তোহ্মাতে শরণ ॥ ৭ ॥
.. ..
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৮ ॥

পৃথুভারব্যথাং পৃথ্বী কথয়ামাস নির্জ্জরান্।
ততঃ সবভসং দেবাঃ কংসধ্বংসে মনো দধুঃ ॥

কেদারাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে ॥ ১ ॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সঙ্কেই চিন্তিআঁ বুঝিল ব্রহ্মার ঠাএ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সব দেব লআঁ গেলান্তি সাগরে।
স্তুতীএঁ তুষিল হরি জলের ভিতরে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে নানা রূপ কইলে আসুরের খএ।
তোহ্মার লীলাএ কংসের বধ হএ ॥ ৪ ॥
শুন গুণী ঈসত হাসিআঁ ততিখণে।
ধল কাল দুই কেশ দিল নারাযণে ॥ ৫ ॥
এহি দুই কেশ হৈবে বসুলের ঘরে।
হলী বনমালী নাম দৈবকী উদরে ॥ ৬ ॥
তাহার হাথে হৈবে কংশাসুরের বিনাশে।
হেন বর পাআঁ সব দেব গেলা বাসে ॥ ৭ ॥
সময় উপেখিআঁ রহিলা দেবাগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৮ ॥

বরাডীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আযিলা দেবের সুমতি গুণী।
কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢী মাথার কেশ।
বামন শরীর মাকড বেশ ॥ ১ ॥
নাচএ নারদ ভেকের গতী।
বিকৃত ব[৩।২]দন উমত মতী ॥ ধ্রু ॥
খণে খণে হাসে বিণি কারণে।
খণে হএ খোড খোণেকেঁ কানে ॥
নানা পরকার করে অঙ্গভঙ্গ।
তাক দেখি সব লোকের রঙ্গ ॥ ২ ॥
লাম্ফ দিআঁ খণে আকাশ ধরে।
খণেকেঁ ভূমিত রহে চিতরে ॥
উঠিআঁ সব বোলে আনচান।
মিছাই মাথাএ পাডএ সান ॥ ৩ ॥
মেলে ঘন ঘন জীভের আগ।
রাঅ কাঢে যেন বোকা ছাগ ॥

---

১ প্রথম দুইখানি পাতা না পাওয়ায়, গোড়ার দিকে খানিকটার অভাব রহিয়া গেল।

দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস ।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

বরাডীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কোণ সুখেঁ কংশ তোর মুখে উঠে হাস ।
নাহিঁ জাণ এবেঁ তোঁ আপণার নাশ ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম ।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম ॥ ১ ॥
কহিলোঁ মোঁ ই সকল তোহ্মার ঠাএ ।
এবেঁ মনে গুণী কর জীবন উপাএ ॥ ধ্রু ॥
হেন সব গুণী কংস হৈল সচকীত ।
সব মন্ত্রি পাত্র লআঁ চিন্তিল[১] হীত ॥
এবে হন্তেঁ দৈবকীর যত গর্ত্ত হএ ।
মানুষ নিয়োজিল মারিবাক তাএ ॥ ২ ॥
আসিআঁ নারদ তবেঁ সত্বরে আপণে ।
সকল কহিল তত্ব বসুদেব থানে ॥
এবেঁ দৈবকীএঁ যত গর্ত্ত ধরিব ।
পাপ দুঠ্‌ঠ কংসে তাক সবই মারিব ॥ ৩ ॥
আষ্টম গর্ত্তে হৈব দেব নারায়ণে ।
সেই উপদেশ দিব তোহ্মাক তখণে ॥
সেই উপদেশেঁ হয়িব সকল রক্ষণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

[৪।১] কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

নারদের মুখে গুণী কংস মহাবীর ।
একেঁ একেঁ মাইল ছয় গর্ত্ত দৈবকীর ॥ ১ ॥
সব দেবগণে মেলি সেহি অবসরে ।
দুয়ি কেশ নিয়োজিল দৈবকী উদরে ॥ ২ ॥
পূর্ব্বে ছয় গর্ত্ত তার মারিল কংশাসুরে ।
তাক সুঁঅরী দৈবকী কাঁপে বড় ডরে ॥ ৩ ॥
দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল ।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল ॥ ৪ ॥
মাএর গর্ত্তপাত ছল করিআঁ ।
আপণে রহিলা রোহিণীগর্ত্তে গিআঁ ॥ ৫ ॥
যে কৃষ্ণ রহিল দৈবকী উদরে ।
সেহি শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরে ॥ ৬ ॥
তাহাক আষ্টম গর্ত্ত জাণী দৈবকীর ।
আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ॥ ৭ ॥
সুপুরুষ গর্ত্ত ধরল আহ্মরূপ ।
দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ॥ ৮ ॥
ক্রমে দৈবকীর গর্ত্ত হৈল দশ মাস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥ ৫ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে ।
নিশি আন্ধকার ঘন বারি বরিষে ॥
হেন শুভক্ষণে দেব জগন্নাথ হরী ।
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ ধরী ॥ ১ ॥
রোহিণী আষ্টমী তিথি ল ।
জরম লভিল কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
দেবের প্রসাদেঁ তবেঁ বসুল জাগিল ।
নিন্দে আকুল গোকুলের লোক[৪।২] ভৈল ॥
যশোদার-কণ্যা সেই খনে উপজিল ।
নিন্দভোলেঁ যশোদাএঁ তাক না জাণিল ॥ ২ ॥
বসুল চলিলা তবেঁ কাহ্ন করি কোলে ।
কংশের পহরী না জাণিল নিন্দভোলে ॥
কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল ।
পার হআঁ বসুল নান্দের ঘর গেল ॥ ৩ ॥
যশোদার কোলে দিআঁ শিশু বনমালী ।
বসুল আণিল ঘরে যশোদার বালী ॥
তার রাএ কংসের পহরী চিআইল ।
দৈবকীর প্রসব কংশেরে জাণায়িল ॥ ৪ ॥
কংশে কণ্যা মায়িল শিলাপাটে আছাড়িআঁ ।
কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে ।
গুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে ॥ ৫ ॥

---

১ পুথিতে 'চিন্তির' ।

প্রথমত কংশে পুতনাক নিয়োজিল।
তনপান ছলে কাহ্ন তাক সংহরিল॥
তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।
একই প্রহারে কাহ্ন তাহাক ভাঙ্গীল॥ ৬॥
কেশি আদি অসুর পাঠাইল আনন্তরে।
তা সব মাইল কাহ্ন বিষম সমরে॥
হেনমতেঁ গোকুলে বাঢ়িলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৭॥

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ।
তাত ময়ূরের পুছ দিল সুবেশ॥
চন্দনতিলকেঁ আতি শোভিত কপালে।
দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে॥ ১॥
[৫।১] সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী।
আবতার করি করে ধরণীত কেলি॥ ধ্রু॥
সুরেখ সুপুট নাসা নয়ন কমল।
কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহিযুগল॥
ওষ্ঠ আধর যেহ্ন যমজ পোঁআর।
কণ্ণযুগ শোভে যেহ্ন বরুণের জাল॥ ২॥
ভুজযুগ করিকর জানুত লুলে।
করঙ্গরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে॥
মরকতপাট সদৃশ বক্ষস্থল।
ক্ষীণ মধ্য রামরম্ভা জংঘযুগল॥ ৩॥
মাণিকরচিত চন্দ্রসম নখপান্তী।
সজল জলদরুচি জিণি দেহকান্তী॥
বত্তীস রাজলক্ষণ সহিত শরীর।
কংসের বধ কারণ আতি মহাবীর॥ ৪॥
নানা মণি অলঙ্কার শোভিত শরীরে।
পীত বসন শোভে বাঁশী ধরে করে॥
নিতি নিতি বাছা রাখে গিআঁ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৫॥

ধানুষীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

কাহ্নাঞি'র সম্ভোগ কারণে।
লক্ষীক বুলিল দেবগণে॥
আল রাধা পৃথিবীত কর আবতার।
থির হউ সকল সংসার॥ আল রাধা॥ ১॥
তেকারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে॥ ল॥ আল রাধা॥ ধ্রু॥
তীনভুবনজনমোহিনী।
রতিরসকামদোহনী॥
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী॥ ২॥
দিনে দিনে বা[৫।২]ঢ়ে তনু লীলা।
পুরিল যেহেন কন্দ্রকলা॥
দৈবেঁ কৈল কাহ্ন মনে জাণী।
নপুংসক আইহনের রাণী॥ ৩॥
দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুয়িল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আইহনের মাঅ গুণী মনে। আল।
ঝাঁট গিআঁ পদুমার থানে॥ ল বড়ায়ি॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥ ১॥
নিয়োজিলী নানা পরকারে। আল।
হাট বাটে রাধা রাখিবারে॥ ল বড়ায়ি॥
শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুনরেখ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥ ২॥

মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে ॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে ॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অভিমন্যুজননীত্বাহং নিযুক্তা তব রক্ষণে।
রাধে সহ ময়া তেন মুদিতা মথুরাং ব্রজ ॥ ১ ॥
ভাগ্যেন মম রক্ষায়ৈ জরতি ত্বং নিয়োজিতা।
তদেহি যামি মথুরাং মধুরাচারকোবিদে ॥ ২ ॥ ৯ ॥

ইতি জন্মখণ্ডং সমাপ্তং।

অথ তাম্বূলখণ্ড

গুজ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে পসার সজাআঁ।
নেত বাস ও[৬।১]ঢাড়ন দিআঁ ॥ ল রাধা ॥
সব সখিজন মেলি রঙ্গে।
একচিত্তে বড়ায়ির সঙ্গে ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
নিতি জাএ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বনপথে মথুরা নগরী ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু ॥
এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে ॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না করী যতনে ॥ ২ ॥
বকুলতলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥
বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥ ৩ ॥
রাধিকা গুণিআঁ মনে মনে।
বড়াইর বিলম্ব কারণে ॥
বন মাঝেঁ পাইল তরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি বুলে থানে থানে।
ভালমনে পথক না দেখে নয়নে ॥
নাতিনীর মোহে বড়ায়ি মনে বিমরিষে।
কমণ উপায় করোঁ জাওঁ কোণ দিশে ॥ ১ ॥
পথ হারাইল বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
দৈবে সে জাণএ যার যেহেন ঘটনে ॥ ধ্রু ॥
মনেত গুণেত বড়ায়ি আধিক তরাসে।
কথা গিআঁ পাওঁ মোএঁ রাধার উদ্দেশে ॥
একসরী হৈলোঁ মোএঁ হেন ঘোর বনে।
রাধিকা এড়িআঁ আজি জীবোঁ কেনমনে ॥ ২ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ দেখিল বড়ায়ি।
বৃন্দাবন মাঝে চরে শতসংখ্য গাই ॥
তাক দেখি বড়ায়ির মনেত হরিষে।
এহা রাখোআল পুছোঁ রাধার উদ্দেশে ॥ ৩ ॥
হেন মনে গুণী বড়া[৬।২]য়ি গেলান্তি তথাক্তিঁ।
দেখিল লগুড় করে নাতিআ কাহ্নাঞিঁ ॥
হরিষে মেলিলী বড়ায়ি তাহার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥
একতালী ॥

আচম্বিত বুঢ়ী দেখি বৃন্দাবন মাঝেঁ।
বিনয় করিআঁ পুছন্তি দেবরাজে ॥ ১ ॥
কথাঁ হৈতেঁ আইলা তোহ্মে কিবা তোর কাজে।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ॥ ২ ॥
গোঠে হৈতেঁ আসি আহ্মি বুঢ়ী গোআলিনী।
আগুত চলিলী মোর সুন্দরি নাতিনী ॥ ৩ ॥
পাছে পাছে জাইতেঁ পথ হারাইল আহ্মি।
মথুরার পথ পুতা কহিআঁ দেহ তুহ্মি ॥ ৪ ॥
সঙ্গে কেহ্নে লআঁ বুল নাতিনিখানী।
কথাঁ তাক হারাইলেঁ কহ তত্ত্ববাণী ॥ ৫ ॥
কি নাম তাহার কেহেন তার রূপ।
আহ্মার থানত বুঢ়ী কহিআর সরূপ ॥ ৬ ॥
দধি বিকে জাইতেঁ সঙ্গে মথুরা নগরী।
বৃন্দাবনে হারাইলোঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ৭ ॥
নাতিনী হারাইলোঁ নামে চন্দ্রাবলী।
কোঁঅলী পাতলী বালী সুন বনমালী ॥ ৮ ॥
সরূপ কহিবোঁ তবেঁ মথুরার পথ।
যে কাজ বোলোঁ তোহ্মাক তাত কর সত ॥ ৯ ॥
বোলা এক বোলোঁ তোকে যবেঁ ধর মনে।
তবেঁসি করিবোঁ তোর রাধা দরশনে ॥ ১০ ॥
তোঁ মোর নাতি যেহ্ন তুঅজ পরাণ।
তোহ্মার বোলত আহ্মে না করিব আন ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ সত্যেঁ করিবোঁ মো তোহ্মার বচন।
[৭।১] যবেঁ আন করোঁ তাক বধওঁ ব্রাহ্মণ ॥ ১২ ॥
উদ্দেশ বুলিব যবেঁ রাধিকার আহ্মে।
তবেঁ ভালমতেঁ তার রূপ কহ তোহ্মে ॥ ১৩ ॥
কাহ্নের বচনে বড়ায়ি পাইল হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সুর ॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে ॥ ১ ॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা ॥ ধ্রু ॥
ললিত অলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে ॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে পসি তপ করে নীল উতপল ॥ ২ ॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে ॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে ॥ ৩ ॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে ॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥[১]

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধি[৭।২]কা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তেকারণে থীর নহে মনে ॥ ২ ॥
আতিশয় বাঢ়ে মোর মদনবিকার।
তাত কর মোর উপকার ॥
এ থানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার ভাগে।
মোর কাজ তোহ্মাতে লাগে ॥ ৩ ॥

---

১ তোলাপাঠে 'অথবা কামড়া ॥ যতিঃ ॥'

একবার মোর তোহ্মে কর উপকার ।
আহ্মে দেব সংসারের সার ॥
রাধিকা মানাআঁ বড়ায়ি পুর মোর আশ ।
বাসলী [শিরে] বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আহ্মে তার বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতি ।
চিন্তিলে তোহ্মার হিত পরাণশকতি ॥
তোহ্মার অন্তরে তাক করিবোঁ শকতী ।
আয়ন মানায়িবোঁ করী আশেষ যুগতী ॥ ১ ॥
বোলহ সুন্দর কাহ্ন রাধার উদ্দেশে ।
তবেঁ গেলেঁ তোর কাজ সাধিবোঁ হরিষে ॥ ধ্রু ॥
এ সব কাজের আহ্মে জাণিএ প্রবন্ধ ।
এ চুকে তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ ॥
পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে ।
সে কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে ॥ ২ ॥
আযোড যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি ।
সে কি রাধিকা হৈলী সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু ফুল পানে ।
তাক লআঁ জাইএ আহ্মে রাধিকার থানে ॥ ৩ ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে ।
আর কিছু দেহ কাহ্নাই উত্তম সন্দেশে ॥
নাহি করা জাই আহ্মে [৮।১] রাধার উদ্দেশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধার উদ্দেশ বোলোঁ চিন্তিআঁ মণে ।
হৃদয়ে রাখিহ বড়ায়ি আহ্মার বচনে ॥
রাধার কারণে ভৈলোঁ উদগমতী ।
ভালমতেঁ কহ বড়ায়ি তার থান গতী ॥ ১ ॥
তাম্বূল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী ।
দকুলতলাত আছে সে সুন্দরী সতী ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর আর নেআলী মাহ্লী ।
ফুলে তাম্বূলে ভরি লআঁ যাহা ডালী ॥
ফুল পিন্ধিলে[1] সে খাইলে[2] তাম্বূল ।
তবেসি কহিহ সব কথা আদিমূল ॥ ২ ॥
যোড়হাত করী তাক বুলিহ বচনে ।
আহ্মাকে পাঠায়িলে রাধা নান্দের নন্দনে ॥
কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বূল ।
কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকূল ॥ ৩ ॥
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর ।
বাহুত বলয়া শোভে পাএত নুপূর ॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু[3] বাজে ।
মোর মুখে সুণী মোহো গেলা দেবরাজে ॥ ৪ ॥
আহ্মে বড়ায়ি তোর মরমের হীত ।
আহ্মার বচনে রাধা দেহ তোহ্মে চীত ॥
আনুমতী কর রাধা হরিষবদনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

ধানুষীরাগঃ রূপকং ॥

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে । আল ।
অতিশয় উল্লসিত মণে ॥ ল বড়ায়ি ॥
বন্দিআঁ সব দেবগণে । আল ।
বড়ায়ি শ্রীরামচরণে ॥ ১ ॥
মনে ধরি কাহ্না[৮।২]ঞিঁর বচনে । আল ।
চলি ভৈল রাধিকার থানে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
চাম্পা নাগেশর নেআলী ।
আম্বর গাম্থিআঁ নৈল মাহ্লী ॥
সাজাইল আনেক যতনে ।
মাথে নৈল করপূর পানে ॥ ২ ॥
চারি পাশে চাহী বৃন্দাবনে ।
পাইল রাধার দরশনে ॥

---

১ 'ফুলে তাম্বু পিন্ধিলে' লেখা এবং ফুলে' শব্দের একার ও তাম্বু' শব্দ কাটা ।
২ পুথিতে খাইবে' ।
৩ পুথিতে রুণুঝণু' ।

আতি নেহেঁ করিআঁ চুম্বনে।
ঘন ঘন কৈল[১] আলিঙ্গনে ॥ ৩ ॥
কুশলে কি আছহ নাতিনী।
রাধিকারে পুছিআঁ কাহিনী ॥
বসিলান্ত রাধার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

—

মালবরাগঃ ॥ লগনী ॥ কুড়ুকঃ ॥

তোহ্মে মোর বড়ায়ি মো তোহ্মার নাতিনী।
আহ্মা এড়ি কেনমতেঁ ধরিলেঁ পরাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মাকে না দেখি রাধা পোড়ে মোর মন।
ভাগে পুনে আজি তোর পাইলোঁ দরশন ॥ ২ ॥
এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।
সরূপেঁ কাহিনী বড়ায়ি[২] কহ মোর থানে ॥ ৩ ॥
সরূপ কহও যবেঁ হওসি সদয়।
আপণার মুখে মোকে দিআর আভয় ॥ ৪ ॥
আপণার মুখে বড়ায়ি কহ তোঁ উত্তর।
আহ্মার থানত তোর নাহিঁ কিছু ডর ॥ ৫ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৬ ॥

—

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে।
ডালি ভরাআঁ ফুল পানে।
তোরে পাঠাআঁ দিল কাহ্নে।
আহ্মার বচন না কর গোআলিনী আনে ॥
কর্পূরবাসিত তাম্বূলে।
আর।
কস্তুরী ভরাআঁ কপোলে ॥
[ইহার পর ৯এর পাতাখানি নাই]

[১০।১]······যবেঁ রাধা না করিবে নেহে।
তবেঁ রাধা হৈব তোর জীবন সন্দেহে ॥
এতেক বুলিআঁ তার না পাইলোঁ আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

—

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর মুখে সুণী রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে সকল পরাণ
আর থীর নহে মনে ॥
এড়িলোঁ ঘরের আশ ল বড়ায়ি
কহিলোঁ তোর চরণে।
মতি হারাইলোঁ বুলিতেঁ না জাণো
ভইলোঁ তোর সরণে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল নিবাস বড়ায়ি
আপণে চিন্ত উপাএ।
রাধার বচন না পাইলেঁ বড়ায়ি
কাহ্নাইর প্রাণ জাএ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন ধর ল বড়ায়ি
মনে না করিহ হেলা।
দুসহ বিরহ সাগরে বড়ায়ি
তোহ্মেসি আহ্মার ভেলা ॥
আজি হৈতেঁ বড়ায়ি দেব বনমালী
তোহ্মার ভয়িলা দাসে।
এহা যানি বড়ায়ি করহ যতন
চলহ রাধার পাশে ॥ ২ ॥
বিথর দেখিলেঁ বিথর শুণিলেঁ
বিথর তোর বএসে।
এতেকেঁ এ সব কাজের প্রকার
জাণহ আশেষে বিশেষে ॥
নানাবিধ কথা কহিআঁ বড়ায়ি
রাধারে করহ মিনতী।
মোর একবার কর উপকার
খণ্ডুক রাধার বিমতী ॥ ৩ ॥

১ 'ঘন ঘন দিল' লেখা এবং দিল' শব্দের দি' কাটা ও তোলা পাঠে কৈ'।

২ 'বড়ায়ি' শব্দ তোলা পাঠে।

পুনরপি যাহা প্রাণের বড়ায়ি
তাম্বূলেঁ ভরাআঁ ডালী।
মিনতী করিআঁ হাথেত ধরিআঁ
আন গিআঁ চন্দ্রাবলী॥
আহ্মার বচনে বোলহ রাধারে
কাহ্নের পুরুক আ[১০।২]শে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

কৃষ্ণেন বদত্তেন দত্তং বাসোযুতং পুনঃ।
তাম্বূলং সোপকরণং রাধায়ৈ জরতী দদৌ॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী প্রকীর্ণক॥

বলা খানি খানি কহিল বড়ায়ি
বসিআঁ রাধার পাশে।
কর্পূর তাম্বূল দিআঁ রাধাক
বিমুখ বদনে হাসে॥ ল বড়ায়ি॥ ১॥
কহির কপূর তাম্বূল বড়ায়ি
কহির নেত পাটোল।
নেআলী মাল্লী আরও নানা ফুল
কে দিআঁ পাঠাইলে মোর॥ ল বড়ায়ি॥ ২॥
আইস রাধা কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবধা।
বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথা॥ ল রাধা॥ ৩॥
এ বোল সুণিআঁ নাগরী রাধা
হাণএ সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপুর
সব পেলাইল পাএ॥ ৪॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল
হেন কাম না করিএ।
নান্দের নন্দন ভুবন বন্দন
তোর দরশনে জীএ॥ ৫॥

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোআল
তা সমে কি মোর নেহা॥ ৬॥
যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিল হএ মুকতী।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী॥ ৭॥
ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে [হএ] স্থিতী॥ ৮॥
নাগর[১১।১]শেখর নান্দের সুন্দর
উপেখিল মতিমোসে।
বাসলীচরণ শি[রে] বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৯॥[১]

কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

আহ্মার কোমল দেহে।
না জাণো দূতী পরপুরুষের নেহে॥
সরূপেঁ তোরে কহিলোঁ।
আল হেব প্রতিজ্ঞা করিলোঁ॥
প্রথম যৌবন মোএঁ রাখিলোঁ॥ ১॥
না বোল না বোল দূতী নাএ।
আবালী রাধা নহোঁ সুরতী যোগে॥ ধ্রু॥
পান আনি নিজ দোষে।
ফল পাইবেঁ মোর রোষে।
ধূর্ত্ত কাহ্নাই না বুঝে সে মতিমোসে॥
ক্ষেমা করু কাহ্ন মণে।
ধরুক মোর বচনে।
যবেঁ না মরিবে রাধা রস নিরকারণে॥ ২॥
না বুঝোঁ রঙ্গ ধামালী।
না জাণো সুরতী কেলী।
বাহুড়িআঁ চল সে নিযধ বনমালী॥

---

১ অতঃপর নিম্নীয় রাধাবচনং' শ্লোক লেখা ও কাটা।

জৈসাণে রতি জা[ি]ণবোঁ।
তেসাণে কাহ্ন আণিবোঁ।
সুরতী সম্ভোগে সকল রাতী পোহাইবোঁ ॥ ৩ ॥
দেখি তোহ্মাক আজলী।
পর কাজে তোঁ বিকলী।
তৈসি না বুঝসি আহ্মে বালী ॥
বোল গিআঁ কাহ্ন পাশে।
ছাড়ু সুরতী[র] আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনম্ ॥

কোডারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নবনীদল কোঁম[১১।২]ল আহ্মার দেহে।
এবেঁ নাহিঁ সহে পর পুরুষের নেহে ॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥ ১ ॥
আতি আছিদরী রাধা ল।
মোকে বোলে হেন বাণী।
এবেঁ তাক কি বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
মিছাই আণিলেঁ বড়ায়ি তার ফুল পানে।
পরাক লাগিআঁ সে হারাইবে নাক কানে ॥
মতিমোষে কাহ্ন পাঠাআঁ দিলে তোরে।
তোহ্মে কেহ্নে সে বোল বোলহ আহ্মারে ॥ ২ ॥
সুরতি জাণিলেঁ বড়ায়ি পাঠাইবোঁ তোরে।
বৃন্দাবন মাঝেঁ আনাইবোঁ দামোদরে ॥
তবেঁ হৈবে তার সমে মোর দরশনে।
তোষিব তাহাক আহ্মে সংপূন্ন যৌবনে ॥ ৩ ॥
না কর কাকুতী বড়ায়ি নাহিঁ লঅ গালী।
ভালমতেঁ বোধাহ আবুধ বনমালী ॥
হেন বুলি তোকে রাধা না দিলেক আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আজি রজনীত বড়ায়ি দেখিলোঁ সপনে।
রাধা সিআঁ বসিলী শয়নে ॥ বড়ায়ি ল ॥
তখনে হৃদয়ে মোর বেধিল মদনে।
বুইলোঁ পরিহাস বচনে ॥ বড়ায়ি ল ॥ ১ ॥
না জীবোঁ না জীবোঁ বিণি রাধা দরশনে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ধ্রু ॥
নীল জলদ সম চিকণ চিকুরে।
বদন সংপুন শশধরে ॥
বচন [১২।১] ঝরএ তার আমৃতের ধার।
তাক বড় লোভ আহ্মার ॥ ২ ॥
হাথ দিআঁ দেখ বড়ায়ি মোর কলেবরে।
জত বড় উপজিল জরে ॥
এত দুখ বড়ায়ি মোর পরাণ না সহে।
মরোঁ হের রাধার বিরহেঁ ॥ ৩ ॥
বারেক করাহ যবেঁ রাধা দরশনে।
তবেঁ রহে আহ্মার জীবনে ॥
এহা জাণী ঝাঁট চল রাধিকার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধানিহিতচিত্তস্য কৃষ্ণস্য বচনাদরং।
সাদরং জরতী প্রাহ গত্বা রাধামিদং বচঃ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশিত সপন দেখিল জগন্নাথ।
শুন চন্দ্রাবলী তোর বুকে দিল হাথ ॥
কনকপদ্মকোরক সম দুই তনে।
পরসি বিকল ভৈল দুসহ মদনে ॥ ১ ॥
নারেবড় কাহ্নাঞাঁ পাঠাইআঁ দিল মোরে।
মরে ভাল জীএ ভাল জাণাইলোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে ত গোআলী রাধা বড়ই আবুধী।
আপণার দোষে হৈবেঁ পুরুষবধী ॥
তোহ্মাক না পাআঁ কাহ্ন হৈলা আচেতনে।
স্বরূপেঁ জীএ কাহ্নাঞিঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥

মনে গুণী দেখ রাধা আপনার হীত।
বারেক কাহ্নের কর সরস চীত॥
কিসক যৌবন রাধা করহ নিফল।
কাহ্ন সমে রঙ্গে কর জীবন সফল॥ ৩॥
বারেক রাখহ রাধা কাহ্নের জীবন।
আপনার কর পাপ সাগরে [১২।২] মোচন॥
বচনেক দেহ রাধা কাহ্নাইক প্রাণ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

—

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

এহি কালে বুঢ়ী তোর কেহ্নে হেন মন।
ভাল না বলএ তোরে শুণী কোন জন॥
আলি মাস্ত গতো বোল না বোলসি ভাল।
মারি বা পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল॥ ১॥
দারুণি বুঢ়ী তোর বাপেত নাহি লাজ।
তোহ্মাবণে মোক বোলসি হেন কাজ॥ ল॥ ধ্রু॥
বার বার না বুলিহ হেনক উত্তর।
সামা হুকনার মোর নহোঁ সতন্তর॥
মো যবে জাণোঁ তোর হেন দুষ্ট মতী।
তবেঁ কেহ্নে আসিবোঁ মো তোহ্মার সংহতী॥ ২॥
সে মোর বড়ায়ি মোঁ তোর নাতিনী।
তবেঁসি তোহ্মার মুখে শুণী হেন বাণী॥
আর যবেঁ বোল মোরে হেন পরিহাস।
আবসি করিবোঁ তবে তোহ্মার বিনাশ॥ ৩॥
এহা গুআ পান তোহ্মে আপণেই খাহা।
আপণাক চিন্তিআঁ কাহ্নের থান যাহা॥
এহা বুলী বড়ায়িক চড়ে মাইল রোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

—

নিশীয রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং॥

—

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কোপেঁ কওঁো মোকে হাথে না ছুইল'[1] সামী।[2]
গালিহো সাসুড়ী স্থানে না পাইল আহ্মী॥
তোহ্মার [১৩।১] কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে
বড অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবোঁ বিসে॥ ১॥
না থাকিব তোর থানে জাইব আহ্মে রোষে।
কাহ্নাঞিঁ ল আহ্মে তোহ্মার দোষে॥ ধ্রু॥
আনেক প্রকারেঁ চিন্তিলোঁ তোর হীত।
তবেঁহো আধিক রাধা বুইলেঁ বিপরীত॥
সেসি গুণী কাহ্নাঞিঁ দহে মোর চীত।
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞিঁ না বসে কি পীত॥ ২॥
আনেক জনের কাজেঁ গেলোঁ নানা থানে।
সব নারী জনে মোর করিল সম্মানে॥
তোহ্মার আন্তরেঁ গেলোঁ রাধিকার থানে।
পাএ পেলাইল রাধা তোর গুআ পানে॥ ৩॥
আর যত বুইল রাধা গরল বচনে।
তার প্রতিকার যবেঁ না কর আপণে॥
তবেঁ লোক শুণিআঁ করিব উপহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

—

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥

আল।
দূতী আপরাধ কৈল।
আহ্মারে কেহ্নে না বুইল।
দূতী মারিআঁ কমণ কাজ সাধিল॥
আল।
বড়ায়িব বোল প্রমাণে।
আল সাধিব আপণ মানে॥ ১॥
আল।
যে মোর দূতী মাইল না ল।
নিজ দোষে সে পাইবে আতি বড় দুখে॥ ধ্রু॥

---

১ পুথিতে ছইল'।
২ আহ্মী' কাটিয়া সামী' করা আছে।

রাম কাজে হনুমন্তা।
তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল নেত্য পুনী যোড়াইতেঁ শকতা॥
যে থানে গুঁটী না জাএ।
তথাঁ বাটিআঁ বহাএ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড খাএ॥ ২॥
দূতা পাঠাইবোঁ [১৩।২] মোএঁ কীষে।
হাথে তুলী মোঁ খাইলোঁ বীষে।
মোর দূতী চড় খাইলে হেন বএসে॥
যথাঁ দূতা মোর জাএ।
তথাঁ পরসাদ পাএ।
অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ॥ ৩॥
সকল গোঠ মেলাইবোঁ।
বড়ায়িক খীর যোগাইবোঁ।
দণ্ড রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥
বড়ায়িক করিআঁ ভোরে।
খণ্ডাইবোঁ আপণ দোষে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

—

বরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

তোহ্মার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ করিলোঁ যতনে
অনেক প্রকারেঁ তাক বুলিলোঁ বচনে॥
তাহাতে মুগধী রাধা না পাতিল কানে।[১]
পাএ পেলাইল তোর সব গুআ পানে॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ।
চড়েঁ মাইলে রাধা মোরে দেখ বিদ্যমানে।
এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥
আওর বুইল তোক যত বীরদাপ।
তাক সোঁঅরিতেঁ মোর মনে বাঢ়ে তাপ॥
এখোহি না রাখিলেক তোর মাঅ বাপ।
কোপেঁ গরজিলী রাধা যেন কালসাপ॥ ২॥

তীন ভুবনে নাহিঁ হেন আছিদরী।
হাণে কুলে এখো নাহিঁ পাটাবুকী তিরী॥
তোহ্মার কারণে মোরে যত দিল দুখ।
পালটি না দেখোঁ আর তাহার মুখ॥ ৩॥
নিতি নিতি দধি বিকে মথুরাক জাএ।
তাক দুখ দিতেঁ কিছু চিন্তহ উপাএ॥
তবেঁসি মনে[১৪।১]র[১] মোর দুখ পালাএ।
বাসলী শিরেঁ বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

—

দেশাগরাগঃ॥ রূপকং॥

বড়ায়ি ল।
কদমের তলে বসী যমুনার তীরে
দান ছলেঁ বাধিবোঁ রাধারে।
বড়ায়ি ল।
লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার
কাঢ়ী লৈবোঁ গাতেসরী হারে॥ ১॥
বড়ায়ি ল।
বাটেত সজিআঁ দান করি তার আপমান
তোর মোর সাধিব মান॥ ধ্রু॥
বড়ায়ি ল।
ধরিহ মোর যুগতী রাধার হআঁ সংহতী
চলি জাইহ মথুরার হাটে।
আহ্মাক রুষ্ট বচনে তোষিহ রাধার মনে
আহ্মে যবে রোধিব বাটে॥ ২॥
ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর আগুমতী লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥ ৩॥
পাছেত মদনবাণে হাণিআঁ তাক পরাণে
রচিবোঁ ধরি মুনিবেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

—

১ চলড়' লেখা ও ল' কাটা।
২ ইহার পর 'এত আপমান সহে কাহার পরাণে॥ ধ্রু॥' লেখা ও কাটা।

১ মনের,' নে' তোলাপাঠে।

আধায় সাদরং চিত্তে দামোদরসমীহিতং।
মধুরং রাধিকামাহ বৃদ্ধা কপটকোবিদা॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কপটেঁ কহিল বড়ায়ি রাধিকার থানে।
তোহ্মার বচনে আহ্মে নিবারিল কাহ্নে॥
বিমতী ভৈজিআঁ কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর।
চল ঝাঁট জাই বিকে মথুরা নগর॥ ১॥
সব গোপী লআঁ রাধা [১৪।২] করি নিমবিয়ে।
মথুরার হাট জাইউ চিত্তের হরিষে॥ গো॥ ধ্রু॥
বড়ায়ির বচন শুণী হরষিত মনে।
যুগতি করিল লআঁ সব গোপীগণে॥
মথুরা চলিলী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে।
সখিগণ সমে নানা কথা পরসঙ্গে॥ ২॥
রাধা লআঁ দধি দুধ বিকণিআঁ হাটে।
ঘরক আইলী বড়ায়ি আতি বড় ঝাঁটে॥
ঈষত হাসিআঁ বড়ায়ি মধুর বচনে।
অশেষ প্রকার করি তোষিল আইহনে॥ ৩॥
হেনমতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে॥
কৌড়ী আণিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কালক্ষেপাসহঃ শুচি রাধামাধায় মাধবঃ॥
উপেত্য জরতীমাহ মনোজশরকাতরঃ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ রূপকং॥

এত দিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআশে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখে নিন্দ না আইসে॥
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।
এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে॥ ১॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।
মাহাদাণী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে॥ ধ্রু॥
কালি যাইব আহ্মে বড়ায়ি বিহাণী।
তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী॥
আজি রাতী সুত গিআঁ অইহনের ঘরে।
প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে॥ ২॥
অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।
রহিতেঁ না পারোঁ বিণি [১৫।১] রাধা দরশনে।
যতেক প্রবন্ধ সব জাণহ আপনে।
কি বুলিব তোরে উপদেশবচনে॥ ৩॥
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।
খর শীতল আর বুলিব বচনে॥
আহ্মাক গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয় মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য জরতী কপটে পটুঃ।
অভিমন্যুপ্রসূং প্রাহ রাধায়া মথুরাগতিম্॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আইহনের ঘরে গিআঁ সাঁঝ সময়ে।
বড়ায়ি বুইল হেন আইহনের মাএ॥
চিরকাল দধি দুধ ঘরে নঠ হএ।
এবেঁ মথুরার হাটে জাইতেঁ জুআএ॥ ১॥
বোল রাধিকারেঁ সহি বড়ই যতনে।
যেহ্ন জাএ রাধা কালি বড়ই বিহাণে॥ ধ্রু॥
আপণে ভাবিআঁ দেখ থীর করী মণে।
বিণী বিকীএঁ হএ গোআলের ধনে॥
আহোনিশি আহ্মে সহি তোর ভাল চাহী।
তেঁসি সংহতী করি নিতেঁ চাহোঁ রাহী॥ ২॥
আহ্মে আপুণী জাইব সংহতি তাহারে।
কেহো তবেঁ কিছু বোল বুলিতে না পারে॥
গোআলের বহু ঝি লইআঁ জাইব আহ্মে।
তার মাঝে রাধাহো পাঠাআঁ দেহ তোহ্মে॥ ৩॥
হেনমতেঁ আইহন মাএর আনুমতী।
বড়ায়ি লইআঁ দিল রাধিকার প্রতী॥

তবেঁ ভৈল হাট জাইতেঁ রাধিকার মতী।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগতী॥ ৪॥

আহেররাগঃ॥ একতালী॥

ঘৃত দধি দুধ ঘোলেঁ সাজি[১৫।২]আঁ পসার।
নেত বসন দিআঁ উপরে তাহার॥
আনুমতী লআঁ রাধা সাসুডীর থানে।
লাস বেশ করে রাধা বডই বিহানে॥ ১॥
মথুরা চলিলী রাধা বডায়ির সঙ্গে।
সব সখিজন লআঁ আতি বড় রঙ্গে॥ ল॥ ধ্রু॥
কমলবদনী রাধা হরিণনয়নী।
আনত কপাল তার আধ শশি জিণী॥
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।
ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥ ২॥
তিলফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে।
কনকযুথিকামালা বাহু যুগলে॥
কমলকলিকা সম তার পয়োভারে।
ডমরু সদৃশ মধ্য নাভি গম্ভীরে॥ ৩॥
গুরু জঘন নিতম্ব উরু করিকরে।
চরণযুগল থলকমল আকারে॥
করিরাজ জিণী রাধা করিল গমনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

ইতি তাম্বূলখণ্ডং সমাপ্তং॥

অথ দানখণ্ডঃ

অত্রান্তরে তত্র কলিন্দকন্যা-
তটোপকণ্ঠং সরণৌ নিষন্নঃ।
চিরায় রাধামধুরাধরোষ্ঠে
কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো জরতীমুবাদ॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ প্রকীর্ণক লগনী॥
ক্রীড়াতালঃ॥

যমুনার ঘাটে নিকটে রহিআঁ
পথে বিরোধে কাহ্নাঞিঁ।
এ সব গোপ বধুজন লআঁ
কথাঁ না যাসি বড়ায়ি॥ ১॥
ছাওয়াল কাহ্নাঞি গোঠ রাখোআল
পন্থ বিরোধসি কিকে।
জাএ চন্দ্রাবলী আ··· ···

[ইহার পর ১৬'র পাতা ও ১৭।১এর পৃষ্ঠা নাই।]

[১৭।২] রে কাহ্নাঞিঁ করসি তোঁ বল।
একেঁ একেঁ সখিজন সব মোর খল॥
সুণিআঁ না কি বুঝিবে ঘরের গোআল।
মোএঁ আপোঙয়[১] হৈবোঁ তোহ্মে জাইবেঁ মার॥ ৩॥
চরণে পড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ বোলোঁ তোহ্মারে।
ছাড় একবার কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘরে॥
তোর পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

সিশের সিন্দুর তোর লাসে।
মাথার কেশ সুবেশে॥
আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞিঁ।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞিঁ॥ ১॥

---

১ আপোঙয়.' 'ঙ' তোলাপাঠে।

দান আহ্মার পরমাণে। এ রাধা ল।
না কর মনে আন ভাবে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোএ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥ ১ ॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি এ নিমন টলে ॥
ডাকর ভ লিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিঁকে রুচে ॥ [৩ ॥]
সুঝি য হ মোর সব দানে।
নহে দে হ আলিঙ্গন দানে ॥
রাধা মার না কর নিরাশে।
গাই ব[১৮।১]ড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

আল বড়াযি।
এগার বৎসরের বালী।
অঙ্গ নলিনীদল কোঅলী ॥ ল ॥
আল বড়াযি।
তাক দোষ যার মন জাএ।
নিজ দোসে পরাণ হারাএ ॥ ১ ॥
আল বড়াযি।
কাহ্ন মোকে মাঙ্গে আলিঙ্গনে।
পরশিলেঁ তেজিবোঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু
একে একে সব সখি জাএ।
বাটে কাহ্ন আহ্মাকে রহাএ ॥
পরিহাস করে দানছলে।
কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ চাহে বলে ॥ ২ ॥
সব গোপী ছাড়ী বনমালী।
মোরে কেহে বোলএ ধামালী ॥
খনে চাহে মোরে মাহাদানে।
খনেকেঁ বোলএ আনচানে[১] ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আহ্মার বচন।
নিষধহ শ্রীমধুসূদন ॥
তেজুক আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

সুন্দরি রাধা [১৮।২] সুণ সমুখে
পুছো মোএঁ হৃষীকেশে।
কথাঁ না বসসি কথাঁ তোর ঘর
জাইবেঁ কোমণ দেশে ॥ ল রাধা ॥১॥
গোকুলে থাকোঁ মো গোআল জাতী
তোহ্মে না পুছহ কিকে।
ষোল শত গোপী পসার সাজিআঁ[২]
মথুরা জাওঁ মো বিকে ॥ ২ ॥
ওলাহা রাধা মাথার চুপড়ী
দেখোঁ মো তোহ্মার পসরা।
কোণ বথু লআঁ জাহা মথুরা
তাহার দেহ বিচারা ॥ ৩ ॥
ঘৃত দধি দুধ আওর ঘোল
এ সব মোর পসারা।
তোহ্মে না কমণ কারণে কাহ্নাঞিঁ
চাহ এহার বিচারা ॥ ৪ ॥
তোএঁ না জাণসি মোএঁ মাহাদাণী
এ দান সব আহ্মারে।
ভাণ্ডে মোল পণ দিআঁ মাহাদান
চল মথুরা নগরে ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে 'আনচাচানে'।
২ 'সাসিজিআঁ' লেখা ও 'সি' কাটা।

বিথর কালে বিথর গুণী
হেন বিপরীত বাণী।
আনেক সমএ মথুরার পথে
ঘৃত দুধে মাহাদাণী ॥ ৬ ॥
আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী
হের পাঞ্জী পরমাণে।
আপণ চিহ্নিআঁ দিআঁ যাহা দাণ
রাখহ আপন মাণে ॥ ৭ ॥
পুরুবেঁ শুণীএঁ বা রাম রাজ্য
সে ভৈল কংসের দেশে।
বসিল জনে কড়ী···
[ইহার পর ১৯১১এর পৃষ্ঠা নাই।]
[১৯১২]···মাহাদাণী এত কালে শুণী
হেন আচরিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ লাজ নাহিঁ তাএ
শুণ দেব চক্রপাণী ॥ ১৬ ॥
ক্রোধে কাহ্নাঞিঁ বাসার আঞ্চলে
ধরি মনে মনে হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী কৃষ্ণাদ জরতীমিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীডা ॥

তবেঁ বুইলোঁ বড়ায়ি হাটক না জাইব
দুর্জ্জন মথুরা পুরী।
বোল দিআঁ তোএঁ মোরে আণিলেঁ
মোর আন্তরের বৈরী ॥
ঘৃত দধি সব খাইল কাহ্নাঞিঁ
গাম্বাআঁ মোর পসারা।
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ তন বিগুতিল
ছিঁড়ি সাতেসরী হারা ॥ ১ ॥

কোণ বিধাতাএ মোক গঢ়িলেক
কত লিখি দুখভারে।
সুখ ভুঞ্জিতেঁ মো কোহ্নো না পাইলোঁ
দুখেঁ গেল সব কালে ॥ ধ্রু ॥
অনন্ত জরমে গুরু ব্রাহ্মণেরেঁ
দিলোঁ নানা দুখভারে।
তেকারণে বিধি যত] দুখগণ
লেখিল সাঠীঘরে ॥
কইলোঁ[১] খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ ॥ [২০।৴] ২
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কাহ্নাঞিঁর হাথে।
মুকুট ভাঁগিআঁ সব পেলাইবোঁ
সিন্দুর মুছিবোঁ মাথে ॥
কিনা চাহে কাহ্ন বাটে রহাএ
বুঝিতেঁ নারেঁ। তার মণে।
রাজা কংসাসুর আতি দুরুবার
সে জণি এহাক শুণে ॥ ৩ ॥
এড়ু দামোদর ঝাঁট জাউঁ ঘর
দিআরু মোকে মেলানী।
রাজা কংসাসুর সুণিলেঁ পাছেঁ
ফল পাইবে চক্রপাণী ॥
উনটি বসিআঁ সুন্দরি রাধা
ছাড়এ দীর্ঘ নিশাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ মুক্তাফলং কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

---

১ কবিলোঁ। লেখা, রি' কাটা ও তোলাপাঠে 'ই'।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধে

যে বোল বুলিলোঁ মণে না ধরিলেঁ
উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী।
সুচক রুচক কুচের বাটুল
তাতা পড়ি গেল দিঠী ॥
দিঠী দিঠী চিত্ত মজিআঁ গেল
তোর আনুমতী জীওঁ।
সংপুন্ন চন্দ্র তোহোর বদন
আধরে আমিআঁ পীওঁ ॥ ১ ॥

রাধে

তেজ ভয় মান রাগে।
গএ দাধর প্রেয়াগে মাধব
তোকে[২০।২] আলিঙ্গন মাগে ॥ ধ্রু ॥
কত না রাগ রাধা আছের মনে
না চাহ সমুখ দিঠী।
এ রূপ যৌবন কত নেহালসি
হাথের শিরি আঙ্গুঠী ॥
এ রূপ যৌবন সব থীর নহে
মনে ভাব গোআলী।
রতি উপভোগে সফল কর
পরিতোষ বনমালী ॥ ২ ॥
তোহ্মে পদ্মিনী আহ্মে পদ্মনাভ
এহা গুন মনে মনে।
বএসেঁ জ্যেষ্ঠ কুলেহোঁ শ্রেষ্ঠ
কিকে পরিহর কাহ্নে ॥
আহ্মা পরিহরিলেঁ ভাল না পাইবেঁ
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবেঁ
তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩ ॥
তোর পাঅ দেখি রাতা উতপল
লাজে লুকাইল জলে।
তোহ্মার গমন দেখি রাজহংস
গতি করিল সলিলে ॥

দেবাসুর নর ঈশর
কাহ্নের না ডাঁগে আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

এক ভাল না বোলে নিলজ চক্রপাণী।
রতি পতিআ[২১।১]শে ভৈল পথে মহাদাণী ॥
ষোল শত গোপী জাএ আপণ ইছাএ।
দারুণ করম দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥ ১ ॥
পরাণ[১] বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥ ধ্রু ॥
তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে ॥
চির কাল জীউ মোর সামী আইহন।
আনুপাম বল বীর মতীএঁ গহন ॥ ২ ॥
সব খন পরদারে উদগত মতী।
এতেকেঁ বুঝিল তার বড় কুল জাতী ॥
তা সমে নাহিঁক বড়ায়ি মোর কোণ বোল।
মিছা নঠ করে কাহ্ন মোর ঘৃত ঘোল ॥ ৩ ॥
খণ্ডউ সব জঞ্জাল আর ঠৈটা দান।
মিছা কেহ্নে করে কাহ্নাঞিঁ মোর অপমান ॥
তার পতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সত্যো রাধিকামিদং ॥
বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে।
তেকারণে আইলোঁ মোএঁ যমুনার তীরে ॥

---

১ পুথিতে পরাণে'।

নিতি নিতি [২১।২] যাহা তোহ্মে মথুরা নগরে।
সব সুবিধান দান দেহ ত আহ্মারে ॥ ১ ॥
দিবেহেঁ দধির দাণ সুনহ গোআলীনী।
কংসের বিষএ আহ্মে হইএ মাহাদাণী ॥ ল ॥ ধ্রু
দেহ দধি ঘৃত দান যত হএ লেখে।
পসারের দান দিআঁ যাহা একে একে ॥
অভরস না কর সত্য আহ্মে বুইল।
তোহ্মার কারণে আহ্মে মাহাদাণ লইল ॥ ২ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাস উপেখী ॥
এহা জাণী মোকে দেহ আলিঙ্গন দানে।
আপণ গৌরব রাধা রাখহ আপণে ॥ ৩ ॥
লেখা করে কাহ্নাঞি আপণে খড়ী পাড়ী।
বাকী ভৈল রাধা তোতে নব লক্ষ কড়ী ॥
হএ নহে রাধা আপণে লেখা কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

পুরুব কালত ঋষিএঁ বুইল।
বসুলে নিআঁ নান্দোঘরে থুইল ॥
জাণ[া]ইবোঁ কারে এ সব কাজে।
সত্যে লইব কাহ্নাঞি মথুরার রাজে ॥ ১ ॥
বুলিআঁ পাঠাইবোঁ দুখ সমাদে।
কাহ্ন মাহাদানী [২২।১] লাগিল বাদে ॥ ধ্রু
বারেঁ বারেঁ মোএঁ বুইলোঁ ভজিআঁ।
কংসে গুণী আসিব সাজিআঁ ॥
গুণীএ যবেঁ সে আইহন বীর।
কর[া]তেঁ তোহ্মা করিব চীর ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্ন তোঁ মোর বোল শুন।
আপণে আপণ হৃদয়ে গুন ॥
ছাড় তোঁ আহ্মার দানের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুণ তোহ্মে আল রাধা পাঁজী পরমান ॥ ১ ॥
নিতি দধি বিকে জাও মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে ॥ ২ ॥
আতি সিতপনী রাধা পরিধান পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥ ৩ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥ ৪ ॥
বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী ॥ ৫ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী ॥ ৬ ॥
রাখোআল হআঁ তোর কং[২২।২]সের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ ॥ ৭ ॥
কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপণে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥ ৮ ॥
তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥ ৯ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন পাপবাণী।
তোহ্মে ভালে জাণোঁ আহ্মে আইহনের রাণী ॥ ১০ ॥
বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১১ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥

কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ কেহ্নে জাইবেঁ হাটে
কেহ্নে নাগরি রাধা ছাড়ী দিবোঁ বাটে ॥
সব কুতঘাটে রাধা মোর মাহাদান।
হএ নহে দেখ রাধা পাঞ্জী পরমান ॥ ১ ॥
বারহ বরিষের দান দিবেহেঁ গোআলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥ ধ্রু ॥
স্বগ্‌গে রাখোঁ মর্ত্যে রাখোঁ তলে পাও সুধী।
তাহাতে টেটনী রাধা কি করিবি বুধী ॥

এ তীন ভুবনে রাধা মোর মাহাদানে।
তাক ভাঁগি জাএ রাধা কাহার পরাণে ॥ ২ ॥
যশোদার [২৩৷১] পোঅ আহ্মে হাথে ধরী বাঁশী।
তোহ্মাক দেখিল রাধা অধিক রূপসী ॥
তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলোঁ দান ধর আহ্মার বচন ॥ ৩ ॥
এভোঁ যবেঁ না ধরিবেঁ আহ্মার বচন।
বলে ধরি তোকে তবেঁ দিবোঁ আলিঙ্গন ॥
এহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এবে।
সবংশ বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
এতেকেঁ বুঝিল তোর কাজের ভাষ।
লোক সুণিলে তোকে হৈব উপহাস ॥ ১ ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণেঁ জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥ ধ্রু ॥
নাগরশেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোএঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভমলে।
তভোঁ নাহিঁ পাএ মধু কমলমুকুলে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বডার ঝী।
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
দেখিল পাকিল [২৩৷২] বেল গাছের উপরে।
আরতিল কাক তাক ভখিতেঁ না পারে ॥ ৩ ॥
রতিকথা সখিমুখে না শুণীলোঁ কানে।
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার সমানে ॥
চরণে ধরোঁ তোর দেব নারায়ণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এ তোর নব যৌবনে।
দেখি মোর মজি গেল মনে ॥
এবেঁ তোকে দেখিএ রূপসে।
তেঁএ মোরে বাঢ়িল আশে ॥ ১ ॥
দেহ মোরে সরস বচনে।
আমিআঁ পিউক মোর কানে ॥ ধ্রু ॥
চাহ মোরে মুখশশি তুলী।
তোহ্মে রাধা আহ্মে বনমালী ॥
তোর মোর ভৈল পরিচএ।
এবেঁ পরিহর তোহ্মে ভএ ॥ ২ ॥
তোতে মোর হএ যত দানে।
তাক দিতেঁ নাহিঁ তোর ধনে ॥
এহা আপণে গুণী মনে।
কর মোর সফল বচনে ॥ ৩ ॥
এ তোর প্রথম বএসে।
তোর দেহে বসে বড় রসে ॥
দানী ভৈলোঁ তাহার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তম্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ধানুষী[রাগঃ] ॥ একতালী[১] ॥

আল বড়ায়ি।
চাঁপাকুঁটী দেখিতে রূপসে।
[২৪৷১] তাত নাহিঁ গন্ধের পরসে ॥ ল
বিকসিলেঁ মোহে মুনিমণে।
হেন সব নারীর যৌবনে ॥ ১ ॥
কি না মোক ভৈল এত কালে।
মাহাদানী ভৈগেল গোকুলে ॥ ধ্রু ॥
অনেক কড়ীর পসারা।
হাট জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা ॥

১ ধানুষী ॥ একতালী' তোলাপাঠে।

রাজা কংসে করিবোঁ গোআরী।
তবেঁ কাহ্ন লআঁ যাব[1] ধরী ॥ ২ ॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাওঁ।
দাণের সুধী নাহি পাওঁ ॥
এবেঁ রাজা ধনের কাতর।
চাহে যবেঁ দুধে দিবোঁ কর ॥ ৩ ॥
সখি সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাক জাওঁ বিকে রঙ্গে ॥
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

বামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বদনকমল তোর যবেঁহ দেখিলোঁ।
তবেঁ হৈতেঁ রাধা তোতে মন দিলোঁ ॥
আঅর দেখিলো নাসা গরুড় সমান।
গিধিনীসদৃশ তোর দেখোঁ দুঈ কান ॥ ১ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিল দেব কান।
সব কলা সংপুনী তোঁ দেহ মধুপান ॥ ধ্রু ॥
কুরঙ্গনয়ন জিণী তোহ্মার নয়নে।
আধর ব[২৪।২]ন্ধুলী গণ্ড মধুক সমানে ॥
মাণিক জিঁণিআঁ তোর দশনের পাঁতী।
কনয়া নিকষ তোর দেহের কাঁতী ॥ ২ ॥
তালফল জিণিআঁ তোহ্মার পয়োভার।
মাঝদেশ দেখি সিংহমাঝার আকার ॥
লোভেঁ নাভীতলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রামকদলী ॥ ৩ ॥
থলকমল জিণী তোহ্মার চরণে।
রাজহংস জিণী তোহ্মার গমনে ॥
ভোলে পড়ি গেল তাত নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

[1] পুথিতে 'যাবোঁ'।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থীর।
প্রাণ যেহ্ন ফুটি জাএ বুক মেলে চীর ॥ ১ ॥
যার প্রাণ ফুটে বুকে ধরিতেঁ না পারে।
গলাত পাথর বান্ধী দহে পসী মরে ॥ ২ ॥
তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী সরুপেঁসি জাণ।
তোহ্মে মোর সব তীর্থ তোহ্মে পুণ্যস্থান ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতেঁ কাহ্ন না বাসসি লাজ।
তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুণ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
হইএ আহ্মে দেবরাজ তোহ্মে মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত ভাগিনা মাউলানী ॥ ৫ ॥
এ বোল বুলিতেঁ তোর ম[২৫।১]ণে বড় সুখ
পরঘর পইসে যেহ্ন চোর পাটাবুক ॥ ৬ ॥
ভাল বোল বুলিলি তোঁ চন্দ্রাবলী রাণী।
আহ্মার মণের কথা কহিলেঁ আপুণী ॥ ৭ ॥
বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল।
জরুআ দেখিআঁ যেহ্ন রুচক আম্বল ॥ ৮ ॥
জাইবার বাসনা তোহ্মে ছাড়হ গোআলী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥ ৯ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

মেদনি যোড়িলো হালে।
কৈলোঁ[1] ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে ॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়া।
গিরি করিলোঁ গোবাঙ্গী মোথড়া[2] ॥ ১
জাইবার বাসনা তেজ গোআলী।
কাহ্ন মাহাদাণী তোরে ল বালী ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন মোর থানে।
বংশ বাজাওঁ গানে ॥
না কর তোঁ মন আনে।
আহ্মে অসুরদল[ন] কাহ্নে ॥ ২ ॥

[1] পুথিতে 'কৌলোঁ'।
[2] পুথিতে 'মোথড়া গোবালী'।

সুমেরু আহ্মাক গঢে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥ ৩॥
গোকুলে গোজাতী।
দেহ আহ্মারে সুরতী॥
বৃজত জাইবার আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুজ্জরী [২৫।২]রাগঃ॥ রূপকং॥

এক ঠাঁই বাঢিলাহোঁ নান্দের ঘরে।
চাণ্ডাল কাহ্নাঞিঁ এবেঁ বল করে॥
দিঠি ত পড়িলে বাঘেত হএ লাজ।
সোদর ভাগিনা হআঁ হেন তোর কাজ॥ ১॥
কাহ্নাঞিঁ লাজ নাহিঁ তোরে।
লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান॥ ধ্রু॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী।
পাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী॥
পোএর মুখে পরবত টলে।
গুরু পাপে[১] বেঢিলের আলপ কালে॥ ২॥
বারেঁ বারেঁ কাহ্ন মো দাধি বিকে জাওঁ।
সমুচিত দান ঘাটে তোর না ভাঙ্গাওঁ॥
কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি বল।
বাপ মাএ গালি তোরেঁ দিবোঁর বিথর॥ ৩
পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার।
দেখ যত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার॥
যত কিছু বোলোঁ মোএঁ সব পরমাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

বাপ বসুল মোর নান্দোঘরে জাণী।
কমণ কারণে রাধা ঘোসসি মাউলানী
মাঅ দৈবকী মোর মামা কংসাসুর।
তোহ্মার সম্বন্ধ কথা [২৬।১] আনেক দূর॥
নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী।
রঙ্গে ধামালী বোলে দেব বনমালী॥ ধ্রু॥
মাউলানী মাউলানী বোলসি তুণ্ডে।
মোর মহাপাতক পড়ু তোর মুণ্ডে॥
হেন যবেঁ রাধা বোলসি আর বার।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নাঞিঁ গোআল॥
কিকে তোঁ নাগরি রাধা উপেখসি সুখ।
মুখ তুলী চাহা মোর পালাউক দুখ॥
উন্নত পয়োধরেঁ ধরি মোরে চাপ।
পালাউ আহ্মার বিরহসন্তাপ॥ ৩॥
কে তোকে জানাইলে মাউলানী সম্বন্ধ।
দুঈ আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ॥
শালী সম্বন্ধে সম্বোধ নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥ ৪॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা ভয়ভরাতুরা।
জগাদ জরতীং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্চ মধুসূদনম্॥

রামগিরীরাগঃ॥ আঠতালা॥

মাউলানীর যৌবনে কাহ্নের মন।
বিধুমুখে বোলেঁ কাহ্নাঞিঁ মধুর বচন॥
সম্বন্ধ না মানে কাহ্নাঞিঁ মোকে বোলে শালী।
লজ্জাদৃষ্টি হরিল ভাগিনা বনমালী॥ ১॥
কি না [২৬।২] বিধি আগ বড়ায়ি[১] লেখিল কপালে
ভাগিনা সুরতি মাঁগে দানের ছলে॥ ধ্রু॥
ভাগিনা সদৃশ গুরু নাহিঁক শয়ানে।
কিকে কাহ্নাঞিঁ বল করে এ কুঞ্জ মযাণে॥
ভাগিনাকে দেখি বড়ায়ি দেবতা সদৃশে।
মোর কর্ম্মদোষে কাহ্নাঞিঁ হেন পড়িহাসে॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বলুক বচন।
দান লৈতেঁ নাহিঁ মণ কিসকে যতন॥

---

১ পুথিতে 'সাপে'।

১ ববড়ায়ি' লেখা ও ১ম বকার কাটা।

ধামালী সহিত কাহ্নাঞি বোলে তিখ বাণী।
হেনমতেঁ বিগুতিলে সোদর মাউলানী ॥ ৩ ॥
দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।
কাহ্ন লজ্জা হরিল দেখিআঁ মোর তন ॥
রতি লাগি বল করে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বারেঁ বারেঁ রাধা বোলসি আহ্মে ত
তো[হ্মা]র মাউলানী।
আহ্মার বৈরি কংস রাঅ তোক
মারিব সম্বন্ধ শুণী ॥
আপণাক রাখি যে কাজ করে
তাক বুলিএ সিআনী।
এহা জাণী না পরিহর রা[২৭।১]ধা
আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ১ ॥
রাধা তোর তনু দরশনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ধ্রু ॥
রসময় সকল শরীর তোর
ভইল নহুলী যৌবনে।
পাকিল শ্রীফল জিণিআঁ শোভে
তো[হ্মা]র দুই তনে ॥
তাক দেখি[আঁ] উনমত ভৈলোঁ
আন নাহিঁ পড়িহাসে।
কর আনুমতী নাগর কাহ্নাঞিঁ
জীউক তার পরসে ॥ ২ ॥
মিছাই রাধা পাতসি সম্বন্ধ
মিছাই করসি লাজে।
মন থীর করি ধর মোর বোল
লাজে সে হারায়ি কাজে ॥

আনেক সময় যৌবন যে নারী
আপণ শরীরে শাঁচে।
আতি সে আবুধি ভোগ পরিহরি
আপণে আপণা বঞ্চে ॥ ৩ ॥
যাহার যৌবন নর উপভোগে
সেহি সে নাগরী ভালী।
ভ্রমর সঙ্গম পাইলেঁ শোভএ
যেহ্ন বিকসিত মাহ্লী ॥
এহা পরিহরি নাগরি রাধা
আহ্মা না কর নিরাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কেহ্নে তোহ্মে মোরে বোল শালী।
সম্বন্ধ না মান ভাগিনা বনমালী ॥
তোর বোল মো[২৭।২]ত নাহিঁ সাজে।
আলপ বএসে খাইলি লাজে ॥ ১ ॥
যদি গাঙ্গ উজান বহে।
তভোহোঁ তোহ্মার বোল নহে ॥ ধ্রু ॥
নিজ সামী আছে মোর ঘরে।
তাহাকো না কর তোহ্মে ডরে ॥
আতিবড় হৈলা আছিদর।
আপণা চিহ্নিআঁ জাহ ঘর ॥ ২ ॥
সেসি নারী সে হএ সতী।
যাক উপভোগে নিজ পতী ॥
রস নাহিঁ পরার পুরুষে।
যার উপভোগে কুল নাশে ॥ ৩ ॥
সুঁঅরী আপণ কুল জাতী।
দূর কর পাপত মতী ॥
ছাড়হ আহ্মার পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতং রাধিকে বদ মাধিকং
অধুনা মম দানস্ত গণনায়াং মনঃ কুরু ॥

হাথে খড়ী করী বোলেঁা মো কাহ্ন।
অ'ইস ল রাধা লেখা করি দান ॥ ১ ॥
অ'ছঠ হাথ কলেবর তোর।
দুই কোটি দান তাহাত মোর ॥ ২ ॥
মাথাত কুসুমমাল রচনে।
এহাত আহ্মার লক্ষক দানে ॥ ৩ ॥
চামর জিণিআঁ চিকুর তোরে।
এহার দান দুই লাখ মোরে ॥ ৪ ॥
সিসের সিন্দুর ভুবন মোহে।
এহার দান তিন লক্ষ হএ ॥ ৫ ॥
নি[২৮।১]র্মল শশি তোর মুখ দেখোঁ।
এহার দান চারি লাখ লেখোঁ ॥ ৬ ॥
নীল উতপল তোর নয়নে।
এহাত মোর পাঞ্চ লাখ দানে ॥ ৭ ॥
গরুড় সমান তোহোর নাশা।
এহাত ছয় লক্ষ দানের আশা ॥ ৮ ॥
শ্রব[ণে] কুণ্ডল শোভএ তোরে।
এহার দান সাত লক্ষ মোরে ॥ ৯ ॥
মাণিক জিণিআঁ দশন শোহে।
এহার দান আঠ লাখ নহে ॥ ১০ ॥
বিম্বফলতুল তোর আধরে।
নব লক্ষ দান তাত আহ্মারে ॥ ১১ ॥
কণ্ঠদেশ তোর কম্বু সমানে।
দশ লক্ষ হএ এহাত দাণে ॥ ১২ ॥[১]
বাহু মৃণাল কমল করে।
এগার লক্ষ দান তাহারে ॥ ১৩ ॥
নখপাঁতি তোর চন্দ্রিকা জিণে।
বার লক্ষ হএ এহার দানে ॥ ১৪ ॥

১ ইহার পর 'শ্রীফলযুগল তোহোর তনে ॥' লেখা ও কাটা।

শ্রীফলযুগল তোহোর তনে।
এহার দান তের লক্ষ ধনে ॥ ১৫ ॥
ত্রিবলি মাঝা বাএ হ্যলে তোরে।
চৌদ লক্ষ দান এহাত মোরে ॥ ১৬ ॥
উরু তোর রামকদলী সমানে।
পঞ্চদশ লক্ষ এহার দানে ॥ ১৭ ॥
পদযুগ থলকমল আকারে।
[২৮।২] ষোল লক্ষ দান তাহাত আহ্মারে ॥১৮॥
হেম পাট জিণি তোহোর জঘনে।
চৌষাঠ লাখ তাত মোর দানে ॥ ১৯ ॥
বিণি দান দিআঁ নাহিঁ গমনে।
বোলে দামোদর সত্য বচনে ॥ ২০ ॥
মাথাএ বন্দিআঁ বাসলীপাএ।
আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ২১ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট ॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট নাটে।
কংশে শুণিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে ॥ ১ ॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী পুথী তোহ্মার[১] চিরিবোঁ বাম হাথে ॥ ধ্রু ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে ॥
এ সব চরিতেঁ তো নাসিলি দুই লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে ॥ ২ ॥
মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুণী দেহত বসে দান ॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ[২৯।১] ॥৩॥
অ[া]ইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।
তোহ্মে কি না চিহ্ন আহ্মে তাহার রাণী ॥

১ 'তোহ্মার' তোলাপাঠে।

কি না লাভ লোভে কাহ্নাঞি না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

শরত উদিত চান্দ বদনকমল।
খঞ্জন জিণিআঁ তোর নয়নযুগল ॥
আধরে বন্ধুলীরাগ শোভএ সুন্দরী।
হেন রুপেঁ কাহ্নাইকে কেহ্নে পরিহরী ॥ ১ ॥
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা সুণ ল সুন্দরী।
তোহ্মাতে মজিল চিত ধরিতেঁ না পারী ॥ ধ্রু ॥
শ্রবণে শোভএ তোর রতনকুণ্ডল।
কুচযুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফলযুগল ॥
তথিত উপর শোভে হারমঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী ॥ ২ ॥
যশোদার পোঅ আহ্মে নামে গোবিন্দ।
তোর রূপ দেখিআঁ চখুতে নাইসে নিন্দ ॥
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ রাধা দেহ মোরে কোল।
তোর দুঈ তনে লাগু রসের হিলোল ॥ ৩ ॥
আহ্মা সমে নেহ রাধা বড় পুণ্যে পাইএ।
আহ্মা সমে যোগ সতোঁ সুরপুর জাইএ ॥
এহাক জাণীআঁ[১] রাধা পুর মোর [২৯।২] আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধাহুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথম যৌবন মোর মুদিত ভাণ্ডার।
হৃদয়ে কাঞ্চুলী গজমুকুতার হার ॥
এহা আভরণ কাহ্নাঞি সব মোর নে।
বেরি এক কাহ্নাঞি মোক ঘর জাইতেঁ দে ॥ ১ ॥
না জাণোঁ সুরতি কাহ্নাঞি না ধারোঁ মোঁ দান
মিছাই কাহ্নাঞি মোর লইবেঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
এগার বরিষে কাহ্নাঞি বার নাহিঁ পুরে।
আহ্মা দুখ দিতেঁ কাহ্নাঞি কেহ্নে হেন ফুরে ॥
এক বার ছাড়ী দুই বার নাহিঁ মরী।
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী ॥ ২
শঙ্খ চক্র গদা আর শারঙ্গ এড়িআঁ।
দান সাধ কেহ্নে কাহ্নাঞি পথত বসিআঁ ॥
বারেক এড়িআঁ দেহ জাও মোএঁ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

ধাহুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মুখ তোর আল রাধা বিকচ কমলে।
নয়ন তোর নীল উতপলে ॥
মাণিক জিণিআঁ তোর দশনের যুতা।
সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজ[৩০।১]মুতী ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল তোহ্মাতে মণ গেল।
হের প্রাণ ধরণ না জাএ ॥ ধ্রু ॥
দুঈ কুচ তোর রাধা শম্ভুর আকার।
তথি চিত্ত মজিল আহ্মার ॥
তা দেখিআঁ সব খন না পাওঁ সোআথ।
অনুমতি কর দেওঁ হাথ ॥ ২ ॥
সিংহ জিণী তোর আতি মাঝা খিনা।
দুঈ উরু রামকল জিণী ॥
চরণ থলকমল মন্থর গমনে।
নেত বসন পরিধানে ॥ ৩ ॥
কনক নিকস সম তনুকান্তি লীলা।
দেখি ভোল গেল নান্দোবালা ॥
দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আটতালা ॥

এত কাল জাইএ আহ্মে মথুরার হাটে।
কভোঁ না দেখিল কাহ্নাঞি দানী এহা বাটে ॥
এবেঁ বাটে বাটোআড় হৈলা কাহ্নাঞি।
পাপ বুলিতেঁ তোর মুখে লাজ নাহিঁ ॥ ১ ॥

১ জাণীআঁ, আঁ' তোলা পাঠে।

ছাড়হ নিলজ কাহ্নাঞি হেন পাপবাণী।
আহ্মে শিশুমতী রতিকথাহো না জাণী ॥ ধ্রু ॥
মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী।
পরধন দেখিলেঁ কি পাএ ভিখারী ॥
উনমত সদৃশ কেহ্নে বোলহ বচন।
এহা বুঝি নিবারিআঁ থাক নিজ মন ॥ ২ ॥
পথত লই[৩০।২]লি যবেঁ দান আধিকার।
তবেঁ কেহ্নে তোতে হেন মদনবিকার ॥
তিল এক মোর মনে নাহিঁ রতিরঙ্গ।
আহ্মা ছাডী আন নারী কর তোহ্মে সঙ্গ ॥ ৩
এত বড় কেহ্নে কাহ্নাঞি দেহ মোরে দুখ।
মুখ তুলী না দেখোঁ আর তোর মুখ ॥
এবেঁ পরিহর কাহ্নাঞি আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সাজিআঁ
মথুরাক যাসি[১] বিকে।
সহজে রূপসী নব যুবতী
লাল বেশ তোর কিকে ॥
হেন রূপ দেখি চখু আড করে
পণ্ডআ তোর গোআলা।
আছু[২] নর লোক দেব লোক তোষে
মুনিমন হএ ভোলা ॥ ১ ॥
রাধা মুখ তুলি চাহা রঙ্গে।
নাগর কাহ্নাঞি পথে বিরোধে
কি করিব তোর খঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
কপোলযুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণি কুণ্ডলে।
সংপূর্ণ চান্দের দুই পাশে যেহ্ন
উইল সুরুজমণ্ডলে ॥
সুনিআঁ সরস আমিআঁ আধিক
তোর মধুর বচনে।
নান্দের নন্দন ভোলে পড়িলা
বাহু ভিড়ি দেহ আলিঙ্গনে ॥ ২ ॥
পরিধান তো[৩১।১]র সুরঙ্গ পাটোল
ধিরে যাসি বাটে।
আর আদভুত দেখোঁ চন্দ্রাবলী
সিন্দুর সুর ললাটে ॥
নিতি নিতি যাসি দধি দুধ[১] বিকে
পএর বাজে নুপুরে[২]।
আজি পড়িলা কাহ্নের হাথে
লাস বেশ করে চুরে[২] ॥ ৩ ॥
বার বৎসরের তোএঁ সি বালী
বিচিত্র কাঞ্চলী শোভে।
গিএ তোর মুকুতার হার
তা দেখি কাহ্নাঞির লোভে ॥
ছাড়িল রাধা তোর দধির দাণ
দেহ চুম্ব আলিঙ্গনে।
অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

লুনীর পুতলী যেহ্ন বড়ায়ি লো
রৌদ্রে দাণ্ডায়িলেঁ মিলাও।
কেমনে কাহ্নের বোল পালিবোঁ
মোয়ে পরাণে ডরাওঁ ॥ ১ ॥
হরি হরি নিদয়া বিধি কি লেখিল
কিকে আইলো বড়ায়ি গো ॥ ধ্রু ॥
নেত পাটোল না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ সিসত সিন্দুর।

---

১ যাসি' তোলাপাঠে; ইহার পর 'যাহা রঙ্গে' লেখা ও কাটা।
২ পুথিতে আছু'।

১ দুধ' তোলাপাঠে।
২ নুপুরে' ও চুরে'র একার তোলাপাঠে।

বাহের বলয়া   না পিন্ধিবোঁ
না পিন্ধিবোঁ পএর নূপুর ॥ ২ ॥
ঘরত বাহির   নহোঁ বড়ায়ি গো
সামীর বড়ই [৩১।২] দুলালী।
নির্দ্দয় কাহ্নাঞিঁর   হাথে পড়িলোঁ
মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ৩ ॥
সাত পাঁচ সখি   শুণী বড়ায়ি গো
[হাসে] রাধার বচনে।
গাইল আনন্ত   বড়ু চণ্ডীদাসেঁ
দেবী বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বোল এক বোলোঁ রাধা সুণ আহ্মাবে।
খণ্ড কোপ ভয় দেহ শৃঙ্গারে ॥ ১ ॥
নীল কুটিল শোভে চিকুরে।
প্রভাত আদিত শিথে সিন্দুরে ॥ ২ ॥
ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে।
নাসিকা নালিক যন্ত্র সমানে ॥ ৩ ॥
মুখকমল আতি শোভা করে।
বন্ধুলী জিণিআঁ আধর তোরে ॥ ৪ ॥
মাণিক জিনিআঁ দশন তোরে।
তা দেখি দাড়িমফল বিদরে ॥ ৫ ॥
কম্বু সম তোর শোভএ গলে।
কুচযুগ রাধা যোড় শ্রীফলে ॥ ৬ ॥
বাহু মৃণাল কর উতপলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকাজালে ॥ ৭ ॥
সিংহমধ্য সম মধ্যে শোভে ত্রিবলী।
উরুযুগ শোভে রামকদলী ॥ ৮ ॥
রাতা উতপল তোর দুঈ চরণে।
রাজহংস [৩২।১] জিণী তোর গমনে ॥ ৯ ॥

হেন[১] রূপ তোহ্মার যৌবনে।
নিফল করহ কমণ কারণে ॥ ১০ ॥
সরস হাসিআঁ বোল বচন।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

সব গোপ যার মান ধরে।
সে কেহে পরার নারী হরে ॥
নিজ পতি আছে মোর ঘরে।
তার হাথে কাহ্নাঞিঁ পাছে মরে ॥ ১
নিষধ নিষধ বনমালী।
পাছে মোরে না দিহলি গালী ॥ ধ্রু ॥
যে বচন বুইলে চক্রপাণী।
সে বচন কানে নাহিঁ শুণী ॥
তিন লোক খাআঁ মাহাদাণী।
সম্বন্ধ না মানে মাউলানী ॥ ২ ॥
ঘৃত দুধে সজাআঁ পসার।
বিকি জাইএ যমুনার পার ॥
হেন হএ বড়ার বেভারে।
মাউলানীক পাইল বাণিজারে ॥ ৩ ॥
কার পান চুন নাহিঁ খাওঁ।
কাহারো পাস নাহিঁ জাওঁ ॥
এড়ু কাহ্নাঞিঁ মোর পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকঃ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ [৩২।২] সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

সুণ ল সুন্দরি রাধা বচন আহ্মার
নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥

১ পুথিতে হেম'।

তোহ্মার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন॥ ১ ॥
বিলাহ যৌবন রাধা ল মোর বোল শুণ।
যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ॥ ধ্রু ॥
আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল॥
কোণ শিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুহ্ম তন।
আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন॥ ২ ॥
হেনস যৌবন রাধা সুব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ॥
তোহ্মার যৌবন রাধে পাণির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥ ৩
এ তীন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার।
মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ॥ একতালী॥

দুরুবার কংস নরপতী।
এহা জাণী ছাড়হ বিমতী॥
যবেঁ তোরে মারিহে পরাণে।
তবেঁ তোক রাখিব কোণ জনে॥ ১ ॥
ছাড়[৩৩।১]হ আহ্মার থান।
আবিচারে হারায়িবি পরাণ॥ ধ্রু ॥
হইএ আইহন[১] গোআলী।
যবেঁ বল করে বনমালী॥
রাজা আগেঁ করিবোঁ গোহারী।
তবেঁ তোক লআঁ যাব[২] ধরী॥ ২ ॥
হআঁ কাহ্ন বড়ার পো।
ভাল কাম না করসি তোঁ॥
মতিমো[হে]ঁয মোকে কর বল।
ভুজিবি তোঁ লিখিত ফল॥ ৩ ॥

না শুণিলি পুরাণ কথা।
না জাণসি ধরমবেবথা॥
দান সাহ পরনারী আশে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪।

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

পরাশর নামেঁ ঋষি আছিলা বিশাল।
তীন ভুবনে জানী তপস্যা যাহার॥
জলমাঝে মীনকণ্যা করিল গমন।
তাত উপজিলা বেদব্যাস তপোধন॥ ১ ॥
তোহ্মার বচন রাধা সবই আতত।
পরদারে পাপ নাহিঁ মুনীর সমত॥ ধ্রু॥
পাঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পাঞ্চ পতী যার ভৈল সব লোকেঁ জাণী॥
রম্ভা আদি বেশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কণ্যা কেহ্নে সুরপুরে বসে[১]॥ ২ ॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হরে শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তন নাম নরে॥
[৩৩।১]নারীর সম্ভোগে রাধা যদি পাপ বসে
এ তীন ভুবনেঁ কেহ্নে সে গঙ্গা পরসে॥ ৩ ॥
নিজ পরনারী দোষ নাহিক সংসারে।
যত সতীপণ সব মিছা জান তারে॥
এহা জাণী একমনে পুর মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
আত্মাপিহো অপযশ তার পরচরে॥

১ পুথিতে 'আইহহন'।
২ পুথিতে যাবোঁ'।

১ পুথিতে 'বসে সুরপুরে'।

কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে ॥ ১ ॥
হেন অদভুত কথা শুণ ল বড়ায়ি।
পরদারে পাপ নাহিঁ বোলন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুই মৈলা এক ঠাই ॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুই আসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মৈলা ॥ ২ ॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ সে মজিআঁ গেল শীতার কারণ ॥
এহা জাণী কাহ্নাঞিঁক নিষধ বড়ায়ি।
[৩৪।১]কেহ্নে হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাই ॥ ৩ ॥
বোলহ বড়ায়ি কাহ্ন মনে পরিভাউ।
আপণে আপণা চিহ্নিআঁ ঘর জাউ ॥
আহ্মা সনে হেন তেজু পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা ॥ ১ ॥
শিশত[১] শোভএ তোর কামসিন্দুর।
প্রভাত সময়ে যেন উয়ি গেল সুর[২] ॥ ২ ॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা ॥ ৩ ॥
নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা ॥ ৪ ॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে ॥ ৫ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা ॥ ৬ ॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা উতপলা ॥ ৭ ॥
কনকচম্প[৩৪।২]ক সম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেলা পর্ব্বতকুহরা ॥ ৮ ॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ বামকদলীতরুসমা ॥ ৯ ॥
মন্থর গমনে যাসি ডাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে ॥ ১০ ॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা ॥ ১১ ॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

১ শিশত'র পর সিন্দুরা' লেখা ও কাটা।
২ পুথিতে সুরা'।

পাহাড়ীআরাগঃ[১]

ষোল কলা সংপূর্ণ চন্দ্রবদন।
বেকত আমৃত তোর মধুর বচন ॥
কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে ॥ ধ্রু ॥
কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন ববির সংঘাত।
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত ॥
সুরজনে মোহে পুরজনে নাহি রাখ।
কালকূট বিষহরি জাণল কটাক্ষ ॥ ২ ॥
সুররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল ॥
অমুল মণি নূপুর বাজের গমনে।
তাক সুণী [৩৫।১] মোহো পাএ এ তীন ভুবনে ॥৩॥
সকলগুণসংপুণী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী ॥

১ তোলাপাঠে।

রস হাস পরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী ॥ ৪

আহেররাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ হৈলা মাহাদানী।
দান ছাড়ী পরনারী কিসক বাখানী ॥
সকল বেভার তোর দেখি বিপরীতে।
কোণ গুরু শিখাইল হেনক চরিতে ॥ ১ ॥
ছাড়হ বিবুধি কাহ্নাঞিঁ সুণ মোর বোল।
দধি দুধ নহে মোর আর ঘৃত ঘোল ॥ ধ্রু ॥
কালী তের মুখে দিল যশোদাএঁ তনে।
আজি দানী হঅাঁ মোরে মাঙ্গ মাহাদানে ॥
হেন আসাগন কথা শুণী কোণ রাজে।
তোহ্মা মুখত কাহ্নাঞিঁ নাহিঁ কিছু লাজে ॥ ২ ॥
এ বার বরিষ মোর তের নাহিঁ পূবে।
এহা দধি রসত মন কর দূরে ॥
রূপস শরীর মোর কিছু নাহিঁ কাজ।
কেতকী কুসুম যেন ধুলীএঁ সাজ ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী আহ্মে জাইএ দধি বিকে।
কাজ বিণি কাহ্নাঞিঁ রচাঅসি কিকে ॥
ঘুচাহ কচা[৩৫।২]ল কাহ্নাঞিঁ ভেজ মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আল রাধা
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোএঁ   দেব মুরারী মোএঁ
তোর মোর উচিত সে নেহা।
আল রাধা
তোহ্মাতে মজিল মন   ভালে জাণে দেবাগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥ ১ ॥
আল রাধা
না পরিহর সুন্দর কাহ্নাঞি।
সবকলাসংপুণী তোঁ রাহী ॥ ধ্রু ॥

তোর[১] নাম চন্দ্রাবলী   মোর নাম বনমালা
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞিঁ পাইবি বড় পুনে   এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥ ২ ॥
কদমতলের থিতী   তোর মোর হৈব রতী
এহা ভাণেঁ জাণে দেবলোকে।
এবেঁ তোহ্মে আকারণে   তেজ মোর বচনে
পাছে পাইবেঁ বিরহ শোকে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে পদ্মিনী জাতী   তোহ্মার আইহন পতি
নপুংসক সেহো কংসদাসে।
নহে তোর পতি যোগ   আহ্মা সমে ভুঞ্জ ভোগ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাজা বড খরতর নাহিঁ শুণ কথা।
লঘু [৩৬।১] নটক পাইলে কাটে তার মাথা ॥
গোচরিআঁ ফল করাইবোঁ জেন জাণী।
তোহ্মে ত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মে ত মাউলানী ॥ ১ ॥
আহ্মে নাগরি গোআলী বড়ায়ি চৌহালীনী।
কেহ্নে না চিহ্নসি আহ্মা আইহনের রাণী ॥ ধ্রু ॥
হাথে তুলী লৈল কাহ্নাঞিঁ সুবর্ণের বাঁশী।
আহ্মাক দেখিআঁ তোহ্মে আধিক রূপসী ॥
দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ ভক্ষিতেঁ না পাই।
লাভে কিল বাড়ী খাই বান্ধিল জাই ॥ ২ ॥
এভোঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ না কর বেআজ[২]।
দধি লআঁ যাইবোঁ মোএঁ মথুরার রাজ ॥
আপণা চিনহ কাহ্নাঞিঁ ছাড় মোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিলেশরবিষদ্বিষদ্বিষমরাগরাগাবলী-
শিখিজ্বলিতমানসো নিজরসো বজগোঽস্মি তে।
ততো বিতর রাধিকেঽধরসুধাং ময়ি দ্রুতং
ভৃতসুখে সুখং মম সুখেতরবৈধিষিবি ॥

১ তোর' পর মোর' লেখা ও কাটা।
২ বেআজ,' বে' তোলাপাঠে।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লগনী ॥

কর্পূরবাসিত রাধা খাআর তাম্বুল।
টুটুক কাম আনল দেহ চুম কোল ॥ ১ ॥
কোণ পুরাণে কাহ্ন হেন [৩৬।২] শুণিলী কাহিণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মে ত মাউলানী ॥ ২ ।
মাউলানী মাউলানী রাধা গোসসি তুণ্ডে।
মোর পাঁচশরতাপ পড়ু তোর মুণ্ডে ॥ ৩ ॥
কথাঁ না বসসি কাহ্নাঞি কথাঁ তোর ঘর।
মোর কংস নৃপতীক না করহ ডর ॥ ৪ ॥
কি করিতেঁ পারে তোর সে না কংস রাজ।
দৈবকীনন্দন কাহ্ন কাখো না ডরাঅ ॥ ৫ ॥
আহ্মাকে বল কৈলেঁ তোর নাহিঁ কিছুঁ ফল।
মাকড়ের হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকল ॥ ৬ ॥
ভাণ্ড ভাঁগিবোঁ রাধা খাইবোঁ [তোর] দধী।
আঞ্চলে ধরিবোঁ মোর না জাণসি শুধী ॥ ৭ ॥
আঞ্চলত না ধরহ শুণ[হ] অবুধ।
সমুচিত ফল পাইবেঁ নঠ হৈলেঁ দুধ ॥ ৮ ॥
ভুজযুগে বান্ধী রাধা দশনদংশনে।
মোর সমুচিত ফল কর রুষ্টমণে ॥ ৯ ॥
নাগরালী তেজ কাহ্নাঞি নেবারহ মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

মুধা রাধা বাধাং জরতি কুরুতে প্রাণপকষাং
রুধা হন্তা রোষব্যসনরসিকস্তাপি মম কিম্।
সুধাসারাধারস্তন[৩৭।১]কনককুম্ভপ্রণয়িনং
রসাবেশাদেষা জনয়তি যথা মাং কুরু তথা ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

মুখ কমলে আতি শোভা করে
খঞ্জননয়ন দুই।
ভুহি কাল শাপ যুগল তাহাত
শোভএ নিচল হোই ॥
আন যদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে লহে [১]।
আছু রাজপদ দুর বড়ায়ি
জীবন মোর সন্দেহে ॥ ১ ॥
হাথ যোড় করিআঁ ভকতি করোঁ।
জীউ দান দেহ বড়ায়ি।
বোল রাধারে মানু সুরতী
তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
মাণিক জিনআ দশনদুতী
গীএ সাতেসরী হারে।
কর কমল বাহু মৃণাল
হেমঘট পয়োভারে ॥
নাভী তার নদ ঘাট ত্রিবলী
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥ ২ ॥
রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলী কিরিপানে।
আতি আদভুত বিশি ঘাএ হাণী
বিকল কৈল পরাণে ॥
ভিতরে অনঙ্গ আনল জলে
বাহিরে কেহো নাহিঁ জাণে।
এহাত আহ্মার নাহিঁক নিস্তার
কহিলোঁ তোর চরণে ॥ ৩ ॥
উরুযুগ শোভে রামকদ[৩৭।২]লী
থলকমল চরণে।
রাজহংস জিণিআঁ আতি
রাধার মন্থর গমনে ॥
পৃথিবীত আহ্মে আবতার কৈল
তার সুরতীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
অথাবিভরতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

১ পুথিতে নহে'।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহ্নাঞিঁর বোল সুণী তোহ্মার মুখে।
হৃদয় কাম্পএ মোর আতি বড় দুখে ॥
এহা পথে যদি কাহ্নাঞিঁ নৈল মাহাদাণ।
দান এড়ি কেহ্নে করে রূপের বাখান ॥ ১ ॥
আতিবড় দুষ্টহৃদয় [সে] বনমালী।
তোহ্মাখো বড়ায়ি মোর হের পুটাঞ্জলী ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নাঞিঁর বোলে কেহ্নে পাতসি কানে।
কেহ্নে বা তাহার বোল কহ মোর থানে ॥
তোহ্মা নিয়োজিল সাসুড়ী আহ্মা রাখিবারে।
তাহাত উচিত হএ হেনসি বেভারে ॥ ২ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ সে বড় আছিদর।
তাহার বোলে কেহ্নে তোহ্মার আদর ॥
তোহ্মাত আছএ যবেঁ রতি পতিআস।
আপণেই চল তবেঁ কাহ্নাঞিঁর পাশ ॥ ৩ ॥
এভোঁহো [৩৮।১] চিন্তহ যবেঁ আহ্মার হিত।
কাহ্নের বচনে তবেঁ না দিহ চীত ॥
মৌন করিআঁ দুহেঁ থাকি এক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা মৌনমাস্থায় চিরমেকতঃ।
চকার বসতিং নম্রবদনা বৃদ্ধয়া সহ ॥
অথ পঞ্চশরক্ষুণ্ণমনাঃ কৃষ্ণো মুনিব্রতং।
রাধয়াঙ্গীকৃতং মত্বা রভসাদিদমাহ তাম্ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

হংস রএ সরোঅরে শুআহো পাঞ্জরে
কুয়িলী সে নন্দনবনে।
একেঁ একেঁ সখিজন সম্ভাষ বোলাইলোঁ
না পাইলোঁ তোহ্মার বচনে ॥ ১ ॥
বালি যাইবে ল আহ্মা উপেখিআঁ।
এড়িতেঁ না ফুরে মন যৌবন দেখিআঁ ॥ ধ্রু ॥
সোনার কটুআ দুটি মাণিকে পুরাআঁ।
নেত বসন তাত ওহাড়ন দিআঁ ॥
আহ্মা ভাণ্ডী লআঁ যাহ আমুল ভাণ্ডার।
কাঞ্চুলী ঘুচাআঁ লৈবোঁ তাহার বিচার[১] ॥ ২ ॥
সংপুন পুনমীচাঁদ তোহ্মার বদন।
কাঞ্চ হলদি যেন তোহ্মার বরণ ॥
আকাইলেক কেশ তোর মুঠি এক মাঝা।
তোর রূপেঁ মোহো গেলা ত্রিদশের রাজা ॥ ৩ ॥
তোর মুখে দেখি রাধা [৩৮।২] খাণিএক হাস
দেখোঁ দশনের যুতী চন্দ্র পরকাশ ॥
ছাডহ বিমতী রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আরে ভৈরবপতনে গাঅ গড়াহলি গিআঁ।
গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসি বান্ধিআঁ ॥
হেন যদি কর কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে।
তবেঁ তোর হএ পাপ সাগরে মোচনে ॥ ১ ॥
বিচারিআঁ চাহ কাহ্নাঞিঁ আগম পুরাণে।
কত পাপ হএ কৈলেঁ পরদার মনে ॥ ধ্রু ॥
তোর দুই উরু রাধা ভৈরবপতনে।
নিকটে থাকিতেঁ দূর জাইবোঁ কি কারণে ॥
তোর দুই কুচকুম্ভ বান্ধি নিজ গলে।
বোল রাধা পৈসোঁ মো লাবণ্যগঙ্গাজলে ॥ ২ ॥
সুন সুবদনী রাধা আইহনের রাণী।
পাপের খণ্ডনবুধী আহ্মে ভালে[২] জাণী ॥ ধ্রু ॥
কিছু না বুঝসি কাহ্নাঞিঁ ধরম বেবথা।
আন বুলিতেঁ আন পাতসি কথা ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ বুঝিল তোহ্মার মন।
তোহ্মা হেন পৃথিবীত নাহিঁক টেটন ॥ ৩ ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাই[৩৯।১]লেঁ তোক না এড়িবে কাহ্ন ॥

১ পুথিতে বিবাচার'।
২ ভালে' ভোলাপাঠে।

এআ জাণী বৈশ রাধা আহ্মার পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকঃ ॥ লগনী ॥

এত বড় রাজা ভৈল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুইল হেন আছিদর ॥ ১ ॥
কাহারো আধিন নহে দেব বনমালী।
আপণে সুণ ল বোল রাধা ল[১] গোআলী ॥ ২ ॥
মোর দধি ঘৃন্তে কেহ্নে তোহ্মে মাহাদাণী।
তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মে ত মাউলানী ॥ ৩ ॥
বাটে হাটে ঘাটে কাহ্নাঞির দান বটে।
ভাণ্ড মাথে ষোল পন কড়াহো নাহিঁ টুটে ॥ ৪ ॥
সবেঁ ষোল পোণ হেন[২] দধির পসারে।
মিছাই ঝগড় কর কাহ্নাঞি গোআরে ॥ ৫ ॥
পুরুব জনমে কৈল জলধি মথানে।
তোহ্মে লক্ষ্মী রাধা এবেঁ আহ্মে হরি কাহ্নে ॥ ৬ ॥
সকল পুরুবকথা মিছা কহ তোহ্মে।
কথাঁ কাহ্ন হরি তোহ্মে কথাঁ লক্ষ্মী আহ্মে ॥ ৭ ॥
তোহ্মে ত না জাণ রাধা আহ্মার মায়া।
স্বগর্গ মর্ত্য পাতালে আহ্মার এক কায়া [৩৯।২] ॥ ৮
রাখোআল হআঁ বোল জগতনিবাস।
সুণিআঁ করিব তোরেঁ লোক উপহাস ॥ ৯ ॥
বিনি দান পাইলেঁ আজি না এড়িবোঁ তোরে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

মল্লাররাগঃ একতালী ॥

ঘৃত দধি নঠ কইলি আরেরে কাহ্নাঞি ল
আম্বল কৈলী ঘোল দহী।
কি আরে কাহ্ন।
পুবের সুরুজ পশ্চিমে আথ জাএ ল।
এড়ি জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
জাইবার না দিলি মথুরার হাটে ল।
দানছলে রোহ্মসি বাটে ॥ ধ্রু ॥
গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ ল
বিকে[১] জাওঁ মথুরার হাট।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্নাঞি পথে মাহাদাণী ল
কাল ভৈল যমুনার বাট ॥ ২ ॥
ধর্ম্মের কাহ্নাঞি তোহ্মে ধর্ম্মে মাহাদাণী ল
ধর্ম্ম ছাড়ী কেহ্নে হেন করী।
চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাঁসে জগতের বৈরী ॥ ৩ ॥
সর সলি লাগে মোর কানের কুণ্ডল ল
বৈরি ভৈল পরিধান বাস।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পএর মগর [৪০।১] খাড়ু মাথে ঘোড়া চুলে।
চাঁচরী খেলাওঁ মোএঁ যমুনার কূলে ॥
খেড়ী খেলাইএ আহ্মে নান্দের ঘরে।
নিন্দ না জাএ কংস রাঅ মোর ডরে ॥ ১ ॥
কিকে রাধা আজি তোহ্মে মথুরাক জাইবেঁ।
সুরত সংভোগে রাধা বৃন্দাবন পাইবেঁ ॥ ধ্রু ॥
কণআ সদৃশ রাধা তোহ্মার গাঅ।
হংসগমনে রাধা বাঢ়াসি পাঅ ॥
আতি কঠিন কুচ তোর মাঝা খিনী দেহা[২]।
হেন রূপ যৌবনে না[৩] পাতসি নেহা ॥ ২ ॥
না কর সুন্দরি রাধা আল[৪] জঞ্জাল।
আমিআঁ বরিষে তোর নয়ন বিশাল ॥

---

১ বোল রাধা ল,' বোল' ও ল' তোলাপাঠে।
২ পুথিতে দেহ'।

১ পুথিতে বিকো'।
২ 'আতি কঠিনী কুচ মাঝা মাঝা খিনী দেহা'; কঠিনী,ন'র ঈকার ও ১ম মাঝা কাটা এবং মাঝা স্থলে তোলাপাঠে তোর।'
৩ না' তোলাপাঠে।
৪ পুথিতে আন'।

খোঁপাত লুলয়ে তোর দোলঙ্গের মাল।
এ্কেকেঁ ভুঞ্জিতেঁ রতি তোর এহি কাল ॥ ৩ ॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কান্তী।
মুকুতাসদৃশ তোর দশনের যুতী ॥
তোহোর যৌবনে মোর মজি গেল মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ[১] জরতীমিদং ॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘৃত দধি দুধেঁ পসার সজাআঁ
পিন্ধিলোঁ পাটের সাড়ী।
[৪০।২] খোম্পাত উপর গুঞ্জরে ভ্রমর
তাহাত কাহ্নের ধাড়ী ॥ ১ ॥
কান্দে গোআলিনী পাগলি হআঁ
কি লআঁ জাইবোঁ ঘরে।
দধি[র] পসারে কাহ্নু মাহাদাণী
কংসক না করে ডরে ॥ ধ্রু ॥
কদম তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
নাকে মুখে বাঁশী বাএ।
দধি খাএ কাহ্নাঞিঁ আর ভাণ্ড ভাঁগে
বলে আলিঙ্গন চাহে ॥ ২ ॥
নাকড়ি তলাত বসিআঁ কাহ্নাঞিঁ
বলে কাটী খাএ খীরে।
জখন দেখোঁ মো কাল কাহ্নাঞিঁ
ডবেঁ চিত নহে থীরে ॥ ৩ ॥
পাপে মন দিআঁ নটক কাহ্নাঞিঁ
গোকুল কুল বিনাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ জগাদ, দ' তোলাপাঠে.

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল
না ছান্দো না বান্ধো গাই।
ছান্দের দড়ী সবই হারাইলোঁ।
বাছার উদ্দেশ নাহিঁ ॥ [১॥]
সব খন্ গোঠ উদাও বুলে
তোর ভাবেঁ কাহ্নাঞিঁ।
কেহো বোলে মার কেহো বোলে ধর
যার বাড়ী জাএ গাই ॥ ধ্রু ॥
রাধে ল

[ইহার পর ৪১এর পাতা নাই]

[৪২।১] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ী পড়ি যাওঁ
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতেঁ না পাওঁ
হেন মনে করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ মরিবোঁ তবেঁ শুণহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবেঁ আবাল কাহ্নাঞিঁ ধ্রু ॥
দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেয়ি পাণী।
সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা মাউলানী ॥
তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।
জগজনে বোলে সে ভাগিনা বনমালী ॥ ২ ॥
শিশু হেন দেখি কাহ্নু বড় কাজ করে।
এড় এড় বুলিতেঁ আধিকেঁ করে ধরে ॥

তার বোল বুলিতেঁ সব গাঅ বিষ জলে।
নান্দো যশোদার পোঅ পন্থে বল করে॥ ৩
আতিবড় দুরুজন বাটত কাহ্ন।
বার বরিষের মোকেঁ মাঁগে মাহাদান॥
দাণ ঘাটের কাহ্ন এড়ু পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪ ॥

কহুরাগ[৪২।২]: ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

সুন ল সুন্দরি রাধা পন্থত কৈলোঁ বিরোধা
তোক বৈরী আবাল গোপালে।
মোএঁ গদা হাথে ধরোঁ আজি দাপ চুর করোঁ
দেহ দান না কর কচালে॥ ১ ॥
আহ্মে আইহনগোআলী সব গুণেঁ আগলী
শিশু মুখে পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী
পন্থ ছাড় ভৈল এত বেলী॥ ২ ॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মো কালি ত্রিদশ ঈশ্বরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমান
তাক ঘাএঁ পরবত চুরে॥ ৩ ॥
হাথে মোহোর বাঁশী গোআল গোঠ বাথসি
পন্থে বসী সাহ মাহাদানে।
কতেক করসি দাপ সহিতেঁ নারিবি চাপ
বিলম্ব করহ কি কারণে॥ ৪ ॥
পামরা ছেনারী নারী হআঁ বড আছিদরী
আসহন বোলহ সকলে।
তোর ভাল রিত নহে কে তোহোর হেন সহে
দান লৈবোঁ ধরিআঁ আঞ্চলে॥ ৫ ॥
রাজা বড দুরুবার আইহন খুরের ধার
কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে।
ধরত বুলিবোঁ যবেঁ লঘুতা পাইবেঁ তবেঁ
পাছে দো[৪৩।১]ষ না দিহ আহ্মারে॥ ৬॥

সুণ রাহি [ল] সুন্দরি মারোঁ যবেঁ নহ তিরী
বাটে দান তোহ্মার না ছাড়োঁ।
তোর রাজা কংসাসুর তার দাপ করোঁ চুর
আন কোন বির সমেঁ ভিড়োঁ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর পথে যোড় হাথ করি বোলোঁ
সমুচিত নেহ মোর দানে।
তোর পরসাদেঁ জাও আন পাণী নাহিঁ খাও
সাঁঝ ভৈল আইলোঁ বিহানে॥ ৮ ॥
না লইবোঁ তোর দান মোর বোল পরমান
দেহ মোরে কুচের পরশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৯ ॥

কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

উনমত নহ কাহ্নাঞিঁ মন কর থীর।
মোর পাশ নাহিঁ জাএ আইহন বীর॥
বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।
তবেঁ কোণ ছলেঁ ঘর জাইবোঁ গোপীনাথ॥ ১ ॥
প্রণাম করিআঁ বোলোঁ দেব গদাধর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর॥ ধ্রু॥
কেহ্নে হেন কচ হআঁ গোআল জাতী।
পরনারীকে কেহ্নে করহ আরতী॥
নান্দ গোপ সুণিলেঁ হৈবের কোণ গতী।
মণে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ তেজহ বিমতী [৪৩।২]॥ ২॥
দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ নেহ মুতীমহার।
নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞিঁ মথুরাক আরবার॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।
সাসুড়ী ননন্দ মোর আতি দুরুবার॥ ৩ ॥
প্রথম বএসে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ সুরতি ভাব সুণ বনমালী॥
এড়হ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪ ॥

গঃ ॥ যতিঃ ॥

ত্রিদশের নাথ আহ্মে কাহ্নাঞিঁ। ল। আল রাধে।
খোজিলেঁ আহ্মা পাইবে নাহিঁ।
বড আশে আইলোঁ তোর ঠাই
পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি ॥ ১ ॥
বারেক রাখহ জীবনে।
তোরে দিবোঁ আমুল রতনে ॥ ধ্রু ॥
যাবত যৌবন কালে।
তাবত সরস শৃঙ্গারে॥
এবেঁ মোর মনে হউ সুখ।
বিকসু কমল তোর মুখ ॥ ২ ॥
চাহ মোরে আড় করী
কোণ দোষেঁ দিআঁ যাহ
এবেঁ দেব কাহ্ন গদাধরে।
কামসাগরে কর পারে ॥ ৩ ॥
কোল করি জাই বৃন্দাবনে।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥
কাহ্নাঞিঁক না কর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডী[৪৪।১]দাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ জয়ন্তয় ॥

কে বোলে গদাধর কে বোলে কাহ্ন।
বাটে বাটোআড়ী করী সাহে মাহাদাণ ॥ ১ ॥
আহ্মা না চিহ্নসি তোএঁ মুগধী গোআলী।
শঙ্খ চক্র আহ্মে গদা শারঙ্গ ধরী ॥ ২ ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ বোলসি দেব হরী।
না জাণো কংস সুণিলেঁ এহাএ মরী ॥ ৩ ॥
প্রাণে মারিবোঁ কংসাসুরঁমোএঁ হেলে।
দান লইবোঁ তোক মো ধরিবোঁ বলে ॥ ৪ ॥
ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগুকিলেঁ কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে ॥ ৫ ॥
ছাওআল না দেখ মোরেঁ মাথে ঝোড়া চুলে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ডুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে ॥ ৬ ॥

তোহ্মার বিরত কাহ্নাঞিঁ তিরীর উপর।
এতেকেঁ পাইলে তোহ্মে মহত্ব বিথর ॥ ৭ ॥
তেজ আল জঞ্জাল রাধা দেহ মোরে দান।
বিণী দানে না এড়িব আজি তোহ্মা কাহ্ন ॥ ৮ ॥
পথ বিরোধ না কর নান্দের নন্দন।
দয়া কর মোরে হের ধরোঁ চরণ ॥ ৯ ॥
সুরতি মানিআঁ রাধা জাহা [৪৪।২] নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

—

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥[১]

—

ধানুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসুডী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে।
কোণ ছলেঁ জাইবোঁ ঘর নহোঁ সতন্তরে ॥
শ্রীফলসদৃশ কুচ সেহো মোর বৈরী।
বোলহ বড়ায়ি এবেঁ কোণ বুধী করী ॥ ১ ॥
প্রাণ লআঁ খেড় ভৈল আগ হে বডায়ি।
সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান।
হেনক হোছাল মারে লএ পরাণ ॥
চুম্বন দিবারেঁ চাহে বদনকমলে।
আলিঙ্গন চাহে কাহ্নাঞিঁ বিরহের জরে ॥ ২ ॥
কাহাকে বুলিএ রতী না জাণো বড়ায়ি।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কাহ্নাঞিঁ ॥
মোএঁ শিশুমতী বড়ায়ি করোঁ কোণ বুধী।
শুণিআঁ বা কি বুলিবে সামী গুণনিধী ॥ ৩ ॥
অমুল রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাহ্নে সুরতি দান সান দেই মাথে ॥
নিষধ নিষধ বড়ায়ি শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ [৪৫।১] চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং

১ জজরতীমিদং,' ১ম জ' কাটা।

রামগিরিরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেবের দেব আহ্মে শ্রীবনমালী ।
দুখেঁ গেল চিরকাল সুণ ল গোআলী ॥
এবেঁ সুখ ভুঞ্জিতেঁ মোর গেল মন ।
পালাউ জরমদুখ দেহ আলিঙ্গন ॥ ১ ॥
না চিহ্নিলি আল রাধা না শুণিলি বাত ।
গোকুলত মাহাদাণী শ্রীজগন্নাথ ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা আহ্মে শারঙ্গ ধরী ।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা মুগধী গোআলী ॥
কোপেঁ শচীপতি যবেঁ বরিষএ ধারী ।
গোকুল রাখিল আহ্মে করে গিরী ধরী ॥ ২ ॥
শম্ভু সম বান্ধি খোঁপা পাটোল পন্ধিআঁ ।
বিকে যাসি গোআলিনী লাস করিআঁ ॥
বিধিএঁ গঢ়িল রাধা তোর দুঈ তন ।
তা দেখিআঁ ভোলে পড়িলা জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বারে বারে গোআলিনী দধি বিকে যাহা ।
দান ভাঙ্গিআঁ মোর নিতেঁই পালাহা ॥
ছাড়িব দান রাধা দেহ আলিঙ্গন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানবপুর্ব্বল্লী জগাদ জবতীমিদং ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আন [৪৫।২] ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো ॥
শ্রীফল যোড়[১] বড়ায়ি মোর দুঈ তন ।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন ॥ ১ ॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী ।
আপণার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী ॥ ধ্রু ॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে ।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে ॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি সুরঙ্গ পাটোল ।
এহা দেখি মাঁগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল ॥ ২ ॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সিশের সিন্দুর ।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার ।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার ॥ ৩ ॥
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসী মরী ।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করী ॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥

নিতি নি[৪৬।১]তি রাধা যাসি বিকে ।
মোর মাহাদান ভাঙ্গাসি কিকে ॥ ১ ॥
নিলজ বড় গোকুলের কাহ্ন ।
কোণ বিতে তোর মাহাদান ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর পসার ।
মাহাদান কিকে ভাঁগ আহ্মার ॥ ৩ ॥
বিথর কালে বিথর শুণী ।
ঘৃত দধি দুধে বসে মাহাদানী ॥ ৪ ॥
পুছিআঁ চাহ বলভদ্র ভাই ।
মোর মাহাদান তোহ্মার ঠাই ॥ ৫ ॥
কিবা পুছিবোঁ মোএঁ বলভদর ।
তোহ্মাথো আধিক সে আছিদর ॥ ৬ ॥
বড়ার ঝি তোর ভাল নহে মতী ।
আজি করোঁ তোর পঞ্চ সঙ্গতী ॥ ৭ ॥
এ লোক ও লোক যে জন[১] খাএ ।
সেহি এহা পথে মাহাদাণী বোলাএ ॥ ৮ ॥
বার বরিষের আহ্মার দান ।
বান্ধিআঁ তোহ্মার লইবোঁ পরাণ ॥ ৯ ॥

১ 'পুথিতে কানড়ি খোঁপা' ।

১ 'পুথিতে সে জন' ।

কাহাক দেখাহ এ কাঠদাপে।
বান্ধিতেঁ না পারে তোহ্মার বাপে ॥ ১০ ॥
সুন্দরি রাধা মোর বোল শুন।
ছাড়িব দান দেহ আলিঙ্গন ॥ ১১ ॥
না জাণো কাহ্নাঞিঁ সুরতি আশে।
কেহ্নে করহ হেন আভিহাসে[১] ॥ ১২ ॥
গোআল জাতী আতি পণ্ডিআঁ।
[৪৬।২] পুরুষে আধিক তিরী আগুিআ[২] ॥ ১৩
রাধাক রাখিল কাহ্নাঞিঁ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী আই ॥ ১৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বিচিত্র খোঁপার উপরেঁ রাধা
পুষ্প তোর শোভে মাথে।
কন্নের কুণ্ডল রতনে উজল
তোর মুখ নিশানাথে ॥
শিশের সিন্দূর সুরেখ শোভে
আর দশনের যুতী।
বন্ধুলী জিণিআঁ তোহ্মার আধর
গিএ শোভে গজমুতী ॥ ১ ॥
রাধে দাণের কর সুসারে।
পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ
পাইলেঁ মূল আফারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যাহা দধি দুধ লআঁ
পালাইআঁ আন পথে।
দৈবযোগেঁ আসি এবার রাধা
পড়িলা আহ্মার হাথে ॥
এক বারেঁ তোর সব দান লৈবোঁ
আর খাইবোঁ দধী।
আহ্মে জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশর
তোহ্মে নাহিঁ জান সুধী ॥ ২ ॥
বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল
কুচ উলট কটোরে।
মুঠি এক মাঝা গরুঅ জঘন
তাত বড় লোভ মোরে ॥
উরুযুগ রাম- কদলী চরণ
থলকমল আকারে।
এক এক আঙ্গে লক্ষ লক্ষ দান
উচিতে হএ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
এহা দান দিআঁ আ[৪৭।১]পণ ইছাএ
চলহ মথুরা নগরে।
যবেঁ দান দিতেঁ না পারহ রাধা
শুন আহ্মার উত্তরে ॥
ঈসত হাসিআঁ পাসত বসিআঁ
পুরহ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সাসু নিষধিল মোরে বালী ল বহু
দধি বিকে না জাইহ কালী।
উ বেলি না জাইহ মথুরার হাটে ল।
ভাণ্ড ভাঁগিব তোর কাহ্নে।
আল
দধি খাইব তোর আনে।
আল
রাজভাগিনা বল করিব তোরে বাটে ॥১॥
আল
মোরে তেজ বনমালী।
সাসু দুরুবার ঘরে পাড়িব গালী ॥ ধ্রু ॥
মোএঁ আইহন বীরের গোআলী।
আল
বল না কর বনমালী।
কংসে সুধি পাইলেঁ হইবেঁ তোহ্মে আপোষে।

১ পভিহাসে' কাটিয়া আভিহাসে' করা আছে।
২ আণ্ডিআ', চন্দ্রবিন্দু কাটা।

মোএঁ কান্দিআঁ সাম্ভু জাগারিবোঁ।
তোর কাহ্নাঞিঁ নাম পেলাইবোঁ।
পাছেঁ বুলিবেঁ আবালী রাধার দোষে ॥ ২ ॥
কাল হাণ্ডির ভাত না খাও।
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাও।
কালি[৪৭।২]নী বাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোচাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাও।
কাল কাজল নয়নে না লও।
কাল কাহ্নাঞিঁ তোক বড ডরাওঁ ॥ ৩ ॥
আঠ চারি বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোডা চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পাশে।
তেজ মিছা মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাল আখরেঁ তীন ভুবন বিচার।
কাল মেঘের জলে জীএ সংসার ॥
কাল গাইর ক্ষীর লাগে বড কাজে।
কাল রতনে হার শোভে দেবরাজে ॥ ১ ॥
আকারণে আল রাধা নিন্দসি কৃষ্ণ কালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর নান্দো যশোদার বালা ॥ ধ্রু ॥
কাল চিকুর শোভে মাথার উপরে।
কাল ভুরুভী শোভে বদনকমলে ॥
কাল ভ্রমরে কমলবন শোহে।
কাল কাজলে¹ নারী জগজন মোহে ॥ ২ ॥
কাল লাঞ্চন² কোলে ধরে শশধরে।
কাল আলিকপাত্তী শোভএ কপোলে ॥
কা[৪৮।১]ল উত্পল নয়নে শোভসি গোআলী।
কাল সুন্দর দেহেঁ শোভে বনমালী ॥ ৩ ॥
কাল মেঘের পাশে শোভে পুনমির চন্দ।
এহা বুঝী না কর রাধা তোঁ মন মন্দ ॥

১ পুথিতে কাজনে'
২ পুথিতে নাছন'।

কাল কাহ্নের এবে ধরহ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মা না উপেখ।
কামে আন্ধল হআঁ বাট নাহিঁ দেখ ॥
কাল শরীর কাহ্নাঞিঁ কাল তোর মন।
দানছলেঁ বাট পাড় সর্ব্বখন ॥ ১ ॥
আবুধ ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দান।
আইহন আনাআঁ তোর লইবোঁ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
কাঙ্কুলী ভাঁগসি মোর ছিণ্ডসি¹ হার।
মিছাই লোডসি কাহ্নাঞিঁ আহ্মার পসার ॥
দধি দুধ ঘৃত খাইলি ভাঁগিলি ভাণ্ড।
গোআলকুলে কি তোহ্মে উপজিল সাণ্ড ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল ছাড়াআঁ মোর।
বিমুখ হয়িআঁ খলখলি হাস তোর ॥
তভোঁহোঁ নিলজ কাহ্নাঞিঁ মাঙ্গসি দাণ।
তোর মোর হৈবে কাহ্নাঞিঁ বড়মি বাখান ॥ ৩
আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নাঞিঁ জাহা নিজ ঘর।
মিছাই [৪৮।২] সাধহ দাণ হআঁ আছিদর ॥
পন্থ ছাড় কাহ্নাঞিঁ তেজ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

শুণ ত সুন্দরি রাধা পাঞ্জীর বাখান।
ষোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান ॥ ১ ॥
এবেঁ রাজা হয়িল ধনের কাতর।
পথে মাহাদাণী থুয়িল হেন আছিদর ॥ ২ ॥
আছিদর নহোঁ রাধা এ মতীএঁ থীর।
এ তীন ভুবনে নাহিঁ আহ্মাক বীর ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিতে কাহ্নাঞিঁ মুখে লাজ বাস।
এভোঁহো নাহিঁ ঘুচে তোর মুখে দুধবাস ॥ ৪ ॥

১ ছিণ্ডিবোঁ, ভিবোঁ কাটা এবং তৎস্থলে তোলাপাঠে ভসি।'

ছাওআল নহোঁ রাধা আইহন গোসাঞিঁ ।
না চিহ্নসি আহ্মা রাধা দেব কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
ঘৃত দুধ লআঁ যাও মথুরার হাট ।
খাণিএক ছাড়িআঁ কাহ্নাঞিঁ মোরে দেহ বাট ॥ ৬ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা ভৈলোঁ পাগল ।
তেকারণে রাধা তোরে পন্থে কৈলোঁ বল ॥ ৭ ॥
পাগল হয়িলা যবেঁ যাহ বেজঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস৷বাসলীবর ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

পূতনা'র [৪৯।১] প্রাণ লৈলোঁ আতি শিশুকালে
সকল[১] অসুর মোএঁ দলিলোঁ হেলে ॥
জমল আর্জ্জুন রাধা দুই অসুর ।
তাহারো পরাণ লআঁ নিলোঁ যমপুর ॥ ১ ॥
গোআলিনী রাধা ল না বোল বীরদাপ ।
এ তীন ভুবনে যানে আহ্মার প্রতাপ ॥ ধ্রু ॥
উনপ্ঞাস বাএ রাধা কৈল ঘন গড় ।
সাত দিন নয় রাতি গোকুলত ঝড় ॥
বরিষে মুষল ধারা পাণী পাথর ।
গোকুল রাখিলোঁ করে ধরি গিরিবর ॥ ২ ॥
হনুমান মাহাবীর হৈলা সারথী ।
তবেঁ কৈলোঁ সেতুবন্ধ আহ্মে দাশরথী ॥
মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্ষ্মণে ।
জয় জয় হুলাহুলী দিল দেবগণে ॥ ৩ ॥
সুণ তোএঁ আল রাধা আহ্মার কাহিণী ।
কাহ্ন মাহাবীর জগতেঁ ভালেঁ জাণী ॥
পাছে হারায়িবি কোলের নিধি কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

নিশীয় কৃষ্ণবচনং রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

কালিনীমাএ মোর নাম থুইল রাধা ।
হাছি জিঠী কেহো তাত না [৪৯।২] দিল বিরোধা
আহ্মে দুখমতী নারী আঠকপালী ।
আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ কাহ্নের ধামালী ॥ ১ ॥
হরি হরি কিসকে চলিলোঁ বড়ায়ি মথুরা নগর ।
আহ্মা দুখমতী লআঁ ভৈল আথান্তর ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে জাইএ বড়ায়ি বারহ বৎসর ।
কোণোহো দানীর পোএঁ না দিল উত্তর ॥
এবেঁ কাহ্নাঞিঁ ভৈল আতিবড়[১] দুরুবার ।
যাণাইবোঁ কংস যেন করএ বিচার ॥ ২ ॥
গোআলার ঝি আহ্মে আতিশয় বালী ।
মোর আশ ছাড়ুক নটক বনমালী ॥
এক বেলি কাহ্ন মোর রাখুক সমান ।
দয়া করী কাহ্ন মোরে দেউ জীউ দান ॥ ৩ ॥
কাম্পিতেঁ কান্দিআঁ বোলোঁ তোহ্মার চরণে ।
একবার আহ্মা প্রতি দয়া ধর মনে ॥
নিবারহ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ[২] কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লগনী ॥ ক্রীড়া ॥

আতি রূপসী পদ্মিনী জাতী
দেখি থীর নহে মনে ।
তোর বিরহে চি[৫০।১]ত্ত বেআকুল
মোএঁ না জীবোঁ কেনমনে ॥ ১ ॥
হেনক বচন না বোল কাহ্নাঞিঁ
তোর বাপে নাহিঁ লাজ ।

১ সকলট,' ল' কাটা ।

১ বড়' তোলাপাঠে । ২ চতুরঃ' তু' তোলাপাঠে ।

সোদর মাউলানীত ভোলে পড়িলাহা
দেখিআঁ রুপস কাজ ॥ ২ ॥
মদনবাণে চিত্ত বেআকুল
কিবা ঘোসসি মামী মামী ।
মিছা কাহ্নে মোকে ভাণ্ডিউঁ চাহ
সকলে জাণিএ আহ্মী ॥ ৩ ॥
ছাওয়াল কাহ্নাঞি বোল না বুঝসি
বুঝিল তোহ্মার মতী ।
মোঁ জে গোআলিনী আবালী রাধা
না জাণো রঙ্গ সুরতী ॥ ৪ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞি গোআল নাগর
তোহ্মার বার বারিষে ।
নহলী যৌবন আতি শুশোভন
সুরতি দেহ হরিষে ॥ ৫ ॥
প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সম্বাএ চুরী ।
আহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
ছুইলেঁ খাইলেঁ মরী ॥ ৬ ॥
আহ্মে সে কাহ্নাঞি তোহ্মে চন্দ্রাবলী
মরণে তোহ্মা না ছাড়ী ।
তোহ্মার যৌবন কাল ভুজঙ্গম
আহ্মেহো ভাল গারুড়ী ॥ ৭ ॥
নাগর কাহ্নাঞি মোকে বিগুতে
আশেষ নেআঅ জুড়ী ।
[৫০।২] কোণ বিবুধিএ [এহা] হেন পথে
আনিল দারুণী বুঢ়ী ॥ ৮ ॥
নাগর দেখিআঁ দেহ আলিঙ্গন
কিকে কর আতিরোষে ।
আহ্মার করমে তোহ্মাক আণিলে
বড়ায়ির কমণ দোষে ॥ ৯ ॥
তপত দুধ নালে না পীএ
জুড়ায়িলেঁ সোআদ তাএ ।
নহলী যৌবন কাঁচ শিরিফল
তাহাক কেহো নাহিঁ খাএ ॥ ১০ ॥
বাত খিধা বসে নাগরি রাধা
কিবা তার কাঁচ পাকাএ ।
যেমনে পাএ তেমনে খাএ
যা নাহিঁ খিধা পালাএ ॥ ১১ ॥
দীঠি দীঠি চাহি লোলোঁ মো কাহ্নাঞি
আহ্মাক এড়িতেঁ জুআএ[১] ।
সমুখ দীঠে পড়িলে বনত
ভুখিল[২] বাঘ না খাএ ॥ ১২ ॥
আহ্মার বচনে সুন্দরি রাধা
মনে[তি] কর হরিষে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

পাহাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দেখাদেখি বড মিঠ আর মিঠ হাস ।
তেকারণে আল রাধা আইলোঁ তোর পাশ ॥
আলিঙ্গন দেহ চিত্তে হউক সোআথ ।
তোহ্মার কারণে আরতিল জগন্নাথ ॥ ১ ॥
কিকে [৫১।১] চাহিলেঁ রাধা আড় নয়নে ।
আকুল পরাণ ভৈল তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
আঞ্চল চঞ্চল তোর নয়ন খঞ্জনে ।
আর্জ্জুনের বাণ জিণী তাহার সন্ধানে ॥
যে বোল বোলসি রাধা তাহাক করিবোঁ ।
আকাশের চান্দ চাহ তাক আণি দিবোঁ ॥ ২ ॥
আধর বন্ধুলী তোর বদন কমলে ।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলে ॥
বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে ।
পাছে কৈলী না পাইবেঁ দেব ঋষীকেশে ॥ ৩ ॥
এক মুখেঁ তোর রূপ কহিতেঁ না পারী ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা মোহিলী মুরারী ॥
আলিঙ্গন দিআঁ তোষ নান্দের নন্দনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ 'এড়িতেঁ না জুআএ,' 'না' কাটা ।
২ 'ভুখিল' তোলাপাঠে ।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

দহে পৈসু বড়ায়ি তিরীর জীবন ।
বৈরি হআঁ লাগিল এ রূপ যৌবন ॥
এহা দুখ বড়ায়ি গ সহিতেঁ না পারী ।
আপন গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী ॥ ১ ॥
হরি হরি সুন [৫১।২] বড়ায়ি মথুরা গমন নাহিঁ ।
বৈর হআঁ লাগিল এ কাল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কমণ আসুভ ক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা ।
হাঁছী জিঠী তাত কেহো নাহিঁ দিল বাধা ॥
সোদর ভাগিনা বড়ায়ি মাঙ্গএ সুরতী ।
দেবও পরাণ মোঁ করিবোঁ আত্মঘাতী ॥ ২ ॥
সানার চুপড়ী বড়ায়ি রুপার ঘড়ী ।
নেত আঞ্চল সে দিআঁ ত ওহাড়ী ॥
নঠ তৈল ঘোল দুধ আর নঠ ঘী ।
এডি জাএ মোক সব গোআলার ঝী ॥ ৩ ॥
কান্দিআঁ [আগ বড়ায়ি] জাণায়িবোঁ কাঁশে ।
পাছে কাহ্নাঞিঁ মোকে না দিহে দোষে ॥
বোলহ কাহ্নাঞিঁ এতোঁ তেজু মোর আণ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

বেদ উদ্ধারিলোঁ ক্রীড়া সাগরজলে
লীলাএ[১] আহ্মে মুরারী ।
দৈত্য দলিলোঁ আসুর সংহারিলো
শঙ্খ চক্র গদা ধরী ॥ ১ ॥
নটক কাহ্নাঞি কপট মতী
কত না পাতসি মায়া ।
তোহ্মার পরাণে বেদ উদ্ধারিল
সপত পা[৫২।১]তাল গিয়া ॥ ২ ॥
রাম রূপেঁ রাবণ বধিলোঁ
লঙ্কা কইলোঁ ছারখার ।
লক্ষণ সহাএঁ সাধিলোঁ মান
সীতার কইলোঁ উদ্ধার ॥ ৩ ॥
আকাশপ্রমাণ লঙ্কার গড
তোহ্মার পরাণে তথাঁ জাই ।
গরু রাখোআল গোঠে থাকহ
মিছা বোলহ দুই ভাই ॥ ৪ ॥
আহ্মে যে কৃষ্ণ হরি বনমালী
কৌতুকেঁ রাখিলোঁ গাই ।
মিছা না বোলোঁ আপন বলেঁ
দান সাধোঁ দুই ভাই ॥ ৫ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ বোল না বুঝসি
মুখত বজর বসে ।
শুণিলেঁ কংস মরিআঁ জাইবি
আপণ করমদোষে ॥ ৬ ॥
বরাহ রূপে দান্তের আগে
তোলী ধরিলোঁ মহী ।
নরসিংহ রূপেঁ হিরণ্য[১] বিদারিলোঁ
তোহ্মে না জানহ রাহী ॥ ৭ ॥
বুঝিল কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার বিরত
মিছা না করহ দাপে ।
আছুক তোহোর কথা হেন করিতেঁ
নারে তোর বাপে ॥ ৮ ॥
অবুধ গোআলিনী বোল না বুঝসি
মোর না জাণসি কুল ।
ক্ষত্রিয় কুলে জনম আহ্মার
বী[৫২।২]র পিতা শ্রীবসুল ॥ ৯ ॥

---

১ পুথিতে নীলাএ'।

হরি' কাটিয়া হিরণ্য' করা।

না কর জঞ্জাল যাওঁ মথুরা
ছাড়হ আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে
তথি মাঝেঁ কাহ্নাঞিঁর থানে।
বোলে দালেঁ এড়াইতেঁ না পারিবি রাধা ল
দিআঁ যাহা সুরতী দানে ॥ ১ ॥
পথে মাহাদানী কাহ্নাঞিঁ আহ্মে।
কেহ্নে রাধা না দেহ দানে ॥ ধ্রু ॥
শঙ্খ চক্র গদা শারঙ্গ ধরেঁ।
আহ্মে দেব শ্রীবনমালী।
সব কলা সংপুনী আইহনের রাণী
নাম তোর রাধা চন্দ্রাবলী। ২ ॥
পুরুব কালতে তোর পতি চক্রপাণি
তো এবেঁ পাসরিলি কেহ্নে[১]।
তোহ্মার কারণে আহ্মে আবতার কৈল
দিআঁ যাহ আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥
চন্দ্রবদনী রাধা সুন মোর বোল
তোত মোর আছে রতি আশে।
তোর দুই কুচ মাঝে মোর মন গেল ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আপণে বোল তো[৫৩।১]হ্মে ত্রিদশের পতী
তবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতী ॥
গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে ॥ ১।
ছাড়হ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে পাপ বচনে।
আইহন শুণিলেঁ তোর লইব পরাণে ॥ ধ্রু ॥

তুমি ছুইআঁ হাথ পরসও দুই কানে।
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ তোত না ভৈল গেআনে
আহ্মাকে না কর কাহ্নাঞিঁ আধিক যতনে।
কভোঁ না শুনিব আহ্মে তোহ্মার বচনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার বচন মোর না সাম্বাএ কানে।
তভোঁহো কাহ্নাঞিঁ কেহ্নে করহ যতনে ॥
এহা বুঝী নিবারিআঁ পাপত মন।
বাহুড়ী আপণ ঘর করহ গমন ॥ ৩ ॥
কিসক করহ কাহ্ন হেন পরবন্ধ।
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় সম্বন্ধ ॥
এহা জাণী ছাড় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

খোঁপাত উপর তোর বউলমাল দেখী।
সিসের সিন্দুর তোর লক্ষ দান লেখী ॥
না[৫৩।২]সা তিলফুল তোর জগজন মোহে।
কাজলের রেখা তোর লক্ষ দান নহে ॥ ১ ॥
না জাহা না জাহা গোআলী ওলাহা পসারা।
আহ্মে মাহাদানী তোর লইব বিচারা ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ ঘোল তোহ্মার।
ভাণ্ড মাথে ষোল পোণ দান আহ্মার ॥
এবেঁ সুন্দরি রাধে করিবেঁ কী।
আর জাইতেঁ না পাইবেঁ গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
কড়ী দিতেঁ না পারিবি মোর মাহাদানে।
এভোঁ দেহ আল রাধা আলিঙ্গন দানে ॥
কিকে পরিহর রাধা শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

দেহের দেবতা তোহ্মে জগতের নাথ।
বলে ধর আঞ্চলে খোঁপাত দেহ হাথ ॥

১ 'পাসরিলি কিকে' লেখা এবং 'কিকে' কাটা।

কাঞ্চুলী ছিণ্ডিআঁ মোর বিদারহ তনে।
না জাণো নান্দের পোঅ হেন করে কেহে ॥১॥
অপরুব কথা মোএঁ কহিবোঁ কাহারে[১]।
পঞ্চ সঙ্গতি কৈল কাহ্নাঞিঁ আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
বাহুর বলয়া মোর নিউঁ চাহ হার।
বলে চুম্ব চাহ আর সুরস শৃঙ্গার ॥
ধর[৫৪।১]ম লঙ্ঘিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাপে দিলি মন
নিয়ড় হইল তোর যমের করণ ॥ ২ ॥
দধি খাই ভাণ্ড ভাঁগি দুধে দেহ পাণী।
সম্বন্ধ না মান কাহ্নাঞিঁ ভাগিনা মাউলানী।
দুই লোক খাআঁ বোল আহ্মার গোআলী।
জগ জনে আহ্মার ভাগিনা বনমালী ॥ ৩ ॥
যবেঁ আহ্মে না দিব কাহ্নাঞিঁ তোরে ফল।
তবেঁ এহিমতেঁ পথে করিবি তোঁ বল ॥
ঝাঁ গিআঁ আণাওঁ আইহন কংস রাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

আইস গোআলিনী বইস কদমের তলে
সব তত্ত্ব কহো মোঁ তোহ্মারে।
কর কুলআঁ ঘাটে কাহ্ন মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পরকারে ॥ ১ ॥
সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন কিসক সাধহ দান
কোন বিধি[২] বধুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ হেনক করহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥ ২ ॥
আইহন সে জীএ কিকে হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপ জাতী ধনের কাত[৫৪।২]রে।
যার ঘরে হেন নারী সে কেহে ধন ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥ ৩ ॥
হইএ আহ্মে গোপ জাতী পতি ছাড়ী নাহি গতী
ঘৃতে দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে রাখোআল জনে কড়া চারী কড়ী ধনে
আপণাক জাণহ ঈশরে ॥ ৪ ॥
তোঁএ সে গোআ[লি জায়া] না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী।
আছি গোপরূপ ধরী আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥ ৫ ॥
যে বা হএ বড় জন তার নহে হেন মন
বুঝিলোঁ মো তোহ্মার বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে পাপে মজাইআঁ চিত্তে
আতী ধনী হআঁ সাধ দানে ॥ ৬ ॥
স্বগর্গ মর্ত্ত্য পাতালে মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশেঁ আছোঁ এহা পথে।
এভোঁ যবেঁ যৌবন রাখিবারে কর মন
বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুই হাথে ॥ ৭ ॥
সুণহ [মোর বচন] নটক টেণ্টন কাহ্ন
কেহে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িতে আছোঁ তোর কিবা ভাত খাওঁ
না মানসি কংস [৫৫।১] রাঅ পাটে ॥ ৮ ॥
হইএ আহ্মে দামোদর মারিলোঁ আসুর বল
কত দাপ দেখাসসি মোরে।
মারিবোঁ কংস আসুর তোর দাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কে বা পডিখাএ তোরে ॥ ৯ ॥
হঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কে বা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদাণী মোহোঁ আইহনরাণী
বল কৈলেঁ জাণায়িবোঁ রাজাএ ॥ ১০ ॥
রাধী হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআঁ সকল
দধি খাইবোঁ আপণ ইছাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১১ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কাহ্নাঞিঁ তোর মান ধরে সকল ঋষি।
মাথে ঘোড়াচুল [হাথে] মনোহর বাঁশী ॥

---

১ 'কহিবোঁ কাএ,' এ' কাটিয়া হারে' করা।
২ পুথিতে বিধু'।

হেন কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ড ভাঁগিআঁ খাইলে দহী।
কাতে নিবেদিবোঁ মোএঁ এথাঁ কেহো নাহিঁ ॥ ১ ॥
এখুনি বুলিবোঁ গিআঁ যশোদার থানে।
নিমাখি দেখিআঁ মোক বল করে কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথে[৫৫।২] ॥
এবেঁ সে জাণিলোঁ কাহ্ন বাটোআড তোহ্মে।
কংশ জাণায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে ॥ ২ ॥
এত কাল আসি জাই করোঁ মো গোআলী।
কভোঁহো আহ্মারে কেহো না বুইল ধামালী ॥
এবেঁ যশোদার পো মর বনমালী।
ধামালী বোলের পালাউক সলী ॥ ৩ ॥
কি না ভআঁ গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।
ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইলে নান্দের পুতে ॥
এভোঁহো কাহ্নাঞিঁ মোক জাইতেঁ দেহ ঘর।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধে দুপহর বেলে কদমের তলে
বলেঁ খাইলোঁ তোর দহী।
আহ্মার আন্তরে কোণ মন্তরে
না জাণোঁ কি দিলেঁ ত [রাহী] ॥
তেকারণে মোর চিত্ত বেআকুল
তোঁ ছাড়ী না জাণো আন।
আইস রাধা যাই বৃন্দাবন
রাখ গোকুলের কাহ্ন ॥ ১ ॥
রাধা কি দিআঁ কয়ায়িলি বাই।
তিরি হআঁ রাধা পুরুষ না মার
বারেক রাখহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ রাধা [৫৬।১] শোষে
পাণী নাহিঁ পীওঁ
তোর বিরহে চিত্ত বেআকুল।
তোর দরিশনে জীওঁ ... ...
আহোনিশি মোর চিত্ত বেআকুল ॥
বাপ নান্দ ঘোষ চাহিআঁ বুলে
ঘরক মন না জাএ।
মাঅ যশোদা কান্দিআঁ বিকল
ঘরে সোআথ না পাএ ॥ ২ ॥
তিরীর যৌবন রাতির সপন
যেহ্ন নদীকের বাণে।
আপণ পুনে উত্তম জনে
হাথে তুলিআঁ দেহ দানে ॥
নানা তরুয়র যে ফল ফলে
আপণে তাক না ভখে।
সংসার আসার পর উপকার
করিলেঁ কিরীত থাকে ॥ ৩ ॥
গোআল জাতী তোঁ ভর যুবতী
নিতি বিকে যাসি হাটে।
তোর রূপ দেখি সব জন মোহে
মঞ্জরে সুখান কাঠে ॥
আহ্মে দামোদর বিরহে কাতর
তোর সুরতির আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ধিক জাউ নারীর যৌবনে।
মোর দুঈ আখি ধারা শ্রাবণে ॥
লোটাআঁ লোটাআঁ কান্দে রাহী।
মোরে হাট জাইতেঁ না দিলে কা[৫৬।২]হ্নাঞিঁ ॥১॥
বুধি বোল দারুণী বড়ায়ি।
মোকে কাল হআঁ লাগিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কথা ছিল আছিদর কাহ্নে।
কেহ্নে মোর রূপ বাখানে ॥
ধরি লআঁ জাএ কুঞ্জতলে।
আর সুরতি চাহে বলে ॥ ২ ॥
বোলে ভোখে ভাত নাহিঁ খাওঁ।
আর শোষত পাণি নাহিঁ পীওঁ ॥

বিরহে পোড়েক সব গাএ ।
কাহ্ন নিলজ মামীক রতি চাহে ॥ ৩ ॥
ঘৃত দুধেঁ সাজিলোঁ পসারা ।
মোএঁ বিকে জাইতেঁ না পাইলোঁ মথুরা
এবেঁ মোরে রে বোল উপদেশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায় বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

ধানশিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বান্ধিত ফুলেঁ রাধা বান্ধসি কেশ ।
অ হাত না পাত রাধা নাগরীবেশ ॥
ছেণ্ডু ভাগিআঁ তোর খাইবোঁ দহী ।
ঘরঘাউ আসি তোর আইহন কহী ॥ ১ ॥
মাবে দাণ দিআঁ যাহা সুন্দরি রাধা ।
নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা ॥ ধ্রু ॥
লঙ্কার রাবণ বীর করিলোঁ [৫৭।১] চুর ।
হেলেঁ দলিবোঁ তোর রাজা কংসাসুর ॥
শোণিতপুর গিআঁ বধিবোঁ বাণ[১] ।
যমুনার তীরে এবেঁ সাধোঁ মাহাদাণ ॥ ২ ॥
অসত্য না বোলোঁ বোলোঁ সত্য পরমান ।
শতেক কুড়িএঁ রাধা নৈলোঁ মাহাদান ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না পাত ধান্ধা ।
নহে রূপ যৌবন দিআঁ যাহা বান্ধা ॥ ৩ ॥
নহুলী যৌবন হের তোর পরবেশ ।
নেত বসন রাধা পিন্ধিলেঁ সুবেশ ॥
ছাড়িল সকল দান বৈশ মোর পা[যে]শ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

১ বাণ' ; বারণ, রকার তোলাপাঠে ও পরবর্ত্তী যোজনা ।

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

বসি থাকে কদমের তলে ।
বল করে দাণের ছলে ॥
যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করিবেক বলে ।
ঝাঁপ দিবোঁ যমুনার জলে ॥ ১ ॥
বুলিহ আইহন ঘরে ।
রাধা পড়িলী কাহ্নের বেঢ়ে ॥ ধ্রু ॥
তার মাঅ ননন্দ আহ্মার ।
সকল ভুবনে পরচার ॥
আপণ খাআঁ বোলে ধামালী ।
সম্বন্ধ না মানে বনমালী ॥ ২ ॥
বাহুর বলয়া লএ কাঢ়ী ।
কানের হিরাধর কঢ়ী ॥
কা[৫৭।২]ঞ্চুলী টানএ মোর গাএ ।
কেহো এথাঁ নাহিঁক সহাএ ॥ ৩ ॥
শুন তোহ্মে আহ্মার বচনে ।
জাণা গিআঁ গোআল আইহনে ॥
না দিবোঁ কাহ্নাঞিঁরে আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

নিতি নিতি যাসি রাধা মথুরা নগরে ।
তোর মাহাদান মোঁ সাধোঁ সকলে ॥ ১ ॥
কে তোরে দিল দান কথাঁ তোর ঘরে ।
সরূপেঁ কাহ্নাঞিঁ মোকে কহ ত উত্তরে ॥ ২ ॥
থাকোঁ মো গোকুলে নান্দোযশোদার ঘরে ।
মাহাদান সাধোঁ মোএঁ তোহ্মার আন্তরে ॥ ৩ ॥
রাজা কংসাসুরে মোএঁ করিবোঁ গোহারী ।
তোহ্মার জীবন তবেঁ নাহিঁক মুরারী ॥ ৪ ॥
তোর কংস রাজা মোএঁ মারিবোঁ পরাণে ।
যমুনার তীরে সাধিবোঁ মাহাদাণে ॥ ৫ ॥

ভাগিনা হইআঁ কৈলী পাপত মতী।
আজি হৈবে তোহ্মার পাঁচ সঙ্গতী ॥ ৬ ॥
তিরীকলা মোর থানে না পাত তোঁ রাহী।
বিণি কাহ্ন[৫৮।১] সম্বোধেঁ গমন তোর নাহী ॥ ৭ ॥
কচাল না পাত তোহ্মে শুণ হে মুরারী।
নাহীঁ দান বধূ জাএ মথুরা নগরী ॥ ৮ ॥
করপূর সম দধি দুধের পসার।
তাহাত দান রাধে বহুত আহ্মার ॥ ৯ ॥
ঘোল দধি দুধ মোর মেলিলেক পাণী।
এবেঁাহো ছাড়হ মোরে দেব চক্রপাণী ॥ ১০ ॥
বিণি বতী দিআঁ তোর নাহিক গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১১ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বসিআঁ থাক কদমের তলে।
দান সাধসি যমুনার কূলে ॥
ষোল শত গোপী করসি বলে।
কংস শুণিলেঁ মরি জাইবি হেলে ॥ ১ ॥
দানের কে তোঁ শুন মুরারী।
আইহন বীরের সে আহ্মে নারী ॥ ধ্রু ॥
মিছা পাতি দান করহ জংজাল।
আপণা না চিহ্নসি গো রাখোআল ॥
আতি আছিদর নহ কাহ্নাঞি।
ঝগড তেজ আহ্মে হাটক জাই ॥ ২ ॥
যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথার ফল ॥
লোকে হৈবোঁ মোএঁ পুরুষবধী।
এভোঁহো তেজহ হেন নঠ বুধী ॥ ৩ ॥
গুণী আগু পাছ আপণ মনে।
অনুমতি দে[৫৮।২]হ মোর গমনে ॥
আহ্মার দানের তোঁ এড় আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

তোহ্মার যৌবনে রাধা মোর গেল মনে।
অনেক চিন্তিআঁ লৈলোঁ এহা পথে দানে ॥
বোল চালেঁ হাট জাইতেঁ চাহসি সুন্দরী।
এতেকে বুঝিএ তোহ্মা[রে]র বড আছিদরী ॥ ১ ॥
কিকে বোলসি রাধা মোর মিছা দানে।
আহ্মে বাটে মাহাদানী সব লোকেঁ জাণে ॥ ধ্রু ॥
না জানসি রাধা তোঁ আহ্মার মরম।
গোকুল রাখিল আহ্মে বুঝিআঁ ধরম ॥
এবেঁ মো তোহ্মাক লাগী ভৈলোঁ মাহাদানী।
সরূপেঁ জাণহ আহ্মে দেব চক্রপাণী ॥ ২ ॥
পুরুষ বধের যদি ভয় তোর মনে।
তবেঁ জীউ রাখ মোর একই চুম্বনে ॥
এহাত সুন্দরি রাধা না কর তোঁ আন।
তোহ্মার করিব আহ্মে উচিত সমান ॥ ৩ ॥
আহ্মার মজিল মন তোহ্মার যৌবনে।
অহোনিশি বেআকুল ভৈলোঁ তেকারণে ॥
বিবুধি তেজিআঁ দেহ নিধুবনে আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

বেলাব[৫৯।১]লীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জিতে পরকাল নাহিঁ বোল মাহাদানী।
লোক ধর[রে]ম নাহি [কথাহো হেন] গুণী ॥
যোল শত গোপীজন সহ্মাক তেজিআঁ।
সোদর মাউলানী [সে] পাইলী চাহিআঁ ॥ ১ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ কাহ্ন[১] পথে মাহাদানী।
একবার [দয়া করী] দিআর মেলানী ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখোআল তোহ্মে ধরম কারণে।
তবেঁ কেহ্নে পরদারে [মজে তোর] মণে ॥
সরূপেঁ যবেঁ তোহ্মে দেব বনমালী।
তবেঁ কেহ্নে হেন কাম করী ॥ ২ ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল মতী।
বুঝিল তোহ্মার যেহেন [কুল] জাতী ॥

১ পুথিতে শৌরীরাগঃ।

১ পুথিতে কাহ্নাঞি।

সব সখিজন মোকে ছাড়ী কৈল গেলা ।
একসরী [তেকারণে] ভৈলোঁ নিরাশিনী ।
এড়হ আহ্মারে কাহ্ন না কর কঢ়াল ।
তোর [দেখ] আইসে আইহন গোআল ॥
এহা জাণী ঝাঁটি ছুট আহ্মার পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যমুনাত পার করী বাপ বসুদেবে ।
রাখিলেসি আহ্মা থুইল গোআলার কূলে ॥
জনম হৈল মোর দৈবকী উদরে ।
নিন্দ না জাএ কংস আহ্মার ডরে ॥ ১ ॥
না কর আল রাধা মিছাএ [৫৯।২] জঞ্জাল ।
কোণ সকতী আইসে আইহন গোআল ॥ ধ্রু ॥
দান সুঝিতে মোকে দেখাইসি সতী ।
আপনার বোলসি আহ্মাত বার্কী নাতী ॥
আহ্মার আগুত রাধা না বোল মিছাএ ।
আলিঙ্গন দিআঁ যাহা আপণ ইছাএ ॥ ২ ॥
দধি দুধ লআঁ যাহা মথুরার হাট ।
নান্দের নন্দন কৃষ্ণ এবেঁ হৈল বাট ॥
আহ্মা সমে রাধা তোঞেঁ না কর বাখান ।
বার বরিশেষ মোর দেহ মহাদান ॥ ৩ ॥
বারে বারেঁ ভাণ্ডী রাধা গেলা মোর দাণে ।
আচলে ধরিলোঁ তোর যাইবি কেনমনে ॥
দান ছাড়ী এবে চাহে আলিঙ্গন কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে ।
আগে সুনা ঘটে নারী হাঁছী জিঠিগো না বারী
চলিলোঁ তাহার উচিত পাওঁ ফলে ॥ ১ ॥
আঁচলে না ধর কাহ্নাঞি [বাটে] ।
এড় কাহ্নাঞি যাইবোঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
সেব মথুরার হাটে লাখ জন রহে[৬০।১]বাটে
সখাক এড়িআঁ আহ্মার লহ পরাণে ।
বিহা না কর আপণে কিসকে বাধহ থানে
আপনে না ভুঞ্জ পরাক না কর দানে ॥ ২ ॥
ভাগিনা তোহ্মাক জাণী আহ্মে তোর মাউলানী
বল করিতেঁ মেদনী উলটি জাএ ।
গোপঙ্গ গোআল জাতী ছাড়হ তেন বিমতী
ঘর গিআঁ সম্বন্ধ পুছ মাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মে অতিশয় বালী নবনীদল[১] কোঁয়লী
এহা বুঝি তেজ কাহ্নাঞি আহ্মার পাশে ।
মল্লিকাকলিকা পাশে ভ্রমর না পাএ বাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর রূপ দেখি গদাধর ।
মদনে বেধিল আন্তর ॥
তোর বশ হৈল বনমালী ।
বিমতি ছাড়হ চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
কেহ্নে দুখ ভাবহ মনে ।
দেহ মোরে সরস বচনে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর উন্নত যৌবনে ।
নিফল কর অকারণে ॥
থিরমতী বুঝহ আপণে ।
অনুচিত না বোল বচনে ॥ ২ ॥
ছাড়োঁ নাহিঁ তেজোঁ তোহ্মারে ।
যদি জাএ জীবন আহ্মারে ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মণে ।
নিবারিব কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
আঁচলে ধরিলোঁ বড়ি আশে ।
কেহ্নে মোর ক[৬০।২]র নিরাসে ॥
মনসুখেঁ বৈস মোর পাশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে 'নবনীলদল'

কোড়ারাগঃ ॥ কুড়ুকঃ[১] ॥

আঁচলে না ধর কাহ্ন ডরেঁ কাঁপে গাঅ।
না জাণো শিশুমতী সুরতির ভাঅ ॥
আপণা ছাওআল বুঝি বড়ঈ কাহ্নাঞিঁ[২]।
কাঁচ ফল ভাঁগিলে কিছু রস না পাই ॥ ১ ॥
বারেক তেজ কাহ্নাঞিঁ ল জাইবোঁ মথুরা।
ফুলের নাঅ কাহ্নাঞিঁ নাহি সহে ভরা ॥ ধ্রু ॥
মালতীমল্লিকাকলিকাত নাহিঁ গন্ধ।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ মোর অনুবন্ধ ॥
তাবত রস নাহি ডালিম ডাকরে।
ভাল মতেঁ যাবত নাহি পাকএ ভিতরে ॥ ২ ॥
বোল এক বোলোঁ তোকে সুনহ অবুধ।
জুড়ায়িলেঁ সোআদ লাগে তপত দুধ ॥
তপত দুধ কাহ্নাঞিঁ নালে না পীএ।
চুলিল চসিলে কাহ্নাঞিঁ দুই হাথে না খাইএ ॥ ৩ ॥
কিছুই না জাণো মোএঁ আতিশয় বালী।
এবেঁ মোর আশা তেজ দেব বনমালী ॥
ক্ষমা কর মর বাহা দেব গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥[৩]

[৬।১।১]রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

সাবধান মনে রাধা সুন মোর বোল।
সরস হৃদয় করি দেহ চুম্ব কোল ॥ ১ ॥
না বোল না বোল হেন দেব চক্রপাণী।
মোর কানে না সাম্বাএ তোর দুষ্ট বাণী ॥ ২ ॥
কভোঁ রাধা নাহি বোলোঁ মোএঁ পাপবাণী।
তোহ্মে নারী মোর নহ আইহনের রাণী ॥ ৩ ॥
এ বোল তোহ্মার কাহ্নাঞিঁ সহিতেঁ না পারী।
কোণ কালত কাহ্নাঞিঁ আহ্মে তোর নারী ॥ ৪ ॥
রামায়নকথা রাধা কহিল তোহ্মারে।
তভোঁহো মুগধী রাধা না চিহ্ন আহ্মারে ॥ ৫ ॥
কত মিছা বোলহ সুন্দর বনমালী।
তোর বোলে ভাণ্ডায়িলি নহে চন্দ্রাবলী ॥ ৬ ॥
মুগধী গোআলী তোঁ না বুঝসি কাজ।
রতিরসেঁ তোষ মোরে পরিহরী লাজ ॥ ৭ ॥
নাহিঁ জাণো রতিরস দেব দামোদর।
একবার দয়া করী আহ্মা পরিহর ॥ ৮ ॥
জিঅন্তেঁ না এড়ে রাধা কাহ্নাঞিঁ তোর পাশ
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

[৬।১।২]কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ কবতীমিদং ॥

কোড়াদেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

বোলেঁ প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল
বড় নটক কাহ্নাঞিঁ।
সবক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল
কিছু উপায় নাহীঁ ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ বড় দুরুবার সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে কর প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নাঞিঁর হাথে পড়ী সুন বড়ায়ি ল
মোএঁ হারাইলোঁ বুধী।
উদ্ধার পাইএ যেন সুন বড়ায়ি ল
তোহ্মে চিন্ত সেহী শুধী[১] ॥ ২ ॥
না জাণাইহ কাহ্নাঞিঁকে সুন বড়ায়ি ল
তবেঁ নাহে মোর ডর।
সুণিলেঁ সে আস পাইব সুন বড়ায়ি ল
কাহ্ন বড় আছিদর ॥ ৩ ॥
যুগতী করিউ এবেঁ সুন বড়ায়ি ল
তোর মোর একমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস সুন বড়ায়ি ল
বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে অচুৱঃ'।

২ পুথিতে বড়ায়ি'।

৩ ইহার পর পাঁচটা শ্রী'; চণ্ডীদাস'এর স' হইতে পাঁচটা শ্রী পর্যন্ত পৃথক্ কালি পৃথক্ হাতের লেখা। ৬।১।১ পৃষ্ঠার 'স বাসলীবর ॥ ৪ ॥'এ আরম্ভ।

১ পুথিতে বুধ'।

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥

না জাইব আল রাধা মথুরা নগর ।
বাটে ছুরুবার কাহ্নাঞিঁ নান্দের সুন্দর[1] ॥ ১ ॥
নিছন লইআঁ কাহ্নাঞিঁ থাকু এক বাটে ।
আন[৬২।১]পথে যাইব বিকে মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
যে বাটে যাইবি হাট দধি ঘৃত লআঁ ।
সবই কাহ্নাঞিঁ তোর খাইব তথা গিআঁ ॥ ৩ ॥
সেহো পাখ যবেঁ কাহ্নাঞিঁ করে মোরে বল ।
তোর যৌবন মেলিআঁ করিব তার ফল ॥ ৪ ॥
দধি দুধ খাইবেক ভাঁগিবেক ভ[া]ণ্ড ।
হৃদের কাঞ্চুলী তোর করিবে খণ্ড খণ্ড ॥ ৫ ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ বড়ায়ি তোকে লাগে ডর ।
মাণ্ড কলে মারোঁ আজি যবেঁ করে বল ॥ ৬ ॥
এথোঁ সি সুন্দরি রাধা কর কাঠদাপ ।
তবে গেলেঁ হইবি বেঙ্গ বাদিআর সাপ ॥ ৭ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি মোতে ভৈল ভএ ।
কি বুধি করিব এবেঁ বোলহ উপাএ ॥ ৮ ॥
নিকরুণ কাহ্নাঞিঁ দুরিত তার মন ।
চল রাধা পথ এড়ি যাইউ বনে বন ॥ ৯ ॥
বনে যাইতেঁ বড়ায়ি কাহ্নাঞিঁ যবেঁ পাএ ।
তবেঁ না করিব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ১০ ॥
দারুণ কাহ্নাঞিঁ যবেঁ লাগ পাএ বনে ।
অপণেহি তবেঁ রাধা দিবোঁ মাহাদানে ॥ ১১ ॥
ন[৬২।২]টক কাহ্নাঞিঁ যবেঁ নাহিঁ লএ দানে ।
তবে কি করিব বড়ায়ি[2] চিন্তহ আপণে ॥ ১২ ॥
যে বুধি এড়ায়িএ রাধা সে বুধি করিব ।
ঘরে গেলেঁ ভাল মন্দ কিছু না কহিব ॥ ১৩ ॥
যতনে চিন্তিহ বড়ায়ি কিছু পরকার ।
যেমতেঁ আহ্মার হএ এবার উদ্ধার ॥ ১৪ ॥
বিণি রতি পাইলেঁ কাহ্নাঞিঁ না এড়িব তোরে ।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১৫ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাহিঁ পুরে কাহ্নাঞিঁর প্রথম যৌবন ।
তবেঁ কেহ্নে রতি প্রতি এত বড় মন ॥
এড়ায়িবারে কৈল বড়ায়ি এত পরকার ।
এখোই না ধরে কাহ্নাঞিঁ উমত আকার ॥ ১ ॥
আহ্মা সমে সুরতি কাহ্নের না জুআএ ।
মাণিকে হিরাক বিন্ধে কে বা পাতিআএ ॥ ধ্রু ॥
তাহার হাথত[1] নহে আহ্মার যবণ ।
হেন কাজ করিতেঁ তাহার কেহ্নে মন ॥
এখো না বুঝিএ বড়ায়ি কাহ্নের চারীত ।
যত কথা কহে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত ॥ ২ ॥
পরাক না পুছে কাহ্নাঞিঁ না বুঝে[৬৩।১]আপণে ।
তাহাক উপায় নাহিঁ এ তীন ভুবনে ॥
সব লোক বোলে তারে কাহ্ন শিশুমতী ।
এখো জন নাহিঁ জাণে তার কাজ গতী ॥ ৩ ॥
হেন পড়িহাসে বড়ায়ি[2] তোহ্মার কি মনে ।
মোর প্রতি যোগ হএ নান্দের নন্দনে ॥
মাকড়ের যোগ্য কভোঁ নহে গজমুতী ।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

রাধিকাবাচমাচষ্য জরতা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অবুধ গোআলি না বুঝ মতিমোহে ।
বিরহে বেআকুল কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ কাকুতি করে কাহ্ন ।
তোহ্মার অন্তরে পথে সাধেঁা মাহাদান ॥ ১ ॥
তোহ্মার আহ্মমতীএঁ মাণিকে হিরা বিন্ধে[3] ।
বিরহে বিকল কাহ্নাঞিঁ কাপড় না পিন্ধে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাক চিন্তিআঁ কাহ্নাঞিঁ ভাত নাহি খাএ ।
চারি পহর রাতি নিদ্রাহো না জাএ ॥

১ 'সুন্দর' শব্দ তোলাপাঠে ।
২ পুথিতে কাহ্নাঞিঁ' ।

পুথিতে যোত্তিভ' ।
পুথিতে কাহ্নাঞিঁ' ।
পুথিতে বান্ধে' ।

আইস বোলোঁ গোআলিনী সুণ মোর বোল।
জিআঅ কাহ্না[৬৩।২]ঞিঁ রাধা দিআঁ চুম কোল॥ ২॥
কর্ণের কুণ্ডল তোর মাণিক উজলে।
সিসের সিন্দুর ভুজবলএ উজলে॥
সফল করহ দেহা হেহ আহ্মমতী।
কথাঁ না দেখিলী রাধা নারী হএ সতী॥ ৩॥
কাহ্নাঞিঁর নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ।
মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥
এবোঁহো সুন্দরি রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাবিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং॥

তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন সতন্তরে।
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক ছুতরে॥
সুণিলেঁ আইহন মোরে করিব অ[া]পোষ।
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লআঁ দোষ॥ ১॥
এবেঁসি জানিলোঁ তোর ভাল নহে মনে।
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে॥ ধ্রু॥
তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হআঁ যাবি পার।
আহ্মে ত করিব তথাঁ কোণ[১] পরকার॥
বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।
দেখিআঁ বা কি বুলিব[৬৮।১] ঘরের গোআল॥ ২॥
আকারণে এহা পথে আণায়িলি মোরে।
মিছেঁ ছার্চেঁ কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ধরে॥
এবার ভাণ্ডাআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আর বার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ॥ ৩॥
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে।
এ পুণি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে॥
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থার কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥ ৪॥

———

মদীয়মানসোল্লাসি সাধূক্তং রাধিকে ত্বয়া।
অথ স্মরভচঃ পাহি দুঃখনং সর্ব্ববর্ণনা।

কেদাররাগঃ॥ রূপকং॥

বনে বনে পালাইআঁ রাধা যবেঁ জাএ।
আগুছিআঁ বাটে তবেঁ কাহ্নাঞিঁ রহাএ॥
তাক দেখি বড়ায়ি পালটি অথবেথে।
অতিবড় ঠেঠালি রহিলী মুল পথে॥ ১॥
একসরী রাধা দেখি কাহ্নাঞিঁ মনে গুণে।
পালিল বড়ায়ি মোর পূর্ব্ববচনে॥ ধ্রু॥
বড়ায়ি বড়ায়ি বুলি অঝর নয়নে।
কান্দএ একসরী রাধা মাঝ বনে॥
লোহ [৬৪।২] মুছিআঁ কাহ্ন আপণ বসনে।
না করিহ ভয় রাধা বুলিল বচনে॥ ২॥
এবেঁ দেখ মোর মুখ তুলী দুয়ি আখী।
এহা ঘোর বনে রাধা কেহো নাহিঁ সাখী॥
তোহ্মার আহ্মার রাধা প্রথম যৌবন।
সুরত সংভোগে করী সফল জীবন॥ ৩॥
দূর করোঁ তোর হার ঘন পীন তনে।
আঅর সন্দেশ লঙ বাহুর কঙ্কনে॥
এবেঁ রসমনে রাধা কর পরিহাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

ভাঠিআলীরাগঃ॥ রূপকং॥ দণ্ডকঃ॥

হার মোর ছিণ্ডি নিলেঁ বাহের কঙ্কন।
না জাণো কাহ্নাঞিঁ তোর কত ধারোঁ ধন॥ ১॥
মো কেহে জাণিবোঁ এথাঁ হৈবোঁ একসরী।
এড় কাহ্নাঞিঁ যাইবোঁ ঘর মথুরা নগরী॥ ২॥
ঘৃত দধি লআঁ যাহ মথুরার[১] হাট।
বিণি সুরতিএঁ তেজি নাহিঁ দিবোঁ বাট॥ ৩॥
মোর ভাগে দৈবে কৈল তোহ্মা একসরী।
এবেঁ কাহ্নাঞিঁকে তোষ ভয় পরিহরী॥ ৪॥

———

১ কমণ' কাটিয়া কোণ' করা॥

১ মথুরার' রকার তোলাপাঠে।

সামী মোর দুরুবার সাসুড়ী সগুর ।
[৬৫।১] এড কাহ্নাঞি যাইব দূর আস্ত যাএ সুর ॥ ৫ ॥
না কর বিলম্ব রাধা পরিহর ভয় ।
দেহ আলিঙ্গন বাধা থাকু পরিচয় ॥ ৬ ॥
রাজা খরতর[১] পাটে আতি দুরুবার ।
তাক মোর বড় ভয় এড় একবার ॥ ৭ ॥
আহ্মাতে ভজিলেঁ তোর কাখো নাহিঁ ডর ।
ত্রিভুবননাথ আহ্মে দেব গদাধর ॥ ৮ ॥
এবার তেজহ কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন ।
দিনা কথো গেলেঁ তোর ধরিবোঁ বচন ॥ ৯ ॥
হাথে নিধি পাইলেঁ বাধা কে এড়িতেঁ পারে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১০ ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিমেকাকিনী পুরঃ ।
সুচিরং চিন্তয়ামাস সলজ্জাভীরকৌতুকা ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

না দেখিল না শুনিল কোণ কুঞ্জবনে ছিল
যেহ্ন দেখোঁ বাটে বাটোআড় ॥ ধ্রু ॥
এহি মথুরা নগরে যাওঁ বারহ ব[ৎ]সবে
কথাঁ কেহো না কৈল উত্তরে ॥
বুঝিল কাহ্নের মন ভিড়ি চাহে আলিঙ্গন
মোরে বল করে নারায়ণ ॥ ১ ॥
ছিণ্ডিআঁ[৬৫।২]মুকুতা[২] হার ভাঁগিবোঁ বলয়া আব
না ধরিআঁ কাহ্নের বচনে ॥
যাইবোঁ রাজদুআরে কংস করিবোঁ গোচরে
তবেঁ লোকেঁ দোষ দিব মোরে ॥ ২ ॥
রাজা বড় দুরুবার আইহন খুরের ধার
কেহ্নে কাহ্ন হেন পড়িহাসে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

স্বয়ং কংসাভিয়ম্বাভো মত্তসে মানসে কথং ।
রাধিকে রসসন্দোহসাধিকে শৃণু মে বচঃ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

দাতা বলি ছলিআঁ মো নিলোঁ পাতালে ।
করে গিরি ধরিআঁ মো রাখিলোঁ গোকুলে ॥
বেদ উদ্ধারিতেঁ কৈলোঁ মীন অবতার ।
পাতাল গিআঁ তার করিলোঁ উদ্ধার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা না চিহ্নসি মোরে ।
শ্রীধররূপেঁ হরিআঁ নিবোঁ তোরে ॥ ধ্রু ॥
তদ্ভুত বরাহরূপেঁ থাকি বনভাগে ।
মেদনী ধরিল আহ্মে দশনের আগে ॥
শ্রীরামরূপেঁ আহ্মে বধিল রাবণ ।
আহ্মার আগত বীর নাহিঁ কোণ জন ॥ ২ ॥
দূতা পা[৬৬।১]ঠাইআঁ আহ্মে নিব ত গোকুলে
বাটত যাইতেঁ মো কবিবোঁ অলঞ্জালে ॥
তোর রাজ[া] কংসের মো করিবোঁ নিপাত ।
কেহ্নে রাধা মনত গুণসি পাঁচ সাত ॥ ৩ ॥
অসুরকুলদলন হরি মোর নাম ।
এবেঁ তোর তরেঁ কৈল অবতার কাহ্ন ॥
রসমনে তোষ রাধা নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুর্জ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সুরত সংভোগেঁ [৫] তার না পুরিবে আহা ।
আপণার মনত আপণে গুণি চাহা ॥
অরতী বাধিত হআঁ পাপ করিবেঁ ।
জরমক তরেঁ কুলেঁ কলঙ্ক থুইবেঁ ॥ ১ ॥
কাহ্ন মনে পরিভায় [মোহোর যুগতী] ।
আহ্মা সমে যোগ নহে [তোহ্মার] সুরতী ॥ ধ্রু ॥
উচিত কমলে ভোগ করএ ভ্রমরে ।
আহ্মার মুকুলে নাহিঁ পাএ মধুভরে ॥
ইক্ষুলা খাআঁ কাহ্ন বার পাড়িবে ।
আঘোর পাপেঁ তোএ গায় বেআপিবেঁ ॥ ২ ॥
পরদারসুরতী করিতেঁ না জুআএ ।
ভাতের ভোখ কাহ্নাঞিঁ ফলেঁ না পালাএ ॥

---

১ খরতর', দুরুবা' কাটিয়া তোলাপাঠে খরতর' করা ।
২ পুথিতে মুকুতায়' ।

একবার র[৬৬।২]তীএঁ মদন বাঢ়ে চিতে।
প্রজল আনল কাহ্নাঞিঁ না নিবাএ ঘৃতে ॥ ৩ ॥
মনে পড়িভায় কাহ্নাঞিঁ আহ্মার বচন।
তোর প্রতি যোগ নহে আহ্মার যৌবন ॥
আগ পাছ করি কাজ কর মাহাজন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

তক্রবিক্রয়নয়ন্দয়া ধিষা
বঞ্চিতা পরিচয়েসি মামকে।
রাধিকেঽস্মি নন্থ গোপশাবকঃ
কংসবংশদবদাবপাবকঃ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ছাওআল না দেখিহ মোরে রাধা ল
আল জাণওঁ রতি সকল।
তোহ্মে অণুমতী বাধা দেহ
হের ধরিলোঁ আঁচল ॥ ১ ॥
বল না কর মোরে কাহ্নাই ল
আল বচন আহ্মার শুণ।
দেব ধরম কি সহিব তোরে
এহাত হৃদয়ে গুণ ॥ ২ ॥
তবেঁসি ধরমের ভয় রাধা ল
আল যদি মোএঁ হরোঁ পরনারী।
অপণ অঙ্গের লখিমী হইআঁ
তোহ্মে না চিহ্নসি অনন্ত মুরারী ॥ ৩ ॥
পুরুব জরমে কাহ্নাঞিঁ [ল]
[আল] আছিলোঁ বা তোর নারী।
ইহ জরমে কে বা পাতিআএ
অপণে বুঝব মুরা[৬৭।১]রী ॥ ৪ ॥
ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল
আল আহ্মাতে[১] কর পরতয়।
আহ্মাত আধিক[২] কোণ দেহ আছে
কারে করসি তোঁ ভয় ॥ ৫ ॥

ঘরত নিজ পতী আছে কাহ্নাঞিঁ ল
আল ভাগিনা শুন বনমালী।
তীন লোক খাআঁ তোহ্মার জরম
কাহারে বোলসি ধামালী ॥ ৬ ॥
হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ তোর আঁচল।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিএঁ ভুঞ্জে কমল ॥ ৭ ॥
হইবেক তোর মোর সুরতী কাহ্নাঞিঁ ল
আল দুইহাঁর হউক কুশল।
সুরতি রসত সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আরতী কিছু নাহিঁ ফল ॥ ৮ ॥
বিলম্ব করিতেঁ নারোঁ রাধা ল
আল বচন আহ্মার ধর।
বিজন বনত তোহ্মা দেখিআঁ
হাণিল কুসুমশর ॥ ৯ ॥
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর মুখত না আইসে বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল
দেবী বাসলীগণ ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

অথ রাধা বনে বীক্ষ্য হরিং চরিতুমীদৃশম্ ।[৬৭।২]
সুচিরং চিন্তয়ামাস জরতীপ্রতি রোষতঃ ॥

ছারে খারে জাউ মুগধী বড়ায়ি
অনল বুলাওঁ গাএ।
মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ
গেলি আপণ ইছাএ ॥
অ[া]ইহনরাণী পরেঁ বিগুতে
সে কেমনে ধরএ বুকে।
তার নাতী কাহ্নাঞিঁ পথে বিরোধে
তাহার মনে[র] সুখে ॥ ১ ॥

---

১ পুথিতে ভোহ্মাতে'।
২ আধিক,' ক' তোলাপাঠে।

জায়িবাক নান্দে মোরে বল করে
দুরুজন নান্দের পো।
[এহা] হেন বাটে বাট কাঢ়ায়িল
দারুণী বড়ায়ি গো॥ ধ্রু॥
আঁচলে ধরে অনুবন্ধ করে
কোণ বুদ্ধি করোঁ এড়ায়িতেঁ।
খেড় আগুণী এক করিআঁ
বড়ায়ি গেলী এক ভিতে॥
দহি নঠ মোর ঘোল নঠ মোর
আইলোঁ বাট হারাআঁ।
কাহ্নাঞির হাথে পাঞ্চ আবথা
বড়ায়ির মাথা খাআঁ॥ ২॥
ভর পান্তরে তিরী বধ করে
কাঞ্চুলী চিরিল টানে।
হিণ্ডা খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ
হিছোলেঁ লএ পরাণে॥
সব মালতীএঁ খোঁপা ভরাআঁ
ভিড়িআঁ বান্ধে লোটনে।
যশোদার গরভে কাহ্ন উপজিল
না মানে গুরুজনে॥ ৩॥
সাশুড়ী ননন্দ খুরের [৬৮।১] ধার
সামী বড় দুরুবার।
হেন গতি গাএঁ ঘরক জায়িবোঁ
কেমনে হয়িবে নিস্তার॥
হেন পরিভাবি চাহিল রাধা
কাহ্নক আড় নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥

এ তোর আড় নয়নে আল পাঞ্জর বেধিল ঘুনে
পাঞ্জর বেধিআঁ বুকত লাগিল ঘুনে।
এবেঁ দেহ চুম্বদানে আর দেহ মধুপানে
আলিঙ্গন দিআঁ বারেক তোষহ মনে॥ ১॥

সুন সুবদনী রাধা নাএ।
যুবক কাহ্নের বারেক রাখহ পরাণে॥ ধ্রু॥
দেখিআঁ তোক রূপসী ... ...
গোর শরীর মৃগী সম দুয়ি আখী॥
মহীমণ্ডলে উজলী মেঘে যেহ্ন বিজুলী
বদন সংপুন চান্দ সম তোর দেখী॥ ২॥
কনক কুম্ভ আকারে দুঈ তোর পয়োভারে
তাহাত উপর গজমুকুতার হারে।
যেহ্ন শোভ করে সুমেরু গঙ্গার ধারে
তাক দেখি মোর পাঅ আগু নাহিঁ সরে॥ ৩
দেহার দেব মো হআঁ কলায়িলোঁ আসিআঁ
সুন্দরি নাগরী রাধা তোহ্মাক দেখিআঁ।
উত্ত[৬৮।২]র দেহ হাসিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বাসলী শিরে বন্দিআঁ॥ ৪॥

মালবরাগঃ॥ রূপকং॥

যবেঁ জাওঁ আল কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে।
আহ্মাক নেহালী তোহ্মে যাহা বাটে বাটে॥
তবেঁসি জাণিল আহ্মে দৈবের ঘটন।
আহ্মা না ছাড়িব কভোঁ নান্দের নন্দন॥ ১॥
সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তবেঁ যাওঁ তোর কোল।
কভোঁ না লঙ্ঘিবেঁ যবেঁ আহ্মার বোল॥ ধ্রু॥
মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাঁগি জুণি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তোর পাএ॥
ছিণ্ডি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব আলঙ্কারে॥ ২॥
আতিশয় না চাপিহ আধর দাঁতে।
সখি সব দেখিআঁ বুলিব দন্তঘাতে[১]॥
নখঘাত না দিহ মোর পয়োভারে।
আইহন দেখিলেঁ মোর নাহিঁক নিস্তারে॥ ৩॥
কোঁঅলী পাতলী বালী আহ্মে চন্দ্রাবলী।
ভএ কাম্পে যেহ্ন নব কদলীর বালী॥

১ পুথিতে প্রাস্তে'।

আলিঙ্গন দিহ মোরে দয়া ধরী মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রা[৬৯।১]ধিকামুমতিমাপ্য মাধবঃ সম্বরারিশরদূনমানসঃ
অদ্ভুতক্রমমুদারবিক্রমো বন্ধমেবমকরোত্রিপুক্রমং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

আলিঙ্গন কৈল কাহ্নাঞিঁ নানা পরকার।
তখন ঘুচাইল কাটী হৃদয়ের হার ॥
ঘন স্তন জঘন মরদিল করে।
নানা পরকার কৈল রাধা নখখাতভরে ॥ ১ ॥
রাধার বচন পাআঁ হরষিত মনে।
কিশলয়শয়নে সুরতী কৈল কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
চুম্বিল কপোল গল আধর নয়নে।
বদনে বদনে জুড়ি কৈল মধুপানে ॥
মতিভোলেঁ বালিকার দশনবসনে[১]।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে ॥ ২ ॥
নিতম্ব পরসি জঘনত দিল হাথ।
আতি উতবলমতী ভৈল জগন্নাথ ॥
চিরকাল ছিল যত মনোরথবন্ধে।
সকল সফল কৈল রতী অনুবন্ধে ॥ ৩ ॥
মনতোষ ভৈল কাহ্নাঞিঁ ছাড়ে ঘন শাসে।
কাটী লৈল আভরন পুন রতী আশে ॥
রতী আবশেষ ভৈল রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে [৬৯।২] ॥ ৪

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

প্রথমে কাঢ়িআঁ[২] লৈল সাতেসরী হার।
কানের কুণ্ডল নিল মুকুট মাথার ॥
আর কাঢ়িআঁ নিল গুণিআঁ গলার।
আলপ বএসে কৈল বড়য়ি খাখার ॥ ১ ॥
সব আভরণ [মোর] কাঢ়ি নিলেঁ বলে।
বুধি বোল এবেঁ ঘর জায়িব কোণ ছলে ॥ ধ্রু ॥
হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী।
কনককঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী ॥
কনককিঙ্কিনী নিলেঁ পাএর নূপুর।
বচনসরস তোহ্মে হৃদয়নিঠুর ॥ ২ ॥
শিরীষ কুসুম সম আহ্মে কোঁঅলী।
বড় দুখ পাইল আহ্মে কাঢ়িতেঁ পাসলী ॥
আলঙ্কারহীন কৈল মোর সব দেহে।
বড় অনুচিত কৈল প্রথম সনেহে ॥ ৩ ॥
আভরণগণ রাধা এড়িল তরাসে।
বাহুড়ী মেলিলী গিআঁ বড়ায়ির পাশে ॥
রাধাক দেখিআঁ বড়ায়ি মনে মনে হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ঈসত হাসিআঁ বড়ায়ি পুছিল রাধারে।
এত খন কথাঁ ছিলা এ[৭০।১]ড়িআঁ আহ্মারে ॥
সকল শরীর তোর দেখি বিপরীত।
ভাল না বুঝিএ তোর একোহি চরীত ॥ ১ ॥
মিছা না বুলিহ মোরে পরাণনাতিনী।
আহ্মার থানত কহ সরূপ কাহিনী ॥ ধ্রু ॥
কে না কাঢ়ি নিলে তোর সব আভরণ।
আমুখিলী[১] হেন দেখি কমণ কারণ।
আধর ছাড়িল তোর তাম্বুলের রাগ।
হেন বুঝোঁ বনে তোর কাহ্নু পাইল লাগ ॥ ২ ॥
আযাসিলী[২] ভৈলা আজি তোহ্মে কি কারণে।
বুঝিতেঁ নারোঁ রাধা মোএঁ তোর মনে ॥
তোহ্মার বিলম্ব দেখি পাইলোঁ বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে রসনে'।
২ প্রথমে কাঢ়িআঁ ইত্যাদির পূর্ব্বে 'ঈসত হাসিআঁ' লেখা ও কাটা।

১ পুথিতে আমুখিনী'।
২ পুথিতে আয়াসিনী'।

কহুরাগঃ ॥ একতালী ॥

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্মিল আহ্মারে ॥ ১ ॥
লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।
সে কাহ্ন‍াঞি লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ ॥ ধ্রু ॥
আরতি লয়িআঁ কাহ্নু মাঝ বৃন্দাবনে [৭০।২]।
সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে ॥
একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে।
জীউন উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে ॥ ২ ॥
সেহি কোপে কাঢ়ি নিলে সব আভরণে।
আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহ্নে ॥
কাহ্নাঞি বুইল মোরে অনেক বিরূপ।
তোর থানে আকপটে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তাহ্মে আহ্মা এড়ি বড়ায়ি মাঝ বৃন্দাবনে।
কোণ কাজেঁ কথাঁ ছিলা তাক কে বা জাণে ॥
বুঝিতেঁ না পারি বড়ায়ি তোহ্মার মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খাতী বুঢ়ী না দেখোঁ নয়নে।
জায়িতেঁ নারোঁ ত্বরিত গমনে ॥
পথ হারাইলোঁ বৃন্দাবনে।
তোহ্মাক তেজিলোঁ তেকারণে ॥ ১
তোহ্মে মোরেঁ না করিহ রোষে।
একসরী ভৈ[লোঁ] দৈবদোষে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে গেলা আহ্মার আগে।
দৈবযোগে কাহ্নু পায়িল লাগে ॥
তোহ্মে দুখ না ভাবিহ মনে।
আপণা রাখিএ আপণে ॥ ২ ॥
হের তোর চুম্বওঁ বদনে।
তো[৭১।১]হ্মে মোর দুয়জ পরাণে ॥
তোক পাআঁ জীলোঁ একবারে।
বিধি মোর করিল নিস্তারে ॥ ৩ ॥
না দেখিআঁ তোর আভরণে।
যদি মোরেঁ পুছে আইহনে ॥
তবেঁ কি বুলিব তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনার তীরে কদমের তলে
কাঞ্চুলী ভিজিআঁ গেল ঘামে।
হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল বড়ায়ি ল
তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে ॥ ১ ॥
বুলিহ বুলিহ বড়ায়ি আইহনের ঘরে।
কাহ্নাঞিঁ রহাইল দানের ছলে ॥ ধ্রু ॥
হার কেয়ুর আর যত আভরণ সব
নিলে কাহ্নাঞিঁ মোর বলে।
যতেক যতেক তার আছিল মনের সন্তাপ
সুঝায়িল নিকুঞ্জতলে ॥ ২ ॥
বাহু মোর মোড়িআঁ বলয় সব ভাঁগিলেক
ভাঁগিলেক তনের আঞ্চলে।
তন পাস্তরে কাহ্নাঞিঁ লাগ পাইল
বলেঁ নিআঁ করিলেক কোলে ॥ ৩ ॥
আনেক প্রকারেঁ কাকুতী করিল
না দিলোঁ সুরতীর আশে।
এহি তত্ত্ব বুইলোঁ এবেঁ জাই নিজ ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি দানখণ্ডঃ [৭১।২] সমাপ্তঃ ॥

অথ নৌকাখণ্ডঃ

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা কামিকৃষ্ণকরতঃ কথঞ্চন।
প্রাপ্য বুদ্ধিবিভবান্বয়া সহ ত্রাণমেণনয়নাগতা গৃহং ॥
সাভিমন্যুজননীতি বৃদ্ধয়া ভাষিতং হৃদি নিধায় রাধিকাং।
বিক্রয়ায় দধিতক্রসর্পিষাং গন্তুমেব মথুরাং ত্বরায়যৎ ॥
তন্নিশম্য জরতী স রাধিকা তক্রবিক্রয়নিষেধকর্ম্ম চ।
সংবহায় মথুরাপুরীগতিং সা চিরাৎ স্বয়মতো তদাবসৎ ॥ ৩ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী চিত্রকং ॥

রাধারতিবসন্তস্তমনাঃ কৃষ্ণো মনাগপি।
গতিমাতস্থ ন্ন কাপি জগাদ জরতীং চিরাৎ ॥

রাধাক না পাআঁ মোর বেআকুল মনে।
রাতি দিন নিন্দ না আইসে তাহার কারণে ॥ ১ ॥
উনমত ভৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিরহে।
তার দরশন বিনি প্রাণ না রহে ॥ ২ ॥
আইহনের রাণী রাধা বড় আছিদরী।
বোলেঁ চালেঁ তোর থান আণিতেঁ না পারী ॥ ৩
আপণেয়ি কিছু বোল বুদ্ধি পরকার।
সেহি[৭২।১]মতেঁ করিবোঁ তোহ্মার উপকার ॥ ৪।
আহ্মা হেতু রাধিকারে বুলিহ কপটে।
দধি দুধ বিচি নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ৫ ॥
এবার তোহ্মাক লআঁ যাইব আন পথে।
তবেঁ না পড়িব রাধা কাহ্নাঞিঁর হাথে ॥ ৬ ॥
তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।
উপসন্ন হৈল হের বরিষা সমএ ॥ ৭ ॥
আহ্মে রাধা লআঁ যাইব মথুরার হাটে।
নাঅ লআঁ থাক তোহ্মে যমুনার ঘাটে ॥ ৮ ॥
তোহ্মার বচনে আহ্মে হরসিত মনে।
নাঅ বান্ধিতেঁ গিআঁ করিউ যতনে ॥ ৯ ॥
গাছ চাহিতেঁ আহ্মে জাইএ বৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।
শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতনে ॥ ১ ॥
চারি পাট চিরী নাঅ দিল যোখ মাপে।
তাত গুড়া যোড়ী দিল তৌলঝাঁপে ॥ ২ ॥
ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।
তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ ॥ ৩ ॥
নাঅ গঢ়ায়িল কাহ্নাঞিঁ গু[৭২।২]গিআঁ হৃদয়ে।
দুঈ ছাড়ী তীন জন জাত নাহিঁ জাএ ॥ ৪ ॥
হৃদয়ে ভাবিআঁ কাহ্নাঞিঁ যুগতি বিশেষে।
আর এক বড় নাঅ গঢ়িল হরিষে ॥ ৫ ॥
জলের ভিতরে তাক থুয়িল ডুবায়িআঁ।
পাছে ঘাটের নিকট গেলা নাঅ লআঁ ॥ ৬ ॥
রাধার পন্থ নেহালিআঁ রহিলা কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীআই ॥ ৭ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

মধুরাং মথুরাং নেতুং জরতী কপটে পটুঃ।
কৃষ্ণস্য বচসা প্রাহ শীঘ্রং রাধামিদং বচঃ ॥

যে বোল তোরে বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
তাত না করিহ আন।
অহিত না বোলোঁ মোএঁ রাধা ল
এহা সত্যপৌঁসি জাণ ॥ ১ ॥
চিরদিন মথুরাক না জাহা ল
কেহ্নে নঠ কর দহী ॥ ধ্রু ॥
গোআলজরম আহ্মে শুণ
দধি দুধে উতপতী।
এবেঁ তাক উপেখহ কেহ্নে
তোর ভৈল কি কুমতী ॥ ২ ॥

আনাহ সকল সখিজন
মেলী করিউ যুগতী।
তবেঁ মথুরাক জাইএ
সঙ্গে হঁআঁ একমতী ॥ ৩ ॥
পসার সাজিউ দধি দুধে
সেসি জীবার উপাএ।
বাসলীচরণ শি[৭৩।১]রে বন্দী রাধা ল
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

আর বার জাইতেঁ মথুরার হাটে।
লাগ পাইল কাহ্নাঞিঁ যেহেন বাঁটে ॥
দধি দুধ খাআঁ মোর ভাঁগিলেক ভাণ্ডে।
খন্ন না করে যেহ্ন উদাঙ সাণ্ডে ॥ ১ ॥
হেন না বুলিহ আহ্মার থানে।
যাতে দুরুজন পাইব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
ঘোল দুধে মোর দিলেক পাণী।
আর দুরাশব বুইলেক বাণী ॥
কাঞ্চুলী ভাঁগিল আহ্মার।
আকুল কইলে কুন্তলভার ॥ ২ ॥
হার নিল মোর ভাঁগিল গুণিআঁ[২]।
কুণ্ডল নিলেক আঅর বলয়া ॥
যাহেন চরিত দেখিলোঁ তাবে।
তার প্রসাদেঁ আর জীলোঁ একবারে ॥ ৩ ॥
কেহেন চরিত বড়ায়ি তোরে।
মথুরা যাইবাক বোলসি মোরে ॥
তার নামে মোক লাগিল তরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ লগনী ॥

কুবুধি তেজিআঁ চল মথুরার হাটে।
এবার তোহ্মারে আহ্মে নিব আন বাটে ॥ ১ ॥

[৭৩।২][১] কোণ বাটে আহ্মা লআঁ জাইবেঁ ল বড়ায়ি।
সরূপ করিআঁ তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি ॥ ২ ॥
যমুনার ঘাট জায়িতেঁ আছে পথ দুই।
সে পথে না জায়িব যাত দাণী কাহ্নাঞিঁ ॥ ৩ ॥
ভরিল যমুনাত কেমনে হইব পার।
সরূপ করিআঁ কহ তার পরকার ॥ ৪ ॥
এবেঁ রাজা যমুনাত পাতিআছে নাএ।
তাত পার হআঁ লোক সুখেঁ হাট জাএ ॥ ৫ ॥
ও কুলত গেলেঁ যদি লাগ[২] পাএ কাহ্নে।
তবেঁ তার হাথে এড়ায়িব কেনমনে ॥ ৬ ॥
ও কুলে কভোঁ রাধা না দেখিল কাহ্নে।
তথাঁ তার অধিকার নাহি মাহাদানে ॥ ৭ ॥
হাট[৩] জায়িতেঁ নিষধিল সাসুড়ী আইহনে।
তার আনুমতী বিণি জাইব কেনমনে ॥ ৮ ॥
ভাল বুইলেঁ রাধা লাগিল মোর মনে।
আইস জাই তোর সামী সাসুড়ীর থানে ॥ ৯ ॥
তবেঁ তার থান গিআ বুইল সত্বরে।
কি কারণে দধি দুধ নঠ কর ঘরে ॥ ১০ ॥
হেনক কুমতীএঁ হয়িবেঁ ভিখারী।
বুঝি রাধিকা পাঠাহ মথুরা[৭৪।১][৪] নগরী ॥ ১১ ॥
হেনমতেঁ নানা পরকার করিআঁ।
বুঢ়ি দিল রাধিকারে আনুমতী লআঁ ॥ ১২ ॥
আনুমতী লআঁ রাধা চলিলী হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সোনার চুপড়ী রাধা রূপার ঘড়ী।
নেতের আঞ্চল তাত দিআঁ ওহাড়ী ॥

---

১ পুথিতে গৌরীরাগঃ'।
২ পুথিতে 'ভাঁগি বলয়া'।

১ ৭৩।২ পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে কায়েথী অক্ষরে তিন পঙক্তি ; [১] শ্রী লেখলে সকাল, [২] শ্রীকামাল খাঁ, [৩] শ্রীজামাল খাঁ নিউ খাঁ ও ঊর্দ্ধে ফারসী অক্ষরে এক পঙক্তি লেখা।
২ পুথিতে 'মাগ'।
৩ হাট' এর আকার তোলা পাঠে।
৪ ৭৪।১ পৃষ্ঠার ঊর্দ্ধে 'শ্রীশ্রী৺ করেন তবে তানে বন্দিব' লেখা।

সুব্ধি কেতকী সম সাজাইআঁ দহী।
আনাইআঁ যানাইল সব গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
চলিলী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি রাধা কে না বাহুড়াএ ॥ ধ্রু ॥
শেষ পহর রাতী কুষিলী কাঢ়ে রাএ।
তভোঁতো চিআইতে আজী না লাগিল[১] গাএ ॥
দধি বিকে জা আজি মথুরার রাজ।
তবেঁ সুইচে[২] কেহ্নে এতেক বেআজ ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধে সাজিআঁ মিলচুকা।
সোবন বাহুঠী পষ্টী রুপসী রাধিকা ॥[৩]
চলিতেঁ চঞ্চল বাজে পাএব নূপুর।
দধি বিকে জাএ রাধা মথুরাপুর ॥ ৩ ॥
সাসুড়ী সা[৭৪।২]মির থানে আহুমতী পাআঁ।
আতি উল্লসিতমতী সব সখি লআঁ ॥
যুগতি করিআঁ তবেঁ করিল গমন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আগু জাএ বড়ায়ি হাথত করী লড়ী।
পাছে গোআলিনী নৈল দধির চুপড়ী ॥
ধিরে ধিরে যাএ বডায়ি যমুনার ঘাটে।
যাত কাহ্ন মাহাদানী তেজিআঁ সে বাটে ॥ ১ ॥
সব গোআলিনী যাএ বডায়ির সঙ্গে।
লাস হাস পরিহাস করি নানা রঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মণে গায়িতেঁ মঙ্গল ॥
বড়ায়ির মুখ চাহি সব সখি গোআলিনী।
মথুরা লড়িলী বডায়ি হআঁ আগুআনী ॥ ২ ॥
কথো খনে গিআঁ যমুনার ঘাট পাইল।
সঙ্কেই যমুনাঘাটে পসার নাম্বায়িল ॥

সঙ্কাগ্রিঁ যুগতি করি পুছিল বড়ায়ি।
পারকর মথুরাক ঘাটোআল কহী ॥ ৩ ॥
বুলিতেঁ লাগিলী বড়ায়ি শুন ল নাতিন।
হোর আছে ঘাটোআল লআঁ নাঅখানী ॥
ডাক দেহ চন্দ্রাবলী চিত্তের হরিষে।
[৭৫।১] বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥[১]

দধির চুপড়ী যমুনার তীরে থুয়িআঁ।
ডাক পাড়ে গোআলিনী চারি পাস চাহিআঁ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ এথাঁ বেলা আপার।
কত খনে যাইব আহ্মে মথুরার পার ॥ ১ ॥
ঘাটের ঘাটিআল কহি গেল সে।
দধির চুপড়ী মোর পার করি দে ॥ ধ্রু ॥
নাএর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আব যত গোআলিনী সহী ॥
কথো দূর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ ॥ ২ ॥
তার থান গিআঁ বোলে রাধা গোআলিনী।
কেহ্নমনে পার হয়িব ছোট নাঅখানী ॥
একেঁ একেঁ পার হআঁ যাইব মথুরা।
সঙ্কাই চড়িলেঁ নাঅ না সহিব ভরা ॥ ৩ ॥
শুন ঘাটিআল নাঅ চাপায়িআঁ ঘাটে।
সঙ্কা পার কর যাইউ মথুরার হাটে ॥
রাধার বচন শুণী ঘাটিআল হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক লগন ॥ লঘুশেখরঃ ॥

বোলেন্ত কাহাঞিঁ নাঅ কূলত চাপাআঁ।
[৭৫।২] আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ ॥ ১
যমুনা দেখিআঁ মনে ডরায়িলী রাহী।
বুইল পার কর আগু মোর সব সহী ॥ ২ ॥

১ পুথিতে নাগিল'।
২ পুথিতে পুঁইহে'।
৩ ইহার পর 'অতি উল্লসিতমতী সব সখি লআঁ' লেখা ও কাটা।

১ 'পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥' তোলাপাঠে।

পাঞ্চ গুটী পাট নাঅ গঢ়ন আহ্মার।
একেঁ একেঁ সব সখি করি তোর পার ॥ ৩ ॥
দধি দুধ লআঁ যাব মথুরা নগর।
সাবধানে সব সখি ঝাঁট কর পার' ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে কাহ্নাঞিঁ হরষিত মনে।
ঝাঁট পার করায়িল সব সখিগণে ॥ ৫ ॥
সঙ্গে বড়ায়ি কহী বোলে গোআলিনী।
ঝাঁট পার কর বড়ায়ি থর বড় পাণী ॥ ৬ ॥
তীন ভরা না সহে নাখানী আহ্মার।
কেনমনে বড়ায়ি লআঁ রাধা হৈবে পার ॥ ৭
এ বচন শুণী রাধা মন কৈল সার।
বুইল ঘাটিআল আগু বড়ায়ি কর পার ॥ ৮।
নাঅত চড়িল যবেঁ একলী বড়ায়ি।
মনের উল্লাসে পার করিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৯ ॥
পাছে পা এ হয়িতেঁ রাধিকারে বড় ডর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যমুনাপারপুরস্থ তরৌ তরনিরীক্ষণাৎ।
রাধে পুরুদরবাগ্রা ভব মা [৭৬।১] কুরু মে বচ: ॥

ঘাটে মাহাদানী ল
কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার কারণে।
পা . চঅ নাএ রাধা ল
বুঝি মোর মাহাদানে ॥ ১ ॥
না এ চড় রাধা ল
নাএ না কর ডর।
আহ্মে কাণ্ডারী শ্রীগদাধর ॥ ধ্রু ॥
সখা পার কৈলোঁ রাধা তোহ্মার আগে।
হাসিআঁ বৈস রাধা আহ্মার পাশে ॥ ২ ॥
তোহ্মার আন্তরে রাধা পাতিআঁলোঁ না।
কাহ্নাঞিঁ প্রবোধিআঁ হাটক যা ॥ ৩ ॥
মথুরা যাইবাক রাধা কি তোর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা দরভরাতুরা।
বিললাপ চ সা কিঞ্চিদূচে চ মধুসূদনং ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

মোএঁ যবেঁ জাণো কাহ্নাঞিঁ ঘাটে মাহাদানী।
বড়ায়িক ছাড়ী কেহ্নে হৈবোঁ একাকিনী ॥
কেহ্নে সব সখিজন আগু কৈলোঁ পার।
কাল হআঁ গেল মোরে যৌবনভার ॥ ১ ॥
কি ভৈল কি ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেহ্নে মন কৈলোঁ জাইতেঁ মথুরার হাটে ॥ ধ্রু ॥
আবথা করিল মোর যে জগন্নাথে।
পুনরপি প[৭৬।২]ড়িলাহোঁ তাহার হাথে ॥
এহা পথে আসি মোএঁ হারায়িলোঁ বুধী।
আনাথী গোআলী মোক রক্ষা করু বিধী ॥ ২ ॥
পুরুব জরমে কৈল করমের ফলে।
জরম লভিল আহ্মে গোআলার কুলে ॥
তেঁসি দধি বিকে জায়িতেঁ মথুরার হাটে।
দুরুজন কাহ্নাঞিঁ সুন এবেঁ পাড়ে বাটে ॥ ৩ ॥
কর যোড়ী বোলোঁ এবে শুন দামোদর।
জাইবোঁ বড়ায়ির সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥
এড়ি যাএ মোকে কাহ্নাঞিঁ সব সখিজন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

পাঞ্চ পাটে নাখানী আহ্মার।
আপণেই ধরিলোঁ কাঁঢ়ার ॥
ভরা দিআঁ দধির পসার।
যাইতেঁ চাহ যমুনার পার ॥ ১ ॥
হের সুন বচন আহ্মার।
বিণি কড়ীএঁ না করোঁ মো পার ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ সব সখিজনে।
পার কইলোঁ হআঁ সাবধানে ॥

১ পুথিতে পরি কর'।

যবেঁ তোহ্মা করিবোঁ মো পার।
বান্ধ[া] দেহ সাতেসরী হার ॥ ২ ॥
দেখিআঁ তোহ্মার মুখচান্দে।
যমুনাত পাতিলোঁ মো ফান্দে ॥
এবেঁ বোল সরস বচনে।
ত[৭৭।১]বেঁ পার করিবোঁ এখণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাত মজিল মোর মনে।
ভিডি দেহ আলিঙ্গন দানে ॥
তাত মোর বড় পতিআশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

উচিত ঘাট দান[১] দেহ ল রাধা
করিবোঁ যমুনাত পার এ ॥ ৬ ॥
এতে[৭৭।২]ক সখিজন পার কইলেঁ
কৌড়ী নীলেঁ তাহার য়ে।
আহ্মার থানত দান চাহসি
নিলজ্জ বাপ তোহ্মার এ ॥ ৭ ॥
সহ্মার বন্ধক রাখিলোঁ তোহ্মাক
পূরহ আহ্মার আস এ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস এ ॥ ৮ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নাঅবাহিআঁ যমুনাজল বিশাল এ।
সরস বচন করি মান শৃঙ্গার
বচন আহ্মার পাল এ ॥ ১ ॥
ঘাটে ঘাটিআল তেজ নাগরাল
কিসক করহ কচালে।
পার কর মোর দধির পসার
মথুরা যাইব সকালে ॥ ২ ॥
পুন্ন নদী কুলে পাপ খোসমী
এ তোর কমন আচার এ।
পরার তিরীক করসি পরিহাস
না জাণ ধর্ম্ম বিচার এ ॥ ৩ ॥
মদন বাণে দেহ বিদগধ
কি মোর নদী কুল য়ে।
পাপ পুন্ন রাধা দুই না মানিআঁ
ধরিবোঁ তোহ্মাক বলে [এ] ॥ ৪ ॥
ধরিবি বলে মরিবোঁ ছেলে
ঝাঁপ দিআঁ যমুনাএ য়ে।
বাত বরুণ সুরুজ সাখি
এ বধ দিবোঁ তোহ্মায়ে এ ॥ ৫ ॥
কেলি করিতেঁ পরি- হাস মরণ ইছসি
এ তোর কমণ বেভার এ।

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী[২] ॥

প্রথম যৌবন সামী গেলা তুলে ধরী।
মুদিত ভাণ্ডারে কাহাঞিঁ না সাধাএ চুরী ॥
ধরম দেখিআঁ কর যমুনাত পার।
তোহ্মা প্রতি যোগ নহে যৌবন আহ্মার ॥ ১ ॥
পথে বল না কর নিলজ বনমালী।
মো কিছু না জাণো শিশু আবালী গোআলী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ মোর ঘোলের পসার।
সব নঠ হএ কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট কর পার ॥
নাহিঁ চিহ্ন আহ্মা তোহ্মে আইহনের রাণী।
কালি ছিলা রাখোআল আজি মাহাদাণী ॥ ২ ॥
ও কুলে মথুরা মাঝে যমুনার নদী।
ও আরিতেঁ পার হআঁ বিকণিবোঁ দধী ॥
ঘাটের ঘাটিআল মোরে ঝাঁট কর পার।
তোর মায় যশোদায় ননন্দ আহ্মার ॥ ৩ ॥
তোহ্মেত ভাগিনা আহ্মে[৭৮।১] তোহ্মার মাউলানী।
পাপ বচন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥
এডিআঁ বিবুধি তোহ্মে থীর কর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে 'দান ঘাট'।
২ পুথিতে 'একাতালী'।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অদভুত লাগে তোর সুণিআঁ বচন।
কিসের মুদিত রাধা তোহ্মার যৌবন ॥
পুরুবে তোহ্মাক আহ্মে পাআঁ বৃন্দাবনে।
রতি উপভোগ কৈল বিসরিলেঁ কেহ্নে ॥ ১ ॥
মো কিছু না জাণো কেহ্নে বোলসি গোআলী।
বড়ায়ি ভালে জানে তোর প্রিয় বনমালী ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ তোর করিবোঁ পার।
সব আভরণগণ দিবোঁ মো তোহ্মার ॥
সব জন জাণিলেক তোর মোর মেলা।
এবেঁ কেহ্নে শশিমুখী কর মোরে হেলা ॥ ২ ॥
না বোল সম্বন্ধ রাধা আহ্মার আগে।
রতির উপসন্ন আহ্মে তোর ভাগে ॥
ঘাটে ঘাটিআল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
কিসের বঞ্চহ রাধা প্রথম যৌবনে ॥ ৩ ॥
নাএ চড়সিআঁ রাধা তেজিআঁ কুমতী।
মাঝ যমুনাত হউ তোর মোর রতী ॥
চির[৭৮।২]কাল আছো এথাঁ তোর পতিআশে
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কি মোর ঝগড় পাত যমুনার ঘাটে।
জাইবোঁ ঝাঁট মথুরার হাটে ॥
মতি খাআঁ মোরে তোএঁ করসি ধামালী। (?)
বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ তোরে গালী ॥ ১ ॥
নিলজ কাহ্নাঞিঁ তোর বাপে নাহিঁ লাজ।
মাউলানীক বোলহ হেন[স অ]কাজ ॥ ধ্রু ॥
গরু রাখি তোর কাহ্ন গেলির জরমে।
তেঁসি তোর এ সব করমে ॥
এবেঁ যমুনার ঘাটে ভৈলা মাহাদাণী।
দান ছলেঁ বোল পাপ বাণী ॥ ২ ॥
সব সখিজন মোর করি তোহ্মে পারে।
বলে ধরিবাক চাহ মোরে ॥
তিরীবধ দিবোঁ মোএঁ তোহ্মাতে উপরে।
ঝাঁপ দিআঁ যমুনার জলে ॥ ৩ ॥
পাপ তেজ কাহ্ন মোক কর পার।
এথাঁ আছে সংহতী আহ্মার ॥
আর না বুলিহ কাহ্নাঞিঁ হেন পরিহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ চিত্রক লগনী ॥ একতালী ॥

মনত হরিষ কর[৭৯।১] ঈষত হাসিআঁ।
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ ॥
মাঝ নাঅত রাধা ওলাহ পসার।
পার কইলেঁ কৌড়ী লইব তোহ্মার ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন রাধা না করহ আন।
আপণে কাণ্ডার ধরিল দেব কাহ্ন ॥ ধ্রু ॥
আহুঠ হাথ নাঅখানী তোর পাঁচ পাটে।
আনেক যতনে আণি চাপাইল ঘাটে ॥
ধিরেঁ ধিরেঁ কাহ্নাঞিঁ মোর আইলোঁ নিকটে।
নিহুড়িআঁ চাহোঁ পাণি লইছে মোকটে ॥ ২ ॥
ডরে মোর কাহ্নাঞিঁ শরীর কাম্পএ।
সাধ নাহিঁ পার হয়িতেঁ হেন ভাঙ্গা নাএ ॥ ধ্রু ॥
আবুধ গোআলিনী না বুঝসি কাজ।
এহি নাএ পার করোঁ সকল রাজ ॥
পসার গাথাআঁ থোহ ডহরার মাঝে।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোহ্মে না করিহ লাজে ॥ ৩ ॥
বাহিআঁ নিবোঁ নাঅ উভ কেরোআলে।
নিমিষেক নহিবেক চাপায়িবোঁ কূলে ॥ ধ্রু ॥
নটক কাহ্নাঞিঁ সুন মোর সত্য বাণী।
পসার গাথাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠায়িখানী ॥
যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
কার বাপেঁ সিঞ্চিবেক আ[৭৯।২]ধ নাঅ পাণী ॥ ৪ ॥
ঘাটে ঘাটিআল হআঁ হেন তোর কাজ।
ভাঙ্গা নাএ পার হৈতেঁ না বাসসি লাজ ॥ ধ্রু ॥
মুগধী গোআলিনী কাজ না বুঝসি।
কোণহোঁ জরমেঁ নাএ পার নাহিঁ হসি ॥

নাঅ পাতিল আহ্মে তোহ্মার কারণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫॥
ঘরক যাহ রাধা যদি না হইবেঁ পার।
দানের আন্তরে দেহ সরস শৃঙ্গার ॥ ধ্রু

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

আনেক যতনে নাঅ গঢ়িলেঁ।
জীবার আন্তরে ঘাটে পাতিলেঁ ॥
যমুনার জলে লৈলেঁ আধিকার।
সকল লোকেরেঁ করসি পার ॥ ১ ॥
কেহ্নে বোলিহ মোরে মিছা বচন।
নাঅ পাতিলী আহ্মার কারণ ॥ ধ্রু ॥
সম্কা কইলেঁ পার আপণ মনে।
আহ্মার বেলে বোলহ হেন কেহ্নেঁ ॥
শকত আছিল নাঅ এখনে।
এখনে ভাঁগিল সে না কেহ্নমনে ॥ ২ ॥
বুঝিতেঁ নারোঁ মো তোহ্মার মনে।
অন্তর হালএ তোর বচনে ॥
সরূপ কহ যবেঁ কহ বনমালী।
তবেঁ তোর নাএ চড়ে গোআলী ॥ ৩ ॥
ভাল নাঅ নাহিঁ য[৮০।১]বেঁ তোহ্মার
তবেঁ কেহ্নে নৈলেঁ এ আধিকার ॥
কিছু লাজ নাহিঁ তোহোর বদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।
তহিত নক্ষত্রগণ গজমতীহার ॥
তাত তিথ নখরেখ চান্দের আকার।
দেখিআঁ সরস চিত্ত মজিল আহ্মার ॥ ১ ॥
দেখিআঁ রূপ যৌবন তোহ্মার।
যমুনাজলে লৈল আধিকার ॥ ধ্রু ॥

যোল শত গোপী মাঝেঁ তোহ্মে আগুআন।
যোল শত কুতঘাটে মোর মাহাদান ॥
শুন সুন্দরি মোর বোল পরমান।
হএ নহে তত্ত্ব রাধা লোকমুখেঁ জাণ ॥ ২ ॥
শুন ল সুন্দরি রাধা পাত্তীর বিচার।
হের দধি ঘৃত দুধ ঘোলের পসার ॥
ভাণ্ড মাথে ষোল পন দান আহ্মার।
বাহুর বলয় নিবোঁ সাতেসরী হার ॥ ৩ ॥
নিজ হিত চন্দ্রাবলী মনে পরিভায়।
তোর বল ভৈল ত্রিভুবনের রাঅ[১] ॥
সুন্দর কাহ্নক রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরা[৮০।২]গঃ ॥ আটতালা ॥

বসসি তোঁ আরে কাহ্ন সজনসমাজে।
শুণিআঁ কি বুলিব তোহ্মারে সব রাজে ॥
পাপ পুণ্যের কাহ্ন করহ বিচার।
কোমণ পুরাণে[২] কাহ্নাঞিঁ আছে পরদার ॥ ১
বুঝিল বুঝিল কাহ্নাঞিঁ চরিত তোহ্মার।
নির্ম্মল শরীরে কেহ্নে কর পরদার ॥ ধ্রু ॥
ক্ষত্রিয় মারিআঁ তোহ্মে নিক্ষত্রি কইলেঁ।
আপণার মুখে তোহ্মে আপণে কহিলেঁ ॥
ঘাটে দানী হআঁ তোএঁ করসি সংঘট।
তিরীত উপর এবেঁ তোর মুনিষট ॥ ২ ॥
আহ্মার আইহন বীর ময়মত হাথী।
দোষ পাইলেঁ নাকেঁ কানে করে সাতি[৩] ॥
তাহাক না মানি মোরে গেল তোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ শুন চন্দ্রাবলী রাণী।
বাবত পবনে ঢেউ নাহিঁ বান্ধে পাণী ॥ ১ ॥

---

১ পুঁথিতে শৌরীরাগঃ'।

১ পুথিতে রাজ'। ২ পুথিতে পরাণে'। ৩ পুথিতে সাথী'

তাবত তোহ্মাক পার করোঁ না বাহিআঁ।
দধির পসার নাএ চড়াহ আসিআঁ[1] ॥ ২ ॥
[৮১১] আহ্মাক ছাড়িআঁ পার সব সখি গেলা।
বাট উখুড়িবে প্রচুর ভৈল বেলা ॥ ৩ ॥
হেন গুণী মনত চঢ়িলী রাধা নাএ।
দধির চুপড়ী রাধা থুইল ডহরাএ ॥ ৪ ॥
না জাণিআঁ তত্ব চঢ়িতেঁ বুইলোঁ নাএ।
হেন ভাঙ্গা নাএ চঢ়িতে না জুআএ ॥ ৫ ॥
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মনে কর সার।
ও পার জাইবেঁ কিবা থাকিবেঁ এ পার ॥ ৬ ॥
ঝাঝর নাঅ মাঝত লএ পাণী।
হেন নাঅ তোহ্মার বচনে চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
একলী চঢ়িলোঁ আর নাম্বায়িলোঁ পসার।
আতি সংবধানে কাহ্নাঞি কর মোরে পার ॥ ৮ ॥
আহ্মার বচন শুন আইহনের রাণী।
বুষুকে উথলে জল খাঁট মার পাণী ॥ ৯ ॥
সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝনাএ।
এখনে করিবোঁ[2] পার নাহিঁ কিছু ভএ ॥ ১০ ॥
মাঝযমুনাত বড় বাত ভআঁ গেল।
পর্ব্বত সমান ঢেউ নাঅত লাগিল ॥ ১১ ॥
বাপ বাপ করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে।
বারেক কর মোর[৮১২]পরাণ উদ্ধারে ॥ ১২ ॥
আকাশ পরনি যবেঁ ঢেউ আইসে।
রাধার বদন চাহাঁ কাহ্নাঞি হাসে ॥ ১৩ ॥
কি বুধি করিবেঁ রাধা কোণ পরকার।
মাঝযমুনাত নাঅ না চলে আহ্মার ॥ ১৪ ॥
না জাণো দিশ বিদিশ লাগে বড় ডরে।
তিরীবধ দিবোঁ কাহ্নাঞি তোহ্মার উপরে ॥ ১৫ ॥
দশনেত তৃন করি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
যেই চাহ সেহি দিবোঁ কর মোরে পারে ॥ ১৬ ॥
সাবধান হআঁ মোর বোল শুন রাহী।
তোহ্মে আহ্মে আছি এথাঁ আর কেহো নাহী ॥ ১৭ ॥

দুতরে তারিবোঁ তোক না করিহ ডর।
সরস শৃঙ্গার দেহ নাএর ভিতর ॥ ১৮ ॥
ধারেঁ ঝরেঁ রাধিকার নয়নের পাণী।
আধিক করুণা করে চন্দ্রাবলী রাণী ॥ ১৯ ॥
কাহ্নের বচনে রাধা পড়িলী তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ২০ ॥

অথ রাধে পুরে পয়ঃপুরোন্নবক্রতে দরে।
কুরু প্রাণপরিত্রাণকারণং বচনং মম ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নাঅ খে[৮২১]আইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল।
যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দুর ॥
বাতকোঁঅরক মান সাতেসরী হার।
কাহ্নাঞিকে মান রাধা সরস শৃঙ্গার ॥ ১ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ মন্থায়িল বাএ।
নিষধিতেঁ আল রাধা চঢ়িলা নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোর দৈবদোষে রাধা বহে হেন বাএ।
এ কুল ও কুল দুইহো নাহিঁ চলে নাএ ॥
নাঅ বাহিতেঁ মোএঁ হরিলোঁ শকতী।
নাঅত চঢ়িলা রাধা আপণ কুমতী ॥ ২ ॥
তোর রূপ যৌবনে মোহিত জগতনাথ।
নাঅ বাহিতেঁ নাহিঁ চলে দুই হাথ ॥
অবল হৈলোঁ তোর সখি করি পারে।
অধর আমিআঁ দেহ বল হউ মোরে ॥ ৩ ॥
ভুজে ভিড়ি আলিঙ্গন দেহ একবার।
চিত্তের হরিষে কাহ্নাঞি করু তোরে পার ॥
বিমতী তেজিআঁ মোর ধর এ বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥

মনগমনে চলে নাখানী তোহ্মার।
আপণে কাহ্নাঞি তাত ভৈলা কাণ্ডার ॥

---

১ আসিআঁ'র 'আঁ' তোলাপাঠে ও পরবর্ত্তী যোজনা ; ইহার পর 'না জাণিআঁ তত্ব চঢ়িতে বুইলোঁ নাএ' লেখা ও কাটা।
২ করিবোঁ'র পর 'ভয়' লেখা ও কাটা।

নাঅত চঢ়িলোঁ কাহ্ন তোর সত্য বোলে।
[৮২।২]মাঝযমুনাত তোহ্মে না করিহ বলে ॥ ১ ॥
পার কর নারায়ন বড়ায়ির সঙ্গে জাইবোঁ।
যমুনাত পার হয়িলেঁ আলিঙ্গন দিবোঁ ॥ ধ্রু ॥
সাত ঘটি গেল হএ দুঅজ পহর।
গোঠে হৈতেঁ আসিবে গোআল মোর ঘর ॥
ঘরে না দেখিআঁ বড় খঙ্গায়িবে মোরে।
দয়া ধরম কি না বসে তোহ্মারে ॥ ২ ॥
গোসাঞিঁ সোঁঅরি কাহ্নাঞিঁ ঝাঁট বাহ নাএ।
মাঝযমুনাত বহে খর বড় বাএ ॥
যমুনার জলে টলবল করে নাএ।
চমকী চমকী উঠী মোর প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
ষোল শত গোপী মোর রহি চাহে বাটে।
মোহোর করমে নাএ ভাঁগিল পাটে ॥
একবার রাখ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

জাতি বড় গরুঅ তোহ্মার পয়োভার।
তাহার দুঅজ আর গজমুতীহার ॥
সংসারের মাঝে রাধা দুলহ জীবন।
হার পেলাহ পাতল হউ [তোর] তন ॥ ১ ॥
খর সোঁত পাণী রাধা বড় বহে বাএ।
এহাতে ধরহ রাধা আহ্মার উপাএ ॥ ধ্রু ॥
আয়র গরুঅ তোর নিতম্ব জঘন।
[৮৩।১] তাহাত বান্ধিল রাধা কনক রসন ॥
বান্ধন খসাআঁ রাধা পেলা আভরণ।
সংশয় বেলাতে তবেঁ কিসকে যতন ॥ ২ ॥
গাঅ বেঢ়িল তোর দীঘল বসনে।
তীন ভাগ চিরী তাক পেলাহ এখনে ॥
আঅর পেলাহ রাধা দধির পসারা।
কিছু পাতল হউ মোর নাঅভরা ॥ ৩ ॥
পাঞ্চ পাটের নাঅ গাতর ভরা।
হৃদের কাঞ্চুলী রাধা যমুনাত পেলা ॥
তবেঁ সুখেঁ পার হৈবেঁ এহি ভাঙ্গা নাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা দরস্তরাতুরা।
তত্যাজ যমুনানীরে ভূষণং বসনস্তনোঃ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ।
হেহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্ন ব্যাহে নাএ ॥
হেহে লহে লহে ॥ ১ ॥
আকাশের তারা যেন ছুটি গেল নাএ।
অধ নদী গেলেঁ পুণি বহে খর বাএ ॥ ২ ॥
রাধাএ বুলিল কাহ্ন ঝাট বাহি যা।
ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা ॥ ৩ ॥
দুতরন্ত পার কর একবার কাহ্ন।
পার হৈলেঁ তোর বোল না করিবোঁ আন ॥ ৪ ॥
[৮৩।২] নাঅ টলবলাএ আধিকে দামোদর।
দুগুন বাঢ়িল রাধিকার মণে ডর ॥ ৫ ॥
কাহ্নের মনত ভৈল মদনবিকার।
ছল করি টালিলেক রাধার পসার ॥ ৬ ॥
তখন ছাড়ায়িল ঘৃত দধি ঘোল।
ডর পায়ি রাধা কাহ্নাঞিঁকে মাঙ্গে কোল ॥ ৭ ॥
কোলে কর কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ি জুনী জাণে।
বড়ায়ি জাণিলে জাণে কংস আইহনে ॥ ৮ ॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের হরিষে।
নাঅ ডুবায়িআঁ রাধা কোলে করি ভাষে ॥ ৯ ॥
আলিঙ্গন পাইল কাহ্নাঞিঁ রাধার তরাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

কাহ্নাঞিঁ তোলাপাঠে।

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

দধি দুধ নঠ কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল
মোর ডুবায়িলেঁ পসার।
বলে জলে কোলে কৈলে কাহ্নাঞিঁ ল
কৈলেঁ বড়ই খাঁখার ॥ ১ ॥
সব সখি দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর[১] ॥ ধ্রু ॥
যত ছিল মনে তোর কাহ্নাঞিঁ ল[২]
চির কাল মনোরথ।
তাহার কারণে কৈলেঁ কাহ্নাঞিঁ ল[৩]
মোর মরণের পথ ॥ ২ ॥
যে কর সে কর তুঞিঁ[৪] [কাহ্নাঞিঁ ল]
মোরে জলের ভিতর।
হের সব সখিজন [কাহ্নাঞিঁ ল]
দেখে তাক মোর ডর ॥ ৩ ॥
[৮৪।১] কিবা সুখ পাইলেঁ তোহ্মে
[কাহ্নাঞিঁ ল]
এহা জলের ভিতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস [কাহ্নাঞিঁ ল]
দেবী বাসলীবর ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

রাধিকারাচমাচমা রসাবেশবশো হরিঃ।
পয়োন্তরগতামেতাং চিরমেবমধারয়ৎ ॥

দৃঢ় ভুজযুগে ধরি কৈল আলিঙ্গনে।
রাধার বদনে কাহ্নাঞিঁ কইল চুম্বনে ॥
কুচ কনককমলকোরক আকার।
ঘন ঘন মরদিল কাহ্নাঞিঁ রাধার ॥ ১ ॥
তখন পাইল কাহ্নাঞিঁ যতেক হরিষে।
তাহাক বুলিতেঁ নারী সকল বওসে ॥ ধ্রু ॥
নাগর সুন্দর কাহ্নাঞিঁ কৈল নখঘাত।
তখণে গুণিল রাধা মনে পাঞ্চ সাত ॥
রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ২ ॥
ধীরেঁ ধীরেঁ পরসিআঁ রাধার জঘন।
সরূপেঁ সফল কাহ্নাঞিঁ মানিল জীবন ॥
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতিসুখে ॥ ৩ ॥
জলের কারণে ভৈল বিলম্ব সুরতী।
তাতে জগন্নাথ পাইল আধিক পিরিতী ॥
তবেঁ রাধিকাক [৮৪।২] কৈল যমুনার পারে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

অধুনা যমুনামধ্যে কৃষ্ণেন কৃতদূষণাং।
বিলোক্য জরতী রাধামিদং বচনমাদধে ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

খদিরকুসুমমালা আউলাইল চিকুরে।
হৃদয়ের মাঝে তোর কেহ্নে নাহিঁ হারে ॥ ১ ॥
তোক[১] দেখি নাতিনী মো পাইলোঁ উল্লালে।
বড় ভাগে হৈলা পার যমুনার জলে ॥ ধ্রু ॥
ভাঁগিল বলয় তোর নাহিঁক বসনে।
হেন বুঝোঁ জলে তোর বিগুতিল কাহ্নে ॥ ২ ॥
কুচে নখরেখ তোর নিরস আধরে।
সব বিপরিত দেখোঁ দেহভারে ॥ ৩ ॥
সরূপ বচন কহ আহ্মার থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোক ছাড়ী বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর।
হেন চিন্তি চঢ়িলোঁ মো নাএর উপর ॥

---

১ ভিতর' কাটিয়া তোলাপাঠে উপর' করা।
২-৩ কাহ্নাঞিঁ ল' তোলাপাঠে।
৪ তুঞিঁ' তোলাপাঠে।

১ পুথিতে তাক'।

কথো দূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণী।
ঝাঝর নাঅ নৈল চারি পাসে পাণী ॥ ১ ॥
বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞি গোআলে ধ্রু
[৮৫।১] গাতরভরা রাধা পেলা আভরণে।
পাণিফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে ॥
আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ ॥ ২ ॥
ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে ॥
এবার কাহ্নাঞি বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার ॥ ৩ ॥
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে।
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে ॥
কোণ পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ প্রকীর্ণ লগনা ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধার বচন শুনীআঁ বড়ায়ি
বুলিল সব সখিজনে।
ডুবিল রাধার সকল পসার
ঘর জাইবে কেনমনে ॥ ১ ॥
সকল সখিএঁ যুগতী করিআঁ
মণত করিল সার।
আপণ আপণ দধি দুধ দিআঁ
রাধার কৈল পসার ॥ ২ ॥
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
চলিলা মথুরা পুরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোল বিচিআঁ
তা[৮৫।২]হাতেঁ মন কৈল ঘরে ॥ ৩
বড়ায়ি রাধা আর সখিগণ
মেলিআঁ কতহো খনে।
যমুনা নদীর ঘাটত গিআঁ
নাঅ চাহিলান্ত কাহ্নে ॥ ৪ ॥
জলতে গুপতে রাখিআঁ ছিল
আর বড় নাঅ কাহ্নে।
তাহাত চড়াআঁ একই বারে
পার কৈল গোপীগণে ॥ ৫ ॥
আঞ্জলী বান্ধিআঁ সম্ভারে কাহ্নাঞি
বুইল বিনয়বচনে।
হেলা না ছাড়িহ আহ্মাক প্রতি
খণ্ডী সব দোষ গুণে ॥ ৬ ॥
হেন শুণিআঁ বুইল রাধা
কাহ্নের চরণ ধরী।
পুরুবেঁ নিলেঁ মোর আলঙ্কার যত
কিছুই না দেহ মুরারী ॥ ৭ ॥
সদয় হৃদয় হআঁ কাহ্নাঞি
দিল রাধার আভরণ।
সব সখিজনে ঘরক গেলা
হআঁ হরষিত মন ॥ ৮ ॥
আপণ ঘরক গেলা কাহ্নাঞি
বন্দিআঁ বড়ায়ির পাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৯ ॥

বৃদ্ধয়া সহিতা রাধা গেহং গন্তাভিমন্ততবে।
জগাদ যমুনাপারগমনাযোগ্যতাশতং ॥ ১ ॥
ততোঽভিমন্যুনা মোহা[৮৬।১]মিথিন্না মথুরাগতৌ।
চক্রে প্রাবৃষি তক্রাদিবিক্রয়ং গৃহ এব সা ॥ ২ ॥

ইতি নৌকাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

ঘট্টাদানখণ্ডঃ ॥

অথ ভারখণ্ডঃ

অথ রাধারসাবেশবশীকৃতমনা হরিঃ।
পুনস্তল্লাভলোভেন জগাদ জরতীমিবাং ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ চিত্রক লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

চির দিন নাহি রাধিকার দরশনে।
তেঁকারণে বড়ায়ি থীর নহে মনে ॥ ১ ॥
চিন্তিতেঁ দগধ ভৈল হৃদয়ে মদনে।
[illegible]ক আণী মোর রাখহ জীবনে ॥ ২ ॥
যতন করিআঁ তাক রাখে আইহনে।
তার মাঅ রাধিকারে চাহে খনে খনে ॥ ৩ ॥
এতেকেঁ তাহাক আহ্মে আণিতেঁ না পারী।
আপণে উপাঅ মোক বোল তোহ্মে হরী ॥ ৪ ॥
উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সমএ।
এড পথে এবেঁ লোক মথুরাক জাএ ॥ ৫ ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞির নাহিঁ অধিকার।
হেন বুলী রাধা নেহ যমুনার পার ॥ ৬ ॥
রাধিকারে নিব আহ্মে যমুনার পার।
এথাঁ করিবোঁ কাহ্ন[৮৬।২] কোণ পরকার ॥ ৭ ॥
সরূপ করিআঁ কাহ্ন কহ মোর থানে।
তবেঁ রাধিকারে আণোঁ হরষিত মনে ॥ ৮ ॥
যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ ॥ ৯ ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার ॥ ১০ ॥
ভাল বুইলেঁ কাহ্নাঞি চল তোহ্মে ঝাঁটে।
আহ্মে রাধা লআঁ যাইউ মথুরার হাটে ॥ ১১ ॥
এহি পরকারেঁ তোর পুরিব আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীডা ॥

জরতীবাচমাচম্য মাধবো বিহিতত্বরঃ।
ভারদণ্ডাদিসামগ্রীরচনায়োপচক্রমে ॥

মাঝ বৃন্দাবন গিআঁ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
চামড গাছের বাছি[১] কাটিলেক ডাল ॥
দুঈ পাশেঁ ছুচ করী মাঝে পুষ্ট করী[২]।
বাঁহুক সজাএ ভাল দেব মুরারী ॥ ১ ॥
রাধার কারণে কাহ্নাঞিঁ আল বেধিল মদন
ভার সজ করিবারে করিলান্ত মন ॥ ধ্রু ॥
সুচাঁছে চাঁচিল ভার দুঈ মুঠী।
দুঈ পাশে নিরমি[৮৭।১]ল শুশোভন গুঠী ॥
ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ।
বাঁহুক সংপুন্ন হয়িল অতী শুশোভন ॥ ২ ॥
নালিচা কাটিআঁ কাহ্নাঞিঁ মাঝজলে থুইল।
বার পহর হয়িলেঁ তাহাক তুলিল ॥
শুখায়িআঁ বাছিআঁ পাট করিল সুসব।
চারী গুণ দড়ী পাকাইল দামোদর ॥ ৩ ॥
সুদৃঢ বন্ধনে কৈল দুয়ি শিকিআ।
তলত গাঁথিল তার দুগুটি বেণুআ ॥
বাঁহুক যোড়িআঁ গেলা যমুনার পারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশবড়ারীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অথাভিমন্যুজননীং জরতী রজনীক্ষয়ে।
ইদমাহ কৃতচ্ছদ্ম পদ্মনাভহিতাশয়া ॥

আনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে।
দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে ॥

১ বাছি' তোলাপাঠে।
২ করী' তোলাপাঠে।

হাটক না জাএ মোক বোলে ধিকবাণী।
রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী ॥ ১ ॥
দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে[১]।
গোআলের কাম ছাড়ী করে বিপরীতে ॥ ধ্রু ॥
গোআলের কুলে রাধা জরম [৮৭।২][২] লভিআঁ
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ ॥
বিধি না লিখিত তার কপালের ভাতে।
সত্যেঁ আইহনমাঅ কহিলোঁ তোহ্মাতে ॥ ২ ॥
দিনে দিনে সঞ্চিত ভৈল বিথর দহী।
ডাক দেউ মোএঁ সব গোআলিনী সহী।
আপণে বহুক বোল হাট জায়িতেঁ তোহ্মে।
এক বারে সব্বা লআঁ জাইব আহ্মে ॥ ৩ ॥
এ বচন মনে ভাবি আইহনের মা।
রাধিকারে বুইল বড়ায়ির সঙ্গে যা ॥
ঘরক থাকিতেঁ চাহ কিসের আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

অথাভিমন্যুজননীদত্তং ভূরি পযো দধি।
আদায জরতীমাহ রাধা দরভয়াতুরা ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

সব সখিজন মেলি বড়ায়ির ঠাঞি।
বিনয় করিআঁ বোলে চন্দ্রাবলী রাহী ॥
সেমনে লইআঁ যাহা যমুনার পার।
যেহ্ন লাগ না পাএ কাহ্নাঞিঁ আহ্মার ॥ ১ ॥
সাসুড়ীর বোল সুনি[৩] ডরায়িলী রাহী।
পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী ॥ ধ্রু ॥
দধি বিকে মথুরা নগরী জাএ [৮৮।১] রাধা।
এবার পন্থত[৪] কেহো না কৈল বাধা ॥
হরিষেঁ পাইল রাধা যমুনার পার।
আতি বড় শ্রম পাআঁ নাম্বায়িল পসার ॥ ২ ॥
সাবধানে সুন বড়ায়ি বচন আহ্মার।
বহিতেঁ না পারোঁ এহা গরুঅ পসার ॥
শরত সমএ[১] রৌদ সহিতেঁ না পারী।
এভোঁ বড দূর আছে মথুরা নগরী ॥ ৩ ॥
এক মজুরিআ আন বহু দধিভার।
দুই ভাগ করি লউ আহ্মার পসার ॥
তবেঁসি চলিতেঁ পারোঁ মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ চিত্রক প্রকীর্ণ লগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥

যবেঁ হাট জায়িতেঁ নাহিঁ তোহ্মাব শকতী।
উচিত মজুরী দিতেঁ কর আনুমতী ॥ ১ ॥
মজুরিআ বুলিআঁ আপণে দেহ ডাক।
এখনে মজুরিআ আসি মেলিব তোহ্মাক ॥ ২ ॥
বড়ায়ির ঠাঞি রাধা বুলিল বচনে।
দধি দুধ বিচী কৌড়ী দিবোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
কথো দূর পথ গিআঁ রাধিকা আপণে।
মজুরিআ বুলী ডাক দিল ঘন ঘনে ॥ ৪ ॥
আন রূপ ধরি ভার লআঁ ততিখ[নে]।
[ইহার পর ৮৮।২এর পৃষ্ঠা নাই]
[৮৯।১]তোরে লআঁ জাইতেঁ নাহিঁ[২] পারী ॥ ১৫ ॥
এহা বুঝী বাহুড়িআঁ চল নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৬ ॥

কহুগুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

সঙ্গে যাইউ রাধা এ দূরে দূরে।
বাহুর বলয়া দিবোঁ পএর নূপুরে ॥
পাসরিলেঁ যে তোর করিলোঁ উপকার।
ভরিল যমুনাত তোহ্মাক কৈলোঁ পার ॥ ১ ॥

১ চরিতে,' চ' তোলাপাঠে।
২ ৮৭।২ পৃষ্ঠার ডান পাশে 'শ্রীগুনরাজ খাঁ' স্বাক্ষর।
৩ 'বোল সুনি'; 'বোলে সুনি,' ল'র একার কাটা এবং সুনি' তোলাপাঠে।
৪ পুথিতে পন্থথ'।

১ পুথিতে শরতে সমএ'।
২ নাহিঁ,' হিঁ' তোলাপাঠে।

সঙ্গে লইআঁ যা।
গোআলার ঝি রা[ধা] ল ॥ ধ্রু ॥
সঙ্গে জাইউ রাধা আহ্মে[১] আর তোহ্মে।
দধিদুধভার তোর না বহিব আহ্মে ॥
দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ কী।
কাজ না বুঝ কেহ্নে গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ ডর।
সোই মথুরা পুরী আহ্মার ঘর ॥
মথুরা পুরের মাঝেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণী।
ভোঁখে ভাত দিবোঁ তোরে পিআসত পাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সঙ্গে জাইতেঁ রাধা না করিহ শঙ্কা।
জলধিতে[২] সেতু বান্ধি জিণিলোঁ যো লঙ্কা ॥
এবেঁ তোর সঙ্গে জাইতেঁ চাহোঁ রতি আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদা[৮৯।২]সে ॥ ৪

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে[৩] কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥ ১ ॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতেঁ কেহ্নে চাহসি মোর ॥ ধ্রু ॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড় রঙ্গ।
অলপ হ[ই]আঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
হাথেঁ হাথেঁ চাহা কাহ্নাঞিঁ আকাশের চান্দ।
[লোক উপহা]সেরেঁ করসি তোএঁ ছান্দ ॥ ২ ॥
উত্তম জাতী তোহ্মে নান্দের বালা।
পুরুষ হআঁ তোহ্মে [জাণ এতেক কলা ॥
স]কল লোকের মাঝেঁ না বাসসি লাজ।
না বহসি ভার বোলসি আন কাজ ॥ ৩ ॥
ম্যাকড়ের [হাথে যেহ্ন] ঝুনা নারিকল।
আহ্মাক দেখিআঁ তেহ্ন না হঅ বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে যবেঁ[১] লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বা[সলীবরে] ॥ ৪ ॥

বরাড়ীরাগঃ[২] ॥ রূপকং ॥

ব্রহ্মা বেদ হরিবেক[৩] ইন্দ্রে হরিব পাণী।
সজনসমাজেঁ হরিব সত্য বাণী ॥
কপিলা হরি[৯০।১]ব ক্ষীর সস্য বসুমতী।
ঋষি তপ হরিবেক পণ্ডিত সুমতী[৪] ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস বচন।
কৃষ্ণেঁ ভার বহিলেঁ মজিব ত্রিভুবন ॥ ধ্রু ॥
কনিষ্ঠে লংঘিব জেষ্ঠ হআঁ দুঠমনে।
প্রবল হৈআঁ শূদ্রেঁ লংঘিব ব্রাহ্মণে ॥
পুত্রেঁ বাপ লংঘিব শিষ্য গুরুজনে।
পুণ্য লংঘিব জনে হআঁ পাপমনে ॥ ২ ॥
সেবকেঁ লংঘিব প্রভু নারী নিজ পতী।
আপণা মজায়িব ব্রত লংঘিআঁ সতী ॥
শরণ জনের লোকেঁ লংঘিব পরাণ।
দাতাএঁ লংঘিব আপণেযি দিআঁ দান ॥ ৩
সব বিপরীত হৈব রাধা তোহ্মার কাজে।
আর রুঠ হয়িব তোরে ত্রিদশসমাজে ॥
না বহাঅ ভার রাধা পুর মোর আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শুন নান্দের নন্দন।
ভার এড়িতেঁ তোহ্মে চাহ আকারণ

১ পুথিতে দুই বার আহ্মে' আছে।
২ জলধিত,' ভ' তোলাপাঠে।
৩ মুখেতে,' তে' তোলাপাঠে।

১ যবেঁ' তোলাপাঠে।
২ কানড়ারাগঃ' তোলাপাঠে।
৩ হরিবেক' তোলাপাঠে।
৪ সুমতী,' সু' তোলাপাঠে।

মজুরি সহিআঁ তোক আণিলোঁ মো ভারী।
বিণি ভার বহিলেঁ এড়িবেঁ তোক নারী ॥ ১ ॥
লঅ ভার কাহ্ন তোহ্মে না ক[৯০।২]র[১] বিমতী
তবেঁ সুখেঁ লআঁ যাইবোঁ তোহ্মাক সংহতী ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে ভার বহিলেঁ মজিব তিন লোক।
এহা সুণী তোহ্মাক হাসিব সব লোক ॥
আপণার বড়ায়ি আপণে নাহিঁ কহী।
লঅ ভাঁর কাহ্নাঞিঁ বিকণী হাটে দহী ॥ ১ ॥
সকল গোআল জাতী দধিভার বহে।
তাহাত কাহারো লাজ কথাঁহো ত নহে ॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ তোহ্মে নহ গোআল জাতী ॥ ৩ ॥
মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ কান্ধে কর ভার।
হাট জায়িতেঁ হএ মোর বিলম্ব আপার ॥
মোর সঙ্গে আইস ঝাঁট মথুরা নগর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী।
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী ॥
ভার গরুঅ নহে গরুঅ বড়[২] লাজ।
কেমনে জায়িব রাধা সজনসমাজ ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রাধা হেনস উত্তর।
কোণ লাজে ভার বহিবে গদাধর ॥ ধ্রু ॥
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল [৯১।১] আর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে
কংস বধিবারে মোএঁ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার ॥ ২ ॥
দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব আধিপতী ॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড় আছিদরী।
তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী ॥ ৩ ॥

১ 'তোহ্মে না কর,' হ্মে না ক' তোলাপাঠে।
২ বড়' তোলাপাঠে।

যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাক শুণিতেঁ কোপ উপজে অন্তর ॥
এভোঁহো অযোগ্য বোল রাধা পরিহর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

প্রহরেক বেলি ভৈল যমুনার ঘাটে।
কত খনে জায়িব আহ্মে মথুরার হাটে ॥
ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী।
সংহতী এড়িআঁ জাএ গোআলিনী সহী ॥ ১ ॥
লইবেঁ না লইবেঁ ভার সুন্দর মুরারী।
না বহিতেঁ ভার যবেঁ ধরোঁ আন ভারী ॥ ধ্রু ॥
যোল শত সখিজন সঙ্গে গেলা আগ।
তোর বোলেঁ তা সমার না লইলোঁ লাগ ॥
বোলহ উপায় কাহ্নাঞিঁ কি বুধি করিবোঁ।
জাকে দুধ যোগাওঁ তারে কি বুলিবোঁ ॥ ২ ॥
[৯১।২] সব সখি গেলেঁ কাহ্নাঞিঁ হৈবোঁ একসরী।
লোক দেখিলেঁ তবেঁ আহ্মেঁ লাজে মরী ॥
তোহ্মার মুখত কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ লাজ।
ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো[২] কাজ ॥ ৩ ॥
হার বিচিব আহ্মে ধরিব আন ভারী।
বসিআঁ থাক তোহ্মে সুন্দর মুরারী ॥
বাহুড়িআঁ চল কাহ্নাঞিঁ নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

বচনেক বোলোঁ সুন রাধা গোআলী।
দধিভার লআঁ জাউ তোর বনমালী ॥ ১ ॥
দধিভার লঅ তোহ্মে শুন বনমালী।
নহোঁ তোর যোগ মোএঁ আবালী গোআলী ॥ ২ ॥
দধিভার লইব আহ্মে এবা কোন কাজ।
দেবের দেব হআঁ পাইব বড় লাজ ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে শোরীরাগঃ'।
২ একো'; এখো,' খো' কাটা ও তোলাপাঠে কো' পরবর্তী যোজনা।

লাজ কয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িবেঁ কাজ।
পাছে দোষ আহ্মারে না দিহ দেবরাজ ॥ ৪ ॥
ভাল বুইলেঁ রাধা মোর চিন্তে পড়িহাসে।
ভার বহোঁ সুখেঁ যবেঁ দেহ রতি আশে ॥ ৫ ॥
ঝাঁট ভার [৯২।১] লঅ কাহ্নাঞিঁ দৃঢ় করী দড়ী
দধি নঠ হৈলেঁ লৈবোঁ তিন গুণ কৌড়ী ॥ ৬ ॥
আশেষ কপটেঁ তোর পূরীল মতী।
এহি পাপেঁ হৈল তোর নপুংসক পতী ॥ ৭ ॥
না জানো কপট কাহ্নাঞিঁ আহ্মে শুদ্ধমতী।
পাপসাগরে কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে সে কুমতী ॥ ৮ ॥
না বহিবেঁ তোর ভার দেহ মোর দানে।
বিণি দানে নিব তোহ্মা কাহার পরাণে ॥ ৯ ॥
মিছা অলঞ্জাল তেজ বহ দধিভার।
মনসুখ ভলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার ॥ ১০ ॥
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের উল্লাসে।
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে ॥ ১১ ॥
ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাণ্ডকিলে ॥ ১২ ॥
ভার সজী করি লৈল নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ১৩ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ দ্রুতমান ॥ একতালী ॥

চামড় কাঠের বাঁহক যোড়িআঁ
তেরছ কৈল সীকা।
আগেঁ বড়ায়ি জাএ পাছে ভার বহে কাহ্ন
মাঝে রাধিকা জাএ বিকা ॥ ১ ॥
লড়িলা জনার্দ্দন কান্ধে ল[৯২।২]আঁ ভার
দধি বিকে মথুরার রাজে।
দেখি সব দেবাগন খলখলি হাসে ল
ভাবে[১] মজিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
সোনার ভাণ্ডে দধি দুধ সজাইআঁ
রূপার ভাণ্ডে সজাইল[২] ঘী।
সে ভার দেব বনমালী বহে ল
উলসিলী গোআলার ঝী ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জায়িতেঁ পসার টলিআঁ গেল
ছাড়ায়িল কিছু দুধ দহী।
সোনার রূপার ভাণ্ড তেরছ হৈল ল
দেখি বুকে ঘাঅ দিল রাহী ॥ ৩ ॥
লাজ পাআঁ কাহ্নাঞিঁ ভার এড়িআঁ মিল
দেখি সব সখিগণ হাসে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

বচসো ভরণাদুদ্ধে তবায়ত্তাবিকঃ কৃতঃ।
ইদানীং নাশিতস্তেন দধ্যাদি করবাম কিং ॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ কাহ্নাঞিঁ পেলাইব ভার।
তবেঁ কেহ্নে দিবোঁ তারে গরুঅ পসার ॥
বহুমুল পসার করিআঁ ছারখার।
পাঞ্চ সঙ্গতি[১] কাহ্ন করিল আহ্মার ॥ ১ ॥
এহে কি লআঁ জাইবোঁ হাট আগ হে বড়ায়ি।
অখণ্ড পসার নঠ করিল কাহ্ন[৯৩।১]ঞিঁ ॥ ধ্রু
বিথর করী সজাইলোঁ ঘৃত ঘোল দহী।
বাধা নাহিঁ দিল কেহো গোআলিনী সহী ॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি কোণ পরকার।
কেহ্নমতেঁ সজ হউ দধির পসার ॥ ২ ॥
আপণে যাচিআঁ কাহ্নাঞিঁ লৈল দধিভার।
তাহাত লাগিআঁ ভাবী না ধরিলোঁ আর ॥
এবেঁ সজ কর কাহ্ন আপণে পসার।
আপণা চিহ্নিআঁ ভার লউ আর বার ॥ ৩ ॥
যেই দধি দুধ ঘৃত ভাণ্ডত আছএ।
পসার সাজিতেঁ তেএঁ কাহ্নুক জুআএ ॥
আপণে বুঝাহ বড়ায়ি নান্দের নন্দনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

---

১ ভাবে'র উপর তোলাপাঠে পাপে' করা।
২ ভাণ্ডত' কাটিয়া ভাণ্ডে' করা এবং তোলাপাঠে সজাইল'।

সঙ্গতি,' সঙ্গ' কাটা এবং তোলাপাঠে দুর্গ করা।

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধিকাবচসা ভাববহনায় পুনঃ পুনঃ।
জরতীপ্রেরিতঃ প্রাহ রুষিতো মধুসূদনঃ ॥

আহ্মার বচনে বোল রাধা চন্দ্রাবলী।
আব ভার না বহিব দেব বনমালী ॥
মায়া পাতী কৈল মোর বড় অপমান।
কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান ॥ ১
এড়িল বডায়ি হের দধির পসার।
আর শির তুলী মুখ' না দে[খিব তার ॥]
[ইহার পর ৯৩।২এর পৃষ্ঠা নাই।]

[৯৪।১]············ভার।
নঠ করী সকল পসার ॥ ধ্রু ॥
যত নঠ কৈল মোর ঘৃত দধি ঘোল।
তারে কেহ্নে না বোলহ বোল ॥
ততেকে সুঝাল গেল মোর মাহাদাণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
ভাল ভারী আণিলেহেঁ সংসারে বাছিআঁ।
হাথ দিতেঁ লিহে^২ কলিআঁ ॥
কোহ্নো রাজে না দেখিল হেন ঢুঠ ভারী।
যাক বোল দিবাক না পারী ॥ ৩ ॥
এবোঁহো আপণ চিহ্নি জাউ নিজ ঘর।
হেন ভারী দেখি লাগে ডর ॥
বোল কাহ্নাঞিঁরে তেজু মোর আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

নিশম্য রাধিকাবাক্যং বৃদ্ধয়া সমুদীরিতং।
সতৃষ্ণমবদৎ কৃষ্ণো রাধিকাং রসসাধিকাম্ ॥

উচিত লইবোঁ তাত নাহিঁ বাধা।
ভার কান্ধে কৈলোঁ তোর রূপ দেখি রাধা ॥ ১ ॥
দাণ চাহ মোরে আর কহ পাপকথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে মাথা ॥ ২ ॥
তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ তো[৯৪।২]র সঙ্গ রাধা নাহী
ছাড়ে^১ কাহ্নে ॥ ৩ ॥
মজুরিআ হআঁ হেন না বোল কাহ্নাঞি।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ কি চান্দের লাগ পাই ॥ ৪ ॥
তোহ্মার বোল মোর নাহিঁ লাগে মনে।
হাথ বাঢ়ায়িলেঁ চান্দ পাইলোঁ বৃন্দাবনে ॥ ৫ ॥
পুরুব কালের পাতে না রুইহ মূলে।
এবেঁ দোষ পাইলেঁ রাজা দেএ তিরীশূলে ॥ ৬ ॥
পরাণে মারিবোঁ তোর কংস নরপতী।
দাণ দেহ ভারে থাকি মানহ সুরতী ॥ ৭ ॥
তোহ্মা ভারী নাহিঁ কিছু মোর কাজ।
আন ভারী বেহারিব জাইব মথুরার রাজ ॥ ৮ ॥
আকারণে রাধা মোর না কর নিরাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৯ ॥

মাহারঠারাগঃ ॥ রূপকং ॥

দেখিআঁ তোহ্মার রূপ বিদরিতেঁ চাহে বুক
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
এ তোর যৌবনভার কৃষ্ণ ভুঞ্জু কথোকাল
দূর জাউ মদন আনলে ॥ ১ ॥
বহিবোঁ দধির ভার তেজিবোঁ দাণ তোহ্মার
... ...
প্রাণ রাধা ল।
তোতে ভোল গেল দেবরাজে[৯৫।১] ॥ ধ্রু ॥
সুন বৃন্দাবন কথা যে ফল পাইলেঁ তথা
সে ফল এথাহোঁ দিবোঁ তোরে।
ফুটিল কমল ফুল চিন্তিআঁ মন আকুল
ঘাট পাড় যমুনার তীরে ॥ ২ ॥

---

১ মুখ' তোলাপাঠে।
২ লিহে' ; লিহেঁ, লি' কাটা ও তোলাপাঠে লি' করা।

১ পুথিতে চাড়ে'।

তোঁ দেখি হারায়িলোঁ মতী দেহ তোক্ষে আনুমতী
দিবোঁ তোরে নানা আভরণে।
এ তোর রূপ যৌবন তাহাত মজিল মন
এবেঁ দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ ৩ ॥
তোক্ষে রাধা চন্দ্রাবলী আক্ষে দেব বনমালী
আক্ষা পরিহর আকারণে।
আক্ষার পুরহ আশ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিষধিতেঁ কাহ্নাঞিঁ দধি দুধের ভার
আপণ ইছাএ লৈবেঁ।
পরার নারী আকাশের চান্দ
তাহাক কেমনে পাইবেঁ ॥ ১ ॥
লডহ না কেহ্নে নিলজ কাহ্নাঞিঁ
এড়িআঁ দধির ভারে।
ঘৃত দুধ দধি নঠ না কর
জাওঁ মথুরা নগরে ॥ ধ্রু ॥
আক্ষার বচন শুণ কাহ্নাঞিঁ
না লইহ দধির ভারে।
কভোঁ না মানিবোঁ সুরতী তোরে
আপণে নিবোঁ পসারে ॥ ২ ॥
দাণ আধিকার নাহিক তোক্ষা[৯৫।২]র
কিকে মরিষহ দাণে।
বড়ই নিলজ নান্দের নন্দন
ঘর জাহা নিজমানে ॥ ৩ ॥
কথাঁ না দেখিল বাঁওন হাথে
তালতরুফল পাএ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য বিরসং মায়য়া হরিঃ।
বিধায় দুর্ব্বহং ভারং জগাদ জরতীমিদং ॥

কেহ্নে মোরে বোলে রাধা নিঠুর বচনে।
কোণ আপরাধ কৈল শ্রীমধুসূদনে ॥
দুগুন গরুঅ ভৈল দেখহ পসার।
বহিতেঁ না পারিব রাধা তুলী চাহ ভার ॥ ১ ॥
আগু হউ রাধা পাছেঁ লইউ আক্ষে ভার।
তোক্ষে গুরুজন বড়ায়ি আগু জায় তার ॥ ধ্রু ॥
নিতম্ব জঘন ঘন পীন তনভার।
দেহে তুলী দিল বিধি যৌবন তাহার ॥
শরত সময় হের রবির সন্তাপে।
এ পসার নিতেঁ নারে রাধিকার বাপে ॥ ২ ॥
আর মজুরিআ সব গেলা লআঁ ভার।
আক্ষা ছাড়ী ভার নিতেঁ নাহিঁ পরকার ॥
মোরে বচনেক বুলু রাধিকা আপণে।
দধিভার লই আক্ষে হর[৯৬।১]ষিত মণে ॥ ৩ ॥
যে বোল বুলিব রাধা সে বোল করিবোঁ।
ভার বহিআঁ তার মথুরাক নিবোঁ ॥
ইঙ্গিতেঁহে দেউ রাধা সুরতীর আশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

নিপীয় কৃষ্ণবচনং জরত্যা প্রতিপাদিতং।
প্রাহ রাধা পরিহাসরসালসমনা হরিং ॥

আক্ষার বড়ায়ি পথে চলিতেঁ না পারে।
ওহার পসার কাহ্নু তুলী দেহ ভারে ॥
বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।
তেকারণে বোলোঁ মোএঁ তোক হেন বাণী ॥ ১ ॥
লঅ দধিভার তোক্ষে মথুরাক যাই।
আসিতেঁ তোক্ষাক রতি দিবোঁ মো কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু।
ষোল শত গোপীগণ সব গেলা আগ।
মোতেঁ লাগি বড়ায়ি তার না লৈলেক লাগ ॥

মোত বড় দয়া লাগে বড়ায়ি দেখিআঁ।
চলিতেঁ না পারে কাখে চুপড়ী করিআঁ ॥ ২ ॥
বড়ায়ির সঙ্গে যাইবোঁ মথুরা নগরে।
আতী বুঢ়ী সেহো ঝাঁট চলিতেঁ না পারে ॥
তাহার চুপড়ী যবেঁ না দিবেঁ ভারে।
তবেঁ কে[৯৬।২]নমতেঁ তোএঁ পাইবেঁ শৃঙ্গারে ॥ ৩ ॥
আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞি তোহ্মার মণে।
তেকারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে ॥
এবেঁ ভার লঅ ঝাঁট শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ভার বহিব তাত না করিবোঁ মো আনে।
বড়ায়ি সাখিএঁ বোল সত্য বচনে ॥ ১ ॥
কোণ কাজে লাগি আহ্মে সত্য করিব।
ভার বহিলেঁ তোর বচন ধরিব ॥ ২ ॥
মোর লোভ হয়িল তোর দেখি পয়োভার।
সেসি কারণে আহ্মে বহিব তোর ভার ॥ ৩ ॥
লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞি আরতী না করী।
গোপত কাজত কাহ্নাঞি ছয় আখি বারী ॥ ৪ ॥
পুনমীর চান্দ রাধা বদন তোহোর।
তাত মজি গেল মোর নয়নচকোর ॥ ৫ ॥
তোহ্মার চরিত্র আহ্মে বুঝিতেঁ না পারী।
কথা না আছিলাহা হেন আছিদর ভারী ॥ ৬ ॥
আহ্মার চরিত্র তোহ্মে জাণহ সকল।
এবেঁ ঝাঁট কর রাধা যৌবন সফল ॥ ৭ ॥
ভার [৯৭।১] [না] বহিলেঁ মো না মানো সুরতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৮ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

বিধাতাএঁ হেন মোর লিখিল কপালে।
কলঙ্ক থুয়িল জাঅ চন্দ্র দিবাকরে ॥
তোহ্মার কারণে রাধা কৈলোঁ আবতার।
সুখেঁ রাজ করে কংস আহ্মে বহী ভার ॥ ১ ॥
আগেঁ আগেঁ[১] বড়ায়ি জাউ মাঝেঁ জায় রাহী।
পাছেঁ ভার লআঁ জাউ সুন্দর কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
তোর বোলেঁ ভার বহে রাধা বনমালী।
আজী লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী[২] ॥
হেন কাম কৈল রাধা তোহ্মার কারণে।
সুদৃঢ় থাকিএ এহো তোহ্মার মণে ॥ ২ ॥
দধিভার লআঁ আহ্মে জাইব বাটে বাটে।
মোর পাণে চাহে যত লোক জাএ হাটে[৩] ॥
কি কৈলেঁ কি কৈলেঁ রাধা বড় পায়িলোঁ লাজ
ভার বহায় কি কারণে দেবরাজ ॥ ৩ ॥
মথুরা নিকটে নাম্বায়িআঁ দধিভার।
কাহ্নাঞি বুইল চাহী বদন রাধার ॥
ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

যতন করিআঁ [৯৭।২] রাধা বুয়িলেঁ[৪] বারেঁ বার
এড়িলেঁহে কেহে কাহ্নাঞি লঅ দধিভার ॥
সাবধানে লঅ যেহ্ন না ছাড়াএ গোল।
বাটতে জায়িতেঁ তোরে দিবোঁ চুম কোল ॥ ১ ॥
এহা বুলী চৌহালিনী গোআলিনী গো।
ভার বহায়িলে নান্দো যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
দধিভার লৈল কাহ্নাঞি লোক উপহাসে।
বিমুখ হৈআঁ সব সখিগণ বৈশে ॥
হাসে দেবগণ দেখি রাধার চরীত।
কৃষ্ণক বহায়িল ভার কৈলে আহুচিত ॥ ২ ॥
ভার লআঁ জাএ কাহ্নাঞি মথুরার হাটে।
রাধাক বুইল নারদ বসিআঁ বাটে ॥
বড়ার বহু হৈআঁ হেন কর কাজ।
ভার বহায়িলেঁ রাধা কৃষ্ণ দেবরাজ ॥ ৩ ॥
দধিভার লআঁ কাহ্ন মথুরাক জাএ।
উলটি উলটি রাধা কাহ্ন পাণে চাহে॥

১ পুথিতে 'যুগেঁ যুগেঁ'। ২ পুথিতে 'তিলাঞ্জলী'। ৩ পুথিতে 'বাটে'। ৪ পুথিতে 'বুয়িলোঁ'।

তখন কটাক্ষ দেএ কাহ্নাঞিঁ কিছু হাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

কালক্ষেপাসহঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং।
সলজ্জনয়নাকাঙ্ক্ষাপ্রকাশনমভাষত ॥

মথুরা নগর বড় সজনসমা[জ]···
[ইহার পর ৯৮।১এর পৃষ্ঠা নাই]
[৯৮।২] [বি]ফল নহিব মোর বোল।
আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥
বহ ভার না কর তোঁ লাজ।
লাজেঁ সি হারায়িএ কাজ ॥ ২ ॥
বাঁকি কাহ্ন লঅ দধিভার।
এ নহে কলঙ্ক তোহ্মার ॥
দধি দুধ বহএ গোআলে।
তাহাত কে কি বুলিতেঁ পারে ॥ ৩ ॥
তোর মোর উভয় সমতী।
আসিবার বেলেঁ দিবোঁ রতী ॥
লঅ ভার মনের হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ লগনী ॥

কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ[১]।
লোকতে আহ্মার করাইলেঁ উপহাস ॥ ১ ॥
লোক কেহ্নে উপহাস করিব তোহ্মারে।
কোণ গোআল সে নাহি বহে ভারে ॥ ২ ॥
ভার বহায়িলেঁ রাধা নানা পরবন্ধে।
বড় দুখ পাইলোঁ ঘাঅ ভৈল মোর কান্ধে ॥ ৩ ॥
বিণি দুখেঁ সুখ নাহিঁ কথাঁহো কাহ্নাঞিঁ।
হএ নহে পুছ তোহ্মে আপণ বড়ায়ি ॥ ৪ ॥

কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহা[লি]ণী ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হে[৯৯।১]ন রুখ বাণী
আসিতেঁ পুরিবোঁ আশ তোর চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
আমৃতের ধারেঁ তোঁ সিঞ্চিলি মোর মন।
সরূপেঁ কি হৈব রাধা তোর এ বচন ॥ ৭ ॥
সরূপ কহিলোঁ কাহ্ন লঅ দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৮ ॥

রাধিকাবাচমাচাম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
ভারমাদায় চতুরো রাধামনুযযৌ হরিঃ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

আল কাহ্নাঞিঁ সুণীএ বচন রাধারে
কান্ধে তুলী লৈল দধিভারে ॥ ল ॥
আগু করী রাধা চন্দ্রাবলী।
পাছেঁ চলি জাএ বনমালী ॥ ল ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ বড়ায়ির নয়ন নেবারী
পরিহাস করিল মুরারী ॥ ধ্রু ॥
হেনমতেঁ চলী ধীরে ধীরে।
গেলা কাহ্নাঞিঁ মথুরা নগরে ॥
মনমথেঁ বিকল শরীরে।
যে করাএ রাধা সেহি করে ॥ ২ ॥
হাটে নাম্বাইল দধিভার।
বিকী ভৈল সকল পসার ॥
রাধার বুঝী গোকুলগতী।
কৃষ্ণ ভৈলা বেআকুলমতী ॥ ৩ ॥
সুন ভার **[৯৯।২]** পেলাইআঁ হাটে।
রাধা সঙ্গে জাএ বাটে বাটে ॥
রতী আশেঁ না ছাড়এ পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি ভারখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

১ লাজ' কাটিয়া ভাষ' কয়া।

অথ ভারখণ্ডান্তর্গতছত্রখণ্ডঃ

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে ।
দধি দুধ ঘৃত ঘোল বিকণিআঁ রঙ্গে ।
পথ মেলি জাএ রাধা বড়ায়ির সঙ্গে ॥
হরষিত মনে জাএ চন্দ্রাবলী ঘর ।
কাহ্নাঞিঁকে বিড়ম্বিআঁ মথুরা নগর ॥ ১ ॥
শরতের রৌদেঁ রাধা বড়ায়ি বিকলী ।
বাটে এক তরুতলে খাণিএক বসিলী ॥ ধ্রু ॥
বিনয় বুইল রাধা বড়ায়ির পাএ ।
দেখ সব সখিগণ আহ্মা এড়ি যাএ ॥
না জাণো কি বোলে তথা আই[হ]নের মাএ ।
সকল ঠায়িত মোর তোহ্মেঁসি সহাএ ॥ ২ ॥
সখি সম্বোধিআঁ কিছু বুইল চন্দ্রাবলী ।
তোহ্মার বিদিত মোএঁ যেহেন কোঁঅলী ॥
রৌদ পাড়িআঁ আহ্মে জাইব ঘর ।
বুলিহ সাসুড়ী থানে এ সব উত্তর ॥ ৩ ॥
আয়াস খণ্ডিল কিছু শীতল পবনে ।
চারি পাশ [১০০।১] চাহে রাধা তরল নয়নে ॥
দেখিল কোপিল কাহ্নাঞিঁ রহিলছে পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং[১] ॥

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা হরিঃ ।
সপৌরুষপুরস্কারং প্ররাধয়মুবাচ তাং ॥

দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী ।
কত না ভাণ্ডসি মোরে আবালী গোআলী ॥
ত্রিদশগণে রাধা মোকে ধরে মাথে ।
হেনয়ি দেবকে কেহ্নে পেলাঅসি হাথে ॥ ১ ॥
সুরতি মানিআঁ মোক বহায়িলেঁ ভার ।
লোকমুখে বড় মোর করায়িলেঁ খাঁখার ॥ ধ্রু ॥
তীন ভুবনে রাধা আহ্মে আধিকারী ।
নানা রূপ ধরী আহ্মে আসুর সংহারী ॥
সে দেব হয়িআঁ মোক বিবুধি লাগিল ।
তোহ্মার বচনে রাধা ভার বহিল ॥ ২ ॥
হলী বনমালী আহ্মে এ দুয়ি ভাই ।
দৈবকী উদরে আহ্মে লভিল ঠাই ।
অবতার কৈল আহ্মে তোর রতি আশে ।
তোহ্মে কেহ্নে কর এবেঁ আহ্মাক নিরাসে ॥ ৩ ॥
এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে ।
পাছেঁ কৈলি না পাইবেঁ নান্দের নন্দনে ॥
না পরিহর মোরে দেহ আ[১০০।২]লিঙ্গন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

উচিত বচন শুন মুরারী ।
ভার বহিলেঁ নেহ মজুরী ॥
আন কাম আহ্মে করিতেঁ নারী ।
এবার থাকহ মন নেবারী ॥ ১ ॥
বিবুধি তেজহ সুন্দর কাহ্ন ।
বারেক রাখহ মোর সমান ॥ ধ্রু ॥
দেখ সখি সব আহ্মার জাএ ।
সবেঁ কহিব আইহনের মাএ ॥
তবেঁ করিবোঁ মো কমণ উপাএ ।
ভৈসি ঝাঁট ঘর জাইতেঁ জুআএ ॥ ২ ॥
কপট না বোলোঁ তোহ্মার থানে ।
আপণে গুণিআঁ দেখহ মনে ॥
যেহেন সম্ভেদ হএ যখনে ।
তার যোগ কাম করী তখনে ॥ ৩ ॥

১ রূপকং' ॥ তোলাপাঠে ।

এড় দামোদর জাওঁ মো ঘরে।
আন্তর হালএ সামীর ডরে ॥
এখনে আরতী ফল না ধরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অধুনা ন বিধাতব্যং যদি রাধে মনোহিতং।
তদা বহুবিধং দানং দীয়তাং মা বিলম্ব্যতাং ॥

ছাটে দান দেহ এ বাটে বহী।
কৈঠা দাণে কেহ্নে বিচিবেঁ দ[১০১।১]হী ॥ ১
কি না ঝগড় হৈআঁ গেল মোরে।
মিছা দান চাহী কচাল করে ॥ ২ ॥
আর দাণের নাহিক কাজে।
দধি দুধের দিআঁ যা বাজে ॥ ৩ ॥
এবেঁসি দধি দুধে দাণ সুণী।
কথাঁ ছিলা হেন নীলজ দাণী ॥ ৪ ॥
আহ্মার দাণ আতি পরচুর।
দাণ নিআঁ করোঁ ভাবন চুর ॥ ৫ ॥
ভিন দাণ দিবোঁ এ যোল দহী।
ভিন কি দিবোঁর এ বাট বহী ॥ ৬ ॥
লিখন পাটা পাঞ্জী পরমাণে।
লেখা করহ ভিন ভিন দাণে ॥ ৭ ॥
ঝগড় না কর নাগর কাহ্নু।
বাটে বেভার লঅ মোর দাণ ॥ ৮ ॥
হাট বাট দান লিখন নেহ।
যে দাণ দিবেঁ সে দাণ দেহ ॥ ৯ ॥
মিছাই কাহ্নাঞিঁ ঘুসাঁসি দানে।
পন্থে দুখ দেসি নারিক কেহ্নে ॥ ১০ ॥
ভাণ্ড মাথে মোর শতেক দাণে।
এহা দিআঁ রাখ আপণ মাণে ॥ ১১ ॥
ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে।
লাডেঁ মুলেঁ বিস্ত দানকে নাঁটে ॥ ১২ ॥
সুরতি দেহ তোকে নাহিঁ হরোঁ।
দাণ লও তাক শপথ করোঁ ॥ ১৩ ॥
ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ [১০১।২] দিবোঁ সুরতী
নহে মনে পরিহার আরতী ॥ ১৪ ॥
দাণ বিণী আজি কাহ্নু না জাএ।
বাসলীবরেঁ চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১৫ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

হাটের বাটের দাণ চাহে ভীনে ভীনে।
মিছা পাঞ্জী মেলি বোলে লিখন প্রমাণে ॥
ভাণ্ড মাথেঁ চাহে মোরে যোল পণ দাণ।
মিছাই ঝগড় পাতে আছিদর কাহ্নু ॥ ১ ॥
আতি আদভুত বড়ায়ি কাহ্নের কাহিণী।
খনে মজুরিআ হএ খনে মাহাদাণী।
যে কিছু মাণিলোঁ মোএঁ কাহ্নাঞিঁর থানে।
ভার বহিলে মোর তাহার কারণে ॥
দধিভার না বহিল কাহ্নু ভালমণে।
এবেঁ তার বোল আহ্মে পালিব কেমনে ॥ ২ ॥
নিষধিতেঁ কান্ধে করি নৈল দধিভার।
পসার টালিআঁ দধি ছাড়ায়িল আহ্মার ॥
সব ঠাঁয়ি আপচয় কৈল মোর হরী।
দাণ চাহিতেঁ লাজ না বাসে মুরারী ॥ ৩ ॥
দধি দুধ ছাড়ায়িলেঁ তার কড়ী দেউ।
যে হএ মজু[১০১।১]রি তার তাহাকেহো নেউ
বোলহ কাহ্নেরে তেজু পাপবচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকায়া বচঃ শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভমল ॥

নেত্র উতপল তোর নাসা নাল দণ্ড ।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥ ১ ॥
সুন্দরি রাধা ল সরোঅরময়ী[১] ।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু ॥
হাস কুমুদ তোর দশন কেশর ।
ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত আধার ॥
বাহু তোর মৃণাল কর রাতা উতপল ।
অপুরুব কুচ চক্রবাক যুগল ॥ ২ ॥
ঈষত ফুটিত পদ্ম তোর নাভি থানে ।
কনকরচিত তোর ত্রিবলী সোপানে ॥
গরুঅ নিতম্ব পাট শিলা বিদ্যমানে ।
আরপিল হেম পাট শোভের জঘনে ॥ ৩ ॥
গরুঅ উরু নাল পদ হেম কমল ।
তাত সুললিত রএ নূপুর ভষল ॥
[১০২।২] তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জরহরণ উপাএ
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধা সরসমানসা ।
জগাদ জরতীমেব নিজাভিপ্রতন্মাদরাৎ ॥

অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণী ।
কত না বুলিবোঁ তারে পরিহারবাণী ॥
আপণ মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে ।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আপণে বোলহ বড়ায়ি দেব গদাধরে ।
ছত্র ধরিলেঁ বোল ধরিবোঁ তাহারে ॥ ধ্রু ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি সাজিআঁ পসার ।
দধি বিকণী লআঁ হাটে মথুরার ॥
দুই পহর হৈল নগর বিশালে ।
পরাণ বিকল হএ রবিকরজালে ॥ ২ ॥
বড়ায়ী কোঁঅলী মোএঁ রৌদ পরবলে ।
তেকারণে দেহ মোর ঘামে তোলবলে ॥
আন্তর পোড়এ মোর আর সব গাএ ।
সত্তোঁ বড়ায়ি চলিতেঁ নারোঁ এখো পাএ ॥ ৩ ॥[১]
ভালমতেঁ বুঝাইআঁ আহ্মার বচনে ।
বোলহ বড়ায়ি তোহ্মে শ্রীমধুসূদনে ॥
ছত্র ধরি [১০৩।১]আইসু কাহ্নাঞি দিবোঁ আলিঙ্গনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিপীয় রাধাবচনং ততো বচনপণ্ডিতা ।
জবেন জরতী গত্বা জগাদ মধুসূদনং ॥

সুন্দর কাহ্নাঞিঁ তোর সুণিআঁ কাকুতী ।
সদয়হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী ॥
তোর ভাগেঁ দিল রাধা রতি আনুমতী ।
হরিষ করিআঁ তার মাথে ধর ছাতী ॥ ১ ॥
আলপ কাম কৈলেঁ হৈব বড় কাজ ।
এহাত না করিহ কাহ্ন মণে কিছু লাজ ॥ ধ্রু ॥
এবার সরূপ করি মোরে বুইল রাধা ।
এহাত আঅর মণে না চিন্তিহ বাধা ॥
ছাতী ধরিআঁ যাহা রাধিকার মাথে ।
কথো দূর গেলেঁ রতি পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ২ ॥
রৌদেঁ বিকলী রাধা চলিতেঁ না পারে ।
এখনে করিতেঁ যোগ্য তার উপকারে ॥
ছাতী ধরিআঁ তার তোষিআঁ মনে ।
আপণার সুখেঁ তাক নেহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন তোহ্মে না করিহ আন ।
আপণে সকল বুঝ নাগর কাহ্ন ॥
ঝাঁট করী রাধার মাথা[১০৩।২]ত ধর ছাতী ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী দণ্ডকঃ ॥

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জরতা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

আহ্মা ছাতী ধরাইআঁ কি সাধিবেঁ মান ।
সহিতে না পারিবোঁ এত বড় আপমান ॥ ১ ॥

সরোঅরময়ী', অ' কাটা ও তোলাপাঠে 'ব' করা ।

১ ৩ ॥' তোলাপাঠে ।

যদি সুরতীকে তোর আছে পতিআশ।
ছাতী কেহ্নে না ধর আসী মোর পাশ ॥ ২ ॥
বিমতী তেজহ রাধা দেহ শৃঙ্গারে।
আহ্মা ভাণ্ডিবারে কেহ্নে পাত পরকারে[১] ॥ ৩
তোহ্মে কি না জাণ তীন ভুবন বিচার।
কোণ বেদ পুরাণে আছএ পরদার ॥ ৪ ॥
কিবা বেদ শাস্ত্র আহ্মা কিবা পুণ্য পাপ।
সহিতেঁ না পা'রী আহ্মে বিরহের তাপ ॥ ৫ ॥

এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গা।
বিহা করিতেঁ না জুআএ হঅ তোহ্মে যোগী ॥ ৬ ॥
আহ্মে হরী আহ্মে হর আহ্মে মহাযোগী।
কর যোড় করি রতি ভিক্ষ্যা তোক মাঁগী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ সাধুর ধন চোর পুড়ী মরে।

[ইহার পর ১০৪-১১১ সংখ্যক পাতার অভাব।]

[অথ বৃন্দাবনখণ্ডঃ]

[১১২।১]..............খী সকলে ॥
এ...। আণ সঙ্গে আহ্মে দেখী।
অ...তেঁ সিঞ্চউ দুই আখী ॥ ২ ॥
...র সব বিটপ আণিআঁ।
তার মাঝেঁ রাধাক দেখিআঁ।
বুলিল বড়ায়ি সত্বরবচনে।
জল লআঁ জাইবোঁ বিজনে ॥ ৩ ॥
আইহনের মাএর আদেশে।
জল লআঁ রাধা গেলি পাশে ॥
তা দেখি বড়ায়ির হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ঘর তেজি ঘোর বনে বসে কাহ্নাঞিঁ ল
সুতে ধরণীশয়নে।
আহোনিশি তোর নাম সোঁঅরে ল
আতি বড়ই যতনে ॥ ২ ॥
এবেঁ সত্বর গমন করি রাধা ল
পুর কাহ্নাঞিঁর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

কোঁড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

এবেঁ মলয় পবন ধীরেঁ বহে। ল।
মনমথক জাগাএ ॥ ল ॥
সুগন্ধি কুসুমগণ বিকসএ। ল।
ফুটি বিরহিহৃদয়ে ॥ ল ॥ ১ ॥
তোর দরশন বিণি রাধা ল
বড় বিকল কাহ্নাঞিঁ ল।
তোর বিরহদহনে ॥ ধ্রু ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপ[১১২।২]কং ॥ বিচিত্র লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

তোহ্মা-না দেখিআঁ রাধা বিকল কাহ্নাঞিঁ।
এবেঁ আহ্মাক পাঠায়িল তোর ঠাই ॥ ১ ॥
তোহ্মাক বুলিল কাহ্নাঞিঁ বিনয়বচনে।
বৃন্দাবন আসি মোরে দেউ দরশনে ॥ ২ ॥
আহ্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সব খন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥ ৩ ॥
কেমনে জায়িবোঁ বড়ায়ি তার বৃন্দাবনে।
মনত গুণিআঁ বোল উপায়[১] আপণে ॥ ৪ ॥

---

১ পরকারে' রকার তোলাপাঠে।

১ উপায়' তোলাপাঠে।

ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরেঁ ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে ॥ ৫ ॥
সখি সব সঙ্গে করি চলিহলি রাধা ।
তবেঁ আইহনের মাএ না করিব বাধা ॥ ৬ ॥
ব্রতের মরম আইহনের মাএ জাণে ।
প্রবোধিতেঁ নারিবোঁ তাক এ সব বচনে ॥ ৭ ॥
আহ্মার হৃদয়ে বড়ায়ি আছে উপাএ ।
সেসি প্রকারে বৃন্দাবনগতি হএ ॥ ৮ ॥
রাধার বদন চুম্বী বুইল বড়ায়ি ।
আপণে উপায় তোহ্মে কহ মোর ঠায়ি ॥ ৯ ॥
তাহাক করিব আহ্মে বড়য়ি যতনে ।
সুখেঁ ল[১১৩।১]আঁ যাইব তোক বৃন্দাবনে ॥ ১০
মোর সব সখির সাম্ভুড়ি থান গিআঁ ।
হেন বোল তা[১] সমাক কিছু ভরছিআঁ ॥ ১১ ॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে ।
তাক ভরছিলেঁ বহু ঝি দহী বিকণে ॥ ১২ ॥
ভাল বুয়িলেঁ রাধা তোর[২] গমন উপাএ ।
এখনে হেনক কাম করিতেঁ জুআএ ॥ ১৩ ॥
এয়ি গিআঁ সাধোঁ কাম তোর উপদেশে ।
বাসলী শিবে ধরী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথাভিমন্যুজননীং জরতীলপিতানুগাঃ ।
রোষাবেশবশাদ্গোপ্যস্তদুচুর্ব্বচনাশুগৈঃ ॥

গোপকুল নঠ হএ তোহ্মার কারণে ।
কুবুধি কত উপজে তোহ্মার মণে ॥
আপণা সদৃশ কেহ্নে দেখ সব নারী ।
এ কালের বহু সব নহে সতস্তরী ॥ ১ ॥
ষোল সহস্র গোপী রাধা সঙ্গে যাএ ।
তভোঁ তোর মণের সংশয় না পালাএ ॥ ধ্রু ॥
তোর কবচন সব গোপীজন কহে ।
তাক সুণী ঘরের বাহির কেহো নহে ॥

দধি [১১৩।২] দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকাএ
এবেঁ গোআলার গেল জীবন উপাএ ॥ ২ ॥
তোহ্মে এবেঁ গোআলত ভৈলা বড় জাতী ।
আজি হৈতেঁ আহ্মারা হৈলাহোঁ একমতী ॥
আপণ আপণ বহু হাটক পাঠায়িব ।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পাণি না খাইব ॥ ৩ ॥
এ বোল সুণিআঁ ডরে আইহনের মাএ ।
প্রণাম করিআঁ বুইল তা[১] সহ্মার পাএ ॥
কালি হৈতেঁ যাইবে রাধা মথুরা নগর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

অবসরমধিগম্য সম্যগেতং
সরভসমাত্তিভরাদুপেত্য রাধাং ।
হরিচরিতবিশেষমূন্নিখন্তী
ব্যথিতমনোজবশাং রসেন বৃদ্ধা ॥

তোর রতি আশোআশেঁ[২] গেলা অভিসারে ।
সকল শরীর বেশ করী মনোহরে ॥
না কর বিলম্ব রাধা করহ গমনে ।
তোহ্মার শঙ্কেতবেণু বাজাএ যতনে ॥ ১ ॥
কালিনীর তীরে বহে মন্দ পবনে ।
তোহ্মাক চিন্তিতেঁ আছে নান্দের নন্দনে ॥ ধ্রু ॥
তো[১১৪।১]র তনুগত রেণু চলিল পবনে ।
তাহাকো করএ কাহ্ন আতি বহুমানে ॥
পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে ।
তোহ্মার গতি শঙ্কিআঁ রচয়ে শয়নে ॥ ২ ॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে ।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর ।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা রতি বিপরীতে ।
শোভে মেঘমালে যেহেন তড়িতে ॥

১ তা' তোলাপাঠে।
২ পুথিতে মোর'।

১ তা' তোলাপাঠে।
২ আশোআশেঁ,' আশো' তোলাপাঠে।

গলিত বসন হীন রসন জঘনে।
আপণে আরোপ গিআঁ পল্লবশয়নে ॥ ৪ ॥
মানী বড় ভৈল কাহ্নাঞিঁ শেষ রজনী।
তার পুর মনোরথ মোর বোল সুণী ॥
এবেঁ আসুগত রাধা বিলম্ব গমনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

কহুগুঞ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

অথাভিমন্যুজননী যানায় মথুরাং প্রতি।
আদিদেশ ততো রাধা রসালসমনা যযৌ ॥

প্রভাত সময় ভৈল সব সখিজনে।
একচিত্ত যুগতী করিল সাবধানে ॥
দধি দুধ ঘৃত ঘোল [১১৪।২] সাজিআঁ পসারা।
রাধা সঙ্গে চলি জাই হাট মথুরা ॥ ১ ॥
রাধা চলি জাএ ল চিত্তের হরিষে।

চলি জাএ গোআলিনী হাস পরিহাসে।
আইহনের মাএর পাইআঁ আদেশে ॥ ল ॥ ধ্রু
রাধিকা লয়িল সঙ্গে সব সখীজন।
মাথাত পসার লআঁ করিল গমন ॥

ডাক দিআঁ আনায়িল বড়ায়ি করি সঙ্গে ॥ ২
তখনে হাসিআঁ বুয়িল সঙ্কাক বড়ায়ি।
এবেঁসি নাতিনী সব মণে সুখ পাই ॥
নানা ফুল ফুটিলছে মাঝবৃন্দাবনে।
তাক পিন্ধি মথুরাক করিউ গমনে ॥ ৩ ॥
এহা শুণী সঙ্কে ভৈলা উল্লসিতমন।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি জাইতেঁ বৃন্দাবন ॥
সঙ্কাঞিঁ চলিলা বড় মনের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধনুষীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

পথে জায়িতেঁ কথা কহে সুবুধী বড়ায়ি।
এবেঁ সুচরিত ভৈল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥
বাটদাণ হাটদান আর ঘাটদানে।
সব আধিকার তেজি বসে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
এবেঁ সব লোকের সে করে উপকার।
[১১৫।১] ধরম দেখিআঁ সে তেজিল পরদার ॥ ধ্রু ॥
কাহাকো না বোলে কাহ্নায়িঁ এখো খরবাণী।
তাহার চরিত্র এবেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥
হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
বড়ই সুন্দর এবেঁ দেখি দামোদর।
তাক না করিহ তোহ্মে সব কিছু ডর ॥
তাহাক দেখিলেঁ মোর বোলে পায়িবেঁ সাথী।
লাভে তাক দেখিআঁ জুড়ায়িবে দুই আখী ॥ ৩ ॥
এ সব কথা কহে বড়ায়ি মনের উল্লাসে।
সঙ্কে মেলিলা গিআঁ বৃন্দাবন পাশে ॥
বৃন্দাবনের ফুলে সঙ্কার হৈল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ বৃন্দাবনাদেত্য রত্তসান্দ্রমধুসূদনঃ।
সখাজনযুতাং রাধামিদমাহ মনোহরং ॥

আল রাধে।
একেঁ একেঁ ঋতুগণে বিলাস কৈল আপণে
কুসুমিত সব তরু[১১৫।২]গণে।
তীন ভুবন মাঝেঁ কথাঁহো না দেখিলেঁ
দৈব নিয়োজন হেন থানে ॥
ফুটিল গুলাল মাল্লী মালতী মাধবী লতা
লবঙ্গ, দোলঙ্গ নেআলী।
শেবতী কনক যুথী সুথী কনক কেতকী
পারলি দুলালী ॥ ১ ॥

আল রাধে।
সরস কর মন সত্বরে কর গমন
দেখি আসি মোর বৃন্দাব[ে]নে।
দিবস রআনী এথাঁ একোহি না জাণী
নাহিঁ লাগে রবির কিরণে॥ ধ্রু॥
আম্বই আসাঢ়িআ ভুমিচম্পক চম্পক
গন্ধটগর বনমাহ্লী।
নাগেশর কেশর আর তিণিশ শিরিষ
বহুল মহুল সেআলী॥
সিঅলি কুসুম্ভ ওড় রেবতী রাঙ্গনাগর
ধাতকী আমুলিঅ করবীরে।
অশোক কিংশুক চুআঁ চিতা খঞ্জী
কাঞ্চন বন্ধুলী মন্দারে॥ ২॥
কুজা কুটুজ কদম্ব বাসক কেন্দু কুন্দ
ধুথুর মথুর সিন্ধুবারে।
রবি লোধ ছাতীঅন ভাণ্টি হুধিআকন
[১১৬।১] কসাল পিআল ডগরে॥
মালতী মধুকর বাড়িআল সৈনাহুল
কালকাসুন্দা আসনে।
গন্তারী গন্ধপিপ্পলী ভাঁটি ঘাটাপারলী
পিপলী কাপাসি আসনে॥ ৩॥
ছোলঙ্গ নারঙ্গ কামরঙ্গ আম্বু লেম্বু ডালিম্ব
জাম্বু[১] জাম্বীর জাম্বড়া।
চেরু বেরু সফেরু[২] জলপায়ি থেকর
চালিতা তেন্তলি সাতকড়া॥
আঁওলা কমলা পাণি- আল লবলী বদরী
বোহারী করঞ্জক বণে[৩]।
আম্ব ডালিম্ব ডৌহাকু কুডুম চালনি আঁব
হিঞ্চী পিআল টাভাগণে॥ ৪॥
গুআ নারিকেল কঠোআল তাল
কদলক পিণ্ডখাজুর শ্রীফলে।
খিরী খাজুর বনকেন্দু মহুকুত আর
যত তরু মিষ্ট ফলে॥
সুগন্ধ চন্দন ঘন রকত চন্দন বন
অগথ কপিথ সুন্দরী।
খদির পিণ্ডার বরু দেবদারু আগরু
নবধব সুগন্ধেসরী॥ ৫॥
মহুল কাসিমল সরল ভালা ভিলোল
চাণ্ডলী মুকল[১] লোচনে।
তেজপাত ভো[১১৬।২]জপাত চাম্পাতী চাকলি
আতভড়ি জিআপুত বণে[২]॥
পাকড়ী নাকড়ী বন সোনাকড়ী
সাহড় আঁকোড় কুহয় বহড়া।
কাঠ লাড়িকা সাজে কড়য়ি আড়য়ি রা[ে]জ
আর্জ্জুন গর্জ্জুন হরিড়া॥ ৬॥
আকোরল জিঙ্গালরু দ্রাক্ষ[া] সুদর্শন
মাহাসুন্দী বাজবারণে।
জয়ন্তী বিষকরঞ্জ তমাল হেন্তালপুঞ্জ
পদ্মকাষ্ঠ আর ছাঞিঁয়ণে॥
লতা আম্ব কুশিআর পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।
খরমুজা কাঙ্কড়ী বাঙ্গী আমৃত কাঙ্কড়ী
পেঁছুটী সাডর সোআশে॥ ৭॥
কুসুমসমূহমধু পিআ মধুমত্ত[৩] মধুকর-
নিকরে মধুর ঝঙ্কারে।
কুসুমিত লতাকুঞ্জে বেঢ়িল বিবিধ গুঞ্জে
মনমথ করে হুঙ্কারে[৪]॥
বহে সুশীতল বাএ কোকিল পঞ্চম গাএ
রএ আর নানা পক্ষিগণে।
সুণে মৃগকুল বসে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
বন্দিআঁ বাসলীচরণে॥ ৮॥

১ জাম্বু'র পর আবার ডালিম্ব।
২ পুথিতে ফেরুল'।
৩ পুথিতে করঞ্জ বরণে'।

১ মুকল,' ক'র ওকার কাটা।
২ পুথিতে 'আতভড়ি আড জিআ আপুত বণে'।
৩ মধুমত্ত'র পূর্ব্বে একটি মধু' বেশী। ৪ পুথিতে ঝঙ্কারে'।

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবনকথা শুণী [১১৭।১] বড়ায়ির মুখে।
গোআল যুবতী সব পাইল বড় সুখে ॥
সন্ধ্যাক লয়িআঁ রাধা করিআঁ যুগতী।
বৃন্দাবন দেখিবারে হৈলা একমতী ॥ ১ ॥
রাধা সব সখি সমে করিল গমনে।
তখণ সন্ধার মণে বেধিল মদনে ॥ ধ্রু ॥
আতি বড় পাইল রাধা মনত হরিষে।
বাট কাঢ়ায়িল বড়ায়ি বৃন্দাবন দিশে ॥
আগু করী বড়ায়িক চন্দ্রাবলী জাএ।
চিত্তের হরিষে সব গোপী গীত গাএ ॥ ২ ॥
বৃন্দাবন জাএ রাধা রস পরিহাসে।
আড় নয়নে দেখে কাহ্নাঞিক পাশে ॥
খসাআঁ বান্ধিল পুণী কুন্তলভার।
সঘন ছাড়িল রাধা হাস্যী আপার ॥ ৩ ॥
চুম্বন করিল রাধা সখির বদনে।
ভাল গীত গাএ বুলী পড়িল মদনে ॥
হেনমতেঁ গেলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অশরীররসাবেশবশাদ্বীক্ষ্য রসালসঃ।
সাকূতং মাধবঃ প্রাহ[১১৭।২]রাধিকামিদমাদরাৎ

হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝবৃন্দাবনে।
কুসুমসমূহে শোভে সব তরুগণে ॥
তাত সুললিত [শুণী] ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলোক পড়ে ভোল ॥ ১ ॥
রাধা তোর মোর দেখি মাঝবৃন্দাবনে।
আজি সে সফল হ[উ নবী]ন যৌবনে ॥ ধ্রু ॥
শপথ করিআঁ রাধা বোলোঁ এ বচনে।
তোহ্মার আন্তরে কৈলোঁ এ বৃন্দাবনে ॥
এক[১] ঠায়ি থুয়িআঁ রাধা মাথার পসার।
ফুল পত্র ফল খাঅ ত্রিভুবনে সার ॥ ২ ॥
এহা ব[ি]ন আদভুত আছে থানে থানে।
আহ্মা ছাড়ী তাক আন কেহো নাহিঁ জাণে ॥
তোহ্মাক দেখাওঁ লআঁ কর আনুমতী।
তথাঁক না লইহ লোক কেহো সংহতী[১] ॥ ৩ ॥
সকল শরীর মাঝেঁ তোহ্মে যেন সার।
তেহ্ন সব বনি মাঝেঁ এ বন আহ্মার ॥
এহাত উচিত হএ তোহ্মার বিলাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেনমণে ॥
যত দেখ মোর সখি[১১৮।১]গণে।
কাহারো ভাল নহে মণে ॥ ল কাহ্নাঞি ॥ ১ ॥
তেহ্ন কর উপায় আপণে।
ভাল বোলে যেহ্ন সখিগনে ॥ ধ্রু ॥
ফুলেঁ ফলেঁ বৃন্দাবন শোভে।
তা দেখি সন্ধাতেয়ি লোভে ॥
কেহো না এড়িবে তোর লাগে।
সঙ্গে হয়িব তোর আগে ॥ ২ ॥
সামী সাসু দুইহো খরতর।
আর খল সকল নগর ॥
সব তোর মোর দোষ চাহে।
তেঁসি মোর মন থীর নহে ॥ ৩ ॥
মোর[২] মনে হেন পড়িহাসে।
ফুল ফলের দিআঁ আশে ॥
সখিগণ নেহ চারি পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

---

১ পুথিতে একা'।

১ লোক কেহো' ভোলাপাঠে সংহতী,' ক' কাটিয়া ভোলাপাঠে হ' করা। ২ পুথিতে তোর'।

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধা ল ।
আপণে কহিলে মোর মনের কথা ।
সুণিআঁ খণ্ডিল সব বেথা ॥
ষোল সহস্র তোর সখিগণ ।
সভার তোষিব আহ্মে মন ॥ ১ ॥
রাধা ল ।
করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে ।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে ॥ ধ্রু ॥
চির সময় সঞ্চিত উভয় তোর মণে ।
খণ্ডায়িবোঁ আজি ভালমণে ॥
একেঁ একেঁ রাধা যত গোপীগণ দেখী ।
আজি সে করায়িবোঁ তোর সখী ॥ ২ ॥
কেহো কাহাকো যেন না করে উ[১১৮।২]পহাস
তেহ্নমতেঁ করিব বিলাস ॥
তা সভার হৃদয় হরিআঁ নিল আহ্মে ।
পাছে জনী রোষ কর তোহ্মে ॥ ৩ ॥
এ বোল বুলিআঁ কাহ্নাঞিঁ মণের উল্লাসে ।
গেলা সব গোপীগণ পাশে ॥
সভাক বুইল কাহ্নাঞিঁ রতি পতিআশে ।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ গোপীগণ আহ্মার বচন
আভয় দিলোঁ মো আপণে ।
নিজ মন সুখে ফুল তুলী লআঁ
যাহ যাহার যেন মণে ॥ ১ ॥
চির জীঅ কাহ্নাঞিঁ কুলের নন্দন
আহ্মারে দিলেঁ আভএ ।
যেন জাতী তোহ্মে যেহ লোক আহার
উচিত হেন[১] হএ ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ২ ॥

এ বোল শুণিআঁ [তখণে] কাহ্নাঞিঁ
খণেক মনে বিমরিষে ।
আজি হরিব মোর কাজের সিধী
পুরী চির আভিলাসে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের বদন আতি সুশোভন
দেখিআঁ যুবতীগণে ।
দৈব নিয়োজন মদন বাণে
বিকলি ভৈল পরাণে ॥ ৪ ॥
এক তরুণীকে দেখায়িল কাহ্নাঞি
হোর ফুল আছি উচে ।
[১১৯।১]তাক লাগি কর তুলিলেক গোপী
কাহ্নাঞিঁ ধরিল কুচে ॥ ৫ ॥
আয়র গোপী বুয়িল কাহ্নাঞিঁ
ফুল আছে দূর ডালে ।
কেমনে পায়িবোঁ ঐ ফুল কাহ্নাঞিঁ
উপায় বোল সকালে ॥ ৬ ॥
তাহাক তুলিআঁ ধরিল কাহ্নাঞিঁ
সে ফুল তোলএ আপণে ।
তুলিতেঁ নাম্বায়িতেঁ পায়িল আলিঙ্গন
কাহ্নাঞিঁ বিনি যতনে ॥ ৭ ॥
আয়র গোপী ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে ।
গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে ॥ ৮ ॥
সে বনের মাঝেঁ দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে ।
পায়িল গোপী আপণ মনে
চুম্বিল তার বদনে ॥ ৯ ॥
পবনে চলিল গাছের পাত
তাত ভয়মনী হলে ।
কোহো গোপীগণ চঞ্চল নয়ন
ধরিল তাহার গলে ॥ ১০ ॥
হের ভাল ফুল[১] হোর ভাল ফল
বুলিআঁ দেব মুরারী ।

১ হেন'র পর একটা 'ং' বেশী আছে।

১ ফুল,' ল' তোলাপাঠে।

দূরক নিআঁ পুরিআঁ কোলে
কৈল গোপী নারী ॥ ১১ ॥
হেনমনে বনে হরিল কাহ্নাঞিঁ
সকল গোপীর মণে ।
অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল
দেবী বাসলীগণে ॥ ১২ ॥

বসন্তরা[১১৯।২]গঃ ॥ একতালী ॥

লাজ ভয় তেজিআঁ সকল গোপীগণে ।
মিলিআঁ বুইল গিআঁ গোবিন্দচরণে ॥
আহ্মা না হেলিহ গোসাঞিঁ আনের বচনে ।
আজি হৈতেঁ আহ্মে সহ্মে তোহ্মার শরণে ॥ ১
তোহ্মে দেব বনমালী নান্দের নন্দন ।
আজি হৈতেঁ গোপীর হৃদয়চন্দন ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার ধরহ আর এক বচন ।
কতো খন দেখি গোসাঞিঁ তোর বৃন্দাবন ॥
এড়িতেঁ না ফুরে মন এখো খনে ।
কমন আন্তরে তোহ্মে হরিলেহেঁ মনে ॥ ২ ॥
বুঝিবারে নারিল তোহ্মারে জগন্নাথ ।
পাত পাতিআঁ কেহ্নে নাহিঁ দেহ ভাত ॥
আসত নিফল দুখ সহন না জাএ ।
ত্রিভুবনজনমন গোচর তোহ্মাএ ॥ ৩ ॥
এ বচন শুণী উল্লসিত ভৈল কাহ্ন ।
আমৃতেঁ সিঞ্চিল আপণার দুই কান ॥
গোপীগণমন তোষিবারে কৈল মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

বুঝিআঁ গোপীর মনে ।
আল ।
খণেক গুণিল কাহ্নে ।
[১২০।১] ষোল সহস্র গোপী তোষিবোঁ কেমনে ॥
আনেক হয়িআঁ তখনে ।
বিলসিল গোপীগণে ।
যাহারে রমএ সেসি দেখে কাহ্নে ॥ ১ ॥
আল ।
সব গোপীজন জাণে ।
মোএঁ সে পায়িলোঁ এ বনে শ্রীমধুসূদনে ॥ ধ্রু ॥
ফুটিল কুসুম পুঞ্জে ।
সরস ভ্রমর গুঞ্জে ।
এক এক নারি লআঁ এক এক কুঞ্জে ॥
চির মনোরথ পুরী ।
রসময় মন করী ।
বৃন্দাবন মাঝে রতি ভুঞ্জিল মুরারী ॥ ২ ॥
একেঁ একেঁ গোপীজনে ।
সহ্মে জাণিল আপণে ।
রাধাতে আধিক কাহ্ন মণে ॥
কাহ্নাঞিঁ তাহাক জাণী ।
কিছু না বুয়িল বাণী ।
রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥ ৩ ॥
সংহরী সকল দেহে ।
গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে ।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥
গেলা রাধিকার পাশে ।
সুরতি রসের আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিজস্যাঃ সুপ্রশংসন্ত্যাঃ পরাং দামোদরপ্রিয়াম্ ।
প্রাপুর্গোপপ্রিয়াঃ ক্ষোভং পরং কৃষ্ণে পরস্পরম্ ॥

আহা ।
কে না [১২০।২] সুতীথে তপ কৈল ভাগ্যমতী ।
কে নারী কাহ্নের সঙ্গে করে সুরতী ॥

কাহ্ন বিনী আভাগিনী গোপযুবতী।
দেখ সক্ষে নিকুঞ্জে গোবিন্দ গেলা কতী ॥ ১ ॥
হরি হরি।
সুন্দর সে গীত গাআঁ বাআঁ করতালী।
দেখ পাঅচিহ্ন কথাঁ গেলা বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কে না কুশক্ষেত্রে বিধিবর্তে কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুষ্ণ সিনান ॥
কাহাকে মিলিল আজি অষ্ট[1] মহাসিধী।
কারেঁ হাথেঁ হাথেঁ নিআঁ বিধি দিল নিধী ॥ ২ ॥
কে না কেদারশির পরসিল করে।
কে না তপ তপিল বদরী[2] বটেশ্বরে ॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গাসঙ্গত সাগরে।
যা লআঁ কুঞ্জে কুঞ্জে বুলে গদাধরে ॥ ৩ ॥
হেনমতে বিলপিলা সকল যুবতী।
লাগ না পাইআঁ দেব আধিপতী ॥
রোষিঁলি রাধিকা দিল খর বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রান্ধে যেন ভাত পাআঁ না এড়ে
নিধনে নিধী।
তেন গোপীগণ এড়িতেঁ কাহ্নাঞি
হারায়িল সকল বুধী ॥
একেঁ চাহিলেঁ আরেঁ পায়িলেঁ
আপণ ম[১২১।২]ণের সুখে।
সব গোপী নারী মিলিআঁ এবেঁ
কি রঞ্জসি মোর মুখে ॥ ১ ॥
ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিযোষে।
এখণে তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোঁএ
আপণে আপণ দোষে ॥ ধ্রু ॥
এখন আহ্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহি লাজে।
পুণী সেই গোপী- গণ পাস যাহা
তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজে ॥
যে পরপুরুষ সমে নেহ করে
তার হএ হেন গতী।
দৈব দোষে কাহ্ন তোহ্মাত ভজিলোঁ
বঞ্চিলোঁ আপণ পতী ॥ ২ ॥
যেহেন বাহির তেহেন ভিতর
সক্ষণেঁ জাণিলোঁ তোরে।
কপট সাগর হৃদয় তোহ্মার
নাছি[ল] মোর গোচরে ॥
এবেঁ ভালমর্তে তোহ্মাক জাণিলোঁ
নিবারিলোঁ মো হৃদয়ে।
টেটন নটক লোক সমে নেহ
কোহো কালে ভাল নহে ॥ ৩ ॥
শপথ করিআঁ বুইলোঁ মো তোরে
না জায়িবোঁ তোহোর পাশে।
তোহ্মার চরিত্র দেখিআঁ কাহ্নাঞি
কে নাহিঁ[1] উপহাসে ॥
এ বোল সুণিআঁ কাহ্নের মণে
ভৈল বড় তরাসে।
রাধা সম্বোধিআঁ বুলিল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে [১২১।২] ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যদি কিছু বোল বোলসি তবেঁ
দশনরুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে ॥
তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিআঁ[2] লোভে।

১ পুথিতে পুষ্ট। ২ পুথিতে বদ্রী।

১ নাহিঁ, হিঁ ভেলাপাঠে। ২ আমিআঁ ভোলাপাঠে।

পরতেখ মোর¹ নয়নচকোর
যুগল নিশ্চল শোভে ॥ ১ ॥
মদনবাণে দগধ ভৈলোঁ।
তোর আকারণ মাণে।
বদনকমল- মধুপান দিআঁ
রাখহ মোর পরাণে ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ সর্ত্ত্যে কোপ কয়িলেঁ
তবেঁ মোরে হান নয়নবাণে।
দৃঢ় ভুজযুগেঁ বন্ধন কয়িআঁ
অধর দংশ দশনে ॥
তোহ্মে সে মোহোর রতন ভূষন
তোহ্মে সে মোহোর জীবনে।
এহা বুঝি রাধা মোরে দয়া কর
বুলি তেঁ আতি যতনে ॥ ২ ॥
তোহ্মার নয়ন মলিন নলিন
ধরে² কোকনদ রূপে।
মদনবাণে কৃষ্ণক রঞ্জিলেঁ
হএ তোর আনুরূপে ॥
এ তোর কুচ শোভে মণি[মাল]
জঘনে নাদ করউ রসনে।
বোল হৃদয়ত করোঁ মো তোহোর
থলকমল চরণে ॥ ৩ ॥
মদন গরল খণ্ডন রাধা
মাথার মণ্ডন মোরে।
চরণপল্লব আরো[১২২।১]প রাধা
মোর মাথার উপরে ॥
পালাউ আহ্মার মদনবিকার
সত্বরেঁ করহ আদেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তোর'। ২ পুথিতে আধরে'।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

অবধীর্য্য কাকুমিতি রাধিকয়াভিদধে ন কিঞ্চন সরোষতয়া।
অথ স ত্রপান্তরমমা বিহিতং প্রতিঘং মুরজিৎ [কৃতবানেব] ॥

লক্ষকের বৃন্দাবন মোর ফুলবাড়ী।
নিষধিতেঁ কেহ্নে রাধা কৈল ফুলধাড়ী ॥ বড়ায়ি ॥১॥
হাথে বাঁশী করি গেণ্ডু খেলাও গোকুলে।
দেখোঁ বৃন্দাবন পসি কে বা ফুল তোলে ॥ ২ ॥
ফুল ফল তুলি লৈল ডাল ভাঙ্গী রঙ্গে।
ষোল সহস্র গোপীজন করী সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মোর বনতরুডালেঁ সজায়িআঁ আম্বুড়ী।
ফুল তুলি লৈল রাধা ভাঙ্গিআঁ পাখুড়ী ॥ ৪ ॥
লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতীমালে করিল বিলাসে ॥ ৫ ॥
যৌবন গরবেঁ রাধা কিছু নাহিঁ জাণে।
মোর বৃন্দাবন পসী মোক নাহিঁ চিহ্নে ॥ ৬ ॥
[১২২।২] বৃন্দাবন দেখি মোর পোড়এ আন্তর।
তোহ্মা দেখী রাধার ত্র্য করোঁ আথান্তর ॥ ৭ ॥
যত বা ফুল ফল নিল তার দেন্ত কৌড়ী।
নহে বা বান্ধিআঁ রাখিবোঁ দৃঢ় দৌড়ী ॥ ৮ ॥
এডোঁহো সুন্দরি রাধা ধরু মোর বোল।
কৌড়ীর আন্তরেঁ মোরে দেউ চুম্ব কোল ॥ ৯ ॥
আকারণে বোলে রাধা মোরে আহুখর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং মহারোষবতী সতী।
জরতী রাধিকামাধিমতীমিতি ততোঽবদৎ ॥

আনেক যতন করি নান্দের নন্দন।
আহ্মা হাথে আনায়িল তোহ্মা বৃন্দাবন ॥
আসিতেঁ তোহ্মাক দেখী হরষিত মন।
আও গেলা দেখায়িতেঁ তোহ্মাক তরুগণ ॥ ১ ॥

এহে।
এবেঁ মোক বোলে কাহ্নাঞিঁ সব বিপরীত।
হেন বুঝোঁ। রাধা তোঁ করিলি কুচরীত॥ ধ্রু॥
তার বৃন্দাবনক আম্বিলাহোঁ চিরকালে।
তুলী নৈল নানা ফুল ভাঙ্গি নৈল ডালে॥
জত আপ[১২৩।১]রাধ কৈল' জাণহ আপণে।
তার বোল না ধরিলেঁ মরসিব কেহ্নে॥ ২॥
তোহ্মার চরিত্র রাধা না বুঝিএ ভাল।
কাহ্নাঞিঁকে ভাণ্ডিতেঁ পারিবেঁ কত কাল॥
আনুরোধ এড়ায়িতেঁ নারিবি তাহার।
বুঝিআঁ রাখহ রাধা মোর উপকার॥ ৩॥
যত ফুল ফল নিলেঁ তার চাহে কৌড়ী।
না দিলেঁ বান্ধিআঁ থুয়িতেঁ সজ কৈল দড়ী॥
বান্ধিআঁ রাখিলেঁ বলে হৈব জাতী নাশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ একতালী॥

সন্ধারে যুয়িলোঁ। বড়ায়ি সজাইআঁ আসুড়ী।
বৃন্দাবনে ফুল পাত না ভাঙ্গে পাখুড়ী॥
কৃষ্ণেঁ দেখিলেঁ বড়ায়ি পাড়িবেক গালী।
আঞ্চলে ধরিব আর বুলিব ধামালী॥ ১॥
তবেঁ বোল ফুল তোল [না তোল] বড়ায়ি।
যা নাহিঁ আইসে কাহ্নাঞিঁ॥ ধ্রু॥
ফুল তুলিহ বড়ায়ি চাম্পা নাগেশ্বর।
গাছ না ভাঙ্গিহ ফল না লৈহ বিথর॥
কৃষ্ণ দেখিলেঁ বড়ায়ি লয়িবেক কর।
সুণিআঁ সাসুড়ী যায়ি[১২৩।২]তেঁ না দিব ঘর॥ ২॥
আতি না তুলিহ বড়ায়ি গুলাল মালতী।
কনক যুথিকা মাল্লী লবঙ্গ সেয়তী॥
কৃষ্ণ যবেঁ দেখিবেক গাছ পাতেঁ পাতেঁ।
তবেঁ কাহাকেহো ঘর না দিবে যাইতেঁ॥ ৩॥
এবেঁ ফল ধরিলেক আহ্মার বচনে।
আসিআঁ বিরোধিল মথুরা গমনে॥
এবেঁ মোর প্রাণে নাহিঁ তাহ্মাক উপাএ
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥ [৪॥]

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

অস্মিন্নবসরে রাধাং মাধবঃ প্রাহ সস্মরং।
পেশলাপেশলং পুষ্পবাণবাণজ্বরাতুরঃ॥

তোএঁ না গুণসি মনে।
আল করিবোঁ যতনে।
নিজ ধন দিআঁ সুন্দরী রাধা নির্মায়িলোঁ। এ বৃন্দাবনে॥
আনেক ফুল তুলিলেঁ।
আল বহুত ফল খায়িলেঁ।
আর আনুচিত কৈলেঁ রাধা ডাল ভাঙ্গিআঁ পেলায়িলেঁ॥১॥
রাধা কৈল বৃন্দাবন নাশে।
সে ফুল তুলিআঁ নিলেঁ যাহার যোজন বাসে॥ ধ্রু॥
যুথী কেশর সেম্বথী।
মাধবীলতা মালতী।
সকল ফুল লআঁ[১২৪।১] রাধা তোহ্মে না থুয়িলেঁ কতী॥
তোহ্মে আইহন গোআলী।
আহ্মে দেব বনমালী।
আল' সব ফুল সজ[া]আঁ শয়ন তোর মোর করী কেলী॥২॥
যবেঁ সে ফুল না দিবেঁ।
তবেঁ সমুচিত ফল পাইবেঁ।
চোরবাদেঁ তোহ্মা বান্ধিআঁ থুয়িবোঁ কেমণে ঘর জাইবেঁ॥
এভোঁ সুন মোর বোল।
দেহ মোরে চুম কোল।
অভিনব তোর রূপ যৌবন দেখিআঁ পড়িলোঁ। ভোলে॥৩॥
কেহ্নে হেন কাম কৈলে।
সব ফুল ফল লৈলে।
বৃন্দাবন মাঝে পসিআঁ রাধা সব তরু গুন কৈলেঁ॥
দেখিআঁ পোড়ে হৃদয়ে।
যেন মোর প্রাণ জাএ।
কাহাকে কহিবোঁ কে না পাতিআএ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥৪॥

১ আপরাধ কৈল,' আপরাধ'এর 'আ' ও কৈল'র 'ল' ভোলাপাঠে।

১ পুথিতে 'আল'।

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যো নাহিঁ নাশি তোর বৃন্দাবনে
সুণ ল সুন্দর কাহ্নাঞি ।
পথিক লোক তাক উপভোগে ল
তাত মোর দোষ নাহিঁ ॥ ১ ॥
মিছা দোষ মোরে না দিহ কাহ্নাঞিঁ ল
যো জাওঁ রাজপথে ॥ ধ্রু ॥
মো যবেঁ জাণিতোঁ হেন করিবেঁ তো ল
[১২৪।২] তবেঁ নাসিতোঁ এ বাটে ।
নাহিঁ যাইতোঁ দধি দুধ বিকণিতেঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
না জাণো কি তোর মণে রোষ আছে ল
মোর দোষ তেকারণে ।
তোহ্মাক হেন বুলিতেঁ না জুআএ
তোঁহ্মে নান্দের নন্দনে ॥ ৩ ॥
এহ পথেঁ আরবার নাহিঁ জাইবোঁ ল
দেহে যা জীউ বসে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যদি যাসি রাধা তোএঁ এ রাজপথে ।
মোর বৃন্দাবন কেহ্নে আইলা অথবেথে ॥
যাতি আজি নষ্ট ভৈল আঅর সেয়তী ।
এত পুষ্প নঠ কৈলেঁ কাহার যুগতী ॥ ১ ॥
রাধে ল আল কি ফুরিল মণে ।
কেহ্নে ভাঁগিল রাধা মোর বৃন্দাবনে ॥ ধ্রু ॥
লবঙ্গ মালতী রাধা ভাঙ্গিলে আপার ।
দনা মরুআ ভাঙ্গিলে দুলালের ডাল ॥
দূতার বোলে ভাঙ্গসি বৃন্দাবন ।
নাহিঁ জাণো নারী তোর কেহ্নেন মন ॥ ২ ॥
মাহ্লী কুন্দ ভাঁগিলেঁ তোঁ আঅর নেআলী ।
মাধবীলতা ভাঁগিলেঁ আঅর পারলী ॥
বৃন্দাবন ভাঁ[১২৫।১]গি মোর করিলেঁ বিকল ।
পায়িবেঁ আহ্মার থানে উচিত্ত ফল ॥ ৩ ॥
যবেঁ তিরীবধে নাহীঁ থাকে ডর ।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর ॥
মোঞিঁ সে জাণো মোর হেন করে মন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরিরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মার বচন কাহ্নাঞিঁ ধরিয়া মণে ।
সব সখি লআঁ আইলোঁ তোর বৃন্দাবনে ॥
সব ফুল তুলী লৈল তোহ্মার আদেশে ।
এবেঁ কেহ্নে তুলি দেহ মোরে চুরী দোষে ॥ ১ ॥
না বোল না বোল মিছা দেব চক্রপাণী ।
তোমার বদনে কেহ্নে আইসে হেন বাণী ॥ ধ্রু ॥
ফুল ফল কাহ্নাঞিঁ কিছু নাহিঁ হাথে ।
এবেঁ ফুল কথাঁ পায়িবোঁ জগন্নাথে ॥
গুটি চারি ফুল হের আছে মোর হাথে ।
তাক নেহ তোর মনের সোআথে ॥ ২ ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার ঝিআরী ।
ফুল চুরী বাদ আহ্মে সহিতেঁ না পারী ॥
না দেখিল না শুণিল বোলহ উত্তর ।
তোহ্মাতে আধিক আর নাহিঁক নাগর ॥ ৩ ॥
মিছা কেহ্নে বো[১২৫।২]ল এবেঁ সুন্দর মুরারী ।
তোর ফুল তুলী লৈল সব গোপনারী ॥
ছাড়হ নিলজ কাহ্ন কপট বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ দণ্ডকঃ ॥

বৃন্দাবনীয়প্রসবপ্রকওাং
পশ্যামি রাধে ভবতীং পুরস্তাৎ ।
বিভ্রাণয় ত্বং কুসুমাযবাত্নে
বাত্নেথবা বোদবিধায়ি দেহং ॥

তমাল কুসুম চিকুরগণে ।
নীল কুরুবক তোর নয়নে ॥ ১ ॥

সুপুট নাসা তিলফুলে।
দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে ॥ ২ ॥
আধর সুরঙ্গ বান্ধুলী ফুলে।
কণ্ঠযুগ তোর এ বগহুলে ॥ ৩ ॥
মুকুলিত কুন্দ তোর দশনে।
খঞ্জরী কুসুম তোর বসনে ॥ ৪ ॥
ভুজযুগ হেমযূথিকামালে।
আশোকতবক করযুগলে ॥ ৫ ॥
মুকুলিত থলকমল তনে।
রোমরাজী তাত আতষীগণে ॥ ৬ ॥
গভীর নাভী নাগেশর ফুলে।
কনক কেতকী জংঘযুগলে ॥ ৭ ॥
চরণকমল থলকমলে।
আঙ্গুলী চম্পককলিকা[১২৬।১]জালে ॥ ৮ ॥
নখরনিকর দেখি গুলালে।
শিরীষ কুসুম তনু সকলে ॥ ৯ ॥
কনক চম্পক কুসুমপান্তী।
তোহ্মার সকল শরীরকান্তী ॥ ১০ ॥
নেআলী সেআলী মাল্লী বিকসে।
তোহ্মার মধুর ঈষত হাসে ॥ ১১ ॥
দেখোঁ মো তোর ফুলশরীরে।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ১২ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কাহাঞিঁ ল
সকল পুরুষ মাঝেঁ তোহ্মে বড় নাগর
তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।
ছাড়হ অলঞ্জাল না কর কচাল
এড় যাউ মথুরা নগর ॥ ১ ॥
কাহাঞিঁ ল
বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতী।
সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥

কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে
লাজে দিআঁ তিলাঞ্জলী[১]।
নিজ পতি না চাহিলোঁ তোহ্মাক উপেখিলোঁ
সহিলোঁ সাসুননন্দগালী ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় অতী
তাক নাহিঁ কিছু পরকার।
ছার তিরী যরম শিরীষ কুসুম মন
বড় মানে তিল[২] উ[১২৬।২]পকার ॥ ৩ ॥
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল
চঞ্চল হুঈহো পড়িহাসে।
এড়হ আ[হ্মা]র আশে চলি জাহা নিজ বাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মাতে মজিল মোর মনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
কেহ্নে বোল নিঠুর বচনে ॥
হের মোর বৃন্দাবনে ল।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
নিফল করহ কি কারণে ॥ ১ ॥
নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে।
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল
তভোঁ কি মালতী পাসরে ॥ ধ্রু ॥
এ তোর নব যৌবনে ল
আহোনিশি জা[]গ মোর মণে।
তাহাত তোহ্মা রমণে ল
খেতি করে আহ্মার পরাণে ॥ ২ ॥
মন ঝুরে তোর নামে ল
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।
তোর বোলেঁ গোপীগণে ল
তুমিআঁ তেজিলোঁ পরকা[]র ॥ ৩ ॥

১ পুঁথিতে তিনাঞ্জলী'। ২ পুঁথিতে তিন'।

তোতে যঁন না বিচলে ল
বোল মোরে বৈশেঁ। তোর পাশে।
খণ্ডুক আহ্মার দুখ হউক যঁন সুখ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কে বুলিতেঁ পারে তোর গুণে।
একেঁ একেঁ কৈলে মোর মনে ॥
এবেঁ আসি বৈশ মোর পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

কৃষ্ণস্য প্রে[১২৭।১]মবচসা রাধা সাদরমানসা।
বনান্তবদসাবাপ্ত কুসুমাস্তগসঙ্গতা ॥

তিরীর সভাব মণে করে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
তাত রোষ না কর নাগরে ॥
এ তোহ্মার বচনে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল
সব কোপ খণ্ডিল এখনে ॥ এআ ॥ ১ ॥
আল হের
এহি জাগে তোহ্মার চরণে।
প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল[১]
আহ্মা সম না করিহ আনে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার আহ্মার দুঈ মণে।
এক করী গাথিল মদনে ॥
তার আনুরূপ বৃন্দাবনে।
তোর বোল না করিব আনে ॥ ২ ॥
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে ॥
সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুণি আহ্মার দোষ নহে ॥ ৩ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যত মনোরথ ছিল .তাহাক সফল কৈল
নানাবিধি দিআঁ আলিঙ্গনে।
রাধার তন পরসে [১২৭।২] যেহ্ন আমৃতকলসে
সিনায়িল শ্রীমধুসূদনে ॥ নাএ ॥ ১ ॥
রসে ভুরিআঁ মণে।
কাহ্ন কৈল কেলি বৃন্দাবনে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বদনে বদন কৈল
উচিতেঁ আমৃতেঁ বৃষ্টি ভৈল।
দিল নয়ন নয়নে রস বসে ঘন ঘনে[১]
কমলে খঞ্জন সংযোজিল ॥ ২ ॥
যোড়ী রসন রসনে[২] দুঈ কিশলয় যেহ্নে
দামোদরেঁ মধু পান কৈল।
নানা থানক চুম্বীল আধরে আধর দিল
বিম্ব[৩] পোআলেঁ এক ভৈল ॥ ৩ ॥
পরসিল ঘন ঘন রাধার জঘন
কৈল মনমথ পরিতোষে।
দুইহো মনের উল্লাসে করিল বনবিলাসে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ইতি বৃন্দাবনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

১ 'প্রাণ কাহ্নাঞিঁ ল'র পর 'সব কোপ খণ্ডিলোঁ' লেখা ও কাটা।

১ পুথিতে 'দিল নয়ন ঘন ঘনে। রস বসে ঘনে ঘনে'।
২ পুথিতে 'যোতী রসন রসনে'।
৩ পুথিতে 'বিম্ব'।

অথ যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত কালিয়দমনখণ্ড

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

গোপীগণমন তোষিল দেব চক্রপাণী ।
মথুরা নগর যাইতেঁ দিলান্ত মেলানী ॥ ১ ॥
তখন গুণিল কিছু মণে দামোদর ।
বিলাস করিলোঁ মোঞঁ বনের ভিতর ॥ ২ ॥
জল[১২৮।১]কেলি করিবারেঁ কাহ্ন কৈল মন ।
খ[া]ণিএক গুণিল হৃদয়ে জনার্দ্দন ॥ ৩ ॥
বৃন্দাবন মাঝেঁ যমুনা নদী বহে ।
তাহাত গম্ভীর আছএ কালীদহে ॥ ৪ ॥
কালীয় নাম নাগ তাহাত বসে ।
জলে মাছ কূলে গাছ মৈল তার বিষে ॥ ৫ ॥
কোহ্নো জন্তু তাত না করএ জল পান ।
তাহাত আধিক নাহিঁ বিজন থান ॥ ৬ ॥
কালী দলিআঁ জল করিআঁ নির্ম্মল ।
তাহাত করিবোঁ জলকেলি সকল ॥ ৭ ॥
হেন মনে চিন্তি গেলা দেব দামোদর ।
কালীয়দহের কূল কদমের তল ॥ ৮ ॥
কদম্বতরুত চড়ী দহে দিল ঝাঁপ ।
দেখি রাখোআল ডরেঁ উঠি গেল কাঁপ ॥ ৯ ॥
কোপিল কালীয় নাগ[১] লআঁ পরিবারে ।
দশনে দংশিল সব কাহ্নের শরীরে ॥ ১০ ॥
তিলেঁ তিলেঁ নাগকুলেঁ দংশিল কাহ্নাঞিঁ ।
হাথ পাঅ গল জড়ী রাখিল তথাঞিঁ ॥ ১১ ॥
তখণ বিষের জালে দগধ পরাণ ।
আচেতন হয়িআঁ রহিলা দেব কাহ্ন ॥ ১২ ॥
হেনই সম্ভেদে সব গোপযুবতী ।
বৃন্দাবন দিআঁ [১২৮।২] মথুরাক কৈল গতী ॥ ১৩ ॥
বিকল দেখিআঁ তথা রাখোআলগণে ।
পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে ॥ ১৪ ॥
সব গোপ রাখোআল গোপীগণ থানে ।
বুইল কালীদহে ঝাঁপ দিল দেব কাহ্নে ॥ ১৫ ॥
এহা সুণী সব গোপী পাইল তরাসে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৬

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

গোপালকুলতঃ ক্রুদ্ধা নিমগ্নং কালিয়ে হ্রদে ।
মাধবং রাধিকা খেদাদ্বিললাপ নিরন্তরং ॥

আজি জখনে মোঁ বাঢ়ায়িলোঁ পাএ ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ ॥
তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী ।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞিঁ গেলা কতী ॥ ১ ॥
বাহুড় এ কাহ্নরূপ মুরারী ।
তোঁ লাগি বিকলী রাধা গোআলী ॥ ধ্রু ॥
সামল কোমল দেহ তোহ্মার ।
কেমনে সহিবেঁ বিষের জাল ॥
ধিক্ ছুক কাহ্নাঞিঁ সে কালীনাগে ।
আহ্মা না দংশিল তোহ্মার আগে ॥ ২ ॥
সহ্মাত বড় যাক তোহ্মার নেহা ।
যা সমে তোহ্মার একয়ি দেহা ॥
হেন চন্দ্রাবলী করে কা[১২৯।১]কুতী ।
কি কারণে কাহ্ন না দেহ সম্মতী ॥ ৩ ॥
দাঁতে তৃণ করি যাচোঁ কাহ্নাঞিঁ ।
কপট ছাড়ী আয়িস মোর ঠাই ॥
ভকতীদাসিক তেজহ কেহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

জাহাত লাগিআঁ নিজ পতি না চাহীল ।
লোক ধরম ভয় কিছু না মানিল ॥

---

১ পুথিতে লাগ'।

১ পুথিতে লে.রীরাগঃ'।

হেন কাহ্ন মৈলা কালীদহে ঝাঁপ দিআঁ।
গোপযুবতী সব আনাথ করিআঁ॥ ১॥
হৃদয়ত ঘাঅ দিআঁ রাধা গোআলিনী।
করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
কভোঁ না লজ্ঘিব আর তোহ্মার বচন।
উঠ উঠ জলে হৈতেঁ নান্দের নন্দন॥
কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে॥ ২॥
হা হা নিদয় বিধি কেহ্নে হেন কৈল।
কোঁয়ল কাহ্নাঞি কেহ্নে বিষজালেঁ মায়িল॥
দেখিতেঁ রাপায়িল সব গোপীর পরাণে।
ত্রিভুবনে সুন্দর নাগর বর কাহ্নে॥ ৩॥
রাধা এক রাখোআল পাঠাআঁ সত্ব[১২৯।২]রে
বারতা জাণায়িল নন্দ যশোদার ঘরে॥
সুণিআঁ নন্দ যশোদা ভৈলা আচেতন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

দেশাগরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

সকল গোআলকুল লআঁ ততিখনে।
নন্দ যশোদা ধায়িআঁ আইল সেই থানে[১]॥
দেখিল কালীদহে পসিলা নার[া]য়ণ।
নান্দ যশোদা মিলি জুড়িল কান্দন॥ ১॥
কেহ্নে হেন কৈলেঁ কাহ্নাঞি মোর আদিবসে
তোহ্মে লাগি ভৈল আজি শুন দশ দিশে॥ ধ্রু
লোটাআঁ লোটাআঁ দুইহো কান্দে একবারে।
কেহ্নে শুন কৈলেঁ মোর সকল সংসারে॥
খাণিএক উঠ দেখোঁ পুতা তোর মুখ।
আহ্মা দুখ দিআঁ পুতা কত পাইবেঁ সুখ॥ ২॥
সকল গোআল কান্দে মাথে দিআঁ হাথে।
কেহ্নে আহ্মা মারি যাহা দেব জগন্নাথে॥
উঠিআঁ বোলহ কে বা কৈল কোণ দোষে।
দহত পসিলা কাহ্নাঞি কাহার রোষে॥ ৩॥

বলভদ্র খাণিএক গুণিলান্ত মণে।
মো[১৩০।১]হো পায়িল কাহ্নাঞি বিসরী আপণে॥
পুরুব জাণায়িআঁ আহ্মে করায়িউ চেতন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ[১]॥ ক্রীড়া॥

আহা।
তোহ্মে জল তোহ্মে থল তোহ্মে বন গিরী।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোহ্মে দেব হরী॥
তোহ্মে সূর্য্য তোহ্মে চান্দ তোহ্মে দিকপাল।
লীলাতন্থ ধরি এবেঁ হয়িলাহা গোআল॥ ১॥
আপণা না চিহ্ন কেহ্নে এবেঁ বনমালী।
জগত সংহর তোহ্মে কোণ ছার কালী॥ ধ্রু॥
মীনরূপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলেঁ।
কমঠশরীরে তোহ্মে ধরণী ধরিলেঁ॥
মাহাকোল রূপেঁ দন্তে মেদনী তুলিলে[২]।
নরহরি রূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারিলেঁ॥ ২॥
বামন রূপেঁ তোহ্মে বলিক ছলিলেঁ।
পরশুরাম রূপেঁ ক্ষত্রিয় নাশ কৈলেঁ॥
শ্রীরাম রূপেঁ তোহ্মে বধিলেঁ রাবণ।
বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিহ্নিলেঁ নিরঞ্জন॥ ৩॥
কলকী রূপেঁ তোহ্মে দলিলেঁ দুষ্টজন।
এবেঁ উপজিলা কং[১৩০।২]শ বধের কারণ॥
হেন সুনিআঁ কাহ্নাঞি পাইল চেতন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ॥ রূপকং॥

উঠিলা সত্বরেঁ নারায়ণ।
বাহু ফাল করিআঁ তখন॥
যেন তৃন যাএ চণ্ড বাতে।
নাগবন্ধ গেলা তেহ্নমতেঁ॥ ১॥

১ ততিখনে' কাটিয়া সেই থানে' করা।

১ পুথিতে পাহাড়ীআরাগঃ'। ২ পুথিতে বিদারিলে'

কালীয় দলিল দামোদর। আল।
যমুনাজলের ভিতর ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
চঢ়িলা কালীয়নাগশিরে।
গরুডবাহন মাহাবীরে ॥
আতি ভরেঁ বদনে তাহার।
বাহিরাএ শোণিতের ধার ॥ ২ ॥
কালীয় নাগের মাহাফনে।
দামোদর জুড়িল নাচনে ॥
এক এক চরণের ঘাএ।
কালীয় নাগের প্রাণ জাএ ॥ ৩ ॥
সামীর মরণকাল জাণী।
তাব নেহে বিকলি সাপিনী ॥
ভকতীএঁ কাহ্নাঞিঁর পাএ।
তুতী কৈল চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ত্রিভুবননাথ তোহ্মে হরী।
প্রভু হয়িআঁ হেন নাহিঁ করী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
জগত না সহে তোহ্মার [১৩১।১] দাপ। আল।
কোন ছার কালীয়[১] সাপ ॥ ২ ॥
তোহ্মে নিরমিল ত্রিভুবনে।
জল থল জীব জন্তুগণে ॥ ৩ ॥
সাপেরে করিআঁ বিস দানে।
এবেঁ কেহ্নে হরহ পরাণে ॥ ৪ ॥
সামী মোর সেবক তোহ্মার।
তোহ্মে এথাঁ দিলেঁ আধিকার ॥ ৫ ॥
মূড় সাপ জলের ভিতরে।
না জাণিআঁ দংশিল তোহ্মারে ॥ ৬ ॥
বারেক মোরে দয়া কর।
সামী দান দেহ দামোদর ॥ ৭ ॥
সুণিআঁ কাহ্নাঞিঁর ভৈল তোষে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

সদয় হৃদয় হআঁ বুইল দামোদরে।
সাঁকাল চল তোহ্মে দক্ষিণ সাগরে ॥
তথাঁ সুখে থাক গিআঁ আহ্মার বচনে।
যমুনার বাস তেজি নির্ভয় মণে ॥ ১ ॥
এহে।
আণেক কাকুতী কৈল কালীর নাগিনী।
সুণিআঁ কৃষ্ণের হের দয়াযুত বাণী ॥ ধ্রু ॥
কৃষ্ণের আদেশ শুণী কালীয় নাগে।
প্রণাম করিআঁ বুইল কাহ্নাঞিঁর আগে ॥
সাগরে রহিতেঁ আজ্ঞা ভৈল মোর ভাগে।
ত[১৩১।২]থাঁ গরুড়ের ভয় মোক বড় লাগে ॥ ২
হেন সুণী কৃষ্ণ বুইল তোহ্মার মাথাতে।
কালীয় রহিব চিহ্ন মোর পদঘাতে ॥
এহা দেখি গরুড় না খায়িব তোহ্মারে।
সকল সময় সুখেঁ বসহ সাগরে ॥ ৩ ॥
কাহ্নের আদেশ হেন পাআঁ নাগ কালী।
সাগরক গেলা সব পরিজনে মেলী ॥
জল হৈতেঁ হরিষেঁ উঠিলা জনার্দ্দন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিঁক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে ॥
কেহো দৃঢ় ভুজযুগেঁ কৈল আলিঙ্গন।
কেহো ঘন[১] ঘন তার চুম্বিল বদন ॥ ১ ॥
হরষিত ভৈল সব যুবতীসমাজে।
কালীয় সাপের মুখে জিলা দেবরাজে ॥ ধ্রু
ততিখনে যশোদার দেব দামোদরে।
তনে হৈতেঁ ঝরিআঁ পড়িল ক্ষীরধারে ॥
বুইল দশ দিশ শুন্য ভৈল মোরে।
চিরকাল জীউ পুত্র মোর গদাধরে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে কালীয়'।

১ ঘন,' নকার ভোলাপাঠে।

নেহেঁ তবেঁ আ[১৩২।১]কুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত বঙ্ক সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥ ৩ ॥
কাহ্নাঞি দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সক্ষে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥
হাসছলেঁ কৈল মনহরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

নন্দ যশোদার ধরী চরণে।
প্রণাম করিল মধুসূদনে ॥
অপর দেখিল নেহনয়নে।
চারি পাশেঁ ছিলা যে গোপীগণে ॥ ১ ॥
সম্ভাক তোষিল বিনয় করী।
থলত আসিআঁ দেব মুরারী ॥ ধ্রু ॥
দেখি দামোদর রাধাক পাশে।
খণেক করিল ঈষত হাসে ॥
আর যত ছিল গোপকুমার।
উচিত সমান কৈল সম্ভার ॥ ২ ॥
কর যোড় করী বুলিল কাহ্নে।
মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে ॥
এহার পাণী খায়িতেঁ সব জনে।
এ কারণে কৈলেঁা কা[১৩২।২]লী দমনে ॥ ৩ ॥
পাইআঁ আনুমতী সম্ভার থানে।
দহে ঘাট কৈল কাহ্ন তখনে ॥
কৃষ্ণ লআঁ সঙ্গে চলিলা ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত কালিযদমনখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

[অথ যমুনাখণ্ডঃ]

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকালাস্তলোভেন ভেজে স যমুনাতটং।
সা চ রাধাপি সঙ্কিন্তা সখীরনুপবা যযৌ ॥

যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে ॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
তাএ গজগড়ি[২] ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে ॥ ১ ॥
আল।
পাইল রাধা কালীদহ কুল
লইআঁ সখি সমাজে।
ঘাটত ভেটিল নান্দের পো
কাজ না বুঝিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
হাসিতেঁ খেলিতেঁ গোপ নারীগণ
লাগিলা যমুনাতীরে।
কাহ্নাঞিঁর মুখ কমল দেখিআঁ
কেহো না ভরিল নীরে ॥
কেহো না পারিল করেঁ ধরিতেঁ
খসিল [১৩৩।১] দেহ বসনে।
ওহার এহার মুখ চাহে সব
কাহ্নো থির নহে মনে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে গৌরীরাগঃ'।
২ গজগড়ি,' গজ' শব্দ তোলাপাঠে।

তখন নয়ন নিমেষ না কৈল
দেখি প্রিয় বনমালী।
সকল গোআল যুবতী রহিলা
যেহ্ন কনক পুতলী॥
এখো পাঅ কেহো চলিতেঁ নারে
বুলিতেঁ নারে বচনে।
কাহ্নাঞিঁ নাম পৃথিবীর চান্দ
তাহাত লাগিল মনে॥ ৩॥
আনেক যতন করিআঁ রাধা
গেলি কাহ্নের সংমুখে।
বুইল কাহ্নাঞিঁরে খাণিএক ঘুচ
সখি পাণি নেউ সুখে॥
পরিহাস রসেঁ দেব দামোদর
যেহ্ন নাহিঁ পরিচএ।
তেহ্নমতেঁ বুয়িল রাধাক উত্তর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ ক্রীড়া॥ লগনী॥ দণ্ডকঃ॥

কাহার বহু তোঁ কাহার রাণী।
কেহ্নে যমুনাত তোলসি পাণী॥ ১॥
বড়ার বহু মো বড়ার ঝী।
আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত কী॥ ২॥
কাখের কলস নাম্বাঅ তোহ্মে।
কথা চারি পাঁচ কহিব আহ্মে॥ ৩॥
যার কান্ধ বসে দোষর মাথা।
সেসি আহ্মা সমে কহিনে কথা॥ [১৩৩।২] ৪॥
তাম্বুল[১] নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী॥ ৫॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে [কি] বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী॥ ৬॥
এহা যমুনাত মো আধিকারী।
আহ্মার বচন সুণ সুন্দরী॥ ৭॥
তোর মোর আর বচন নাহীঁ।
বুঝিল তোহ্মার মতী কাহ্নাঞিঁ॥ ৮॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী॥ ৯॥
গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী॥ ১০॥
হের ষোল হাথ মোর পাটোল।
এহা নেহ মোর ধরহ বোল॥ ১১॥
সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী॥ ১২॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ[১]।
তাক হাথে করী দুধ না আউটো॥ ১৩॥
তোর পাটোলের সুণ কথা।
সে মোহোর ঘৃত ভাণ্ডের নাথা॥ ১৪॥
মাথার মুকুট জলে রতনে।
এহা নেহ রাধা রাখহ সমানে॥ ১৫॥
বাহিরেঁ ভিতরেঁ তোঁ কাহ্ন কাল।
মুকুট ধুয়িআঁ আহুকিতেঁ ভাল॥ ১৬॥
ডালিম সদৃশ [১৩৪।১] তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥ ১৭॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে॥ ১৮॥
রাধার নিঠুর সুণিআঁ বাণী।
মনত ভয় পাইল চক্রপাণী॥ ১৯॥
রস রাখে রাধা না দিল আশে।
বাসলী বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ২০॥

দেশবরাড়ীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলে কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥ ১॥

১ পুথিতে তাম্বুলে'।

১ ঘাটোঁ; আউটোঁ' লেখা ও আউটোর আউ কাটা এবং তৎস্থলে তোলাপাঠে ঘা' করা।

কিসকে ঘুচায়িলে রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করাইলেঁ বিকল॥ ধ্রু॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তেকারণে রাধা ধরিতেঁ নারোঁ মনে॥ ২॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পাণী।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধুরসবাণী॥
তাহ্মার কারণে রা[১৩৪।২]ধা রাখোঁ মো গোকুল।
তাহ্মে ত ণ কাজের আহ্মার আদিমূল॥ ৩॥
বাউল হআঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ রূপকং॥

আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলোঁ বন্ধনে॥
শ্রমের কারণে হাঙী হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য কারণে॥ ১॥
তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জীতেঁ না জুআএ এখনে॥ ধ্রু॥
পবনে চলিল মোর হৃদয়বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত তোর পড়িল নয়নে॥
লাজ ভএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে॥ ২॥
যমুনা নদীর আহ্মে তুলিল পাণী।
এহো দোষ নহে যেন বুঝিলোঁ খর বাণী॥
জীবার আশরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল।
পাপ পাম[১৩৫।১]র তোর জাণোঁ আদিমূল॥ ৩॥
আপদ পাএ যাক না চিহ্নে আপণা।
এহা জাণী তেজ কাহ্নাঞিঁ নাগরপণা॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

পাহাড়ীআরাগঃ॥ ক্রীড়া॥

নিশীয় পরুষাং বাচং রাধায়া মধুসূদনঃ।
বিধুরোঽভিদধৌ বৃন্দাং মাধুরীমদিদং বচঃ॥

রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত।
তবে কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত॥
মোএঁ নাহিঁ করোঁ তার ঠাঁয়ি কিছু দোষে।
না জাণো নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে॥ ১
আহা।
বোলহ রাধারে মোর পরাণ বড়ায়ি।
সরস বচন দিআঁ জিআঅ কাহ্নাঞিঁ[১]॥ ধ্রু॥
মনত গুণিলোঁ বড়ায়ি মোর বড় ভাগ।
সব গোপী মেলি কৈল মোতে আনুরাগ॥
হেনই সম্ভেদে রাধা হআঁ সব আগে।
বিলস বুইল রাধা আহ্মার ভাগে॥ ২॥
কান পাতিআঁ মোর সুণ এক বাণী।
[১৩৫।২] আপণার সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী॥
আছু আন কাম তাক না করোঁ যতনে।
দুলভ হয়িল তার সরস বচনে॥ ৩॥
আপণেই জাণ বড়ায়ি আহ্মার হৃদয়ে।
রাধিকার নাম সুণী যেহেন ঝুরএ॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তার[২] পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুর্জ্জরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বৃন্দা বচনপণ্ডিতা।
রাধামভিদধে বৃত্তং স্মারয়ন্তী পুরাতনং॥

কভোঁ না কইল কাহ্নাঞিঁ তোর কিছু দোষে।
আকারণে কেহ্নে রাধা কৈলেঁ তারে রোষে॥

১ চক্রপাণী' কাটিয়া তোলাপাঠে কাহ্নাঞিঁ' করা।
২ পুথিতে তোর'।

তোত লাগি কোণ কাম না করিল কাহ্নে ।
এবেঁ রাধা কেহ্নে কর তার আপমাণে ॥ ১ ॥
আহ্মার বচন শুন রাধা চন্দ্রাবলী ।
সরস বচন দিআঁ তোষ বনমালী ॥ ধ্রু ॥
কোহ্নো গোপী না বুইল তারে খর বাণী ।
তোহ্মে কেহ্নে তাহাত হয়িলা আগুয়ানী ॥
সেকারণে খাসুখিল হৈল চক্রপাণী [১৩৬।১] ।
আনেক বুইল মোরে আভিমানবাণী ॥ ২ ॥
জাণিলোঁ রাধা তোত কিছু নাহিঁ বুধী ।
হেনই মিলন হাথে কনক নিধী ॥
যে বচন বোলে কাহ্ন তাত পাত কান ।
এতেকেই মণে পরিতোষ পাএ কাহ্ন ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচনে রাধা না করিহ হেলা ।
যৌবনসাগরে তোর কাহ্নাঞি ভেলা ॥
না পরিহর রাধা কাহ্নের বচন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

খাম্বষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

আল বড়ায়ি ।
গোপী মেলী যমুনার তীরে ।
আইলাহোঁ নিবারেঁ এহা নীরে ॥ ল ॥
প্রথম তেঁ করিল বিরোধা ।
হেন না জাণিল বোলে রাধা ॥ ১ ॥
নাহিঁ চিহ্ন তোহ্মে চক্রপাণী ।
তেঁসি মোরে বোল হেন বাণী ॥ ধ্রু ॥
কাজ পড়িলেঁ দুষ্ট কাহ্নে ।
ইষ্ট মিত্র কাহো[১] নাহিঁ চিহ্নে ॥
হেন দুরুজন সে কাহ্নাঞি ।
মামী মাউসী তার ঠাঁয়ি নাহীঁ ॥ ২ ॥
নাহিঁ বারে লোক সমাজে ।
নাহিঁ তা[১৩৬।২]র দুয়ি চৌখে লাজে ॥

যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে ।
হেন সে আজল দেবরাজে ॥ ৩ ॥
বড় দুষ্টমতী সে জে কাহ্ন ।
আহ্মা ছাড়ী নাহিঁ জাণে আন ॥
তাহাক না দিহ রস আশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধাবচনমাচম্য জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
জগাদ কাতরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদং ॥

রাধা ল ।
তোর মোর সুদৃঢ় নেহা ল ।
ভৈল একই পরাণ এক[১] দেহা ॥
ল রাধা ।
কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধা ।
তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা ॥ ১ ॥
না বোল না বোল রুখ বাণী ।
তোর যৌবনের বস চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে তোর প্রিয় বনমালী ।
তারে না বুঝিলেঁ চন্দ্রাবলী ॥
সুণ সুণ রাধা চন্দ্রাবলী ।
এবেঁ মোর দৈব বড় বলী ॥ ২ ॥
যে কারণে যমুনার জলে ।
সুদ্ধ কৈল তাক জাণহ সকলে ॥
বুঝ ভাবী আপণ আন্তরে ।
আজি কর এহা জল সফলে ॥ ৩ ॥
[১৩৭।১] আধিকার জাণায়িলোঁ রাধা
তোকে মরমেঁ না কৈলোঁ বিরোধা ॥
কান পাত ক[ি]রলোঁ মো উত্তরে ।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে কেহো'।

১ পুথিতে একই'।

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥

তোহ্মার বোলে কেহো কাহ্নাঞি
না বহিব পাণী।
উচিত নিফল হৈব তোর জল
ভাবি বুঝ চক্রপাণী ॥ ১ ॥
তোহ্মে পাণি নেহ সুন্দরি রাধা
যত পড়িহাসে মণে।
কমন গুণে এহা পাণি নিব
সকল যুবতীগণে ॥ ২ ॥
আহ্মে পাণি নিব মোর সকল সখিজন
জাইব শুন কলসে।
এহাক দেখিআঁ সকল লোকেঁ
মোক করিব উপহাসে ॥ ৩ ॥
লোক উপহাস করিব তোহ্মাক
তাক আহ্মে ভালেঁ জাণী।
বিণ যাচিলেঁ কাহাকো না দিব
এনা এক ফুট পাণী ॥ ৪ ॥
আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞি
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞি
নীব যমুনার নীরে ॥ ৫ ॥
তোব সখিগণ সুন্দরি রাধা
কিছু করিতেঁ না পারে।
এ[১৩৭।২] তোর যৌবন উন্নত রাধা
মারিতেঁ পারে আহ্মারে ॥ ৬ ॥
অবোল না বোল সুন্দর কাহ্নাঞি
হের ধরোঁ চরণে।
আবাল গোপাল না কর জঞ্জাল
পাণি নেউ সখিগণে ॥ ৭ ॥
নাগরী রাধা কান পাতিআঁ
সুণিআঁ এক বচনে।
সব সখিগণে পাণী ভরায়িআঁ
নগর যাহা আপণে ॥ ৮ ॥
পাণি ভরায়িআঁ ঘাটত উঠিআঁ
নিচল পাতিআঁ কানে।
সরূপেঁ সুন্দর দেব দামোদর
সুণিব তোর বচনে ॥ ৯ ॥
এ বোল সুণিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
আতি হরষিত মতী।
করিল সকল গোপ যুবতীক
জল নির্তে আহুমতী ॥ ১০ ॥
পাণি তুলিআঁ কাহ্নের পাশে
রাধা পাতিল কানে।
কিছু না কহিল সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
কপোলে কৈল চুম্বনে ॥ ১১ ॥
তখন রাধা রোষ করিআঁ
সত্বর গমনে জাএ।
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

কাছের কলসিএঁ রাধা তুলিলেঁ পাণী।
মধু রসময় তোর বো[১৩৮।১]ল খাণী খাণী ॥
হৃদয়ে কাঞ্চুলী শোভে কানতে[১] কুণ্ডলে।
আদিত্য জিণিআঁ উয়িল কিরণ মণ্ডলে ॥ ১ ॥
ধীরেঁ যাহা[২] গোআলিনী সুন মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল ॥ ধ্রু ॥
আহ্মা লজ্ঘিআঁ[৩] রাধা পাণি লয়িআঁ যাসি।
রোষে মন দিআঁ কেহ্নে মোরে না তরাসী ॥
কমণ কারণে রাধা না কাঢ়সি রাএ।
বিরহ আনলে মোর বিদগধ গাএ ॥ ২ ॥
রোষ পরিহর রাধা মোর বোল সুন।
রোষে বিনাসে দেহে এ সকল গুন ॥

১ পুথিতে কানতে'।
২ পুথিতে 'ধীরেঁ ধীরেঁ যাহা,' যাহা'র হা' তোলাপাঠে।
৩ পুথিতে লঙ্ঘিআঁ'।

অধিকার লৈল[১] আহ্মে যমুনার ঘাটে।
কলসি ভাঁগিবোঁ বোল না ধরিলেঁ বাটে ॥ ৩ ॥
পুরুব আপর কথা রাধা মণে গুন।
এভোঁহো সুন্দরি রাধা মোর বোল সুন ॥
এ বোলেঁ উলটি রাধা চাহিল নয়নে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝ যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতেঁ জু[১৩৮।২]আএ
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোমার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ ॥ ১ ॥
পথত বারহ মন নান্দের নন্দন।
কি কারণে ঝগড় করহ[২] সব খন ॥ ধ্রু ॥
দুর্জ্জন সাসুড়ী মোর ঘরতে আছএ।
অবোল বুলিতেঁ তাক নাহিঁ কিছু ভএ ॥
পুরুবেঁ যে কৈল তত জাণিআঁ আপুণী।
ঘাটে বাটে হেন কেহ্নে বোল চক্রপাণী ॥ ২ ॥
এখনে তেজহ কাহ্নাঞিঁ আরতী বচন।
তোহ্মে কি না জানহ মন্দ[৩] ভাল সখিগণ ॥
কেহো যবেঁ বেকত করিহে এহা কাজ।
আহ্মার খাঁখার তবেঁ তোহ্মে পাইবে লাজ ॥ ৩ ॥
বোলাবুলি রাধিকা পাইল নিজ ঘর।
ভয় মানী কাহ্নাঞিঁ তেজিল সে উত্তর ॥
আপণ আপণ ঘর গেলা সখিগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বেলাবলী[৪] রাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য চতুরো মধুসূদনঃ।
জগাদ জরতীং গত্বা করুণং রভসাদিদং ॥

কালীদহে দি[১৩৯।১]ল আহ্মে ঝাঁপে ল।
আল হের বড়ায়ি।
জিলোঁ মোঞঁ গোকুল ভাগে[১] ল ॥
আর কৈলোঁ নানা যতনে।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ না থাকিলোঁ তার মণে ॥ ১ ॥
হরি হরি।
এত কৈল[২] রাধার কারণে ল।
আল হের বড়ায়ি।
তভোঁ তোষ নাহিঁ তার মণে ল ॥ ধ্রু ॥
সব সখি মেলী গোআলিনী।
লআঁ গেলা যমুনার পাণী ॥
না দিলেক সরস বচনে।
তেকারণে পোড়ে মোর মণে ॥ ২ ॥
কিবা আছে রাধিকার মণে।
তাহাকেহো জাণহ আপণে ॥
আহ্মে ত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা রাধা কেহ্নে কৈল রোষে ॥ ৩ ॥
বোলহ রাধারে মোর বাণী।
সুখেঁ নেউ যমুনার পাণী ॥
সে পাণী[৩] সোধিলোঁ তার আগে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য বচনং সাধু জরতী মধুবিদ্বিষঃ।
রাধিকামধিকামর্ধাবাধি[১৩৯।২]কামাহ ভারতীং

এত কাল রাধা তোর গেল শিশুভাবে।
তেঁসি না জাণিলি নিজ আপণ লাভে ॥
এবেঁ তোহ্মে আসি ভৈলা এ ভর যুবতী।
তভোঁ কি কারণে তোঞ করসি বিমতী ॥ ১ ॥
সাগর রস নাগর সুন্দর কাহ্নাঞি।
তোর ভাগেঁ কাকুতি করএ তোর ঠাঁয়ি ॥ ধ্রু ॥

১ পুথিতে কৈল'। ২ করহ'র হ' তোলাপাঠে।
৩ মন্দ' তোলাপাঠে। ৪ পুথিতে বেলাবলী'।

১ পুথিতে আগে'। ২ পুথিতে কালে'।
৩ পাণী'র পর তোষি লেখা ও কাটা।

সুন্দর যুবক সমে যে হএ শৃঙ্গার।
সকল সংসার মাঝে সেই সুখ সার ॥
এহা বুঝী কাহ্ন তোরে মানায়িলোঁ যতনে।
কোন অবুধির বোলেঁ করসি বিমনে ॥ ২ ॥
কভোঁ না বুলিব আহ্মে তোর আহুচীত।
যেহো সখি দেখ তোর কেহো নহে হীত ॥
আপণ কাজক লাগি সবই বিকলী।
সহ্মেঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বচন রাধা পরিভাব মণে।
যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ সখিগণে ॥
তথাঁ গিআঁ তোষ কাহ্নাঞিঁ সরস বচনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে [১৪০।১] ॥ ৪

অরতীবচসা রাধাং চলিতাং যমুনামনু।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাসপুরঃসরং ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥
একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

হরিষেঁ আইলা রাধা তোহ্মে এহা তীরে।
আজি সফল হৈব যমুনার নীরে ॥ ১ ॥
উপস্থিত হৈল হের গিরিশ সমএ।
শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ ॥ ২ ॥
পুরুবেঁ আছিল এহো দহে নাগগণে।
এহাত নাহিতেঁ ভয় লাগে তেকারণে ॥ ৩ ॥
নাহিবারেঁ সখিগণ চাহে এহা জলে।
তবেঁ নাহিঁ নাহে ডরে[১] পাণী লআঁ চলে ॥ ৪ ॥
কালীনাগ পাঠায়িল সাগরের পার।
এবেঁ মিছা ডর কর জলে[২] যমুনার ॥ ৫ ॥
আহ্মার বচন সুন্দরী রাধা ধর।
আহ্মে আগেঁ ণাম্বি[৩] তবেঁ জলের ভিতর ॥ ৬ ॥
কুবুধি তেজিআঁ যবেঁ ণাম্ব এহা জলে।
তবেঁ আহ্মে ণাম্বি লআঁ এ সখি সকলে ॥ ৭ ॥

১ ডরে' তোলাপাঠে। ২ জলে' তোলাপাঠে
৩ পুথিতে লাম্বী'।

জগত[১৪০।২] ণাম্বিল কাহ্নাঞিঁ দেখে সখিগণে।
উনমত নহিহ মোর বিরহ বচনে ॥ ৮ ॥
আনুমতি দিআঁ কাহ্নাঞিঁ ণাম্বায়িল জলে।
পাছত করিআঁ রাধা আর গোপীকুলে ॥ ৯ ॥
জলকেলি[১] করে কাহ্নাঞিঁ আপণার সুখে।
মনমথ ভাবেঁ দেখে সব গোপী মুখে ॥ ১০ ॥
কাহ্নাঞিঁক দেখি রাধা উল্লসিত মনে।
আর তাক দেখি থীর নহে গোপীগণে ॥ ১১ ॥
সহ্মার জলকেলিত লাগিল মনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥১২ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জলে ডুবিল জনার্দ্দনে।
আল
রাধার ছুয়িল জঘনে।
চমকিলী রাধা উঠিআঁ দেখিল কাহ্নে ॥ এ ॥
ঘন চালিআঁ বসনে।
আল
রাধিকা আড় নয়নে।
চাহিআঁ কাহ্নের মণে চিআইল মদনে ॥ ১ ॥
আল
পুরী চির মনোরথে।
জলকেলি কৈল কালীদহে জগন্নাথে ॥ ধ্রু ॥
কাহারো[১৪১।১] ধরিআঁ পাএ।
দুর জল লআঁ জাএ।
ডরে সে গোআলিনী কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞি বোলএ
ডুবিআঁ কাহারো তনে।
গুপতেঁ ধরিল কাহ্নে।
ভাবেঁ সে নিচলে গোপী থাকিলী তখনে ॥ ২ ॥
কাহারো নিতম্বে হাথে।
রসে দিল জগন্নাথে।
উলটি কৃষ্ণের সেহো ধরিলেক হাথে ॥

১ পুথিতে জলকেরি'।

কাহ্নাঞিঁ হাথ খসাইআঁ।
ডুবেঁ[১] পদ্মবন গিআঁ॥ ৩॥
গোপী ভাণ্ডী চির রহিলা মুখ তুলিআঁ॥ ৩॥
উঠী বুইল বচনে।
ধরী বড়ায়ির চরণে।
রাধা চন্দ্রাবলী লআঁ সব গোপীগণে॥
জলে রহি নিরাসে।
দেখি মণে মণে হাসে।
গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ॥ রূপকং॥

জলত পাখিল কাহ্নাঞিঁ মোর পরতেখ।
এখনে কেমনে বড়ায়ি হয়িল আদেখ॥
আকাশে উঠিল কিবা পসিল পাতালে।
কিবা মরি গেল কাহ্নাঞি যমুনার জলে॥ ১॥
বোলহ পরাণ বড়ায়ি [১৪১।২] সরূপেঁ আহ্মারে।
কমণ উপাএ পায়িব দেব দামোদরে॥ ধ্রু॥
ষোল সহস্র গোপী একলা[২] দামোদরে।
ডুবাআঁ[৩] মাইলেন্ত কাহ্নাঞিঁ[৪] জলের ভিতরে॥
হেন বুলি[ব] সব লোকেঁ[৫] দুসহ উত্তরে।
তাহাক শুণিতেঁ ভৈল দগধ আন্তরে॥ ২॥
সব গোপী মিলি চাহিআঁ বনমালী।
কথাঁহো না পায়িলোঁ তাক ভয়িলোঁ স বিকলী॥
সরূপেঁ লক্ষিএ বড়ায়ি কাহ্নের মরণ।
এতেকেঁ হারায়িল বুধী সব গোপীগণ॥ ৩॥
জীয়ন্ত থাকিত যবেঁ নান্দের নন্দনে।
এত খনে আবসই হৈত দরসনে॥
আপণেঞিঁ করহ সে বুধি পরকারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥ ৪॥

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

আল রাধা
তোর মুখে শুণী হেন বাণী।
এহা জলে মৈল চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
আল রাধা
বড় দুখ উপজিল মনে।
শরীরত হরিলোঁ চেতনে॥ ১॥
আল রাধা
যাবত কেহো নাহিঁ সুনে।
তাবত করি ঘর গমনে॥ ধ্রু॥
সখিসব নিষধ য[১৪২।১]তনে।
কেহো তার না কহিএ মরণে॥
এ বারতা যবেঁ বাহিরাএ।
সভ্যাব পরাণ তবেঁ জাএ॥ ২॥
একইতি মাএর ছাওআল।
সুন্দর বাল গোপাল॥
তোত লাগি যমুনাত মৈল।
এবেঁ তোর মণে সুখ ভৈল॥ ৩॥
কালী সঙ্গে হয়িআঁ এক ঠায়ি।
ভালমতেঁ চাহিব কাহ্নাঞিঁ॥
তবেঁ তার পায়িব উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মল্লাররাগঃ॥ রূপকং॥

সখী সখীবৃতা রাধা বৃন্দাবচনসংযতা।
জগামাগারমাগারং বহন্তী মানসং শুচঃ॥

রাধা ঘর গেলি দেখিআঁ কাহ্নে।
জলত হৈতেঁ উঠিল তখনে॥
গুপতেঁ রহিলা সে বৃন্দাবনে।
কেহো না জাণিল দৈব ঘটনে॥ ১॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ কইল কপটে।
রস ভুঞ্জিবারেঁ যমুনা তটে॥ ধ্রু॥

---

১ পুথিতে ডুপেঁ'।
২ একলা,' কলা' তোলাপাঠে।
৩ পুথিতে ডুবিআঁ'।
৪ কাহ্নাঞিঁ' তোলাপাঠে।
৫ 'হেন বুলি[ব] সব লোকেঁ'; বুলিবে,' ব'র একার কাটা ও তৎস্থলে তোলাপাঠে স'।

যবেঁ গেল রাতী এক পহর।
তবেঁ সে কাহ্নাঞিঁ গেল নিজ ঘর ॥
রাধার রূপ সোঁঅরী গোবিন্দে।
সকল রজনী না গেল নিন্দে ॥ ২ ॥
তাম্বাচুড়া রা[১৪২।২]এ হৈল বিহাণ
যমুনা তীরেঁ চলিলা কাহ্ন ॥
কদম্ব গাছে চড়ী বনমালী।
রহিলা রাধার পন্থ নেহালী ॥ ৩ ॥
মনে মনমথ সর[১] আরতী।
রসিক কাহ্নাঞিঁ কইল যুগতী ॥
রাধার কবিবোঁ পাঞ্চ সঙ্গতী।
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকং ॥

অধিরজনিবিরামং রামরম্ভারিপুত্র-
বরমভজত রাধা মাধবান্বেষণায়।
অতনুমতনুবাণব্যূহদাহং বহন্তী
তটমনু যমুনায়াঃ শুয়মানা সখীভিঃ ॥

বড়ায়ির বচন ধরিআঁ রাধা মনে।
ডাক দিআঁ সখিগণ আণায়িল তখনে ॥ ১ ॥
কাখেত কলসী করি বুড়ায়ি তুলে।
চলী ভৈলী চন্দ্রাবলী যমুনার কূলে ॥ ২ ॥
নাহিবার কাল নহে বড়ায়ি বিহাণে।
কেহোঁ না নিল কেহো গোপী তুঅঙ্গ বসনে ॥ ৩ ॥
চারী ভীত চাহি রাধা বুইল বচনে।
কুলত কাপড় থুয়িআঁ জলে চাহি কাহ্নে ॥ ৪ ॥
সব সখি বুইল রাধা ভাল বুঝিলেঁ কাজ।
[১৪৩।১]কেহো ত পুরুষ নাহিঁ এথাঁ কিসে লাজ ॥৫॥
হেন পরিভাবি রাধা লয়িআঁ গোপীকুলে।
বসন তেজি নাম্বিলী যমুনার জলে ॥ ৬ ॥
রাধিকা চাহিল কাহ্ন আলোড়িআঁ জলে।
তাক না পাইআঁ ভৈলী হৃদয়ে বিকলে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে সব'।

সব সখি সম্বোধিআঁ রাধা বুইল বাণী।
আহ্মাক মারিআঁ কথাঁ গেলা চক্রপাণী ॥ ৮ ॥
সখিসব মিলী রাধা বড়ায়ির পাএ।
বুইল কাহ্ন পায়িব বড়ায়ি কমণ উপাএ ॥ ৯ ॥
তরু হৈতেঁ তখনে ণাম্বিলা দামোদর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১০ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
গোপীর বসন হার লয়িআঁ দামোদর।
উঠিলা গিআঁ কদম্ব তরুর উপর ॥
তথাঁ থাকী ডাক দিআঁ বুইল বনমালী।
কি চাহি বিকল হঅ সকল গোআলী ॥ ১ ॥
নিকট আইস মোর সব গোপীগণে।
আজি কথা সুণ মোর মরণ জীবনে ॥ ধ্রু ॥
দেখি[ল] হরষে তা স[১৪৩।২]ব গোপ যুবতী।
গাছের উপরে কাহ্নাঞিঁ উল্লসিত মতী ॥
হরিআঁ গোপীর হার আঅর বসনে।
হাসে হাসি খলখলি[১] কাহ্নাঞিঁ গরুঅ মনে ॥ ২
কূলে পরিধান নাহিঁ দেখি গোপনারী।
হৃদঞঁ জাণিল তবেঁ নিলেক মুরারী ॥
তবেঁ বড় গল করী বুইল জগন্নাথে।
তোহ্মার বসন হের আহ্মার হাথে ॥ ৩ ॥
যাবত না উঠিবেঁহে জলের ভিতর।
তাবত বসন নাহি দিব দামোদর ॥
এহা জাণী তড়াত উঠিআঁ নেহ বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

অথ রাধা হরিং বীক্ষ্য তরোঃ শিখরগোচরং
বলনীতপরিধানভূষণং স্ত্রীযুতাবদৎ ॥

জলেঁ চাহিবারেঁ তবে নান্দের নন্দনে।
ঘাটত থুইল সন্ধে হার বসনে ॥

১ পুথিতে হাসো হাসে খলি খলি'।

সখিসব মেলিআঁ পাম্বিলাস্ত জলে।
হার বসন কাহ্নাঞিঁ লআঁ গেল বলে ॥ ১ ॥
আয়ি মোর লাজ নিলজ বনমালী।
জলে [১৪৪।১] বিবসিনী ডাক পাড়ে রে
গোআলী ॥ ল ॥ ধ্রু
জলতে উঠিলী রাহী আধ করি তলে।
দক্ষিণ করেঁ ঢাকিআঁ কুচযুগলে ॥
কাহ্নক বুইল তোর মুখেঁ নাহিঁ লাজ।
বড়ার বহুক করসি হেন কাজ ॥ ২ ॥
দূরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তড়াত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাথ ॥
তড়ে হাথ যোড় করী বুয়িল চন্দ্রাবলী।
হার বসন দেহ দেব বনমালী ॥ ৩ ॥
রাধার চরিত্র দেখি দেব দামোদর।
নেত বসন দিল রাধার উপর ॥
হার লুকাইআঁ রাধাক দিল বাস।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধায়া বাচমাচম্য নিরন্তররসান্তরঃ।
তামেবোপহসন্ কৃষ্ণো জগাদ জরতীমিদং ॥

আল বড়ায়ি
সাত পাঁচ সখিজন লআঁ।
জলেত পাম্বিলী লাঙ্গট হআঁ ॥ ল ॥
আল বড়ায়ি
নাহিঁ ম[া]ণে রাধা গুরুজনে।
হেন তিরী জিআএ আইহনে ॥ ল ॥ [১৪৪।২] ১
আল বড়ায়ি
কেহ্নে রাধা হেন কাম করে।
বিবসিনী পাম্বএ নীরে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ধরী তোহ্মে আহ্মার বচনে।
নিষধ রাধাক যতনে ॥
আর বার হেন না করিহে।
পুরুষের আখি নিবারিহে ॥ ২ ॥
দিল আহ্মে সহ্মারেঁ বসন।
তভোঁ কেহ্নে রাধিকা বিমন ॥
তাহাকে ত নাহিঁ পরকারে।
না জাণো কি আর বোলে মোরে ॥ ৩ ॥
পুছ গিআঁ রাধাক যতনে।
বাস পাআঁ রহিলছে কেহ্নে ॥
আহ্মাক না এড়ে কিবা আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

[ইতি যমুনাখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥]

অথ[১] যমুনা[খণ্ডা]ন্তর্গত হারখণ্ডঃ

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং।
জগাদ জরতীমেবং রাধিকাধিমতী সতী ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

যে বেলাএ পাটোল মোর নিলে গদাধরে
তথিত উপর ছিল সাতেশরী হারে ॥ ল ॥
আনেক যতনে মোরে দিলে পাটোলে।
হরিলেক হার মোর বালগোপালে ॥ ল ॥ ১ ॥
বোল গিআঁ আল বড়ায়ি মোর……

[ইহার পর ১৪৫-১৫১ পাতা নাই।]

[১৫২।১]তেকারণে আয়িলোঁ তোহ্মার থানে ॥ ৭ ॥

১ ইতি' কাটিয়া তোলাপাঠে অথ' করা।

বারে বারেঁ কাহ্ন সে কাম করে।
যে কামে হএ কুলের খাঁখারে ॥ ৮ ॥
আহ্মা বিগুতিল যেহেন কাহ্নে।
তেহ্ন বিগুতিল এ সখিগণে ॥ ৯ ॥
আপ[ে]ণ এবে দেখ বিদ্যমানে।
কাজ বুঝী এভোঁ বারহ কাহ্নে ॥ ১০ ॥
আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাণে।
তোহ্মার হৈবে সকল নাশে ॥ ১১ ॥
সব কথা বুয়িলোঁ তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ১২ ॥

মল্লারবরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

রাধাবচনমাচম্য গাঢ়ং দরভরাতুরা।
যশোদা রোষকলুষং রহসি প্রাহ কেশবং ॥

গোকুল নগরমাঝেঁ বসোঁ চিরকাল।
আহ্মা ভাল করী জাণে সকল গোআল ॥
ভাল পুত্র হৈলা তোহ্মে কুলের নন্দন।
তোহ্মাত লাগিআঁ হয়িব আহ্মার মরণ ॥ ১ ॥
কুমতী তেজহ কাহ্নাঞিঁ বুয়িলোঁ তোহ্মারে।
তোহ্মাত[১] লাগিআঁ কত সহি[১৫২।২]বোঁ সন্তারে ॥ ধ্রু ॥
বারেঁ বারেঁ যে কাম নিষধিএ আহ্মে।
নিষেধ না শুণী সেসি করহ তোহ্মে ॥
বাছা সব বুলে কাহ্নাঞিঁ নানা থানে থানে।
তোহ্মে ত বুলহ পুতা রাধার কারণে ॥ ২ ॥
সব গোপী লঞাঁ রাধা রাজাক গোচরী।
সহ্মে যবেঁ আসি মোক লই যাব ধরী ॥
তথাঁ কোণ বোলেঁ আহ্মে পায়িব নিস্তারে।
এ যুগতী পুতা বোলহ আহ্মারে ॥ ৩ ॥
মাঅ বাপত বড গুরুজন নাহীঁ।
একই আখরে মো বুয়িলোঁ তোর ঠাই ॥
আহ্মার বচনে পুতা নেবার ত মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে তোহ্মাতে'।

বিভাষরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য জননীবাচমচ্যুতশ্চ্যুতসম্পদং।
রাধাদিবল্লবীদোষং জবেদয়দয়ং রুদন্ ॥

সুণ মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুণী জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ ॥
কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তু[১৫৩।১]লিআঁ দেন্তি মাথে ॥ ১ ॥
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীঞঁ আহ্মারে বল করে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যমুনার তীরে গোপীজন লঞাঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পর পুরুষের সঙ্গে ॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসী রাধার দোষে।
আগেঁ আসী দোষে রাধা মোরে সেই রোষে ॥ ২ ॥
তোহ্মার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ী পাপত নাহিঁক মোর মন ॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদনবিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল[১] বহায়িআঁ দধিভারে ॥ ৩ ॥
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কূলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে ॥
সরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

দেশবরাডীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হেনয়ি সম্ভেদে বুঢ়ী মেলিলী আসিআঁ।
রাধা লআঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিআঁ ॥
তরাসিলী[২] হআঁ বুইল আইহনে[১৫৩।২]র আগে।
রাধা লআঁ আয়িলাহোঁ ঘর আজি বড় ভাগে ॥ ১ ॥
নানা পরকার করী সব জন ঠাই।
রাধার গোপ্য রাখিল সুবুধী বড়ায়ি ॥ ধ্রু ॥
গরু নিবারিতেঁ নারে কাহ্নাঞিঁ ছাওয়াল।
হিফিলেক রাধাক বলদ সিংহ[৩]টাল ॥

১ ফুলায়িল,' য়িল' ভোলাপাঠে। ২ পুথিতে তরাসিনী'।
৩ সিংহ,' হ'র আকার কাটা।

তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটীবনমাঝে।
খণ্ড খণ্ড দেহ দেখি ঘর না আইসে লাজে ॥ ২
আপণেই দেখ রাধার দেহগতী।
গাছে লাগি ছিণ্ডিল সকল গজমুতী ।
তরাসেঁ নিরস ভৈল রাধার আধর।
পরাণ রাখিলোঁ দিআঁ শীতল জল ॥ ৩ ॥
তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো কী।
তোহ্মার পুনে জিলী পদুমার ঝী ॥
সুণী আইহন পড়িলা বড়ায়ির চরণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

ইতি যমুনা[খণ্ডান্তর্গতহার]খণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ বাণখণ্ডঃ

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং

রাধাকৃচরিতং স্মৃত্বা প্রকুপ্য মধুসূদনঃ।
জগা[১৫৪।১]দ জরতীং তস্যাঃ করিষ্যন্নুচিতং ফলং ॥

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পায়িল আপমাণে ॥
বড়ায়ি ল।
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিরারিলোঁ মণে।
সরূপেঁ কহিলোঁ তোর থানে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
আহ্মার করিল রাধা বড়য়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার ॥ ধ্রু ॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পড়ে মোর পাএ ॥
মরমেঁ হাণিবোঁ তারে মনমথবাণে।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে ॥ ২ ॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী ॥
আহ্মার মনত জাগে আতি বড় রোষে।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে ॥ ৩ ॥
হেন মণে করে লওঁ রাধার পরাণে।
নাহিঁ করোঁ তোহ্মার কারণে ॥
আজি হৈতেঁ রাধিকাত নিবারিলোঁ আশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আহ্মার বচন শু[১৫৪।২]ণ কাহ্নাঞিঁ গোআল।
গোআলিনী রাধা পাতে আশেষ জঞ্জাল ॥
হাণ পাঁচ বাণে তাক না করিহ দয়া।
গোআলিনী রাধার খণ্ডুক সব মায়া ॥ ১ ॥
শুণহ কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে আহ্মার বচনে।
রাধাক হাণ ফুলের পাঁচ বাণে ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ রাধাক দিলোঁ মো তোহ্মার তাম্বুলে।
কোণো পরকারেঁ না শুণিল মোর বোলে ॥
কোন কাম না কৈলে[া] তোহ্মাত লাগিআঁ।
আপণা বোলায়িল সতী আহ্মাক মারিআঁ ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর কাহ্ন মোর বোল শুন।
কাঁট করী ফুলের ধনুত দেহ্ গুন ॥
স্তম্ভন মোহন আর দহন শোষনে।
উছাটিণ বাণে লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
ত্রিজগতনাথ তোহ্মে দেব বনমালী।
তোহ্মাকে না করে ভয় রাধা চন্দ্রাবলী ॥
উলটিআঁ সে যাচু তোহ্মাক যতনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া[1] ॥

কৃষ্ণোঽমুমতিমাসাদ্য জরত্যাঃ কৃতমণ্ডনঃ।
পঞ্চবাণশরৈশ্চক্রে[১৫৫।১]রাধিকামারণে মতিম্ ॥

ময়ূর পুছেঁ বান্ধিআঁ চুড়া
তাত কুসুমের মালা।
চন্দন তিলকেঁ শোভিত ললাট
যেহ্ন চাঁদ ষোলকলা ॥
কাজলেঁ উজল নয়নযুগল
খঞ্জনকে উপহাসে।
ঈসত হাসত ভুবন মোহন
যেহ্ন কমল বিকাসে ॥ ১ ॥
ফুলের ধনু হাথে করী কাহ্নু
গেলা বৃন্দাবন পাশে।
রাধার বচন আনলেঁ দগধ
মনত করিআঁ রোষে ॥ ধ্রু ॥
হিরাএঁ জড়িত রতন কুণ্ডল
মণ্ডিত গণ্ড যুগলে।
সিন্দুর লুলিত মুকুতা পাঁতী
সম দশন উজলে ॥
মনোহর হার কেয়ুর পহ্নী
আঙ্গদ যুগল হাথে।
রতন কঙ্কন আতি বিতপন
পহ্নীল জগতনাথে ॥ ২ ॥
সকল শরীর চন্দনে লেপিল
নেত ধড়ী পরিধানে।
তাহাঁর উপর মণি বিরচিত
কিঙ্কিনী বান্ধিল কাহ্নে ॥
কর্পূর বাসিত তাম্বূল বদনে
হাথে কনকের বাঁশী।
কদম তলাত কোমল পাতত
থাকিলা কা[১৫৫।২]হ্নাঞি বসী ॥ ৩ ॥
শীতল সমীর[2] জন মনোহর
কোকিল পঞ্চম গাএ।
সব তরুগণ বিকাস কুসুম[1]
ভ্রমর কাঢ়এ রাএ ॥
আতি রুষ্ট হআঁ রহিলা কাহ্নাঞি
রাধা মারিবার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কাহ্নাঞিকে পথতে রাখিআঁ।
আল বড়ায়ি।
রাধার পাশক গিআঁ ॥ ল রাধা ॥
বুইল তোহ্মে কি কাম করহ।
আল।
এবেঁ কেহ্নে হাটক না জাহ ॥ ল রাধা ॥ ১ ॥
দুধ দধি ঘরে রাখ কেহ্নে।
আল।
রাজপদ কি পাইল আইহনে ॥ ল রাধা ॥ ধ্রু
ঝাঁট করী সাজহ পসারা।
দধি বিকে জাইউ মথুরা ॥
এসি আছে জীবার উপাএ।
তাহাক এড়িতেঁ না জুআএ ॥ ২ ॥
যত আছে তোর সখিগণে।
সন্ধাক আণাহ এই খনে।
ঝাঁট যবেঁ হাটক জাইএ।
তবেঁ লাভেঁ পসার বিচিএ ॥ ৩ ॥
সত্বরেঁ চলহ এহা জাণী।
আন না ক[১৫৬।১]রিহ মোর বাণী ॥
তোর সঙ্গে যাওঁ মো হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ ক্রীড়া' তোলাপাঠে। ২ পুথিতে শরীর'। ১ কুসুম,' সু' তোলাপাঠে।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

বড়ায়ির বচন শুণী রাধা চন্দ্রাবলী ।
দধির পসার লআঁ মথুরা চলিলী ॥ ১ ॥
ললিত খোঁপাত শোভে চম্পকের মালা ।
হরশিরে শোভে যেহ্ন কনকমেখলা ॥ ২ ॥
শিশত সিন্দুর শোভে উয়ে যেন সুর ।
নয়ন দেখিআঁ খঞ্জন জাএ দূর ॥ ৩ ॥
নানা আভরণ রাধা পহ্নী সাবধানে ।
পসার ঢাকিআঁ লৈল নেতের বসনে ॥ ৪ ॥
আগু বড়ায়ি জাএ পাছে জাএ রাধা ।
মথুরাক জাইতেঁ কেহো না কৈল বিরোধা ॥ ৫ ॥
কথো দূর গিআঁ যমুনাত পার হআঁ ।
বৃন্দাবনের পাশে মিলিলা গিআঁ ॥ ৬ ॥
দেখিল কদমতলে বসে কাহ্নাঞি ।
ধীরেঁ বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাই ॥ ৭ ॥
তখন রহিল রাধা বৃন্দাবন পাশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আ[১৫৬।২ ল কাহ্ন]
আনেক করিআঁ যতনে । আল ।
রাধারে আণিলোঁ এহা থানে ॥ ল ॥
আল কাহ্ন
পুরুব যুগতি আনুমানে ।
আজি রাখ আপণ মানে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন
আজি মোর ভৈল শুভ দিনে ।
তোহ্মা সমে হৈল দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কি কহিব রাধার কথা ।
কহিতেঁ মনত লাগে বেথা ॥
তেহ্ন কৈল তোহ্মা খাঁখার ।
যেহ্ন লাজ পায়িলেঁ আপার ॥ ২ ॥
কহিলোঁ মো তোহ্মাতে সরূপ ।
ঝাঁট কর তার আনুরূপ ॥
জুড়িআঁ মদন পাঁচ বাণে ।
আজি লঅ রাধার পরাণে ॥ ৩ ॥
রাধা যবেঁ বিরহেঁ বিকলী ।
হআঁ চাহে তোহ্মা বনমালী ॥
তবেঁ বড় পাইএ হরিষে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

যমাপি যত্নমেকান্তং জরতী ত্বদুদীরিতং ।
অধুনা রাধিকামেতৎ প্রতিপাদয মদ্বচঃ ॥

বোল রাধিকারেঁ বড়ায়ি আহ্মার বচনে ।
তাহাক করিল আহ্মে আনেক [১৫৭।১] যতনে
তভোঁ আহমতী মোক নাঁ দিলেক ভালে ।
তাহার মণ থীর নহে কোণ কালে ॥ ১ ॥
আতি বড় কৈল রাধা আহ্মার খাঁখার ।
এবেঁ পাঁচ বাণে প্রাণ লইবোঁ তাহার ॥ ধ্রু ॥
পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান ।
তাহাক পেলাআঁ মোর কৈল আপমান ॥
আহ্মার কারণে তোহ্মা চড়েঁ মারিল ।
সে কারণে রাধা মোক বড় দুখ দিল ॥ ২ ॥
আর যত দিল মোরে নানাবিধ গালী ।
তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী ॥
যতন করিআঁ আহ্মে কান্ধে আপণার ।
তার বোল পালিলোঁ বহিলোঁ দধিভার ॥ ৩ ॥
তাহার কারণে কালীদহে দিলোঁ ঝাঁপ ।
সকল লোকের মণে লাগি গেল কাঁপ ॥
তভোঁ না রহিলোঁ বড়ায়ি তাহার মণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

দামোদরস্য বচসা তরসা জরতী ততঃ ।
রাধায়াঃ সবিধং গত্বা নিভৃতং নিজগাদ তাম্ ॥

তো[১৫৭।২]হ্মার চরিতেঁ রাধা পাআঁ আপমাণে ।
আসুখিল হআঁ মোক পাঠায়িল কাহ্নে ॥
হেন বুয়িল তাত লাগি কইলোঁ যত কাজ ।
তাক আন করি' প[া]ড়িলেঁ মুণ্ডে বাজ ॥ ১ ॥
এবেঁ সে জানিলোঁ ভালেঁ রাধার বেভার ।
মাঅক জাণাআঁ মোর করিল খাখার ॥ ধ্রু ॥
নিথর সহিলোঁ তার গালি বচনে ।
ভার বহিল আহ্মে তাহার কারণে ॥
তভোঁ সুখ না ভৈল তাহার মণে ।
কেমনে তোষিব[২] আর হেন নারীজনে ॥ ২ ॥
এতেকেঁ লখিলোঁ বাধা কাহ্নাঞিঁর মণে ।
বড রোষ উপজিল তোহ্মার কারণে ॥
সরূপেঁ ফুলের ধনু জুড়িল পাঁচ বাণে ।
হাণিআঁ নৈবেক রাধা তোহ্মার পরাণে ॥ ৩ ॥
পরাণ নাতিনী মোর ধরহ বচন ।
আপনে আসিআঁ ধর কাহ্নের চরণ ॥
তবেঁ সে রাখিব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার পরাণে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে[৩] ॥ ৪ ॥

ধান্নষীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

খোঁপা পরতেখ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর হর
[১৫৮।১] কেশপাশে নীল বিদ্যমানে । এআ ।
সিসের সিন্দুর সূর ললাটে তিলক চাঁদ
নয়নত বসএ মদনে ॥ এআ ॥ ১ ॥
সুণ বড়ায়ি ল
বোল গিআঁ গোবিন্দক বাতে । এআ ।
তীন ভুবন বীর রাখএ যৌবন ধন
কি করিতেঁ পারে জগন্নাথে ॥ [এআ ॥] ধ্রু ॥

নাসা বিনতানন্দন পাণ্ডু গণ্ড[১] পাশে কর্ণ
বিম্ব ওষ্ঠ পুষ্প দন্ত সঙ্গে ।
কুচযুগ যুধিষ্ঠির বাহু দণ্ড মনোহর
সুগ্রীব শরীর বসে রঙ্গে ॥ ২ ॥
বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে
মাঝ দেশে সিংহ বিদ্যমানে ।
জঘনে বসে নূপুরু[২] আতিশয় রুচি গুরু
পদনখ নক্ষত্রগণে ॥ ৩ ॥
হাথে ধরী ধনু বাণে কাহ্নু আসু বিদ্যমানে
তভোঁ তাক নাহিঁ মোর ডরে ।
বোল দূতা কাহ্নু পাশে গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে
দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ ক্রীডা ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

জরতীমুখতঃ শ্রীত্বা রাধাগর্ব্ববচো হরিঃ ।
সবাণং ধ[১৫৮।২]নুরাকৃষ্য গত্বা স্বয়মুবাচ তাম্ ॥

রাধা নিতী বিকণসি দধী ।
তোর হৈবে কত না বুধী ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ হওঁ মো গোআলজাতী ।
মোর বুধী তো রাখউ[৩] মতী ॥ ২ ॥
রাধা ।
মাথাত গুলাল ফুলে ।
তোর নহে সে লাখেক মূলে ॥ ৩ ॥
বোলসি তোঁ তুতীবচনে ।
তাত না লাগে আহ্মার মনে ॥ ৪ ॥
হআঁ তোঁ গোআলঝিআরী ।
তোহ্মে এত বড় আছিদরী ॥ ৫ ॥
নহোঁ কাহ্নু মো আছিদরী ।
বড় নিলজ তোহ্মে মুরারী ॥ ৬ ॥
রাধা তোর থীর নহে মণে ।
তোকে মন্দ বোলোঁ তেকারণে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে করে' ।
২ তোষিব,' সহি' কাটিয়া তোষি' করা ।
৩ চণ্ডীদাস,' স'র একার কাটা এবং বাসলীগণে' তোলাপাঠে ।

১ পুথিতে গণ্ডু' । ২ পুথিতে নূপুরু' ।
৩ পুথিতে রখেউ' ।

কংস বড় দুরুবারে।
তার ভএ নিবারেঁ৷ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
কংস মারিবোঁ পরাণে।
তবেঁ সাধিবোঁ আপণ মাণে ॥ ৯ ॥
কালী খাইলেঁ তোহ্মে থীরে।
আজি বোলসি বামন বীরে ॥ ১০ ॥
খাআঁ পূতনার থীরে।
তাব পরাণ হরিলেঁ৷ শরীরে ॥ ১১ ॥
বধিলেঁ পূতনা নারা।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরা[১৫৯।১]রী ॥ ১২
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাণী না লএ পীতরে ॥ ১৩ ॥
তোব মুখ নাহিঁ চাহা।
তোহ্মে আতি পাপিআ কাহ্নাঞি ॥ ১৪ ॥
জুড়িআঁ এ পাঁচ বাণে।
আজি লইবোঁ তোব পরাণে ॥ ১৫ ॥
তোহ্মে না কর মোর নিরাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৬ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মাব বচন কাহ্নাঞিঁ ধরহ মণে।
মতি নিবারহ তোহ্মে আশেষ যতনে ॥
আহ্মাক মারিআঁ তোহ্মে কথাঁ পাইবেঁ ঠাই।
মণত গুণিআঁ চাহ আপণে কাহ্নাঞিঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
না যোড না যোড় মদন পাঁচ বাণে।
আকারণে কাহ্নাঞিঁ মোর লইবেঁ পরাণে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
দশ চারি বরিষের হওঁ মো গোআলী।
হেন তিরী মারিতেঁ অযোগ বনমালী ॥
তোহ্মে যবেঁ হাণিবেঁ আহ্মাক পাঁচ বাণে।
কাটারত ভর করী তেজিবোঁ পরাণে ॥ ২ ॥
অবুধ কাহ্নাঞিঁ তোঁ মোর বোল সুণ [১৫৯।২] ॥
পরার বচনে তোঁ ধনুত না দেঁ গুণ ॥
তোহোর ধনুর বাণে মরণ আহ্মার।
এ পুণী কাহ্নাঞিঁ তোর বড়ই খাঁখার ॥ ৩ ॥
দেবাসুর নর যার নাহিঁ সহে টান।
তিরীর উপরে সে যোড়ে পাঁচ বাণ ॥
না জাণিআঁ রুখ বুইলেঁ৷ তোহ্মার চরণে।
পুরিবোঁ তোহ্মার আশ না জুড়িহ বাণে ॥ ৪ ॥
গরঞ্জালী বুঢ়ী আছে তোহ্মার পাশে।
লোক ধরম কাহ্নাঞিঁ সব তোর নাশে ॥
আহ্মা মাইলে তোর পাপেঁ নাহিঁক মুকতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

গুআ পান দিআঁ দূতী পাঠায়িলেঁ৷ তোরে।
বিণি আপরাধেঁ তো মারিলি তাহারে ॥
কোণ কাম না কয়িলেঁ৷ তোহ্মার আন্তরে।
সংসার ভরায়িলি তোঁ আহ্মার খাঁখারে ॥ ১ ॥
মারিবোঁ জুড়িআঁ মদণ পাঁচ বাণে।
কংস নরপতি তোর রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
দেব আসুর যার না সহে টান।
হেন বাণে রা[১৬০।১]ধা তোর লইবোঁ পরাণ[1]
যদি বা আছএ তোর পরাণের ভএ।
শরণ সাম্বাহ তবেঁ বড়ায়ির পাএ ॥ ২ ॥
আনেক কাকুতী করিলেঁ৷ তোহোরে।
তভোঁ মোর আশমান কৈলেঁ বারে বারে ॥
এতেকেঁ জাণিলেঁ৷ তোর থীর নহে মণে।
এবেঁ মোর হাথে তোর আবসি মরনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক মারিবোঁ আর আইহন বীর।
আর কংস মারিতেঁ মন কৈলেঁ৷ থীর ॥
তোহ্মার জীবার আর নাহিঁক উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে পরাণে'।

বসন্তরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ ।
জগাদ চ নিজত্রাণপরায়ণমিদং বচঃ ॥

সুণ হে বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মার চরণে ।
নিষধ কাহ্নাঞিঁকে মোক না জুড়িহে বাণে ॥
সব ঠাই তোহ্মে মোর নিস্তার কারণে ।
এবেঁ তোর লাগি হএ আহ্মার মরণে ॥ ১ ॥
সুণ হে বড়াই মোরে দয়া ধর মণে ।
[১৬০।২] বারেক কাহ্নাঞিঁক বুলী রাখহ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী ।
বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী ॥
এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ ।
লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ দাণ ॥ ২ ॥
একে মোরে রুঠ কাহ্ন তাহে রোষ তোর ।
এবেকেঁ জাণিলোঁ নিস্তার নাহিঁ মোর ॥
কোপ ছাড়ী বোল কাহ্নে মোহোর আন্তরে ।
যেহ্ন রক্ষা করে মোরে দেব দামোদরে ॥ ৩ ॥
আর কভোঁ না লঙ্ঘিবোঁ তোহ্মার বচনে ।
সে করিহ তবেঁ যেবা থাকে তোর মণে ॥
আহ্মা মাইলেঁ বড়ায়ি কি পুরিবেঁ কাহ্নের আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বসন্তরাগঃ ॥ একতালী ॥

বিপরীতমতির্বৃদ্ধা জগাদ হরিমন্তথা ।
অথ তদ্বচ[সং প্রাপ্য] রাধাং প্রাহ হরিঃ পুনঃ ॥

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল[১] ।
কংস মারিবারে আহ্মে[২] আবতার কৈল ॥
মামা বধ করি[১৬১।১]বোঁ মো লিখিত করম ।
তেকারণে গোপকুলে লভিল জরম ॥ ১ ॥
পসরিলহে মদন পাঁচ বাণে ।
কে তোর রাখিবে রাখউ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হের ফুলের ধনু ফুলের পাঁচ বাণ ।
এহি ফুলেঁ আজি তোর লইবোঁ পরাণ ॥
আহ্মার খাঁখার কৈলেঁ সব জন থানে ।
তেকারণে রাধা তোক যোড়োঁ পাঁচ বাণে ॥ ২ ॥
হেন পাঁচ বাণে কাহ্ন মারে পরতিরী ।
আহ্মা না চিহ্নসি রাধা বড় আছিদরী ॥
পুরুবে দূতী মারিলি কমণ কারণে ।
এবেঁ তোর ফল হের দেওঁ এহি বাণে ॥ ৩ ॥
বাম হাথে ধনুক ডাহিণ হাথে বাণ ।
রাধার হিআত মাইল সুদৃঢ় সন্ধান ॥
পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্টশরাসনসমুদ্গতৈঃ ।
শরৈঃ সংভিন্নহৃদয়া রাধাহ জরতীমিদং ॥

এথাঞিঁ রহিআঁ বড়ায়ি স[১৬১।২]জাইবোঁ ঘর ।
এথাঞিঁ আণায়িবোঁ বড়ায়ি নান্দের সুন্দর ॥
এথাঞিঁ তা লয়ি মোঁ করিবোঁ শৃঙ্গার ।
সফল করিবোঁ নব যৌবন ভার ॥ ১ ॥
কত সহিবোঁ এ বড়ায়ি ল ।
কুসুমশর বাণ কত সহিব ॥ ধ্রু ॥
এথাঞিঁ যমুনা বড়ায়ি এথাঞিঁ বৃন্দাবন ।
এথাঞিঁ আণাঅ মোর নান্দের নন্দন ॥
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁর মোঁ ধরিবোঁ নিচোলে ।
এথাঞিঁ কাহ্নাঞিঁকে দিবোঁ কুচ ভেড়ি কোলে ॥ ২ ॥
এ নব যৌবন বড়ায়ি ময়মত করী ।
লাজ আঙ্কুশেঁ তাক নিবারিতেঁ নারী ॥
দুর্ব্বার মদনশর সহিতেঁ না পারী ।
বাহিরে না মারে ভিতরে পুড়ী মরী ॥ ৩ ॥
আদেখ বাণের ঘাঅ সহিতেঁ না পারী ।
হেন পাঁচ বাণে কাহ্নাঞিঁ মারে পরতিরী ॥

১ পুথিতে শোধিল' । ২ আহ্মে' তোলাপাঠে

এহা বুলী মুরুছা গেলী মনমথবাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ প্রকীর্ণকং ॥
বিচিত্র লগনী ॥ [১৬২।১] দণ্ডকং ॥

পরিহাসেঁ বুইলোঁ[1] তোকে প্রাণে মার রাধা।
তাতে তোর মণে কেহ্নে নহিল বিরোধা ॥ ১ ॥
মুরুছা পড়িলী রাহী দেখিআঁ বড়ায়ি।
বুলিতেঁ লাগিলী কিছু কাহ্নাঞিঁর ঠাই ॥ ২ ॥
তোর বোলেঁ কৈলোঁ বড়ায়ি রাধার বিনাশ।
এবেঁ কেহ্নে বোলহ বুয়িলোঁ পরিহাস ॥ ৩ ॥
পুরুব যুগতি যত তোহ্মে আহ্মে কৈল।
তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ ৪ ॥
বোল না ধরিল রাধা বুয়িলোঁ সেই রোষে।
সে বচন কেহ্নে [না] তোর মণে পরিহাসে ॥ ৫ ॥
বিচার না করী কাহ্ন কেহ্নে হেন কৈলেঁ।
তিরীবধপাপেঁ আপণা মজায়িলেঁ ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বোলেঁ ভয় পাইল দামোদরে।
বুইল বড়ায়ি কর আহ্মার নিস্তারে ॥ ৭ ॥
বিনয়ে বুইল কাহ্ন[2] বড়ায়ির পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৮ ॥

কহুগুর্জ্জরীরাগঃ ॥ একতালী ॥

শতেক ব্রাহ্মণ আর [১৬২।২] মায়িলেঁ গোকুল।
যে পাপ সেহো নহে তিরীবধতুল ॥
রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ বাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥ ১ ॥
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহ্নাঞিঁ মোরে নাহি ছো ॥
মোরে নাহিঁ ছো কাহ্নাঞিঁ বারাণসি যা।
আঘোর পাপেঁ তোর বেআপিল গা ॥ ধ্রু ॥
তিরী বধ কইলি কাহ্নাঞিঁ আপণ মণে।
আপযশ থাকিল তোর তীন ভুবনে ॥
আপণে গুণিআঁ চাহ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।
কোণ আপরাধেঁ মাইলেঁ চন্দ্রাবলী রাহী ॥ ২ ॥
একেঁ তিরী বধ আরেঁ রাজা দুরুবার।
আপণ রাখিতেঁ কাহ্ন কর পরকার ॥
রাধাক মারিলেঁ কাহ্নাঞিঁ কাহার বচনে।
এবেঁ ঝাঁট পালাইআঁ চল বৃন্দাবনে ॥ ৩ ॥
রাধা জিআইবারে কাহ্নাঞিঁ কর পরকার।
তবেঁসি হয়িব কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার নিস্তার ॥
আহ্মেহো থাকিব কাহ্না[১৬৩।১]ঞিঁ তবেঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়ায়ি ফুলের বাণে ॥
সেহো কাম কৈলোঁ বড়ায়ি তোহ্মার বচনে।
এবেঁ দোষ মোকে তোহ্মে দেহ কি কারণে ॥
রাধা জিআইতেঁ মোকে উপায় নাহীঁ।
সে কর যেমনে দোষ এড়াএ কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
জগতের ভালী রাধা এখনে মৈলী।
দিনে পুনমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী ॥
কনকচম্পক সম তার দেহযুতী।
মোকে তিরীবধ দিআঁ রাধা গেলা কতী ॥ ২ ॥
রাধা আপরাধ কৈল আহ্মার আপার।
তাক কেহো নাহিঁ জাণে করম আহ্মার ॥
ফুলের ঘাএ হৈল রাধার মরণ।
সুণী মোক[1] কি বুলিবে সব গোপগণ ॥ ৩ ॥
তিরীকলা পাতি কিবা রাধা নিন্দ জাএ।
ফুলের ঘাএ কাহ্নো মরণ হএ ॥

১ বুইলোঁ'—'মা' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বু' করা।
২ পুথিতে 'রাধা'।

১ পুথিতে 'তোক'।

ছাড়িলোঁ [১৬৩।২] মো ঘাটদান[১] আর পরিহাসে।
তোলহ রাধাকে বড়ায়ি গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

আছিদর কাহ্নাঞিঁ পথত কৈলেঁ বলে।
আপণার সুখে বসী কদমের তলে ॥
পরাণে মারিআঁ রাধা পাঁচশরবাণে।
এবেঁ কি বোলহ মো ছাড়িলোঁ সব দানে ॥ ১ ॥
কি কৈলী কি কৈলী কাহ্নাঞিঁ রাধাক মারিআঁ।
কথো দিন থাকিলেঁ মো দিতোঁ ম মানাআঁ ॥ ধ্রু ॥
সব সখিগণ কাঁদে বুলী ত্রিদশের রাঅ।
কি কারণে রাধার হিআত দিলে ঘাঅ ॥
ছিল এক পাপ কাহ্নাঞিঁ নাহিঁক যে বংশে।
এবেঁ তিরীবধ তোর সপত পুরুষে ॥ ২ ॥
কাহ্নে তিরী বধ কৈলেঁ নান্দের নন্দনে।
আব তোর মুখ না দেখিব কোণ জনে ॥
যবেঁ তোহ্মে রাধাক জিআঅ এখনে।
তবেঁসি পাপসাগরে তোহ্মার তরণে ॥ ৩ ॥
দূতীর বচনে রাধার নৈলোঁ পরাণ।
হেন মিছা বচন বো[১৬৪।১]লহ কেহ্নে কাহ্ন ॥
রাধাক মাইলেঁ তোহ্মে আপণার সুখে।
আহ্মার মনত দিলেঁ আতিবড দুখে ॥ ৪ ॥
এবেঁ যাবত না কর রাধার জীবনে।
তাবত বান্ধিআঁ তোকে রাখিলোঁ মো কাহ্নে ॥
শতেক ব্রহ্মবধ নহে যার তুলে।
হেন তিরীবধ কাহ্নাঞিঁ সঙ্গে তোর[২] বুলে ॥ ৫ ॥
আর তোর কি বা কাহ্নাঞিঁ বুলিব বচনে।
বাজা কংস জাণিলেঁ হারাযিসি জীবনে ॥
বান্ধিল কাহ্নাঞিঁকে বুঢ়ী এহি বচনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৬ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

হরিতালী চন্দ্র দেখিলোঁ ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলোঁ কিবা পুরিল কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলোঁ জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার।
আছুক লাভ মোর মূলত আফার ॥ ধ্রু ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধার কারণে ভৈল এতেক [১৬৪।২] খাঁখার ॥
সুণিআঁ বা কি বুলিব মোরে সব জনে।
আজি আহ্মে গোকুলক জাইব কেমনে ॥ ২ ॥
তোঞঁ বুঝিলী বড়ায়ি[১] রাধা মোরে দিল গালী।
তেকারণে পরাণে মাইলোঁ চন্দ্রাবলী ॥
ত্রিদশের আধিপতী নামে শ্রীকাহ্ন।
তোহ্মাত লাগিআঁ সহে এত আপমান ॥ ৩ ॥
যে বচন বোলোঁ মোঞঁ তাত নাহিঁ বাধা।
জিআইআঁ দিবোঁ মো চন্দ্রাবলী রাধা ॥
বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

ঘুচাইল বন্ধন তোর সুন বনমালী।
ঝাঁট করী জিআঅ গোআলী চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
যাবত আইহন বীর এহা নাহিঁ শুনে।
তাবত উপায় কর রাধার জীবনে ॥ ২ ॥
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর।
সে কর যেমনে রাধা জিআঁ জাএ ঘর ॥ ৩ ॥
মণের সন্তাপেঁ তোক বুলিলোঁ বচনে।
তা[১৬৫।১]ক না চিন্তিলেঁ মাইলেঁ
রাধাক পরাণে ॥ ৪ ॥
আছিদর কাহ্নাঞিঁ তিরীক প্রাণে মাইলেঁ।
সকল সংসার জুড়ী কলঙ্ক রাখিলেঁ ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে দানঘাট'
২ তোর' তোলাপাঠে।
১ বড়ায়ি' তোলাপাঠে।

দুরুবার কংস নরপতি আছে পাটে।
তাক না মানি হেন কাম কৈলেঁ বাটে ॥ ৬ ॥
যত আপরাধ তোর কৈল চন্দ্রাবলী।
সব মরষিআঁ তাক জিআ বনমালী ॥ ৭ ॥
সহজেঁ হৈব তোর চন্দ্রাবলী বসে।
জিআঅ রাধাক গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৮ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হত্বাং কুসুমবাণেন রাধিকাং রসসাধিকাং।
বিলোক্য পুরতঃ কৃষ্ণো বিললাপ নিরন্তরং ॥

দূতীর বচন ফলে মারিলোঁ তোহ্মারে।
কিসক তিরীবধ তোঁ দিলি আহ্মারে ॥
মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার।
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার ॥ ১ ॥
মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে সুণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ধ্রু ॥
বারেক সুন্দরি রাধা সুণ মো[১৬৫।২]র বোল।
মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল ॥
ছাড়িলোঁ মো মাহাদাণ তেজিলোঁ মো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে ॥ ২ ॥
কি বা না করিল আহ্মে তোহ্মার আন্তরে।
আহ্মাক হেলিলেঁ তোহ্মে সব পরকা[-]র ॥
উপজিল রোস মোক মাইলোঁ ফুলবাণে।
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তেজিবেঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
মুখ তুলী চাহ মোর পালাউক পাপ।
আঅর খণ্ডুক মোর বিরহ সন্তাপ ॥
আহ্মার জীবন রহে তোহ্মার জীবনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কাছের কলসী রাধা পাণি তোলসি ল
পএর বাজে তোর নূপুর।
রতনে জড়িত তোর দুঈ বাহু শঙ্খ ল
শিশে তোর শোভএ সিন্দুর ॥ ১ ॥
আল বালী হরি হরি য়ে।
কেমণে মৈলিসি গোআলী ॥ ধ্রু ॥
পাট পরিধান তোর নেতের আঁচল ল
মাণিকেঁ[1] [১৬৬।১] খঞ্চিল দুঈ পাশে
বারেক জিঅ রাধা রতি ভুঞ্জ সুখে ল
পাছে তোক নিবোঁক বিলাসে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ রাধা তোহ্মে মরিবেঁ ল
তবেঁ কি মো হাণো পাঁচ বাণে।
উঠ উঠ আল রাধা দধি বিকে জাঅ ল
আহ্মে তোর ছাড়িল দানে ॥ ৩ ॥
শঙ্খ চক্র গদা করে গরুড় বাহন ল
আহ্মে দেব সারঙ্গধরে।
কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস্ গাএ ল
পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ ৪ ॥

বেলাবলারাগঃ ॥ একতালী ॥

বারেক জিঅ তোঁ গোআলী। রাধা ল
আর না বুলিবোঁ ধামালী ॥
এবার মুখের পেলা কালী। রাধা ল।
পরিহার বোলে বনমালী ॥ ১ ॥
কাহ্নেরেঁ তিরীবধ দিআঁ। রাধা ল।
কোণ পুরী জাইবেঁ পালাইআঁ ॥ ধ্রু ॥
দহে পেলোঁ সে ফুলের বাণ।
যে বাণে তেজিলি তোঁ পরাণ ॥
বারেক রাখহ মোর মান।
হয়িএ আহ্মে তোর প্রিয় কাহ্ন ॥ ২ ॥
হের মোঁ করিলোঁ যোড়হাথে।
এবেঁ মোরে তুলী চাহ মাথে ॥
[১৬৬।২] উঠী কর সময় বাত।
বিকল না কর জগন্নাথ ॥ ৩ ॥

---

১ মাণিকেঁ,' ণিকে' তোলাপাঠে।

আহ্মে বীর ভুবনে বিশাল।
গোকুলত বালগোপাল ॥
উঠা বৈশ আহ্মার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

সিন্ধোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন
ঘুসিএ জগত জনে ল।
বালি।
ত্রিদশ ঈশ্বর করায়িলেঁ ভারা
সারিলেঁ আপন মানে ল ॥ ১ ॥
বালী জাগ হে জাগ হে [।]
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল ॥ ধ্রু
মুখ তুলি আহ্মা যবেঁ না দেখিবেঁ
তবেঁ মো মরিবোঁ পরাণে।
যাইবোঁ বারাণসী কিবা গোদাবরী
করিবোঁ তনু তেআগে ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গমে শরীর তেআগিবোঁ
রাধে তোহ্মার কারণে ল।
তোর দুখ দেখি সুন্দরি রাধে ল
ধরিতেঁ না পারোঁ পরাণে ॥ ৩ ॥
আনল শরণ কিবা করিবোঁ
যদি না দিবেঁ বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ
দেবী বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

[১৬৭।১] কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আঁয়িল তাহার ॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী ॥ ১ ॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেবরাজে ॥ ধ্রু ॥
তালের বিণিএঁ রাধাক নিচি কাহ্ন।
নির্ম্মল যমুনা জল করায়িল পান ॥
জিআঁ উঠিলী রাধা পরম হরিষে।
সখিজন হুলাহুলী পাড়ে চৌদিশে ॥ ২ ॥
রাধা বস করি কাহ্ন গেলা বৃন্দাবনে।
তার পাছে গেলী রাধা বিকলী মদনে ॥
বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল কাঢ়ে রাএ।
বিকসিত কুসুম দক্ষিণ বহে বাএ ॥ ৩ ॥
আচম্বিত লুকাইলা কাহ্নাঞিঁ বৃন্দাবনে।
নব কিশলয়গণে রচিআঁ শয়নে ॥
তার মাঝেঁ বসিআঁ থাকিলা নারায়ণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

পঠমঞ্জরীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধাক মারিআঁ পু[১৬৭।২]ণী জিআইল কাহ্নে।
কৌতুক মণে কাহ্ন লুকায়িলা বনে ॥
বড়ায়ি লইআঁ তাক চাহে বৃন্দাবনে।
রাধা হেন বলিআঁ বচনে ॥ ১ ॥
এথাঁ ছিলা কাহ্ন কথাঁ গেলা এখনে।
সরূপেঁ কহিআঁ বডায়ি রাখ পরাণে ॥ ধ্রু ॥
থানে থানে বন বিচারিআঁ বডায়ি।
কুঞ্জের মাঝে দেখিল কাহ্নাঞিঁ ॥
কাহ্নের থানত রাধী[১] চন্দ্রাবলী রাণী।
বড়ায়ি[২] বুইল হেন মধুরস বাণী ॥ ২ ॥
কাহ্নাঞিঁ কিছু তোর দয়া নাহিঁ মণে।
নাগরী রাধাক এবেঁ তেজসি কেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
রাধা মাধব দুই করি এক ঠাই।
আতি দূর গিআঁ রহিলা বড়ায়ি ॥
কাহ্ন রূপবতী রাধা দেখি নিজ পাশে।
কাহ্নের মনত উপজিল রসে ॥ ৩ ॥
হরি দৃঢ় আলিঙ্গন রাধার দেহা।
যেহ্ন নিকষত শোভে কনক রেহা ॥ ধ্রু ॥

১ পুথিতে রাধা'।
২ পুথিতে বড়ায়িক'।

চুম্বন করিতেঁ দন্ত দিল থানে থানে ।
ঘন তন জঘনে কৈল নখ দানে ॥
রাধার সুণিআঁ কাহ্ন কণ্ঠ কূজনে ।
দ্বিগুণ মদন [১৬৮।১] বেগেঁ করে নিধুবনে ॥ ৪ ॥
রাধার [আধর] মধু তারপল[১] কাহ্নে ।
চান্দের পীয়ূষধারা রাহুএঁ যেহ্নে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন করে আতি যবেঁ গাঢ় সুরতী ।
রাধাএঁ করিল তবেঁ বড়ঈ কাকুতী ॥
এড় এড় কাহ্ন চঅ খণিএক তোহ্মে থাব ।
আতিশয় বেগেঁ পাছে বুকাঁলএ চীর ॥ ৫ ॥
সহজেঁ সুরতী ভুঞ্জ দেব গদাধর ।
নিশাস এড়িতেঁ মোকে দেহ অবসর ॥ ধ্রু ॥
আঙ্গে পাতলী রাধা উন্নত যৌবনে ।
গাঢ় রমিল কাহ্নে মবদিআঁ তনে ॥
কপট কোপ করী রাধা নাগরী গোআলী ।
বলে উঠিআঁ উপরেঁ তলে কৈল হরী ॥ ৬ ॥
উপরে নাগরী রাধা তলে নান্দোবালা ।
মেঘত উপরে যেহ্ন শোভে শশিকলা ॥ ধ্রু ॥
যেহ্ন রতি পরকার করিল কাহ্নে ।
রাধাএঁ কবিল এবেঁ তেহেন দুগুণে ॥
কাহ্নের উপরে শোভে সুন্দরী গোআলা ।
নীল মেঘে যেহ্ন পড়এ বিজুলী ॥ ৭ ॥
চঞ্চল নূপুর ঘন কিঙ্কিণী বাজে ।
[১৬৮।২]মনমথবসে রাধা তেজিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
সুরতসুখে কাহ্ন মুকুলিত নয়নে ।
তখণে তোষিল রাধা মাধবের মনে ॥
আতি চিত্র বসন পত্তিআঁ চন্দ্রাবলী[১] ।
খণিএক কাহ্নের বুকত সুতিলী ॥ ৮ ॥
নিচলে রহিলা রাধা সুরতি আয়াসে ।
শক্রের ধনু যেহ্ন উয়িল আকাশে ॥ ধ্রু ॥
হেন সম্ভেদে আসিআঁ বড়ায়ি ।
বুইল রাধাকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ ॥
সত্বরে রাধা লইআঁ যাইউ ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥
তখনে রাধাক দিল মেলানী ।
নাচিতেঁ গাইতেঁ বুলে চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥

ইতি বাণখণ্ডঃ সমাপ্তঃ

১ তারপল,' প'র ইকার কাটা ।

অথ বংশীখণ্ড

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ একতালা ॥ দণ্ডক° ॥

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ভঙ্গং প্রাপা কুরঙ্গদৃক্ ।
অলসাঙ্গলতা রঙ্গাৎ জরতীসহিতা যযৌ ॥

বড়ায়ি লইআঁ রাণী গেলী সেই থানে ।
সখিসবে বুইল রাধা লড়িউ সিনানে ॥ ১ ॥
[১৬৯।১] ষোল শত গোপী গেলা যমুনার ঘাটে ।
তা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ পাতিল নাটে ॥ ২ ॥
খনে করতাল খনে বাজাএ মৃদঙ্গ ।
তা দেখি রাধিকার সখিগণে রঙ্গ ॥ ৩ ॥
আর যত বাদ্যগণ আছের কাহ্নাঞিঁ ।
পতিদিনে নানা ছান্দে বাএ সেহি ঠাই ॥ ৪ ॥
তা দেখিআঁ না ভুলিলী[২] আইহনের দাসী[৩] ।
পুড়িল কাহ্নাঞিঁ তবেঁ মোহন বাঁশী ॥ ৫ ॥
সাত গুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম ।
সুবর্ণের সাঙ্গী হিরার বান্ধিল কাম ॥ ৬ ॥

১ পুথিতে বলমালী' । ২ পুথিতে তুলিলী' । ৩ পুথিতে রাণী' ।

হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার।
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥ ৭ ॥
যমুনার ঘাটে রাধা[১] বাঁশীনাদ সুণী।
জল লআঁ ঘর আয়িলী আই[হ]নের রাণী ॥ ৮
বৃন্দাবনে বাঁশী বাএ নান্দের নন্দন।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিশম্য বংশনিনদং রাধা কংসভয়াতুরা।
বেদিতুং বাদকস্তস্য জগাদ জরতীমিদং ॥

কে না বাঁশী[১৬৯।২] বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥ ধ্রু ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন ॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উডা পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী ॥
আন্তর সুখাএ মোর কাহ্ন অভিলাসে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিশম্য কৃষ্ণবচনং স্মরজ্বরভরাতুরা।
যমুনা[১৭০।১]তীরমাগত্য রাধাহ জরতীমিদম্

সুসর বাঁশীর নাদ সুণী আইলোঁ
মো যমুনাতীরে।
শোভন কলসী করে ধরিআঁ
প[া]রিলোঁ যমুনানীরে ॥
বড়ায়ি ল।
বাঁশীর নাদ না শুণী এবেঁ
কাহ্ন গেলা কিবা দূরে।
প্রাণ বেআকুল ভৈল এবেঁ
কিমনে জায়িবোঁ ঘরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি ল।
তোহ্মে কি দেখিলেঁ জায়িতেঁ পথে।
কাল কাহ্নাঞিঁ চাঁচর কেশে
কুসুম শোভিত মাথে ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি মো আন না জাণো
এত দুখ কহিবোঁ কাএ।
কাহ্নের ভাবেঁ চিত্ত বেআকুল
লাজে মোঁ না কান্দো রাএ ॥
যমুনাতীরে কদমের তলে
কাহ্ন মোরে দিলে কোলে।
তাহা সুঁঅরিআঁ বিকলী ভৈলোঁ
কাহ্ন বিসরিল[১] ভোলে ॥ ২ ॥
চারি দিগেঁ তরু পুষ্প মুকুলিল
বহে বসন্তের বাএ।
আম্রডালে বসী কুয়িলী কুহলে
লাগে বিষবাণঘাএ ॥
চান্দ সুরুজের ভেদ না জাণো
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিণি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ ॥

১ রাধা' তোলাপাঠে।

১ পুঁথিতে বিরসিল'।

বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরি[১৭০।২]আঁ
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে।
তা বিণি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥
এবেঁ আণিআঁ দেহ নান্দের নন্দন
পুর ত আহ্মার আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল [বড়ু] চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

শ্রীরাগঃ॥ যতিঃ॥

এবেঁ বড নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী।
কথাঁ গেলে পায়িব আহ্মে শ্রীকৃষ্ণ হরী॥
হেনক উপায় মোক বোল চন্দ্রাবলী।
তবেঁ মো তোহ্মাক আণি দিবোঁ বনমালী॥ ১॥
যত কিছু বুঝিলেঁ মোর পরাণনাতিনী।
বড দুখ উপজিল মণে তাক সুণী॥ ধ্রু॥
যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার।
ঘডিআল কুম্ভীর তাহাত আপার॥
শকতিএঁ পার হয়িলা চন্দ্রাবলী রাণী।
তথাঁ বা কেমনে পায়িব দেব[১] চক্রপাণী॥ ২॥
সেহি বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ঙ্কর।
বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর॥
তাহাত আগত রাধা এডায়ি কেমনে।
হেনক উপায় তোহ্মে কহ মোর থানে॥ ৩॥
ভরি[১৭১।১]ল যমুনাত তোহ্মা কৈল পার।
তোহ্মা হেতু কাহ্নে বহিল দধিভার॥
তভোঁ তোর ভালমতেঁ না পুরিল আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥ ৪॥

কোড়ারাগঃ॥ রূপকং॥

আইস ল বড়ায়ি মোর[২] রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ না পারোঁ মদন পাঁচ বাণ॥
সরস বসন্ত ঋতু কোকিল রাএ।
আধিক বিরহশিখি হৃদএ জলএ॥ ১॥
কি বুধি করিবোঁ বড়ায়ি বোলহ এখন।
যে বুধি করিলেঁ রহে আহ্মার জীবন॥ ধ্রু॥
কে বোলে চন্দন চাঁদ আতি সুশীতল।
আহ্মার মনত ভাএ যেহেন গরল॥
নব কিশলয় ভৈল দহন সমান॥
ঘাঅত উপরে ঘাঅ বাঁশীর সান॥ ২॥
নানা তরু লতা বন ঘোর আন্ধকার।
বৃন্দাবন চল বড়ায়ি ত্রিভুবনে সার॥
ধরণ না জাএ বড়ায়ি আহ্মার যৌবন।
প্রাণ রাখ আণি দেহ নান্দের নন্দন॥ ৩॥
আহ্মার বচন শুণ তোহ্মে বড়ি মা।
না জাণোঁ[১] কেম[১৭১।২]ণ করে আহ্মার গা॥
বিণি কাহ্নে চঞ্চল আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥ ৪॥

রামগিরীরাগঃ॥ যতিঃ॥

আষাঢ শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে যেহ্ন
ঝরএ নয়নের পাণী।
আল বড়ায়ি।
সংপুটে প্রণাম করি বুইলোঁ সব সখিজনে
কেহো নান্দে কাহ্নাঞিঁকে আণী॥ ১॥
আল বাড়ায়ি চাহা চাহা।
কোন দিগে মোহারী বাহ্নে॥ ধ্রু॥
রূপস দেখিএ যথাঁ নানা ফুল ফল গডা
সেই সে কাহ্নাঞির দেশ।
নান্দের নন্দন কাহ্ন ... ...
সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ॥ ২॥
কাহ্নাঞিঁ বিহাণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোনা মোর কে না হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ॥ ৩॥

১ দেব' ভোলাপাঠে। ২ মোর' ভোলাপাঠে। ১ পুথিতে' জাণ'

তোহ্মার আগত সত্যেঁ বুঝিলোঁ বড়ায়ি
তোর বোল না করিবোঁ আনে।
আণিআঁ কাহ্নাঞিঁ দেহ বডু চণ্ডীদাস গাএ
বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

[১৭২।১] গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

উত্তম গোআলকুলে তোহ্মার[১] জনম।
তোহ্মাকে জুগত নহে এ সব করম ॥
দুচারিণী যার মা তার হেন গতী।
সেসি পর পুরুষের বাঞ্ছএ সুরতী ॥ ১ ॥
সুণহ নাতিনী তোক কিছু নাহিঁ বুধী।
কথাঁ গিআঁ পাইব আহ্মে কাহ্নাঞিঁর সুধী ॥ ধ্রু
এ সব কামত সে বা উপসন্ন হএ।
পাপ বেআপিত সে ধরম করে খএ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ থাক আইহনের[২] রাণী।
লোকেঁ শুণি সুণে তোর এ সব কাহিনী ॥ ২ ॥
শুণ্ড হয়িলেঁ জাণো তোর মাএর চরীত।
তার ঝিউ হআঁ তোর কেহ্নে হেন চীত ॥
পুরুবে যে কাজ হৈল সে ভৈল গুপতে।
এবেঁ তোর মন তাক বেকত করিতেঁ ॥ ৩ ॥
সুণহ সুন্দরি তোহ্মে আইহনের দাসী।
এ সব করমে কেহ্নে ভয় না বাসসী ॥
হেন কাম করিলেঁ না সিবোঁ তোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ [১৭২।২] ॥ রূপকঃ ॥

মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লয়িআঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
খাট পালঙ্কি গঢ়ায়িবোঁ।
আল সুনয়ে মঢায়িবোঁ।
কাহ্নাঞিঁ লইআঁ র[া]তিঞঁ পোহাইবোঁ ॥

এবেঁ [না] শুণিআঁ (?এ) বাঁশীর ধুনী।
আল মরিবোঁ জ্বালী আগুণী।
কাহ্নের সকল দোস খণ্ডিবোঁ আপুণী ॥ ১ ॥
তোরে মো না এড়িবোঁ দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউ সমতী ল ॥ ধ্রু ॥
মো জে সখি সব সঙ্গে করিবোঁ।
মাহ্লী মালতী ফুল গাথিবোঁ।
দূতা তোক লায়আঁ কাহ্নের মুখ দেখিবোঁ ॥
মো জে কস্তুরী কপুর খাইবোঁ।
কিশলয় শয়ন বিছাইবোঁ।
কাহ্ন আলিঙ্গিআঁ সকল দেহ জুড়ায়িবোঁ ॥ ২ ॥
তার বাঁশীর শবদ শুণী।
পরাণ জাএ মোর শুণী।
সুণ তোঁ দুতা আণি দেহ চক্রপাণী ॥
দেবের বর যদি পাওঁ।
এখনে তবেঁ পাখি হওঁ।
আপণে উডিআঁ কাহ্নের ঠায়ি জাওঁ ॥ ৩ ॥
সে [১৭৩।১] গোবিন্দ গোপনন্দনে।
মোর কুচযুগের চন্দনে।
সব সখি লআঁ তার করিবোঁ বন্দনে ॥
আন বড়ায়ি কাহ্ন মোর থানে।
সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলীগণে। ৪ ॥

পাহাড়ীরাগঃ ॥ একতালী[১] ॥

আল রাধা।
কিসক মরিতেঁ চাহ তোহ্মে।
চাহিআঁ কাহ্নাঞিঁ আণি[২] দিব আহ্মে ॥ ল ॥
বুঝাইআঁ বুলিবোঁ তারে বাণী।
যেহ্ন সে আইসে চক্রপাণী ॥ ল ॥ ১ ॥

১ পুথিতে আহ্মার'। ২ আইহনের, 'র' তোলাপাঠে।

১ একতালী' তোলাপাঠে। ২ আণি'র পর 'আঁ' কাটা

আল রাধা।
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ [আণি]বোঁ।
তোর সঙ্গে সুরতী করায়িবোঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
যত দুখ দেখিলোঁ তোহ্মারে।
একেঁ একেঁ কহিবোঁ কাহ্নেরে ॥
আবসি সাঁঅরি তোর নেহে।
কাহ্নাঞিঁ আসিব কুঞ্জগেহে ॥ ২ ॥
যত কিছু রসে তোর মনে।
নিবেদিব কাহ্নের থানে ॥
তবেঁ তোক না ছাড়িব কাহ্নে।
সরূপে বুইলোঁ তোর থানে ॥ ৩ ॥
হেন বোলে বাঝ বৃন্দাবনে।
কাহ্নাঞিঁ বাঁশী তু দিল সানে ॥
সুণী রাধা পাইল হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৭৩।২]সে ॥ ৪ ॥

দশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

বংশীনিনাদতরলং তরলাক্ষলোচনং।
জগাদ রুচিরং রাধা ভারতীং জরতীং প্রতি

বড়ায়ি।
হাথে ভাণ্ড মাথে কবী চান্দ
চন্দন চর্চ্চিত গাএ।
যমুনার তীরে কদমের তলে
কে না বাঁশী বোলাএ ॥ ১ ॥

রাধা।
পাএ মণর খাড়ু হাথে বলয়া
মাথে ঘোড়াচুলা।
ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর
সেই সে নান্দের বালা ॥ ২ ॥
তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ
তোর সঙ্গে নিতি আসী।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে
কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী ॥ ৩ ॥

রাধা তোঞ্জঁ মুগধী [আবালী] গোআলী
না জাণ কাহ্নের গুণী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞিঁ
পাতএ আশেষ বুধী ॥ ৪ ॥
আতি মনোহর বাজাএ সুসর
সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি
কেমনে তাক বাজাএ ॥ ৫ ॥
বাঁশীর রিন্ধ্রত মুখ সংযোজিআঁ
সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সু[১৭৪।১]ন্দর
বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৬ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এতাং শ্রুত্বা রূপসরোজহংসী বংশীকথামপ।
জগাদ রাধা মধুরাং ভারতীং জরতীং প্রতি ॥

ঘরেত বাহির হইআঁ নাগর কাহ্নাঞিঁ
কোণ দিশেঁ যাব বীসারে।
বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি
জাইবোঁ তার আনুসারে ॥ ১ ॥
দুখ বাঁশীর শবদেঁ গো বড়ায়ি।
ঘোলে ঘরত মাথানি না বুলে ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন পসিআঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
বাঁশী বাএ সুললিত ছান্দে।
হার কঙ্কন বড়ায়ি সব তেআগিবোঁ
সুণী তাক বুক কে বা বান্ধে ॥ ২ ॥
চলি জাইতেঁ চাহোঁ বড়ায়ি পাঅ নাহিঁ চলে
হারায়িলোঁ সখিজন সঙ্গে।
এবেঁ বাঁশীনাদ সুণী দেহ কাহ্ন আণী
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৩ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধয়া প্রেরিতা বৃদ্ধা হরেরন্বেষণং প্রতি।
ইদং জগাদ বচনং রাধিকামাধিকাতরাম্ ॥

খনে বসী[১৭৪।২] থাকে কাহ্নাঞি যমুনার¹ তীরে।
গেওয়া খেলাএ খনে গোকুল ভিতরে ॥ ১ ॥
কথাঁ গিআঁ চন্দ্রাবলী চাহিব কাহ্নাঞি।
সরূপ কবিআঁ বোল আহ্মার ঠাই ॥ ধ্রু ॥
খণে বৃন্দাবনে খনে বাঁশী বোলায়িতেঁ।
নিশ্চল বালহ লাগ পাইব কেনমতেঁ ॥ ২ ॥
তাহার² উদ্দেশে কত বেড়ায়িব আহ্মে।
বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে ॥ ৩ ॥
কাকুতী করিআঁ বোলোঁ খেমা কর মনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কাল কোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে ॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞি দরশন নাঁদে ॥ ১ ॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ ॥ ধ্রু ॥
আগর চন্দনে বড়ায়ি শরীর লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই [১৭৫।১] বৃন্দাবনত পসিআঁ ॥
নাগর কাহ্নাঞি সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে ॥ ২ ॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্নু বিণি মোর রূপ যৌবনে কী ॥
এ রূপ যৌবন লআঁ কথা মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ৩ ॥
মন্দ পবন বহে কালিনী নঁইতীরে।
কাহ্নাঞি সোঁঅরী মোর চিত নহে থীরে ॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দ[ে]ন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে যমুনীর' ২ পুথিতে হায়া'।

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যবেঁ আহ্মা দিআঁ কাহ্নাঞি পাঠায়িলে তাম্বুল।
তখন কি বুঝিআঁ না কৈলে আণুকুল ॥ ১ ॥
পুনরপি কান্ধে বহিলেঁ দধিভার।
তবেঁ কেহ্নে না পালিলে বচন তাহার ॥ ২ ॥
যখন শরতরৌদে ধরিলেক ছাতী।
তখন বোলায়িলেঁ রাধা আপণাক সতী ॥ ৩ ॥
তোহ্মা সমে করিব যমুনাজলে কেলী।
হেন বুঝী কালীয় দ[১৭৫।২]লিল বনমালী ॥ ৪ ॥
নানা ফুল আরোপিল নির্ম্মিল বৃন্দাবন।
তোহ্মার বিলাস হেতু নান্দের নন্দন ॥ ৫ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ এত কৈল দামোদরে।
তভোঁ তাক দোষ দেসি তোঞঁ বারে বারে ॥ ৬ ॥
এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরন।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন ॥ ৭ ॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৮ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ একতালী ॥

সুসর বাঁশীর নাদ শুণিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥ ১ ॥
রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ বড়ায়ি
সুণিআঁ বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নান্দন কাহ্নু আড়বাঁশী বাএ
যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।
তা সুণিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ ॥ ২ ॥
সেই ত বাঁশীর না[১৭৬।১]দ সুণিআঁ বড়ায়ি
চিত্ত মোর ভৈল আকুল।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ
বিণি জলেঁ চড়াইলোঁ চাউল ॥ ৩ ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
তহি বসি কাহ্ন বাএ বাঁশে
তাক আণিআঁ বড়ায়ি রাখহ পরাণ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আজি ভাল না শুনো মো তোহ্মার বচন।
আপণার গুণ কহ আউলাআঁ রান্ধন ॥ ১ ॥
আপণার সুখে কাহ্নাঞি ভ্রমে বৃন্দাবনে।
লাজ না বাস বুলিতেঁ হেন বচনে ॥ ধ্রু ॥
তাহাক আণিতেঁ তোহ্মে নাম্বায়িলেঁ আঘলে।
ছোলঙ্গ চিপিআঁ রস দিলেঁ নিমঝোলে ॥ ২ ॥
চল চাহা গিআঁ রাধা বৃন্দাবন পাশে।
তথাঁ কাহ্নাঞি [বসে] গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিধায কলসং কুক্ষৌ বৃদ্ধয়া সহ রাধিকা।
জগাম যমুনাতীরং কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা ॥

কাখেত কলসী বড়ায়ি জাওঁ ধীরে ধীরে।
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ বড়ায়ি যমুনার তীরে ॥
বাঁশীনা[১৭৬।২]দ সুণী কাহ্ন দেখিতে না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিঞাঁ লুকাওঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
চাহা চাহা আল বড়ায়ি যমুনাক তীরে।
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ কেহ্ন জণি করে ল ॥ ধ্রু ॥
শীতল মনোহর বাঁশী[১] কে না বাএ।
ডালত বসিঞাঁ যেহ্ন কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥
উল্লসিত হইলো বড়ায়ি তার নাদ সুণী।
না পায়িঞাঁ কাহ্নাঞি বড়ায়ি তেজিবোঁ পরাণী ॥ ২ ॥
যমুনার তীরে বড়াই[২] কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে ॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখিলোঁ বড়ায়ি।
কাহ্নাঞি পায়িবাক তাত এক চিহ্ন নাহী
এখণ বড়ায়ি মোরে বোলহ উপাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে বাশী'। ২ বড়াই' তোলাপাঠে।

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

অনেক প্রকারে চাহিল বৃন্দাব[নে]ন।
কথাহো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥
আজি সুন্দরী রাধা চলি জায়ি ঘর।
এবে মন নিবারি মোহোর বোল ধর ॥ ১ ॥
এখণ আর কিছু উপায় নাহীঁ।
কালী প[১৭৭।১]রভাতে আসি চাহিব কাহ্নাঞি ॥ ধ্রু।
বিহাণ আইলাহোঁ হৈল সাঁঝ উপসন।
গোঠে হৈতেঁ ঘর আজি আসিআঁ আইহন ॥
তোহ্মাক না দেখিআঁ রোষিব আহ্মারে।
না জাণো আয়র কিবা করএ আহ্মারে ॥ ২ ॥
কোপছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে।
এখন[১] পায়িবাক তাক না কর যতনে ॥
বিরহেঁ বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপণে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে ॥ ৩ ॥
আহ্মাত আধিক তোর কে করিবে হিত।
সব খন তোর কাজে জাগে মোর চিত ॥
হেন বুলী বড়ায়ি লয়িআঁ গেলী ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

প্রথম পহরে গোআল গেলা নিন্দ।
আচম্বিত বাঁশীধুনী করিল গোবিন্দ ॥

১ এখন,' এ' তোলাপাঠে।

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোআলিনী কান্দে ॥ ১ ॥
শ্রীনন্দনন্দন[১] গোবিন্দ হে।
অনাথা নারীক সঙ্গে নে ॥ ধ্রু ॥
দু[১৭৭।২]অজ পহরে নিন্দে আকুল আইহন।
নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন ॥
চারি পাশ চাহে রাহী চমকিত মনে।
কথাঁতো না পায়িল কাহ্নের দরশনে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর রাতী কোকিল রএ।
বেআকুলী গোআলিনী মনত গুণএ ॥
এভোঁ নাইল সে ত নান্দের পূত।
কোকিলের নাদ মোকে যেহ্ন যমদূত ॥ ৩ ॥
চৌঠ পহরে গুণিআঁ পাঁচ সাতে।
বিরহেঁ মুরুছা গেলী রাধিকা প্রভাতে ॥
মু[হে]ে জল দিআঁ বড়ায়ি করায়িল চেতন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥ লগনী ॥

অথ রাধাং পুরো বীক্ষ্য স্মরজ্বরজ্বরাতুরাং।
চতুরা জরতী প্রাহ যমুনাগমনং প্রতি ॥

সুণহ সুন্দরী রাধা বচন আহ্মার।
যমুনাক যাই ছলে পাণী আণিবার ॥ ১ ॥
তোহ্মার বচনে যমুনাক আহ্মে জাইব।
তথাঁ গেলেঁ কেমনে কাহ্নাঞিঁর লাগ পাইব ॥ ২ ॥
তথাঁ বাঁশী চোরায়িউঁ করিউ য[১৭৮।১]তনে।
যমুনার তীরে সব খন থাকে কাহ্নে ॥ ৩ ॥
তার বাঁশী নিলেঁ হিত কি হয়িব মোর।
সরূপ করিআঁ কহ পাএ ধোরোঁ তোর ॥ ৪ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ তোকে নান্দের নন্দন।
আপুণী বুলিব আসী কাকুতীবচন ॥ ৫ ॥
কদমের তলে যবেঁ কাহ্ন থাকে বসী।
তবেঁ তার কেনমতেঁ চোরায়িব বাঁশী ॥ ৬ ॥
নিন্দাউলা মন্ত্রে তাক[১] নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি ॥ ৭ ॥
কেহো যবেঁ বাঁশী হাথে দেখিব আহ্মারে।
তবেঁ তাক সম্বোধিব কমণ উত্তরে ॥ ৮ ॥
বাঁশীগুটি থুইহ তোহ্মে কলসি ভীতর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৯ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

গত্বা রাধাযুতা বৃদ্ধা মাধবং যামুনে তটে।
নিদ্রালুং বিদতে মন্ত্রৈর্বংশাপহরণাশয়া ॥

যমুনার তীরে কদম তরুতলে
বাঅ বহে সুশীতলে।
তথাঁ বশিআঁ সে দেবরাজ
পুরিল বাঁশীত শরে ॥
নিদ্রাহো আসিআঁ চাপিল[১৭৮।২] কাহ্নে
তৈঁসি না গেলা ঘরে।
নব কিশলয় শয়নে সুতিল
বাঁশীত দিআঁ সিঅরে ॥ ১ ॥
আল।
কাহ্ন নিন্দ গেলা হেলে।
দৈব নিবন্ধন খণ্ডন না জাএ
বাঁশী হারায়িল ভোলে ॥ ধ্রু ॥
সকল সখিগনে যমুনাক গেলা
আণিবারেঁ পাণী।
কদম তলাত নিন্দ গেল কৃষ্ণ
দেখিল আইহনরাণী ॥
ধীরে ধীরে তার নিকট গিআঁ
বাঁশী চোরায়িআঁ সত্বরে।
কাখের কুম্ভত ভিতর থুয়িআঁ
রাধা লড়িলা ঘরে ॥ ২ ॥
ঘরত গিআঁ সে চন্দ্রাবলী
ভূমিত থুয়িআঁ কলসী।

---

১ পুথিতে শ্রীরঘুনন্দন'।

১ পুথিতে থাক'।

উল্লসিত মনে বাহির করিআঁ
পুণি পুণি চাহে বাঁশী ॥
পাছে লুকায়িল রাধিকা বাঁশী
যথাঁ নাহিঁ জাএ আনে ।
মনত গুণিআঁ সার কৈল
আর নাহিঁ দিব কাহ্নে ॥ ৩ ॥
নিদ্রা ভাঙ্গিআঁ সত্বর হয়িআঁ
কাহ্নাঞিঁ তুলীল গাএ ।
চারি পাশ চাহী বাঁশী না পায়িআঁ
কাটিলান্ত দীর্ঘ রাএ ॥
বেআকুল হয়ি বড়ায়ি দেখিআঁ
বিলপিলা শ্রীনিবাসে ।
বাসলীচর[১৭৯।১]ণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ যতিঃ ॥

আনেক যতন করি আলোচিআঁ কাজে ।
বাঁশী নিম্মিল আহ্মে গোকুলসমাজে ॥
শোভে রতনজড়িত বাঁশী আহ্মারে ।
নাদে মোহো জাএ সকল সংসারে ॥ ল ॥ ১ ॥
বাঁশী হারায়িলোঁ বড়ায়ি ল
আল গোকুলে আসিআঁ ।
হাকান্দ করুণা করোঁ ভূমিত লোটায়িআঁ ॥ ধ্রু ॥
এবেঁ কে না নীল মোহন বাঁশে ।
মুকুতার ঝারা পাটথোপ দুই পাশে ॥
মাণিকে খঞ্চিল তথি সোনার পাতা ।
সুরপতী জাণে মোর বাঁশীর বারতা ॥ ২ ॥
বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে ।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে ॥
মাথাত হাথ দিআঁ কান্দন্তি গদাধরে ।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে ॥ ৩ ॥
মণত গুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী ।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী ॥
তবে সব[১] কহিলা[১৭৯।২]ন্ত বড়ায়ির থানে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞিঁ সুণহ বচনে ।
কাতর কিকে হয় কমললোচনে ॥
আযাত্রাঞঁ গোকুল কইলেঁ গমনে ।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে ॥ ১ ॥
সুণহ সুণহ কাহ্ন না কর আতোষে ।
আহ্মে সব কহিআঁ দিব বাঁশীর উদ্দেশে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মার বচনে তোহ্মে কর অবধান ।
গোপীকুলের তোহ্মে কৈলেঁ আপমান ॥
তেকারণে এবেঁ আহ্মে করি আনুমান ।
তেঁ সব্দে চোরায়িল বাঁশী তোর কাহ্ন ॥ ২ ॥
বাঁশীর উদ্দেশ তোক কহিল মুরারী ।
গোপী মাঝেঁ বাঁশী তোর কেহো কৈল চুরী ॥
ষোল শত যুবতীক কর যোড় হাথ ।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ ॥ ৩ ॥
যোড়হাথে কাকুতী কৈল বনমালী ।
তা দেখিআঁ ঈসত হাসিলী চন্দ্রাবলী ॥
বুঝিআঁ রাধাক বাঁশী মাঙ্গিল কাহ্নে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৮০।১]স বাসলীগণে ॥ ৪

বেলাবলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহ্মার বাঁশীর শবদেঁ ল ।
আল হের রাধা
খণ্ডএ সকল আপদে ।
আল রাধে জার ধ্বনী সরগদুআরে ॥ ল ॥ ১
মোরে বাঁশীগুটি দিআঁ মেণ দাণে ।
আল হে রাধা
বারেক রাখহ সমানে ল ॥ ধ্রু ॥
বাঁশী পাইল হর গৌরী বরে ।
দেখিতেঁ আতি মনোহরে ।
যার নাদেঁ গোকুল রহে ॥ ২ ॥

১ পুথিতে সবে'।

সুণ তোঁ আইহনের গোআলী ।
আকুল না কর বনমালী ॥
বাঁশী দেহ তেজিআঁ জঞ্জালে ।
হের তোর ধরিলোঁ আঁচলে ॥ ৩
সুণী কি বুলিহে বাপ নান্দে ।
বাঁশী হারায়িলোঁ মো নিন্দে ॥
বাঁশী দিআঁ পুর মোর আশ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী ।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদং ॥

ঘৃত দধি দুধে বড়ায়ি পসার সাজিলোঁ গো
নিকে জাইতেঁ মথুরা নগরী ।
আঞ্চলে ধরিআঁ মোক কা[১৮০।২]হ্নাঞিঁ রহাএ গো
বোলে তোঞঁ বাঁশী কৈলী চুরী ॥ ১ ॥
আল হের না জাণো বাঁশীর গুণী ।
আল ল বড়ায়ি ।
ছাওয়াল কাহ্নাঞিঁ বল করে ॥ ধ্রু ॥
তেজিলোঁ মো তার চীর নূপুর কঙ্কন বড়ায়ি
তেজিলোঁ মো সব আভরণে ।
বারে বারে কাহ্নাঞিঁ মোকে ধিকাধিক বোলে গো
যত কিছু তোহ্মার কারণে ॥ ২ ॥
গলাত পাথর বান্ধি দহে পইসওঁ
কিবা মরোঁ আনলে পুড়িআঁ ।
তবে ব' মোঞঁ কাহ্নের ঝগড এড়াওঁ
কিবা মরোঁ গরল[১] খায়িআঁ ॥ ৩ ॥
আহ্মার আন্তরে বড়ায়ি বোলহ কাহ্নেরে গো
চন্দ্রাবলী মাঙ্গে পরিহারে ।
না কর ঝগড বড়ু চণ্ডীদাসে গো
গাইল বাসলীবরে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে ঘরল'।

বেলাবলীরাগঃ ॥ একতালী ॥

রাধিকাবাচমাচম্য জরতগ প্রতিপাদিতাং
উবাচ কাতরঃ কৃষ্ণো বংশোৎপাদনহেতবে ॥

মাঞঁ নিষধিল পুতা কাহ্নে ল ।
না করিহ গোঠ সয়নে[১] ।
সেহো বোল না শুণিল কানে ল ।
[১৮১।১]আল হের বড়ায়ি হে ।
তেঁ মোর বাঁশী নিল আনে ॥ হে ॥ ১ ॥
হরি হরি ।
কে না পরাণে দুখ দিল ।
আল হের ।
বিরহবিনোদ বাঁশী নিল হে ॥ ধ্রু ॥
মোর বাঁশী ত্রিভুবনে জাণী ।
খিঞ্চিল মাণিকে হিরা মণী ॥
বাঁশী নিআঁ রাধা নাহিঁ মানে ।
সে নিল জাণো আনুমানে ॥ ২ ॥
বাঁশী হারাইল বনমালী ।
সুণী বাপ মাঞঁ দিব গালী ॥
তাক ধন দিব চক্রপাণী ।
যে মোর বাঁশী দিব আনী ॥ ৩ ॥
নাহিঁ করোঁ কিছু আপরাধা
বাঁশী নিআঁ প্রাণে মারে রাধা ॥
বোল তারে দেউ মোর বাঁশে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতং ।
অথ রাধা নিরাবাধা পুনঃ প্রাহ গদাধরং ॥

বাপ নন্দ গোপ মাঅ যশোদা
জগতে বিদিত তোরে ।
তার পুত্র হআঁ দেব দামোদর
মিছা চুরী দোষ মোরে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে সযনে'।

এথাঞিঁ শিয়রে বাঁশী আরোপিআঁ
সুতিআঁ আছিলোঁ **[১৮১।২]** আহ্মি ।
পাণী নিবারেঁ আসিআঁ সে
বাঁশী নিলেহেঁ তুহ্মি ॥ ২ ॥
বড়াব ঝিআরী বড়ার বৌহারী
আহ্মে আইহনের রাণী ।
আহ্মে বাঁশী তোর চোরাযিল কাহ্নাঞিঁ
মুখে আন হেন বাণী ॥ ৩ ॥
আহ্মে সে তোহ্মার সকল বেভার
বাধা জাণোঁ ভালমতেঁ ।
তেঁসি পুছি আহ্মে তোহ্মার থানে
বাঁশী নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৪ ॥
মিছা বোল তেজ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ
সত্য কর পরমাণে ।
আহ্মে যত বড মন্দ লোক কাহ্ন
লোক সখিজন জাণে ॥ ৫ ॥
না বোল না বোল নাগরী রাধা
মোরে হেন দুষ্ট বাণী ।
এথাঞিঁ আহ্মার তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী
সকল লোকে ভালেঁ জাণী ॥ ৬ ॥
তেজিআঁ সংশয কর পরতয়
কাহ্নাঞিঁ মোর বচনে ।
কোণ কাজেঁ তোর বাঁশী হরিআঁ
আমান করিব আহ্মে ॥ ৭ ॥
যত অলঙ্কার বহুমূল সার
সব রাধা মোর লে ।
সুবর্ণে জড়িত হিরাঞেঁ রচিত
বাঁশীগুটি মোরে দে ॥ ৮ ॥
নাহিঁ বোলোঁ তোরে ক**[১৮২।১]**পট উত্তরে
সত্য বুঝিলোঁ দামোদরে ।
মোঞেঁ নাহিঁ নেওঁ তোহ্মার বাঁশী
ঝগড় না কর মোরে ॥ ৯ ॥
নটকী গোআলী ছিনারী পামরী
সত্যে ভাষ নাহিঁ তোরে ।
তোঞে নিলী বাঁশী গাইল চণ্ডীদাস
দেবী বাসলীর বরে ॥ ১০ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

কোণ অসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ ।
হাছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ ।
বাঞর শিআল মোর ডাহিনেঁ জাএ ॥ ১ ॥
বাঁশীত লাগিআঁ মোর কি ভৈল বড়ায়ি ।
আখায়িল বাঅত বিষ জালিল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
কথো দূর পথে মোঁ দেখিলোঁ সগুণী ।
হাথে খাপর ভিখ মাগএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥ ২ ॥
ঘৃত দধি দুধ বড়ায়ি দহতে পেলায়িবোঁ ।
যোগিনীরূপেঁ মো দেশান্তর লইবোঁ ॥
আনলকুণ্ডত কিবা তনু তেআগিবোঁ ।
কাহ্নুত লাগিআঁ কিবা বিষ খাই**[১৮২।২]**আঁ মরিবোঁ ॥৩॥
বোলওঁ সুন্দর কাহ্নাঞিঁ করিআঁ করুণে ।
লোটাআঁ ভূমিত ধরী তোহ্মার চরণে ॥
কিসক কাহ্নাঞিঁ মোক দেহ হেন দোষে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

আহেররাগঃ ॥ একতালী ॥

কিসক নাগরী রাধা গোড়াসি কান্দনে ।
তিরীকলা পাতি ভাণ্ডিবারেঁ চাহ কাহ্নে ॥
সপ্ত লাখের মোর চুরা করি বাঁশী ।
না জাণো বাঁশীর সুধী আপণে বোলসী ॥ ১ ॥
আপণা চিহ্নিআঁ বাঁশী দেহ মোরে আণী ।
যবেঁ তোর পরাণ না লৈব চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সব আভরণ তোর কাঢ়িআঁ লইবোঁ ।
বাঁশীত লাগিআঁ তোক বান্ধিআঁ রাখিবোঁ ॥

জীবার আশ যবেঁ আছএ তোহ্মার।
ঝাঁট করী বাঁশীগুটী দিআর আহ্মার ॥ ২ ॥
বাঁশী পায়িলেঁ কিছু না বুলিব গদাধর।
আপণার সুখে রাধা জাইহ তোহ্মে ঘর ॥
যবেঁ বা না দিবি বাঁশী ভাণ্ডিবি আহ্মারে।
এখনী পরাণ তোর লৈবোঁ অবিচারে ॥ ৩ ॥
[১৮৩।১]আপণা চিহ্নিআঁ [রাধা] বাঁশী' দেহ মোরে।
নহে পাঁচ আবথা করিব আহ্মে তোহ্মারে ॥
এহা সুণী বড়ায়িতে উপজিল হাস।
বাসলী শিবে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

হারায়িল তোহ্মার বাঁশী তেঁসি বড়ায়িতে হাসী
মোর বোল সুণ চক্রপাণী।
বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্নীক সত্বর করে
হেন ছুঠ বড়ায়ির বাণী ॥ ১ ॥
কিকে কাকুতী করসি [চল] চল কাহ্নাঞি
বড়ায়ি নিলে বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
বুঢ়ী বড় আছিদরী ভাণ্ডে তোহ্মা মায়া করী
তার মন বুঝিতেঁ না পারী।
দুঃ মন মিছ' দেখে আগ্ন সম পর লেখে
চাহা বাঁশী তাহাক মুর'বী ॥ ২ ॥
দেখি তোহ্মা আসুখ মোর মণে বড় দুখ
মো কেহ্নে হরিবোঁ তোর বাঁশী।
তহ্মোঞি বড় সিআন আপণে গুণিআঁ যান
বড়ায়ি পরক বিনাসী ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল পরমান তাক না করিহ আন
চল তোহ্মে বড়ায়ির পাশে।
[১৮৩।২]বাঁশীর তত্ব কহিল আহ্মে দোষ এড়ায়িল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

তোঁ বড়ায়িক দেসি দোষে বড়ায়ি তোহ্মাক দোষে
সব মোর করমের ফল।
দুইঁার কপট হাসী চোরাআঁ আহ্মার বাঁশী
রাধা মোক না কর বিকল ॥
কেহ্নে আমান করসী।
আহ্মে জাণী তোহ্মে নিলেঁ বাঁশী ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
তোরে বোলোঁ চন্দ্রাবলী আকুল মো বনমালী
তোহ্মে কৈল চুরী মোর বাঁশী।
কথাঁ নিআঁ বাঁশী এড়ি মিছা[ি]এঁ দোষসি বুঢ়ী
হৃদয়ত ভয় না মানসী ॥ ২ ॥
কহ তোঁ আহ্মার থানে কিবা আছে তোর মনে
দুখ দেহ মোরে কি কারণে।
বাঁশী দেহ একবার মাণিবোঁ উপকার
এহা তু না কর তোহ্মে আনে ॥ ৩ ॥
দৈবেঁ মোক নিন্দ পাইল তোহ্মে এথাঁ বাঁশী নিল
বাঁশী দেহ না কর নিরাশ।
দেবী বাসলীচরণ করী শিরে বন্দন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ভাঠিআলীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
[১৮৪।১] জল মাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী
পূণ্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাথে।
তেকারণে বাঁশী চুরী দোষসি জগন্নাথে ॥ ১ ॥
জাণি মেণ আল বড়ায়ি কাহ্নের কাঁহিণী।
কলঙ্ক থুয়িল মোর বাঁশীচুরণী ॥ ধ্রু ॥
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভূমিত লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
তেকারণে কাহ্নাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥ ২ ॥
চান্দ সুরুজ বাত বরুণ সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ দুয়ি আখী ॥

১ পুথিতে বাংশী'। ২ পুথিতে মিঠ'। পুথিতে দেখে'

যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ। হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী ॥ ৩ ॥
এখণে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥
থাক্ষে বাঁশী নাহিঁ নীএ শ্রীমধুসূদন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ একতালী ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

রাধে রন্ধং ভূপং গুন্ধাং বিমুঞ্চ কৃতকৈতবাং।
বঞ্চনং কুরুষে যস্মে সর্ব্বং তদ্বিদিতং মম ॥

পাই রাখি[১৮৪।২]তেঁ নিন্দ গেলোঁ। বাঁশী মাথে।
সে না বাঁশী আল রাধা নিলী কোণ ভিতে ॥ ১ ॥
নান্দের নন্দন কাহ্নাঞি বোলোঁ। মো তোহ্মারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ২ ॥
এথাঞি আছিল বাঁশী সহ্মার বিদিতে।
সে না বাঁশী রাধা মোর নিলেঁ কোণ ভিতে ॥ ৩ ॥
বিচারিআঁ চাহ মোর দধির পসারে।
কথাঁ বাঁশী হারায়িআঁ দোষসি আহ্মারে ॥ ৪ ॥
না বোল না বোল রাধা হেন দুঠবাণী।
তোহ্মে বাঁশী চোরায়িলেঁ আহ্মে ভালেঁ জাণী ॥ ৫
চান্দ সুরুজ মোর আছে তুয়ি সাথী।
আহ্মা মিছা দোষ কাহ্ন খাইসি দুঈ আখী ॥ ৬ ॥
সপ্ত লাখের মোর বাঁশী কৈরী চুরী।
আহ্মো গালী দেহ মোরে রাধিকা নাগরী ॥ ৭ ॥
ঘৃত দুধ নয় মোর গোলের পসার।
গোহারী করিবোঁ রাজা কংসের দুআর ॥ ৮ ॥
তোর কংশাসুরক নাহিঁ ক মোর ডরে।
হর ধরিলোঁ বলে তোহোর আঞ্চলে ॥ ৯ ॥
মি[১৮৫।১]ছা চুরীদোষ দিআঁ জাইতেঁ দেহ বাধা
আজী কৈলি আথান্তর করিবেক রাধা ॥ ১০ ॥
বিনি বাঁশী দিলেঁ তোর নাহিক গমনে।
এহা বুঝী কর মোরে বাঁশীগুটি দানে ॥ ১১ ॥
সত্যেঁ নাহিঁ নেঁও বাঁশী তোর গদাধর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১২ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিশীয রাধাবচনং নিষেধপরুষাক্ষরং।
বংশীমুদিশ্য কংসারির্বিললাপ নিরন্তরং ॥

সুদ্ধ সুবর্ণে শোভিত আহ্মার বাঁশী
নাল বান্ধিল[১] তার বাহিরে।
অ প্রাণ।
সুণিআঁ কি বুলিহে বলভদ্র ভাই
বাঁশী হারায়িলোঁ মো শিঅরে ॥ ১ ॥
অ প্রাণ ধরণ না জাএ সুন্দরি রাধে।
কে না নিল মোহন বাঁশী ॥ ধ্রু ॥
ঋগ যজু সাম আথর্ব্ব
চারী বেদ গাওঁ মো বাঁশীর সরে।
সুণী সব দেবগণে কি বুলিহে আহ্মারে
কে না নীল বাঁশী সিঅরে ॥ ২ ॥
হার কেয়ূর রাধা সব মোর নে।
বাঁশীগুটি আণী মোক দে ॥
বনমালা আভ[১৮৫।২]রণ তাহা তোক দিবোঁ।
যে বোলসি তাহাক করিবোঁ ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর বাঁশী নিলে সুন্দরি [রা]ধা
মোর মনে হেন পড়িহাসে[২]।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুঞ্জরীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

যমুনাক আইলোঁ। নীতেঁ পাণী। আল।
তোর বাঁশী সুধিতোঁ না জাণী ॥ কাহ্নাঞি হে ॥
হআঁ তোহ্মে দেব চক্রপাণী। আল।
কেহ্নে বোল হেন দুষ্টবাণী ॥ ল কাহ্নাঞি হে ॥ ১ ॥

১ পুথিতে 'বিন্ধিল'। ২ পুথিতে 'পড়িহাহে'

শিঅরে হারায়িআঁ তোহ্মে বাঁশী।
মিছা কেহ্নে আহ্মারে দোষসি ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
হয়িল মোর এতেক বএসে।
কেহো নাহিঁ দিল চুরীদোষে ॥
সব লোক মোরে ভালেঁ জাণে।
চুরিণী হয়িলাহোঁ তোর থানে ॥ ২ ॥
আতি রতিবেআকুল হআঁ।
কমণ তিরীক বাঁশী দিআঁ ॥
সাধিলেহেঁ আপণার কাজে।
আহ্মা কেহ্নে দোষ দেবরাজে ॥ ৩ ॥
সরূপেঁ বুঝিলোঁ মো কাহ্নাঞিঁ।
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ পাই ॥
যাক[১৮৬।১] দিলেঁ চল তার পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহুবাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণহ আইহনদাসী তোঁ মোর চোরায়িলি বাঁশী
তেঁসি তোর পাছে বেড়ায়িএ।
বাঁশীগুটী দেহ যবেঁ বড় পুন পাহ তবেঁ
বাঁশী পাইলেঁ সুখেঁ ঘর জাইএ ॥ আল রাধা ॥ ১ ॥
সুণহ নিক কাহ্ন কেহ্নে কর আপমান
তোর বাঁশী আহ্মে নাহিঁ নীএ।
বাঁশী যবেঁ পাইএ তবেঁ ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥
সর্গ মর্ত্য পাতালে চিন্তিআঁ চাহিলোঁ মনে
তোঁ মোর নিআঁছিস বাঁশী।
উচিতেঁ গরুঅ মনে তোঞেঁ মুচকে হাসী
তাক দেহ আইহণের দাসী ॥ ৩ ॥
পাস্তবে হারাআঁ বাঁশী মোর থানে খোজসি
এহা না সহে মোর পরাণে।
হেন যবেঁ বোলে আন কাটোঁ তার নাক কান
তোহ্মা তেজোঁ ভাগিনা কারণে ॥ ৪ ॥

বাপ বসু[১৮৬।২]ল মোর মাঅ দৈবকী ল
সব দেবেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
গোআলার ঝি তোহ্মে রাধা চন্দ্রাবলী ল
ধিক বোল মোক কি কারণে ॥ ৫ ॥
আহ্মে ত আইহনদাসী আহ্মাতে চাহসি বাঁশী
সুণী তোক রোষিব কাঁশে।
তোহ্মে কাহ্ন বারেঁ বারেঁ ধিক বোল মোর থানে
ফল পাইবেঁ আপণার দোষে ॥ ৬ ॥
না বোল নিঠুর বাণী আহ্মে দেব চক্রপাণী
দেহ মোরে বাঁশীর আশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥ চিত্রকং ॥ লগনী ॥

নিরাশসবনেনাহং রাধয়া বিকলীকৃতঃ।
বংশলাভায় বৃদ্ধে ত্বমুপায়ং বদ সংপ্রতি ॥

ষোল শত রাধার সঙ্গিণী। আল।
তার থান চলহ আপুণী ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়হাথে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥
কত কান্দ নেতে[১] মোছ লোহে। [১৮৭।১] আল।
আন্তর পোড়এ মোর নেহে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ধ্রু ॥
আহ্মে হরি ত্রিভুবনে জাণী। আল।
আহ্মা লআঁ পুরাণ বাখানী ॥ ল বড়ায়ি ॥
ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। আল।
কেমণে করিব যোড়হাত ॥ ল বড়ায়ি ॥ ২ ॥
এত বড় মোর আপমাণে। আল।
সুণি কি বুলিব দেবগণে ॥ [ল বড়ায়ি ॥] ধ্রু ॥
সুণ তোহ্মে নান্দের কুমার।
নিজ কাজে বিকল সংসার ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥
যোড়হাথে বুলিহ বচনে।
সুখী হইব রাধার মণে ॥ ল কাহ্নাঞিঁ ॥ ৩ ॥

---

১ নেতে,' নে' তোলাপাঠে।

কেহ্নে তোঞ্ঁ কাজ না বুঝসি।
তণ্ডী কয়িলেঁ না পাইবেঁ বাঁশী [ল কাহ্নাঞিঁ ॥] ধ্রু ॥
যোড় হাথ করিলেঁ বড়ায়ি।
তবেঁ কি দিবেক বাঁশী রাহী ॥
পাছে জনি লোক উপহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥
হের গিআঁ তোহ্মার বচনে।
হাথ যোড করে দেব কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

প্রমুক্তকাকুবচনং কৃতসংঘতলং পুরঃ।
বিলোক্য মাধবং[১৮৭।২] বৃন্দা রাধিকামিদমাদধে ॥

মেঘ যেহ্ন আষাঢ শ্রাবণে।
ঝরে তার পাণী নয়নে গো ॥
কান্দিআঁ মলিন কৈল মুখে।
কত তার দেখিবোঁ দুখে গো ॥ ১ ॥
বাঁশীব শোকেঁ চক্রপাণী।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ আনী[১] ॥ ধ্রু ॥
যোড়হাথ কৈল দেব কাহ্নে।
এবেঁ তাক বাঁশী দেহ দানে ॥
নাহিঁ পিন্ধে উত্তম বসনে।
শরীরে দুবল ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
মোর বোল সুণ আবগাহী।
কাহ্নের পিরিতী কর রাহী ॥
দেহ বাঁশী কাহ্নের হাথে।
তুষ্ট হউ দেব জগন্নাথে ॥ ৩ ॥
যে বা রাধা আছে তোর মণে।
কাহ্নাঞিঁকে বোল সে আপণে ॥
তাক করিব কাহ্নাঞিঁ হরিষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গৌরীরাগঃ[১] ॥ রূপকং ॥

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য রাধা প্রাহ গদাধরং।
সাদরং সপ্রবন্ধঞ্চ পঞ্চবাণশরাতুরা ॥

বুলিতেঁ নারিএ তোর চরিতে।
খণেকেঁ তোর হএ আন চিতে ॥
এবেঁ করিলেঁ তোহ্মে যো[১৮৮।১]ড় হাথ।
কাজ বুঝিআঁ দেব জগন্নাথ ॥ ১ ॥
সরূপেঁ বোলহ বড়ায়ির থানে।
মোর বোল না করিবেঁ কি আনে ॥ ধ্রু ॥
আহ্মাক এড়িআঁ গেলা বৃন্দাবনে।
বাঁশী বাজায়িলেঁ তোহ্মে থানে থানে ॥
তাক শুণী ভৈলোঁ বেআকুলী।
তোর বিরহে প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥
এভোঁ কাহ্নাঞিঁ থির কর মন।
কভোঁ না লঙ্ঘিহ মোয় বচন ॥
তবেঁ মেলিবেক বাঁশী তোহ্মারে।
সরূপেঁ তোক বুইলোঁ দামোদরে ॥ ৩ ॥
কভোঁ কি না দিবে আহ্মাক দুখে।
এহা বোল আপণ মুখে ॥
তবেঁ কহিবোঁ মো বাঁশী উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ রূপকং ॥

রাধিকাবাচমাচম্য প্রমোদভরমন্থরঃ।
বংশীলাভত্বরাবেশাজ্জগাদ জরতীমিদং ॥

মন দিআঁ সুণ বড়ায়ি বচন আহ্মার
সরূপ কহিবোঁ তোর থানে। বড়ায়ি গো।
যে বচন বুইল রাধা তোহ্মার[১৮৮।২] গোচরে
তাক মোঞ্ঁ না করিবোঁ আনে ॥ বড়ায়ি গো ॥ ১ ॥
পরাণ বড়ায়ি তোহ্মে বোলহ রাধারে।
বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে ॥ ধ্রু ॥

---

১ পুথিতে 'বাঁশী দেহ বাঁশী আনী'।

১ পুথিতে গৌরীরাগঃ'।

যত কিছু করিলোঁ মোঞ রাধার আতোষে ।
তার ফল পাইলোঁ নিজ দোষে ॥
মণে গুণিআঁ এবেঁ কৈলোঁ মোঞ সার ।
না লঙ্ঘিব বচন রাধার ॥ ২ ॥
তোহ্মে জাণহ বড়ায়ি মোহোর বেভার ।
অবিচল বচন আহ্মার ॥
এহা সরূপ জাণী বুঝাহ রাধারে ।
বাঁশীগুটি দেউক আহ্মারে ॥ ৩ ॥
আহ্মার চরিত্র বিদিত তোর থানে ।
আর তোক কেহো নাহিঁ জাণে ॥
রাধার বচন আহ্মে পালিব আবসে ।
বাসলী [শি]রে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বর্মাগিরীরাগঃ ॥ বিচিত্র ॥ লগনী ॥ একতালী ॥ দণ্ডকঃ ॥

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা জরতা প্রতিপাদিতং ।
মধুরং মাধবং প্রাহ রাধিকাধিমতী সতী ॥

কাহ্নাঞি তোর কথা শুণী ব[১৮৯।১]ড়ায়ির মুখে ।
কহিতেঁ না পারোঁ তাক যত পাইলোঁ দুখে ॥ ১ ॥
তোহ্মার বিরহে মোঁ হয়িলোঁ বেআকুলী ।
সে কারণে তোর বাঁশী নিলোঁ বনমালী ॥ ২ ॥
রাধা ।
বিরহে আকুলী ভৈলা আপণার দোষে ।
আহ্মার বাঁশী তোঁ চোরায়িলি রোষে ॥ ৩ ॥
আহ্মার খাখার যবেঁ না করহ তোহ্মে ।
তবেঁ কি বিরহদুখ তোক দিএ আহ্মে ॥ ৪ ॥
কাহ্নাঞি ।
যে কারণে খাখার তোহ্মার মোঞ কৈলোঁ ।
সেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলোঁ ॥ ৫ ॥
আর কভোঁ চঞ্চল না করিহ মনে ।
মোক রোষ না করিহ কাহারো বচনে ॥ ৬ ॥
তোক প্রতি মোর মণে নাহিঁ কিছু রোষে ।
এহা অত্ব করী জাণী দেহ মোরে বাঁশে ॥ ৭ ॥
বাঁশী দিআঁ কর মোর মন সোআথ ।
সহজেঁ তোহ্মাক সুখী হইব জগন্নাথ ॥ ৮ ॥
বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে ।
তখ[১৮৯।২]ন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে ॥৯॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞি বাঁশী ।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী ॥ ১০ ॥
সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী ।
আর তোর অহিত না করে বনমালী ॥ ১১ ॥
হেনমতেঁ বাঁশী পাআঁ হরষিত মণে ।
কালী[নি][১] নইতীরে হৈতেঁ ঘর গেলা কাহ্নে ॥ ১২ ॥
পাছে রাধিকা লআঁ বড়ায়ি গেলী ঘর ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ১৩ ॥

১ পুথিতে কালী'।

ইতি বংশীখণ্ডঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ রাধাবিরহঃ

ইত্থং কৃষ্ণগতপ্রাণা কথঞ্চিন্নিজসদ্মনি ।
নিনায় কতিচিৎকালং রাধিকা গৃহকর্ম্মণি ॥
হরিণীহারিনয়না চিরায় বিরহে হরেঃ ।
জগাদ জরতীমেবং রাধা পঞ্চশরাতুরা ॥

বিভাষরাগঃ ॥ রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

দূতা চিরকাল ভৈল ।
তভোঁ বনমালী নাইল ।
তাক মো পায়িবোঁ কত কালে ॥ বড়ায়ি[১৯০।১] গো ১।
সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন ।
চিত্তে না পড়এ আন ।
তাক পাঅবোঁ কমণ পরকারে ॥ ২ ॥
আইল চৈত মাস ।
কি মোর বসন্তী আশ ।
নিফল যৌবনভারে ॥ ৩ ॥
বিরহে আন্তর জলে ।
সুতিলোঁ কদমতলে ।
আধিক আন্তর মোর পোড়ে ॥ ৪ ॥
পরিধান নেত লাসী ।
হাথত মোহন বাঁশী ।
সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে ॥ ৫ ॥
সুতিলোঁ সখির বোলে ।
সজল নলিনীদলে ।
তাত হৈতেঁ আনল শীতলে ॥ ৬ ॥
ডালী ভরী ফুল পানে ।
মোরে পাঠায়িল কাহ্নে ।
তাক মো না ছুয়িলোঁ হাথে ॥ ৭ ॥
তাম্বুল না লৈলোঁ করে ।
তোক মাইলোঁ চড়ে ।
হেঁসি কাহ্ন আসুখিল মোরে ॥ ৮ ॥
দূতী ধরোঁ তোর পাএ ।
হের মোর প্রাণ জাএ ।
কহ মোরে জীবন উপাএ ॥ ৯ ॥
বহে প্রভাত সমএ ।
মলয় শিয়ল বাএ ।
বৃন্দাবনে কুয়িলী কাঢ়ে রাএ ॥ ১০ ॥
সাগরসঙ্গম গিআঁ ।
গাএর মাঁস কাটি[১৯০।২]আঁ ।
আপণা মগর ভোজ দিআঁ ॥ ১১ ॥
এ জন্মে বা না কয়িলোঁ ভাগ ।
হারায়িলোঁ কাহ্নের লাগ ।
আর তার না পায়িবোঁ লাগ ॥ ১২ ॥
কিবা পুরুব জরমে ।
খণ্ডব্রত কইল আহ্মে ।
তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ ॥ ১৩
আণি দেহ বনমালী ।
বন্দিআঁ দেবী বাসলী ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৪ ॥

বেলাবলীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরেঁা তোহ্মারে হে ।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥ ১ ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল ।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে ।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥ ২ ॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ[১] তাহার বদনে [১৯১।১] ।

---

১ পুথিতে নেহানিলোঁ' ।

ঈসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥ ৩ ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

সপনে দেখিলোঁ মো কাহ্ন। আগ বড়ায়ি।
চিত্তে মোর না পড়ে আন ॥ কি হরি হরি ॥
হানিল মদন পাঁচ বাণে। আগ বড়ায়ি।
যে মোর দগধ পরাণে ॥ কি হরি হরি ॥ ১ ॥
মকুলিল কুঞ্জ নেআলী। আগ বড়ায়ি।
প্রাণিআর বনমালী ॥ ধ্রু ॥
দক্ষিণ মলয়া বাঅ বহে।
না জাণো মো কেহ্ন করে গাএ ॥
ঝাঁট করী কাহ্নাঞিঁ আনাওঁ।
রতী সুখেঁ রজনী পোহাওঁ ॥ ২ ॥
এ মোর বাহুর বলএ।
সব খন খসিআঁ পড়এ ॥
অনমীষ নয়ন করিআঁ।
বিকলী মো তার বাট চাহিআঁ ॥ ৩ ॥
এবেঁ মোর সংপুন বএসে।
কিকে কাহ্ন করে আমরিষে ॥
ঝাঁ[১৯১।২]ট করী আন কাহ্ন পাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকম্বা ॥

কাহ্নের তাম্বুল রাধা দিলোঁ তোর হাথে।
সে তাম্বুল রাধা তোঁ ভাঁগিলি মোর মাথে ॥
এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহলী যৌবন ॥ ১ ॥
পাগলী রাধা গোআলিনী গো।
কথাঁ পাব নান্দে[র]যশোদার পো ॥ ধ্রু ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলোঁ তোর গাএ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ।
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর।
কাহ্ন দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥ ২ ॥
বিথর বুঝিলোঁ তোরে কাহ্নের আন্তরে।
তবেঁ বাম করে চড় মায়িলি মোহোরে ॥
এবেঁ কাহ্নের আন্তরে তোর প্রাণ জাএ।
তাহাক করিব আহ্মে কমণ উপাএ ॥ ৩ ॥
আনেক কাকুতী করি তোক গোআলিনী।
আতি উতাপঠ হৈল দেব চক্রপাণী।
এবেঁ নিবারিআঁ থাক আপণার মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদা[১৯২।১]স বাসলীগণ ॥ ৪

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো]য়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥ ১ ॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপণার দৈব দোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন ॥ ধ্রু।
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরী লইবোঁ দেশান্তর ॥
যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে ॥ ২ ॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পায়িলোঁ রতীসিধী।
আঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধী ॥
এড়োহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আণিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার ॥ ৩ ॥
মাথে শঙ্খ সম খোঁপা শিসতে সিন্দুর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর ॥

আনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাস[১২২।২]লী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

কাল কাহ্নাঞিঁ কঠিন তার আন্তর ল
বোলেঁ চালেঁ না আইসে তোর থানে।
তোহ্মার নেহাত লাগিআঁ আনেক সন্তাপ পাআঁ
গেল [কাহ্নাঞিঁ সে] বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
নিবারিআঁ থাক নিজ মনে।
আপণা রাখিআঁ কাহ্ন এবেঁ গেলা নিজ থান
তাক পাইব কেনমনে ॥ ধ্রু ॥
তোর চবিত্র ভাবিআঁ আন্তর দগধ হআঁ
ভাল মন্দ কিছু না মানিআঁ।
প্রতিজ্ঞা করিআঁ কাহ্নে গেল মাঝ বৃন্দাবনে
তোর নেহে তিলাঞ্জলী[১] দিআঁ ॥ ২ ॥
কমণ সুদিঞঁ যাইবোঁ কথাঁ তার লাগ পাইবোঁ[২]
আপণেঞিঁ বোল সুবদনী।
আশেষ প্রকার করী আণি দেব মুরারী
তবেঁ তাক আণো গোআলিনী ॥ ৩ ॥
নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে
কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল আনন্ত [১২৩।১] বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়ারাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥ দণ্ডকং ॥

আয়িস ল বড়ায়ি রাখহ পরাণ।
সহিতেঁ নারোঁ মনমথবাণ ॥ ১ ॥
কথাঁ মনমথ কথাঁ সে বাণ।
কোমণ বাণে লএ পরাণ ॥ ২ ॥
বসন্ত কালে কোকিল রাএ।
মণে মনমথ সে বাণ তাএ ॥ ৩ ॥
আহ্মার বোল সাবধান হয়।
বাহির চন্দ্রকিরণে সোঅ ॥ ৪ ॥
কি সুতিব আহ্মে চন্দ্রকিরণে।
আধিকেঁ বড়ায়ি দহে মদনে ॥ ৫ ॥
মোর বোল তোঁ মণে পরিভায়।
সিতল চন্দন আঙ্গে বুলাঅ ॥ ৬ ॥
পোড়ে কলেবর সেই চন্দনে।
আহ্মা নিআঁ যাহ সেই বৃন্দাবনে ॥ ৭ ॥
বাঘ ভালুকে আতি গহনে।
কেমণে যাইবেঁ সে বৃন্দাবনে ॥ ৮ ॥
বাঘ ভালুকে বা আহ্মাক খাউ।
কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে পরাণ জাউ ॥ ৯ ॥
যমুনা বহে খরতর ধার।
কেমতেঁ তাহাত হইবেঁ পার ॥ ১০ ॥
যবেঁ ডুবিআঁ মরোঁ যমুনাতরঙ্গে।
তবেঁ লয়িবোঁ গিআঁ কাহ্নের সঙ্গে [১২৩।২] ॥ ১১ ॥
পরিহর রাধা কাহ্নের আশে।
বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১২ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ একতালী ॥ রূপকস্বা ॥ দণ্ডকঃ ॥

শত পল সোনা বড়ায়ি লআঁ সে মেল।
প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁর উদ্দেশে চল ॥ ১ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ মাথাতে ঘোড়াচুলে।
এহি চিহ্নে কাহ্নাঞিঁকে চাইহ গোকুলে ॥ ২ ॥
সুগন্ধ চন্দনে বড়ায়ি লেপিআঁ গাএ।
করেঁ করতাল মধুর বাঁশী বাএ ॥ ৩ ॥
কাল কাহ্নাঞিঁ গাএ ধরে পীত বাসে।
ষোল শত গোপীজন যাএ তার পাশে ॥ ৪ ॥
নেত[১] ধড়ী পিন্ধি আগু পাছু নাম্বাএ।
চরণে নূপুর রুণুঝুনু কাঢ়ে রাএ ॥ ৫ ॥
কপুরবাসিত বড়ায়ি নেহ গুআ পান।
শকতি করিআঁ চাহিআঁ আন কাহ্ন ॥ ৬ ॥

১ পুথিতে 'তিনাঞ্জলী' ২ পুথিতে 'পাহবোঁ'।

১ নেত,' 'ত'র একার কাটা।

আগেত চাইহ বড়ায়ি বসুলের ঘরে।
আবাল চরিত্র কাহ্ন মায়া বড় করে ॥ ৭ ॥
তথাঁ না পাইলেঁ চাইহ যশোদার কোলে।
মায়া পাতে কাহ্নাঞিঁ তথাঁ নিন্দভোলে ॥ ৮ ॥
তথাঁ না [১৯৪।১] পাইআঁ চাইহ যমুনার কূলে।
বাছা রাখিবারেঁ কাহ্ন[১] জাএ সে গোকুলে ॥ ৯ ॥
তথাঁ না পাইআঁ চাইহ যমুনার ঘাটে।
শিশু সঙ্গে বেড়াএ সে যমুনানিকটে ॥ ১০ ॥
বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ চাইহ ভালমতে।
তরুগণে চড়ে কাহ্ন নানা ফল খায়িতে ॥ ১১ ॥
হাথতে লগুড় বাঁশী বাএ সে সুরঙ্গে।
তথা চাইহ নারদ মুনি সঙ্গে ॥ ১২ ॥
তথ ত চাহিআঁ না পাহ যবে কাহ্ন।
তবেঁ স চাইহ বড়ায়ি গোপগণ থান ॥ ১৩ ॥
তথাহোঁ চাহিআঁ চাইহ অশক্বেত থানে।
গোপীগণ লআঁ কিবা করে নিধুবনে ॥ ১৪ ॥
থাহোঁ চাচিআঁ যবেঁ না পাহ গোপালে।
শবেঁসি চাইহ শিআঁ ভাগীরথীকূলে ॥ ১৫ ॥
তথাহোঁ না পাইলেঁ চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥ ১৬ ॥
তথাঁ গেলেঁ যবেঁ বড়ায়ি না পাহ কাহ্নে।
তবেঁ স পুছিহ বড়ায়ি সব জন থানে ॥ ১৭ ॥
তবেঁ সুধি পাইবেঁ যথা বসে [১৯৪।২] জগন্নাথে।
আদি আন্ত কথা সব কহিল তোহ্মাতে ॥ ১৮ ॥
তোর বোলেঁ কাহ্ন মোর আসিবেক পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ১৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

মোঞঁ ত সুন্দরি রাধা আতি বড় বুঢী ল
বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহীঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর
আপণেঞিঁ চাহ ত কাহ্নাঞিঁ ॥ ১ ॥

রাধা ল।
না হেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহ্য সে পথেঁ আপণে যাহ্য
তবে কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ[১]
তবেঁ তাক বুলিহ বিনএ।
আঅর বোলোঁ উপাএ ধরিহ তাহার পাএ
তবেঁ তোকে হয়িবে সদএ ॥ ২ ॥
কাহ্নের উদ্দেশ করী ভ্রমিহ মথুরা পুরী
নানা গিরী কন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে ॥ ৩ ॥
চল তোঁ মথুরা পুরী [১৯৫।১] তথাঁ তোকে পাইবে হরী
না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ একতালী ॥

দধি দুধে সজাইআঁ চুকে।
সুণ বড়ায়ি ল।
জাইবোঁ হাট মথুরাক বিকে ॥ নাএ ॥
আল হের।
না বিকাএ যদি দুধ তথাঁ।
সুণ বড়ায়ি ল।
তভোঁ কাহ্নাঞিঁ সমে হৈবে কথা ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের।
মথুরার নামে প্রাণ ঝুরে।
সুণ বড়ায়ি ল।
সাদ লাগে কাহ্নাঞিঁ দেখিবারে ॥ নাএ ॥ ধ্রু ॥
পিন্ধি বউল পুষ্পের হার।
কণ্ণত কুণ্ডল হিরার ধার ॥
পিন্ধিআঁ আমূল পাটোলে।
কাহ্নাঞিঁ দেখি পড়ি গেলোঁ ভোলে ॥ ২ ॥

---

১ কাহ্ন' তোলাপাঠে।

১ পাহ,' হ'র আকার কাটা।

যেই খনে কাহ্নাঞি দেখিবোঁ।
তখনেই তাক না এড়িবোঁ॥
যোগী যোগ চিন্তে যেহ্নমনে[১]।
কাহ্নাঞি ছাডী না জাণো মো আনে॥ ৩॥
না শুণিলোঁ তোহ্মার বচনে।
না খাইলোঁ কাহ্নের গুআ পানে॥
যত কৈল সব মতিমো[১৯৫।২]ষে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ভাঠিআলীরাগঃ॥ লঘুশেখরঃ॥

যে না দিগেঁ গেলা চক্রপাণী। আল বড়ায়ি গো।
সে দিগেঁ কি বসন্ত না জাণী॥ আল॥
এবেঁ মোর মণের পোড়নী॥ আল বড়ায়ি গো।
যেন উয়ে কুম্ভাবের পণী॥ আল॥ ১॥
কমণ উদ্দেশে মো জাইবোঁ। আল বড়ায়ি গো।
কথা না সুন্দর কাহ্ন পাইবোঁ॥ আ॥ ধ্রু॥
মুকুলিল আম্ব সাহারে।
মধুলোভেঁ ভ্রমর গুঞ্জরে॥
ডালে বসী কুয়িলী কাঢে রাএ।
যেহ্ন লাগে কুলিশের ঘাএ॥ ২॥
দেব অসুর নরগণে।
হস হএ মনমথবাণে॥
না বসএ তথাঁ কি মদনে।
যে দিগেঁ বসে নারায়ণে॥ ৩॥
পীন কঠিন উচ তনে।
কাহ্নাঞি পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গণে॥
তভোঁ যদি এড়ে দামোদরে।
তা দেখিতে প্রাণ জাএব মোরে[২]॥ ৪॥
না শুণিলোঁ কাহ্নাঞির বোলে।
না নয়িলোঁ কাহ্নাঞিঁর তাম্বুলে॥
যত কৈলোঁ সব মতিমোষে।
গাই[১৯৬।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৫॥

পাহুষীরাগঃ॥ যতিঃ॥

তোকে তত্ব বোলোঁ চন্দ্রাবলী।
যোড়হাথ করী বনমালী॥
তাত বড় পাইল আপমান।
তেঁসি তোহ্মা ছাড়ী গেল কাহ্ন॥ ১॥
এবেঁ তোর বিরহপোড়নী। আল।
কথাঁ গিআঁ পাইব চক্রপাণী॥ ধ্রু॥
তোর সখিজন হেন চাহে।
কাহ্নাঞিঁ তেজুক তোহোর[১] নেহে॥
তবেঁ কাহ্নাঞিঁ লআঁ বৃন্দাবনে।
কেলি করে সেহি গোপীগণে॥ ২॥
ষোলহ[২] সহস্র গোপী লয়িআঁ।
বৃন্দাবন মাঝত বসিআঁ॥
নানা রসে বসে বনমালী।
তোহ্মাক বঞ্চিআঁ চন্দ্রাবলী॥ ৩॥
আইস রাধা যাই বৃন্দাবনে।
তবেঁ তার পাব দরশনে॥
তবেঁ তোরে কাহ্ন বা[৩] সম্ভাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

ললিতরাগঃ॥ একতালী॥

অশরীরশরৈঃ ক্বণিতাঙ্গলতা
বিততাধিযুতা গতসাততভিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি [১৯৬।২] হরে-
রভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ॥

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।

১ যেহ্নমনে,' হ্ন'র একার কাটা এবং মনে' তোলাপাঠে।
২ মোরে,' মো' তোলাপাঠে।

১ তোহোর,' হো' তোলাপাঠে।
২ ষোলহ,' হ' তোলাপাঠে। ৩ বা' তোলাপাঠে।

হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো ॥
কত দুখ কহিব কাঁহিণী ।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞঁ নারী বড় আভাগিনী ॥ ধ্রু ॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন যশোদার পো আল
তা'র সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ ।
গুপতেঁ রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞঁ বিকাসিলোঁ
তাহার উচিত ফল পাইলোঁ ॥ ২ ॥
সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল
প্রতি বোল ননন্দ বাছে ।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল
রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে ॥ ৩ ॥
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী
বড়ায়ি
মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু [১৯৭।১] চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালরাগঃ ॥ রূপকং ॥

হরি হরি ।
আসুখ না কর তোহ্মে শুন গোআলী ।
নিকট মেলিব তোর প্রিয় বনমালী ॥
হরি হরি ।
মলিন না কর রাধা চান্দসম মুখ ।
তোর দেহগতি দেখি মোতে লাগে দুখ ॥ ১ ॥
হৃদয়ে ভরস কর থাক মোর থানে ।
আপণে মেলিব তোক গোকুলের কাহ্নে ॥ ধ্রু ॥
আইস মোর সঙ্গে রাধা যাই বৃন্দাবনে ।
চাহি কুঞ্জে কুঞ্জে তোর প্রিয় নারায়ণে ॥
বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে ।
আবসি দেখিল কেহো শ্রীমধুসূদনে ॥ ২ ॥
কেমনে বেড়াএ কাহ্ন কিবা রূপ ধরে ।
একেঁ একেঁ সব কথা কহ তোঁ আহ্মারে ॥
আবসে জাণিব কেহো যথাঁ বসে কাহ্নে ।
পুছিতেঁ পুছিতেঁ তার পাব দরশনে ॥ ৩ ॥
কিবা জল কিবা থল কিবা বৃন্দাবনে ।
গন্ধ রাখে কিবা বনে নান্দের নন্দনে ॥
সব ঠাই চাহিআঁ আণিব [১৯৭।২] শ্রীনিবাস ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ একতালী ॥

ময়ূরপুছে বান্ধি চুড়া কেশপাশে দিআঁ বেঢ়া
কনয়া কুসুমে বান্ধী জটা ।
দেহ নীল মেঘ ছটা গন্ধ চন্দনের ফোটা
যেন উয়ে গগনে চান্দ গোটা ॥ ১ ॥
দূতা ল
তোহ্মে কি দেখিলেঁ কৃষ্ণ জায়িতেঁ । আ ।
এ বাটে জায়িতেঁ গায়িতেঁ নান্দের পোঅ
হাসিতেঁ এ বাঁশী বোলায়িতেঁ ॥ ধ্রু ॥
নির্ম্মল কমল বঅনে নীল উতপল নয়নে
রতন কুণ্ডল শোভে কন্নে ।
মাণিক দশন যুতী গিএ শোভে গজমুতী
জীএ রাহি তার দরশনে ॥ ২ ॥
চন্দন চর্চ্চিত গাএ ঘাঘর মগর পাএ
হেন বেশ হেন দরশনে ।
নেত পরিধান লাসী হাথে মোহারী বাঁশী
সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে ॥ ৩ ॥
মোঞঁত আভাগিনী রাহী ভৈঁসি হারায়িলোঁ কাহ্নাঞি
এবেঁ তাক চাহি বন১দেশে ।
তথাঁ[১৯৮।১]ত পাইব সুধী বড়ায়ি তোহ্মার বুধী
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ বন' তোলাপাঠে ।

কেদাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

তোহ্মে ত নাতিনী মোর পরাণ সমান।
তোহ্মার থানত মো না বুলিবোঁ আন ॥
আবসি আইসে কাহ্ন কদমের তলে।
হাথত লগুড় করী রাখএ গোকুলে ॥ ১ ॥
চল চল গোআলিনী যমুনার কূলে।
আবসী পাইবী তথাঁ বালগোপালে ॥ ধ্রু ॥
কিবা রাতী কিবা দীন মাঝ বৃন্দাবনে।
নানা ফুল নানা ফল খাএ নারায়ণে ॥
গোপযুবতী সমে করে নিধুবন।
তথাঁ গেলেঁ রাধা[১] তার পাইব দরশন ॥ ২ ॥
শুভযাত্রা করি রাধা কর মনোবল।
তথাঁ তোর মনোরথ হয়িব সফল[২] ॥
আহ্মে জাণি কাহ্নাঞিঁর চরিত্র সকল।
ছাড়িতেঁ না পারে সে তো[৩] কদমের তল ॥ ৩ ॥
পরতয় কর রাধা আহ্মার বচনে।
সত্য বচন ছাড়ী না বোলোঁ মো আনে ॥
কদমতলাক জাইউ চি[১৯৮।২]ত্তের হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

কদমতরুতল গিআঁ।
কিশলয়েঁ শয়ন বিছাইআঁ ॥ আল রাধা ॥
আগর চন্দন আঙ্গে মাথী।
কাজলে রঞ্জিল দুঈ আথী ॥ ল ॥ ১ ॥
হেন নেহ বড়ায়ির উদ্দেশে।
চলি গেলি রাধিকা হরিষে ॥ ধ্রু ॥
ফুলে জড়ী বান্ধি কেশপাশে।
পরিধান কর নেত বাসে ॥
ভৃঙ্গার ভরিআঁ নৈল জলে।
বাটা ভরী কর্পূর তাম্বুলে ॥ ২ ॥
তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে ॥
না দেখিআঁ ছাড়এঁ নিশাসে।
বড়ায়িক মাঙ্গে আশোআসে ॥ ৩ ॥
হেনমতেঁ কতোখন রহী।
কদমতলাত রাধা রাহী ॥
না পাইল কাহ্নাঞিঁ দৈবদোষে।
গাইল বডু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কদম্বস্য তলে স্থিত্বা রাধা তত্র চিরক্ষণং।
মনোজশিখিসন্তপ্তা বি[১৯৯।১]ললাপ নিরন্তরং ॥

দিনের সুরুজ পোড়াআঁ মারে
রাতিহো এ দুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বড়ায়ি
চখুত নাইসে নিন্দে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলাও
তভোঁ বিরহ না টুটে।
মেদনী বিদার দেউ গো বড়ায়ি
লুকাওঁ তাহার পেটে ॥ ১ ॥
আল।
দহে পৈসু কাল দূতী।
উথাআঁ পাথাআঁ আহ্মা আনিল
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ধ্রু ॥
তবেঁ বুঝিলোঁ বড়ায়ি কি মোর কাহ্নের
সমে নেহা বাঢ়ায়িআঁ।
এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি
নিকট মেলিল আসিআঁ ॥
দিন পাঁচ সাত রসত লাগিআঁ
দুগুণ পোড়নি সারে।

১ রাধা' তোলাপাঠে।
২ সফল,' ক' কাটিয়া তোলাপাঠে ফ' করা
৩ সে তো' তোলাপাঠে।

আর তার মুখ দেখিতেঁ না পাইলোঁ।
করমফল আন্ধারে ॥ ২ ॥
সব খন মোরে[১] নান্দের নন্দন
চুম্বন করে কপোলে।
হেন হাথ নিধী কে হরি নিলে
মো দুখমতীর হেলে ॥
একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জালে ফুকে।
ভিড়ি আলিঙ্গন দিতেঁ না পাইলোঁ।
[১৯৯।২]এ শাল থাকিল বুকে ॥ ৩ ॥
কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি
কি মোর বসতী বাশে[২]।
আন পাণী মোকে একো না ভাএ
কি মোর জীবন আশে ॥
মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ
বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

মেঘ আন্ধারী অতি ভয়ঙ্কর নিশী।
একসরী ঝুরোঁ মো কদমতলে বসী ॥
চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ ॥ ১ ॥
নারিব নারিব বড়ায়ি যৌবন রাখিতে।
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞিঁ দেখিতেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সমে করে কোলাহলে।
কোকিল কুহলে বসী সহকারডালে ॥
মোঞঁ তাক মানো বড়ায়ি যেহ্ন যমদূত।
এ দুখ খণ্ডিব কবেঁ যশোদার পূত ॥ ২ ॥
বড় পতিআশে আইলোঁ বনের ভিতর।
তভোঁ না মেলি[২০০।১]ল মোরে নান্দের সুন্দর ॥
উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥ ৩ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
এবেঁ ঝাঁট আন বড়ায়ি নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

কহুরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মথুরার পথে বড়ায়ি এহি কদমের তলে
ধীরেঁ ধীরেঁ বহে বসন্তের বাএ।
এবেঁ নানা ফুলেঁ মোঞঁ সেজা বিছাইআঁ
কাহ্নাঞিঁ কাহ্নাঞিঁ দেওঁ বাএ ॥ ১ ॥
আল হের [বড়ায়ি]।
কাহ্নাঞিঁ মোরে আণিআঁ দে।
আল পরাণের বড়ায়ি।
কাহ্নাঞিঁ মোকে আণিআঁ দে ॥ ধ্রু ॥
বিরহ সাগর মোর গহীন গম্ভীর বড়ায়ি
এহাত কেমনে হয়িব পার।
যদি কাহ্নাঞিঁ কর পার এ মোর কুচকুম্ভ ভেলা করী
হএ মোর তবেঁসি নিস্তার ॥ ২ ॥
এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে
মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁ[২০০।২]র নেহে।
এবেঁ থীর নহে [চিত] এ বড়ায়ি কোণ পরকারে
মরি জাইব কাহ্নের বিরহে ॥ ৩ ॥
এহি বৃন্দাবনে এ বড়ায়ি তিলে তিলে চাহিল
না পাইল কাহ্নের উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ বড়ায়ি
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

১ মোরে' তোলাপাঠে।
২ বাশে,' 'আ' কাটিয়া তোলাপাঠে 'বা' করা

রাধাবিরহ

বেলাবলীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

তদা মাধবমন্বিষ্য পরিশ্রান্তা বনান্তরে।
জগাদ জরতীং রাধা স্মরজ্বরভরাতুরা ॥

প্রভু জগন্নাথেঁ মোরে যত বুইল।
আল হের বড়ায়ি।
মোঞ দুখমতী তাক না শুণিল ॥ হরি হরি ॥
এবেঁ আহ্মে মণে পরিভাবিল।
আল হের বড়ায়ি।
সে কারণে আহ্মে এত দুখ পাইল ॥ হরি হরি ॥ ১ ॥
এবেঁ হৈল মোহোর আরতী[১]।
আল হের বড়ায়ি।
বোল কাহ্নে রাধা মাঙ্গে সুরতী ॥ ধ্রু ॥
যবেঁ কাহ্ন চাহিলে সুরতী।
মো তবেঁ আছিলোঁ শিশুমতী ॥
এবেঁ মোঞ ভৈলোঁ ভর যুবতী।
আহ্মাক ছাড়িআঁ কা[২০১।১]হ্ন গেলা কতী ॥ ২ ॥
সংপুন শশধর বদনে।
কমললোচন পাপ বিমোচনে ॥
সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী।
রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী ॥ ৩ ॥
কি না বিধি লিখিত কপালে।
মোরে দয়া না করে বালগোপালে ॥
না পায়িলোঁ মো কাহ্নের উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কহূরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

সংপ্রহৃষ্টোঽহং গোবিন্দো রমমাণো ময়া সহ।
সবিধস্তস্ত জরতি প্রণামে গন্তুমুচ্যতাম্ ॥

আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ
আল আলিছিল নান্দের নন্দন।
বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ
দিলোঁ মোঞ দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ ১ ॥

কি হরি হরি গোবিন্দ এ
আল প্রাণ নৈল বাঁশীর নাদে ॥ ধ্রু ॥
নানা আভরণগণে শোভক এ
নীল জলদ সম দেহা।
সে কাহ্ন বিহাণে প্রাণ আকুল এ
ভাবি ভাবি তাহার নেহা ॥ ২ ॥
নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ এ
[২০১।২]থাকিলোঁ মো কাহ্নকোলে সুতী
হেন সম্ভেদে মো জাগিলোঁ এ
নিফলে পোহাইল রাতী ॥ ৩ ॥
সে নারীর সফল জীবন এ
জারে কাহ্ন সুরতীঞঁ তোষে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ এ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

মালবরাগঃ ॥ প্রকীর্ণকং ॥ চিত্রকঃ ॥ লগনী ॥
রূপকং ॥ দণ্ডকঃ ॥

সুণ নাতিনী রাধা আহ্মার উত্তর।
বাঁশী বাইআঁ প্রভাতে গেলান্তি গদাধর ॥ ১ ॥
হেন বুঝোঁ গেলা কাহ্ন বনের ভীতর।
তথাঁ গিআঁ চাহী তাক কিছু নাহিঁ ডর ॥ ২ ॥
মুগধী বড়ায়ি তোতে নাহিঁ কিছু বুধী।
হাথেঁ হাথেঁ ছাড়িলী কেহ্নে গুণনিধী ॥ ৩ ॥
আইস তোর সঙ্গে জাইউ বৃন্দাবন।[১]
তথাঁ আবসি পাইব নান্দের নন্দন ॥ ৪ ॥
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন।
তথা হেন রাধিকারে বুইল বচন ॥ ৫ ॥
আগু জাঅ রাধা কাহ্ন চাহিতেঁ আপুণী।
তবেঁসি মেলিব[২০২।১] তোকে দেব চক্রপাণী ॥ ৬ ॥
বড়ায়ির বচন শুণী উল্লসিতমতী।
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী ॥ ৭ ॥
দেখিআঁ গোঠ রাখিতেঁ বুলে বনমালী।
মদনে মুরুছা গেলী রাধা চন্দ্রাবলী ॥ ৮ ॥

---

১ পুথিতে 'আরতী'।

মুখে জল দিআঁ বড়ায়ি ততিখনে ।
অথবেথেঁ রাধিকারে করায়িল চেতনে ॥ ৯
বুলিতেঁ লাগিলী রাধা পাইআঁ চেতনে ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ১০ ॥

বিভাষরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥ রূপকন্ধা ॥

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী ।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে অতিশয় বালী ॥ ১ ॥
পান ফুল না লইলেঁ। মাইলেঁ। তোর দূতী ।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতী ॥ ২ ॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন না জাণিলোঁ ভোলে ॥ ৩ ॥
নারে বারে তোক[১] যত বুলিলোঁ আহঙ্কারে ।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দে[২০২।২]ব গদাধরে ॥ ৪
যে বা কিছু দুখ দিলোঁ পাব হৈতেঁ নাএ ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্ন ধরোঁ তোর পাএ ॥ ৫ ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহায়িলোঁ ভার ।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার ॥ ৬ ॥
না শুণিলোঁ তোর বোল [ল]আঁ জাইতেঁ পাণী ।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব চক্রপাণী ॥ ৭ ॥
অনাথী নারীক কত থাকে অভিমান ।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্ন রাখহ পরাণ ॥ ৮ ॥
নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৯ ॥

ললিতরাগঃ ॥ রূপকং ॥

নিতি নিতি গোআলিনী গেলা দধি বিকে ।
আনেক ভকতি কৈলোঁ পাসরিলেঁ কিকে ॥
যমুনাত পার কৈলোঁ নিলোঁ দধিভার ।
তভোঁ তোষিতে নারিলোঁ মন তোহ্মার ॥ ১ ॥
যৌবনগরবেঁ রাধা বড় দিলেঁ দুখ ।
চাহিতেঁ না ফুরে আর তোহ্মার মুখ ॥ ধ্রু ॥
বড়ার অহুআরী তোহ্মে আই[২০৩।১]হনের[১] রাণী
কোণ লাজেঁ ভজ এবেঁ দেব চক্রপাণী ॥
কহীতেঁ লাজাই রাধা তোহ্মার যত কাজ ।
ভার বহায়িআঁ ভাণ্ডায়িলেঁ দেবরাজ ॥ ২ ॥
চল চল গোআলিনী নিবারহ মতী ।
ঘর গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী ॥
কিসক করহ রাধা আহ্মারে যতন ।
না পাত জঞ্জাল এবেঁ জাওঁ বৃন্দাবন ॥ ৩ ॥
ছার হেন দেখোঁ এবেঁ তোহ্মার যৌবন ।
এতেকেঁ নিবারিলোঁ রাধা তোহ্মাতেঁ মন ॥
এহা তত্ব জাণী কর ঘরকে গমন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

বিভাসকহুরাগঃ ॥ একতালী ॥

নান্দের নন্দন কাহ্নাঞিঁ তোহ্মে বনমালী ।
ত্রিভুবনে গোসাঞিঁ তোহ্মে আধিকারী ॥
নরসিংহরূপেঁ তোহ্মে হিরণ্য বিদারী ।
কংস মারিবারে তোহ্মে গোকুল তরী ॥ ১ ॥
আল শ্রীহরি গোবিন্দ মধুসূদন ।
জায়িতেঁ নে মোরে আপণ ভুব[২০৩।২]ন ॥ ধ্রু ॥
নানা রতি সমে মোর হরিআঁ পরাণ ।
বিকলী করিআঁ মোক তোহ্মে বুলহ কাহ্ন ॥
তোহ্মাক চাহিআঁ ভৈল পাঞ্জর শেষ ।
এবেঁ তোর লাগ পাইলোঁ দেব ঋষিকেশ ॥ ২ ॥
তোহ্মা বিণি মোর রূপ যৌবন নিফল ।
হে[ন] ভাবি আইলোঁ মোঞঁ কদমের তল ॥
বঞ্চিলোঁ সকল রাতী তোহ্মার কারণে ।
তেবেঁ মোকে নাহি দিলে তোহ্মে দরশনে ॥ ৩ ॥
মোর রূপ[২] যৌবনে পড়িলাহা ভোলে ।
দূতী দিআঁ পাঠায়িলেঁ কর্পূর তাম্বুলে ॥

---

১ তোক' তোলাপাঠে ।

১ আইহনের,' আই' তোলাপাঠে । ২ রূপ' তোলাপাঠে ।

দূতাক মাইল আহ্মে উনমত কালে।
আস্তর পোড়এ এবেঁ বিরহ আনলে ॥ ৪ ॥
যোড় হাথ করী গোসাঞিঁ বোলোঁ মো তোহ্মারে।
আহ্মার সকল দোষ[১] খণ্ডহ বিদূরে ॥
নিকট বসিউঁ মোক দেহ আনুমতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৫ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

নিকট না আইস লোক বুলিব আবো[২০৪।১]ল।
দূর থাকি বোল রাধা সুণ মোর বোল ॥
এবেসি জাণিল ভৈল কলি আবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহ জার ॥ ১ ॥
কমণ ঝগড রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারী হরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর[২] দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে[৩] কেলি।
মোর পাণে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥ ২ ॥[৪]
দূতা দিঞা পাঠায়িলোঁ গলার গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥ ৩ ॥
বাপ নন্দ ঘোন মামা আইহন বীর।
মায় জসোদা পুষিলেক দিঞাঁ খীর ॥
তেকারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

গুণ বুঝি মধুকর পরিহ[২০৪।২]র বন।
আইস বন মাঝেঁ বিকচ নলীন ॥
তোহ্মে তেজীবারে কেহ্নে কর চীত।
নাগর জনের হেন [না হএ] উচীত ॥ ১ ॥
তোহ্মারে দেখিঞাঁ মোরে পাঞ্চশরে মারে।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন[১] দয়া কর মোরে ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী।
এক তোহ্মা গতী পুছিঞাঁ চাহা দূতী ॥
বড় পতিআশেঁ মোঁ খোপা ফুলে ভরী।
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥ ২ ॥
কায় মনে পরসন হয় মোক কাহ্ন।
একবার কর দেব আহ্মার সমান ॥
তোহ্মার সমান মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী।[২]
কর রতী অনুমতী প্রিয় বনমালী ॥ ৩ ॥
নিফল না কর কাহ্ন[৩] আহ্মার যৌবন।
যাচক জনের কাহ্ন করহ তোষণ ॥
আলিঙ্গন দিঞাঁ রাখ আহ্মার জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মল্লাররাগঃ ॥ রূপকং ॥

আহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই ॥
মূল কম[২০৫।১]লে কয়িলে মধুপান।
এবেঁ পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥ ১ ॥
দূর আনুসর সুন্দরি রাহী।
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া[৪] পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধী।
মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥

১ দোষ,' ষ'র একার কাটা। ২ তোর,' র' তোলাপাঠে।
৩ পুথিতে সঙ্কে'।
৪ ইহার পর 'কিসক পাতসি রাধা ডোম্ব চাণ্ডালী ॥ ২ ॥' লেখা ও কাটা।

১ পুথিতে কর'।
২ পুথিতে 'তোহ্মার সমান তোহ্মার সম মোঞেঁ রাধা চন্দ্রাবলী'।
৩ পুথিতে কাহ্ন'র পূর্ব্বে রাধা' আছে। ৪ পুথিতে ইহা'।

দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট।
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥ ২ ॥
গেআনবাণে ছেদিলোঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
আসার দেখীলো সব সংসার ॥ ৩ ॥
রাধাক বুলিল[১] নিঠুর বাণী।
নাগরবর দেব চক্রপাণী ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

বঙ্গালবরাডী[রাগঃ] ॥ রূপকং ॥

চিরাদমধুরং শীত্বা রাধা মধুরিপোর্ব্বচঃ।
জগাদ জগতাং বম্যা বচনং করুণান্বিতং ॥

আতি দুখিনী বালী ল।
আল
নবলীদলকোঅলী ল।
আল
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল।
বিরহে না মার মোরে ল।
আল
চরণে ধরোঁ[২] তোরে ল।
আল
তিরিবধপাপ নাহি[২০৫।২]ক ডর তোহ্মারে ল ॥ ১ ॥
কাহ্ন কিকে কর আসম্মতী ল।
আল
মাথ তুলিঞাঁ দেখহ আহ্মার গতী ল ॥ ধ্রু ॥
যাবত আছে পরাণে ল।
তাবতে দেহ বচনে [ল]।
আহ্মার মরণ তোহ্মার এহি ধেআনে ল ॥

১ পুথিতে বুলিলোঁ।'।
২ ধরোঁ,'র' কাটিআ তোলাপাঠে 'রোঁ' কয়া।

যবে দরশন ভৈল।
তবে কেহ্নে না তেজিল।
এবেঁ তোহ্মে মোকে বড়ায়ি দুখিনী কৈল ল ॥ ২ ॥
কাহ্ন তোহ্মার নেহাত লাগি ল।
সকল রজনী জাগি ল।
তোহ্মাক না পাইল মোঞেঁ ত বড় আভাগী [ল] ॥
এবে পায়িলোঁ দরশনে ল।
আর জরমের পুনে ল।
দেব দামোদর হয় মোক পরসনে ল ॥ ৩ ॥
দেখী মোর দেহগতী ল।
নিঠুর তোহ্মার মতি ল।
বুঝিতেঁ নারিল তিরি পুরুষ জাতি ল ॥
এভোঁ দয়া ধর মোরে ল।
জীএঁা মোঁ সঙ্গমে তোরে ল।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস[১] বাসলীবরে ল ॥ ৪ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥

রঘুবংশ পরধান আহ্মে শ্রীরাম নাম
[২০৬।১] আহ্মার গুণ তোহ্মে কথা।
সপুত্র বান্ধবে বাঢ়ে লঙ্কার রাবণে ল
তাহার কাটিলোঁ দশ মাথা ॥ ১ ॥
রাধা ল
আহ্মে চিত্ত নেবারিল তোরে।
বাপ বসুল মাঅ দৈবকী [হ]ইল মোরে ॥ ধ্রু ॥
উত্তম কুলত মোর জরম ভৈল ল
আহ্মা লঞাঁ নাহি পরদারে।
... ...
আহ্মে দেব ত্রিভুবনে সারে ॥ ২ ॥
আহ্মে হরী নারায়ণ মুকুন্দ মুরারী ল
যুগেঁ যুগে অবতার করী ল।
অসুর মারিঞাঁ ধরণী পাতিল
সব পাপ করম নেবারী ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস।'

এভহোঁ নিলজী রাহী ছাড় মোর আশে ল
সব গোপ নাহী জাণে।
চল তোহ্মে নিজ বাস গাইল বডু চণ্ডীদাস
বন্দিঞাঁ বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধী।
আবে
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধী ॥ ল ॥
তোহ্মে জবে[১] যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞাঁ তোহাঁক সেবিঞাঁ ॥ ল ॥ ১ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর[২] তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ [২০৬।২] তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ॥ ল ॥ ধ্রু॥
পরাণে না মার মোরে[৩] দেব গদাধরে।
তিরিবধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে ॥
সপনে গেআনে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্নাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ॥ ২ ॥
হেন মনে পরিভাব জগত ঈশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার ॥
আনুগতী ভকতী অনাথি আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারী ॥ ৩ ॥
এত কাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
সকতি না ভৈল তোর নেহার[৪] কারণে ॥
কোণ লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আতি বিরহে অন্ন না খাইলো
তোর প্রথম যৌবনে।
দুতার বচনে আতি বিরাগেঁ
তোহ্মাকে মো মাইলোঁ বাণে ॥
মন নিবারিলোঁ পাপ বিমোচিলোঁ
তোহ্মা তেজিলোঁ জতনে।
এবে গোআলিনী তো কাকুতি করসী
আহ্মা পায়িতেঁ আকারণে ॥ ১ ॥
না কর জতন সুন্দরী রাধা
আহ্মাত না[২০৭।১] পাত মায়া।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলী
আহ্মে নিরঞ্জন কায়া ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি আছিলো যমুনা তীরে
মোকে না কৈলে[১] যতনে।
এবেঁ আকুলী হঞাঁ কাম বাণে
আহ্মারে চাহসি কেহ্নে[২] ॥
হাসিঞাঁ উত্তর বুইলো মো রাধা
না দিল সরস বাণী।
ছারেঁ খারেঁ এবে যাউক[৩] যৌবন
সুণ আয়িহনের রাণী ॥ ২ ॥
আহ্মে সে কশ্যপ ঋষির কুয়র
তোহ্মে সাগরকোঁয়রী।
যৌবন গরবে আহ্মা না চিহ্নিলী
সুণ মুগধী পামরী ॥
সব দৈত্যগণ আপণে মারিলো
মোঞে তোহ্মার আন্তরে।
[সব দেবেঁ মেলি] যুগতি করিঞাঁ
তোহ্মা সংপিল আহ্মারে ॥ ৩ ॥
তেজ মোর সঙ্গ[৪] নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।
সকল গোকুল ভার বহাইলে
করায়িলে বড় খাঁখারে ॥
ছাড় মোর পাশ চল নিজ বাস
তেজহ আহ্মার আস।

---

১ জবে' ভোলাপাঠে। ২ আর' তোলাপাঠে।
৩ মোরে' ভোলাপাঠে।
৪ নেহার,' হ'র আকার ও র' তোলাপাঠে।

১ পুথিতে 'তোক না কৈলোঁ'।
২ পুথিতে 'কেহ্নে চাহসি আহ্মারে'।
৩ পুথিতে যাউর'। ৪ পুথিতে 'তেজ সঙ্গ মোর'।

বাসলী চরণ শিরে বন্দিঞাঁ·
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

কহ্লুরাগঃ ॥ রূপকং ॥ লগনী ॥

আহে কাহ্নাঞিঁ।
আছিলোঁ [২০৭।২] মো শিশুমতী না জাণিলোঁ রঙ্গ রতী
এবেঁ গুণী ভৈল তনু শেষ।
আহোনিশি একমতী তোহ্মা ছাডী নাহিঁ গতী
এবেঁ কৃষ্ণ[১] করহ আদেশ ॥ ১ ॥
আহে রাধা।
বাপ বসুল মোর গোকুলে আহ্মার ঘর
গোপ লোকেঁ আহ্মা ভালেঁ জাণে।
সুণিলে পাইব লাজ তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজ
মোর পাশ আইস অকারণে ॥ ২ ॥
ছার তিরি বামা জাতী নানা দোষেঁ উতপতী
তাক কোপ রহে কত খনে।
তোহ্মার বিরহে মোর আকুল পরাণ হে
নিঠুর বোলহ কি কারণে ॥ ৩ ॥
সুণ ল সুন্দরী সতী বুঝিলোঁ তোহ্মার মতী
সুণ পাপ পুণ্যের উত্তর।
পুণ্য কইলেঁ স্বর্গ জাইএ নানা উপভোগ পাইএ
পাপেঁ হএ নরকের ফল ॥ ৪ ॥
দৈবকীর পুত্র তোহ্মে বসুলকুমার হে
তোহ্মে দেব কংশের আরী।
গোপীর বালেন্দু (?) হরী আহ্মে বিরহিণী নারী
তোহ্মা বিণি বঞ্চিতেঁ না পারী ॥ ৫ ॥
তোরে বো[২০৮।১]লোঁ চন্দ্রাবলী আহ্মে দেব বনমালী
কেহ্নে বোল হেন পাপবাণী।
মাঅ যশোদা মোর মামা আইহন ল
তোহ্মে মোর সোদর মাউলানী ॥ ৬ ॥
না বোল মোরে[২] নিরাস একবার নেহ পাশ
তোহ্মে মোর পতি শ্রীনিবাস।

১ সরস' কাটিয়া তোলাপাঠে কৃষ্ণ' করা।
২ মোরে' তোলাপাঠে।

অনেক জরম পুনে ভজিলোঁ তোর চরণে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ৭ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ রূপকং ॥

দুতর যমুনাত রাধা তোহ্মা কৈলোঁ পার।
লাজে পিঠ দিআঁ মো বহিলোঁ দধিভার ॥
দুসহ মদনবাণে বড দুখ পাইল।
রাজ ভরিআঁ মোর কলঙ্ক থাকিল ॥ ১ ॥
বিরহ সন্তাপ রাধা এবেঁসি জাণিলে।
যৌবন গরবেঁ রাধা আহ্মা না চিহ্নিলেঁ ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ ॥
তোহ্মাত লাগিআঁ রাধা তেআগিল ঘর।
তভোঁ মোর বচনে [২০৮।২] না দিলেঁ উত্তর ॥ ২
তোহ্মাত লাগিআঁ মো হইলোঁ মাহাদাণী।
তবেঁ বোলাইলেঁ সতী আইহনের রাণী ॥
এবেঁ কেহ্নে গোআলিনী হেন তোর মতী।
তোহ্মে রতীঞঁ কুমতী আহ্মে ধর্ম্মমতী ॥ ৩ ॥
নিয়ড় সম্বন্ধ রাধা না কর দূর।
জুণি সুণি পাএ রাধা[১] রাজা কংশাসুর ॥
আর এবেঁ রাধা তোতে নাহিঁ মোর মন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

কোণ আপরাধে মোকে তেজহ কাহ্নাঞিঁ।
আপণে বিচারি তোহ্মে চাহ ত গোসাঞিঁ ॥
সকল সংপুন্ন মোর যৌবন সাজে।
তাহাক তেজিতেঁ না জুআএ দেবরাজে ॥ ১ ॥
বিণি দোষে কেহো নাহিঁ তেজে রমণী।
সিতা রামে দুখ পাইল সুণ চক্রপাণী ॥ ধ্রু ॥
সপনে গেআনে মনে চিন্তো আহোনিশী।
রাতী দিনে একলী কদমতলে বসী ॥

১ রাধা' তোলাপাঠে।

তোহ্মাত লাগি[২০৯।১]আঁ যবেঁ প্রাণ মোর জাএ
তবেঁ তিরীবধ লাগে কাহ্নাঞি তোহ্মাএ ॥ ২ ॥
মদনে বিকলী হৈলোঁ হরি প্রাণ রাখ ।
অকোপ হআঁ মোর আবথা দেখ ॥
একবার তোর মোর জাইউ বৃন্দাবন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৩ ॥

পাহাড়ীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

যে বলিতে তোকে দূতী পাঠাইলোঁ
ভাণ্ডাআঁ পাঠাইলি মোরে ।
এবেঁসি মোর টুটিল সে নেহ
মন জাএ তোহ্মারে ॥ ল ॥ ১ ॥
আল
চল চল তোহ্মে সুন্দরি রাধা
মো পরিহরিলোঁ তোরে ।
বাপ নন্দ ঘোষ মাঅ যশোদা
তেঁ তুহ্মী মামী আহ্মারে ॥ ধ্রু ॥
সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুনতাপে ।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে ॥ ২ ॥
যমুনা তীরে আছিলোঁ যবেঁ
তোর সুরতির আশে ।
বোল দিআঁ মোক ভার বহায়িলেঁ
দেখি লোক উপহাসে ॥ ৩ ॥
এ[২০৯।২]তেক ভাবিআঁ সুন্দরী নারী তোতে নিবারিলোঁ মন
ছাড তোঁ আহ্মার আশে ।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ললিতরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

সরস বসন্ত কালে ।
কোকিলের কোলাহলে ।
এ নআ যৌবন কাহ্নাঞি প্রাণ রে ॥
এবেঁ তোহ্মার বিরহে ।
মোর আকুল দেহে ।
আহ্মাকে তেজিতেঁ তোর উচিত নহে ॥ ১ ॥
নহোঁ গ নহোঁ গ কাহ্নাঞি তোহ্মার মাউলানী ।
তোর মোর নেহ সব দেব লোকেঁ ভালেঁ জাণী ॥ধ্রু॥
আছিলোঁ মো শিশুমতী ।
না বুঝিলোঁ সুরতী ।
তেকারণে তোর বোলে না দিলোঁ সম্মতী ॥
এবেঁ মো ভরযুবতী ।
তোহ্মা ছাড়ী নাহিঁ গতী ।
এহা বুঝী মোর বোলে কর আনুমতী ॥ ২ ॥
সাগর সঙ্গম জলে ।
তেজিবোঁ মো কলেবরে ।
এথাঞিঁ মরিবোঁ কিবা খাইবোঁ গরলে ॥
এহা জাণী গদাধর ।
একবার দয়া কর ।
নহে তি[২১০।১]রীবধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৩ ॥
যত কৈলোঁ সংযম ।
করিলোঁ ব্রত নিয়ম ।
নঠ হএ কাহ্ন মোর সে সব ধরম ॥
এহি শপথ করোঁ ।
কভোঁ যবেঁ তোহ্মা হরোঁ ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশবরাড়ীরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

যবেঁ তোক যতন করিলোঁ চন্দ্রাবলী ।
তবেঁ মোর বাপ মাএ দিলেঁ তোহ্মে গালী ॥
এবেঁ কেহ্নে আহ্মা সমে বাঞ্ছহ রতী ।
পরিহরি আপণার আইহন পতী ॥ ১ ॥
এবেঁ কেহ্নে রাধা পাতসি মায়া মোহো ।
এহাত না ভুলে আর নান্দের পোহো ॥ ধ্রু ॥
যতন করিআঁ বেদ কহিলেন্ত বিধী ।
পাপ করিলেঁ কোণ কাজে নাহিঁ সিধী ॥

আসুর মারিআঁ খণ্ডিবেঁ পৃথিবীর ভার ।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার ॥ ২ ॥
যতন না কর রাধা আইহনের রাণী ।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণী ॥
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কাএ ।
তোক[২১০।২] দেখি আরবার মন না জাএ ॥ ৩ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ ধেআন ।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥
এহা বুঝি গোআলিনী ছাড় মোর আশ ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মৈলাক[১] মারিলেঁ কোণ মাহাসিধি হএ ।
আপণেঞি গুণ কাহাঞি আপণ হৃদএ ॥
এ তীন ভুবনে তোহ্মার আধিকার ।
তোর আগেঁ গোপনারী হএ কোণ ছার[২] ॥ ১ ॥
না ধরিলোঁ মতিমোষে তোহ্মার বচন ।
তাহার উচিত ফল দিলেক মদন ॥ ধ্রু ॥
কাহ্ন তোর নেহে আপণাক বড় মানোঁ ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জাণোঁ ॥
পুরুবেঁ জাণিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে ।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে ॥ ২ ॥
শরণ পশিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে ।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে ॥
সকল সন্তাপ কাহ্ন সহিবাক পারী [২১১।১] ।
তোর বিরহসন্তাপ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
একবার জগন্নাথ কর প্রতিকার ।
তোর পরসাদেঁ ঘুচে বিরহ আহ্মার ॥
তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ লঘুশেখরঃ ॥

এবেঁ ভ্রমর কোকিল শরে ।
গুণী মোরে মনমথ মারে ॥
তিরীবধভয় না মানসি ।
কেহ্নে মিছা মাউলানী ঘোসসি ॥ নাএ ॥ ১ ॥
আল হের মোরে দয়া না করহ কেহ্নে ।
কাহাঞিঁ ল ছাড় নিঠুর ভাব মনে ॥ নাএ ॥
দুখদিআঁ সত্য বোলোঁ শিরে দেও হাথ ।
তোহ্মে মোর প্রাণ জগন্নাথ ॥
জিআঅ আড় নয়নে চাহী ।
বিরহের জালাএ মরে রাহী ॥ ২ ॥
তিলেক যৌবন নাহিঁ টুটে ।
তোহ্মা বিণী বুক মোর ফুটে ॥
এহা জাণী দয়া ধর মণে ।
আহ্মা লআঁ জাহ কুঞ্জবনে ॥ ৩ ॥
তোহ্মা চিন্তি ঝুরোঁ আহোনিশী ।
তভোঁ কেহ্নে [২১১।২] দয়া না করসী ॥
মোরে না মারিহ শ্রীনিবাসে ।
গাইল বড়ু চণ্ডাদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধা ল ।
মথুরা জাইতেঁ যমুনাপথে
দধির পসার লআঁ ।
আনেক যতন কৈলোঁ না দিলেঁ আশ
গেলাহা মোক দুখ দিআঁ ॥ ১ ॥
আল ।
ছিনারী পামরী নাগরী রাধা
কিকে পাতসি মায়া ।
তোহ্মে যবেঁ জাণ আহ্মে তোর প্রিয়
তবেঁ কেহ্নে না কৈলেঁ দয়া ॥ধ্রু॥
পান ফুল দিআঁ পাঠায়িলোঁ তোরে
দূতার হাথত দিআঁ ॥

১ পুথিতে মৈনাক' । ২ পুথিতে কাজ'

বোল না ধরিলেঁ তাম্বুল পেলাইলেঁ
বাম চরণে টালিআঁ ॥ ২ ॥
যেহেন প্রকারেঁ বড়ায়িক মাইলেঁ
তিরীবধ হৈত মোরে।
যে কারণে হরি নারায়ণ আহ্মে
তেঁসি জীবন তাহারে ॥ ৩ ॥
যবেঁ বড়ায়ি আদেশিব মোরে
তবেঁ জাইবোঁ তোর পাশে।
এহা বুলী কাহ্নাঞিঁ নিরব হয়িলা
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

কোড়া[২১২।১]রাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য রাধা বৃদ্ধান্তিকং যযৌ।
জগাদ চ নিজপ্রাণপরিত্রাণকরং বচঃ ॥

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী ॥ আল ॥ ১ ॥
মোরে কি না ভয়িঞাঁ গেল বড়ায়ি নাএ।
বিরহে বিকলী খোজো মোঁ নান্দের পোএ ॥ ধ্রু ॥
নিশি সপন দেখিলোঁ কাহ্ন কোলে করি সুয়িলো
চিআয়িঞাঁ চাহোঁ নাহিক বাল গোপালে।
এ মোর যৌবন ভার সকল ভৈল আসার
আনল সরণ হৈবে দূতা রে ॥ ২ ॥
যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিঞাঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করো বিসরামে।
আনি দেহ যবেঁ কাহ্নে ভিড়ি দেউ আলিঙ্গনে
তাক না তেজিবোঁ আর জরমেঁ ॥ ৩ ॥
নেহ আমুল রতনে পালহ মোর বচনে
একবার মোক আণি দেহ কাহ্নে।
ধরোঁ দূতা তোর পাএ হের মো[২১২।২]র প্রাণ যাএ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

যখণ কাহ্নাঞিঁ তোরে পাঠাইলে পানে।
তবেঁ তারে বুলিলি বচন আনচানে ॥
এবেঁ মোক[১] বোলসি কাহ্নাঞিঁ আণিবারে।
বুঢ় বয়সত বড় দুখ দিলে মোরে ॥ ১ ॥
এবেঁ বলহীন আহ্মে চলিতে না পারী।
কোণ পরকারে তোক আণি দিবোঁ হরী ॥ ধ্রু ॥
এড় ঘর যাঞোঁ মোঞেঁ শকতি না কর।
কথাঁ গিঞাঁ পায়িবোঁ নিঠুর গদাধর ॥
মোঞেঁ ভালেঁ জাণোঁ[২] তোক নিঠুর ভৈল কাহ্ন
এ জরমে নাইসে আর তোহ্মার থান ॥ ২ ॥
পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান ॥
নানা রঙ্গে রহে কাহ্নাঞিঁ আন নারী পাশে।
বাশলী সিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৩ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

শিশুকালে আহ্মে মতিভোলে।
বড়ায়ি না লয়িলোঁ কাহ্নের [২১৩।১] তাম্বূলে।
এবেঁ আহ্মার মন মজিল বাল গোপালে ॥
তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।
বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে ॥ ১ ॥
দূতী বোল গিআঁ কাহ্নের থানে।
বারেক দয়া করী মোরে দেউ দরশনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
সব খন চিন্তিআঁ মুরারী।
পরাণ ধরিতেঁ না পারী।
রহিব যৌবনে আহ্মে কেমনে মন নেবারী ॥
মোঞঁ সে দগধকপালী।
নাম মোর চন্দ্রাবলী।
আন মোর নাহিঁ গতী ছাড়িআঁ প্রিয় বনমালী ॥ ২ ॥

১ মোক,' ক' তোলাপাঠে। ২ পুথিতে জাণ'।

মোঁ তোলোঁ যমুনাত পাণী ।
পরিহাস কৈল চক্রপাণী ।
মতিমোষেঁ যশোদারে কহিলোঁ সে সব কাহিণী ॥
কাহ্ন না চিহ্নিলোঁ থাইলোঁ আথী ।
চান্দ সুরুজ তুহ্মি সাথী ।
এ রূপ যৌবন কাহ্নেরেঁ থুয়িবোঁ রাখী ॥ ৩ ॥
বাঁশী বাজায়িল যবেঁ কাহ্নে ।
কোকিল কৈল পালি গানে ।
আ[২১৩।২]গুণি জালিল দেহে তখন দক্ষিণপবনে ॥
এবেঁ লাজ থুইআঁ এক পাশে ।
শরণ ভৈলোঁ শ্রীনিবাসে ।
আ৷ ৷দহ এবেঁ কাহ্নাঞিঁ গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ধানুষীরাগঃ ॥ একতালী ॥

৷রবেঁ না তুষিলেঁ হরী ।
পাছু না গুণিলী আছিদরী ॥
বড় রোষ তার মনে জাগে ।
এহা গুণী না মারে মোকে বড় ভাগে ॥ ১
এবেঁ তোহ্মে মোরে বোল বুধী ।
মোঞঁ ভৈলোঁ এহাত মুগধী ॥ ধ্রু ॥
কাকুতী করিল কাহ্ন তোরে ।
মোক পাঁঠায়িল বারে বারে ॥
তভোঁ তার না কৈলোঁ সমানে ।
তেকারণে রুষ্ট ভৈল কাহ্নে ॥ ২ ॥
বন্ধুজন করাআঁ বিমনে ।
ছন্দে বন্দে তোষিবে কমনে ॥
আতি বড় সিআন সে কাহ্নে ।
তাক ভাণ্ডী কাহার পরাণে ॥ ৩ ॥
তোহ্মে মোর পরাণ নাতিনী ।
তোর দুখ না সহে পরাণী ॥
কথাঁ পাইব কাহ্নের উদ্দেশে ।
গাই[২১৪।১]ল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ প্রকীর্ণক ॥ লগনী ॥
দণ্ডকঃ ॥ ক্রীড়া ॥

জরতীবচনং শ্রুত্বা মনোজশরকাতরা ।
সখীগণমুবাচেদং মাধবপ্রাপ্তিবাঞ্ছয়া ॥

বড়ায়িক তবেঁ বুইল রাধা
কি পুছহ মোরে বুধী ।
আহ্মার হৃদয় চন্দন কাহ্নাঞিঁ
আপণেঞিঁ কর শুধী ॥ ল বড়াযি ॥ ১ ॥
রাধার বচন শুণী বডায়ি
বুইল মনত গুণী ।
তোহ্মে আহ্মে গিআঁ চাহি বৃন্দাবন
তবেঁ পাইব চক্রপাণী ॥ ল রাধা ॥ ২ ॥
দুহেঁ মেলিআঁ কাহ্নাঞি চাহিল
না পাইআঁ জুড়িল ক্রন্দনে ।
হেনই সম্ভেদে নারদ মুনী
আসিআঁ দিল দরশনে ॥ ল রাধা ॥ ৩ ॥
করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে
রাধা পুছে যোড হাথে ।
নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন
কথাঁ বসে জগন্নাথে ॥ ল মুনী ॥ ৪ ॥
কি মোর জীবন যৌবন নারদ
কি মোর এ ধন বাসে ।
[২১৪।২]কাহ্ন বিণি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে ॥ ৫ ॥
রাধার বচন শুণী মাহামুনী
বসিলা[১] যোগ ধেআনে ।
জাণিল কদম তলাত বসিআঁ
আছেন্ত নাগর কাহ্নে ॥ ৬ ॥
নারদ বুইল কদমতল
চল বৃন্দাবন মাঝে ।
কুসুমসেজাত বসিআঁ আছে
তথাঁ পাইবেঁ দেবরাজে ॥ ৭ ॥

১ পুথিতে 'বাসলী'।

নারদের বোল বেদ সমতুল
মনে ধরী চন্দ্রাবলী।
চাহিতেঁ চাহিতেঁ পাইল আচম্বিত
বৃন্দাবনে বনমালী ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা
মুরুছা পাইল তখনে।
ভৃঙ্গারের জল মুখে দিআঁ বড়ায়ি
রাধার কইল চেতনে ॥ ৯ ॥
চেতন পাইআঁ বড়ায়ির চরণ
ধরিল আতি যতনে।
বুলিতেঁ নারোঁ বচন বড়ায়ি
না চলে মোর চরণে ॥ ১০ ॥
এবেঁ কি করিবোঁ পরাণ নাতিনী
বোল হরসিত মণে।
তোহ্মার আন্তরে প্রাণ [২১৫।১] উপেখিআঁ
করিবোঁ তাক যতনে ॥ ১১ ॥
মণে পরিভাবী মোরে দয়া করী
বড়ায়ি চল আপণে।
ভালমতেঁ মোর দুখকথা কহ
নিঠুর কাহ্নচরণে ॥ ১২ ॥
এ বচন শুণী বড়ায়ি বুইল
গিআঁ কাহ্নের পাশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১৩ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

তনের উপর হারে।
আল
মানএ যেহেন ভারে।
আতি হৃদয়ে খিনী রাধা চলিতেঁ না পারে ॥
সরস চন্দন পঙ্কে।
আল
দেহে বিষম শঙ্কে।
দহন সমান মানে নিশি শশাঙ্কে ॥ ১ ॥
আল
তোর বিরহ দহনে।
দগধিলী রাধা জীএ তোর দরশনে ॥ ধ্রু ॥
কুসুমশর হুতাশে
তপত দীর্ঘ নিশাসে।
সঘন ছাড়এ রাধা বসি এক পাশে ॥
ক্ষেপে সজল নয়নে।
দশ দিশে খনে খনে।
নালহীন কৈল যেন নীল ন[২১৫।২]লিনে ॥ ২ ॥
দেখি পল্লব শয়নে।
আঙ্গাররাশি সমানে।
মুদয়ে নয়ন আতি তরাসিত মনে ॥
বাম করতে বদনে।
দিআঁ গগনে নয়নে।
তোহ্মাক চিন্তে রাধা নিশ্চল মনে ॥ ৩ ॥
খনে হাসে খনে রোষে।
খনে কাঁপএ তরাসে।
খনে কান্দে রাধা খনে করএ বিলাসে ॥
চলিতেঁ তোহ্মার পাশে।
নারে মদনের রোষে।
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

বিভাসরাগঃ ॥ রূপকং ॥ যতির্ব্বা ॥[১]

নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে।
গরল সমান মানে মলয়পবনে ॥
করে মনসিজশর কুসুম শয়নে।
ব্রত করে পায়িতেঁ তোর আলিঙ্গনে ॥ ১ ॥
আল কাহ্নাঞিঁ ল
রাধা বিরহদহনে।
দগধিলী[২] ভৈলী তোহ্মার শ[২১৬।১]রণে[৩] ॥ ধ্রু ॥

---

১ ইহার পর 'নাহং মনসি রাধায়া বর্ত্তে জয়তি সন্ততং। মিথ্যাবচনজাতেন বঞ্চনং কুরুষে বৃথা।' শ্লোক লেখা ও কাটা।

২ পুথিতে দগধিনী'।

৩ তোহ্মার শরণে,' হ্মা' তোলাপাঠে ও দরশনে' কাটিয়া শরণে' করা।

আহোনিশি মদন মারে তারে শরে।
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা করে ॥
সব খন বস তোহ্মে তাহার আন্তরে।
তেঁসি তোহ্মা রাখিবারে পরকার করে ॥ ২ ॥
নয়নশলিল পড়ে বদনে তাহার।
রাহুঞেঁ গালিল যেন চাঁদ সুধাধার ॥
তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ।
প্রণামগণ করে কহিলোঁ সরূপ ॥ ৩ ॥
তোহ্মাক সংমুখ দেখি আধিক চিন্তনে।
হাষে রোষে কান্দে কাম্পে ভয় করে মনে ॥
ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহ দারুণ দহনে ॥ ৪ ॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী[১] মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিত নয়নে ॥
দযা করী এবেঁ তাক দেহ আলিঙ্গনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৫ ॥

মালবরাগঃ ॥ রূপকং ॥ কাব্যোক্তি প্রকীর্ণক
লগনী ॥

অ[২১৬।২]ধুনাপি কিম্‌, সদযং হৃদযে
কুরুষে [মনো]হরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে
সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্‌ ॥

কাহ্নাঞিঁক বুইল বড়ায়ি বচন মধুরে।
চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে ॥ ১ ॥
লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।
সংপূর্ণ যৌবনে রতি ভুঞ্জ দামোদরে ॥ ২ ॥
বিলম্ব না কর সুণ সুন্দর মুরারী।
রাধার পরাণে দুখ সহিতেঁ না পারী ॥ ৩ ॥
বদন চুম্বিআঁ মাথে হাথ বুলাই।
হাথে ধরিআঁ কাকুতী কইল বড়ায়ি ॥ ৪ ॥

বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই।
রাধাক তোষহ বোল পালহ কাহ্নাঞিঁ ॥ ৫ ॥
চিত্তের হরিষে বড়ায়ির কথা শুণী।
ঈসত হাসিআঁ কাহ্ন হৃদয়ত গুণী ॥ ৬ ॥
বুইল মনোহর বেশ করু গোআলিনী।
পাসে আসী বৈসু বোলোঁ মধুরস বাণী [২১৭।১] ॥৭
কাহ্নের আদেশে গিআঁ বড়ায়ি হরিষে।
সত্বরেঁ কহিল সব রাধিকার পাশে ॥ ৮ ॥
রাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥ ৯ ॥

ভৈরবীরাগঃ ॥ দণ্ডকঃ ॥ একতালী ॥

মাধবস্ত নিদেশেন মুদিতায়াঃ প্রমোদিতা।
রাধায়া জরতী চক্রে বেশং জনমনোহরং ॥

আল রাধা
শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা তাত দিল বেঢ়িআঁ চম্পা
সিতত সিন্দুর ন[ব] স্থরে ॥ ১ ॥
গিএ গজমুতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।
হআঁ সমান আকারে সুরেশরী দুঈ ধারে
পড়ে যেন সুমেরুশিখরে ॥ ২ ॥
পহ্নাইল হরিমমণে কণ্ঠত ভূষণগণে
দেখি অভিসার সুশোভনে।
মিলি হেমকরগণে বান্ধিল আতি যতনে
যেন কথু রতনক রতনে ॥ ৩ ॥
মণিকিরণ উজলে আঙ্গদ ভু[২১৭।২]জযুগলে
পহ্নায়িল আতি কুতুহলে[১]।
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কণ করমূলে ॥ ৪ ॥
রতিরণে জয়ধুনী করএ কিঙ্কিণী
তাক গাম্থি বান্ধিল মাঝে।
কনক মল্লতোর আর পাসলীনিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে ॥ ৫ ॥

১ পুথিতে তরাসিনী'।

১ পুথিতে কুতুহলে'।

কর্পূর কস্তূরী যো[ ]গ আঅর[1] তাম্বুলরাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদনে ॥ ৬ ॥
আতি রূপসী স্বভাবে লাসবেস করী রতিভাবে
রাধা গেল কাহ্নের পাশে।
রাধাক দেখিঞাঁ কা[ ]হ্ন উতরল ভৈলা মনে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৭ ॥

কোড়াদেশরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং
মণ্ডনদ্বিগুণরামণীয়কাং।
বীক্ষ্য মন্মথশরাতুরো হরি-
র্বর্ণমেবমুপচক্রমে ক্রমাৎ ॥

ভুজযুগে ধরি কাহ্নে।
আল কৈল আলিঙ্গনে।
রাধাহো ধরিলেক কাহ্নাঞি ক আতি জতনে ॥
কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।
ললাট আধর রতন যুগল নযানে ॥ ১ ॥
আল কাহ্ন করিল সুরতী।
পুরী ম[২১৮।১]নোরথ রাধার পিরিতী ॥ ধ্রু ॥
যুডী রসনে রসনে।
কৈল্ল মুখমধু পানে।
রাধা না জাণিল আপণ পর তখণে ॥
তার দসন বসনে[2]।
কাহ্ন চাপিল দশনে।
ইঙ্গিতকারেঁ হারিল রাধা কাহ্নের বচনে ॥ ২ ॥
দৃঢ় করি দুয়ি তনে।
নখ দিল ঘন ঘনে।
পীযুষে সেচিল কাহ্ন রাধার মণে[3] ॥
রাধাএঁ কৈল কুজনে।
মধু পীল হৃষ্ট কাহ্নে।[4]
উচিত হিল্লোল পড়িল সে নিধুবনে ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে আআর'। ২ পুথিতে দসন রসনে'।
৩ পুথিতে মরণে'। -
৪ 'হৃষ্ট কমে কাহ্নে' লেখা ও কনে' কাটা।

আতি চির আহ্নবন্ধে।
রতি কৈল নানা বন্ধে।
কভো কেহ না কৈল যেন রস প্রবন্ধে ॥
ভৈল মুকুল নয়নে।
সুখী ভৈল দুই জনে।
[গায়িল] বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

শ্রীরামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

এহে
রতিসুখ ভুঞ্জিঞা রাধা গোআলিনী।
চরণত ধরী বুইল সুণ চক্রপাণী ॥
তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ মোর আন নাহি গতী।
এবেঁ চিত্তে ভৈল কাহ্ন তোহ্মাতে ভকতী ॥ ১ ॥
উরুখাণী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ [২১৮।২] নিন্দ ॥ধ্রু॥
হেন সুণি তাত কাহ্নাঞি আনুমতি দিল।
নব কিশলয়ত শয্যা রচিল ॥
নিজ উরুতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।
তখণ কাহ্নাঞি কিছু মনে চিন্তিল ॥ ২ ॥
হেন সন্তেদে দেখি শীতল বহে বাএ।
ভ্রমর কোকিল মিলী কলগীত গাএ ॥
কুসুমের গন্ধ মেলিল চারি পাশ।
রাধার নয়নে গিঞাঁ নিন্দ কৈল বাস ॥ ৩ ॥
রাধাক এড়িঞাঁ জায়িতেঁ কাহ্ন কৈল মন।
বডায়ির পাণে কাহ্ন করিল গমন ॥
বডায়িক সম্বোধিঞাঁ বুলিল বচনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

কেদাররাগঃ ॥ একতালী ॥

পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে।
এবেঁ মেলাণী দেহ আহ্মারে ॥
সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে।
রাধা লঞাঁ ঝাঁট বিনএ যাহা ঘরে ॥ ১ ॥

তোহ্মার কারণে ল বড়ায়ি।
কৈলো মোঞেঁ রাধার সঙ্গে ল ॥ ধ্রু ॥
আর বচনেক বোলোঁ সুণ ল বড়ায়ি
ধরিঞা তোর করে।
তাক [২১৯।১] বাখিহ যতনে আপণ আন্তরে
জাইব আহ্মে মথুরা নগরে ॥ ২ ॥
নিন্দ ছল করি থাক¹ রাধার পাশে
বড়ায়িক বুলিল² যতনে।
ধির ধির করি রাধার শিয়রের উরু
কাঢি [গেলা] মথুরা নগরক কাহ্নে ॥ ৩
কথোখণে চিআয়িলী রাধা চন্দ্রাবলী
কাহ্নাঞিঁ না দেখিল পাশে।
বডায়িক চিআইঞাঁ বুইল বচন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

এই ত কদমতলে আছিলা বাল গোপালে
তার উরে দিলো মো সিয়রে।
আতিশয় রতিশ্রমে আকুলি হইলোঁ ঘুমে
নিন্দত এড়িঞাঁ গেল মোরে ॥ ১ ॥
বড়ায়ি গো
কাহ্নের বিরহভারে জিয়ন্তে ময়িলোঁ ল।
আণি দেহ শ্রীমধুসূদনে ॥ ল ॥ ধ্রু ॥
আহোনিশি একমনে চিন্তো মোঞেঁ সব খণে
সে কাহ্ন পায়িব কত খণে।
চরণে পড়োঁ দুতী আণী দেহ প্রাণপতী
তার মোর হউ দরশনে ॥ ২ ॥
মো কেহ্নে জাণিবোঁ হেন এড়িঞাঁ পালাইবে কাহ্ন
তবে কেহ্নে [২১৯।২] কাল ঘুম যাইবোঁ।
এ রূপ যৌবন ভার কাহ্ন বিণি আসার
তা লাগি গরল মোঞেঁ খায়িবোঁ ॥ ৩ ॥

১ পুথিতে তাক'। ২ পুথিতে বুলিহ'।

হের মোঁ কাকুতি করোঁ দুতী তোর পাএ [ধ]রোঁ
এহোবার পুর মোর আশে।
চল দূতী তার থা[নে]ন আণ শ্রীমধুসূদনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

দেশাগরাগঃ ॥ কুড়ুকঃ ॥

এখণ কদমতলে আছিলা কাহ্নাঞিঁ ল
তোর সঙ্গে রতিকুতূহলে।
রাধা ল
তো মুগধি আপণে ছাড়িলী বনমালী
এবেঁ কথাঁ পাইব গোপালে ॥ ১ ॥
রাধা ল
কিমনে পাইব রাধা কাহ্নের উদ্দেশে।
না জাণো সে গেল কোণ দিশে ॥ ধ্রু ॥
প্রবোধবচন কত বুঝাঞাঁ তাহারে
আণিঞাঁ মেলাইলো তোর থানে।
এত বড় নিন্দে ভোলী আজি তোহ্মে ভৈলা
শিয়রত হারায়িলা কাহ্নে ॥ ২ ॥
বিষম পুরুষ জাতী কপটপুরিত মতী
নানা বোলে সে তিরিক রঞ্জে।
হেন মতেঁ পড়িহাসে সে আন যুবতী লঞাঁ
কাহ্ন রতি ভু[২২০।১]ঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে ॥৩॥
এবেঁ তোঞেঁ এথানে থাক মো গিঞাঁ চাহোঁ তাক
যবেঁ পাঞোঁ তার দরসনে।
তবেঁ তোক আণি দিবোঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাস
[বন্দিঞাঁ] বাসলীচরণে ॥ ৪ ॥

রামগিরীরাগঃ ॥ আঠতালা ॥

একাকিনী পরিভ্রম্য বনং শ্রমতরা[তুরা]।
রাধে সংপ্রতি সোদামি ন লব্ধ্বা মধুসূদনং ॥
বচনেন তবানেন বৃন্দে ব্যাকুলমানসা।
জাতাস্মি জগদালোক্য শূন্যমেতদ্বচঃ শৃণু ॥

প্রথম পহরে আহ্মে দেখিল বড়ায়ি।
এখণে আসিবে মোর সুন্দ[র] কাহ্নাঞিঁ ॥

তেকারণে আহ্মে গিঞাঁ তাক না চাহিলোঁ।
আপণার দোষে মোঞেঁ উচিত ফল পাইলোঁ॥ ১
কেমনে বঞ্চিমো মোঞে একসরী কুঞ্জে।
কা লঞাঁ কথা কাহ্নাঞিঁ রতিসুখ ভুঞ্জে॥ ধ্রু॥
দুয়জ পহরে মোঁ চিন্তিলোঁ একসরী।
আহ্মাক তেজিঞাঁ আজি কথাঁ গেলা হরী॥
কে না সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি[২২০।২] ভুঁজয়ে মুরারী॥ ২॥
তিয়জ পহরে বড়ায়ি পিক ঘন রএ।
কাহ্নের বিরহে মোর প্রাণ থির নহে॥
চিন্তিঞাঁ চাহিলোঁ কিছু নাহিক উপা[]য়।
কাহ্ন কাহ্ন করী কান্দিলোঁ দীর্ঘ রাএ॥ ৩॥
চারি পহর দিন পুরিল সকল।
কাহ্ন বিণি আয়িলাহোঁ আহ্মে কদম্বের তল॥
এবেঁ কেহ্নমনে[১] রহে আহ্মার জীবন।
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

নিকুঞ্জত চাহা আর যমুনার তীরে।
আর চাহা বড় বড় গাছের উপরে॥ ১॥
লাগ পায়িলেঁ তাক বুলিহ কাকু করী।
গোআলি বিকলী হৈল বনে একসরী ল॥ ধ্রু॥
আওর চাহিহ যথাঁ বসে শিশুগণে।
ছাওআল হঞাঁ কাহ্ন রহে খণে খণে॥
চরিত না বুঝে কেহো তার চারি যুগে।
সাবধান হঞাঁ চাহ যেহ্ন পাহ লাগে॥ ২॥
যেবার পায়িলে বড়ায়ি সে সুন্দর কাহ্নে।
খাণিকেহো না তেজিবোঁ যেহেন পরাণে॥
যেবার আণিঞাঁ দিলে কাহ্ন মোর ঠায়ি।
তোক আর কভোঁ দুখ না দিবোঁ বড়ায়ি॥ ৩॥
হর আর্দ্ধ আঙ্গে গৌরী শিরে গঙ্গা ধরে।
যেতেক যাণিল নারী যেহেন শরীরে॥
হেন বুঝায়িঞাঁ কাহ্ন আণ মোর পাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

গুজ্জরীরাগঃ॥ কুড়ুক্কঃ॥

তার সুভ দিন ভৈল সেসি পুনমতী।
যে নারীক লঞাঁ কাহ্ন ভুঁজে সুখরতী॥ ১॥
ভাল আহুমান তোঁ করিলি রাহী।
এবে ভালমতে চাহি সুন্দর কাহ্নাঞী॥ ধ্রু॥
কদমের তলে খণে যমুনার কূলে।
শিশু লঞাঁ বাটে হাটে হরিষে বুলে॥ ২॥
যবেঁ লাগ পাওঁ তবেঁ কি বুলিবোঁ তারে।
ভালমতেঁ গোআলিনি শিখাহ আহ্মারে॥ ৩॥
বড়ায়ির বচনে রাধা বোলয়ে হরিষে।
বাসলী শিরে বন্দী গায়িল চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

মল্লাররাগঃ॥ কু[২২১।১]ড়ুক্কঃ॥

চাহা চাহা চাহা বড়ায়ি যমুনার তীতে
বকুলতলাত চাহা চাহা একচীতে॥

ধানুষীরাগঃ॥ একতালী॥

হেন রাধিকার বচনে।
চলিলী বড়ায়ি বৃন্দাবনে [২২১।২]ল॥
আল বড়ায়ি।
সুণিঞাঁ রাধার আরতী।
কাহাকেহো না কৈল সংহতী॥ ল॥ ১॥
আল বড়ায়ি।
মনে ধরী রাধার বচনে।
কাহ্নাঞিঁক চাহে বনে বনে॥ ধ্রু॥
যমুনা[ত না] পাঞাঁ গোপালে।
পুন গেলী বকুলের তলে॥
তথাঁ না পাইঞাঁ গদাধরে।
চাহিলেক গাছের উপরে॥ ২॥
চাহিঞাঁ না পায়িল বনমালী।
শ্রমে বড়ায়ি ভইলী বেআকুলী॥

১ পুঁথিতে কেহ্নে মনে'।

একশরী বনের ভিতরে।
ডঞেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে ॥ ৩ ॥
বাহুড়িঞাঁ রাধিকার[১] থানে।
বড়ায়ি আয়িলী চিরক্ষণে ॥
বুঝিল তার না পাইল উদ্দেশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

ভাঠিয়ালীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

হরি হরি
আযাসেঁ কাহ্নের উরে
গুতলোঁ দিঞাঁ শিয়রে
প্রাণের বড়ায়ি ল
দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে। ল।
কাহ্নাঞিঁর দরশন
যেহেন ভৈল সপন
প্রাণ বড়ায়ি ল
যাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে ॥ ল ॥ ১ ॥
কোণ দিগেঁ গেল কাহ্নাঞি
উদ্দেশ বো[২২২।১]ল বড়ায়ি। ল।
প্রাণ বড়ায়ি ল
তোহ্মার সংহতি তথাঁ জাই ॥ ধ্রু ॥
নানাবিধ দুখ পায়িলোঁ
যাব বিরহে পুড়িলোঁ
সে কেহ্নে নান্দে যাইতে মোরে।
কোণ আদিবস ভৈল
কিবা আপরাধ কৈল
যবেঁ কাহ্নাঞি রোষিল আহ্মারে ॥ ২ ॥
সোঞঁরী কাহ্নের বাণী
না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলো সুখ আসেস
দিনে দিনে তনু যেষ
ভাবিঞাঁ সে কাহ্নের নেহে ॥ ৩ ॥

বিধি বিপরিত ভৈল
আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহে মো জিবোঁ কত দিশে
বোল বড়ায়ি উপদেশে
কাহ্ন গেলা কোণ দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চিরকাল আয়িলোঁ বনের ভিতরে।
বিলম্ব করিতেঁ আর লাগে বড ডরে ॥
উতরলী নহ রাধা মন কর থীর।
যা য়ানাহী না জাণে লোক তা জাই ঘর ॥ ১ ॥
পাছে কাহ্নায়িক আণী দিবোঁ তোর থানে।
করিব আপণ কাজ না জাণিব আ[২২২।২]নে ॥ধ্রু॥
বড় কাজ করিআঁ না করী জানাজাণী।
চিরকাল সুখ ভুঞ্জে সেসি সিআণী ॥
আহ্মার বচন ধর থীর করী মনে।
ঝাঁট ঘর গেলেঁ দোষ না দিব আইহনে ॥ ২ ॥
মুখ চুম্বী বোলোঁ রাধা মোর বোল ধর।
ঝাঁট গেলে কেহো না বুলিব আহুখর ॥
আরতি না কর দুখে বেধিল আন্তর।
আপণে মেলিব আসি দেব গদাধর ॥ ৩ ॥
হেনস প্রবন্ধ করী বড়ায়ি সত্বর।
রাধিকা বুঝাআঁ লআঁ গেলী ঘর ॥
সব সখিগণ সমে করিআঁ সংহতী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

নিনায় কতিচিৎ কালান্ কথঞ্চিৎ কৃষ্ণতৃষ্ণয়া।
অথাবিভবতো রাধা জগাদ জরতীমিদং ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥

১ পুথিতে বড়ায়ির'

কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয়কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ ॥ ১ ॥
[২২৩।১]শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল ॥ ধ্রু ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচূর ॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥ ২ ॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল[১] বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥ ৩ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

শ্রীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

চতুরে চতুরো মাসান্ রাধে মুদিরমেদুরান্।
গময় ত্বং গতৌ শক্তিরত্র মে নাস্তি কাচন ॥

আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন কদনে[২] মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পা[২২৩।২]খী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথাঁ।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥ ১ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাষ।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
সেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥ ২ ॥
ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফু[ি]ট জায়িবে বুক ॥ ৩ ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবেঁ কাহ্ন বিণী হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥ ৪ ॥

মালবশ্রীরাগঃ ॥ যতিঃ ॥

মা খেদং ভজ কল্যাণি স্থিরতাং নয় মানসং।
রাধে কৃষ্ণোঽচিরাদেত্য তব স্পর্শং করিষ্যতি ॥

হাথে চান্দ মা[২২৪।১]নী বড়ায়ি করায়িলেঁ পাগলী।
আইহনক পীঠ দিলোঁ লাজে তিলাঞ্জলী[১] ॥
আশোআশ দিআঁ তোহ্মে হৈলা এক ভীতে।
কাহ্নত লাগিআঁ মোর বেআকুল চীতে ॥ ১ ॥
জাণিল জাণিল বড়ায়ি চিহ্নিল কাহ্নাঞিঁ।
আছুক পরসরস দরশন নাহিঁ ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি নেহা বাঢ়ায়িল।
কাহ্ন সমে ভালেঁ রস ভুঞ্জিতেঁ না পাইল ॥
পুরুব জনমে কিবা খণ্ডব্রত কৈল।
তেকারণে মোর মনোরথ না পুরিল ॥ ২ ॥
দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
ঝালিআর জল[২] যেন তখনে পালাইল ॥
দিনে দিনে তনু শেষ মদনতরাসে।
কৌতুকেঁ বাঢ়ায়িল নেহা এবেঁ সেই নাশে ॥ ৩ ॥
তোহ্মার বচনে বড়ায়ি থীর নহে মনে।
কেমতেঁ পাওঁ এবেঁ শ্রীমধুসূদনে।
কাহ্নের উদ্দেশে যাহা হেন লএ মণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

১ পুথিতে গটিল'। ২ পুথিতে মদনে কদনে'।

১ পুথিতে তিনাঞ্জলী'। ২ পুথিতে জাল'

আহেররাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥ লগনী ॥

[২২৪।২] দণ্ডকঃ ॥

জানে বাধ ন জানে বা সমুদ্দেশমহং হরেঃ।
ততঃ কিং গমনাশক্তা যতোহং রাধিকেহধুনা ॥

আইস ল বড়ায়ি হের বচন আহ্মার ধর
রতনমুদড়ী পিন্ধ হাথে।
হের মোঁ করোঁ কাকুতী তোর চরণে ভকতী
আণিআঁ দিআর জগন্নাথে ॥ ১ ॥
আল রাধে।
নিলজী নিকুর্পে থাক কথাঁ গিআঁ পাইব তাক
পাপমতী না বাসসি লাজে।
বুইল তাক একবার তোষ মন রাধার
বোল পালী গেলা দেবরাজে ॥ ২ ॥
আল বড়ায়ি।
না বোল বড়ায়ি হেন আতি নিঠুর বচন
এ তোহ্মার বএসের দোষে।
আলিঙ্গের পরসাদেঁ দুখমুখ নাহিঁ জাণ
তেঁ তোহ্মাত উপজএ রোষে ॥ ৩ ॥
আদুখব পরিহর কে তোকে দিব উত্তর
ঠাঠী বড়ী গোআলিনী তোঁ।
উপদেশ বোল তোহ্মে কথাঁ কাহ্ন পাইব আহ্মে
চাহিআঁ আণিআঁ দিবোঁ মো ॥ ৪ ॥
এ বোলে[২২৫।১]পাইলোঁ সুখ[১] চুম্বো বড়ায়ি তোর মুখ
আজি মোর ভৈল শুভদিনে।
যথাঁ যথাঁ বুলে কাহ্ন চাহ বড়ায়ি সেই থান
তবেঁ তার পাইব দরশনে ॥ ৫ ॥
শুনহ নাতিনী রাহী হাঁঠীবাক বল নাহিঁ
কথা গিআঁ চাহিবোঁ মো হরী।
মণে কৈলোঁ আনুমান তোকে উপেখিআঁ কাহ্ন
গেলা দূর মথুরা নগরী ॥ ৬ ॥
তোর যুগতীএঁ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী
মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।

১ সুখ,' সু' তোলাপাঠে।

চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার
নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে ॥ ৭ ॥
জাইবোঁ মথুরা নগর মোর আগে সত্য কর
আর কভোঁ না ঝঙ্কায়িবী মোরে।
বারে বারে দুখ পাইলোঁ ভাগে পরাণে না মরিলোঁ
সরূপ কহিলোঁ তোহ্মারে ॥ ৮ ॥
হের শির কর যোগে সত্য করোঁ তোর আগে
তোক দুখ না দিবোঁ মো আর।
যে আছে মোর কপালে ফলিবেক সে[২২৫।২]সি কালে
তার থান জাহ একবার[১] ॥ ৯ ॥
নাতিনী তোর বচনে হের মোঁ করিলোঁ গমনে
মথুরা কাহ্নের উদ্দেশে।
লাগ পাইলেঁ তার থানে করিবোঁ বড় যতনে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ ১০ ॥

মথুরানগরীং গত্বা জরতী মধুসূদনং।
জগাদ বিরহে মগ্না রাধা তে শরণং গতা ॥
ইতি শ্রোত্রাশয়ং কৃত্বা জগাদ জরতীং হরিঃ।
রাধিকামষ্যানিঃশেষং নাগরঃ পরমাক্ষরম্ ॥

পাহাড়ীআরাগঃ ॥ ক্রীড়া ॥

আহা।
নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে।
আল।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে ॥
এখো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মণে।
কেমনে বাঢ়ায়িব পা জাণহ আপণে ॥ ১ ॥
আর কিবা জাইবারে বড়ায়ি বোলহ আহ্মারে।
রাধাত লাগিআঁ কাহ্ন কিবা নাহিঁ করে ॥ ধ্রু ॥
হাথত ধরিআঁ মোর দগধ পরাণে।
আপণে বুইল তোহ্মে আহ্মার কারণে ॥

১ পুথিতে 'একবারে'।

তভোঁ আনুমতী মোক না দিলেক রাহী।
আর [২২৬।১] তার মুখ না দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ ॥২॥
বিথর বুলিআঁ বড়ায়ি কাজ কিছু নাহীঁ।
তোহ্মার বিদিত যত বুইল রাহী ॥
চরণে ধরিআঁ বোলোঁ চল তোহ্মে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥ ৩ ॥

যে পুণি আধম জন আন্ত[২২৬।২]রে কপট
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট ॥ ৩ ॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপণার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে ॥
আসি জাই করী মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে ॥ ৪ ॥

গুজ্জরীরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

বুঝিতেঁ না পারো কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে আমৃত ॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী ॥ ১ ॥
আম্বুখিলী[১] চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে ॥ ধ্রু ॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাসক না আসিবেঁ।
পাছে কলি কাহ্নাঞিঁ বিরহদুখ পাইবেঁ ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ[২] কেহ্নে ॥ ২ ॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী ॥

১ পুথিতে আম্বুখিনী'।
২ পুথিতে আদবাহ'।

বিভাষরাগঃ ॥ কুড়ুক্কঃ ॥

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ তোহ্মারে।
জায়িতেঁ না ফুরে মন নাম শুণী তারে ॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে ॥ ১ ॥
আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী ॥ ধ্রু ॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত ॥
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী ॥ ২ ॥
মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস ॥
বিরহে কা ... ...

[ইহার পর পুথি খণ্ডিত]

পরিশিষ্ট

১

চণ্ডীদাসের প্রচলিত সংস্করণের পদ

বিভাষ।

প্রথম প্রহব নিশি   সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে   সে কাহ্নু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন   বলে মধুর বচন
আর বায় বাঁশী সুমধুরে॥
চাহিলেন সুরতি   নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি   মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি   প্রাণ মোর নিল হরি
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান   করিল অধর পান
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে   ভাঙ্গিল আমার নিঁদে
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' (পৃ. ১৩১ পদের বিকৃত বা রূপান্তরিত পাঠ।]

২

তাল-শিক্ষার পুথির পদ

রাগিণী ধানশী॥ জলদ॥

কি আলো রাধে ঐ জেন্ন হাঁকুলি একলা॥
কেন দান না দিবে কেন জাইবে হাটে।
কেন নাগরী রাধা ছাড়ি দিব বাটে॥
সব কুতথাটে রাধা মোর মহাদান।
হয় নয় দেখ রাধা পাঞ্জি পরমাণ॥

লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা।   পরে গুরু॥

বার বরিখের দান দিবে জে গুয়ালি।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
স্বর্গে রাখু মর্ত্তে রাখু তলে পাঁহ গুধি।
তাহাত টেটনী রাধা কি করিবি বুদ্ধি॥
এ তিন ভুবনে রাধা মোর মহাদানে।
তাকে ভাঙ্গি জাএ রাধা কাহার পরাণে॥
যশোদার পো আমি হাথে ধরি বাঁশী।
তোমাকে দেখিলু রাধা অধিক রূপসী॥
তেকারণে রাধা মোর তোতে গেল মন।
ছাড়ি দিলু দান ধর আমার বচন॥
এভো যবে না ধরিবে পাশে বৃন্দাবন।
বলে ধরি তোক তবে দিব আলিঙ্গন॥
ইহা বুঝি দেহ রাধা সরস বচন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ॥
লঘুগুরু সকলে ৭১ একাত্তরি কলা॥

[শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'কেহ্নে দান না দিবেঁ তোঁ' (পৃ. ১৭) পদের পরিবর্ত্তিত পাঠ।]

রাগ ধানশী। গঞ্জল॥

কি আগো বড়াই ঐ জে।   হাঁকুলি একলা
চাঁপাকুড়ি দেখিতে রূপসে।
তাহে নাঞি গন্ধের পরশে॥
বিকশিলে জগমন মোহে।
নারীর যৌবন হেন হয়ে॥

লঘু ১২ বার কলা।   পরে গুরু॥

কাহ্নু মোরে আলিঙ্গন মাগে।
নাঞি জানি সুরতির ভাবে॥
অনেক কড়ির পসরা।
হাট জাত্যে না পাইল মথুরা॥

রাজা কংসে করিব গোহারি।
তবে কাহ্নু লয়্যা জাব ধরি॥
নিতি নিতি দধি বিকে জাঙ।
দানের শুধি নাঞি পাঙ॥
এবে রাজা ধনের কাতর।
চাহে জবে দুধে দিব কর॥
সখী সাত পাঁচ করি সঙ্গে।
মথুরাকে জাঙ বিকে রঙ্গে॥
কেন কাহ্নু হেন পড়িহাসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৪॥

লঘু গুরু সকলে ৬২ বাষট্টি কলা॥

['আল বড়াষি। চাঁপাকুঁটী দেখিতেঁ রূপসে' (পৃষ্ঠা ১৮) পদের রূপান্তর।]

রাগ বরাড়ী। অপূর্ব্বকলা॥

তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে স্থির।
প্রাণ জেন ফাটি জাএ বুকে মাল্যে তীর॥ এ॥

লঘু কলা। পরে গুরু॥

জার প্রাণ ফাটে বুক ধরিতে না পারে।
গলাতে পাথর বান্ধি দহে পশি মরে॥ এ॥
তুমি গঙ্গা বারাণসী স্বরূপেসি জান।
তুমি মোর সব তীর্থ তুমি পুণ্যস্থান॥ এ॥
ই বোল বলিতে কান না বাসসি লাজ।
তুমার মাউলানী আমি শুন দেবরাজ॥ এ॥
হইএ আমি দেবরাজ তুমি মোর রাণী।
মিছাই সম্বন্ধ পাত কিসের মাউলানী॥ এ॥
ই বোল বলিতে তোর মনে বড় সুখ।
পরঘরে পৈশে জেন চোর পাটাবুক॥ এ॥
ভাল বোল বলিলে তো চন্দ্রাবলি রাণি।
আমার মনের কথা কহিলে আপুনি॥ এ॥
বিরহে পুড়িয়া কান আকুল বিকল।
জরুয়া দেখিয়া যেন রুচক অম্বল॥ এ॥

জাইবার বাসনা তুই ছাড়হ গুয়ালি।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিয়া বাশুলী॥ এ॥

লঘুগুরু সকলে ৮১ একাশী কলা॥

['তোর রূপ দেখি মোর চিত নহে থার।' (পৃষ্ঠা ১৯) পদের বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী মঙ্গল॥ কুন্দশেখর॥

চামরী জিনিঞা তোর চিকণ কবরী।
মালতীর মালা তাহে বেড়া সারি সারি॥
অলকা তিলক কিবা ভালের উপরে।
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে॥

লঘু ২ কলা। পরে গুরু॥

বদন শরত চান্দ সুধা হাসি ঝরে।
দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চরে॥
হৃদএ মুকুতা হার অমূল্য রতন।
কুন্দ কনয়া গিরি তোর দুই স্তন॥
হেন সে যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলে তনু হইবেক লাউ॥
নহলি যৌবন রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণ॥

লঘুগুরু সকলে ১২ বার কলা॥

[পদটী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই ; 'সুণ ল সুন্দরি রাধা' (পৃষ্ঠা ২৫) পদের মাত্র চারি পঙ্‌ক্তির সহিত মিল আছে।]

রাগিণী গৌরী। চুটখিলা[১]॥

পরাশর নামে ঋষি আছিলা বিশাল।
তিন ভুবনে জানি তপস্যা জাহার॥
জলমাঝে মীনকন্যা করিল গমন।
তাথে উপজিলা বেদব্যাস তপোধন॥
তোমার বচন রাধে সবই আতত।
পরদারে পাপ নাঞি মুনির সমত॥

১ অসমীয়া অঙ্কীয়া নাটে চুটকলা মান'এর নির্দেশ দেখা যায়।

পঞ্চ পাণ্ডবের ভৈলা কুন্তী জননী।
পঞ্চ পতি জার ভৈলা সব লোকে জানি॥
রম্ভা আদি বেউশ্যাক রমন্তি ত্রিদশে।
হেন সব কন্যা কেন সুরপুরে বৈসে॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা হর শিরে ধরে।
হেন গঙ্গা রমিল শান্তনু নাম নরে॥
নারীর সম্ভোগে রাধে জদি পাপ বসে।
এ তিন ভুবনে কেন সে গঙ্গা পরশে॥
নিজ পর নারী দোষ নাইক সংসারে।
জত সঙ্কল্পনা সব মিছা জান তারে॥
ইহা জানি একমনে পূর মোর আশে।
বাশুলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাসে॥

৬৩ তেষট্টি কলা॥

['পরাশর নামের ঋষি আছিলা বিশাল।' (পৃ. ২৬ পদের পাঠান্তর।]

বাগ ধানশী॥ বিষম॥

ক আগো বড়াই ঐ জে। হাঁকুলি একলা॥
গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
অদ্যাপিহ অপযশ তার পরচারে॥
কপটে অহল্যাক রমিল সুরবরে।
সহস্রেক যোনি ভৈল তার কলেবরে॥

লঘু ১৪ চৌদ্দ কলা। পরে গুরু।

হেন অদভুত কথা শুন লো বড়াই।
পরদারে পাপ নাঞি বলন্তি কানাঞি॥
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুই ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুই মরিলা এক ঠাঞি॥
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই অসুর আছিলা।
পার্ব্বতীর কারণে দুই জন মইলা॥
চোদ্দ চৌ যুগ আছিল লঙ্কার রাবণ।
তেঁহ সে মজিলা মায়াসীতার কারণ॥
ইহা জানি কানাঞিক নিষধ বড়াই।
কেন হেন মিছা কথা কহে মোর ঠাঞি॥

বলহ বড়াই কানু মনে পরিভাঁউ।
আপনাকে চিনিঞা আপন ঘরে জাউ॥
আমা সনে কানাঞি তেজু পরিহাস।
বাশুলী বন্দি গাইল বড়ু চণ্ডীদাস॥

৭১ একাত্তরি কলা॥

['গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে॥' (পৃ. ২৬) পদেরই রূপভেদ।]

রাগ পাহিড়া। রূপক॥

আগো রাধে
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঁহে দেব মুরারি মোহে
তোর মোর উচিত সে নেহে।
আগো রাধে
তোমাতে মজিল মন ভালে জানে দেবগণ
ইথে কি বিচারহ সন্দেহে॥
আগো রাধে
না পরিহর সুন্দর কানাঞি।
সব কলা সম্পূর্ণী তো রাই॥
আগো রাধে
আইলু মুঞি বড় আশে না করহ নৈরাশে
শুন ধনি আমার বচনে।
আগো রাধে
দেবের দেবতা আমি জানিঞা না জান তুমি
ফিরি চাহ নিরখি বদনে॥
আগো রাধে
তোর রূপে মোর মন মজে।
যৌবন রাখহ কোন কাজে॥
আগো রাধে
জগতের জগন্নাথে সেহ আমি রাজপথে
তোমার লাগিয়া হহু দানী।
আগো রাধে
পসরা নামাঞা রাখ শোষে শুখাঞাছে মুখ
আশ পূরি হের আস্তা ধনি॥

আগো রাধে
তনু দহে বিরহের জ্বরে।
আলিঙ্গন দেহ ত আমারে ॥
আগো রাধে
আঁখিঠার অনুসারে ধনী কহে বড়াইরে
ঘরে কি বলিব দুরুবারে।
আগো রাধে
এই খেনে রসাবেশে কহে বড়ু চণ্ডীদাসে
গাইল জে বাশুলীর বরে ॥

সকলে ৮৫ পঁচাশী কলা ॥

[উদ্ধৃত পদের ১ম ত্রিপদী ও পয়ারের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের 'আল বাধা সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরি তোঞ্রঁ' (পৃ. ২৮) পদের ঐ অংশের মিল আছে ; অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন। রচনাভঙ্গি দেখিয়া মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত পুথির পাঠ প্রকৃত পাঠের আধুনিক রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকর অসাবধানবশতঃ পরবর্ত্তী কোন পদের বাকিটা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।]

রাগিণী সুই। যতি ॥

রাজা বড় খরতর নাঞি শুনে কথা।
লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা ॥
গোচরিঞা ফল ধরাইব জেবা জানি।
তুমি ত ভাগিনা কানাঞি আমি ত মাউলানী ॥
আপনি বলহ তুমি ত্রিদশের পতি।
তবে কেনে পরদারে মজে তোর মতি ॥
গরু রাখি বুল তুমি মাঝ বৃন্দাবনে।
ইবে পাপ কাজ লাগি সাধ মহাদানে ॥
ছাড়হ কানাঞি তুমি পাপ বচন।
আইহেন শুনিলে তোর বধিবে জীবন ॥
তুমি ছুইঞা হাথে পরশি দুই কানে।
এভোহ কানাঞি তোর না ভইল জ্ঞানে ॥
আমাকে না কর কানাঞি অধিক যতন।
কভো না শুনিব আমি তুমার বচন ॥
তুমার বচন মোর না সামায় কানে।
তভোহ কানাঞি কেন করহ যতনে ॥
ইহা বুঝি নিবারহ পাপত মন।
বাহুড়ি আপন ঘর করহ গমন ॥
কিসকে করহ কানাঞি হেন পরবন্ধ।
তোর সঙ্গে আছে মোর নিবিড় সম্বন্ধ ॥
ইহা জানি ছাড় কানাঞি আমার সে আশে।
বাশুলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা ॥

[প্রথম চারি পঙ্‌ক্তি 'রাজা বড় খরতর' (পৃ. ২৮) পদের এবং বাকিটা 'আপণে বোল তোক্ষে' (পৃ. ৪১) পদের বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী পাহিড়া। যমক ॥

মুখ কমলে অতি শোভা করে
খঞ্জন নয়ন দুই।
ভৌঞি কাল সাপ যুগল তাহাতে
শোভএ নিচল হই ॥

লঘু ২ দুই কলা। পরে গুরু ॥

আন জদি দেখে রাজপদ পাএ
নানা উপভোগে রহে।
আছু রাজপদ দূর বড়াই
জীবন মোর সন্দেহে ॥
হাত জোড় করি ভকতি করু
জীউ দান দেহ বড়াই।
বোল রাধারে মানু সুরতি
তবে সে জীএ কানাঞি ॥
মাণিক জিনিঞা দশন জুতি
গীএ শতেশ্বরী হারে।
কর কমল বাহু মুনাল
হেম ঘট পয়োভারে ॥
নাভি তার নদ ঘাট ত্রিবলি
ঘন জঘন পুলিনে।
উচিত তাহাত কলহংস সম
রএ কনক রসনে ॥

রাধার নিতম্ব মণ্ডল আড়ন
রোমাবলি কিরিপাণে।
অতি অদভুত বিণি ঘাএ হানি
বিকল কৈল পরাণে॥
উরু যুগ শোভে রামকদলী
স্থলকমল চরণে।
রাজহংস জিনিঞা অতি
রাধার মন্দ গমনে॥
পৃথিবীত আমি অবতার কৈল
তার সুরতির আশে।
বাশুলী চরণে বন্দিয়া গাইল
এ বড়ু চণ্ডীদাসে॥

লঘু গুরু সকলে ১৬ ষোল কলা॥

['মুখকমলে আতি শোভা করে' (পৃ. ২৯) পদের বিকৃত ও অসম্পূর্ণ পাঠ।]

রাগ বসন্ত॥ হরগৌরী॥

হরি হর একু দেহ বিদিত সংসারে।
জানিহ সে অতি সত্য কহিল তোমারে॥
মোর সে কালিয়া তনু তছু গোরা অঙ্গ।
জানি বিধি আনি নিধি মিলাঅল সঙ্গ॥
হের আস্য বিনোদিনি পরিহর লাজ।
না শুনিলে মোর বোল হইব অকাজ॥
হরিহর নাম মোর গোরী অঙ্গে ধরি।
বিশ্বম্ভর নাম মোর বিষ পান করি॥
ত্রিপথগামিনী গঙ্গা ধরি নিজ কাএ।
গঙ্গাধর নাম মোর সর্ব্বলোকে গাএ॥
নারীর সম্ভোগে রাধা জদি পাপ হএ।
শ্রীসংযুক্ত কৃষ্ণনাম শাস্ত্রে কেন কহে॥
চাতুরালী পরিহর মোরে দেহ দান।
বাশুলী বন্দিয়া বড়ু চণ্ডীদাসে গান॥

লঘু গুরু সকলে ১৪ চোদ্দ কলা॥

[নূতন পদ, ৩২ অথবা ৭৮ পৃষ্ঠার খণ্ডিতাংশের হইতে পারে।]

রাগিণী ভীমপলাশী। দশকুশী॥

শুনিঞা না শুন রাধে সুজন গুয়ালি।
ওলাহ পসরা তোর বিচারিয়া বলি॥
এই মতে নিতি জাহ মথুরার হাটে।
বহু দিন খুজিয়া পাইল দানঘাটে॥
কার বোলে আন পথে জাহ দধি লয়্যা।
বহু ধন পায়্যাছ রাধে দানী ভাণ্ডাইয়া॥
আস্যহ সুন্দরি বস্য লেখা করি দান।
ইহ নহে হের দেখ পাঞ্জি পরমাণ॥
শাশুড়ী ননদী মোর ঘরে দুরুবারে।
কোন ছলে জাব ঘর নই স্বতন্তরে॥
শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরি।
বলহ বড়াই ইবে কোন বুদ্ধি করি॥
প্রাণ লয়্যা খেড়া হইল আগ হে বড়াই।
স্বামীর নিজ ধন খুজন্তি কানাঞি॥
হার কঙ্কণ মোর কাঁচলিতে দেই টান।
হেনকে হোছাল মারে লহেত পরাণ॥
চুম্বন দিবারে চাহে বদনকমলে।
আলিঙ্গন চাহে কানাঞি বিরহের জ্বরে॥
কাহাকে বুলিএ রতি না জানি বড়াই।
হেন বিপরীত কথা কহন্তি কানাঞি॥
মোএ শিশুমতি বড়াই করু কোন বুদ্ধি।
শুনিঞা বা কি বলিবে স্বামী গুণনিধি॥
অমূল্য রতন মানে ধরে মোর হাথে।
মাগএ সুরতি দান সান দেই মাথে॥
নিষধ নিষধ বড়াই শ্রীমধুসূদনে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীগণে॥

লঘু ১৮ কলা পরে গুরু এবং সকলে ৬৫ পঁয়ষট্টি কলা॥

[খুব সম্ভব, লেখকের অনবধানতায় দুইটা পদ মিশিয়া গিয়াছে। প্রথম আট পঙ্ক্তি রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি, (এই অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতে নাই) ; এবং বাকিটা 'সাশুড়ী ননন্দ মোর ঘরে দুরুবারে।' (পৃ. ৩৪) পদের একটা বিকৃত পাঠ।]

রাগিণী সুই। বিষমসন্ধি ॥

মোহে জবে জান কানাঞি ঘাটে মহাদানী।
বড়াইকে ছাড়ি কেন হইব একাকিনী ॥
কেন সব সখীগণে আগে কৈলে পার।
কাল হয়্যা গেল মোর যৌবনের ভার ॥

লঘু ১২ বার কলা। পরে গুরু ॥

কি ভৈল [কি] ভৈল বিধি যমুনার ঘাটে।
কেন মন কেল জাত্যে মথুরার হাটে ॥
অবস্থা কাবল মোকে সেই জগন্নাথে।
পুনরপি ঠেকিলাম তাহার জে হাথে ॥
ইহ পথে আসি মোঞে হারাইনু বুদ্ধি।
অনাথী গুয়ালী মোকে রক্ষা কর বিধি ॥
পুরুব জনমে মোর করমের ফলে।
জনম লভিনু আনি গুয়ালার কুলে ॥
তেঞি সে দধি বিকে জাই মথুরার হাটে।
ছুরুজন কানাঞি জেন ইবে পাড়ে বাটে ॥
কর জোড় করি বলি শুন দামোদর।
জাইব বড়াই সঙ্গে ঝাঁট পার কর ॥
এড়িয়া জাএ কানাঞি মোরে সব সখীগণ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর গণ ॥

লঘু গুরু সকলে ৫৪ চুয়ান্ন কলা ॥

[পদটী নৌকাখণ্ডের 'মোএ যবে জানো কাহ্নাঞি ঘাটে মহাদানী।' (পৃ. ৫৮) পদের পরিবর্তিত রূপ।].

রাগিনী ধানশী। ঝম্পক ॥

আউ থাকিতে কানাঞি মরণ ইচ্ছসি।
সাপের মুখেতে কেন আঙ্গুল দেসি ॥
চুণ বিহনে জেন তাম্বুল তিতা।
অল্প বএসে তেন বিরহের চিন্তা ॥

লঘু ৯ কলা। পরে গুরু ॥

লাজ নাহিক কানাঞি বদনে তুহাঁর।
পাশে আসিতে কেন চাহসি আমার ॥
মজুরিয়া হয়্যা কেন এত বড় রঙ্গ।
অলপ হইয়া চাহ বড়র সঙ্গ ॥
হাথে হাথে চাহ তুমি আকাশের চান্দ।
লোকে উপহাস করে দেখি তুহুঁ ছান্দ ॥
উত্তম জাতি তুমি নন্দের বালা।
পুরুষ হইয়া তুমি জান এত কলা ॥
সকল লোকের মাঝে না বাসহ লাজ।
না বহসি ভার তুহুঁ সিঞানের কাজ ॥
মাকড়ের হাথে জেন ঝুনা নারিকল।
আমাকে দেখিয়া তেন না হয় বিকল ॥
সঙ্গে আসিবে জবে লয় দধিভারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী বরে ॥

লঘু গুরু সকলে ৮১ একাশী কলা ॥

[ভারখণ্ডান্তর্গত 'আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।' (পৃ. ৬৮) পদের রূপভেদ।]

রাগিণী বাগশ্রী। আলুটী ॥

আমি দেব শ্রীহরি।
মথুরাতে অবতরি ॥
আমি সে সৃজিলা দান।
আমারে জুড়সি মান ॥
আলিঙ্গন দেহ রাধে।
না করহ রসবাদে ॥
আমার গমন ইথে।
তেঞি আসিয়াছ পথে ॥
কেন ধনি ভুল তুমি।
তোমা লাগ্যা দানী আমি ॥
আমার বরণ কেশে।
তেঞি ধরিয়াছ বেশে ॥
শ্যামের বচন শুনি।
মান গেল বিনোদিনী ॥

বসিল তরুর ছাএ।
ঘন কাহ্নু মুখ চাএ॥
ধনী কহে বড়াইকে।
তোমরা সে জায় বিকে॥
বড়াই সে অনুসারে।
গোপী লয়্যা গেল দূরে॥
তরুমূলে রাধা শ্যাম।
দেখিতে সে অনুপাম॥
রঙ্গভরে মনসুখে।
চুম্বন করএ মুখে॥
রতি রসের আবেশে।
রাধা অঙ্গ সে পরশে॥
বিন্দু বিন্দু ঘাম তাএ।
দুহুঁ মুখ দুহুঁ চাহে॥
পবন সে মন্দ বহে।
যমুনা তরঙ্গ তাহে॥
কোকিল ললিত স্বর।
ফুকরএ মধুকর॥
অলি সারি শুক তাএ।
রাধাকৃষ্ণগুণ গাএ॥
বাশুলী বন্দিয়া সীসে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

লঘু গুরু সকলে ৩৬ ছত্রিশ কলা॥

[পদটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিতে নাই, ছত্রখণ্ডের খণ্ডিতাংশের হইতে পারে।]

রাগিণী সুহই। ভ্রমরষট্পদী॥

বল করিতে চাহুঁ তোরে।
ঐ জে নাহি নাহি বলু বড়াই ডরে॥
হানএ কুসুমশর বাণে।
তেকারণে দগধে পরাণে॥
না মারহ বিরহ আনলে।
মুখ তুলি চাহ তো সকালে॥
এই তোর তিরছ নয়ানে।
শর হানিলি মোর প্রাণে॥
এক বার দেহ জীউদানে।
তোমা বিনু না রহে পরাণে॥
জীবন যৌবন কত কালে।
অকারণে করহ জঞ্জালে॥
আইলু মুঞি বড় প্রতিআশে।
গাইল এ বড়ু চণ্ডীদাসে॥

লঘু গুরু সকলে ৪২ ব্যালিশ কলা।

[নূতন পদ, সম্ভবতঃ রাধাবিরহের খণ্ডিতাংশের।]

রাগিণী পটমঞ্জরী। রসতাল (আটতালা)॥

এক কাল হৈল মোর যমুনার জল।
আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল॥
আর কাল হৈল মোরে পাশে বৃন্দাবন।
আর কাল হৈল মোর নহলি যৌবন॥

লঘু ১৪ কলা। পরে গুরু॥

আর কাল হৈল মোরে ভ্রমরার বোল।
আর কাল হৈল মোকে কাহ্নু মাগে কোল॥
আর কাল হৈল মোরে তরলিয়া বাঁশী।
আর কাল হৈল মোরে কাহ্নুমুখের হাসি॥
আর কাল হৈল মোরে নয়ানের নীর।
আর কাল হৈল মোর চিত নহে স্থির॥
আর কাল হৈল মোরে কোকিলার স্বর।
আর কাল হৈল মোর নিজ পাপ ঘর॥
আর কাল হৈল মোরে বড়ায়ের সঙ্গ।
আর কাল হৈল দানী করে কত রঙ্গ॥
আর কাল হৈল মোরে নাহিক উপায়ে।
আর কাল হৈল বটু চণ্ডীদাসে গায়ে॥

[পদকল্পতরুর ১৪ সংখ্যক পদের আরম্ভ 'একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।' বস্তুত পদটির মূল বড়ু চণ্ডীদাসের।]

ভাষাসর্ব্বস্ব টীকা

সাঙ্কেতিক অক্ষর

অপ° = অপভ্রংশ
অভি° প° = অভিধানপ্পদীপিকা
অস° = অসমীয়া
উ° চ° = উত্তররামচরিত
ও° = ওড়িয়া
ক° ম° = কর্পূরমঞ্জরী
কু° চ° = কুমারপালচরিত
গা° স° = গাথাসপ্তশতী
গু° = গুজরাটী
গৌ° ব° = গৌড়বধ বা গউডবহো
চৈ° চ° = চৈতন্যচরিতামৃত
চৈ° ভা° = চৈতন্যভাগবত
টী° স° = টীকাসর্ব্বস্ব
তুল° = তুলনীয়
দে° না° মা° = দেশীনামমালা
দে° প্রা° = দেশী প্রাকৃত
প° ক° ত° = পদকল্পতরু
পা° = পালি
প্রা° = প্রাকৃত
প্রা° পৈ° = প্রাকৃতপৈঙ্গল
প্রা° প্র° = প্রাকৃতপ্রকাশ
প্রা° লক্ষণ = প্রাকৃতলক্ষণ
প্রা° লক্ষ্মী = প্রাকৃতলক্ষ্মী
প্রা° স° = প্রাকৃতসর্ব্বস্ব
বা° = বাঙ্গালা
ভবি° = ভবিসয়ত্তকহা
ম° = মরাঠী
মু° রা° = মুদ্রারাক্ষস
মৃ° ক° = মৃচ্ছকটিক
মৈ° = মৈথিলী
শকু° = শকুন্তলা
শূ° পু° = শূন্যপুরাণ
স° = সংস্কৃত
সে° ব° = সেতুবন্ধ
হি° = হিন্দী
√ = ধাতু

জন্মখণ্ড

পৃষ্ঠাঙ্ক—১

পৃথুভারব্যথামিত্যাদি শ্লোক—পৃথিবী তাঁহার গুরু-ভারজনিত বেদনার কথা দেবগণকে কহিলেন। তাহা শুনিয়া তাঁহারা সত্বর কংসধ্বংসে মনোনিবেশ করিলেন।

দৃপ্ত রাজবেশধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যরূপ গুরুভার। যথা ভাগবতে,—

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥
ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥

—১০।১।১৭-২০

১। **সব**—প্রাকৃত সব্ব' অশোক অনুশাসনে সব'-। **দেবেঁ**—এ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। মাগধী ভাষায় (পুং-নপুংসক, উভয় লিঙ্গেই) অকারান্ত শব্দের উত্তর সু' প্রত্যয়ের স্থানে ইকার বা একার হয় এবং পক্ষে সু প্রত্যয়ের লোপ হয়, 'অত ইদেতৌ লুক্ চ,' বররুচি—১১।১০। বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় ক্রমে বচন-নির্ব্বিশেষে এই এ' প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ঁ' চন্দ্রবিন্দু আনুনাসিক উচ্চারণের দ্যোতক এবং আনুনাসিক উচ্চারণ পশ্চিমরাঢ়ের অন্যতম বিশেষত্ব। ইহার সার্থকতা—স্বরের কোমলতা ও দীর্ঘতা-সম্পাদনে। হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি প্রাকৃতসম্ভব ভাষাসমূহে আনুনাসিক উচ্চারণের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। **মেলি**—প্রাকৃত মিলিঅ,' মেলিঅ'। শৌরসেনী ভাষায় ক্ত্বা' প্রত্যয়ের স্থানে ইঅ, আদেশ হয়; 'ক্ত্বা ইঅঃ,' বররুচি—১২।৯। **পাতিল**—শৌরসেনী দ,' মাগধী ড' বা ল' (সংস্কৃত ক্ত') প্রত্যয় হইতে বঙ্গভাষায় অতীত-চিহ্ন লকারের উৎপত্তি অনুমান অযুক্ত নহে। **সভা পাতিল**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

আছন্ত রাঘব যেবে দিব্য সভা **পাতি**।

'নাম পাতিল,' 'পাতিল নাটে,' 'ধরণী পাতিল' প্রভৃতি বাক্যাংশ তুলনীয়। **আকাশে**—সপ্তমীর চিহ্ন একার সংস্কৃত, তথা প্রাকৃতের অনুরূপ। **কংসের**—ষষ্ঠীর উত্তর এই এর' প্রত্যয় সম্বন্ধবাচক প্রাকৃত কেরক' শব্দের বিকারে উৎপন্ন। ভোজরাজ কংস, মথুরাদেশের স্বনামপ্রসিদ্ধ রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র। বনবিহারকালে উগ্রসেন-মহিষী ছদ্মবেশধারী সৌভপতি দ্রুমিল কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হন এবং তাহাতেই কংসের জন্ম হয়। এই কংস পূর্ব্বে কালনেমি ছিল। **হএ**—বাঙ্গালা √হ (প্রা° √হো); এই এ' প্রত্যয় প্রাকৃত হসএ,' করএ,' পঢ়এ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ ও সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩।১৪৫)।

২। **ইহার**—কুমারপালচরিতে এআণ' (এতেষাম্), ৫।১৪। চৈতন্যভাগবতে ও বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ইহান'। **কমণ**—অপভ্রংশ ভাষায় কমণ,'[1] কমন,'[2] কবন'[3] [ম=ব], কউণ' [ব=উ], কওন,'[2] কঞোন,'[2] কৌন'[4] প্রভৃতি। **উপাএ**—প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উত্তর তৃতীয়ার একবচনে একারের আদেশ হয়। অপভ্রংশ ভাষায় তিন লিঙ্গেই তৃতীয়ার একবচনে এং' প্রত্যয়ের বিধান আছে: 'ত্রিষ্বেং টঃ,' মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্র—১৭।১৭। অপভ্রংশের এই তৃতীয়ান্ত এং' প্রত্যয় এবং বাঙ্গালা তৃতীয়ার চিহ্ন এঁ' বা এ, মরাঠী এঁ,' মৈথিলী এ,' মূলতঃ এক ও অভিন্ন। প্রাচীন বাঙ্গালাতে যেরূপ অন্তস্থ

১ প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২ ২৬, ২।১৬৭
২ বিদ্যাপতি।
৩ চাঁদকবি ও তুলসীদাস।
৪ তুলসীদাস।

য়-কারের প্রয়োগ অল্প পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে সেইরূপ পদমধ্যে ও পদান্তে স্বরবর্ণের প্রয়োগ বহু স্থলে দেখা যায়। **সব্বেই**—ই' নিশ্চয়ে; রাঢ়ের গ্রাম্য সব্বাই,' সবাই'। প্রাচীন সাহিত্যে—

সব্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাশ।

—কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের পুথি।

সবাইরে হইলা কৃপা প্রভু আহ্মারে নৈরাশ।

—সাধ্যভাবচন্দ্রিকার পুথি।

কামরূপের ভাষায় তা-সব্বাক' (তাহাদের সকলকে), তা-সব্বার' (তাহাদের সকলের) পদের প্রয়োগ আছে। সকলে-ই। **চিন্তিআঁ**—রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীন পুথিতে চিন্তিঞা,' ?সিঞা,' লঞা' ইত্যাকার পাঠ অধিক। **বুয়িল**—বলিলেন। (?চরণ করিলেন নহে)। **ব্রহ্মার**—সম্বন্ধীর উত্তর এই র' প্রত্যয় অপভ্রংশ ভাষার অনুকৃতি। মতান্তরে ?? প্রাকৃত সস (স্য) বিভক্তি-চিহ্নের রূপান্তর মাত্র। **ঠাএ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত ঠাঅ' শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ' প্রত্যয়। বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, প্রাকৃত-পৈঙ্গল, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

সব দেবেঁ মেলি...ব্রহ্মার ঠাএ—কংস কর্তৃক সৃষ্টি নাশ হয় দেখিয়া, দেবগণ মিলিত হইয়া, সুমেরুশিখরে সভা আহ্বান করিলেন এবং কি উপায়ে এই পরম শত্রুর নিপাত হয়, সকলেই চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিলেন।

। **ব্রহ্মা**—সংস্কৃত ব্রহ্মন্' শব্দ; বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। **গেলান্তি**—অন্তি' প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। ছুটিখানের অশ্বমেধ-পর্ব্বে,—

সোদর সংহতি রাজা সে মুনি বন্দিয়া।

মন্ত্রণাঘরেতে তবে গেলেন্ত চলিয়া॥

অসমীয়া গৈলন্ত,' ভৈলন্ত,' লৈলন্ত' এবং ওড়িয়া করন্তি,' বোলন্তি,' ?ন্তি' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। গেলেন, গমন করিলেন। **সাগরে**—ক্ষীরোদসাগরে। **স্তুতীএঁ**—এঁ' করণ-কারকের চিহ্ন। উপাএ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **হরি**—এখানে হরি' শব্দে ক্ষীরোদশায়ী রূপ বুঝিতে হইবে। সর্ব্বভূতাধিষ্ঠিত, সর্ব্বান্তর্য্যামী এই তৃতীয় পুরুষাবতারই পালনকর্ত্তা। **ভিতরে**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে ভিত্তরি' (অভ্যন্তরে), ২।১৯৫; রাঢ়ের গ্রাম্য ভিত্‌রি'।

৪। **তোহ্মে**—প্রাকৃত তুম্হে' (প্রথমার বহুবচন); ওড়িয়া তুম্ভে'। তুমি বা আপনি। **নানারূপেঁ**—ভিন্ন ভিন্ন অবতারে এবং বিবিধ উপায়ে। **কইলেঁ**—আনুনাসিক স্বর সম্ভ্রমের চিহ্ন। করিলেন। **আসুরের**—শব্দের আদিস্থিত অকারের স্থানে আকারবাহুল্য লক্ষণীয়,এবং উহা অ'র প্রাচীন উচ্চারণের প্রভাব মনে করা যাইতে পারে। কামরূপী (প্রাচীন অসমীয়া) আতিশয়,' আলকা,' আসুখ' ও মৈথিলী আতি,' আঙ্গ,' আঙ্গন' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **খএ**—প্রাকৃতে পদের আদিস্থিত ক্ষকারের স্থানে প্রায়ই খ' হয়। এ' প্রত্যয় প্রথমার স্থায়। **তোহ্মার**—কুমারপালচরিতে তুম্হার' (যুষ্মদীয়), ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয় স্থানে ডার' আদেশ হয়: 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ,' সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃত ম্হ' স্থানে বাঙ্গালা সাহিত্যে সাধারণতঃ হ্ম' পরিদৃষ্ট হয়। প্রাকৃত পৈঙ্গলে তুহ্মাণ' (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩৪৬)। বস্তুতঃ এরূপ বর্ণবিন্যাস বঙ্গীয় উচ্চারণের অনুকূল নহে। **লীলাএ**—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। **তোহ্মার লীলাএ** ইত্যাদি—আপনার[ই] চেষ্টায় কংসের বিনাশ-সাধন সঙ্গত হয়।

৫। **হেন**—অপভ্রংশ প্রাকৃত হিন্নি,' হেন্ন' (এবং, অনেন), প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২।১৭২। **শুণী**—প্রাকৃত √সুণ্ (√শ্রু); ওড়িয়া শুণি। ইকার স্থানে ঈকার এবং ঈকার স্থানে ইকার প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে; উকার ও ঊকার সম্বন্ধেও ঐরূপ। **ঈসত**—প্রাকৃতে সর্ব্বত্র শকার ও ষকার স্থানে স' হয়; 'শষোঃ সঃ,' বররুচি—২।৪৩। **হাসিআঁ**—প্রাকৃত হসিউণ,' শৌরসেনী হসিঅ'। **ততিখণে**—বিদ্যাপতির পদাবলীতে ততিখনে'; মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে তেতিখণে'। **ধল**—প্রাকৃত ধঅল' (ধবল); হিন্দী ও পাঞ্জাবী ধৌলা'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

নাহিক আঁখির তারা ধল দুই ডিম্বা।

কাল—'কালং তমিস্রম্,' দেশীনামমালা। ইউরোপীয়

জিপ্‌সীদিগের ভাষায় Kaulo. **দুই**—অপভ্রংশ প্রাকৃত ; প্রাকৃত পৈঙ্গল, ১।৩৫, ১।৪৭। **ধল কাল দুই কেশ** ইত্যাদি—ভাগবতে,—

> ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ
> ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
> জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্য মার্গঃ
> কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥—২।৭।২৬

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ অসুরাবতার রাজাদিগের সেনা দ্বারা বিমর্দ্দিত পৃথিবীর ক্লেশ হরণের নিমিত্ত শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ কেশস্বরূপে রাম-কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় মহিমাব্যঞ্জক নানা কার্য্য করিলেন।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

বিষ্ণুপুরাণে,—

> এবং সংস্তূয়মানস্তু ভগবান্ পরমেশ্বরঃ।
> উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে ॥ ৫৯
> উবাচ চ সুরানেতৌ মৎকেশৌ বসুধাতলে।
> অবতীর্য্য ভুবো ভারক্লেশহানিং করিষ্যতঃ ॥ ৬০
> —৫ম অ,° ১ম অ°।

হে মহামুনে। ভগবান্ পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া, আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইগাছি কেশ 'উৎপাটন' করিলেন, এবং সুরগণকে কহিলেন, আমার এই কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভারজন্য ক্লেশ অপনয়ন করিবে।—বঙ্গবাসী সংস্করণ।

পুনশ্চ মহাভারতীয় বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়ে,—

> স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চকর্ত্ত
> একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
> তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং
> কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ ॥
> তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব
> যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
> কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব
> কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥

নারায়ণ স্বীয় মস্তক হইতে কেশযুগল উৎপাটন করিলেন। তন্মধ্যে একটি শুক্ল, দ্বিতীয়টি কৃষ্ণবর্ণ। সেই কেশযুগল যদুকুলকামিনী দেবকী ও রোহিণীতে সমাবিষ্ট হইল। শুভ্র কেশ বলদেবরূপে এবং কৃষ্ণ কেশ কেশবরূপে অবতীর্ণ হইলেন ; তন্নিমিত্তই লোকে বাসুদেবকে কেশব বলে।—৺কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ।

৬। **এহি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত এহ,' এহি,' এহী,' এহু,' এহু'। এই, এই-ই। **হৈবে**—উদ্ভূত হইবেন। **বসুলের**—বসু শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ল' প্রত্যয় ; 'এর' বিভক্তিচিহ্ন। **ঘরে**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে,—

> ঘরে বিত্ত জগ্‌গা মহী তাসু সগ্‌গা ॥ ২।৫৩।

হলী বনমালী—বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনান্ত সংস্কৃত শব্দ প্রথমার একবচনে সংস্কৃতেরই অনুরূপ। **দৈবকী**—দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। প্রজাপতি কশ্যপ বসুদেবরূপে ও অদিতি দেবকীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুণ্যফলে শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।

৭। **তাহার**—প্রাকৃত ত (তদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে তাণং,' তাণ' ; এই তাণ' হইতে তাঁর' এবং স্বরের বল-বৃদ্ধি হেতু তাহাণ, তথা তাঁহার হওয়া সম্ভব। পরে অনুনাসিকের চিহ্ন চন্দ্রবিন্দুটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার প্রদেশ-বিশেষে তান,' তানার' শব্দ প্রচলিত। বাঙ্গালা ও অসমীয়া প্রাচীন সাহিত্যে তাঁহার অর্থে তান,' তাহান' শব্দের প্রয়োগ আছে। প্রাকৃত ষষ্ঠীর চিহ্ন ণ'র এই রকারে পরিণতি প্রায়শঃ সর্ব্বনাম শব্দে দেখা যায়। **হাথে**—প্রাকৃত হত্থ' ; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **পাআঁ**—পাইআঁ, প্রাকৃত পাবিঅ' (প্রাপ্য)। **গেলা**—মাগধী গদে,' গদএ' (গতঃ)।

৮। **উপেখিআঁ**—প্রাকৃত উপ্‌পেক্‌খিঅ'। পদাবলীতে—

> প্রাণ কাঁদে চাহিতে মধুর মুরতি দেখি।
> চণ্ডীদাস রহে তথা সে রূপ **উপেখি** ॥

মাধব কন্দলি-কৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

> কি কারণে হৈব মই রাক্ষসর ভক্ষী।
> মাসেক থাকিবো মই স্বামীক **উপেক্ষি** ॥

—ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, অপেক্ষা করিয়া। **দেবাগণ**—প্রাচীন বাঙ্গালায় দেবা শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় ; দেবক > দেবঅ > দেবা। ডাকের বচনে,—

> ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দেবা।
> সবেই করে সেবা ॥

বিদ্যাপতিতে,—

ঈঁদ চাঁদ গণ হরি কমলাসন
সবে পরিহরি হমে দেবা।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দেব দেবীর বরে হৈল রাক্ষস খরসান॥

বড়ু—'বড্ডো মহান্', দেশীনামমালা: বড়' (মহৎ), প্রাকৃত-পৈঙ্গল—২।১৯৩; সংস্কৃত বর'। বড়ু', বড়ুয়া' এই শব্দেরই রূপভেদ। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পুরুষ। পদাবলীতে—

একে তুমি কুলনারী কুল আছে তোমার বৈরী
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।
কহে বড়ু চণ্ডীদাসে কুল শীল সব ভাসে
লাগল কালিয়া-প্রেম-মধু।

পুনশ্চ—বড়ুয়ার ঝিয়ারী বড় নাম ধরি
তাহে বড়ুয়ার বে।

* * *

কাহার কথায় কাব কিবা হয়
বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥

বিদ্যাপতির পদে,—

নৃপ রুদ্রসিংহ বরু।
মেদিনী কলপতরু॥

ক্রমে শব্দটি মর্য্যাদাজ্ঞাপক বংশগত উপাধিরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহার মূলে ব্রহ্মচারিবাচক বটু শব্দ দেখেন। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বীয় গ্রন্থে[১] লিখিয়াছেন,—'তিনি (চণ্ডীদাস) জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়ু তাঁহার উপাধি ছিল।' পশ্চিমরাঢ়ে গোয়ালা, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির মধ্যেও বড়ু' পদবী প্রচলিত এবং কোথাও কোথাও উহার উচ্চারণ বরু'। অসমীয়া বরুরা' শব্দ তুলনীয়। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গের আদিকবি চণ্ডীদাস ঠাকুর' শীর্ষক প্রবন্ধে[২] বলিয়াছেন,—'মহাত্মা চণ্ডীদাসের উপনাম বড়ু। বড়ু শব্দের প্রকৃত অর্থ (১) পূজারী ব্রাহ্মণ, (২) অবিবাহিত।' 'বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু' অভিধানে বড়ু শব্দের পরিচারক অর্থ ধৃত হইয়াছে। গোত্রবাচক বোঢ়ু' শব্দ হইতে বড়ু উপাধির উৎপত্তি সন্দিগ্ধ। **বাসলীগণ**—বাগীশ্বরীর অনুরক্ত উপাসক বা সাধক।

১ বঙ্গভাষার ইতিহাস, পৃ. ১২।
২ নব্যভারত, ১৩০১, আশ্বিন-কার্ত্তিক।

১। **আয়িলা**—মাগধী আবিদে' (আপ্তঃ)। **সুমতি**—[সু উত্তম এবং মতি, যুক্তি], সুমন্ত্রণা। হরিবংশ, হরিবংশপর্ব্ব, ৫১।২৭, ৫১।৩২; বিষ্ণুপর্ব্ব, ১।১৫ শ্লোকে এবং দেবীভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ২১।৪৮ শ্লোকে মন্ত্রণার উল্লেখ দ্রষ্টব্য। **আগক**—প্রা° অগ্‌গ'; ক' দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। প্রাকৃত নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত কএ' প্রত্যয় উহার মূলে।

ঘুমুচা কীর্ত্তনে,—

লক্ষ্মীর আগক কহে করি কৃতাঞ্জলি।

নারদ—ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি জ্ঞানী ভক্তগণের অন্যতম, এবং লীলাবিস্তারকার্য্যে প্রধান সহায়। **মুনী**—প্রাকৃত সু' ভিস্' এবং সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; 'সুভিস্‌সুপ্‌সু দীর্ঘঃ,' বররুচি—৫।১৮। 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥' গীতা—২।৫৬। যিনি দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না, সুখে যাঁর স্পৃহা নাই, যিনি আসক্তি, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য হইয়াছেন, এরূপ স্থিরমতি ব্যক্তিই মুনি বলিয়া কথিত।

পাকিল—ভরিল,' কাটিল,' ভুখিল' প্রভৃতি পদ তুলনীয়। এই ল'-প্রত্যয়ান্ত পদসমূহ সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়া ও বিশেষণ, উভয়ধর্ম্মাক্রান্ত। পক্ব। **দাঢ়ী**—প্রাকৃত দাঢিআ' (দাঢ়িকা); তামিল তাডি'; মরাঠী দাঢী'। **মাথার**—প্রাকৃত মথঅ'; কুমারপালচরিতে মথা', ৮।৩৮; র' বিভক্তিচিহ্ন। **বামন শরীর**—খর্ব্বাকৃতি। **মাকড়**—প্রাকৃত মক্কড়'। **মাকড় বেশ**—মর্কট-মূর্ত্তি।

নাচএ—প্রাকৃত নচ্চএ' (নৃত্যতি)। **বিকৃতবদন**—মুখভঙ্গি অস্বাভাবিক। **উমত মতী**—হৃদয় (মতি) উন্মত্ত, চিত্ত বিভ্রান্ত। **ধ্রু**—প্রাকৃত ধুঅ,' ধুব,' ধুরা' (সং ধ্রুবা)। গানের যে অংশ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়।

২। **খণে খণে**—প্রাকৃত। **হাসে**—প্রাকৃত হসএ' (হসতি) কুমারপালচরিত—৫।৭১। **বিণি**, বিনি, বিনু, বিনে—অপভ্রংশ প্রাকৃত বিণা', বিণু'। **খোড়**—

'খোড়খোরো তু খঞ্জকে,' হেমচন্দ্র। **খোণেকেঁ**—মুহূর্ত্তেকে, তৎক্ষণাৎ। **কানে**—সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাণ,' মৈথিলী কান'; [তেলিগু কন্নু']; এ' বিভক্তিচিহ্ন। কানা বা কাণা, অন্ধ। **খণে হএ খোড়** ইত্যাদি—ক্ষণে খঞ্জের অনুকরণ করেন, আবার তখনই অন্ধের অভিনয় করিতে থাকেন। **করে**—প্রাকৃত করএ.' সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮৷৩৷৪৫। চর্য্যাপদে করই.' (করোতি)। **তাক**—অপভ্রংশ প্রাকৃত তা' (তৎ), প্রাকৃত পৈঙ্গল—১৷১১৩, ১৷১৯৬; ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে—

গুরু উপদেশে আমি রথ বাহিবাক।
শিখিযাছো যেমত দেখিবা তুমি তাক॥

দেখি—প্রাকৃত দেক্খিঅ'। **রঙ্গ**—বিদ্যাপতিতে,—

চৌবী পিবিতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ।

আনন্দ; কৌতুক।

৩। **লাম্ফ**—উল্লম্ফন অর্থে প্রাচীন অসমীয়াতে লাম্ফ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। **ধরে**—প্রা° ধরই' (ধরতি)। **খণেকেঁ**—খোণেকেঁ'রই রূপভেদ। **ভুমিত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। উহা সর্ব্বাদি শব্দের উত্তর সপ্তমীতে প্রযুক্ত পালি ত্র' বা প্রাকৃত ত্থ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। **রহে**—প্রাকৃত রহই' (তিষ্ঠতি)। **চিতরে**—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক চিত্তর। চিত হইয়া, উত্তান ভাবে। **উঠিআঁ**—অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ইআঁ' প্রত্যয় অধুনা প্রচলিত ইয়া'র সমান। **বোলে**—প্রাকৃত বোলই,' বোল্লই' (ব্রবীতি); 'বদের্বোল্লঃ.' প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭৷৬৩। **আনচান**—[<আনছান<অন্নচন্ন<অন্য ছন্দ]; যশোহরের প্রাদেশিক আনথানা'; হিন্দী আনথান'। পদকল্পতরুতে,—

সেই হইতে প্রাণ মোর আনছান করে গো (৬৯৭);
তৈখনে মঝু মন ভেলহি অনছন (১৪১২);
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ। (৭০)

অসম্বদ্ধ বাক্য, প্রলাপ। **মিছাই**—প্রাকৃত মিচ্ছা'। **মাথাএ**—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **পাড়এ**—পাতিত করেন। **সান**—প্রাকৃত সণ্ণা,' সন্না' (সংজ্ঞা); সিন্ধী সৈন,' হিন্দী সৈন'। (১) বংশীধ্বনি-পূর্ব্বক কামাচার অনুজ্ঞা বা আমন্ত্রণ; (২) হস্তাদি সঞ্চালন সহকারে আহ্বান-চেষ্টা; (৩) হর্ষামর্ষাদির অভিব্যঞ্জক সঙ্কেত-ভেদ। এখানে পশ্চাল্লিখিত অর্থই গ্রাহ্য। **মিছাই মাথাএ পাড়এ সান**—অকারণ অসহিষ্ণুতাজ্ঞাপক ঘন ঘন শিরোনমন করিতে লাগিলেন।

৪। **মেলে**—√মীল্ বিস্তারে। **জীহের**—প্রাকৃত জীহা'; এর' বিভক্তিচিহ্ন। **রাঅ**—সংস্কৃত রাব'। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে রাও'। **কাঢ়ে**—প্রা° কড্ঢই (কর্ষতি)।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

সিংহ শার্দ্দূল রা কাঢ়ে উচ্চস্বরে।

রাঅ কাঢ়ে—শব্দ করেন। **বোকা**—'বোক্কড়ো ছাগঃ,' দেশীনামমালা। **মেলে ঘন ঘন...বোকা ছাগ**—[কামপীড়িত] যুবা পশুর ন্যায় ঘন ঘন জিহ্বাগ্র বিস্তার করিতে এবং অনুরূপ শব্দ করিতে লাগিলেন। **কংসেত**—ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

আপনকার মহলত নাইগে উতরিল গিয়া।

প্রাচীন অসমীয়াতে,—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

উপজিল—√উপজ্ (স° উপ-√জন্ জননে)। উপজাত হইল, উৎপন্ন হইল। **বন্দী**—বন্দিয়া, বন্দনা করিয়া।

১-৪। **আয়িলা দেবের সুমতি শুনী** ইত্যাদি—ভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত অবতার লইবেন, ভগবদ্ভক্তের উপর এই সুসমাচারের প্রভাব পদটিতে বিলক্ষণ। দেবর্ষি নারদের নৃত্য-কৌতুকের অনুরূপ বর্ণনা পুরাণেতিহাসে একান্ত বিরল নহে। হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৮৯তম অধ্যায়ে,—

দেবোঽতিথিস্তত্র চ নারদোঽথ
প্রিয়প্রিয়ার্থং সুরকেশিশত্রোঃ।
চুকুর্দ্দ মধ্যে যদুসত্তমানাং
জটাকলাপাগলিতৈকদেশঃ॥ ২৩
রাসপ্রণেতা মুনিরাজপুত্রঃ
স এব তত্রাভবদপ্রমেয়ঃ।
মধ্যে চ গত্বা স চুকুর্দ্দ ভূয়ো
হেলাবিকারৈঃ সবিডম্বিতাঙ্গৈঃ॥ ২৪

স সত্যভামামথ কেশবং চ
পার্থং সুভদ্রাং চ বলং চ দেবম্।
দেবীং তথা রেবতরাজপুত্রীং
সংদৃশ্য সংদৃশ্য জহাস ধীমান্ ॥ ২৫
তা হাসয়ামাস সুধৈর্য্যযুক্তা-
স্তৈস্তৈরুপায়ৈঃ পরিহাসশীলঃ।
চেষ্টাপ্রকারৈর্হসিতাপ্রকারৈ-
র্লীলাপ্রকারৈরপরৈশ্চ ধীমান্ ॥ ২৬
আভাষিতাং কিঞ্চিদিবোপলক্ষ্য
নানাতিনাদান্ ভগবান্ মুমোচ।
হসন্ বিহাসাংশ্চ জহাস হর্ষা-
দাস্থাগমে কৃষ্ণ-বিনোদনার্থম্ ॥

১। **কোণ**—মরাঠী কোণ'; ওড়িয়া কণ'। কোন, কি। **কংশ**—হরিবংশে,—

কাথ লএ **কংশ** পটকলহ মোহি।

মাগধী প্রাকৃতে ষ-কার ও স-কার স্থানে শ' হয়, 'ষসোঃ শঃ' বররুচি—১১।৩। **তোর**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে তোহর' (তব, যুষ্মাকম্। ২।২৪)। তোহর' পাঠও আছে। হকার বা ককারের লোপে তোর। **নাহি**—প্রাকৃত নাহিং (নহি); ও° নাহং,' ভি° ও ম° নাহী'। **জাণ**—প্রাকৃতে √জ্ঞা স্থানে জাণ' আদেশ হয়, 'জ্ঞো জাণমুণৌ'—প্রাকৃত-প্রকাশ ৮।২৩। প্রা° পৈ,° চর্য্যাপদে জাণ'। **এবেঁ**—আর্ষ প্রাকৃত এবহিং'। এক্ষণে, এখন। **তোঁ**—প্রাকৃত তুমং' শব্দের দেশীয় রূপ তোম্', তোঁ', তুম্'। **আপনার**—প্রাকৃত আত্মন্ শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে অপ্‌পাণাণ'; মৃচ্ছকটিকে আপনার অর্থে—অপ্‌পণো কেরিকং'। **যে**—মাগধী য (যদ্) শব্দের প্রথমার একবচনে যে' এবং বহুবচনে যে'। **হৈবেক**—প্রাচীন সাহিত্যে ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় বিরল নহে। পশ্চিম-রাঢ়ের কথ্য ভাষায় বর্ত্তমানেও এই রীতি অনুসৃত হয়; যথা—হবেক্,' যাবেক্,' খাবেক,' ইত্যাদি। **যে হৈবেক—ইত্যাদি**—

১। 'দাণিং এণ্‌হিং এত্তাহে এবহিং ইদানীমঃ।' ডাঃ হোরন্‌লী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণের সি, ডি, পরিশিষ্ট।

অধিকাংশ পুরাণে অষ্টম গর্ভ, কিন্তু বায়ুপুরাণের উক্তি অনুসারে উহা সপ্তম।

যামেতাং বহসে কংস রথেন পরকারণাৎ।
অস্যা যঃ সপ্তমো গর্ভঃ স তে মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥
—৯৬।২২১

সেসি—সংস্কৃতে যেরূপ হি' ব্যবহৃত হয়, শৌরসেনী, টক্কী, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি রীতিতে সেইরূপ সি'র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন অসমীয়াতে,—

সিসি ধন্য **সিসি** শুদ্ধ **সেহি সে** পণ্ডিত।
—কীর্ত্তনঘোষা।

কবিশেখরকৃত গোপাল-বিজয়ে,—

যাকে যার অভিরুচি **সেসি** তারে ভায়।

সেই (সেই-ই), তিনিই। **যম**—অন্তক।

কহিলোঁ— √কহ (√কথ্) অতীত কাল উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া। প্রাচীন অসমীয়া কহিলোঁ', কহিলোঁহো'। **মোঁ**—অহ্ম (অস্মদ্) শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ। কুমারপাল-চরিতে মো' (বয়ম্); প্রাচ্য হিন্দী মৈঁ'; তির্য্যক্ রূপ মো,' মোঁ'। **ই**—বিদ্যাপতিতে—ঈ সব বচন সন্নরূপে। এই। **গুণী**—গণি, গণনা করিয়া। **জীবন উপাএ**—জীবন রক্ষার উপায়। **কোণ সুখেঁ কংশ**… **কর জীবন উপাএ**—নারদের উক্তি।

২। **হৈল**—মাগধী হবিদে' (ভূতঃ)। **সচকীত**—ভয়-চঞ্চল, ত্রস্ত। **পাত্র**—অমাত্য, সচিব। **হীত**—হিত, মঙ্গল। **হন্তেঁ**—প্রাকৃত হিংতো' পঞ্চমীর বহুবচনের চিহ্ন, 'হিংতো ভ্যসঃ', চণ্ড, ১।৮। আর্ষ প্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও হিংতো' হয়; যথা—দেবাহিংতো' (দেবাৎ), তুমাহিংতো' (ত্বৎ)। অপভ্রংশে হোংতও,' হোংতউ'। চাঁদকবির প্রসিদ্ধ গ্রন্থে,—

কেতীক দূর অজমের **হুংত**।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কৌশল্যা জননী পিতৃ অযোধ্যার পতি।
দুই **হন্তো** কৈকয়ীত করিলোঁ ভকতি ॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশে,—

মো **হন্তেঁ** প্রধান কত তাঁর পরিকর ॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে হন্তে' ও হনে'র প্রয়োগ অবিরল।

গবর্ভ—শিশু সন্তান। **মানুষ**—লোক, অনুচর। **মারিবাক**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মারিবাক লাগি মোক পাঠাইলেক বন।

মারিবা' পদের উত্তর নিমিত্তার্থে ক' প্রত্যয়। মৈথিলীতেও ঐরূপ; ওড়িয়াতে কু'। মারিতে, মারিবার নিমিত্ত। **তাএ**—হরিদাসকৃত কৈমিনিভারতের পুথি—

নয় বান দিয়া দৈত্য বিন্ধিল রাজাএ।

বক্রুবাহ এক সত বান মারে **তা'এ**॥

তাহাকে বা তাহাদিগকে।

৩। **তবেঁ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত তেম্বহিং' তুলনীয়। **আপণে**—কুমারপালচরিতে অপ্‌পণো' (স্বয়ম্); চর্য্যাপদে অপণে'। **কহিল**—মাগধী কধিদে' (কথিতঃ)। **তত্ব**—তথ্য। **থানে**—প্রাকৃত থাণ' (স্থান); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **দৈবকীএঁ**—এঁ প্রত্যয় কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **ধরিব**—প্রাচীন সাহিত্যে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অবিরল। **দুঠ্‌ঠ**—প্রাকৃত দুট্‌ঠ' (দুষ্ট)। **কংসে**—এ' প্রথমার চিহ্ন। **তাক সবই**—সে সমুদায়কেই, তাহাদের সকলকেই। **মারিব**—প্রথম পুরুষের ক্রিয়া।

৪। **আষ্টম**—অষ্টম। **হৈব**—হইবেন **আষ্টম গবর্ভ হৈব** ইত্যাদি—দেব-দেব নারায়ণ [দেবকীর] অষ্টম গর্ভজাত সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। **দিব**—দিবেন। **তোহ্মাক**—পালি তুম্‌হাকং' (২য়া ও ৪র্থীর বহুবচনে)। তোমাকে, তোমায়। **তখণে**—প্রাকৃত তক্‌খণ'; ওড়িয়া তক্ষণে'। **উপদেশেঁ**—এঁ' প্রত্যয় তৃতীয়ার চিহ্ন **হয়িব**—হইবে।

১। **একেঁ একেঁ**—এক এক করিয়া। **মাইল**—মারিল, নষ্ট করিল। **ছয়**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে ছঅ' (ষট্) ২।৪৩। সিন্ধী ছ,' ছহ'।

২। **সেহি**—অর্দ্ধমাগধী। সেই। **দুয়ি**—প্রাকৃত দুএ' (দ্বি)। **নিয়োজিল**—সমাবেশিত করিলেন।

৩। **মায়িল**—পূর্ব্বে মাইল'। **কংশাসুরে**—এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **তাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **সুঁঅরী**—শৌরসেনী প্রাকৃত সুমরিঅ' (স্মৃত্বা)। **কাঁপে**—প্রাকৃত কম্পএ' (কম্পতে) প্রাকৃতপৈঙ্গল, ২।৫৯। **বড়**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। অত্যন্ত। **ডরে**—ডর' প্রাকৃত। ভয়ে।

৪। **সেই বলভদ্র** ইত্যাদি—'বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ'।

৫। **মাএর**—এর' বিভক্তিচিহ্ন; **করিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত করিঅ'; চর্য্যাপদে অরিঅ,' করিআ'। **রোহিণী**—বসুদেবের অপরা পত্নী, বলরামের মাতা। ইনি পূর্ব্বে কক্র ছিলেন। **গিআঁ**—শৌরসেনী প্রাকৃত গমিঅ'।

দৈবকী উদরে গেল···রোহিণী গবর্ভ গিআঁ—যিনি শুক্ল কেশরূপে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং বলের আধিক্যবশতঃ যিনি (পশ্চাৎ) বলভদ্র নামে বিখ্যাত হন,[১] তিনিই মাতার গর্ভপাত উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া রোহিণীর উদরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

[দেবকীর ছয় পুত্র হইল। কংস তাহাদের সকলকেই একে একে বধ করিল। সপ্তম গর্ভে অনন্তদেবের আবির্ভাব হইল তখন বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥
দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি॥

—ভাগবত, ১০।২।৭-৯।

হে দেবি, হে ভদ্রে। তুমি গোপ ও গোসমূহে অলঙ্কৃত ব্রজে গমন কর। বসুদেবের ভার্য্যা রোহিণী নন্দগোকুলে আছেন, বসুদেবের অন্যান্য ভার্য্যাও কংস-ভয়ে ভীত হইয়া অলক্ষিত স্থানে বাস করিতেছেন। দেবকীর জঠরে যে গর্ভ রহিয়াছে, উহা আমার শেষাখ্য ধাম। তুমি সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর উদরে সন্নিবেশিত কর। হে কল্যাণি! তাহার পর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্র হইয়া জন্মিব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে।

১ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ।

—ভাগবত, ১০।২।১৩

যোগমায়া ভগবানের আদেশ মত দেবকীর গর্ভ লইয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন। লোকে জানিল, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। ভগবান্‌ও বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। ইহার পর দেবকী বসুদেব কর্ত্তৃক অর্পিত অচ্যুতাংশ মন দ্বারা ধারণ করিলেন। ইহাই বলভদ্রের 'মাএর গর্ভপাত ছল' এবং দেবকীর উদরে ভগবানের আবির্ভাব।]

৬। **শঙ্খ**—পাঞ্চজন্য। **চক্র**—সুদর্শন। **গদা**—কৌমোদকী। **শারঙ্গ**—মহিষ, শরভ ও রোহিত মৃগের শৃঙ্গনির্ম্মিত ধনুক, শার্ঙ্গ ধনু। বিষ্ণুর ধনু শৃঙ্গের, দৈর্ঘ্যে ৩।০ হাত ও তিন স্থানে বাঁকান। উহার নির্ম্মাতা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

যে কৃষ্ণ রহিল ইত্যাদি—যিনি দেবকীর উদরে কৃষ্ণবর্ণ কেশরূপে রহিলেন, তিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী (বিষ্ণু); অথবা যিনি দেবকী-জঠরে রহিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ; শঙ্খচক্রাদি তাঁহার প্রহরণ।

ভগবানের ভুজচতুষ্টয় ও বিধৃত আয়ুধ সম্বন্ধে এক বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি অহঙ্কারশ্চতুর্ভুজঃ।
পঞ্চভূতাত্মকং শঙ্খং করে রজসি সংস্থিতম্‌॥
বালস্বরূপমত্যন্তং মনশ্চক্রং নিগদ্যতে।
আদ্যা মায়া ভবেচ্ছার্ঙ্গং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্‌॥
আদ্যা বিদ্যা গদা বেদ্যা সর্ব্বদা মে করে স্থিতা।
—গোপালতাপনী, উত্তরভাগ।

[গোস্বামিশাস্ত্রের অভিপ্রায়—যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গধারী বাসুদেব। আর যিনি জন্মাদিরহিত হইয়াও নন্দরাজ-মহিষী যশোদার গর্ভ উপলক্ষ্য করিয়া যোগমায়ার সহিত জাত হন, তিনিই দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত কল্যাণগুণের আকর ভগবান্‌ স্বয়ং। বসুদেব পুত্র সহ নন্দব্রজে উপনীত হইলে, দেবকীনন্দন নন্দনন্দনে বিলীন এবং বসুদেব যশোদার কন্যারূপিণী যোগমায়াকে লইয়া মথুরায় ফিরিয়া আসেন।]

৭। **তাহাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **জাণী**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে জাণি, জাণী (জ্ঞাত্বা)। **আবেক্ষণ**—অবেক্ষণ, প্রতিজাগরণ। **তাহাক আষ্টম……কংশ মহাবীর** দেবকী যে গর্ভ ধারণ করিলেন, তাহা অষ্টম গর্ভ বোধে অথবা যিনি দেবকীর উদরে রহিলেন, তাঁহাকে অষ্টম গর্ভের সন্তান জানিয়া মহাবীর কংস প্রতিজাগরণার্থ লোক স্থাপিত করিল অর্থাৎ রক্ষী পুরুষ নিয়োজিত করিল।

৮। **ধরল**—ধারণ করিলেন। **আনুরূপ**—অনুরূপ। **সুপুরুষ গবর্ভ** ইত্যাদি—দেবকী মহাপুরুষের আবির্ভাব-লক্ষণান্বিত গর্ভের অনুরূপ গর্ভ ধারণ করিলেন; অর্থাৎ গর্ভে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইলে যেরূপ লক্ষণ-সকল প্রকাশ পায়, দেবকী সেইরূপ লক্ষণযুক্ত গর্ভ ধরিলেন। **বাঢ়ি গেল**—বাড়িয়া গেল, বর্দ্ধিত হইল।

৯। **দৈবকীর গবর্ভ** ইত্যাদি—হরিবংশের মতে শ্রীভগবান্‌ অষ্টম মাসে প্রসূত হন।

গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥
যামেব রজনীং কৃষ্ণো জজ্ঞে বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
তামেব রজনীং কন্যা যশোদাপি ব্যজায়ত॥
—বিষ্ণুপর্ব্ব, ৪।১১-১২

১। **বিজয় নাম বেলাতে**—হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব,—

অভিজিন্নাম নক্ষত্রং জয়ন্তী নাম শর্ব্বরী।
মুহূর্ত্তো বিজয়ো নাম যত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
অব্যক্তঃ শাশ্বতঃ সূক্ষ্মো হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ৪।১৭

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথির মহানিশায় রোহিণীচন্দ্রযোগে বিজয় বেলা হয়; যথা,—

ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী লোকে রোহিণ্যর্ক্ষযুতা যদি।
মহানিশায়াং মধ্যস্থে ত্রিপাদে শশিসঙ্গমে॥
বিজয়া সাষ্টমী জ্ঞেয়া যোগজ্ঞানপ্রবেশিকা॥'

বেলা শব্দ কালবাচী। **নিশি**—পদ্য ও গীতাদিতে। **আন্ধকার**—অন্ধকার। **বরিষে**—প্রাকৃত-পৈঙ্গলে বরীসএ' (বর্ষতি), ১।১১৮। **নিশি আন্ধকার** ইত্যাদি

---

১ কাশীনিবাসী প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রীর পৌত্র শ্রীযুক্ত যদুনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নির্ণয়মালা হইতে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া দিয়া আমাদের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

—ঘনান্ধকার রজনীতে (কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে) এবং বারি-বর্ষণকালে, এরূপ অর্থও হয়। অন্ধকার রাত্রিতে বৃষ্টিপতন অবস্থাভেদে প্রীতিপদ। **হরী**—মুর্না' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **ধরা**—শৌরসেনী প্রাকৃত ধরিঅ', প্রাকৃত পৈঙ্গলে ধরি' (ধৃত্বা)। ১।৯৭, ১।৯৯।

ল—আল' (প্রা° হলা') শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ; বাক্যালঙ্কারে। **জরম**—রাঢ়ের গ্রাম্য জরম্'। কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে,—

কোন মূর্ত্তি দেব তুমি **জর্ম্ম** কাহার ঘরে।

হরিদাসকৃত জৈমিনি-ভারতে,—

এই **জর্ম্মে** কৈল তাহা পার্থের কুমার। (পুথি)

মালিক মুহম্মদ জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

সোই চাঁদ অস নিরমর জরম ন হোই মলীন ॥

কাহ্নাঞিঁ—প্রাকৃত কণ্‌হ'; আঞিঁ' বা আই' (আয়স্) প্রত্যয় আদরে তথা ক্ষুদ্রার্থে। মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবতিতে কান্‌হ'।

বিজয় নাম বেলাতে… …জরম লভিল কাহ্নাঞিঁ—বিজয়-বেলা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের রোহিণী নক্ষত্র-যুক্ত অষ্টমী তিথি, অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে মেঘগণ [মন্দ মন্দ] বারি বর্ষণ করিতেছে, এইরূপ [সর্ব্বগুণসম্পন্ন] শুভ ক্ষণে ভগবান্ হরি শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গ হস্তে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে আবির্ভূত হইলেন। অথবা রোহিণীযুক্ত ভাদ্র-কৃষ্ণাষ্টমীর মধ্যরাত্রে বিজয় নামক শুভ বেলায়—যে কালে জন্ম হইলে বা যাত্রাদি করিলে সর্ব্বত্র বিজয় সঙ্ঘটন হয়, ইত্যাদি।

২। **জাণিল**—জানিলেন। **নিন্দে**—কুমারপাল-চরিতে নিদ্দা'; চর্য্যাপদে নিংদ'। নিদ্রায়। **গোকুল**—মথুরায় দুই তিন ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। **ভৈল**—মাগধী ভবিদে' (ভূতঃ)। হইল।

কণ্যা—প্রা° কণ্ণা'। কন্যা। **সেই খনে**—তন্মুহূর্ত্তে। **ভোলেঁ**—প্রাকৃত বিব্‌ভল' বা ভিব্‌ভল' হইতে ভোল' হওয়া সম্ভব। বিহ্বলতাবশতঃ। **নিন্দ ভোলে**—ঘুমের ঘোরে, নিদ্রার আবেশে। **যশোদাঞিঁ**—দৈবকীঞিঁ শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **দেবের প্রসাদেঁ ভবেঁ …ভাক না জাণিল**—বসুদেব তখন ভগবৎকৃপায় অবগত হইলেন, গোকুলস্থ জনগণ নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে এবং [যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কংসকারাগারে জন্মগ্রহণ করিলেন], সেই সময়ে যশোদার এক কন্যা প্রসূত হইল। পুত্র অথবা কন্যা উৎপন্ন হইল, (শ্রান্তিজনিত) নিদ্রার আবেশে যশোদা তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

৩। **চলিলা**—চলিলেন। **করি**—শৌরসেনী প্রাকৃত করিঅ'; প্রাকৃত পৈঙ্গলে করি' (কৃত্বা) ১।৯৭, ১।৯৯। **কোলে**—প্রা° কোল' (ক্রোড়); এ' বিভক্তিচিহ্ন। **পহরী**—বিদ্যাপতিতে প্রহরী, রক্ষী। **বাটত**—'বট্টা পন্থাঃ' দেশীনামমালা; ত' সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। **থাহা**—প্রাকৃত থাহ'; চর্য্যাপদে থাহা', থাহী'। থই বা থাই, নদ্যাদির তলদেশ, জলনিম্নস্থ ভূমি। **কাহ্ন দেখি বাটত** ইত্যাদি—যমুনা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া পথে থাই দিল—অর্থাৎ তাহার গভীর ও স্ফীত জলরাশি কমাইয়া পদব্রজে গমনের উপযোগী করিয়া দিল। **নান্দের**—গোপরাজ নন্দের। বসুদেবের পিতা শূরসেনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্ব্বে নন্দরাজ দ্রোণ প্রজাপতি এবং যশোদা দ্রোণপত্নী ধরা নামে আখ্যাত ছিলেন। ইনি কোটিসংখ্যক গো'র অধিপতি।

নন্দঃ প্রোক্তঃ স গোপালৈর্নবলক্ষগবাং পতিঃ।
উপনন্দশ্চ কথিতঃ পঞ্চলক্ষগবাং পতিঃ ॥
বৃষভানুঃ স উক্তো যো দশলক্ষগবাং পতিঃ।
গবাং কোটী গৃহে যস্য নন্দরাজঃ স এবহি ॥
কোট্যর্দ্ধং চ গবাং যস্য বৃষভানুবরস্তু সঃ।
—গর্গ°, গোলো°, ৫ম অ°।

ঘর—'গৃহে ঘরোঽপতৌ', বররুচি—৪।৩২; প্রাকৃতপৈঙ্গলে,
—ঘর লগ্‌গই অগ্‌গি জলই ধহ ধহ।—১।১৯০।
ঘরে, গৃহে।

৪। **আণিল**—আনিলেন, আনয়ন করিলেন। **বালী**—বিদ্যাপতিতে বালি', বারি'। বালিকা, শিশুকন্যা। **যশোদার কোলে দিআঁ** ইত্যাদি—এই শিশু-বিনিময় ব্যাপার যে আদৌ নন্দ-যশোদার অজ্ঞাতসারে হয় নাই, অধিকন্তু উহা পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল, এবম্বিধ উল্লেখ পুরাণাদিতে আছে। দেবীভাগবতে,—

নন্দপত্ন্যা ময়া সার্দ্ধং কৃতোঽস্তি সময়ঃ পুরা ॥
প্রেষণীয়স্ত্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি।
পালয়িষ্যাম্যহং তত্র তবার্ত্তিমনসঃ কিল ॥
অপত্যং তে প্রদাস্যামি কংসস্য প্রত্যয়ায় বৈ।
কিং কর্ত্তব্যং প্রভো চাস্মিন্ বিষমে সমুপস্থিতে ॥

—৪র্থ স্কন্ধ, ২৩শ অ°।

এমন কি, কাহ্নাঁ সিংহাসনচ্যুত রাজা উগ্রসেনের উপদেশ ও সহায়তাতেই যেন সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। বায়ুপুরাণে,—

অনুজ্ঞাতঃ পিতা ত্বেনং নন্দগোপগৃহং গতঃ।
উগ্রসেনমতে তিষ্ঠন্ যশোদায়ৈ তদা দদৌ ॥
যামেব রজনীং যজ্ঞে কৃষ্ণো বৃষ্ণিকুলপ্রভুঃ।
তামেব রজনীং কন্যা যশোদায়া ব্যজায়ত ॥
তং জাতং রক্ষমাণস্তু বসুদেবো মহাযশাঃ।
প্রাদাৎ পুত্রং যশোদায়ৈ কন্যান্তু জগৃহে স্বয়ম্ ॥
নৈত্বেনং নন্দগোপস্য রক্ষ মামিতি চাব্রবীৎ।
সুতস্তে সর্ব্বকল্যাণো যাদবানাং ভবিষ্যতি।
অয়ং স গর্ভো দেবক্যা অস্মৎক্লেশান্ হনিষ্যতি ॥
উগ্রসেনাত্মজায়াথ কন্যামানকদুন্দুভিঃ।
নিবেদয়ামাস তদা কন্যেতি শুভলক্ষণা ॥
স্বসায়াং তনয়ং কংসো জাতং নৈবাবধারয়ৎ।
অথ তামপি দুষ্টাত্মা বিসসর্জ্জ মুদান্বিতঃ ॥
হতা বৈ যা তদা কন্যা জপত্যেষ বৃথামতিঃ।
কন্যা সা বরৃধে তত্র বৃষ্ণিসদ্মনি পূজিতা ॥

—৯৬তম অধ্যায়, ২০৬-২১৩ শ্লোক।

যান-বাহনেরও অভাব ঘটে নাই। গর্গ-সংহিতা বলভদ্র-খণ্ডে,—অথাষ্টমো দেবক্যাঃ পরিপূর্ণতমো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রোঽবতার তদৈব তদাজ্ঞয়া নিশীথে তং প্রেষ্ঠে নিধায় নন্দপত্ন্যাং জাতায়াং যোগনিদ্রায়াং সংসুপ্তে জগতি সতি যমুনামুত্তীর্য্য মহাবনমেত্য যশোদাশয়নে সুতং নিধায় তাং সুতামাদায় পুনর্বসুদেবো গৃহমায়যৌ ॥—৫।১২।

৫। **শিলাপাটে**—শিলাপট্টোপরি, প্রস্তরখণ্ডে। **আছাড়িআঁ**—ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক সবেগে নিক্ষেপ করিয়া। **বুলিলে**—ময়নামতীর গানে,—

তা দেখিয়া মৈনামতী বুলিল বচন।

বলিলেক, বলিলেন। **আকাসে**—প্রা° আকাস', আগাস'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। আকাশে' শূন্যে। **নান্দোঘরে**—নন্দ-গৃহে। **বালা**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে বালা' (বালকঃ) ২।১৪৭। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

সেই মন্দির মাঝে ক্রীড়া করে নন্দবালা। পৃ. ৪৯।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অচেতন হইয়া পড়ে লক্ষীন্দর বালা ॥ পৃ. ১৮১।

বাল' অপেক্ষা বালা' শব্দ অধিকতর মাধুর্য্যব্যঞ্জক। **বাঢ়ে**—প্রাকৃত বড্‌ঢই', বড্‌ঢএ' (বর্দ্ধতে)। **তোহ্মা**—কর্ম্ম-কারক। দ্বিজ ভবানীকৃত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়ে,—

কন্যা-রত্ন দিব তোহ্মা প্রতিজ্ঞা যে মোর।

তোমাকে, তোমায়। **বধিবারে**—বধ করিবার নিমিত্ত। **কৃত্যা**—বিষ্ণুপুরাণে,—

তূর্য্যতাং তূর্য্যতাং হে হে সখ্যো দৈত্যপুরোহিতাঃ।
কৃত্যাং তস্য বিনাশায় উৎপাদয়ত মা চিরাৎ ॥ ১।১৮৯।

আভিচারিক ব্যাপারবিশেষ। **কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে**—কৃষ্ণকে বধ করিতে উপায় স্থির করিল।

পৃ° ৩

৬। **পুতনাক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। বকাসুরের ভগ্নী পূতনা, কামচারিণী বালঘাতিনী রাক্ষসীবিশেষ। বলিকন্যা রত্নমালা ভগবানের বরে দ্বাপরান্তে পূতনা নামে বিখ্যাত হয়। **সংহরিল**—সংহার করিলেন। **স্তনপান ছলে** ইত্যাদি—পূতনা তীক্ষ্ণবিষ-পূরিত সদ্যঃ প্রাণনাশক স্তন শ্রীকৃষ্ণের মুখে প্রদান করে। কৃষ্ণ স্তনপান উপলক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিহত করেন। **পাছে**—প্রাকৃত পচ্ছা'। পশ্চাৎ। **যমল আর্জুন**—যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব। ইহারা ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও যৌবনমদের জীবন্ত মূর্ত্তি। গর্ব্বান্ধতাবশতঃ ভ্রাতৃদ্বয় দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া স্থাবরযোনি প্রাপ্ত হয় এবং যথাকালে শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শরূপ প্রসাদ লাভ করিয়া দিব্যধামে গমন করে। **পাঠায়িল**—পাঠায়িল' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা অবশ্য কংস; কিন্তু কংস যমলার্জ্জুনকে গোকুলে প্রেরণ করে, এরূপ কথা আমরা কোথাও পাই নাই। **তাহাক**—তাহাদিগকে, তাহাদের উভয়কে। **ভাঙ্গীল**—ভগ্ন করিলেন।

[ভক্তির প্রথম অবস্থায় কাম বড়ই অনিষ্টকারী। তাই ভক্তবৎসল ভগবান্ কামের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি পূতনাকে বধ করিয়া নিজ জনের রক্ষাবিধান করিলেন। যমলার্জুন-ভঞ্জন প্রসঙ্গে ব্রজেব মদাদিজনিত মলদোষ নিবারিত হইল।]

৭। **কেশি**—অসুরাধম কেশী কংসপ্রেরণায় ব্রজে আসিয়া নানারূপ উপদ্রব আরম্ভ করে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপী দৈত্যসমীপে উপস্থিত হইলে, দুরাচার তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন ভগবান্ স্বীয় বিশাল বাহু উহার মুখবিবরে প্রবেশিত করিয়া দেন। দুষ্ট রুদ্ধশ্বাস হইয়া প্রাণত্যাগ করে। **আনন্তর**—অনন্তর। **তা সব**—তাহাদের সকলকে। **হেনমতেঁ**—এই প্রকারে। **বাঢ়িলা**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। **দামোদর**—একদা যশোদা বালক পুত্র শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন এবং নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া গাভীবন্ধনের রজ্জু (দাম) দ্বারা তনয়ের উদব উদূখলের সহিত বন্ধন করেন। সেই হেতু শ্রীকৃষ্ণ লোকে দামোদর নামে প্রসিদ্ধ। **বাসলীবরে**—বাগ্দেবীর প্রসাদে।

১। **নীল**—বাল্মীকীয় রামায়ণে লক্ষ্মণের 'নীল-কুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্' ইত্যাকার বর্ণনা আছে। **কুমারসম্ভবে** পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রণাম করিলেন, প্রণামকালে তাঁহার অবনত মস্তক হইতে 'নীলালক-মধ্যশোভি' নবকর্ণিকার ভূতলে পতিত হইল (৩।৬২)। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

সিংহকন্ধু স্কন্ধ কেশ নীল আকুঞ্চিত।

উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ। **তাত**—প্রা° তত্ত' (তত্র)। মাধব-দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পরম গৌরবে আনি সিংহাসন দিলা॥
দশরথ নৃপতি বসিলা গৈয়া **তাত**।

ময়ুরের পুছ—ময়ূর শব্দ কোল্ (অস্ট্রিক)-মূলক। **পুছ**—প্রা° পুংছ'; বর্ণরত্নাকরে পুছ'। তুলসীদাসে পুঁছ। পুচ্ছ। **সুবেশ**—সুদৃশ্য। **তিলকেঁ**—সানুনাসিক একার তৃতীয়ার চিহ্ন। **আতি**—অতি, অতিশয়। **দুই**—দুই। **লঘু**—খাট, হ্রস্ব। **বোলেঁ**—বাক্যে। **আবতার করি**—অবতার গ্রহণ করিয়া, অপ্রপঞ্চ ধাম হইতে প্রপঞ্চধামে অবতীর্ণ হইয়া। **কেলী**—কেলি, ক্রীড়া।

২। **সুরেখ**—বিদ্যাপতিতে,—

উউহ সুরেখলি আখি।

জগন্নাথদাসকৃত ওড়িয়া ভাগবতে,—

সুবর্ণ মুকুট সুরেক।
যাহার উত্তম মস্তক॥—২।৩

সুন্দর রেখাযুক্ত, সরল; শোভন। **সুপুট**—সুগঠিত। **কামাণ**—ফারসী কমান অর্থে ধনুক। বিদ্যাপতিতে,—

ভৌঁহ কমান ধএল তসু আগু।
তীখ কটাখ মদনশর লাগু॥

জ্বহি—কর্তৃকারকে ই'প্রত্যয় মাগধীর অনুরূপ। **আধর**—অধর। **যেহ্নে**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

চতুর্দ্দোল সিংহাসন **জেহ্নে** রবির কিরণ।

জগন্নাথদাসের ওড়িয়া ভাগবতে,—

বিজুলী নীল মেঘে **যেহ্নে**।

যেন, যাদৃশ। **যমজ**—জোড়া, যুগ্ম। **পোঁআর**—বিদ্যাপতিতে,—

অধর সুরঙ্গ জনি **পবার**।

গোবিন্দদাসে,—

অধর **পঙার** দশন মণি মোতি।

পলা, প্রবাল। **কন্নযুগ**—কন্ন' প্রাকৃত রূপ। কর্ণযুগল। **জাল**—জাল শব্দ সংস্কৃতসম পর্য্যায়ের অন্তর্গত। 'জালং পাশঃ' (ডা° হোরন্‌লী-সম্পাদিত প্রাকৃতলক্ষণ, পৃ° ২)। **কন্নযুগ শোভে** ইত্যাদি—দুই কর্ণ কুণ্ডলীকৃত বরুণ-পাশের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

৩। **জানুত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন। **লুলে**—প্রাকৃত লুলই', লোলই' (লোলতে)। **করাঙ্গুলিবিন্দ**—করাঙ্গুলিবৃন্দ। বিদ্যাপতিতে পদাঙ্গুলি অর্থে পাঙ্গুর'। **মাল**—প্রাকৃত মল্ল' (মাল্য)। **মরকতপাট**—মণি-নির্ম্মিত ফলক। ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য হেতু বক্ষোদেশ মরকত-পাটের সহিত তুলিত হইয়াছে। ['কপাটতটবিস্তৃতং মুরবৈরিবক্ষঃ।'] **জংঘ**—প্রা° জংঘা। জঙ্ঘা।

৪। **পান্তী**—প্রাকৃত পন্তি, পংতি' (পঙ্‌ক্তি);

সিদ্ধহেমচন্দ্রে পংক্তী' ৮।১।২৫। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

চম্পার পাকরি সম অঙ্গুলির **পান্তি**।

সজল জলদরুচি—জলভারাক্রান্ত মেঘের ন্যায় শ্যামশোভা। **জিণি**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। প্রা° পৈঙ্গল, ১।১২৮। জিনিয়া, জয় করিয়া। **কান্তী**—কান্তি, লাবণ্য। **বত্তীস**—প্রাকৃত রূপ। বত্রিশ। **বত্তীস রাজলক্ষণ**...... **আতি মহাবীর**—ইনি দ্বাত্রিংশৎ রাজলক্ষণযুক্ত এবং কংসকে বধ করিতে হইবে বলিয়া প্রভূত বলশালী। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু ও জানু, এই পঞ্চাবয়ব দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, রোম, দন্ত ও অঙ্গুলিপর্ব্ব, এই পাঁচ সূক্ষ্ম; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ, এই সপ্তপ্রদেশ রক্তবর্ণ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি ও মুখ, এই ছয় অঙ্গ উন্নত; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন, এই ত্রিতয় হ্রস্ব; কটি, ললাট ও বক্ষঃস্থল, এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি গভীর। যাঁহাতে অনন্যসাধারণ উল্লিখিত বত্রিশ প্রকাশ লক্ষণ বর্ত্তমান, তিনিই মহাপুরুষপদ-বাচ্য। সামুদ্রকে,—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।

ত্রিহ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণো মহান্॥

৫। **বাঁশী**—বংশী একটি সাধারণ সংজ্ঞা। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দক্ষিণ বিভাগে,—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্।

ততঃ সার্দ্ধাঙ্গুলাদযত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্।

শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ত্র্যঙ্গুলং সাতু বংশিকা।

নবরন্ধ্রা স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ॥—১।৩৫৬

পরস্পরের ব্যবধান ও প্রত্যেকের পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল, এইরূপ অষ্ট স্বরছিদ্রসমন্বিত, স্বরছিদ্র হইতে দেড় অঙ্গুলি অন্তর অঙ্গুলিপরিমিত মুখরন্ধ্রবিশিষ্ট এবং যথাক্রমে অঙ্গুলিচতুষ্টয় ও অঙ্গুলিত্রয়-পরিমিত শিরোভাগ ও নিম্নদেশযুক্ত শুষির যন্ত্রকে বংশী বলে অর্থাৎ (সার্দ্ধ) সপ্তদশ অঙ্গুলিপরিমিত এবং নবরন্ধ্রযুক্ত যন্ত্রবিশেষের নাম বংশী। **নিতি নিতি**—নিত্য, প্রত্যহ। **বাছা**—প্রাকৃত বচ্ছঅ' (বৎসক)। গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

নড়িলা ছাওয়াল সব **বাছা** চালাইয়া॥

রাখে—প্রা° রক্খই' (রক্ষতি)। **বাছা রাখে**—গোবৎস-চারণ করে।

——

১। **লক্ষীক**—ক' বিভক্তিচিহ্ন। **বুলিল**—ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

এত শুনি মৈনামতী **বুলিল** বচন।

বলিলেন। **আল**—চর্য্যাপদে আলো,' হালো'; 'অল্লা অব্বা অম্মা য অম্বাএ' (অল্লা অব্বা চ অম্বা। জননীত্যর্থঃ॥) দেশীনামমালা। অন্যত্র দেখা যাইবে, হল,' হলে' হইতেও আল' হইয়াছে। **রাধা**—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকস্থ সুরম্য বৃন্দাবনের মণিময় পীঠে সমাসীন আছেন; এই অবস্থায় তাঁহার রমণেচ্ছা হইল। ইচ্ছাময় স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হইলেন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়াকে অভিনব রূপ-যৌবন-সম্পন্ন ও কামাতুরা দেখিয়া রমণোৎসুক হইলেন। হরিপ্রিয়াও পতিকে রতি অভিলাষী দর্শন করিয়া তৎপ্রতি ধাবমানা হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তাঁহাকে রাধা নামে কীর্ত্তন করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণবক্ষে নিরন্তর অবস্থান করেন এবং তাঁহার প্রাণ সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **পৃথিবীত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **কর আবতার**—অবতার গ্রহণ কর, অবতীর্ণ হও। **থির**—প্রাকৃত। **হউ**—প্রাকৃত হোউ' (ভবতু)। অদ্বৈতপ্রকাশে,—

যে হউ পুছিয়ে ব্রহ্মেশ্বর নিরূপণ।

আল রাধা—কীর্ত্তনীয় পদের মধ্যে মধ্যে আখর দিবার রীতি আছে। ইহা 'আগো মা, মা আমার' প্রভৃতির ন্যায় সেইরূপ আখর।

তেকারণে—তজ্জন্য। **পদুমা উদরে** এবং **সাগরের ঘরে**—ব্রহ্মবৈবর্ত্তের উক্তি অনুসারে রাধা বৃষভানু বৈশ্যের পত্নী কলাবতীর বায়ুগর্ভে উৎপন্না হন। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কীর্ত্তিদা রাধার জননী। মতান্তরে বৃষভানু মহামায়ার আরাধনা করিয়া যমুনাস্থ কমল-বনে একটি মায়াময় ডিম্ব প্রাপ্ত হন এবং সেই ডিম্বেই রাধার উদ্ভব। অন্যত্র পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্য ব্রহ্মার বরে রাধাকে কন্যারূপে লাভ করেন এবং দ্বারকা-লীলায় ইনিই সত্রাজিৎ-

কুমারী সত্যভামা। আবার বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী। ললিতাদি অষ্ট সখীর অন্যতমা ইন্দুলেখার পিতা সাগর। খুব সম্ভব, এখানে উত্তর-মথুরার রাজা সাগর লক্ষিত হইয়া থাকিবেন।

২। **তীন**—প্রাকৃত তিণ্নি' (প্রা° প্র', কু° চ', ক ম°); প্রা° পৈঙ্গলে তীণি' (ত্রি, ত্রীণি), তিন্ন'; মরাঠী ও হিন্দী তীন'। **দোহনী**—দোহনকারিণী। **তীনভুবনজন** ইত্যাদি—ত্রিভুবন-জন-মোহকারিণী এবং রতিরস-সম্ভোগ-প্রবৃত্তিদায়িনী। **কোঁঅলী**—কোমলাঙ্গী। **শিরীষ কুসুম কোঁঅলী**—বিদ্যাপতিতে—

সিরিসি কুসুম কোমল ও ধনি

শিরীষ ফুল অতিশয় সুকুমার ও মনোহর। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিরীষপুষ্পসদৃশ। **কনক পুতলী**—স্বর্ণপ্রতিমা। প্রাকৃত পুত্তলী (পুত্রিকা)।

৩। **তনু লীলা**—দেহ-কান্তি। **যেহেন**—পরাগলী মহাভারতে; বিদ্যাপতিতে জেহন'। প্রা° জইস(ণ)' (যাদৃশ)। **দিনে দিনে বাঢ়ে** ইত্যাদি—চন্দ্র যেমন কলায় কলায় বাড়িয়া পূর্ণ হয়, রাধার দৈহিক লাবণ্য তেমনই করিয়া দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল অর্থাৎ রাধা শুক্লপক্ষীয় শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। কুমারসম্ভবে—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ১।২৫

দেবেঁ—কর্তৃকারক। দেবগণের প্রার্থনাতেই রাধা বৃন্দাবনে আবির্ভূতা হন। **নপুংসক**—পূর্ব্বজন্মে আয়ান (আইহন) লক্ষ্মীকে পাইবার প্রত্যাশায় কঠোর তপস্যা করেন। নারায়ণের বরে তাঁহার লক্ষ্মীলাভ হইলেও লক্ষ্মীর আদেশে তিনি নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হন। **আইহনের**—প্রাকৃত অহিমন্নু,' অহিবন্নু; সংস্কৃত অভিমন্যু; এর বিভক্তিচিহ্ন।

ব্রহ্মাণ্ডাদি পুরাণে আয়ান'; ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রায়াণ'। ইনি বৃন্দাবনবাসী জনৈক গোপ এবং যশোদার ভ্রাতা। **রাণী**—প্রাকৃত রণ্ণী,' রন্নী' (রাজ্ঞী); মরাঠী গুজরাটী রাণী,' হিন্দী, নেপালী রানী'। প্রিয়া, পত্নী। **দেবেঁ কৈল কাহ্ন মনে** ইত্যাদি—দেবতারা কৃষ্ণের মনোভাব অবগত হইয়া রাধাকে নপুংসক আয়ানের পত্নী করিলেন।

৪। **মাঅক**—প্রাকৃত মাআ'; ক' বিভক্তি-চিহ্ন। **বড়ায়ি**—বড় আয়ি,' দ্রুত উচ্চারণে বড়ায়ি'। প্রাচীন বাঙ্গালা ও অসমীয়া আই' এবং মরাঠী আঈ' শব্দ মাতৃ-বাচক। রাঢ়ের প্রদেশবিশেষে মাতামহী অর্থে আই মা' বা সংক্ষেপে আই' শব্দের প্রচলন আছে। মাতামহী বা তৎপর্য্যায়ের স্ত্রীলোক। তুল°—'আহ্মে তোর বড়ায়ি তোহ্মে মোর নাতী।' (পৃ° ৬)। কেহ কেহ বড়াইকে বৃন্দা দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। **দেহ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত। দাও। **এহার**—প্রাকৃত এআণ' (এতেষাম্), কুমারপালচরিত, ৫।১৪ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র, ৮।৩।৮১ সূত্র ও টীকা। ইঁহার, রাধার। **পাশে**—প্রাকৃত পস্স' (পার্শ্ব); এ' বিভক্তিচিহ্ন।

১। **ঝাঁট**—প্রাকৃত ঝট্টি' (ঝটিতি)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সুধি আসি আমাত কহিয়ো ঝাণ্ট করি।

আল এবং **ল বড়ায়ি**—এগুলি পদ-মধ্যবর্ত্তী আখর'। **চাহি**—√চা (প্রা° √চাহ্) ইচ্ছা করা। **লৈল**—লইলেন। **বুঢ়ীঅ মাই**—প্রাকৃত বুড্ঢিঅ,' বৃদ্ধা এবং মাই,' মাতা। বুড়ো মা, পিতামহী বা মাতামহী। **পিসী**—প্রাকৃত পিউসিআ,' পিউচ্ছা' (পিতৃষ্বসা)। **আইহনের মাঅ... ...রাধার বড়ায়ি**—আয়ানের মাতা (আয়ান-কথিত বাক্য) মনোমধ্যে আলোচনা করিয়া সত্বর পদ্মার নিকট যাইয়া তাহার পিসী এবং সম্পর্কে রাধার বড় আই বৃদ্ধাকে চাহিয়া লইলেন।

২। **নিয়োজিলী**—নিযুক্তা হইলেন বা নিযুক্ত করিলেন। **হাট**—সংস্কৃত ও প্রাকৃত হট্ট,' তামিল অট্ট, হট্ট,' হট্টি'। **রাখিবারে**—রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **শেত**—ময়নামতীর গানে; যবদ্বীপীয় কবি-ভাষায় শ্বেত অর্থে শেত' শব্দের ব্যবহার আছে। **ভাজিল**—বিশেষণ-পদ। ভগ্ন, ডোবা। **জ্বহি চুনরেখ** ইত্যাদি—দেখিতে চুণের রেখার মত (শুভ্র)। **চুন**—প্রাকৃত চুণ্ণ,' চুন্ন'

(চূর্ণ)। **বাটুল**—প্রাকৃত বট্টুল' (বর্ত্তুল)। মৃণ্ময় গুলিকা। **আখি**—প্রাকৃত অক্‌খি' (অক্ষি); সিন্ধী অখি'। **কোটর বাটুল** ইত্যাদি—দুই চক্ষু বৃক্ষ-গহ্বরান্তর্গত গুলিকাবৎ।

পৃ° ৪

৩। **কপোল খীনে**—গাল তোবড়ান প্রাকৃত খীণ' (ক্ষীণ)। **মাহা পুট নাশা** ইত্যাদি—বিশাল নাসাপুট ভগ্নপৃষ্ঠ (অর্থাৎ অসৌষ্ঠব নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন), হনু উন্নত এবং গণ্ডদেশ বিশীর্ণ।

বিকট দন্ত— দন্তমূল (মাঢ়ী) ক্ষয়িত হওয়ায় দন্ত বৃহৎ ও বীভৎসাকার ধারণ করিয়াছে। **ওঠ**—প্রাকৃত ওট্‌ঠ' (ওষ্ঠ)। **উঠক**—প্রাকৃত উট্‌ঠ' (উষ্ট্র); ক' বিভক্তিচিহ্ন। **ওঠ আধর উঠক জিণী**—ওষ্ঠাধর উঠকে পরাজয় করে অর্থাৎ ঠোঁট দুইখানি অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

৪ **কাঠী**—প্রাকৃত কট্‌ঠ' (কাষ্ঠ); ক্ষুদ্রার্থে ই বা ঈ প্রত্যয়। মরাঠীতে যষ্টি অর্থে কাঠী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **কাঠী সম বাহু যুগলে**—বাহুদ্বয় অস্থি-চর্ম্মসার। **নাভিমূলে দুঈ কুচ লুলে**—স্তন দুইটি নাভিমূল পর্য্যন্ত লম্বিত। **কুটিল গমন**—গতি পদের অস্থিরতাজ্ঞাপক। **ঘন কাশে**—শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহজন্য পুনঃ পুনঃ (খুক্ খুক্) শব্দ করাও অতিবৃদ্ধত্বেরই পরিচায়ক।

বিদ্যাপতিকৃত দূতীর বিবরণ তুলনীয় :—

ভাঙ্গল কপোল অলক ভরি সাজু।
সঙ্কুল লোচনে কাজর আজু ॥
ধবলা কেস কুসুম করু বাস।
অধিক সিঙ্গারে অধিক উপহাস ॥
থোথর দৈয়া থন দুও ভেল।
গরুঅ নিতম্ব কঁহা চল গেল ॥ ইত্যাদি।

অভিমন্যুজনন্যাহং ইত্যাদি শ্লোক,—

বড়াইর উক্তি,—

রাধে! আমি অভিমন্যুজননী কর্ত্তৃক তোমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং সহর্ষমনে আমার সহিত মথুরায় চল।

রাধার প্রত্যুক্তি,—

তুমি বৃদ্ধা এবং মধুর ব্যবহারে সুনিপুণা, সৌভাগ্যক্রমে তুমি আমার রক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব এস, মথুরায় যাই।

জন্মখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

১। **দুধেঁ**—প্রা° দুদ্ধ : এঁ' তৃতীয়ার চিহ্ন। অপভ্রংশ ভাষায় তৃতীয়ার একবচনে এং' প্রত্যয় হয় ; এংটা,' ক্রমদীশ্বর—প্রা°, অপ্র°, সূ° ২৪। বাঙ্গালার তৃতীয়ান্ত এঁ বা ে' প্রত্যয় এই এং'-এরই রূপান্তর। **পসার**—প্রা°। পণ্য দ্রব্যের আধার ; বিক্রেয় দ্রব্যসম্ভার। **সজাআঁ**—সাজাইয়া, সজ্জিত করিয়া। **নেত বাস**—নেত' প্রাচীন সাহিত্যের একটি চিহ্নিত শব্দ। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে বাজা খাজুরি।

তার উপর পড়িয়াছে **নেতের** পাছুড়ি॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ঝাঁপিয়া বদন অঙ্গ **নেতের** অঞ্চলে।

হরিভক্তিবিলাসে,—

পদ্মরাগৈঃ পটৈর্নেত্রৈর্মণ্ডিতং চর্চ্চিতং শুভৈঃ। ১৫।১৯১।

সংস্কৃত নেত্র' অর্থে অংশুক : 'স্যাজ্জটাংশুকয়োর্নেত্রং,'—অমর। ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গের একজাতীয় রেশমী কাপড়, ক্ষৌম বস্ত্রভেদ। **ওহাড়ন**—'ওহাড়ণী পিহাণীএ,' দেশীনামমালা। আবরণ, আচ্ছাদন। **রঙ্গে**—সানন্দে, সকৌতুকে।

জাএ—যায়। **সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী**—রাধা। **মথুরা নগরী**—কংসের রাজধানী, আগ্রাপ্রদেশস্থ স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পুরী।

২। **সমে**—'সহ সদ্ধি সমং অমা' অভিধানপ্পদীপিকা। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতা **সমে** রাঘবর বিবাহ করাও।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে,—

ভীষ্ম সমে অর্জ্জুনের হৈল মহারণ।

বিদ্যাপতিতে সঞে,' সঞো,' চৈতন্যভাগবতে সঙে'। সহার্থে। **রস পরিহাসে**—রসালাপ করিতে করিতে। **আগু**—প্রা° পৈ°এ অগ্‌গে' (অগ্রে) ; সম্মুখ অর্থে সিন্ধী অগু,' হিন্দী ও পাঞ্জাবী আগূ'। **গেলি**—গেলেন, গমন করিলেন। **করী**—করিয়া। **যতনে**—আদর, সম্মান। **না করী যতনে**—গ্রাহ্য না করিয়া।

৩। **বকুলতলাত**—বকুলবৃক্ষতলে। **গোআলী**—'গোঅলা দুদ্ধবিক্কইনী,' দেশীনামমালা। দুগ্ধবিক্রয়কর্ত্রী রাধা। **নেহালী**—√নেহাল বা নেহার (স° নি-√ ভাল্)। নিরীক্ষণ করিয়া। **বসিলী**—মনবোধকৃত হরিবংশে বৈসলি'। বসিলেন। **বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে**—মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মাথায় হাত দেওয়া হতাশের লক্ষণ। **চলিলী**—হিন্দী ও মরাঠীর ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালাতে লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপভেদ হইতে দেখা যায়। নিয়োজিলী,' গেলি,' বসিলী প্রভৃতি পদ তুলনীয়। চলিলেন। **আন**—প্রা° অণ্ণ,' অন্য (অন্য) : চর্য্যাপদে অন,' আণ'।

৪। **গুণিআঁ**—গণিয়া, ভাবিয়া। **মাঝেঁ**—প্রা° পৈ°এ মজ্‌ঝ,' মজ্‌ঝে,' মঝে'। **তরাসে**—বিপ্রকর্ষে ত্রাস, ভয়।

১। **হারাআঁ**—হারাইয়া। **বুলে**—আর্ষ প্রা° বোলএ' ; √বোল্ পরিক্রমে। শূন্যপুরাণে,—

পলাইতে নারে হংস **বুলে** স্বন্য ভরে।

বিচরণ করিতে লাগিলেন। **রাধিকা হারাআঁ বড়ায়ি** ইত্যাদি—পথিমধ্যে রাধাকে হারাইয়া বড়ায়ি তাঁহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। **ভালমনে**—চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, খণ্ড, ৮ম অধ্যায়। ভালমতে, উত্তমরূপে। **ভালমনে পথক** ইত্যাদি—একে বৃদ্ধা, তাহাতে আবার রাধার জন্য অত্যধিক উৎকণ্ঠা ; দৃষ্টিবিভ্রমবশতঃ ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছিলেন না। **নাতিনী**—ললিতমাধবে ণত্তিণী' (নপ্ত্রী)। দৌহিত্রী। **মোহে**—মমত্ববুদ্ধিজনিত দুঃখে। **বিমরিষে**—বি-√মৃশ্-অ। বিতর্ক করিতে লাগিলেন। **করোঁ**—অপ° করউ,' প্রা° করমি' (করোমি)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ড, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রভৃতিতে ; বিদ্যাপতিতে করও'। **জাওঁ**—অপ° জাউ,' প্রা° জামি' (যামি) ; প্রাচ্য হি° জাঁব''। বিদ্যাপতিতে ; পরাগলী মহাভারতে যাও, যাঙ'। যাই, গমন করি। **দিশে**—দিকে।

জাণএ—প্রাকৃতপৈঙ্গল, ১।১৮৮। জানেন। **যার**—প্রাকৃত জ (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে জাণং,' জাণ'; এই জাণ' হইতে ষার' তথা যার' হইয়া থাকিবে। **সে**—অপ° প্রা° সো' (তৎ), প্রা° পৈ° ১।৯, ১।১৭০। তাহা। **দৈবে সে জাণএ** ইত্যাদি—যাহার যেরূপ বিধিনির্ব্বন্ধ, তাহা দেবতারাই জানেন।

২। **মনেত**—এত' সপ্তমীর চিহ্ন। **গুণেত**—গণনা করেন বা করিতে লাগিলেন। **আধিক**—অধিক। **কথাঁ**—গা° স°, সেতু° প্রভৃতিতে কুথ' (কুত্র)। **পাওঁ**—বিদ্যাপতিতে পাঁও.', শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে পাঙ.' প° ম° পাও.' পাওঁ,' পাঙ। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে বর্ত্তমানেও করোঁ,' জাওঁ,' পাওঁ' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলিত। পাই, প্রাপ্ত হই। **মোএঁ**—প্রা° মএ,' মই' (ময়া), অসমীয়া মই,' হিন্দী মৈঁ' আমি। **একসরী**—বিদ্যাপতিতে,—

সঙ্গক সখি আগু আইলি হে
হম একসরী নারী।

একেশ্বরী, একাকিনী। **হৈলোঁ**—পরাগলী মহাভারতে। অসমীয়া হলোঁ,' ওড়িয়া হোইলুঁ,' হেলুঁ' (বহুবচনে)। হইলাম। **এড়িআঁ**—√ইড্ ত্যাগে। ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **জীবোঁ**—বাঁচিব। **কেনমনে**—চৈতন্যভাগবত, আদি, ৫ম ও ৮ম অ°। কি প্রকারে, কেমন করিয়া। **মনেত গুণেত বড়ায়ি……আজি জীবোঁ কেনমনে**—অত্যধিক ত্রাস হেতু বড়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কোথা গিয়া রাধার সন্ধান পাই? এই ঘোর বনে আমি একাকিনী (হইলাম); রাধা-বিরহিত হইয়া আজ কেমন করিয়া বাঁচিব?

৩। **কথো**—প্রা° কত্তো' (কিয়ৎ)। কত। **চরে**—প্রা° চরই' (চরতি)। **গাই**—প্রা° গাঈ' (গৌঃ)। গাভী। **তাক দেখি বড়ায়ির** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া বড়াইর মনে হর্ষোদয় হইল। **এহা**—এই। **রাখোআল**—দেশ্য প্রা° রক্খবাল'। বাসুদেব আচার্য্যকৃত স্বর্গারোহণ পর্ব্বে,—

অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল।

কর্ম্মকারক। গবাদি-পশুরক্ষক। **পুছোঁ**—প্রা° √পুচ্ছ (√প্রচ্ছ) প্রশ্নে। বিদ্যাপতিতে 'সুমুখি পুছঞো' তোহি'। জিজ্ঞাসা করি।

৪। **তথাঞি**—তথায়। **লগুড়**—কোল (অস্ট্রিক)-মূলক। পাঁচনী, পশুতাড়ন-যষ্টি। **নাতিআ**—প্রা° নত্তিঅ' (নপ্তৃক), গত্তিঅ'। নাতি, পৌত্র বা দৌহিত্র। **মেলিলী**—স্ত্রীলিঙ্গ। মিলিতা হইলেন।

পৃ° ৫

১। **আচম্বিত**—আ √চম্ব্ গতি অর্থে। হি° আচম্ভিত। হঠাৎ, অকস্মাৎ। **বুঢ়ী**—প্রা বুড্ঢী,' বুড্ঢিআ' (বৃদ্ধিকা'), কর্ম্মকারক। বড়াইকে। **পুছন্তি**—অন্তি প্রত্যয়ের একবচনে প্রয়োগ। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রশ্ন করিতেছেন। **দেবরাজে**—কর্ত্তৃকারক। শ্রীকৃষ্ণ।

২। **একলী**—প্রাকৃতপৈঙ্গলে ইকলি,' একলি' (২।১৯৩)। একাকিনী। **বুলসি**—প্রাকৃতের অনুরূপ। বিচরণ করিতেছ, ভ্রমণ করিতেছ। **কেহ্নে**—রাজেন্দ্র দাসের আদিপর্ব্ব ও সঞ্জয়কৃত বিরাটপর্ব্বে। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। **গোঠে**—প্রা° গোট্ঠ' (গোষ্ঠ); এ বিভক্তি-চিহ্ন। **আসি**—আসিতেছি। **আহ্মি**—মৃ° ক°এ; কু°চ°এ অম্হি' (অহম্) ৫।৩৭। শূন্যপুরাণে,—

উল্লুক তুহ্মার খুড়া **আহ্মি** তুহ্মার পিতা।

গোআলিনী—প্রা° গোবালিনী' (গোপালিনী)। **আগুত**—অগ্রে। **মোর**—সিদ্ধহেমচন্দ্রে মহার' (৮।৪।৩৩৪ সূত্রের টীকা)। এই মহার' হইতে মোহর,' মোহোর,' মোর' হওয়া বিচিত্র নহে।

৪। **পাছে**—প্রা° পচ্ছহি' (পশ্চে)। **হারাইল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া। **পুতা**—প্রা° পুত্তঅ' (পুত্রক)। 'অবতু বো গিরিসুতা মাএ বলে পঢ় পুতা' ইত্যাদি বাক্য বোধ হয়, অনেকেরই সুপরিচিত। সস্নেহ আহ্বানে। **কহিআঁ**—প্রা° কহিঅ' (কথিত্বা)। **তুহ্মি**—অপ° তুম্হইং,' তুম্হই,' তুম্হি'। শূন্যপুরাণে,—

কুথা থাকি আইলেক **তুহ্মি** কুথা তুহ্মার ঘর

তুমি

৫। **বুল**—প্রা° √বোল্ পরিক্রমে। ভ্রমণ কর। **নাতিনিখানী**—খানি' আদরে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে, পরাগলী মহাভারতে কন্যাখানি'। **তাক**—তাহাকে। **কহ**—

অপভ্রংশ প্রাকৃত ; প্রা° পৈ° ২।৬৬। **তত্ত্ববাণী**—সঠিক কথা, যথার্থ ব্যাপার।

৬। **কেহেন**—মাগধী অপ' কইহণ' (কীদৃশ); মৈ° কেহন'। **রূপ**—তামিল উরুপ্পু' (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আকার)। **আহ্মার**—কুমারপালচরিতে অম্হার (অস্মদীয়) ৮।৭৪। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয় স্থানে ডার' আদেশ হয় : 'যুষ্মদাদেরীয়স্য ডারঃ', সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৪।৪৩৪। প্রাকৃতপৈঙ্গলে অহ্মাণ' (বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির সংস্করণ, পৃ. ৫৪৬)। **থানত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **কহিআর**—কহ, বল। তুল'—'বিদ্যাপতি কবি গাবিআরে' (বিদ্যাপতি কবি গাহে বা গাহিল)। **সরূপ**—স্বরূপ, সত্য, যথার্থ।

৭। **বিকে**—বিক্রয়ে, বিক্রয়ার্থ। **হারাইলোঁ**—হারাইলাম। **ত্রৈলোক্যসুন্দরী**—ত্রিভুবনসুন্দরী(রাধাকে)।

৮। **চন্দ্রাবলী**—গ্রন্থের সর্ব্বত্রই চন্দ্রাবলী শব্দে রাধা লক্ষিত হইয়াছেন। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তসমূহেও চন্দ্রাবলী শব্দে রাধাই বিবক্ষিত। রামচন্দ্র মল্লিকের পদে,—

রাধে তুমি মোরে না বাসিও ভিন।
রভসে বিরস বাণী না বলিও চন্দ্রাবলী
আমি তোমার প্রেমের অধীন ॥

দুঃখী শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে,—

বড়াই বলে রাধা মোর পরাণপুতলী।
সঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চন্দ্রাবলী ॥ পৃ ৯৪

রাধাতন্ত্র, বাসুদেবরহস্য, ৮ম পটলে,—

অন্যা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৯২তম অধ্যায়ে,—

বন্দে রাধাপদাম্ভোজং ব্রহ্মাদিসুরবন্দিতং।
যৎকীর্ত্তিকীর্ত্তনেনৈব পুনাতি ভুবনত্রয়ং ॥
নমো গোলোকবাসিন্যৈ রাধিকায়ৈ নমো নমঃ।
শতশৃঙ্গনিবাসিন্যৈ চন্দ্রাবল্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬৩-৬৪

পাতলী—প্রা' পত্তল' (পত্রসদৃশ) : স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্রত্যয়। বিদ্যাপতিতে,—

একে গোরি **পাতরি** তাহে দুখকাতরি
অরু দুখ বিরহক জালা।

তন্বী, কৃশাঙ্গী। **সুন**—বিদ্যাপতিতে। শুন।

৯। **কহিবোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

এ সখি এ সখি কি কহিবওঁ তোহি।

কহিব, বলিব। **কাজ**—প্রা' কজ্জ'। **বোলোঁ**—চৈ° ভা°এ ; জায়সীকৃত পদুমাবতীতে বোলউ। বলি। **তাত**—তাহাতে, তদ্বিষয়ে। **কর**—প্রা° পৈ° ১।১৮১, ২।১৬০, ২।২১০। **সত**—সত্য। **সরূপ কহিবোঁ তবেঁ... তাত কর সত**—তোমায় যাহা (যে কাজ) বলি, তদ্বিষয়ে সত্য কর : তাহা হইলে মথুরার পথ যথার্থ বলিয়া দিব।

১০। **বোল**—প্রা° বোল্ল'। বাক্য, কথা। **তোক**—তোমাকে, তোমার। **যবেঁ**—চর্য্যাপদে জবে', জবেঁ'। যদি। **বোল এক বোলে** ইত্যাদি—তোমায় এক কথা বলি, যদি গ্রহণযোগ্য মনে কর ; অথবা এক কথা বলি, যদি তোমার মনে লয়। **তবেঁসি**—তহি। **করিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

শোণিতে করিবোঁ আজি নদী ভয়ঙ্কর ॥

ওড়িয়া করিবু'। করিব।

১১। **দুঅজ**—প্রা° দুইজ্জ'। কবিকঙ্কণে দোয়জ'। দ্বিতীয়। **বোলত**—ত' ষষ্ঠ্যর্থে প্রযুক্ত ; তুল'—

মোত পরে আউর মুরুখ নাই। (অসমীয়া ডাকচরিত্র)।

আহ্মে—চর্য্যাপদে। প্রা° অম্হে' (প্রথমার বহুবচনে)। আমি। **করিব**—বাঙ্গালা ভবিষ্যতের চিহ্ন ব-কারের মূলে কেহ কেহ প্রাকৃত এব্ব,' ইব্ব,' (স° তব্য) প্রত্যয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। **আন**—অন্যথা, অন্যমত।

১২। **সতোঁ সতোঁ করিবোঁ** ইত্যাদি—আমি সত্য কহিতেছি, তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব। **তাক**—প্রাকৃত পৈঙ্গল, ২।১৪৯। জগদানন্দের পদে,—

সো রস-গুণ-নিধি **তাক** জীবন বধি
কি সিধি সাধিলি বালা।

স্বপ্নাধ্যায়ের পুথিতে,—

সুবর্ণ রজত যদি পাএ দর্শন।
বহু ভাল হএ **তাক** বাড়ে ধনে জন ॥

বধওঁ—বধ করি। **ব্রাহ্মণ**—কর্পূরমঞ্জরীতে বম্হণ' (ব্রাহ্মণ) ; কুমারপালচরিতে বম্হাণ' ; সিদ্ধহেমচন্দ্রে বাম্হণ, শূন্যপুরাণে বাম্ভন'। **যবেঁ আন করো** ইত্যাদি—যদি

তাহার অন্যথা করি, তাহা হইলে ব্রহ্মঘাতী হই অর্থাৎ ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হই।

১৩। **বুলিব**—বলিব। **যবেঁ**—যখন।

১। **কেশপাশেঁ**—সিঁথিতে, সীমন্তে। **সুরঙ্গ**—হিঙ্গুলক্ষাত উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। **সজল জলদে**—জলপূর্ণ মেঘের বর্ণ গাঢ় নীল; কাল মেঘে। **উইল**—[√উ উদয়ে।] বিদ্যাপতিতে উয়ল,' 'উয়ল,' 'উগল'। উদিত হইল। **সূর**—প্রা° । **নব সূর**—নবোদিত সূর্য্য, বালার্ক। **চান্দ**—প্রা° চন্দ' (চন্দ্র)। **লাখ**—অপভ্রংশ প্রাকৃত; প্রা° লক্‌খ'। **দুই লাখ যোজনে**—বহু দূরে। **আনুপামা**—অনুপমা **পদুমিনী**—মৃচ্ছকটিকে পদুমিণী'। পদ্মিনী, চতুর্ব্বিধ স্ত্রীর মধ্যে সুলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী; যথা—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥ (রতিমঞ্জরী)

২। **আলক**—সং অলক'। অলকা, ললাটভূষণ কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ। **পাঁতি**—প্রা° পংতি। পংক্তি। **কাঁতি**—প্রা°পৈ°এ কংতি ২।১৩১। কান্তি, শোভা। **তমালকলিকাকুল**—নবোদ্‌গত তমালপল্লব। **আলস লোচন**—ঈষন্নিমীলিত নেত্র। **উজল**—প্রা' উজ্জল'। **পসি**—প্রবেশ করিয়া।

৩। **শঙ্খত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত; তুল°—

কহে শুক মুনি নৃপতিত বিদ্যমান।

শঙ্খের। **পসিলা**—প্রবেশ করিল। **আভিমান**—অভিমান। **পাকা**—প্রা° পক্ক'।

৪। **মাঝা**—'মধ্যমত্রয়ং তনুমধ্যো মাঝা ইতি খ্যাতে'। টীকাসর্ব্বস্ব। **খিনী**—বিদ্যাপতিতে,—

সিংহ জিনি **মাঝা** খীনি তনু অতি কোমলিনি।

ক্ষীণ। **জিনী**—জিনিয়া, পরাভব করিয়া। **চলএ বিলম্বে**—মন্থরগতিতে গমন করে। **নহলা**—প্রা° নবল্ল (নবল), স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। বিদ্যাপতিতে,—

কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা।
(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

জায়সীকৃত পদুমাবতিতে,—

সবই নউলি পিঅ সংগ ন সোঈ।

কবিকঙ্কণে,—

কিবা যুবা নহলী যৌবন।

১। **সুনী**—শুনিয়া। **ধরিবাক**—ধরিতে, ধরিবার নিমিত্ত। **পারেঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

দিনে দিনে দুখ সহএ ন পারঞো
পড়এ অধিক ভার।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আমি তো যাইবাক পারেঁ শতেক যোজন।

চৈতন্যভাগবতে,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারেঁ।
—মধ্যখণ্ড, ৩য় অ°।

পারি। **পরাণী**—প্রাণ। **দারুন**—দারুণ, ক্রূর। **কুসুমশর**—কাম, কন্দর্প। **সুদৃঢ় সন্ধানে**—অব্যর্থ শরযোজনা দ্বারা। **আতিশয়**—অতিশয়। **মন**—হৃদয়। **হানে**— √হন্ আঘাতে। বিদ্ধ করিতেছে, আঘাত করিতেছে। রাঢ়ে কাটা অর্থে হানা শব্দের প্রয়োগ কচিৎ শুনা যায়।

পরাণ আধিক—প্রাণাধিক। **তোহ্মারে**—তোমাকে, তোমায়। **রাধিকা**—রাধিকাকে। **মানাঅাঁ**—সম্মত করিয়া, বশীভূত করিয়া।

২। **পীএ**—প্রা° পিঅই' (পিবতি)। **সুসর**—সুস্বর, সুমধুর স্বর। **পঞ্চম শরে**—পঞ্চম স্বরে। **গাএ**—প্রা° গাঅই' (গায়তি)। গান করিতেছে। **পিকগণে**—পিকাদি শব্দ যাবনিক; 'পিকাদিশব্দা ন কচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। ম্লেচ্ছানান্তু কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' (শবর স্বামিকৃত মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিকটীকা)। **থীর**—প্রা° থির'। স্থির। **কুসুমিত তরুগণ.........থীর নহে মনে**—(একে) বসন্তকাল, বৃক্ষসমূহ পুষ্পিত, তাহাতে (আবার) ভ্রমরেরা মধুপানে রত এবং কোকিলকুল সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; তাই আমার মন (একান্ত) অস্থির।

৩। **মদনবিকার**—কামপীড়াজনিত দৈহিক ও মানসিক ভাবান্তর। **থানক**—নিমিত্তার্থ চতুর্থীর ক' প্রত্যয় দ্বিতীয়াতে প্রযুক্ত : 'গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি', পাণিনি—২।৩।১২। মাধবকন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—'ঋষির থানক গেলোঁ'। স্থানে। **ভাগে**—প্রা' ভগ্‌গ' (ভাগ্য) : এ' বিভক্তিচিহ্ন। **তোহ্মাত লাগে**—তোমায় যুক্ত হয়। **লাগে**—প্রা° লগ্‌গই' (লগতি)। **এ থানক আইলা...তোহ্মাত লাগে**—বড়াই, তুমি আমার সৌভাগ্যক্রমে এখানে আসিয়াছ; (এখন) কাজের ভার তোমার উপর।

পৃ° ৬

৪। **আহ্মে দেব** ইত্যাদি আমি সংসারের সার দেবতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা।

পুর—পূর্ণ কর।

১। **চিন্তিবোঁ**—চিন্তা করিব। **পরাণশকতী**—প্রাণপণে। **আন্তরে**—চর্য্যাপদে,—

তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাডেরি মালী॥

নিমিত্ত, জন্য। **শকতী**—শক্তি, বল। **আয়র**—প্রাকৃত অবর'; অসমীয়া ও ওড়িয়া অবর'। অপর, আর। **মানায়িবোঁ**—সম্মত করিব। **আশেষ**—অশেষ, বিবিধ। **যুগতী**—যুক্তি। **তোহ্মার আন্তরে আশেষ যুগতী**—তোমার জন্য তাহাকে জোর করিব অর্থাৎ তাহার প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগ করিব, আর বিবিধ উপায়ে তাহাকে বশে আনিব।

বোলহ—হ' অনুজ্ঞা মধ্যম পুরুষের বিভক্তি। বল'। **তথাঁ**—প্রা° তথ' (তত্র)। **গেলেঁ**—যাইলে। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব। **হরিষে**—সহর্ষে।

২। **জাণিএ**—জানি, অবগত আছি। **প্রবন্ধ**—উপায়, কৌশল। **এতেকেঁ**—নিমিত্তার্থ কেঁ' প্রত্যয়। এততে, এই হেতু। **নেহাবন্ধ**—স্নেহবন্ধন। **তোহ্মার তার হৈব নেহাবন্ধ**—তোমার ও তার (রাধার) মধ্যে প্রীতি সংঘটন হইবে অর্থাৎ সে তোমার অনুরাগিণী হইবে। **দিবাক**—দিতে, দিবার নিমিত্ত।

৩। **আযোড় যোড়ন**—অঘটন ঘটনা। **করিবাক**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রামায়ণ করিবাক ভৈলা তান মতি।

করিতে। **ভৈলী**—স্ত্রীলিঙ্গে। **আযোড় যোড়ন... সীতা সতী নারী**—(১) আমি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারি; সে রাধিকা কি সীতার সদৃশ সতী নারী হইল? (২) আমি অঘটন ঘটাইতে পারি; সে রাধিকা কি [যে] সীতার ন্যায় সতী সাধ্বী, তাহাকেও বশে আনিতে পারি। **হাথত**—ত' বিভক্তি-চিহ্ন। **কিছু**—প্রাকৃত পৈঙ্গলে কিছু', কিচ্ছ', কুছ'; *প্রা° কিংচিহ্ন' (কিঞ্চিৎ খলু)। **ফুল**—প্রা° ও স° ফুল্ল'। **পানে**—প্রা° পন্ন' (পর্ণ); হি° ও ম° পান'; এ বিভক্তি-চিহ্ন। বিশেষজ্ঞগণের মতে শব্দটি কোল (অস্ট্রিক) গোষ্ঠীর। পৌরাণিক উপাখ্যান যাহাই থাকুক না কেন, নাগবল্লী' নাম হইতেও উহার অনার্য্যত্ব সূচিত হয়। তাম্বুল। **ভাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। **জাই**—প্রা° জাই' (যাতি)।

৪। **বোল**—ক্রিয়াপদ। বল'। **কাহ্নাই**—বিদ্যাপতিতে কহ্নাই'। **সন্দেশে**—সন্দেশ আহিরী শব্দ (কণ্ঠমালা)। দুগ্ধবিকারজাত মিষ্টান্নভেদ; এখানে উপহার অর্থে প্রযুক্ত।

১। **মণে**—প্রা° পৈ°, ১।১৭৬। মনে, মনোমধ্যে। **হৃদয়ে রাখিহ**—মনে রাখিও। **ভৈলোঁ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কারণে ভৈলোঁ আমি সূর্য্যর তনয়।
ন রহিল বংশ মোর ভৈলোঁ ধর্ম্মহীন।

হইলাম। **উদগমতী**—প্রা° উদগ্‌গমই'। উদগ্রমতি, উৎকণ্ঠিতচিত্ত। **রাধার কারণে...তার থান গতী**—বড়াই! আমি রাধাকে পাইতে উৎকণ্ঠ, তাহার অবস্থিতি ও গতিবিধির কথা আমায় সবিস্তারে বল।

তাম্বুল—কোল (অস্ট্রিক) মূলক শব্দ। তাম্বুল। **যাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মোহোর বচন সার জানি তুমি
উলটি লঙ্কাক যাহা।

যাও। **আছে**—অপভ্রংশ প্রাকৃত অচ্ছই' (ঋচ্ছতি), প্রা° পৈ°এ,—

পরিফুল্লিঅ কেসু গআ বণ আছে।—২।১৪৪।

বিদ্যাপতিতে,—

তনি মন আছে ওহ ভান।
এতয় সময় ভেল আন ॥

সে—অর্দ্ধমাগধী।

২। **চাম্পা**—প্রা° চম্পআ'। চাঁপা, চম্পক। **নাগেশর**—নাগেশ্বর ফুল, নাগকেশর। **নেআলী** (নেআরী)—প্রা° ণোমালিআ'। ১২শ শতকের রূপ নেবালী; শূ° পু°এ নিঅলি'। নবমল্লিকা বা বসন্তমল্লিকা। **মাল্লী**—[স° মল্লী']; শূ° পু°এ মালী'। মল্লিকা। **ভরি**—পূর্ণ করিয়া। **ডালী**—বংশাদিনির্ম্মিত ক্ষুদ্র পাত্র-ভেদ। **পিন্ধিলে**—পরিধান করিলে। **তবেঁসি**—তাহার পর-ই, তখন-ই। **কহিহ**—প্রাচীন সাহিত্যের অনুজ্ঞা-সূচক এই হ' প্রত্যয় আধুনিক সাহিত্যে ও'। বলিও। **আদিমূল**—শঙ্করদেবকৃত অনাদি-পাতনে,—

জয় জগন্নাথ জগতর আদিমূল।

আগাগোড়া, আদ্যন্ত।

৩। **যোড় হাথ করী**—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া। **বুলিহ**—বলিও। **আহ্মাকে**—আমায়। **পাঠায়িলে**—পাঠাইলে। **বাসিত**—সুগন্ধীকৃত। **খাহ**—খাও। **আনুকূল**—অনুকূল। **কাহ্নাঞির বচনে** ইত্যাদি—কানাইর কথার অনুকূল উত্তর দাও।

৪। **সিসতে**—প্রা° সীস' (শিরস্); তে' বিভক্তি-চিহ্ন; সিঁথাতে, শীর্ষে। **বাহুত**—বাহুতে। **বলয়া**—অপভ্রংশ প্রা° বলআ'। বাহুভূষণ। **পাএত**—পদে। **চলিতেঁ চলিতেঁ**—প্রতি পদবিক্ষেপে। **রুণুঝুণু**—ধ্বন্যাত্মক শব্দ। **বাজে**—প্রা° বজ্জই' (বাদ্যতে)। ধ্বনিত হয়। **সুনী**—শুনিয়া। **মোহো গেলা**—মুগ্ধ হইলেন, হতচেতন হইলেন। হর্ষ, বিশ্লেষ, ভয় এবং বিষাদ হেতু জন্মচেতাকে মোহ বলে। ভূমিতে পতন, শূন্যেন্দ্রিয়তা, ভ্রম এবং নিশ্চেষ্টতা প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

৫। **মরমের হীত**—একান্ত হিতৈষিণী, প্রাণের বন্ধু। **চীত**—চিত্ত। **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় অভিনিবেশ কর। **আনুমতী**—অনুমতি, সম্মতি প্রদান **হরিষ বদনে**—হাসি মুখে, সহর্ষে।

১। **আল** এবং **ল বড়ায়ি**—পদমধ্যবর্ত্তী আখর' **মনে ধরি**—মনোমধ্যে গ্রহণ করিয়া। **চলি ভৈল**—বিদ্যাপতির পদে,—

পিয়াক মনাওন সুন্দরি চলি ভেল ॥

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

সত্তার বস্তক লৈয়া দ্রুত করি
চলি ভৈলা বিভীষণ।

ছুটিখানের অশ্বমেধপর্ব্বে,—

আনন্দিত সর্ব্বজন চলি ভৈল ততক্ষণ
বাল বৃদ্ধ চলিল সকল।

মৌলিক অর্থ চলিত হইল বা গত হইল, গমন করিল, যাত্রা করিল।

২। **আঅর**—প্রা° অবর (অপর)। **গান্থিআঁ**—গাঁথিয়া, গ্রথিত করিয়া। **নৈল**—লইল।

সজাইল—সাজাইল, সজ্জিত করিল। **আনেক**—অনেক, বহু। **মাথে**—মস্তকোপরি। **করপুর**—তামিল করপ্পু'। কর্পূর।

৩। **চারি**—প্রা° চত্তারি'; প্রা° পৈ°এ চারি,' ১।১৪৮। **চাহী**—চাহিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **নেহেঁ**—স্নেহে, সাদরে। **ঘন ঘন**—পুনঃ পুনঃ। **কৈল**—করিল।

৪। **আছহ**—আছ। **পুছিআঁ**—চর্য্যাপদে পুচ্ছিঅ' (পৃষ্ট্বা)। **কাহিনী**—প্রা° কহাণী,' কহাণিআ'; ও° কাহাণি'; হি° কহানী'; আধুনিক বা° বর্ণবিন্যাসকাহিনী'। **বসিলাস্ত**—পরাগলী মহাভারতে বসিলন্ত'। বসিল।

১। **আহ্মা**—প্রা° অম্হ' (মাম্), কৃ°চ°—৫।৩৮। আমায়, আমাকে। **এড়ি**—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া। **কেনমতেঁ**—কেমন মতে, কি প্রকারে। **আহ্মা এড়ি** ইত্যাদি—আমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিলে?

২। **পুনে**—কৃ° চ°এ পুন্ন'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। পুণ্যে, পুণ্যবশে। **আজি**—প্রা° অজ্জ'। অদ্য। **পাইলোঁ**—মাগধী পাবিদহ্মহি' (প্রাপ্তোঽস্মি); প্রাচ্য হি° পইলোঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

নিশাকালে পাইলোঁ গৈয়া সরযূর তীর ॥

চৈ°ভা°এ পাইলোঁ.' পাইলাঙ' । পাইলাম ।

৩। **এতেক**—প্রা° এত্তিক' । শূন্যপুরাণে—

এতেক বচন তুহি পাত্রে জে বলিল ।

এত ।

৪। **কহওঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

সাঁচ কহওঁ মৈ সাখি অনঙ্গ ।

কহি. বলি । **হওসি**—প্রা° হবসি,' হোসি' (ভবসি)। হইস, হও। **মোকে**—কে' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। উহা প্রাকৃত নিমিত্তার্থ কএ' প্রত্যয়ের রূপান্তর। **দিআর**—ভবানন্দের হরিবংশে,—

হাসিয়া সুন্দরি রাধা দিয়ার মেলানি।

দাও। কহিআর'-এর তুলনীয় **আভয়**—অভয়।

৫। **উত্তর**—ময়নামতীর গানে,—

ক্রোধ করি দিগম্বর বুলিল উত্তর।

চৈতন্যভাগবতে,—

মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর।—(মধ্য° ৭ম অ°)

কথা, অভিপ্রায়।

৬। **বুলিতেঁ**—বলিতে। **লাগিলী**—স্ত্রীলিঙ্গে।

ভরাআঁ—পূর্ণ করিয়া। **পাঠাআঁ**—পাঠাইয়া। **আনে**—অন্যথা।

৪। **নেহে**—কুমারপালচরিত, গউডবহো প্রভৃতিতে নেহ'. সিদ্ধহেমচন্দ্রে নেহ' (৮।২।৭৭. ৮।২।১০২ সূত্রের টীকা): এ' বিভক্তিচিহ্ন। স্নেহ. অনুরাগ। **যবেঁ রাধা না করিবে** ইত্যাদি—রাধা, যদি তুমি প্রেম না কর, তাহা হইলে তোমার জীবন-সংশয় হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিণী না হইলে তোমার প্রাণে বাঁচা ভার হইবে। **বুলিআঁ**—বলিয়া।

১। **আওর**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে আউর'। আর। **আহোনিশি**—অহর্নিশ, দিবারাত্র। **দহে**—প্রা° দহই (দহতি)। **এড়িলোঁ**—মাধব কন্দলি-কৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজি সে সীতাত আমি এরিলোঁ প্রত্যাশা।

ত্যাগ করিলাম। **না জাণো**—বিদ্যাপতিতে,—

ন জানঞো কমন জঞো কমল নাল সঞো
কমল মমোলল কাম ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কিবা মোক বুজাস ন জানো কিবা মই।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

মুঞি ছার নাহি জানোঁ তার বিন্দুকণা ॥

জানি না। **ভইলোঁ**—হইলাম। **ভইলোঁ তোর সরণে**—তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার শরণ লইলাম।

না বোল না বোল—কাতরোক্তি. বলিও না। **নিরাস**—নিরাশবাক্য। **চিন্ত**—চিন্তা কর। **উপাএ**—প্রতীকারের পথ। **রাধার বচন**—রাধিকার অনুকূল প্রত্যুত্তর। **কাহ্নাইর প্রাণ জাএ**—কৃষ্ণের প্রাণ বিয়োগ হয় অর্থাৎ আমি প্রাণে মরি।

২। **হেলা**—প্রা° ও স°। অবহেলা, অবজ্ঞা।

দুসহ—প্রা°। দুঃসহ। **তোহ্মেসি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তুমিসি ঈশ্বর সুরাসুরে করে সেব।
অন্তত তুমিসে থাকা না থাকয় কেব ॥

তুমি-সে. তুমি-ই। **ভেলা**—ভেলক, কাষ্ঠাদি-নির্মিত প্লব। **ভয়িলা**—হইল। **যানি**—প্রা° পৈ°এ জাণি' (জ্ঞাত্বা)। **করহ**—প্রা° পৈ°এ করহ' (কুরুষ্ব) ১।১২৬।

৩। **বিথর**—প্রা° বিত্থর'। বিস্তর। **বএসে**—বয়ঃক্রম। **প্রকার**—কৌশল। **অশেষে বিশেষে**—অশেষ-বিশেষে, বিলক্ষণরূপে। **মিনতী**—প্রা° বিণ্ণত্তি,' বিন্নত্তি' (বিজ্ঞপ্তি); ও° মিনতি'; ম° মিনতী'। সানুনয় প্রার্থনা। **খণ্ডুক**—খণ্ডিত হউক। **বিমতী**—বিদ্যাপতিতে,—

বিমতি বুঝিঅ জঞো ন জাএব পাস।

বিরুদ্ধমতি, অসম্মতি।

পৃ° ৮

৪। **তাম্বুলে**—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। **হাথেত**—এত' তৃতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। **ধরিআঁ**—প্রা° পৈ°এ

বরিব' (বৃষ্য) ১।১৫৮। হাথেত ধরিআঁ—সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা সহকারে। আন—আনয়ন কর। বচনে—এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। পুরুক—পূর্ণ হউক।

কৃষ্ণেন রসতৃষ্ণেন ইত্যাদি শ্লোক—রসতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদত্ত সবস্ত্র সোপকরণ তাম্বূল বৃদ্ধা রাধাকে পুনরায় অর্পণ করিল।

১। কথা খানি খানি ইত্যাদি—বড়াই রাধার পার্শ্বে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, এই কথা একটু একটু করিয়া কহিল। বসিআঁ—প্রা° উপবিসিঅ' (উপবিশ্য)। রাধাক—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। বিমুখ বদনে—মুখ ফিরাইয়া, বিপরীতমুখী হইয়া।

২। কহির—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির গন্ধর্ব্ব আসি ভৈলা বনদেশ।

কোথাকার। তুল°—'কোথার গোসাঞি আইলা মানুষ-ভিতরে.' চৈ° ভা°। পাটোল—তেলেগু ও তামিল পট্টু' (রেশম)। বিদ্যাপতিতে,—

আধ পটোর আধ মুজ ডোরা।

নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

বিচিত্র ব্যাঘ্রের ছড়া দক্ষিণ কটিতে বেড়া
বাম কটি সুরঙ্গ পাটলা ॥ (পুথি)

রেশমী কাপড়। কে—প্রা°। পাঠাইলে—১ম পুরুষের ক্রিয়া। মোর—মোরে, আমাকে। ন বড়ায়ি—সম্ভাষণে।

৩। কহোঁ—জায়সীকৃত পদুমাবতিতে কহউ' (কথয়ামি)। বিদ্যাপতিতে,—

বৈসহ বাস ন কহোঁ বিচারি ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সীতার জন্মর কথা কহোঁ আন্ত পরে।

লোচনদাসকৃত চৈতন্যমঙ্গলে,—

পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত ॥

কহি, বলি। আবথা—প্রা° অবথা। অবস্থা, দুর্দ্দশা। জরেঁ—প্রা° জর,' এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। তেহেঁ—অসমিয়া তেওঁ'। বিদ্যাপতিতে,—

স্মৃতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি।

তিনি, সে। জরিলা—জীর্ণ হইলেন। বেথাঁ—ব্যথা। বিরহজরে তেহেঁ ইত্যাদি—তিনি বিরহজরে জর্জ্জরিত, তোমায় ব্যথা জানাইয়া পাঠাইলেন।

৪। এ—প্রা° পৈ°এ এ' (এতৎ) ২।৮৮। এই। বোল—প্রা°। হাণএ—হানয়তি। এ বোল সুণিআঁ ইত্যাদি—এই কথা শুনিয়া রসিকা রাধা সর্ব্বাঙ্গে করাঘাত করিতে—লাগিলেন। ষত—প্রা° পৈ°এ জত'। পেলাইল—প্রা° √পেল্ল ক্ষেপণে।

মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আপনার শরে তাক কাটিয়া পেলাইল।

[দূরে] নিক্ষেপ করিলেন। পাএ—প্রা° পাঅ' একার তৃতীয়ার চিহ্ন।

৫। বুইল—বলিল। কাম—প্রা° কম্ম'। কর্ম্ম। করিএ—প্রা° পৈ°এ করিঅই,' করিএ' (ক্রিয়তে), করা হয়। দরশনে—দর্শনার্থ। জীএ—প্রা° জিঅই' (জীবতি)। জীবিত আছেন। নান্দের নন্দন ভুবন-বন্দন ইত্যাদি—জগৎপূজ্য নন্দনন্দন তোমার দর্শন আশাতে জীবন ধারণ করিতেছেন।

৬। সামী—প্রা°। স্বামী। দেহা—অপ° প্রা°। দেহ। গরু—প্রা° গোরুব (গোরূপ); অপ° প্রা° গোরুঅ'। তা সমে—তাহার সহিত। কি—প্রা°। নেহা—নেহ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। নান্দের ঘরের গরু রাখোআল ইত্যাদি—নন্দগৃহে যে গো-বৎসাদির রক্ষক, তাহার সহিত আবার আমার প্রীতি কি?

৭। পাপবিমোচনে—পাপ হইতে মুক্ত করে, দুষ্কৃতির ক্ষয় হয়। দেখিল—সাক্ষাৎ, সদ্য। মুকতী—মুক্তি। সনে—সঙ্গে, সহিত। বাঢ়াইলে—বাড়াইলে, বর্দ্ধিত করিলে। বিকুণ্ঠপুরে—বৈকুণ্ঠে। থিতী—স্থিতি, বসতি।

৮। জাউ—যাউক। দহেঁ—প্রা° দ্রহ,' দহ (হ্রদ)। সানুনাসিক একার সপ্তমীর চিহ্ন। নদ্যাদির গর্ত্ত. গভীর খাত। পসু—প্রবেশ করুক। পতী—প্রাকৃতে সু,' ভিস্' এবং সুপ্' প্রত্যয় পরে থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত শব্দের অন্ত্য স্বর (বিকল্পে) দীর্ঘ হয়; সুভিস্সুপ্সু দীর্ঘঃ,

ব্রজবুলি-ভাষায়। হিন্দীতেও পতি' শব্দ ঈকারান্ত দেখা যায়। নেহাএঁ—এ' তৃতীয়ার চিহ্ন। প্রীতিদ্বারা। যাহার —প্রাকৃত জ' (যদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে জাণং,' জাণ'; এই জাণ' হইতে যাঁর' এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু যাহাণ, তথা যাহার হওয়া সম্ভব। পশ্চাৎ অনুনাসিকের চিহ্ন বিলীন হইয়া গিয়াছে। **ধিক জাউ নারীর···বিষ্ণুপুরে স্থিতী**—সে নারীর জীবনে ধিক্, তাহার পতি জলে প্রবেশ করুক, পরপুরুষের প্রীতিদ্বারা যে নারীর বৈকুণ্ঠ-বাস হয়।

৯। **নাগরশেখর**—রসিকচূড়ামণি (শ্রীকৃষ্ণ)। **নান্দের সুন্দর**—নন্দদুলাল। **উপেখিল**—উপেক্ষা করিল, অগ্রাহ্য করিল। **মতিমোষে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিসক তোমার ভৈল হেন বুদ্ধি মোস।

মতি, বুদ্ধি এবং মোষে (সং √মুষ্ ছেদনে), নাশে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রংশ-হেতু।

১। **কোমল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **আজ্ঞার কোমল দেহে** ইত্যাদি—দূতি, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুকুমার অর্থাৎ আমি বালিকা, পরপুরুষের সহিত প্রণয় কিরূপ, তাহা অবগত নহি। **হের**—[শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণে হেরো'], প্রাচ্য হিন্দী এহর' (hither)। পশ্চিমরাঢ়ে হের' শব্দ কথার একটা মাত্রা। কামতা-বিহারী ভাষায় কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে হার' শব্দ ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরা অঞ্চলে 'এখানে' অর্থে এ্যার' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। এই-এখানে, এ-দিকে। **করিলোঁ**—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

প্রণাম করিলোঁ আমি ধরিয়া চরণ।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করিলোঁ বিস্তর।

পরাগলী মহাভারতে করিলো,' করিলোঁ। করিলাম। **সরূপে তোরে কহিলোঁ······যৌবন মোএঁ বঞ্চিলোঁ**—তোমায় যথার্থ বলিলাম, ওগো, তোমার সম্মুখে শপথ করিলাম, [এই সবে মাত্র] প্রথম যৌবন উত্তীর্ণ হইলাম।

নাএ—প্রাচীন অসমীয়াতে,—

প্রাণবান্ধব মধবএ
দয়াশীল দৈবকীনন্দন নাএ।
তুমি দেব দীনবন্ধু কেবলে করুণাসিন্ধু
করো তযু চরণে বন্দন নাএ॥ (কীর্তন ঘোষা)

কথার মাত্রা; সম্বোধনসূচক শব্দ। **আবালী**—বালিকা। অকুমারী,' অঘোর,' অমন্দ' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **নহোঁ** —বিদ্যাপতির পদে,—বুঝিয়া হানহ শর নহোঁ ত্রিপুরারি॥ নহি। **আবালী রাধা নহোঁ** ইত্যাদি—আমি রাধা বালিকা, সুরত-কেলির যোগ্য নহি।

২। **করু**—করুক। **ক্ষেমা করু কাহ্নে মণে**—কানাই মনে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুক। **নিরকারণে**—নিকর্ষণে। **যবেঁ না মরিবে** ইত্যাদি—যাবৎ রসনিকর্ষণ ব্যাপারে রাধার মৃত্যু-ঘটনা না হয়—অর্থাৎ যত দিন রাধা রতিক্রীড়ার যোগ্যা না হয়।

৩। **বুঝেঁ**—অদ্বৈতপ্রকাশে। বুঝি। **রঙ্গ ধামালী** —কেলি-কৌতুক। প্রাচীন সাহিত্যে দাপাদাপি, মাতামাতি অর্থে ঢামালী,' ধামালী' শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বিদ্যাপতিতে ধমারি'; জায়সীর পদ্মাবতিতে ধমারী'; মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে ধেমালি'; কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আমা সনে রাবণ তোর কিসের ঢামালি।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রাধা কানুর ধামালী দেখিয়া সব সখী।
নয়নে বসন দিয়া ঘন হাস্যমুখী॥

অধ্যাপক স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় পদ্মাবতির টীকায় ধমারী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—ধমার = ধর-মার; হোলীকে দিনোঁ মেঁ অপনে মিত্রোঁ কো পকড় কর, উন কে অঙ্গো মে অবীর কো লগানে, উন সে হঁসী ঠট্টা করনে ঔর গালী কী গীত গানে কো ধমার কহতে হৈঁ।

শিশু অশান্ত ও অত্যন্ত ক্রীড়াশীল হইলে ডামাল,' দামাল,' ধামাল' বলা হয়। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

চলন বলন ঠাট হইল দামাল।
সঙ্গে সহচর সব সমুহ ছাওয়াল॥

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আমার ছাওয়াল বড়ই ধায়াল

এ লোক যেমিবে আপনি॥

[ধুমর' (সঙ্গীত-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা যাহাই হউক), দাবাল,' ধমার' বা ধামাল' প্রভৃতি শব্দের সহিত দামিল' (তামিল) জাতির দূর সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও চিন্তনীয়।] **সুরতী কেলী**—রতিক্রীড়া। **বাহুড়িআঁ** —স° বি-আ- √ধুট্ প্রত্যাবর্ত্তনে। জায়সীর পদ্মাবতি ও তুলসী রামায়ণে বহুরি' ; কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ঘর জায় লবণ বাহুড়ি দেই রণ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

তোর বাপ গেল বাছা স্নান করিবারে।

বাহুড়িয়া পুনরপি না আইল ঘরে॥

ফিরিয়া। **চল**—যাও, গমন কর। **নিবধ**—নিষেধ কর, নিবারণ কর।

পৃ° ৯

জৈসানে—অসমীয়া যৈসানী'। যখন। **জাণিবোঁ** —জানিব। **তৈসাণে**—অস° তৈসানি'। তখন। **আণিবোঁ**—আনয়ন করিব। **রাতী**—প্রা° রত্তী'। রাত্রি। **পোহাইবোঁ**— √পোহা (স° প্র- √ভা) ভবিষ্যতে ইব' প্রত্যয়। প্রভাত করিব; যাপন করিব।

৪। **আজলী**—প্রা° উজ্জু (ঋজু-ল); স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। [Cf. A. ajhal adj. most ignorant; s.m. a block head.] নেকী, অল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোক। **বিকলী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। বিবশা। **পরকাজে তোঁ বিকলী**—তুমি পরকার্য্য-সাধনে তৎপরা। **তৈঁসি**— তাই, সেই কারণেই। **বুঝসি**—চর্য্যাপদে; বিদ্যাপতিতে,—

ন বুঝসি অবুঝ গোআরী

ভজি রহ দেব মুরারী

নাহি গারী লো।

বুঝিতেছ, বুঝিতেছিস্। **ছাড়ু**—প্রাকৃতে √ত্যজ স্থানে ছড্ড' আদেশ হয়; 'ত্যজশ্চড্ডঃ' প্রা° স°, ৭।১০৪। বা° √ছাড়্। ছাড়ুক, ত্যাগ করুক।

নিপীয় রাধাবচনমিত্যাদি শ্লোক—শ্রীরাধিকার বচনামৃত পান করিয়া বচনচতুরা বৃদ্ধা দ্রুতপদে আসিয়া মধুসূদনকে নিবেদন করিল।

১। **নবনীদলকোঁমল**—নোয়াড়ি তৃণের পত্রসম সুকুমার। **সহে**—প্রা° সহএ'। সহ্য হয়। **পতি**—প্রতি, পক্ষে। **যোগ**—মাগধী যোগ্গ' (যোগ্য)। **তার পতি যোগ নহে** ইত্যাদি—আমার (নবীন) যৌবন তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) যোগ্য নহে।

আছিদরী—স° ছিত্বর,' ছিত্তর' ; স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ধৃষ্টা অর্থে ছ্যাদার' শব্দ প্রচলিত। কপটমতি, ধূর্ত্তা। **বুলিবোঁ**— বলিব।

২। **আণিলে**—আনয়ন করিলে। **পরাক লাগিআঁ**—পশ্চিমরাঢ়ে পরকে লেগে'। পরের নিমিত্ত। **হারাইবে নাক কানে**—নাসিকা কর্ণ ছেদন অপমানের চরম। **দিলে**—দিলেক, দিল। **আহ্মারে**—আমায়।

৩। **জাণিলেঁ**—জানিলে। **পাঠাইবোঁ**—অপ° *পট্ঠাবিব্বউ,' প্রা' পট্ঠাবিঅব্বহ্মহি (প্রস্থাপিত-ব্যোহস্মি)। পাঠাইব। **আনাইবোঁ**—আনাইব। **তোষিব**—তুষ্ট করিব। **সংপুন্ন**—কর্পূরমঞ্জরীতে সংপুন্ন'। পূর্ণ।

৪। **কাকুতী**—'ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে'—কাকুক্তি, কাতরোক্তি। **লঅ**—লও, গ্রহণ কর। **গালী**—প্রা° গরিহ' (গর্হ)। বিদ্যাপতিতে,—

কাঁদন মাথী হসি দএ গারী।

গালি। **বোধাহ**—বুঝাও, প্রবোধিত কর। তুলঃ 'বাক্যে বোধিলে শান্ত করি' (জগন্নাথদাসের ও° ভা°)। **আবুধ**—স° অবুদ্ধ'। ডাকচরিত্রে,—

সিয়া পাতে খায় দুধ।

বলে ডাক সে বড় অবুধ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মিশ্র বোলে তুমি ত অবুধ বিপ্রসুতা।

অবোধ, অল্পবুদ্ধি। **বুলি**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

এহি বুলি রামক করিলা প্রদক্ষিণ।

বলিয়া।

১। **দেখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে—

মরণকালত রাম নেদেখিলোঁ তোক।

চৈ° ভা°এ দেখিলাঙ্'। দেখিলাম। **সপনে**—স্বপ্নে। **সিঞাঁ**—বনমালী দাসের জয়দেবচরিতে,—

সেই ভাগ্যবন্ত ধন্য যে দেখিল সিঞা।

আসিয়া। **বেধিল**—বিদ্ধ করিল, শরাঘাত করিল। **বুইলোঁ**—বলিলাম। **না জীবোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ইবার নির্জীবো মই জানকীর হেতু।

বাঁচিব না।

২। **ঝরএ**—প্রা° ঝরই,' ঝরএ' (ক্ষরতি)। **বচন ঝরএ তার** ইত্যাদি—তাহার বচন অমৃতধারাকারে নিঃসৃত হয় অর্থাৎ তাহার বাক্যে অমৃত ক্ষরে। **তাক বড় লোভ আহ্মার**—তাহা আমার অত্যন্ত স্পৃহণীয়।

৩। **দিআঁ**—তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন, (ইহার সহিত 'দিয়া'র কোন সম্বন্ধ নাই)। মাগধী দে'; উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক দি,' ও' দেই'। **দেখ**—প্রা° দেক্খ' (পশ্য)। **জত**—প্রা° জেত্তিঅ' (যাবৎ); প্রা° পৈ° এ জত' ১।৪০। **এত**—প্রা° এত্তিঅ' (ইয়ৎ, এতাবৎ)। **দুখ**—প্রা° দুক্খ'। **মরোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বান্ধে অবিহনে তেরা মরোঁ প্রাণ ফুটি।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

প্রেমখানি বিসরিলে ঝুরিয়া সে মরোঁ॥

চৈতন্যভাগবতে,—

বুলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ।

(মধ্য° ১৮শ অ°)

মরি, মরিতেছি।

৪। **বারেক**—বারৈক, একবার। **করাহ**—করাও।

রাধানিহিতচিত্তস্য ইত্যাদি শ্লোক—রাধাগতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণের বচনে বৃন্দা শ্রীরাধার নিকট সত্বর গমন করিয়া সাদরে এই কথা বলিল।

১। **নিশিত**—রাত্রে। **জগন্নাথ**—শ্রীকৃষ্ণ। **বুকে**—স° বুক্ক'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **তনে**—প্রা° থণ,' থণ,' (স্তন); একার বিভক্তিচিহ্ন। ময়নামতীর গানে,—

আবের কাঞ্জলি নহে দুই তন ঢাকি।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

চক্রবাকযুগল তোমার দুই তন॥

পরসি—স্পর্শ করিয়া।

নাহেবড়—প্রাচীন সাহিত্যে নয়বড়,' নাবড়,' নৈবড়'। ইহারা নটবর শব্দেরই রূপান্তর মনে হয়। ধৃষ্ট, শঠ। **কাহ্নাআঁ**—অনাদরে আ' প্রত্যয়। কৃষ্ণ। **মরে**—প্রা° মরই,' মরএ' (ম্রিয়তে)। **ভাল**—প্রা° ভল্ল' (ভদ্র); ও' ভল'। বিদ্যাপতিতে,—

সজনি ভল কএ পেখল ন ভেলি।

জাণাইলোঁ—জানাইলাম।

২। **তোহ্মে ত**—ত' অবধারণে। তুমি ত। **আবুধী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তেন সে আবুধি তই মিছা কর গ্রহ।

অবুদ্ধি (স্ত্রীলোক), বুদ্ধিহীনা। **পুরুষবধী**—পুরুষ-ঘাতিনী। **আচেতনে**—অচেতন, বিগতচৈতন্য। **সরূপেঁ জীএ** ইত্যাদি—তোমার আলিঙ্গন পাইলে কানাই যথার্থ ই বাঁচে।

পৃ° ১০

৩। **কিসক**—প্রা° কিস'; ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত প্রাকৃত কএ' প্রত্যয়েরই রূপভেদ। রাঢ়ে কিস্কে'; ও' কিসকু'। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তোহোর রাজ্যত বৃষ্টি কিসক ন করে।

পরাগলী মহাভারতে,—

একেশ্বরে যুদ্ধ করি কিসক মরসি॥—কর্ণপর্ব্ব।

কেন, কি নিমিত্ত। **নিফল**—প্রা° ণিপ্ফল' (নিষ্ফল)।

৪। **রাখহ**—হ' অনুজ্ঞায়। **আপনার কর পাপ** ইত্যাদি—পাপরূপ দুস্তর সাগর হইতে আপনার উদ্ধার সাধন কর—অর্থাৎ কানাইর জীবননাশজনিত পাপ হইতে আপনাকে মুক্ত কর। **বচনেক**—বচনৈক। **বচনেক দেহ** ইত্যাদি—একটিমাত্র অনুকূল বাক্যে কানাইকে আশা দাও।

১। **এত কালে**—এই শেষ দশায়। **বুলিবে**—বলিবে। **আদি আন্ত**—আদ্যন্ত। **এখো**—[এক-হো], একও, একটিও। **বোলসি**—বিদ্যাপতিতে,—

গুপুতহি বোলয়ি মোহি বড়ি লাজ॥

বলিতেছিস্, বলিতেছ। **মারিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মারিবোঁ ভরত আজি জীয়ন্তে ন যায়।

মারিব। **জাণাঞাঁ**—জানাইয়া। **গোআল**—প্রা° গোআল,' গোআল' (গোপাল)। আয়ান।

দারুণী—স° দারুণা। **লাজ**—লজ্জা। **তোর বাপেত** ইত্যাদি—বাঁকুড়ার প্রাদেশিক 'তোর বাপে লাজ নাই!'

২। **হেনক**—স্বার্থে ক'। এই প্রকার। চণ্ডীদাসের পদে 'হেনক আমার ভায়'। **সামী দুরুবার** ইত্যাদি—আমার স্বামী দুর্দ্ধর্ষ এবং আমিও স্বাধীনা নহি। **জাণোঁ**—পূর্ব্বে 'জাণো' এবং পরে জানোঁ'। জানি। **আসিবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সত্বরে আসিবোঁ মই বনবাস তরি॥

আসিব। **সংহতী**—সঙ্গে, সাথে।

৩। **এবেঁসি**—আর্ষ প্রা° এবহিং'। এখন-ই। **হেন বাণী**—এরূপ কুৎসিত কথা। **আবসি**—কুমারপালচরিতে অবসে; তুলসী রামায়ণে অবসি। অবশ্য, নিশ্চয়।

৪। **গুআ**—ও° গুআ'; অস° ও হি° গুয়া'। যদি পান' তাম্বুল' অস্‌ট্রিক-মূলক হয়, তবে গুআও তজ্জাতীয় না হইয়া পারে না। শব্দটি অধুনা শিষ্টসমাজ হইতে বিদায় লইতে বসিয়াছে। গুবাক। **খাহা**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তিরীচোর পাপিষ্ঠ হারির আউঠা খাহা।

গলে শিলা বান্ধি দুষ্ট মরিবাক যাহা॥

খাও। **চিহ্নিআঁ**—চিনিয়া। **থান**—প্রা° থাণ'। **আপণাক চিহ্নিআঁ** ইত্যাদি—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আপনা চিহ্নিঞা ঘর জাহ নিশাচরে।

বড়ায়িক—বড়াইকে। **চড়ে**—প্রা° চবিড়'; একার বিভক্তিচিহ্ন। চপেটাঘাত।

১। **কোপেঁ**—ক্রোধের উত্তেজনায়। **কভোঁ**—[কব-হোঁ]; প্রা° পৈ'এ কবহু' (কদাপি)। **হাথেঁ**—হস্তদ্বারা। **ছুইল**—প্রা° √ছিব (স্পৃশ্)। স্পর্শ করিল। **গালিহো**—প্রা° গরিহ' (গর্হ); হো=ও। গালিও, তিরস্কার-বাক্যও। **সাসুড়ী**—প্রা° সাসু' (শ্বশ্রূ) এবং টী'র বিকারে ড়ী'। 'শাশুড়ী। **আম্মী**—ম° আম্‌হী'। **খাইবেঁ**—খাইব। **বিসে**—প্রা° বিস'; এ বিভক্তিচিহ্ন। বিষ। **জাইব**—যাইব।

থাকিব—স° √স্থা স্থানে প্রাকৃতে থক্ক' আদেশ হয়। **না থাকিব তোর থানে** ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) কানাই, আমি তোমার ত্রিসীমায় থাকিব না, তোমার জন্য আমি দেশত্যাগিনী হইব।

২। **চিন্তিলোঁ**—চিন্তা করিলাম। **তবেঁহো**—তবে-ও, তাই। **বুইলেঁ**—বলিল। **দেহত**—দেহে। **শীত**—পিত্তনাড়ী থাকাতেই ঘৃণা, লজ্জা, ধিক্কার প্রভৃতি বোধ হইয়া থাকে। **তোমার দেহত** ইত্যাদি—কানাই, তোমার শরীরে কি 'ঘেন্নাপিত্তি'র লেশমাত্র নাই?

৩। **কাজেঁ**—কার্য্যে। **গেলোঁ**—মাগধী গয়িদহংমৃহি (গতোঽস্মি); প্রাচ্য হি° গৈলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

বলয় গর্ব্বত পূর্ব্বকালে মই

গৈলোঁ দণ্ডকার বন॥

গেলাম, গমন করিলাম। **করিল**—মাগধী করিদে' (কৃতঃ)।

৪। **গরল বচন**—বিষতুল্য বাক্য, কটু কথা। **শুণিআঁ**—শুনিয়া। **করিব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া।

১। **আপরাধ**—অপরাধ, দোষ। **মারিআ**—প্রা° মারিঅ' (মারয়িত্বা)। আঘাত করিয়া। **সাধীল**—সাধিল, সাধন করিল। **আপণ**—প্রা° অপ্পণো' (আত্মনঃ)। স্বকীয়।

যে না—প্রা° জে' (যঃ) এবং না' নিশ্চয়ে।

পৃ°. ১১

২। **হনুমন্তা**—প্রা° হণুমন্ত'। হনুমান্। **তেহেন**—মাগধী অপ° * তইহণ' (তাদৃশ)। বিদ্যাপতিতে,—

যেনহ বিরহ হো তেনহ সিনেহ।

দূতা—দূতী। **ভাঁগিল**—ভগ্ন। তুল° 'খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়' (প°ক°ত)। **পুনী**—পুনঃ। **যোড়াইতেঁ**—জোড়া দিতে, সংযোজিত করিতে। **শকতা**—সমর্থ।

শুঁচী—ছুঁচ, সূচী। বাটিআ—সং বট' (রজ্জু)। শণ অথবা পাট-নির্ম্মিত দড়ি। বহাএ—চালায়, প্রবেশ করায়। খাএ—কুমারপালচরিতে খাই', খাএ' (খাদতি)।

৩। কীষে—প্রা° কিস'। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে কীষ, কীস'। কেন, কি নিমিত্ত। তুলী—তুলিয়া। খাইলোঁ—মাগধী খাইদহ্মহি' (খাদিতোঽস্মি); প্রাচ্য হিং খইলোঁ'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রাক্ষসে সহিতে যজ্ঞ চরু কারি
অনেক ঋষিক খাইলোঁ॥

বীষে—বিষ। খাইলে—মাগধী খাইদে' (খাদিতঃ)। প্রথম পুরুষের ক্রিয়া। পরসাদ—প্রসাদ, আদর। পাএ—প্রা° পাবই (প্রাপ্নোতি)। অসংঘট—অঘটনীয়। সংঘট—ঘটনা। করাএ—করায়।

৪। মেলাইবোঁ—মিলিত করিব। খীর—প্রা°। ক্ষীর। যোগাইবোঁ—যোগান দিব, সরবরাহ করিব। ঘরত—ঘরে। রাখিআঁ—রক্ষা করিয়া, আশ্রয় দিয়া। তোষে—সন্তোষ বিধান। খণ্ডাইবোঁ—খণ্ডন করিব, ক্ষালন করিব।

১। যতনে—প্রযত্ন। বুলিলোঁ—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে—

আপুনি চলিবোঁ রামক নেদিবোঁ
বুলিলোঁ দৃঢ় বচন।

বলিলাম। তাহাত—তাহাতে। মুগধী—বিদ্যাপতিতে মুগধিনী'। মুগ্ধা, সরলস্বভাবা। না পাতিল কানে—কান দিল না, মনোযোগ করিল না।

আপমান—অপমান। কাহার—প্রা° কিং। কিম্, শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণং', কাণ'; এই কাণ' হইতে কার, তথা কাহার হওয়া সম্ভব।

২। বীরদাপ—প্রা° দপ্প'। বীরদর্প, আস্ফালন-বাক্য। সোঁঅরিতেঁ—বিদ্যাপতিতে সুমরইত'। স্মরণ করিতে। এখোহি—এক-ও, একজনকেও। মাঅ—প্রা° মাআ' (মাতা)। বাপ—'বপ্পো···পিতেত্যন্যে'—দেশীনামমালা। এখোহি না রাখিলেক ইত্যাদি—তোমার মাতা পিতা কাহাকেও বাকী রাখিল না অর্থাৎ তাহাদিগকেও যত পারিল, মন্দ বলিল। গরজিলী—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রত্যয়। গর্জ্জিয়া উঠিল।

৩। হাণে কুলে—এহেন বংশে (?)। পাটাবুকী—প্রা° পৈংএ 'পথরবিথরহিঅলা' (প্রস্তরবিস্তৃতহৃদয়ঃ) ১।১৬৬। পাটার ন্যায় বিস্তৃত বুক যে স্ত্রীর, নির্ভীকা। ডাকা-বুকা' শব্দ তুলনীয়। তিরী—গাথা ইস্ত্রি'; ও° তিরী', তিরী'; মৈ° তিরিআ', ত্রিয়'। স্ত্রীলোক। পালটি—প্রা° পল্লট্ট (পুনরাবৃত্য)। বিদ্যাপতিতে 'হৃদয়ে বুঝাএল পলটি নিহারি', 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা'। ফিরিয়া। দেখোঁ—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার প্রসাদে দেখোঁ আগিও রামক।

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

যাঁহা যাঁহা যাও তাঁহা দেখোঁ স্বেচ্ছাচার।

দেখি, দেখিতেছি।

৪। মথুরাক—কবি শঙ্করকৃত গুরুদক্ষিণাতে,—

গুরুদক্ষিনা দিয়া আমি মথুরাকে জাব। (পুথি)

ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। সংস্কৃত ভাষাতেও গত্যর্থ ধাতুর প্রাপ্ত্যর্থে কর্ম্মসংজ্ঞার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ এই ক' প্রত্যয় সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত মনে করেন। দিতেঁ—দিবার নিমিত্ত। পালাএ—পলায়ন করে, অন্তর্হিত হয়।

১। বসী—বসিয়া, অবস্থিতি করিয়া। দান ছলে—শুল্ক (মাশুল) সংগ্রহের ভাণ করিয়া। রাখিবোঁ—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে—'রাখিবোঁ যজ্ঞ তোমার'। আগলাইব, রক্ষা করিব। লুড়িআঁ—লুটিয়া, লুণ্ঠন করিয়া। কাঢ়ী—প্রা° কড্ঢিঅ' (কর্ষিত্বা)। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

মহেশর হাতর ত্রিশূল কাঢ়ি লৈবোঁ॥

ছিনাইয়া, বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া। লৈবোঁ—লইব। সাতেসরী—অসমীয়া রামায়ণে,—

গ্রীবাত তোহোর দিব সাতেসরি হার।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

বাতাসেরে দিমু দান সাতছড়ি হার।

আলওয়াল-রচিত পদ্মাবতীতে,—

গিম মনোহর কম্বু কণ্ঠবর
শোভে সপ্তসরি হার।

কুচগিরি পরে বহে নিরন্তরে
যেন সুরেশ্বরীধার ॥

পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায়,—

বেচিয়া খাবাইয়ম তোমায় সপ্তছরির হার ॥
(৩য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১০)

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পাঁচনর,' সাতনর'এর বহুল ব্যবহার ছিল ; প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারে খোঁজ করিলে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। **হার**—তৎসম শব্দ।

বাটেত—পদটিতে দুই বার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পথে। **সৃজিআঁ**—নির্ম্মাণ করিয়া। সাধিব—প্রতিষ্ঠাপিত করিব। **বাটেত সৃজিআঁ দান** ইত্যাদি—পথে মাশুল গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া, তাহাকে অপমানিত করিয়া, তোমার আমার সম্ভ্রম বজায় করিব।

২। **ধরিহ**—ধরিও, গ্রহণ করিও। **হআঁ**—হইয়া। **সংহতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তোমার সঙ্গতি হৈবোঁ মোর এহি সার।

সঙ্গী, সাথী। **চলি জাইহ**—চ'লে যেও, গমন করিও। **আম্মাক**—আমাকে। **তোষিহ রাধার মনে**—রাধার মনস্তুষ্টি করিও।

৩। **ছাড়াইবোঁ**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিব। **কাঞ্চুলী**—প্রা° কঞ্চুলিআ'; কাঁচুলী, বক্ষাবরণভেদ। **চীর**—বিদীর্ণ, ছিন্ন। **দিবোঁ**—দিব। **যাইবোঁ**—যাইব।

৪। **পাছেত**—এখানেও দুই বার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে। **বাণে**—কোল (অস্ট্রিক) বাণ' ; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **হাণিআঁ**—প্রা° পৈ° এ চণিঅ' (হত্বা) ২।১৬৫। আঘাত করিয়া। **রহিবোঁ**—রহিব, অবস্থান করিব। **ধরি**—প্রা° পৈ° ১।৯৭, ১।৯৯। **করিহলি**—করিবে, করিও।

——

পৃ° ১২

আধায় সাদরং চিত্তে ইত্যাদি শ্লোক—দামোদরের বাসনা সাদরে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া কপট-কুশলা বৃন্দা মধুর বচনে রাধাকে বলিল।

১। **নিবারিল**—নিবারণ করিলাম, নিবৃত্ত করিলাম। **বিমতী**—দুর্ম্মতি, কুবুদ্ধি। **তেজিআঁ**—ত্যাগ করিয়া। **বিমরিষে**—বিমর্শ, বিতর্ক। **জাইউ**—স° গম্যতাম্। যাওয়া যাক। **গো**—দেশী প্রা°। সম্বোধনসূচক অব্যয়। **সব গোপী লআঁ রাধা** ইত্যাদি—ওগো রাধা, গোপী-দিগের সহিত যুক্তি পরামর্শ করিয়া, (শ্রীকৃষ্ণ স্বগৃহে গমন করিয়াছেন এবং পথ বিঘ্নশূন্য বলিয়া) মনের উল্লাসে মথুরা যাওয়া যাউক।

২। **বিকণিআঁ**—মৃচ্ছকটিকে বিক্কিণিঅ', বিক্কণিঅ'। বিক্রয় করিয়া। **মরক**—মথুরাক শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **ঝাঁটে**—অসমীয়া রামায়ণে,—

ঝাণ্টে গুচি যাও আমি আনো বনান্তর।

ঝটিতি, শীঘ্র।

৪। **হেনমতে**—এইরূপে। **কৌড়ী**—প্রা° কবড্ড,' কবড্ডিঅ' (কপর্দ্দক) ; চর্য্যাপদে কবড়ী'। কড়ী, বিক্রয়লব্ধ অর্থ। **আনিআঁ**—আনিয়া। **দেএ**—প্রা° দেই' (দদাতি)।

——

কালক্ষেপাসহঃ শুচি ইত্যাদি শ্লোক—রাধা-বিরহে মনোজশরকাতর মাধব কালক্ষেপে অসহমান হইয়া বৃন্দা-সমীপে গমন করত বলিলেন।

১। **আশোআশে**—আশ্বাসে। **চৌখে**—চক্ষে। **নিন্দ**—প্রা° ণিদ্দা', ণেদ্দা'। চর্য্যাপদে নিংদ', নিদ'। নিদ্রা। **ভাণ্ডহ**—ভাঁড়াইতেছ, প্রতারণা করিতেছ। **বচন আম্মারে** ইত্যাদি—আমায় কথা দিয়া কেন ভাঁড়াইতেছ? **এভোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভোঁ তই লথাই দেশক চলি যাহা ॥

এখনও।

মাহাদানী—দানী' অর্থে যে শুল্ক বা মাশুল আদায় করে। বিশিষ্ট (মাহা) শুল্কসংগ্রাহক। মাহাদানী' শব্দও কালক্রমে মজুমদার', মুন্সী', মুহুরী' প্রভৃতির ন্যায় বংশগত পদবীতে পরিণত হইয়াছে।

২। **কালি**—প্রা° কল্ল' (কল্য) ; মৈ° কাল্হি' ; ও° ও অস° কালি'। **বড়ি**—বিদ্যাপতিতে 'এ বড়ি সাহস তোর' (কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)। অতি। **বিহাণী**—প্রা° বিহাণ' (বিভান)। প্রত্যুষ। **সোঁঅরিহ**—স্মরণ করিও, মনে রাখিও। **সুত**—শয়ন কর। **চলিহ**—যাইও।

৩। **বাঢ়এ**—প্রা বড্‌ঢই (বর্দ্ধতে)। **রহিতেঁ**—থাকিতে। **যতেক**—প্রা° ‘জত্তক’।

৪। **খর শীতল**—তীব্র ও স্নিগ্ধ। নরম-গরম, মিঠে-কড়া প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়। **গঞ্জিহ**—গঞ্জনা দিও; ভর্ৎসনা করিও, তিরস্কার করিও।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি শ্লোক—কপট-পটু বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমন্যু-জননীকে রাধার মথুরা গমনের কথা বলিল।

১। **সাঁঝ**—প্রা সঞ্‌ঝা, সংঝা। সন্ধ্যা। **সমএ**—প্রা সমঅ’ শব্দের উত্তর সপ্তমীর এ প্রত্যয়। **মাএ**—মাতাকে। **নঠ**—আর্ষ প্রা° ণট্‌ঠ’। নষ্ট। **হএ**—হইতেছে। **জুআএ**—যোগ্য হয় (যুজ্যতে)।

সহি—প্রা° সহী’ শব্দ। সখী।

২। **করী**—চর্য্যাপদে করী.’ করি’। **বিণী**—বিনা। **বিকীএঁ**—বিক্রয় দ্বারা, বিক্রয়ে। **বিণী বিকীএঁ হএ** ইত্যাদি—দধি দুগ্ধাদি বিক্রয় বিনা কি গোয়ালার মন হয়? **চাহী**—প্রা √ইচ্ছ’ (?)। ইচ্ছা করি, কামনা করি। **নিতে**—লইতে। **চাহেঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

নাগরিপন কিছু কহবা চাহেঁ।
কহলহু বুঝএ সয়ানী॥

‘চ’ ভাএ চাহেঁ,’ চ’হু’। চাই, ইচ্ছা করি। **রাহী**—প্রাকৃতসর্ব্বস্বে রাহা,’ রাহী’ (৫।১০)। বিদ্যাপতিতে রাহি’, রাহী’। রাধা।

৩। **আপুনী**—স্বয়ং। **সংহতি**—সঙ্গে। **তাহারে**—তাহার। তুল° ‘তোরে বোলে দূতী তেজল নিজ গেহ,’ ‘জতনে আনল কাহ্ন তোরে দোসে গেল’ (বিদ্যাপতি)। **কেহো**—কেহ। **পারে**—প্রা° পারই,’ পারেই’। **বহু**—প্রা’ বহূ। মানভূম অঞ্চলে বহু’ শব্দ প্রচলিত। বউ, বধূ। **ঝি**—প্রা’ ধীআ’; পা° ধিতা,’ ধী’। দুহিতা। **লইআঁ**—চর্য্যাপদে। **রাধাহো**—রাধাকেও।

৪। **রাধিকাক প্রতী**—প্রতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং ক’ ষষ্ঠীর চিহ্ন। রাধিকার প্রতি। **হেনমতেঁ আইহন মাএর** ইত্যাদি—এইরূপে বড়াই রাধার প্রতি আয়ানের মা’র (মথুরার হাটে যাইবার) অনুমতি আনিয়া দিল।

বাসলীগণ্ডী—বাসলীর সেবক বা বাণীভক্ত।

১। **ঘোলেঁ**—ঘোল’ অর্থে মথিত দধি বা তক্র। এঁ’ তৃতীয়ার চিহ্ন। **সাজিআঁ**—সজ্জিত করিয়া। **লাস বেশ**—প্রা লাস’ (লাস্য)। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

লাস বেশ করি নর নারী সমুদাই।
রাম আসিবার শুনি পাথে বেথে যাই॥

কৃত্তিবাসে,—

লাশে বেশে রামের কাছে থাকিত তপোধন।

বিলাস-বেশ।

বড়ায়ির—মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

এই লিখন লিস তোর বরাইর বরাবর।

২। **আধ**—প্রা অদ্ধ’। অর্দ্ধ। **আনত কপাল** তোর ইত্যাদি—তাহার অবনত ললাট অষ্টমীর চন্দ্রকে পরাজিত করে। **মহুলের**—প্রা° মহুঅ’ (মধুক); হি’ ও ও° মহুআ’; এর’ বিভক্তিচিহ্ন। মহুল’ স্বনামপ্রসিদ্ধ বন্য বৃক্ষ; পুষ্প পীতবর্ণ ও বর্ত্তুলাকার। **তুল**—প্রা° তুল্ল’। তুল্য। **কপোল যুগল তোর** ইত্যাদি—জয়দেবের গীতগোবিন্দে,—

বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনং।

—১০ম সর্গ।

মৈমনসিংহ-গীতিকা,—

সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল॥

(১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ’ ৬৮।)

৩। **পয়োভার**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে স্তনভার’। **ডমরু**—পণ্ডিতেরা শব্দটিকে কোল (অস্ট্রিক) জাতীয় মনে করেন।

৪। **থলকমল**—স্থলপদ্ম। থল’ প্রা° রূপ।

তাম্বূলখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

অত্রান্তরে ভত্র ইত্যাদি—ইত্যবসরে যমুনা-তটের সমীপবর্ত্তী পথে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার মধুর অধরোষ্ঠ পানে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিলেন।

১। **বিরোধে**—অবরোধ করে। **না**—প্রা° ণ' (নমু)। প্রশ্নে। **যাসি**—স° যাসি'; প্রা° জাসি'। চর্য্যাপদে,—

আইসসি জাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ।

বিদ্যাপতিতে,—

পুনু চলি আসবি পুনু চলি জাসি।

যাইতেছ। **যমুনার ঘাটে নিকটে** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটের নিকটে থাকিয়া কৃষ্ণ পথ রোধ করেন এবং বড়াইকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—গোপবধূদের লইয়া কোথায় যাও?

ছাওয়াল—প্রাচীন সাহিত্যে শিশু অর্থে ছাওয়াল' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রদেশবিশেষে উহা অদ্যাপি প্রচলিত। প্রা° ছাব (ল)'; অস° ছাবল'। **বিরোধসি**—অবরোধ করিতেছ। **কিকে**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বিচনির বাবে মেরু টলিবন্ত কিক॥

নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। কেন, কি নিমিত্ত।

৩। **করসি**—কৃ° চ° ৩।৫৬, ৮।৪৭; বিদ্যাপতিতে,—

কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।

করিতেছ। **একেঁ একেঁ**—প্রত্যেকে। **আপোঙব**—[আ-√পিষ্ পেষণে]। রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে হাপসান' এবং উত্তর বঙ্গে আপচান' পদের প্রচলন আছে। কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণীতে,—

তণ্ডুল কারণে ধান্য গোপতে আপসে॥
ধান্য আপসিতে শব্দশবদ উঠিল।
(১১শ স্ক°, ৯ম অ°)

কণ্ডিত, চূর্ণীকৃত। **হৈবোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

দুখর সহায় হৈবোঁ যোগাইবোহোঁ ফল।

হইব। **মোএঁ অপোঙব হৈবোঁ** ইত্যাদি—আমি চূর্ণ হইব, তুমি[ও] মারা যাইবে। **মার**—<মারুব, মারিঅ,<মারিত। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—মোর ভাই ঠাই তোর মামা সে গেল মার॥

৪। **ছাড়**—প্রা° √ছড্ড মোচনে। ত্যাগ কর।

——

১। **সিশের**—সিঁথার, শীর্ষের। **লাসে**—দীপ্তি পাইতেছে, শোভা পাইতেছে। **চিহ্নসি**—চিনিতেছ, জানিতেছ। **তোক্ষি**—অস° তই'। তুমি। **সিশের সিন্দূর তোর লাসে** ইত্যাদি—তোমার সিঁথায় সিন্দুর শোভা পাইতেছে, মস্তকের কেশ সুবিন্যস্ত (অর্থাৎ তুমি বালিকা নহ); আমি গোপীগণের প্রিয়, আমায় তুমি চিন না!

পৃ° ১৪

পরমাণে—প্রমাণসিদ্ধ। **ভানে** (ভাণ)—জান। **দান আহ্মার পরমাণে** ইত্যাদি—রাধা, আমার দান প্রমাণানুমোদিত, মনে অন্য ধারণা করিও না অর্থাৎ আমার দানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইও না।

২। **তোএ**—চর্য্যাপদে তোএ' (ত্বয়া)। তুমি। **যাসী**—যাইতেছ। **ধাঅাঁ ধাঅাঁ**—ধাইয়া, ধাবিত হইয়া। **পালাসী**—মৃচ্ছকটিকে পলাঅশি,' পলাশি'। পলায়ন করিতেছ। **ঘৃত দুধ লঅাঁ** ইত্যাদি—ঘৃত দুগ্ধাদি লইয়া ত্বরিতপদে মথুরা পলাইতেছ। **ছাড়ী**—চর্য্যাপদে ছাড়ী'।

৩। **মুঠি এক**—এক মুঠা, মুষ্টি প্রমাণ। প্রা° মুট্‌ঠি। **বাএ**—প্রা° বাঅ' (বাত); এ'বিভক্তিচিহ্ন। **হালে**—চৈ° ভা°এ। কাঁপে, কম্পিত হয়। **তা**—প্রা°। তাহা। **টলে**—√টল্ বিহ্বলীভাবে। বিচলিত হয়। **ডাজর**—দেশী প্রা°। কেহ কেহ দীর্ঘল' শব্দের বিকারজাত মনে করেন। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে 'দিগল ডাজর খোপা'; মাণিকচন্দ্র রাজার গানে 'জানত ডাজর'; বিদ্যাপতিতে ডগর'। স্থূল।

ডালিম প্রা°। দাড়িম্ব। **নান্দসুত**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **কাহ্নাঞিঁকে**—কে' চতুর্থীবিহিত প্রা° কএ প্রত্যয়েরই রূপভেদ। **রুচে**—প্রা° রুচ্চই,' রুচ্চএ' (রোচতে)। রুচিকর হয়, স্পৃহণীয় হয়।

৪। **সুঝি**—বা° √শুজ্ (স° শুধ্) পরিশোধেঃ নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কালি জত বিড়ম্বিনু তোরে সেহি সুঝাইল মোরে
ধিক জাউক আমার জীবনে। (পুথি)

শঙ্কর দেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

তোমার গুণক আমি সুজিতে না পারি॥

পরিশোধ করিয়া। **মোর না কর** ইত্যাদি—আমায় নিরাশ করিও না।

——

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণ করিয়া আধিমতী কৃশাঙ্গী রাধা কাঁপিতে কাঁপিতে বৃদ্ধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **এগার**—প্রা° এগারহ। **নলিনী দল কোঁঅলী**—তুল° 'নবনীদল কোমল আহ্মার দেহে' (পৃঃ ৯)। **হারাএ**—হারায়, খোয়ায়।

মাগে—প্রা° মগ্গই' (মার্গয়তি); প্রাচ্য হি মাঁগৈ'। মাগে, প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করে। **পরসিলে**—স্পর্শ করিলে। **তেজিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

২। **পরিহাস করে দান ছলে**—মাশুল গ্রহণের নামে রহস্য করে। **ভাঁগিতে**—ভগ্ন করিতে, ছিন্ন করিতে। **চাহে**—প্রা° চাহই' (বাঞ্ছতি)। চায়, ইচ্ছা করে। **কাঞ্চুলী ভাঁগিতেঁ** ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক বক্ষাবরণ উন্মোচন করিতে চায়।

৩। **বোলএ**—প্রা° √বোল্ল কথনে। বলে। **থনে**—প্রা° থনে'।

৪। **সুণ** প্রা° সুণু' (শৃণু)। **নিবধহ**—নিবারণ কর। **তেজুক**—ত্যাগ করুক। **পতিআশে**—প্রত্যাশা।

——

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া চতুর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা দিলেন।

১। **সমুখে**—সম্মুখে। **বসসি**—থাক, অবস্থিতি কর। **ঘর**—পশ্চিমরাঢ়ে নিবাস অর্থে প্রচলিত। **কোমণ**—কমণ' শব্দেরই রূপভেদ (১ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য)। কোন্।

২। **থাকোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

এভো বনে গৈয়া থাকোঁ রামর লগতে।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

যাঁহা তাঁহা থাকোঁ মুঞি তাঁহান কিঙ্কর॥

থাকি, অবস্থিতি করি। **জাতী**—জাতি। **পুছহ**—জিজ্ঞাসা করিতেছ। **ষোল**—প্রা° সোলহ' (ষোড়শ)।

৩। **ওলাহা**—কৃত্তিবাসী যোগাদ্যার বন্দনাতে,—

ওলাও পসরা শঙ্খ দেখিব কেমন। (পুথি)

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কি দেখি গোরস আগু ওলাহ সম্মুখে।

দুঃখী শ্যামদাসকৃত গোবিন্দমঙ্গলে,—

পসরা উলাও রাধে বৈস মোর আগে॥

ও° ওল্লা'। নামাও, অবতারিত কর। ওলাওঠা' শব্দ তুল°। গিলমিলে হাম প্রভৃতি পীড়ার অন্তে উদরাময় হইলে তাহাকে ওলানি' দেওয়া বলে। **চুপড়ী**—বংশাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ। **বথু**—প্রা° বথু'; সিন্ধী বথু। বস্তু। **জাহা**—অসমীয়া রামায়ণে,—

কৈক যাহা মার আমাসা'ক পরিহরি।
কোন দোষে প্রভু মোক পরিহরি যাহাঁ।

যাও, যাইতেছ। **বিচারা**—হিসাব, বিবরণ।

৪। **চাহ**—আকাঙ্ক্ষা কর, দাবি কর।

৫। **জাণসি**—বিদ্যাপতিতে,—

জানসি তব কাহে করসি পুছারি।

জানিস, জানিতেছ। **ষোল পণ**—কুড়ি গণ্ডায় এক পণ এবং ষোল পণে এক কাহন। **পর্ণ**—কোল (অস্ট্রিক) মূলক। **মাহাদান**—বিলক্ষণ দান, বিশেষ শুল্ক।

পৃ° ১৫

৬। **বিপরীত**—যুক্তিবিরুদ্ধ, অসঙ্গত। **বিথর কালে বিপরি শুণী** ইত্যাদি—মথুরার পথে দধি দুগ্ধের কর সংগ্রহ জন্য অনেক সময়ে মহাদানী নিযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অসঙ্গত কথা বহু বার শুনিয়াছি।

৭। **বড়ী**—বিদ্যাপতি ও রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলাদিতে বড়ি'। বড়, অতি। **পাঞ্জী**—শুল্ক-পঞ্জী; Tariff। **আপণ**—আপনাকে। **মাণে**—মাণ' প্রা° রূপ; এ' বিভক্তিচিহ্ন। মান, সম্ভ্রম। **আজলী রাধা তোঁ আবালী** ইত্যাদি—রাধা, তুমি ভারী খুকী, কিছুই যেন জান না। আপনাকে চিনে এই পাঁজির প্রমাণ দান দিয়ে যাও এবং আপনার মান বাঁচাও।

৮। **পুরুবেঁ**—পূর্ব্বে। **শুণীএ**—শোনা আছে। **বা**—উপমায় **পুরুবেঁ শুণীএ বা রামরাজ্য** ইত্যাদি—পূর্ব্বে শুনিয়াছি, কংসের দেশ রামরাজ্যে পরিণত হইল অর্থাৎ কংসশাসিত দেশে রামরাজ্যের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। **বসিল**—বাসিন্দা, নিবাসী। **কড়ী**—কৌড়ী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। **আচরিজ**—ভবিষ্যপুরাণকহায়—অচ্চরিয়' (আশ্চর্য)। **শুণ**—শুন।

১। **হাটক**—মথুরাকে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। হাটে। **দুর্জ্জন**—দুষ্টজনপরিবৃত। **আন্তরের**—অন্তরের, মর্ম্মের। **বোল দিআঁ তোএঁ** ইত্যাদি—আমার মর্ম্মবৈরী তুমি, কথার ছলে (ভুলাইয়া) আমায় এখানে আনিলে। **নাম্বাআঁ**—চৈ° ভা°এ অবতরণ করিয়া অর্থে নাম্বিয়া'শব্দের প্রয়োগ আছে। নামাইয়া, অবতারিত করিয়া। **ভাগিআঁ**—ভগ্ন করিয়া, ছিন্ন করিয়া। **বিগুতিল**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি বিগুতিয়া মারোঁ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

হেন মতে সীতা তোক বিগুতিয়া খাইবো॥

বিটিত করিল, বিমর্দ্দিত করিল।

বিধাতাএ—এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **কত**—প্রা° কেত্তিঅ', কত্তো' (কিয়ৎ)। **ভুঞ্জিতেঁ**—উপভোগ করিতে। **কোহ্নো**—কোনও।

২। **দিলোঁ**—শঙ্করদেবকৃত অনাদিপাতনে,—

বামন পুরাণ কিছু মিশ্র দিলো তাত।

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,

তুলিতালি বর করি দিলোঁ জানকীক।

দিলাম। **সাঠীহারে**—ষষ্ঠীজাগরবাসরে। লৌকিক বিশ্বাস, বিধাতা পুরুষ আহূত হইয়া, ঐ অবসরে প্রসূত সন্তানের অদৃষ্ট-লিপি লিখিয়া দেন। **কইলোঁ**—করিলাম। **খণ্ডব্রত**—অঙ্গহীন অসমাপ্ত ব্রত। **জন্নমত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **তে**—তন্নিমিত্ত। **পোএ**—প্রাকৃতলক্ষ্মীতে পোঅ' (পোত); এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। তামিল পৈয়ন'; তেলেগু পৈয়' ও' পুঅ'। পুত্র। পশ্চিমবাঢে প্রচলিত পুআ' (গাছের চারা) শব্দ তুল°।

৩। **খঅ**—প্রা° ক্ষয়, নাশ। **জরম গেল করমের** ইত্যাদি—কাল কানাইর হাতে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই নাশ পাইল, জন্মটা বৃথায় গেল। **পেলাইবোঁ**—ফেলিয়া দিব। **মুছিবোঁ**—বা √মুছ (মৃজ্) মার্জ্জনে। **মাথে**—মস্তকের। **মুকুট ভাঙ্গিআঁ সব** ইত্যাদি—মুকুটাদি যত অলঙ্কার ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিব এবং সিঁথার সিন্দূর মুছিয়া ফেলিব। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে মুকুট' শব্দটা কোল (অস্ট্রিক)-মূলক। **রহাএ**—আটকায়, (বলপূর্ব্বক) অবস্থিতি করায়। **নারোঁ**—পশ্চিমবাঢে নারি' তথা লারি' শব্দ প্রচলিত। পারি না। **জনি**—অর্থ প্রা° [স° যন্ন (যৎ-ন)।] বিদ্যাপতিতে,—

সহজে করবি মধুপান
ভুলহ জনি পাঁচবাণ॥

গোবিন্দদাসে,—

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই
হেরত পুন জনি কান॥
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়ায়ই
প্রেম করই জনি মান॥

জায়সীকৃত পদ্মাবতিতে,—

রাজ ছাড়ি জনি হোহু ভিখারী॥

যেন না। **এহাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। ইহা।

৪। **এড়ু**—ত্যাগ করুক। **দিআরু**—দিউক। **মেলানী**—বিদ্যাপতিতে,—

লাজডর নাহি তো পরানী
দে মেরানী রে॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

মেলানী মাগিয়া গৈলা আপোনার থান॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ব্রহ্মা বিষ্ণু লড়িলা দেব পুরন্দর।
দেবরাজে মেলানী করি সভে গেল ঘর॥

বিদায়। অশুভসূচক, এই ধারণায় বিদায়'এর পরিবর্তে মিলনার্থ মেলানি' শব্দের প্রয়োগ বিহিত হইয়া থাকিবে। আমরা যাই' না বলিয়া আসি' বলি।

উলটি—বা° √উলট'র উত্তর ই' প্রত্যয়। শৌরসেনী ভাষাতে ক্তা' প্রত্যয় স্থানে ইঅ' আদেশ হয় (প্রা' প্র°, ১২।৯)। বাঙ্গালা, মৈথিলী, প্রাচীন অসমীয়া এবং ওড়িয়াতে অনন্তরাদি অর্থে ধাতুর উত্তর ই' বা ইআ' প্রত্যয় প্রাকৃতেরই অনুরূপ। হেমচন্দ্রকৃত দেশীনামমালায় 'অল্লট্‌পলট্টমঙ্গপরিবত্তে' (অল্লট্টপলট্টং পার্শ্বপরিবর্ত্তনম্), ফিরিয়া। **ছাড়এ**—প্রা° হসএ', করএ', পঢএ' প্রভৃতির ন্যায় (বররুচি—৭।৫ এবং সিদ্ধহেমচন্দ্র—৮।৩, ১৪৫)। ছাড়িতে লাগিলেন, ত্যাগ করিতে লাগিলেন। **নিশাসে**—নিশ্বাস।

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঞ্চল মোচন-পূর্ব্বক রাধিকাকে এই কথা কহিলেন।

পৃ° ১৬

১। **উলটিআঁ**—পূর্ব্বে উলটি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **পিঠী**—প্রা° পিট্‌ঠি'। পৃষ্ঠ। **উলটিআঁ দিলেঁ পিঠী**—বিমুখ হইয়া বসিলে। **সুচক**—সূক্ষ্মাগ্র, উন্নত। **রুচক**—রোচক। **কুচের বাটুল**—কুচমণ্ডল। **তাতা**—প্রা° তত্ত। তাহাতে। **দিঠী**—প্রা° দিট্‌ঠি'। দৃষ্টি, চক্ষু। **জীউ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ই সব অবস্থা দেখি কেনে জীউ প্রাণে।

বাঁচিয়া আছি, জীবিত রহিয়াছি। **দিঠী দিঠী চিত্ত** ইত্যাদি—চারি চক্ষুর মিলনে আমার হৃদয় তোমাতে মজিল, তোমার অনুমতির অপেক্ষায় বাঁচিয়া আছি। **তোহোর**—প্রা° পৈ°এ তোহর' (তব, যুষ্মাকম্) ২।১৪। **আমিআঁ**—প্রা° অমিঅ'। অমৃত। **পীউ**—অপ° পিঅউ, প্রা° পিঅমি'; প্রাচ্য হি° পীয়োঁ। পান করি।

তেজ—ত্যজ, ত্যাগ কর। **রাগে**—বিদ্যাপতিতে,—

সখিজন সোঁপইতে ভেল উহে রাগ।

রাগ: বিরাগ। **গএ**—স্বনামপ্রসিদ্ধ তীর্থ। গয়াতে। প্রবাদ, মরণান্তর প্রেতযোনি-প্রাপ্ত ব্যক্তির উদ্দেশে গয়াস্থ গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ডদানাদি করিলে উহার উদ্ধার হয়। গয়াসুরের অস্থিনির্ম্মিত গদা ধারণ করায় বিষ্ণুর এক নাম গদাধর' হইয়াছে। **প্রেয়াগে**—তীর্থরাজ প্রয়াগে। আধুনিক এলাহাবাদ।

২। **কত না**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।

না' বিতর্কে। **আছের**—কহিআর', দিআর', দিআরু' প্রভৃতি পদ তুল°। **না চাহ সমুখ দিঠী**—সম্মুখ-দৃষ্টিতে দেখিতেছ না। **নেহালসি**—দেখিতেছ। **সিরি**—প্রা° সিরী', সিরি'। মধ্যযুগের সাহিত্যে ও গ্রাম্য গাথাদিতে শ্রীঅঙ্গুরীয়ক'এর উল্লেখ লক্ষণীয়। শ্রী, শোভা। **এ রূপ যৌবন কত** ইত্যাদি—হস্তাঙ্গুরীয়কে (তোমার) এই রূপ-যৌবনের শোভা কত দেখিতেছ! **ভাব ও পরিতোষ**—ক্রিয়াপদ।

৩। **গুন**—গণনা কর। **কুলেহোঁ**—কুলেও। **পরিহর**—ত্যাগ কর। **পাছেঁত**—পাছ' শব্দে দুই বার বিভক্তি-চিহ্ন বসিয়াছে। পরে, পশ্চাৎ। **পাছা**—প্রা° পচ্ছা' (পশ্চাৎ)। **চাহা**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

শঙ্কা পরিহর মাৰ ভাল মতে চাহা।

চাও, দেখ। **এ রূপ যৌবন পাছা না জাইবে** ইত্যাদি—তোমার এই রূপ-যৌবন সঙ্গে যাইবে না, আমার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া তাকাও। তুল°—'মরিতে যৌবন কিবা লৈয়া যাইবা সঙ্গে॥' (ভবানন্দের হরিবংশ)।

৪। **পাঅ**—প্রা° পঅ'। পদ। **রাতা**—প্রা° রত্ত'। বিদ্যাপতিতে,—

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।

রক্তবর্ণ। **ঈশর**—প্রা° ঈসর', ইস্‌সর'। ঈশ্বর।

১। **নিলজ**—প্রা° ণিল্লজ্জ। নির্লজ্জ। **ইছাএ**—সি° ইছা'। ইচ্ছায়। **পরাণ বড়ায়ি** ইত্যাদি—প্রাণের

বড়ায়ি আমার, ইহার প্রতিবিধান কর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের হাত হইতে মুক্তির একটা উপায় উদ্ভাবন কর, আমায় রক্ষা কর।

২। **গোত**—প্রা° গোত্ত'। গোত্র। **তার গোত মুণ্ডিলেক** ইত্যাদি—আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত করিল, অর্থাৎ তাহার গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ সাধন করিল, [তাহা না হইলে] কেন কৃষ্ণ ওরূপ করিতেছে। **কিসকে**—প্রা° কিস' শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে কে' প্রত্যয়। ও° কিসকু; অস° কিসক'। পশ্চিমরাঢ়ে কিস্‌কে' শব্দ প্রচলিত। কেন, কি নিমিত্ত। **বাখানে**—প্রা° বক্‌খাণই (ব্যাখ্যানয়তি)। **জীউ**—প্রা° জিঅউ' (জীবতু)। জীবিত রহুক। **আনুপাম**—অনুপাম। **বল বীর**—বল বীর্য্যবান্। **মতীএঁ গহন**—বুদ্ধিতে গভীর অর্থাৎ গম্ভীর-বুদ্ধি।

৩ **উদগত**—উদ্গত, উচ্চাটিত। **বুঝিল**—প্রাচীন সাহিত্যে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদের স্থানে প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ যথেষ্ট দেখা যায়। বুঝিলাম। **নাহিঁক**—প্রা° নত্থি' হইতে নাই—নাহিঁ [কিন্তু প্রা° নাহিং হইতে নাহিঁ হওয়া সহজ] এবং তাহার উত্তর স্বার্থে ক' প্রত্যয় মনে করা যাইতে পারে। ক্রিয়াপদের উত্তর স্বার্থে ক প্রত্যয় প্রাচীন অসমীয়া ও মৈথিলী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।

৪। **খণ্ডউ**—খণ্ডিত হউক, নিবারিত হউক। **জঞ্জাল**—ম° জংজাল, (জগজ্জাল)। গোবিন্দদাসের পদে 'জীব ভেল জনজাল'। উপসর্গ, উপদ্রব। **ঠেঁঠা**—ক° ম° ও দেশীনামমালা প্রভৃতিতে টেণ্টা'। —নিন্দিত, নির্লজ্জ।

১। **লইলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

মহাদেবে সহিতে কৈলাস তুলি নৈলোঁ।

লইলাম। **বাট দান হাট দান** ইত্যাদি—রাজসরকার হইতে পথকর ও হাটকর আদায়ের বন্দোবস্ত লইলাম। **আইলোঁ**—মাগধী আবিদহ্মি (আগতোঽস্মি); প্রাচা হিঁ আইলোঁ। মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে—

সিকারণে পাচে এরি আইলোঁ যত ধন।

লঙ্কাকাণ্ডে,—

কি মতে বুলিব আইলোঁ রণত পেলাই॥

আসিলাম।

পৃ° ১৭

সুবিধান—বিধানানুরূপ, বিহিত। **দেহ ত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

দিবেহেঁ—দিবে, দান করিবে। **সুনহ**—প্রা° সুণহ' (শৃণুত)। শুন। **বিষএ**—অধিকারে। **হইএ**—হই।

২। **লেখে**—লেখায়, গণনায়। **অভরস**—অবিশ্বাস। **বুইল**—বলিলাম। **তোহ্মার কারণে** ইত্যাদি—তোমার[ই] জন্য আমি কর সংগ্রহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৩। **নেহত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

সিনান করিয়া যাও মহলত লাগিয়া॥

স্নেহের, প্রেমের। **শত পঞ্চাস**—শত বৃদ্ধি এবং পঞ্চাশ ক্ষতি। **উপেখী**—উপেক্ষা করি, অগ্রাহ্য করি। **নেহত লাগিআঁ** ইত্যাদি—প্রেমের জন্য আমি লাভ-লোকসান তুচ্ছ করি অর্থাৎ তোমার প্রেমের বিনিময়ে আমি ক্ষতি-বৃদ্ধি গণনায় আনি না।

৪। **খড়ী**—প্রা° খড়িঅ,' খড়িআ' (খটিকা)। **পাড়ী**—পাতিয়া। খড়ী পাড়ী,' অঙ্ক-পাত করিয়া। **বাকী**—কেহ কেহ শব্দটিকে আরবী মনে করেন, অপরে বক্রী'-শব্দজ বলেন। **তোতে**—তোমাতে, তোমার নিকট। **হএ নহে**—হয় নয়, সত্য মিথ্যা।

১। **পুরুব**—প্রা° পুরুব্ব' পুরুব (পূর্ব্ব)। **কালত**—কালে। **ঋষিএঁ**—এঁ' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **বসুলে**—প্রথমার একবচনে। **নিআঁ**—মৃ° ক°এ ণইঅ' (নীত্বা)। লইয়া। **থুইল**—বা° √থু স্থাপনে। **জাণাইবোঁ**—বিজ্ঞাপিত করিব। **লইব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া। **রাজে**—প্রা° রজ্জ'। রাজ্য। **সমাদ**—সংবাদ।

২। **ভজিআঁ**—ভজনা করিয়া, অনুনয় বিনয় করিয়া **আসিব**—১ম পুরুষের ক্রিয়া। **সাজিআঁ**—যুদ্ধসাজে সাজিয়া, সশস্ত্র হইয়া। **বারেঁ বারেঁ বোএ** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ কানাইকে কাকুতি মিনতি করিয়া

[আমা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য] বলিলাম, [সে কিছুতেই তাহা শুনিল না, এখন] কংস শুনিয়া মা'রমুখো হইয়া আসিবে। **শুণীএ**—শুনে, শ্রবণ করে। **করাতেঁ**—[<* করবাড<করবত্ত<করপত্ত]; এঁ' বিভক্তিচিহ্ন। **চীর**—দ্বিধা বিভক্ত।

১। **বারহ**—প্রা°। বার, দ্বাদশ। **বরিষেকের**—বর্ষের। **পরমান**—প্রমাণ।

২। **আগোলসি**—অবরোধ করিতেছ, অর্গলবদ্ধ করিতেছ।

৩। **বিতপনী**—অস° বিতোপনী' (বিতর্পণী') ও করিদপুরের প্রাদেশিক বিৎপন্যা'। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা আতি বিতোপনী ॥

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

রূপে গুণে বিতোপনী সংসারত সারা ॥

সুন্দরাকাণ্ডে,—

তিনিয়ো ভুবনে আমি নৈয়ো দেখোঁ
তোর ঠান বিতোপনী ॥

উত্তমা, গুণবতী। **পাট**—কোল (অস্ট্রিক) পট'। পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। **আলকে তিলক**—অলকাতিলকা, কুসুমাদি দ্বারা রচিত তিলপুষ্পাকৃতি চিত্র-ভেদ। **শোভএ**—শোভা পাইতেছে। **আতি বিতপনী রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি অত্যন্ত মনোহারিণী, তোমার পরিধানে পট্টবস্ত্র, কপালে অলকা তিলকায় শোভা পাইতেছে।

৪। **বড়ার**—বড়র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। **বহুআরী**—বিদগ্ধমাধবে বহুড়িআ' (বধুটিকা); বর্ণবিপর্য্যয়ে বহুআড়ি' তথা বহুআরী'; কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

রাজার ঝিআরী তুমি রাজার বহুআরী।

প্রাচীন সাহিত্যে বোহারী,' বহারী,' বৌয়ারী' প্রভৃতি। **সভাএ**—স্বভাব। **কার**—প্রা° কিং' (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণং,' কাণ'; এই কাণ' হইতে কাঁর' এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু কাহাণ, তথা কাঁহার। **দেওঁ**—দিই। **কার কাঁচ আলিতে** ইত্যাদি—কা'র লেঠার থাকি না।

৫। **বরিষের**—বর্ষের। **মোহোর**—মোর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **আণি**—আনিয়া। **বিধী**—বিধাতা।

৬। **পাঁতর**—প্রান্তর। **নিমাখিতী**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

হা বাপ কি করি করিলা নিমাখিতি।
মহা শাস্তী মাব মোর ভৈলা অনাথিতি ॥

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

মরি যাওঁ মই নিমাখিতী বনমাজ ॥

খ'র থকারে পরিণতি লিপিকরপ্রমাদ হইতে পারে। অসমীয়া নিমাখিতী' শব্দের মৌলিক অর্থ মাংসহীনা; দুঃখিনী। অথবা নিমাখিতী' অর্থে নি (নাই), মাথ (রক্ষক) যার, এমন স্ত্রীলোকও হইতে পারে। সহায়হীনা। **রাখোআল কাহ্নাঞি তোর** ইত্যাদি—কানাই, তুমি বৎসপাল এবং তোমার বুদ্ধি ক্ষুদ্র; আমায় প্রান্তরমধ্যে একাকিনী ও একান্ত অসহায় পাইয়া এইরূপ কুব্যবহার করিতেছ।

৭। **গোসাঞিঁ**—অপ° প্রা গোসামিঊ' (গোস্বামিক)। প্রভু।

৮। **কাহাক**—কাহাকে। **বীরপণে** বিদ্যাপতিতে চতুরপন'। বীরের অভিনয়, বীরত্ব। **টাকার**—অর্ব্বাচীন স° টঙ্কর'। ময়নামতীর গানে,—

দুই তিন টোকর দিল গালের উপর।

শঙ্করদেবকৃত ঘোষা-কীর্ত্তনে,—

টোকরে ছিণ্ডিলা কারো শির।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

তার কান্ধে চড়িঞা টাকর মারেঁ মুণ্ডে।

কাশীদাসী সৌপ্তিকপর্ব্বে,—

এখন টাকরে চূর্ণ হইল মস্তক।
জানিল কাটিলে পাণ্ডবের পুত সব ॥—(পুথি)

বদ্ধমুষ্টি; তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রভেদ। **ঘাএ**—প্রা° ঘাঅ' (ঘাত)। আঘাতে।

১০। **ভালে**—ভদ্রভাবে, উত্তমরূপে।

১। **কুতঘাটে**- দানকেলিকৌমুদীতে— কুড়ঘট্ট' (কূটঘট্ট); [Prob. S. **কুট্ট** Platts' H. E.

Dictionary.] যে স্থানে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের শ্রেণীভেদ করিয়া, পরিমাণানুরূপ মাশুল গ্রহণ করা হয়। এখনকার Custom-House-এর অনুরূপ। সচরাচর নৌপণ্যের কর-সংগ্রহস্থানকেই কুতঘাট বলে। **সব কুতঘাটে** ইত্যাদি—যত কুতঘাটের মাশুল, আমার প্রাপ্য।

২। **ষগ্গ**—প্রা॰ সগ্গ'। স্বর্গ। **রাখোঁ**—ভবানন্দের হরিবংশে,—

নয়ান ভরিয়া দেখোঁ গলায়ে গাঁথিয়া রাখোঁ
হেন মোর মনে সাধ করে ॥

রক্ষা করি। **মর্ত্ত্য**—মর্ত্ত্য। **তল**—হুন-অধ্যুষিত পশ্চিম-তাতার, তুর্কীস্তান ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ এক সময়ে পাতাল বা রসাতল নামে পরিচিত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণের ধারণা।

সুধী—প্রা॰ সুদ্ধি' (শুদ্ধি)। বিদ্যাপতিতে,—

অবসর অবশ হমর সুধি লেব ॥

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সুধি আসি আমাত কহিয়োঁ ঝাণ্ট করি ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

ই সব কার্য্যক প্রভু বোলা কিবা সুধি ॥

সন্ধি, সন্ধান। **টেটনী**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

খাইতে নাহিক ভাত পরিতে বসন।
যেই দেখে সেই বলে দূরে যা টেটন ॥

পুরুষোত্তমকৃত দীপিকাচ্ছন্দে,—

টেটন নৃপতি সব হৈবেক কুদাতা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

অকস্মিতে তেজে যেন ভার্য্যাক তেণ্টনে ॥

ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে চতুর অর্থে 'টেটোন' শব্দ প্রচলিত। 'টেটন'এর স্ত্রীলিঙ্গে টেটনী। তুল॰ 'ঠেঁটা', ঠেঁটী। কুচেষ্টাবতী, প্রগল্‌ভা। **বুধী**—বুদ্ধি, উপায়। **ষগ্গে রাখোঁ মর্ত্ত্যে** ইত্যাদি—স্বর্গ মর্ত্ত্য আমার শাসনাধীন, পাতালেরও সংবাদ রাখি ; ঠেঁটী রাধা, তাহার কি উপায় করিবে ?

পৃ॰ ১৮

৩। **ধরী**—ধরি, ধারণ করি। **দেখিল**—দেখিলাম। **রূপসী**—রূপসী।

৪। **বুঝি**—প্রা॰ পৈ॰এ বুজ্‌ঝিআ,' বুঙ্‌ঝি' ১।১৯৩।

১। **এহে**—বিস্ময়-বিষাদাদিসূচক অব্যয়। **এহে সকল বএসে মোর** ইত্যাদি—আশ্চর্য্য, সবে মাত্র আমার বয়স এগার বৎসর ; তুমি আমার নিকট বার বৎসরের দান চাও কেমন করিয়া ? **ভাষ**—স॰ ভাস। শ্রী, শৃঙ্খলা। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দেবের দেবতা তুমি কার্য্যে নাহি ভাস।

এতেকেঁ বুঝিল তোর ইত্যাদি—ইহাতে তোমার কাজের দ্বারা বুঝিলাম, লোকে শুনিলে তোমায় উপহাস করিবে।

২। **পীড়এ**—পীড়ন করে। **ভুখিল**—বিদ্যাপতিতে,—

নিরসি অধর মধু পিবি মাতোয়ার।
ভুখিল ভমর কুসুম অনিবার ॥

বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। **ভষলে**—ভ্রমর। **তভোঁ**—তবু, তথাপি। **মুকুলে**—তামিল মুগুল ; এ' বিভক্তিচিহ্ন।

৩। **ঝী**—প্রা॰ ধীআ ; পা॰ ধী'। দুহিতা। **রূপ**—রূপ। **তোহ্মাতে**—তোমার। **কী**—প্রা॰ পৈ॰ ২।১৩২। কি। **দেখিল**—ক্রিয়া-বিশেষণ। দৃষ্ট। **বেল**—প্রা॰ বিল্ল' (বিল্ব)। **গাছের**—অপ॰ প্রা॰ গচ্ছ', গাছ' ; অস॰ ও ও॰ 'ছ' ; সিংহলী গছ' বা গস'। এর' বিভক্তিচিহ্ন। **আরতিল**—আর্ত্ত, ক্ষুধায় কাতর। **ভখিতেঁ**—ভক্ষণ করিতে। **দেখিল পাকিল বেল** ইত্যাদি—তুল॰—

কাকেতে খাইতে আশা যেন পাকা বেল ॥

মৈ'গী'।

৪। **শুনীলোঁ**—শুনিলাম। **কানে**—কু' চ'এ কন্ন' ৪।২৮, ৮।৭৪। **সমান**—সম্মান, সম্ভ্রম। **ধরোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

গ্রহ এর ক্ষমা কর হাতে তোর ধরোঁ।

অদ্বৈতপ্রকাশে,—

সীতা বলে কহ প্রভু ধরোঁ শ্রীচরণে ॥

ধরি।

১। **দেখিএ—**দেখিতেছি। **রূপসে—**কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে রূপস'। অতিশয় সুন্দর। **তেঁঞে—**সেই জন্য।

পিউক- দোহাকোশে পিবউ (পিবতু)। পান করুক।

২। **ভএ—**প্রা' ভঅ': এ' বিভক্তি-চিহ্ন।

৪। **তোর দেহে** ইত্যাদি—তুমি মাধুর্য্যাদি গুণের আধার। **দানী—**শুল্ক-সংগ্রাহক।

১। **কুঁড়ী—**(স' কুড্মল), পুষ্প-মুকুল। **পরসে—** প্রা' পরস। স্পর্শ লেশমাত্র। **বিকসিলে—**বিকসিত হইলে। **মোহে—**প্রা' পৈ'এ মোহই' (মোহয়তি)। মোহিত করে, মুগ্ধ করে।

মোক—ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। অসমীয়া রামায়ণে,—

মোক সম বীর নাই ই তিন ভুবনে।

লঙ্কার রাক্ষস আসে যুদ্ধক আমাক।

ভৈগেল—হইয়া গেল। **কি না মোক** ইত্যাদি—এত কাল পরে আমার কি হইল, [কপালে এই ছিল], গোকুলে মহাদানী নিযুক্ত হইয়া গেল।

পৃ' ১৯

২। **গোআরী—**[প্রা' গোঅর' (গোচর)]; হি' গোহারী', ও' গুহারি', প্রস' 'গোহারি'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

রাম হেন রাজা আছে ধর্ম্ম অবতার।

গোহারি করিলে রাম করেন বিচার॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

রুষ্ট হইয়া তুমি যদি করিবে গোহারি।

কংসের শকতি আমার কি করিতে পারি॥

কাশীদাসী সভাপর্ব্বে,—

স্বামীর কারণে বাপে গোহারী করিল।

[গোহার Vulg. guhar, s. m. Cry, call, out-cry; shout &c. S. ঘোষকার Platts' H. E. Dictionary.] কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ। **যাবোঁ—**যাইব।•

৩। **ধনের কাতর—**ধনাকাঙ্ক্ষী, দারিদ্র্যক্লিষ্ট। দ্বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, 'সাধু নহে ধনেতে কাতর'। **নিতি নিতি দধি বিকে** ইত্যাদি—রোজ [মথুরার হাটে] দই-দুধ বেচিতে যাই, মাশুলের প্রসঙ্গ ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই। এখন জানিলাম, রাজা ফতুর! তা দান, যখন চাহিবে, তখন দেওয়া যাবে।

৪। **পড়িহাসে—**পরিহাস করে, কৌতুক করে।

——

১। **যবেঁহ—**যখনই। **বদন কমল তোর** ইত্যাদি—যেই তোমার চাঁদপানা মুখখানি দেখিলাম, সেই হইতে তোমাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তুল'—

আজ জাইতে পথে দেখলি রে

রূপে রহল মন লাগি। (বিদ্যাপতি)

গিধিনী—গৃধিনী।

কান—প্রা' কণ্‌হ। কৃষ্ণকে। **সংপুনী-** সম্পূর্ণা। **সব কলা** ইত্যাদি—তুমি ষোল কলায় পূর্ণা অর্থাৎ পূর্ণ-যৌবনা।

২। **আধর বান্ধুলী** ইত্যাদি—তোমার সুরঙ্গ অধরের দ্যুতি বান্ধুলী ফুলের ন্যায় এবং পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলের কান্তি মধুক পুষ্পের সদৃশ। পূর্ব্বে—

কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।

ওঠ আধর তার বন্ধুলীর তুল॥

জিনিআঁ—জয় করিয়া। **পাঁতি—**সিদ্ধ হেমচন্দ্রে পংতী' ৮।১।২৫। পঙ্‌ক্তি। **কনয়া নিকষ—**কষিত কাঞ্চন। কু' চ'এ কণয়'। **কাঁতী—**পয়য়লচ্ছীতে কংতী'। সৌন্দর্য্য।

৩। **লোভে—**লোভ হেতু। **নাভী—**নাভি। **তীন রূপ বলী—**ত্রিবলী, উদরাদির মাংস-সঙ্কোচজনিত রেখাত্রয়। **রাম কদলী—**কদলি' শব্দটা কোল (অস্ট্রিক)-গন্ধী।

ভোলে পড়ি গেল—বিদ্যাপতির পদে,—রূপ নিহারি পড়ি গেল ভোল॥ কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—বরের রূপ দেখিঞা মেনকা পড়িয়া গেল ভোলে। **ভোলে—**প্রা' ভুল্ল'। ভ্রমে, মোহে।

১। **ফুটি—**প্রা' √ফুট্ট বিদারণে। ফাটিয়া। তুল'—'শোকে যায় প্রাণ ফুটি' (কীর্ত্তন-ঘোষা)। **মেলে—**প্রা' √মেল্ল' (মোচনে)। বিভক্ত হয়। **প্রাণ যেহ্নে ফুটি**

ইত্যাদি—প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় দু-ফাঁক হইতেছে।

২। **পাথর**—প্রা° পথর'। **বান্ধী**—বাঁধিয়া। **পসী**—বা° √পশ্‌। প্রবেশ করিয়া।

৩। **গাঙ্গ**—বর্ণরত্নাকরে। কেহ কেহ গঙ্গা' এই নামটি অস্ট্রিক ভাষার বলিয়া মনে করেন। **বারানসী**—বরণা ও নাশী (পুরাণাদিতে অসি বা অসী), নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে অবস্থিত বলিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীর অপর নাম বারাণসী। **সরুপেঁসি**—স্বরূপতঃ। **তীথ**—প্রা° তিথ'। তীর্থ। **তোহ্মে গাঙ্গ বারানসী** ইত্যাদি—তুমি আমার গঙ্গা, তুমি আমার কাশী; সকল তীর্থ এবং তৎসেবনজনিত পরম পদও তুমি (অর্থাৎ তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য ও প্রার্থনীয়। বলিতে কি, তোমাকেই জীবনের সারসর্ব্বস্ব করিয়াছি)।

৪। **বাসসি**—চর্য্যাপদে। বাস,' বোধ কর। **না বাসসি লাজ**—'লাজ বাসিস্‌ না' বাঁকুড়া-বীরভূমির প্রাদেশিক। **মাউলানী**—প্রা° মাউলাণী'। মাতুলানী।

৫। **পাত**—স্থাপন কর।

৬। **পইসে**—প্রা° পইসই' (প্রবিশতি)। **চোর**—দ্রঃ কৃ°এ। **পাটাবুক**—নির্ভীক।

৭। **বুলিলি**—বলিলে।

৮। **হাকল বিকল**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যা-কাণ্ডে,—

> বেঢ়িয়া কান্দিল সরে হাকলে বিকলে॥
> দীর্ঘ রারে কান্দিলন্ত হাকলে বিকলে॥

আকুল, ব্যাকুল, অধৈর্য্য। **জরুআ**—[জর-উআ] জ্বরে গ্রস্ত বা জীর্ণ (ব্যক্তি)। **রুচক**—তীব্র। রোচক অর্থও হইতে পারে। **বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন** ইত্যাদি--(কবির উক্তি) জ্বররোগগ্রস্ত ব্যক্তি তীব্র অম্ল দেখিয়া যেরূপ লোলুপ হয়, বিরহ-কাতর শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ অশান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিরহ' শব্দে পূর্ব্বসম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

১। **মেদনি**--মেদিনী। **যোড়িলো**—জুতিলাম, যোজিত করিলাম। **হাল**—হল' শব্দ তৎসম। **কৈলোঁ**—অদ্বৈতপ্রকাশে,—

> সেই লোভে মুঞি কৈলোঁ হরিপদাশ্রয়

করিলাম। **ব্রহ্মার দণ্ড**—ব্রহ্মাকরধৃত দণ্ড-কমণ্ডলুর দণ্ড। **যোঁআলে**—'জমালেতি খ্যাতে যুগঃ।' টীকাসর্ব্বস্ব; এ বিভক্তি-চিহ্ন। **গোআলী**—গো, পশু এবং আলী (আলি), শ্রেণী। **বান্ধিলোঁ**—বাঁধিলাম। **মোথড়**—জোআলের গুঁজি কাঠ, কীলক। [Prk, মুথডঅ; S. মুস্তরক; cf. মুস্ত; H. মোথরা or মুথরা, Platts' H. E. Dictionary.] **গোবালী**—গ্রাম্য বালিকা, অবোধ বালিকা; গোমূর্খ,' গোবেচারী' শব্দ তুল°। গোপী। ধন-পালকৃত প্রাকৃতলক্ষ্মীতে গোবালা' (গোপাল)। **মেদনি যোড়িলো হালে** ইত্যাদি—হে মুগ্ধে, আমি পৃথিবীতে হল যোজিত করিলাম। ব্রহ্মার দণ্ড যুগস্বরূপ হইল, সর্পরাজ বাসুকি পশুবন্ধনরজ্জু হইল এবং পর্ব্বত (মন্দর ?) যুগ-শলাকার স্থানীয় হইল। উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।

কাহ্ন মাহাদানী ইত্যাদি—হে বালে, তোমার নিমিত্ত কানাই মহাদানী।

২। **বংশ**—বাঁশী, বংশী শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **বাজাওঁ**—বাজাই, বাদিত করি। **বৃন্দাবন মোর থানে** ইত্যাদি—বৃন্দাবন আমার লীলাক্ষেত্র। বাঁশীতে আমি গান করি। আমায় অপর কেহ ভাবিও না, আমি অসুরদলনকারী শ্রীকৃষ্ণ।

পৃ° ২০

৩। **গঢ়**—'গঢ়ো দুগ্‌গে' (গঢ়ো দুর্গম্‌)—দেশীনাম-মালা। গড়, দুর্গ। **মেঢ়ে**—সীতারামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

> কামাখ্যার মেড গিয়া পাইল ঈশানে।
> দেখিল দেবীর মেড় যোজন প্রমাণ।

মণ্ডপ বা পীঠ। সাধারণতঃ প্রতিমাপঞ্জর। **সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে** ইত্যাদি—সুমেরু পর্ব্বত আমার দুর্গ এবং উহার শৃঙ্গে আমার পীঠ অবস্থিত। **হেলেঁ**—অনায়াসে। **কালী**—কালিয় নাগ।

৪। **গোকুলে গোআডী**—বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী।

• ১। **ঠাই**--প্রা° পৈ'এ ঠাই' ১।১৬৩। স্থানে। **বাঢ়িলাহেঁ**—বাড়িলাম, বর্দ্ধিত হইলাম। **চাণ্ডাল**—বর্ণরত্নাকরে। **এক ঠাই বাঢ়িলাহেঁ** ইত্যাদি—নন্দের

ঘরে একত্র লালিত পালিত হইলাম। সম্প্রতি কানাই এখন বলপ্রকাশ করিতেছে। তুল°—

একহি নগর বস মাধব হে
জমু কর বটবারী ॥ (বিদ্যাপতিতে)

দিঠিত—প্রা° দিট্‌ঠি'; ত' বিভক্তিচিহ্ন। চোখে, দৃষ্টিতে। **বাঘত**—প্রা° বগ্‌ঘ'; ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

আজি সে সীতাত আমি এবিলোঁ প্রত্যাশা।

বাঘের। **দিঠিত পড়িলে** ইত্যাদি—চোখোচোখি হ'লে বাঘ হেন হিংস্র জন্তুর(ও) লজ্জা হয়—সম্মুখস্থ শিকার আক্রমণে ইতস্তত করে। তুল°—'বাঘউ সনমুখ গয়ে ন খাঈ'। **সোদর**—'সোদরো সহঙ্গো (প্যথ)'—অভি° প্রদী°। আপন, সাক্ষাৎ। তুল°—'কি করে সোদর পরে'।

মাউলানীত—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। তুল°—'বল বার্য্যে বৈর্য্যে বিক দেবতাত করি', 'ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত লৈব বর' (মা° দে°, আদি)। **সাধ**—সংগ্রহ কর।

২। **জীবার**—বাঁচিবার, জীবন ধারণের। **বাছিআঁ**—বা° √বাছ্‌' নির্ব্বাচনে। **জীবার উপায় নাহিঁ** ইত্যাদি—ওহে মহাদানী, শুল্ক সংগ্রহ ব্যতীত তোমার জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই বলিতেছ এবং (আর কাহাকেও না পাইয়া) সাক্ষাৎ মামীর নিকট কর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছ—বলিহারি ব্যবস্থা।

পোঅর—শিশুর। **টলে**—বিচলিত হয়। **বেঢ়িলের**—বেষ্টিত করিলে বা হইলে। **আলপ কালে**—অল্প বয়সে। **পোঅর মুখে পরবত** ইত্যাদি—বালকের ফুৎকারে পাহাড় উড়িয়া যাইতেছে, [দেখিতেছি] অল্প বয়সে তুমি গুরুতর পাপে বেষ্টিত হইলে অর্থাৎ মহাপাপগ্রস্ত হইলে। পরে 'আঘোর পাপেঁ তোএঁ গায় বেআপিবেঁ.' 'আঘোর পাপে তোর বেআপিল গা'।

৩। **দান ঘাট**—যে স্থানে আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ করিয়া মাশুল গ্রহণ করা হয়। **ভাজাওঁ**—ভাঙ্গি, ভগ্ন করি। **বারে বারে কাজে** ইত্যাদি—পুনঃ পুনঃ এই পথ দিয়া দধি বিক্রয় করিতে যাইতেছি। তোমার দান-ঘাটের উচিত ব্যবস্থা ত কখন উল্লঙ্ঘন করি নাই। **দিবোঁর**—দিব।

১। **জাণী**—প্রা° জাণিঅই' (জ্ঞায়তে)। **ঘোসসি**—ঘোষণা করিতেছ, পরিচয় দিতেছ। **মামা**—দে° প্রা°। **তোক্ষার সম্বন্ধ** ইত্যাদি—তোমার সহিত আমার অতি দূর সম্পর্ক, নাই বলিলেই হয়। অথবা তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ একটা কথার মধ্যেই নয়। **নহসি**—হইস্‌ না, নও। **শালী**—প্রা° সালিআ' (শ্যালিকা)। **রঙ্গে**—কৌতুক করিয়া।

২। **তুণ্ডে**—মুখে। **পড়ু**—পড়ুক। **মাউলানী মাউলানী বোলসি** ইত্যাদি—বার বার মামী সম্বন্ধের উল্লেখ করিতেছ, [অধঃপাতে যাও] আমার যত কিছু মহাপাতক, তোমার হউক। **ভাগিব**—ভগ্ন করিবে।

৩। **উপেখসি**—উপেক্ষা করিতেছ, অগ্রাহ্য করিতেছ। **মুখ তুলী চাহা** ইত্যাদি—মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাও অথবা আমায় কৃপাকটাক্ষ কর, আমার দুঃখ দূর হউক। **চাপ**—পীড়ন কর। **পালাউ**—পলায়ন করুক।

৩। **জাণাইলে**—জানাইল, অবগত করিল। **খাউ**—প্রা°। খাউক। **কন্ধ**—প্রা° কংধ' (স্কন্ধ)। মস্তক। **সম্বোধ**—সম্ভাষণ কর।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ভরাতুরা রাধা জরতীকে কিছু এবং উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিলেন।

১। **মাউলানীর যৌবনে** ইত্যাদি—মামীর রূপ-যৌবনে কানাইর মন গেল অর্থাৎ আমাতে আসক্ত হইল। **লজ্জা দৃষ্টি হরিল**—চক্ষুলজ্জা সঙ্কুচিত করিল ; তুল°—'লাজের মাথা খাইল'।

কি না—কেমন বা কোন্‌। (না' প্রশ্নে)। **বিধি**—বিধ বা বিধাতা। **আগ**—দে° প্রা°। ওগো। **কি না বিধি আগ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, আমার কপালে কেমন বিধ (লেখাই) লিখিল! অথবা কোন্‌ বিধাতা আমার অদৃষ্ট-লিপি লিখিল ?

২। **শয়াণে**—শয়নে, শয্যায়। **ভাগিনা সদৃশ** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) শয্যায় ভাগিনা অতিশয় বাধে। **কুঞ্জময়াণে**—মদন-কুঞ্জে, রতি-বিলাসে। 'অলপে অলপে করহ নিধুবন' বাক্যে নি ধু ব ন শব্দ তুল°। ময়াণ—প্রা° মঅণ'।

৩। **বুলুক**—বলুক। **মণ**—প্রা°। মন। **দানের আন্তরে কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—কানাই মাশুলের জন্য যাহা বলিবার (স্বচ্ছন্দে) বলুক। আর দান লওয়া যদি অভিপ্রেত না হয়, তবে এ প্রযত্ন কেন।

পৃ° ২১

তিখবাণী—খর বাক্য, মর্ম্মান্তিক কথা। তিখ—প্রা° তিক্‌খ (তীক্ষ্ণ)। **বিগুতিলে**—উৎপীড়িত করিল।

৪। **মোকে**—আমার পক্ষে। **লাগি**—নিমিত্তার্থক অব্যয়। লাগিয়া' এই অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রমশঃ বিভক্তি-বাচক অব্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ষষ্ঠ্যন্ত পদের ব্যবহার হয়। বা° √লাগ্; বিশেষ্য, লাগ,' নাগাল' বা লাগাল'।

১। **আক্ষে ত**—ত' অবধারণে। **রাজ**—প্রা° রাঅ' (রাজন্)। **বারে বারে রাধা** ইত্যাদি—রাধা, তুমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছ, 'আমি তোমার মামী'। আমার [পরম] শত্রু রাজা কংস, তুমি আমার সহিত সম্বন্ধযুক্ত শুনিয়া, তোমায় বিনষ্ট করিবে। **বুলিএ**—বলা হয় বা বলে। **সিআনী**—বিদ্যাপতিতে,—

দুহু এক যোগ টহকে কহ সয়ানি।
সুন্দরী হে তোঁ সুবুধি সেয়ানি।

চতুরা।

ভিড়ি—√বেঢ়' (বেষ্টনে) > ভেড়, > ভিড়্। জড়াইয়া, বেষ্টন করিয়া।

২। **ভইল**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। হইল। **পড়িহাসে**—গা° স'তে পড়িহাসই (প্রতিভাসতে)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

যতেক বলিল তিঁহ আমার গোচরে।
মনে পরিহাসে জদি করহ সাদরে॥

প্রতিভাসিত হয়, উদিত হয়। **নাগর**—বিদ্যাপতি নাগর শব্দের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন,—

গামক বসলে বোলিঅ গমার।
নগরহু নাগর বোলিঅ সঁসার॥

বিদগ্ধ। **জীউক**—বাঁচুক। **তাক দেখি উনমত** ইত্যাদি—তা' দেখিয়া পাগল হইলাম, আর কিছুতেই মন নাই। [একবারটি] বল, বিদগ্ধ কানাই তাহা স্পর্শ করিয়া প্রাণে বাঁচুক।

৩। **পাতসি**—পাতাইতেছ, স্থাপিত করিতেছ। **সে**—প্রা° ও স° হি'র সমান। **হারায়ি**—হারাইতে হয়। **মন থীর করি** ইত্যাদি—মন স্থির করিয়া আমার কথা শুন, লজ্জাতেই সব কাজ মাটি হয়। **শাঁচে**—ভবি° সংচই (সঞ্চিনোতি)। সঞ্চয় করিয়া রাখে। **পরিহরি**—প্রা° পৈ°এ পরিহরি,' পরিহরিঅ (পরিহৃত্য)। পরিত্যাগ করিয়া। **আপণা**—চর্য্যাপদে আপনা'। আপনাকে। **বঞ্চে**—বঞ্চনা করে, প্রতারিত করে। **আনেক সময় যৌবন** ইত্যাদি—অনেক সময় দেখা যায়, যে স্ত্রীলোক আপনার শরীরমধ্যে যৌবন সঞ্চিত করিয়া রাখে (অর্থাৎ সময়োচিত সদ্ব্যবহার না করে), সেই অতি অল্পবুদ্ধি ভোগ-সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আপনাকে প্রতারিত করে। **তুল'**—

ধন অছইতে জে নহি ভোগএ
তা মনে হো পচতাব।
জউবন জীবন বড় নিরাপন
গেলে পলটি ন আব॥
বিদ্যা, পৃ° ৩৮৭

৪। **সে**—অবধারণে, তুল° 'রুক্মিণি করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার' (চণ্ডিকাবিজয়)। **ভালী**—স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। উত্তমা। **যাহার যৌবন নর** ইত্যাদি—যে স্ত্রীর যৌবন পুরুষে উপভোগ করে, সেই রসিকা রমণীই উত্তমা। ফুটন্ত মল্লিকা ফুল ভ্রমর-সমাগমে যেমন শোভা ধারণ করে, পুরুষসঙ্গতা নারী তেমনই এক প্রকার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। **নিরাসে**—নিরাশ।

১। **মান**—মান্য কর, গ্রাহ্য কর। **মোত**—ত' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

যে আজি অর্জ্জুনে দেখাইয়া দিব মোত॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

শীঘ্র বেগে গৈয়া সুমিত্রাত স্নান দিলা।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনি রঘুপতি পাছে ব্রহ্মাত বদতি।

আমায়। **তোর বোল মোত**—তোমার আমায় শালী বলা শোভা পায় না অর্থাৎ যুক্ত হয় না।

তভোহোঁ—কবীন্দ্র পরমেশ্বরকৃত ভীষ্মপর্ব্বে—

তবেহো জিনিতে নারে পাণ্ডুর নন্দন ॥

তথাপি। **যদি গাঙ্গ উজান** ইত্যাদি—গঙ্গা যদি উর্দ্ধ-গামিনী হন, তথাপি তোমার কথা হইবে না,—কিছুতেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।

উজান—[উদ্, উর্দ্ধ-যান, গমন।] স্রোতের বিপরীত গতি।

২। **তাহাকো**—দ্বিতীয়ার্থে প্রযুক্ত এই কো' প্রত্যয় হিন্দীর অনুরূপ। মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পূর্ণচন্দ্রমাকো যিনি বদনর কান্তি।

আছিদর—স° ছিত্বর', ছিম্বর'। ধৃষ্ট, চপলমতি। **জাহ**—প্রা°। যাও।

৩। **যাক**—যাহাকে। **উপভোগে**—ক্রিয়াপদ। **রস**—মনঃপ্রীতিবিশেষ। **পরার**—পরের। **রস নাহিঁ পরার** ইত্যাদি—পর পুরুষে সুখ নাই, যাহার উপভোগ দ্বারা কুলকে নষ্ট করে [মাত্র]।

৪। **পাপত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। মাধব-দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বল বীর্য্যে ধৈর্য্যে দিক দেবতাত করি ॥

ঘোর তপ আচরি ব্রহ্মাত শৈব বর।

কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডে,—

রাজাতে বিদায় মাগে ভরত কুমার। (পুথি)

পাপ হইতে।

পৃ° ২২

সতীত্বং তব বিজ্ঞাতম্ ইত্যাদি—রাধিকে, তোমার সতীপনা জানা গিয়াছে, এখন আমার [প্রাপ্য] শুল্ক গণনায় মনোনিবেশ কর।

২। **আহুট**—অর্দ্ধমাগধী অদ্ধুট্‌ঠ', প্রা° অড্‌ঢুট্‌ঠ' (অর্দ্ধ-চতুর্থ); মৈ' অহুঠ' (বর্ণরত্নাকর), হি° হৌঠা, পঞ্জাবী উঠা', রাজস্থানী উঠা', ম° ঔঠা'। গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবরে ॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

আউট হাত ঘরখানি তাহে দশ দ্বার।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

আউঠ হাথের কেশ এক গোটা বেণী।

৩। **এহাত**—ইহাতে। **লক্ষক**—এক লক্ষ, লক্ষৈক।

৪। **চামর জিণিআঁ** ইত্যাদি—তুল' চামরক জিনিয়া প্রকাশে কেশচয়' (মা°, ক°, অরণ্য°)।

৫। **সিসের**—সিঁথার, শীর্ষের।

৬। **নির্ম্মল শশি** ইত্যাদি—তুল° 'সরদ সসধর সরিস সুন্দর বদন' (বিদ্যাপতি)। **লেখোঁ**—লেখি, গণনা করি।

৭। **নীল উতপল তোর নয়নে**—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।

পাঞ্চ—চর্য্যাপদে ও বর্ণরত্নাকরে ; দীপিকা-ছন্দে,—

পাঞ্চ তত্ত্ব পাঞ্চ রস পাঞ্চ গুণ সার।

পাঁচ।

৮। **তোহোর**—চর্য্যাপদ প্রভৃতিতে। তোর' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। **সাত**—প্রা° সত্ত' (সপ্ত)।

১০। **শোহে**—প্রা° পৈ°এ সোহে' (শোভন্তে)। **আঠ**—প্রা° অট্‌ঠ'। অষ্ট। **এহার দান** ইত্যাদি—ইহার দান লাখেরও বেশী।

১৪। **জিণে**—প্রা° জিনই' (জয়তি)। জয় করে। **বার**—প্রা° বারহ'। দ্বাদশ।

১৫। **তের**—প্রা° তেরহ'। ত্রয়োদশ। **ধনে**—মুদ্রা বা তৎস্থানীয় বস্তু।

১৬। **ত্রিবলি মাঝা**—ত্রিবলিযুক্ত মধ্যদেশ। নাভির উপরিস্থ রেখাত্রয়কে ত্রিবলী বলে। **চৌদ্দ**—প্রা° চউদ্দহ', চোদ্দহ'। চতুর্দ্দশ।

১৭। **পাট**—প্রা° পট্ট। পীঠ। **চৌষাঠ**—প্রা° চউসট্‌ঠি'। চৌষট্টি, চতুঃষষ্টি।

২১। **আনন্ত**—খুব সম্ভব, কবির প্রকৃত নাম অনন্ত' এবং ডাক-নাম চণ্ডীদাস'।

১। **ঘাট**—মাশুল গ্রহণের স্থান। **আগোলসি**—বা° √আগল'। স° অর্গল' (?)। আগ্‌লাইতেছ, অবরোধ করিতেছ। **খড়ি পাড়**—অঙ্কপাত করিতেছ, হিসাব করিতেছ। **কপট নাট**—দানকেলিকৌমুদীর টীকায় কৌটিল্যনাট্যম্‌', চৈতন্য-ভাগবতাদিতে কুটিনাটী'। চাতুর্য্য। নাট—প্রা° নট্ট' (নাট্য)। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে, 'সব নাটের গুরু কালা'। রঙ্গ। **টাটে**—দুঃখে, কষ্টে; বিপদে। **মিছা খড়ি পাড়** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা চাতুর্য্যজাল বিস্তার করিয়া দা‚ র গণনা করিতেছ। কংস এ কথা শুনিলে সঙ্কটে পড়িবে.

ঝগড়—দেশী প্রা°; অস° জগব'। অপরাধ, ত্রুটি। **পাঁজী পুথা**—সহচর শব্দ। পুথী—প্রা° পোথী'; পারসিক পোস্ত' (চর্ম্ম)। **চিরিবোঁ**—দ্বিখণ্ডিত করিব।

২ **রাখোআল কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, তুমি রাখাল, এরূপ বলা তোমাকেই শোভা পায়। (তাৎপর্য্য) এরূপ অশিষ্ট ও অসঙ্গত কথা বলা তোমার ব্যবসায়ের উপযুক্ত বটে। **পাইএ**—পাই।

চরিতেঁ—আচরণে। **তো**—চর্য্যাপদে। তুমি। **নাসিলি**—নাশ করিলে। **এ সব চরিতেঁ** ইত্যাদি—এই সকল আচরণে তুমি ইহ-পরকাল নষ্ট করিলে। **মুগধেঁ**—মূঢ়। **কৈলে**—করিলেক, করিল।

৩। **মিছে**—চর্য্যাপদে মিছেঁ'। **চক্র**—কপট যুক্তি। **বাখান**—প্রা° বক্‌খাণ,' ব্যাখ্যান। **মিছে কেহ্নে চক্র** ইত্যাদি—কানাই, বৃথা কেন কপট যুক্তি প্রদর্শন করিতেছ? **কথাঁহো**—হি° কতহ। কোথাও, কুত্রাপি। **শুনী**—শ্রুত হয়। **বসে**—ধার্য্য বা নিরূপিত হয়। **সি**—বাক্যালঙ্কারে। সে।

৪। **চিহ্ন**—চেন, জান।

পৃ° ২৩

১। **খঞ্জন জিণিআঁ** ইত্যাদি—খঞ্জনের গতিকে নিন্দা করে। প্রাচীন পদে,—

> অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ
> খঞ্জনগতি হারি······
> খঞ্জনগতি গরব ভঞ্জ
> অঞ্জনযুত নয়নকঞ্জ···

রাগ—(রক্ত) বর্ণ। **পরিহরী**—পরিহার কর ব করিতেছ। **তোহ্মাতে**—তোমাতে। **মজিল**—মুগ্ধ।

২। **তথিত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার। তুল° 'নাভি-সরোবর তথির উপর তনুরুহাঙ্কুর দাম' (কবিকঙ্কণ); 'ত্রিনয়ন হল শিব তথির কারণে' (মাণিকের ধ° ম°)। **হার মঞ্জরী**—মুক্তারচিত হার, অথবা হারযষ্টি। হার' শব্দ সংস্কৃত-সম।

৩। **গোবিন্দ**—কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের নামবাচক গোবিন্দ শব্দটি গোপেন্দ্র শব্দের অপভ্রংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। **চখুতে**—প্রা° চক্‌খু'; কামতা-বিহারী ভাষায় চখু'; তে' বিভক্তি-চিহ্ন। **নাইসে**—আসে না। **ঘুচাআঁ**—বা° √ঘুচ্‌ দূরীকরণে; অস° √গুচ্‌। সরাইয়া, অপসারিত করিয়া। **কোল**—প্রা°। আলিঙ্গন। **লাগু**—লাগুক। **হিলোল**—হিল্লোল, তরঙ্গ।

৪। **পাইএ**—প্রা° পাবিঅই' (প্রাপ্যতে)। পাওয়া যায়। **যোগ**—যোগে, মিলনে। **জাইএ**—যাওয়া যায়।

১। **মুদিত**—মুদ্রিত, মোহরাঙ্কিত। **প্রথম যৌবন মোর** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন এবং তাহা মোহরাঙ্কিত (অর্থাৎ বদ্ধ ভাণ্ডারসদৃশ; তাহা হইতে বাহ হওয়া সোজা নয়)। তুল° 'মোহরে মুদল অছ মদন ভ'ড়ার' (বিদ্যাপতি)। **নে**—লও। **বেরি এক**—একবার, বারেক। **দে**—অপ° প্রা°। দাও।

সুরতি—কামকেলি। **ধারো**—ধারি, ঋণী হই **লইভেঁ**—লইবে-হেঁ; লইবে।

২। **ফুরে**—প্রা° ফুরই' (স্ফুরতি) স্ফুরিত হয়, উদয় হয়। **মরী**—মরে বা মরিতে হয়। **গোহারী**—পূর্ব্বে গোআরী'। বিদ্যাপতিতে,—

> অধিপক অনুচিতে কিছু ন গোহারি॥

কাতর প্রার্থনা, অভিযোগ।

৩। **পথত**—পথে।

১। **বিকচ**—বিকসিত। **যুতী**—'কান্তি সোভা জুতি ছবি' অভিধানপ্পদীপিকা। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

> কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

বৃন্দাবনদাসের আনন্দ-লহরীতে,—

অঞ্জন বসন জুতি কিছু শ্বেত সাজে। (পুথি)

কবিকঙ্কণে,—

হেম জিনি দেহজুতি···

জ্যোতিঃ, দ্যুতি। **লোটাইল**—ক্রিয়াবিশেষণ। লুণ্ঠিত, অনুলিপ্ত। **গজমুতী**—গজকুম্ভজাত মোতি। আট প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুক্তাই উৎকৃষ্ট। **মুত্তি**—প্রা° মোত্তা', মোত্তী' (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব)। **মাণিক জিনিআঁ তোর** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ফুললি মঞ্জরি ফুল সিন্দুর লোটাএল
পাঁতি বইসলি গজমোতি রে॥
অধরক সীম দসন কর জ্যোতি।
সিন্দুরক সীম বেসাউলি মোতি॥

২। **তথি**—তাহাতে; তত্র। **সোআথ**—বিদ্যাপতিতে,—

রহিতে সোয়াথ নাহি নৌতুন লেহ।
(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে,—

সুখ হেতু বেযাকুল না পায় সোয়াস্ত॥

স্বস্তি, শান্তি। কেহ কেহ স্বাস্থ্য' অর্থ করেন। **তা দেখিআঁ সব** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া সর্ব্বক্ষণ অস্বস্তিতে আছি।

৪। **কনক নিকস সম** ইত্যাদি—তোমার দেহের লাবণ্য-জ্যোতি কষিত কাঞ্চনের ন্যায়। তুল°—'কনযা নিকষ তোর দেহ কাঁতী' (পৃ° ১৯)। **ভোল গেল**—মুগ্ধ হইল, মোহ প্রাপ্ত হইল। **নান্দোবালা**—নন্দসুত, শ্রীকৃষ্ণ। **সাধিএ**—তৎসম √সাধ্ কর্ম্মবাচ্যে। সাধা হয়।

১। **জাইএ**—যাই, যাইতেছি। **বাটোআড়**—প্রা° বট্‌-বাডণ' (বর্ত্মপাতন)। পথদস্যু।

পৃ° ২৪

কথাহো—কথাও।

২। **নহু**—হইও না। **বিকল**—বিহ্বল, বিবশ। **থাক**—বা° √থাক্ (প্রা° থক্ক)।

৩। **তিল এক মোর** ইত্যাদি—তিলেকের তরেও রতি-বিলাসের ভাব আমার মনে উদয় হয় না। অথবা রতি-কেলিতে আমার একটুমাত্র মন নাই।

১। **সহজেঁ**—স্বভাবতঃ। **আড়**—অন্তরাল। **পশুআ**—মূর্খ। **আছু**—বা° √আছ্ (অস্); আছুক, থাকুক। **ভোলা**—ভ্রান্ত, বিচলিত।

পথে-বিরোধে—পথ অবরোধ করিতেছে। **খঙ্গ**—মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

ভৃগুপতি রামে পাচে শুনি ধনুভঙ্গ।
পন্থ নিষেধিবা আসি করি মহা খঙ্গ॥
সবংশে নাশিবে পুনু মোর ভৈলে খঙ্গ॥

অস° হেমকোষে খং'। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে খং, খঙ্' শব্দ প্রচলিত। কোপ, ক্রোধ।

২। **উইল**—পূর্ব্বে উইল। উদিত হইল। **সুরুজ**—সূর্য্য।

৩। **আদভুত**—অদ্ভুত। **সুর**—প্রা° সুর'। সূর্য্য। **পএর**—প্রা° পঅ'; এর' বিভক্তি-চিহ্ন। **করে চুরে**—চূর্ণ করে অর্থাৎ এখনই চূর্ণ করিবে।

৪। **সি**—(সে), অবধারণে। **গিএ**—পদ্মাবতিতে গিঅ, গিয়া। গলায়, গ্রীবাতে।

১। **লুনীর**—প্রা° লোণী', লোণীঅ'; ম° লোণী; র' বিভক্তিচিহ্ন। চৈতন্যভাগবতে,—

লুণীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥ (মধ্য,° ৩য় অ°)

নুনীর পাঠও দৃষ্ট হয়। ননীর, নবনীর। **রৌদে**—রৌদ্রে, সূর্য্যকিরণে। **দাণ্ডায়িলেঁ**—দাঁড়াইলে। **মিলাওঁ**—মিলাইয়া যাই, গলিয়া যাই। **লুনীর পুতলী যেহ্ন** ইত্যাদি—তুল°—

নুনিক পুতলি তনু তায়।
আতপ তাপে মিলায়॥ (বিদ্যা°)

পালিবোঁ—পালন করিব। **মোয়ে**—বিদ্যাপতিতে মঞে', আমি। **ডরাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে,—

তেবে কিয় আমি ইটো পক্ষীক ডড়াও॥

নরোত্তমকৃত সারসত্যকারিকাতে,—

অতি গুপ্ত কথা এই কহিতে ডরাঙ · (পুথি)

ভয় পাই, ভীত হই।

হরি হরি—হায় হায়। **নিদয়া**—প্রা° নিদ্দয়'। নির্দ্দয়। **আইলো**—বিশারদকৃত বিরাটপর্ব্বে,—

আইলো ধনুগণ তোমার কিঙ্কর।

আজ্ঞা কর বিপক্ষেক করিয়ে সংহার॥

আইলাম, আসিলাম।

২। **পিন্ধিবোঁ**—পরিধান করিব। **সিসত**—সি থাতে, শীর্ষে।

পৃ° ২৫

বাহের—প্রা° বাহ' (বাহু): সি বাঁত: এর বিভক্তি-চিহ্ন।

৩। **ঘরত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। ঘর হইতে। **বাহির**—'বহির্ভূতে বহিরং বাহিরং' প্রা° স°। **নহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্ত্রীবৈরী পিতৃবৈরী সীমাবৈরী নহোঁ।

লঙ্কাকাণ্ডে—

তুমি যেন শক্তি আমি নহোঁ হেন ঠান।

নই, হই না। **দুলালী**—প্রা° দুল্ললিঅ' (দুর্ল্ললিত)। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে,—

বাপের দুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্জলি দিলি···

চৈতন্যমঙ্গলে 'তাহে বাপের দুলাল নহ', কেতকাকৃত মনসার ভাসানে 'তুমি দুলাল বহিনী'। আদরের পাত্রী, আদরিণী।

৪। **সাত পাঁচ সখি** ইত্যাদি—(কবির উক্তি)। সখি (বড়াই গো), ভাল মন্দ উভয়বিধ শুনিয়া, বাসলী উপাসক এবং চণ্ডীদাস নামে পরিচিত অনন্ত বড়ু রাধার ভাষায় এই গীত গান করিল। অথবা—সখি, রাধার কথিত ভাল-মন্দ বাক্য শুনিয়া বাণীর উপাসক ইত্যাদি।

———

১। **খণ্ডে**—ক্রিয়াপদ।

২। **নীল কুটিল** ইত্যাদি—তুল° 'নীল কুটিল ঘন মৃদু দীর্ঘ কেশ' (পৃ° ৩)। **আদিত**—আদিত্য, সূর্য্য। **শিথে**—সিঁথায়, সীমন্তে। —**প্রভাত আদিত** ইত্যাদি—

তুল° সিঁতির সিন্দুর তার অরুণ প্রচার॥ (কৃ° উ°)

৩। **ভ্রূহি কাম ধনু** ইত্যাদি—জয়দেবে 'ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি বাণাঃ'। তোমার ভ্রূপল্লবই কামের ধনু এবং (কুটিল) কটাক্ষই বাণস্বরূপ। **নালিক যন্ত্র**—নলাকার যন্ত্রায়ুধ।

——

১। **সব গোপ** ইত্যাদি—সমস্ত গোকুলবাসী যাহাকে সম্ভ্রম করে।

দিহলি—দিও।

২। **বুইলে**—বলিল। **সে বচন** ইত্যাদি—সে কথা কানে শোনা যায় না; অর্থাৎ শুনিবার একান্ত অযোগ্য। **খাঅঁ**—প্রা° খাইঅ' (খাদিত্বা)। **তিন লোক** ইত্যাদি—জগৎসংসারের অহিত করিতে কানাই মহাদানী সাজিয়াছে।

৩। **বিকি জাইএ**—বেচিতে যাইতেছি। **পার**—'পারং (পবম্‌হি তীরম্‌হি)'—অভিধানপ্রদীপিকা। দূরবর্ত্তী তীর। **বেভার**—বিদ্যাপতিতে; 'কৃত্তিবাসে ব্যাভার', 'অবেভার'। ব্যবহার। **বাণিজারে**—শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে; বিদ্যাপতিতে বনিজার'। বণিক্। **হেন হএ বড়ার** ইত্যাদি—বড়র এমনই আচরণ বটে, মামীকে পণ্যবিক্রয়িত্রী পাকড়াও করিল!

৪। **খাওঁ**—অপ° খাউ', প্রা° খামি', অথবা খাআমি' (খাদামি); প্রাচ্য হিং খার। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্য-কাণ্ডে,—

মানুষী সীতাক এতিক্ষণে মারি **খাওঁ**।

খাই। **পাস**—প্রা°। পার্শ্ব। **কার পান চুন** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) কাহার কাছে ক্ষুদ্র বিষয়েও ঋণী নই বা কাহারও নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থীও হই নাই।

পৃ° ২৬

১। **কৃপিণের**—

রামচরিতমানসে,—

মনহু কৃপিন ধনরাসি গরাঁঈ॥

বিদ্যাপতিতে,—

কৃপিন পুরুষকে কেও নহি নিক কহ

জগ ভরি কর উপহাসে।

কৃপণের। **পোটলি**—প্রা° পোট্টল'; ক্ষুদ্রার্থে ই' প্রত্যয়।

৮° উ'এ পুস্‌লি,' শ্রীকৃ বি এ পাটলা'। গাঁঠরী। **বিলাহ**—বিতরণ কর।

২। **আম্বু**—প্রা অম্ব'। আমগাছ। **জাম্বু**—'অলং এতেহি অম্বেহি জম্বুহি পণসেহি চ'—সুংসুমার-জাতক ; 'জম্বু (ত্থ) জাম্ববং জম্বু'—অভিধানপ্রদীপিকা। জামগাছ। **মুকুলিল**—[মুকুলিত + ইল]। ডাল—মাগধী ডালগং' ; প্রাকৃতলক্ষ্মীতে ডাল্লা' ; দেশী নামমালায় ডালী' ; চর্য্যাপদে ডাল'। শাখা। **বিশ্বকর্ম্মে**—দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা।

৩। **হেনস**—হেন-সে বা হেন-ই। **আলপাউ**—অলাবু, অস্থায়ী। **গড়িলে**—গত হইলে। **লাউ**—প্রা° অলাউ', লাউ' (অলাবু)। বস্তুতঃ অলাবু' শব্দটা কোল (অস্ট্রিক্)-মূলক। **যৌবন গাড়লে** ইত্যাদি—যৌবন চলিয়া গেলে তোমার দেহ খোলাসার হইবে। **পাণি**—প্রা পাণিঅ' (পানায়)। **পাণির ফোটা**—জলবিন্দুর ন্যায় (ক্ষণস্থায়ী)। **খোঁটা**—[সং কূট(ক), J. T. Platts.] কুৎকমজস্থ নিন্দাবাদ অপবাদ।

পরিভাবি—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

ত্রিশিরার বোলে খর মনে পরিভাই।

পরিচিন্তন করিয়া, বিচার করিয়া।

——

১। **মারিহে**—মারিবে। **রাখিব**—রক্ষা করিবে। **আবিচারে**—বিনা অনুসন্ধানে, বিনা বিতর্কে।

২। **বল করে**—বল প্রকাশ করে। **আগেঁ**—প্রা° পৈ°এ অগ্‌গে'।

৩। **পো**—প্রা° পোঅ'। পুত্র।

ভুজিবি—ভুঞ্জিবে, ভোগ করিবে। **লিখিত**—দণ্ডনীতি-বিহিত, নির্দ্ধারিত। **মতিমোষে মোক কর** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিতেছ, এ জন্য বিহিত দণ্ড ভোগ করিবে।

৪। **পুরাণ**—সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, এই পাঁচ লক্ষণযুক্ত মুনি-প্রণীত শাস্ত্রবিশেষ, যথা—"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।" **বেবথা**—ব্যবস্থা। **সাহ**—সাধ, সংগ্রহ কর।

১। **পরাশর**—ব্যাসদেবের পিতা এবং কলি যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। **বিশাল**—বিখ্যাত। **জাণী**—জানে, অবগত আছে। **মীন**—খন্দ ও কানাড়ী।

আতত—প্রা° অতত্ত' (অতন্ত্র)। কল্পিত, উদ্ভাবিত। [সং আতত অর্থে বিস্তৃত, বর্দ্ধিত।] **সমত**—সম্মত, অনুমত।

২। **রম্ভা**—স্বর্গের নর্ত্তকী। **রমন্তি**—রমণ করেন। **শান্তনু**—(শান্তনু) চন্দ্রবংশীয় নরপতি, ভীষ্মের পিতা।

৩। **বসে**—সঞ্চিত হয়।

৪। **সতীপণ**—[<সতী প্পণ (ত্বন)] সতীপনা, সতীর ভাব বা আচরণ।

——

১। **তারাক**—বৃহস্পতির ভার্য্যা তারাকে। **আজ্ঞাপিহো**—প্রাচীন বাঙ্গালাতে অজ্ঞাপিও,' যদ্যপিও' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আজও।

পৃ' ২৭

পরচরে—প্রচার করে, ঘোষণা করে। **আহল্যাক**—অহল্যাকে। ইনি গৌতম ঋষির পত্নী। **সুরবরে**—ইন্দ্র। **সহস্রেক**—এক সহস্র।

বোলন্তি—ছুটি খানের অশ্বমেধপর্ব্বে,—

মুনির বচনে রাজা পুনিহ বোলন্ত।

জগন্নাথদাসের ভাগবতে,—

কেহি বোলন্তি ভগবান।

নির্ম্মল পরমার্থ জ্ঞান॥ ১ম স্ক,° ২য় অ°।

বোলন্তি গুণ সুদর্শন।

বখত্তু পাণ্ডব জীবন॥ ম স্ক,° ৮ম অ°।

বলেন, বলিতেছেন।

২। **ভাই**—প্রা° ভাআ,' ভায়া'। **তিলোত্তমা**—স্বর্গ-বেশ্যা। বিধাতা, সুন্দ উপসুন্দনামক অসুরদ্বয়ের বিনাশ-হেতু সমুদায় রত্নের তিল তিল লইয়া ইঁহাকে নির্ম্মাণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম তিলোত্তমা। **মযিলা**—মরিল। **সুম্ভ নিসুম্ভ**—চামুণ্ডা-যুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য-ভ্রাতৃদ্বয় দেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়।

৩। **চৌ**—প্রা° চউ'। চারি। **লঙ্কার**—লঙ্কা' শব্দ কোল (অস্ট্রিক)-মূলক। অনেকে মনে করিতেন

এবং এখনও করেন, **লঙ্কা** ও সিংহলদ্বীপ অভিন্ন। বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবত(৫ম স্ক°, ১৯ তম অ°), মার্কণ্ডেয়পুরাণ (৫৮ তম অ°), মহাভারত (সভা,° ৩০তম অ° , বন°, ৫১তম অ°), বৃহৎসংহিতা (১৪শ অ°) প্রভৃতি গ্রন্থের উক্তি হইতে দ্বীপদ্বয়ের পৃথক্ত্বই প্রতিপন্ন হয়। বায়ুপুরাণে ভুবন-বিন্যাস (৪৮তম অ°) প্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের চারি পাশে যে ছয়টি দ্বীপের উল্লেখ আছে, মলয়দ্বীপ উহাদের অন্যতম এবং ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ের বিবরণানুসারে লঙ্কার অবস্থান বিষুবরেখার সন্নিহিত প্রদেশে ও অবন্তীর প্রায় সমদ্রাঘিমান্তর (longitude) ইত্যাদি হেতুবাদে পণ্ডিত ভদ্র (V. H. Vader) মহোদয় উক্ত মলয়দ্বীপস্থ (আধুনিক মালদ্বীপ ত্রিকূট পর্ব্বতের কোন এক সুরম্য সানুদেশে লঙ্কাপুরীর নির্দ্দেশ দেন। অধিকন্তু এই অনুমান রামায়ণের বর্ণনার প্রতিকূল নহে। নৈসর্গিক উৎপাতে রক্ষোরাজ রাবণের রাজধানী এক্ষণে সমুদ্রগর্ভগত। ভূতত্ত্ববিদ্যাও উহা সমর্থন করে। [I. H. Q. Vol. II, no. 2]।

তেঁহো—সেও। **কহে**—প্রা° কহই' (কথয়তি)।

৪। **পরিভাউ**—ভাবিয়া দেখুক ; বিচার করুক। **তেজু**—ত্যাগ করুক।

১। **বেকত**—ব্যক্ত। **বিজুলি**—প্রা° বিঃ **নীল জলদ সম** ইত্যাদি—[তোমার] কেশকলাপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘসদৃশ, তাহাতে চম্পক-মালা ব্যক্ত বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ বর্ণের পর্য্যায় ;—'নীল কণ্হা সিতা কালো মেচকো সাম সামলা'—অভিধান-প্রদীপিকা।

২। **শিশত**—সিঁথাতে, শীর্ষে। **কাম সিন্দুর**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—'কাম সিন্দুরের বিন্দু কপালে সুন্দর।' বিলাস-ভবন অর্থে কামটুঙ্গী' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। উদ্দীপক সিন্দুরবিন্দু। **উয়ি গেল**—উদিত হইল।

৩। **ললাটে তিলক** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে 'অলকে তিলকে সসধর তুল'।

৫। **যেহেন খঞ্জন**—যেন খঞ্জন (Motacilla alba) পক্ষী। আকারগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

৬। **কলা**—কান্তি।

৭। **কোক যুগলা**—চক্রবাকমিথুন।

৮। **কুহরা**—গহ্বর, কন্দর।

৯। **প্রেয়াগ**—কোন দুই নদীর সঙ্গম না হইলে প্রয়াগ হয় না। সঙ্গমস্থলে নদীর গভীরতা প্রায়শঃ অধিক হয়। প্রয়াগ-সংখ্যা পাঁচ,—এলাহাবাদের বটপ্রয়াগ এবং হিমালয় প্রদেশস্থ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দ-প্রয়াগ। সর্ব্বত্রই নদীখাত গভীর। **উপামা**—উপমা।

১০। **মন্থর গমনে** ইত্যাদি—দেহযষ্টি বা মাজা ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে ধীরে ধীরে যাইতেছে।

১১। **অমরপুরত নাহিঁ** ইত্যাদি—স্বর্গে এমন সুন্দরী নাই। বিধাতা জীবজগতে সোনার পুতলী নির্ম্মাণ করিলেন।

১২। **দেবাসুরেঁ মহোদধি** ইত্যাদি—দেবতা ও অসুরে তোমার জন্য সমুদ্র মন্থন করিল। **তোহ্মারে**—নিমিত্তার্থে চতুর্থী।

১। **কাঁচ কনয়া**—কাঁচা সোনা। **তোরে**—তোমার নিমিত্ত।

২। **সংঘাত**—সঙ্ঘাত, সমষ্টি। **কুণ্ডলে আদিত্য** ইত্যাদি—কুণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্য বহুসংখ্যক সূর্য্যের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। **পরিমল**—কুঙ্কুমাদি বিলেপনের বিমর্দ্দনজনিত (গাত্র)-গন্ধ ; 'বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে'—অমর। **রাখ**—রক্ষা। **বিষহরি**—বিষভরি, বিষে ভরা বা বিষপূর্ণ। **জাণল**—জানিলাম। **সুরজনে মোহে পুরজনে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার রূপ, চেষ্টা ও বেশভূষাদি দেবতার মোহ উৎপাদন করে, মানুষের রক্ষা কোথায় ? বস্তুতই তোমার দৃষ্টি তীব্র বিষ উদ্গিরণ করে।

৩। **সুররাজ গজকুম্ভ** ইত্যাদি—স্তনদ্বয় বৃহৎ ও শ্বেতাভ। **তেলানী**—২৪ পরগণার প্রাদেশিক। 'তেলারণীতি খ্যাতায়াম্ ঋজীষদ্বয়ম্।' টী° স°। তোলো' জাতীয় ছোট হাঁড়ী। **লাবণ্য জল**—কান্তি জলের ন্যায় তরল, স্নিগ্ধ ও দীপ্তিবিশিষ্ট। ঢল ঢল রূপ। **অমূল**—অমূল্য। **বাজেয়**—বাজে, ধ্বনিত হয়।

পৃ ২৮

৪। **আয়ী**—প্রা অজ্জিআ' (আর্য্যিকা); অস° আই', ম আঈ'। অধ্যাপক Guneএর মতে মাতৃবাচক আঈ শব্দ দ্রাবিড়। চৈতন্যভাগবতে,—

প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥

বাসলা আয়ী' বহুব্রীহি সমাস; তুল', কাণেলীমাতঃ', গার্গীমাতঃ', নদীমাতৃক' প্রভৃতি।

১। **বাখানী**—বাখান করে, প্রশংসা করে। **বিবুধি**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

বিবুদ্ধি লাগিল ইন্দে না চিনে আপনা।

দুর্বুদ্ধি।

২। **যশোদাএ**—এ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **মাগ**—প্রার্থনা কর। **আলাগন**—অসংলগ্ন। **হেন আলাগন** ইত্যাদি—এরূপ অসম্বদ্ধ কথা কোথায় (কোন্ রাজ্যে) শুনা যায়? **তোহ্মার মুখত** ইত্যাদি—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তোমার মুখে নাহি লাজ।

৩। **রসত**—ত পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **এহা দেখি রসত** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া কেলি-বিলাস হইতে মনকে তফাত কর অর্থাৎ তাহার আশা ছাড়। **সাজ**—সজ্জিত, পরিপূরিত। **রূপস শরীর মোর** ইত্যাদি—কেআ ফুল যেমন ধূলিপূর্ণ, আমার সুন্দর দেহও তেমনই রসহীন, কোন কাজের নয়।

৪। **রহাঅসি**—আটকাইতেছ, [বলপূর্ব্বক] অবস্থান করাইতেছ। **কচাল**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ভাল মত জান তোরা কোচাল করিতে॥

বৃথা বাক্‌কলহ; কচাকচী' (চুলাচুলি) শব্দ তুল°। **ঘুচাহ কচাল** ইত্যাদি—কথা কাটাকাটিতে ক্ষান্ত দাও, আমার আশা ত্যাগ কর।

১। **ইথে**—প্রা° এথ,' ইথ' (অত্র)। বিদ্যাপতিতে,—

ইথে যদি কেও করএ পরচারী।

জাণে—প্রা° জাণই' (জানাতি)।

২। **পরিভাব**—পরিচিন্তন কর, ভাবিয়া দেখ।

৩। **থিতী**—প্রা° থিতি'। স্থিতি।

৪। **সেহো**—সেও, সে আবার। **ভুঞ্জ**—ভোগ কর। **আহ্মা সমে** ইত্যাদি—আমার সহিত বিলাস কর।

১। **নটক**—নটের বা নষ্টের আচরণ, ত্রুটি। **মাথা**—প্রা মথা'। **গোচরিআঁ**—গোচর করিয়া। **জেন**—প্রা°। যেমন।

বড়ায়ি—বড়ই, অত্যন্ত। **চৌহালীনী**—আনন্দময়ী, আমোদপ্রিয়া, ক্রীড়ানুরক্তা। হি° চুহলী', চুহলিয়া' শব্দ তুল°।

২। **লৈল**—লইলে। **সুবন্নের**—প্রা° সুবন্ন', সুবর্ন, (সুবর্ণ); এর' বিভক্তিচিহ্ন। **দেখিআঁ**—অপেক্ষার্থে। **ভুঞ্জিতেঁ**—ভোগ করিতে। **পাই**—পায়। **বাড়ি**—ও' বাড়' শব্দ তুল°। **খাই**—প্রা°। খায়। **বান্ধিল**—বাঁধা, বন্ধন। **জাই**—প্রা°। যায়। **দেখিতেঁ সি পাইএ কাহ্নাঞিঁ** ইত্যাদি—কানাই, [আমার রূপ-যৌবন] দেখাই সার, ভোগে আসে না; লাভে হ'তে বাড়ি খাবে আর বাঁধা যাবে।

৩। **বেআজ**—ছল। বিদ্যাপতিতে,—

কহ কহ সুন্দরি না কর বেআজ।
যত বোললহ তত সকল বেআজে॥

চিনহ—চেন, অবগত হও।

বিলেশয়বিষবিষদবিষমরাগাগ্নাগাবলী ইত্যাদি—সর্পবিষ হইতে অধিক বিষম অনুরাগ-অগ্নিতে আমার মন দগ্ধ, বিশুষ্ক; আমি তোমার বশীভূত হইলাম। হে রাধিকে, সেই হেতু আমাকে দ্রুত অধর-সুধা দান কর। হে আমার দুঃখনাশাভিলাষিণি, আশ্রিত জনের সুখেই মহতের সুখ হইয়া থাকে।

পৃ° ২৯

১। **খাআর**—খাও। **টুটুক**—√টুট্ (ত্রুট্) ভঙ্গে। ভাঙ্গুক, নির্ব্বাপিত হউক। **আনল**—অনল।

৫। **কাহো**—[কাক-হো]; কাহাকেও। **ডরাঅ**—ভয় করে।

৬। **ঝুনা**—প্রা° জুন্ন' (জীর্ণ) : সি' ঝুনো'। পাকা-শব্দ। **নারিকল**—কোল (অস্ট্রিক)-গোষ্ঠীর শব্দ। **আম্মাকে বল কৈলেঁ** ইত্যাদি—বাঁদর যেমন পাকা ও শুকনা নারিকেল হাতে পাইয়া কিছুই করিতে পারে না, আমার উপর বল প্রকাশ করিলে তুমি তেমনই কোন ফল পাইবে না। বড়ু ভণিতাযুক্ত একটা পদে,—

মাকড়ের হাথে নারিকল।
খাইতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল॥
(প° ক° ত, ১৩৯৮)

মৈমনসিংহ-গীতিকায়,—

বানরের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

৭। **ভাগিবোঁ**—ভাঁগিব, ভগ্ন করিব। **ধরিবোঁ**—ধরিব। **শুধী**—শ্রীকর নন্দীকৃত অশ্বমেধপর্ব্বে,—

কথাতে যে ঘোটক আছে না জানোম শুদ্ধি॥

চৈতন্যভাগবতে,—

কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভাল মতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি॥

তত্ত্ব, শুদ্ধি।

৮। **অবুধ**—গোবিন্দদাসে,—

গুরুজন অবুধ মুগধিমতি পরিজন···

অবুদ্ধি, নির্ব্বোধ।

৯। **ভুজযুগে বান্ধী রাধা** ইত্যাদি—গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গে,—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খর-নয়ন-শরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥

১০। **নাগরালী**—রসিকতা। **নেবারহ**—নিবারণ কর।

মুধা রাধা বাধাং জরতি ইত্যাদি—জরতি, রাধা বৃথা কর্কশ কলহ করিতেছে। আমি ত ইহার রোষ-ব্যসন-রসিক, ইহার ক্রোধে আমার নূতন আর কি হইবে? এখন রসাবেশবশে রাধা যাহাতে আমাকে তাহার সুধাসারাধার স্তনকনককুম্ভের প্রণয়িরূপে গ্রহণ করে, তুমি সেইরূপ কর।

১। **শাপ**—সর্প। **নিচল**—প্রা নিচ্চল নিশ্চল। **হোই**—প্রা° রূপ। ভূত্বা। **লহে**—লভে, লাভ করে। **আছু রাজপদ** ইত্যাদি—বড়াই, রাজপদের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত। হাতী, ঘোড়া বা সাপের মাথায় খঞ্জন দেখিলে, দ্রষ্টার শ্রীবৃদ্ধি হয়। (বৃহৎসংহিতা, ৪৫শ অ)।

জীউ—অপ° জীউ'। জীবন। **মানু**—মানুক, অঙ্গীকার করুক।

২। **দুতী**—দ্যুতি। **উচিত তাহাতে** ইত্যাদি—তাহাতে সুবর্ণ-মেখলা শব্দায়মান হইয়া মরালধ্বনির অনুকরণ করিলে এখন মানায় ভাল। **রএ**—রব করে।

৩। **আড়ন**—ঢাল, ফলক। **রোমাবলী**—স্ত্রীলোকের নাভির উপরিস্থ সূক্ষ্ম রেখাকার রোমাবলী। **কিরিপানে**—কৃপাণ। **হাণী**—হানিয়া, প্রহার করিয়া। **জলে**—জলই (জলতি)। জ্বলিতেছে।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি শুনিয়া মনঃপীড়ার প্রাবল্য হেতু রাধা তাহাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ° ৩০

১। **কাম্পএ**—প্রা° কম্পই' (কম্পতি)। সঞ্জয়কৃত মহাভারতে,—

তাহা দেখি কম্পএ যে বীর বৃকোদর।

তোহ্মাখো—[তোহ্মাক-ও] : তোমাযও।

২। **হেনসি**—হেন-ই, এই প্রকার-ই। **তাহাতে উচিত** ইত্যাদি—তাহাতে এইরূপই ব্যবহার উপযুক্ত বটে।

৩। **তোহ্মাত**—তোমার। **পতিআস**—প্রত্যাশা।

৪। **এভোঁহো**—এখনও॥ **দুহেঁ**—দুই জনে। **থাকি**—থাকিল, রহিল।

ইত্যুক্ত্বা রাধিকা ইত্যাদি—এই বলিয়া রাধা মৌন-ভাবে অবনতবদনে বৃন্দার সহিত অনেক ক্ষণ একান্তে বসিয়া রহিলেন। পরে কামক্লিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা মৌনব্রতই অঙ্গীকার করিয়াছেন দেখিয়া (মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া) সাভিলাষে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

১। **সরোঅরে**—সরোবরে। 'তরুঅর' শব্দ তুল°। **শুআহো**—প্রা° সুঅ'। শুকও। **পাঞ্জরে**—পিঞ্জরে। **কুয়িলী**—প্রা° লক্ষণ ও প্রা° পৈ°এ 'কোইলো', 'কোইলা' (কোকিলঃ); মৃ° ক°এ কোইল; বিদ্যাপতিতে,—

কোইলী পঞ্চম রাগে বমন সুমরাঞো···

নন্দন বনে—মনোহর উপবনে। **সম্বাক**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এ সম্বাক দেখি মই করিলোঁহো সাক্ষী।

সকলকে। **বোলাইলোঁ**—ডাকিলাম, আহ্বান করিলাম। **হংস রএ সরোঅরে** ইত্যাদি—সরোবরে হংস, পিঞ্জরে শুক, উপবনে কোকিল, এক এক করিয়া প্রিয়জনদের সকলকে ডাকিলাম, [সকলেই সাড়া দিল], তোমার(ই) উত্তর পাইলাম না।

বালি—বালে। **উপেখিআঁ**—উপেক্ষা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া। **এড়িতেঁ**—ছাড়িতে, ত্যাগ করিতে। **ফুরে**—প্রা° 'ফুরই' (স্ফুরতি)। **না ফুরে মন**—মন উঠে

২। **সোনার**—পা° সোন্ন' বিভক্তিচিহ্ন **কটুআ**—কৌটা। **পুরাআঁ**—পূর্ণ করিয়া। **আমূল**—অমূল্য।

পুনমী—পূর্ণিমা। **চাঁদ**—প্রা° চন্দ'। **কাঞ্চ**—বর্ণরত্নাকরে; ও° কঞ্চ'। কাঁচা। **হলদি**—প্রা° হলদ্দী'। হরিদ্রা। **আকাইলেক**—গোবিন্দদাসে 'আকুল চিকুরা', চৈতন্যমঙ্গলে 'আউলাইল মাথার কেশ'। উত্তর ও পশ্চিম-বঙ্গে আউলান' এবং ২৪ পরগণায় 'আকান' শব্দ প্রচলিত। আকুলায়িত।

৪। **খাণিএক**—একটুখানি।

১। **আরে**—প্রা° অরে' (সম্ভাষণে ও রতিকলহে)। **ভৈরবপতনে**—জহ্নু আশ্রমে, হিমালয়স্থ গড়বাল প্রদেশে গঙ্গোত্রীর নিম্নে এবং ভাগীরথী ও জাহ্নবীর সঙ্গম-স্থলে। আধুনিক ভৈরবঘাটী। **গাত্ৰ**—প্রা°। গাত্র। **গড়াহলি**—গড়াগড়ি দাও, অবলুণ্ঠিত হও। তুল°—'করিহলি উপহাসে'। (পৃ° ১১) **পৈস**—প্রবেশ কর। **কলসি**—প্রা° কলস'; ক্ষুদ্রার্থে ই' বা ঈ' প্রত্যয়।

২। **বিচারিআঁ**—প্রা° বিচারিঅ' (বিচার্য্য)। পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় বিচরাইয়া'। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

সমুদ্রের কূলে তবে নগর বিচারিয়া।
পাঁচ গৃহস্থের কন্যা আনিল মূল্য দিয়া॥

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

ত্রিভুবন বিচারিআ আনি দিবোঁ সীতা॥

খুঁজিয়া, অন্বেষণ করিয়া। **আগম**—তন্ত্রাদি শাস্ত্র।

জাইবোঁ—যাইব। **পৈসোঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরা-কাণ্ডে,—

পাতালত পশোঁ বসুমতী মেলা ফাট॥

প্রবেশ করি।

৩। **পাতসি**—পাড়িতেছ, প্রসঙ্গ করিতেছ। **টেটন**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

নবি আইলি বামক টেন্টন যেন চোর॥

'টেটনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত্ত, শঠ।

বিহাণ—'বিহিগোসেসু বিহাণো' (বিহাণো বিধিঃ প্রভাতং চ) দেশীনামমালা। স° প্রতিরূপ বিভান'। প্রাতে। **আইলাহোঁ**—আসিলাম। **তিঅজ**—প্রা° তিইজ্জ' (তৃতীয়)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তেয়জ অংশে বন্দি করি থুইব পাতাল॥

পহর—প্রা°। প্রহর।

৪। **এআ**—কু° চ°এ এঅং' (এতৎ)। ইহা। **বৈশ**—প্রা° উবইস' (উপবিশ)। উপবেশন কর।

পাশক—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন। পার্শ্বে। **মহেন্তে**—ত' অন্যথায়। **থুইবোঁ**—স্থাপিত করিব।

৪। **বটে**—বা° √বট্ (ও° অট্)। হয়। **টুটে**—প্রা° টুট্টই' (ত্রুটয়তি)। কমে, কম হয়। **ভাণ্ড মাথে** ইত্যাদি—মাথায় ভাঁড় প্রতি ষোল পণ দান, (ইহার) এক কড়াও কম হইবে না।

৫। **সবে**—সাকল্যে। **নেহ**—লও। **গোআঁরে** বিদ্যাপতিতে,—

হম অবুধ নারি তুহুত গোয়ার॥
সখি হে বুঝল কাহ্নু গোআরে

অবিবেচক গোপ।

৬। **মথানে**— মন্থন।

৮। **স্বর্গ মর্ত্ত্য** ইত্যাদি—অত্র বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ভগবদ্‌গীতা স্মরণীয়।

১০। **এড়িবোঁ**—ত্যাগ করিব।

১। **আরেরে**—সম্ভাষণে। **দহী**—প্রা° দহি' শব্দ। মৈথিলী প্রবাদ—'ঘর দহী, বহরো দহী'। দই, দধি। **পুবের**—প্রা° পুব্ব' (পূর্ব্ব) : এর' বিভক্তিচিহ্ন। **আথ**—প্রা°। অত্থ'। অস্ত' **সহী**—প্রা°। সই, সখী।

রোন্ধসি—রুদ্ধ করিতেছ। রাঢ়ে বেষ্টন করা অর্থে রুঁদা' শব্দ প্রচলিত

২। **ছছন্দে**—স্বচ্ছন্দে। **বুলিলোঁ**—ভ্রমণ করিলাম। **কেচ্ছে**—কেমন করিয়া।

৩। **করী**—কর বা করা হয়। **ধর্ম্মের কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—ধর্ম্মের ঠাকুর কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য দানী সাজিয়াছ, তবে কেন ধর্ম্ম ছাড়িয়া এরূপ আচরণ করিতেছ ? **চাহোঁ**—দেখিতেছি, নিরীক্ষণ করিতেছি। **মাঁসে**—প্রা° মাস', মংস' (মাংস) : এ' বিভক্তিচিহ্ন। **চারি পাশ চাহোঁ** ইত্যাদি—চারি দিকে দেখিতেছি, আমার অবস্থা, স্বীয় মাংসের কারণ জগতের সহিত বৈরভাবসম্পন্ন বন্য হরিণের ন্যায় হইয়াছে। মাংস যেমন হরিণের মৃত্যুর হেতু, রূপ-যৌবন তেমনই আমার সকল আপদের মূল। চর্য্যাপদে,—

আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

বনে থাকে কুরঙ্গিন না ধারে কাহার ঋণ
মাংস দিয়া জগতের বৈরী।

কবিকঙ্কণে,—

জগত হইল বৈরী আপনার মাংসে॥

৪। **সর**—প্রা° শর। **সলি**—শলি, শলা। **সর সলি লাগে** ইত্যাদি—আমার কাণের কুণ্ডল খোঁচার মত ঠেকিতেছে : পরণের কাপড়ও বাদ সাধিতেছে।

১। **মগর খাড়ু**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

ছোট ছোট বালকের মগর খাড়ু পায়।

মকর-মুখবিশিষ্ট মোটা বাঁকমল। খাড়ু—প্রা° খড়ুঅ' (কটক)। **ঘোড়া চুলে**—সংস্কৃত প্রতিরূপ গোষ্ঠচূড়া'। 'কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচূড় ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে। টীকা-স্বর্ব্বস্ব। চূড়াকারে বিন্যস্ত কেশ অথবা স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত কেশগুচ্ছ। **চাঁচরী**—প্রা° চচ্চরী (চর্চ্চরী)। উৎসবাদি উপলক্ষ্যে নৃত্য-গীতভেদ। দোলপর্ব্বে অনুষ্ঠিত অগ্ন্যুৎসবকেও চাঁচর খেলা বলে। **খেলাওঁ**—খেলাই, ক্রীড়া করি। **কুলে**—তামিল, মলয়লম কুল-অম্। **খেড়ী**—প্রা° খেট্ঠ্। খেলা-ধূলা। 'ক্ষেডা সিংহনাদে দুরাসদে চ কুটিলে—মেদিনী। গ্রাম্য গীতাদির আবৃত্তি এবং অভিনয় প্রভৃতিও হইতে পারে।

২। **কণআ**—প্রা° কণঅ', কণয়'। কনক। **বাঢ়াসি পাঅ**—পা বাড়াইতেছ, চলিতেছ।

পৃ° ৩২

৩। **খোপাত**—[স° গুম্ফক' ; J. T. Platts.] ১২শ শতকের রূপ খোপ্যক'। খুঁটিতে, কবরীতে। **লুলএ**—দুলিতেছে, লম্বিত রহিয়াছে। **দোলন**—অধুনা দুলাল-চাঁপা। (Hedychium coronarium) নাম প্রসিদ্ধ।

১। **পিন্ধিলোঁ**—পরিধান করিলাম। **সাড়ী**—মৃ° ক° এ সাড়িআ'। শাটিকা। **খোম্পাত**—বর্ণরত্নাকরে খোম্পা'। খোঁপার। **গুজরে**—গুঞ্জন করে। **ধাড়ী**—ক° ম°, ২১৪৬। স° ধাটী' ; 'প্রপাতস্তভ্যবস্কন্দো ধাট্যভ্যাসাদনং চ সঃ'—হেম°। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দেবগণ উপর আজি সাজিবোঁ ধাড়ি।
প্রভাতে গন্ধর্ব্ব উপরে কটকের ধাড়ি॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

কুহু কুহু বলিয়া কোকিলা গায় সারি।
চারি দিক্ চাপিয়া মদনে করে ধারী॥

উপর পড়া, অকস্মাৎ আক্রমণ।

২। **নাকে**—দেশী প্রা° ণক্ক' ; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **বাএ**—বাদিত করে।

৩। **নাকড়ি**—নাকুড় বা নোড় বৃক্ষ।

৪। **নটক**—'নট্টকো নটকো নটো'—অভিধান-প্রদীপিকা। ধৃষ্ট, শঠ।

—

১। **ছান্দো**—√ছান্দ্' বেষ্টনে। বাঁধি। ছান্দো বান্ধো' সহচর শব্দ ; তুল°—বাঁধা-ছাঁদা'।

গোঠ—গোযূথ। **উদাওঁ**—কামতা-বিহারী ভাষায় উদাও'; পশ্চিমরাঢ়ে উদমা'। স° উদ্দাম'। উচ্ছৃঙ্খল, বন্ধনমুক্ত। **মার**—প্রা° পৈ°এ মারঅ' (মারয়)। **সব খন গোঠ** ইত্যাদি—কৃষ্ণ তোমার ভাবে বিভোর, গোরুর পাল রক্ষকহীন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে সর্ব্বক্ষণ যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে। গোরু যার বাড়ী প্রবেশ করে, সেই মার ধর' বলিয়া [আমায়] তাড়না করে। **বাড়ী**—প্রা° বাড়িআ', বাটিয়া' (বাটিকা)। মৌলিক অর্থ—বাস্তুসংলগ্ন বেষ্টিত স্থান ; বাগান, উদ্যান।

১। **পাখি**—প্রা° পক্খি' (পক্ষী)। **যাওঁ**—যাই। **বিদার**—অবকাশ। **দেউ**—কু° চ°এ দেউ' (দদাতু)। **পসিআঁ**—প্রবেশ করিয়া। **লুকাওঁ**—শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

ফাট দিয়া বসুমতী পাতালে লুকাও॥

লুকাই।

মেদনী বিদার দেউ ইত্যাদি—তুল° 'ধরণী পসিএ, যদি পাউ পরকাশ॥' বিদ্যাপতি।

মরিবোঁ—মরিব। **আবাল**—বালক।

২। **দেয়ি**—কু° চ° দেই' (দদাতি)। **সমুদ্দ**—পশ্চিমরাঢ়ে সমুদ' শব্দ এখনও প্রচলিত। সম্বন্ধ। **তিন লোক খাআঁ**—ত্রিসংসার তুচ্ছ করিয়া, যাবতীয় শিষ্টাচার অতিক্রম করিয়া।

৩। **এড় এড়**—ছাড় ছাড়, ত্যাগ কর।

পৃ° ৬৩

জলে—জ্বালা অনুভূত হয়।

৪। **দুরুজন**—দুর্জ্জন।

—

২। **আগলী**—অগ্রগণ্যা, শ্রেষ্ঠা। **শিশু মুখে** ইত্যাদি—তুমি শিশু হইয়া মুখে পর্ব্বত টলাও, [তুল° 'চাহত উড়াবন ফুঁকি পহাড়॥' তোমায় বলিতেছি, ইত্যাদি। **বেলী**—বেলা।

৩। **কলি**—নিশ্চয়ার্থক অব্যয়। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক কৈল্'। নিশ্চিতই। **বজর**—বজ্র। **পরমান**—পরিমাণ।

৪। **মোহারী**—বিদ্যাপতিতে,—

পীঅরি পাঁডরি মহুঅরি গাবএ
কাহরকার ধথুরা।

[বর্ণরত্নাকরে মহুঅরি' বাদ্যযন্ত্র; অত্র বাঁশীর নির্দ্দেশ থাকায় উহা শুষিরজাতীয় বুঝিতে বিলম্ব হয় না।]

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

নানাবিধ বাদ্য বাজে ধুসরি মোহরি॥

চৈতন্যভাগবতে,—

মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল।

জায়সীর পদুমাবতিতে,—

কংসকার মহুঅরি সুর সাজে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে মহরী,' জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে মহোরি,' কবিকঙ্কণে মহুরি'। মোহারী', মহুঅরি,' মোহরি' প্রভৃতি শব্দ এক সংস্কৃত মধুকরীর'ই রূপভেদ। তিত্তিরী তুম্ড়ী (তুবড়ী) ইতি ভাষা। **রাখসি**—রক্ষণাবেক্ষণ করিস্ বা কর। **কত্তেক**—প্রা° কেত্তক' (কিয়ৎ)। বীরগাথাতে 'গোরীদল কিত্তক গিনৌ'। **সহিতেঁ**—সহ্য করিতে। **নারিবি**—পারিবে না। **চাপ**—পেষণ, নিপীড়ন।

৫। **ছেনারি**—'জারেসু ছিন্নছিণ্ণালা' (ছিণ্ণো তথা ছিণ্ণালো জারঃ। জারেস্বিত্যেকশেষাদ্বহুবচনাৎ ছিণ্ণা ছিণ্ণালী স্ত্র্যপি।)—দেশীনামমালা। মৃ° ক°এ ছিণালিআপুত্তঅ ; চর্য্যাপদে ছিণালী' (ছিন্ননাসিকা নাগরিকা)। স্বৈরিণী, কুলটা। **আসহন**—অসহনীয়।

৬। **খুরের**—প্রা° খুর' (ক্ষুর); এর' বিভক্তিচিহ্ন।

৭। **ছাড়োঁ**—ছাড়িতেছি। **সুণ রাহি সুন্দরি** ইত্যাদি—সুন্দরী রাধে! শুন, স্ত্রীলোক না হইলে তোমায় মারিয়া ফেলিতাম, [যাহা হউক], তোমার নিকট প্রাপ্য পথকরটা ছাড়িতেছি না। **ভিড়োঁ**—[প্রতিপক্ষরূপে] মিলিত হই। **আন কোন** ইত্যাদি—অপর কোন্ বীরের সহিত [প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে] মিলিব? অর্থাৎ আর কাহার সহিত লড়িব?

৮। **আম পাণী**—প্রা° অম্ব' এবং পাণিঅ'। অম্বুজল।

৯। **বোল পরমান**—কথামত।

——

১। **মোর পাশ নাহিঁ** ইত্যাদি—আমার স্বামী মহাবীর আয়ান [এখনও] আমাতে উপগত হন নাই।

২। **আরতী**—আর্ত্তি; অভিলাষ। **হৈবের**—হইবে। **গতী**—গতি, পরিণাম।

মুতীম—বিদ্যাপতিতে 'মোতিম'। মৌক্তিক।

৪। **গোআলী**—বুদ্ধিহীনা গোপকুমারী। **জানো**—পূর্ব্বে জানো,' জানে'। **এড়হ**—ত্যাগ কর। **বাগড়**—দেশী প্রা° গেড়া' (পরিক্ষেপ), সং° বাগর'। বাধা, প্রতিবন্ধ।

পৃ° ৩৪

১। **খোজিলেঁ**—'খোজ্জ মার্গচিহ্নে'। **পাইল**—পাওয়া, প্রাপ্ত। **বিহড়ায়ি**—প্রা° বিহডাবই'। বিযুক্ত করে, হাত-ছাড়া করে।

২ **বিকসু**—বিকসিত হউক।

৩। **আড়**—প্রা° অড্ড'। অর্দ্ধ; **চাহ মোরে** ইত্যাদি—আমায় চোখের কোণে চাও অর্থাৎ কিঞ্চিৎ করুণা কর।

৪। **জাই**—প্রা° জাইঅ' (যাত্বা)। যাইয়া।

——

১। **কে বোলে গদাধর** ইত্যাদি—তুল°

কেও বোল মাধব কেও বোল কাহ্ন।

মঞে অনুমাপল নিছছ পথান॥ (বিদ্যাপতি)

বাটোআড়ী—বিদ্যাপতিতে বটবারী'। মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

পরনারী পথে পায়্যা কর বাটআরি।

বাটপাড়ী, (পথে) দস্যুবৃত্তি। **সাহে**—সাধে, সংগ্রহ করে।

৩। **এহাএ**—ইহা, অথবা ইহাতে। **রাখোআল কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—রাখাল কানাই, আপনাকে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিতেছ; না জানি, কংস ইহা শুনিলে মারা পড়; অথবা কংস শুনিলে ইহাতে মরিতে হয়।

৫। **মাগু**—উত্তর-বঙ্গে মাউগ'। প্রাচীন তামিল মগড়ু' অর্থে স্ত্রীলোক। বিদ্যাপতিতে,—

মাণুস উপরি কইসে মাউগ হোএ।

৬। **ডুসাআঁ**—ঢু দিয়া।

৭। **বিরত**—বীরত্ব।

১০। **মানিআঁ**—স্বীকার বা অঙ্গীকার করিয়া।

——

১। **সতন্তরে**—স্বতন্ত্রা, স্বাধীনা। **করী**—করা হয়, প্রায়শঃ বিধি অর্থে।

খেড়া—চর্য্যাপদে। খেড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। খেলা, ক্রীডা। **খোজন্তি**—চাহিতেছেন, প্রার্থনা করিতেছেন।

২। **কাঙ্কন**—কঙ্কণ, হস্তাভরণ। **হোচাল**—হেঁচকা টান বা ঝাঁকন। **লএ**—লয়।

৩। **বুলিএ**—বলে। **কহন্তি**—প্রাচীন প্রয়োগ—'কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট'; জগন্নাথ দাসের ভাগবতে,—

সকল মুনি শুদ্ধ মনে।

কহন্তি অমৃত বচনে॥ ১।১

সূত কহন্তি শুদ্ধ চিতে। ১।৩

কহিতেছেন।

৪। **সান দেই মাথে**—মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেত করিয়া। সান শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **দেই**—প্রা° দেএ। দত্বা।

পৃ° ৩৫

বাত—প্রা° বত্তা'। বার্ত্তা, কথা।

২। **বরিষএ**—প্রা° পৈ'এ বরীসএ' (বর্ষতি)। বর্ষণ করে। **ধারী**—কু° চ°এ। (বৃষ্টি) ধারা।

৩। **পহিরিআঁ**—√পহ্র' (পরি-√ধা) ধারণে, আচ্ছাদনে। পরিয়া, পরিধান করিয়া। **লাস**—বেশভূষা।

বিধিএঁ—এ°' কর্তৃকারকের চিহ্ন। **গঢ়িল**—√গঢ়' (√ঘট্ট) নির্ম্মাণে।

৪। **নিতেই**—নিত্যই। **পালাহ**—পালাস, পলায়ন কর।

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া আধিমতী শ্রীরাধা ব্রততীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ডাক**-- √ডাক্' আহ্বানে। **কানড়ী খোঁপা**—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানড ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে ॥

কর্ণাটদেশীয় রীতিতে বিন্যস্ত কেশ। কানড়া—ক° ম°তে কণ্ণাডী' (কর্ণাটী)। **মুণ্ডায়িবোঁ**—মুড়াইব, মুণ্ডিত করিব। **করন্তি**—ছুটি খানের অশ্বমেধপর্ব্বে,—

অসিপত্র ব্রত করন্তি অনুক্রমে ॥
বীবদর্প করন্তি যে অর্জ্জুন মহাশয়।

করিতেছেন।

২। **বিরহের কোল**—নিবারণ বা প্রশমনার্থক সন্ধী।

৩। **শখচুর**—চুর্ণবিচুর্ণ। **মুছিআঁ পেলাইবোঁ** ইত্যাদি—নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

হাথের শঙ্খ ভাঙ্গিমু কঙ্কণ করিব চুর।
মুছিয়া ফেলিমু আমি সাঁথিঁর সিন্দুর ॥

৪। **পৈসী**—প্রবেশ করিয়া। **হেন মন করে** ইত্যাদি—বড়াই, আমার ইচ্ছা করে, হ্রদে প্রবেশ করিয়া মরি। [তত্রাচ] পরপুরুষের সহিত রঙ্গরস করিব না। **আস**—প্রা আসা'। আশা।

১। **ভাঙ্গাসি**—ভাঙ্গাইতেছ।

২। **বিভে**—পশ্চিম-রাঢের প্রাদেশিক; ভিত'। ভিত্তিমূলে, ব্যপদেশে।

৬। **পুছিবোঁ**—জিজ্ঞাসা করিব। **তোহ্মাথো**—[তোহ্মাত হো] তোমা হইতেও।

৭। **সঙ্গতী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

হরি হরি বিধি কত করিলে সঙ্গতি।
দশরথ নৃপতির হেন সে বিপতি ॥

যোগাযোগ; দুরবস্থা, দুর্দ্দশা।

৮। **বোলাএ**——বলায়, কথিত হয়।

পৃ° ৩৬

১০। **কাঠ দাপে**—শুষ্ক বীরত্ব, বৃথা আস্ফালন। কাঠ—প্রা° কট্‌ঠ'।

১২। **আশে**—আশয়, তাৎপর্য্য। **অভিহাসে**—অভিলাষ। পড়িহাসে—পরিহাস।

১৩। **পণ্ডিআঁ**—মৃ°ক° ও সরোজবজ্রের দোঁহাকোষে পণ্ডিঅ'। পণ্ডিত। **পুরুষে**—পুরুষ হইতে। **আণ্ডিআ**—অণ্ড-ইআ (বিশিষ্টার্থে)। এঁড়ে; যোগ্যতাসম্পন্ন।

১৪। **রাখিল**—আটক রাখিল, অবরোধ করিল। **আই**—আয়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। **শিশের**—মাগধী শীশ' এর' বিভক্তি-চিহ্ন। সিঁথার, শীর্ষের।

সুসার—সুবিধা, সুব্যবস্থা। **মুল**—মূলধন, পুঁজি। **আকারে**—প্রা° ফার' (স্ফার); বাঙ্গালায় শব্দের পূর্ব্বে অ' বা আ' আগমেরও অভাব নাই। প্রচুর।

৩। **কুচ উলট কটোরে**—বিদ্যাপতিতে 'পলটি বৈসাওল কনক কটোরা'। উলট—অধোমুখ। কটোর—দেশী প্রা° কট্টোরগ'। বাটি। **গরুঅ**—প্রা°। স্থূল। **আঙ্গে**—অঙ্গে। **উচিত হও আহ্মারে**—আমার ন্যায্য প্রাপ্য।

৪। **পাসত**—পার্শ্বে।

সুধি—শুদ্ধি, সন্ধি।

১। **সাসু**—প্রাকৃতলক্ষ্মী প্রভৃতিতে; সি° সস্সূ। শ্বশ্রূ। **উ**—পশ্চিমরাঢ়ে ওকারের স্থানে উকারের ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। **জাইহ**—প্রা° রূপ। **খাইব**—খাইবে।

২। **আপোষে**—আপোঙষ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

পৃ° ৩৭

তোর কাহ্নাঞি ইত্যাদি—তোমার [সাধের] শ্রীকৃষ্ণ নাম পাল্‌টাইয়া দিব।

৩। **ভাত**—প্রা° ভত্ত' (ভক্ত)। অন্ন। **কালিনী রাতি**—কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। রাতি—প্রা° রত্তি'। **পোহাওঁ**—প্রভাত করি, যাপন করি। **লওঁ**—লই। **কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ** ইত্যাদি—তুল°

তুয় রূপ সাম আখর নহি স্থনত
তুয় রূপ রিপু সম মানি।
তুয় জন সঞে সম্ভাস ন করই
কইসে মিলায়ব আনি॥ ইত্যাদি
বিদ্যা,° পৃ' ২৪৪।

১। **আখরেঁ**—প্রা' অক্খর'; এঁ' বিভক্তি-চিহ্ন।
কাল রতনে—ইন্দ্রনীলমণি।
নিন্দসি—নিন্দা করিতেছ।
২। **শোহে**—প্রা° পৈ'এ শোহএ' (শোভতে)।
৩। **লাঞ্ছন**—কলঙ্ক। **শোভসি**—শোভা পাইতেছ।
৪। **চন্দ**—প্রা'। চন্দ্র।

১। **কাল কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—কাল কানাই, আমায় তুচ্ছ করিও না। **আন্ধল**—কু° চ°এ অন্ধল'; মৈ° আন্ধর'। অন্ধ। **বাট পাড়**—পথে ডাকাইতি কর।

মাজসি—প্রার্থনা করিতেছ।

২। **ভাগসি**—ভগ্ন করিতেছ। **ছিণ্ডসি**—ছিন্ন করিতেছ। **লোড়সি**—লুণ্ঠন করিতেছ। **সাণ্ড**—প্রা° সণ্ড' (ষণ্ড)।

৩। **ছাড়াআঁ**—ছাড়াইয়া, বিক্ষিপ্ত করিয়া।

খনখনি—তুলসী-রামায়ণে কিলকত'। খনখন শব্দ করিয়া। **তভোঁহো**—তথাপি। **তোর মোর** ইত্যাদি—কানাই, [কেমন, ইহাতে] তোমার আমার ভারি প্রশংসা হবে!

১। **শুণত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

৩। **আহ্মাক**—ক' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। আমা হইতে।

৪। **বাস**—বোধ কর।

পৃ° ৩৮

৫। **আইহন গোসাঞি**—আয়ানের প্রভু।

৮। **বেজ**—প্রা° বেজ্জ'। বৈদ্য।

১। **লৈলোঁ**—লইলাম। **সকট**—পা° শকট'।
দলিলোঁ—দলিত করিলাম। **নিলো**—লইলাম।
যানে—জানে, অবগত আছে।

২। **উনপঞ্চাস**—পা° একূনপঞ্চাসা'; মৈ° উননচাস'। উনপঞ্চাশ। **বাএ**—প্রা° বাঅ'; একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **গড়**—গঢ়' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **উনপঞ্চাস বাএ** ইত্যাদি—উনপঞ্চাশ বায়ু (গোকুলে) থানা দিল; ঘনঘটা করিল। **ঝড়**—'সংততবরিসম্মি ঝড়া' (ঝড়ী নিরন্তর-বৃষ্টিঃ)—দেশীনামমালা। **রাখিলোঁ**—রক্ষা করিলাম। **গিরিবর**—গোবর্দ্ধন।

৩। **ভাগ্নি**—প্রা° ভাআ,' ভায়া। ভাই। **হুলাহুলী**—উলুধ্বনি, উল্লাসধ্বনি।

১। **কালিনীমাএ**—জারজার্থক কাণেলীমাতঃ' শব্দেরই বিকারে উৎপন্ন। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

মা বাপে ডাকিয়া বল ব্যাটা কেটে দে।
কালিনা মায়ের প্রাণে ইহা সহে কে॥ (৪র্থ সর্গ)

পরে পাওয়া যাইবে,—

আজি জখনে মোঁ বাঢ়াযিলোঁ পাএঁ।
পাছেঁ ডাক দিল কালিনীমাএ॥

মনে করা যাইতে পারে, 'আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥' খনার এই বাক্যটা বা ইহার অনুরূপ কিছু কবির অবশ্যই জানা ছিল। আর এখানে রাধার মাতাই বা কোথা হইতে আসেন? রাধা যে তখন আইহনের ঘরে। দধি দুধের পসরা সাজাইয়া সখীদের সহিত রাধার মথুরা যাত্রাকালে হঠাৎ তথায় রাধার মাতার আগমন কষ্ট-কল্পনা। সুতরাং শব্দটার কালিন্দী মাত' অথবা ঐরূপ কোন অর্থ হয় না। **হাছি জিঠি**—খনার বচনে,—

হাঁচি জিঠি পড়ে যার।

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে,—

হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল॥

হাঁছি—স° হক্কি'। **জিঠি**—স° জ্যেষ্ঠী; 'মুসলীদ্বয়ং জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্।' টীকাসর্ব্বস্ব। টিকটিকি। **বিরোধা**—বাধা। **কালিনীমাএ মোর নাম** ইত্যাদি—হা

ধিক্। যত সব কালামুখো-কালামুখীরা মিলিয়া আমার রাধা নাম রাখিল, তাহাতে হাঁচি টিকটিকিও পড়িল না; অর্থাৎ কেহ টুঁ শব্দটি করিল না। **দুখমতী**—দুর্ভাগ্যবতী। **আঠকপালী**—খণ্ডকপালিনী। ছারকপালী,' পোড়া-কপালী' প্রভৃতি শব্দ তুল'। **আসিআঁ পড়িআঁ গেলোঁ** ইত্যাদি—কানাইর মাতামাতির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম।

চলিলোঁ—চলিলাম। **আথান্তর**—স' অবস্থান্তর'। প্রাচীন সাহিত্যে শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, পশ্চিম-রাঢ়ে এখনও প্রচলিত। দুর্দ্দশা।

২। **দধি বিকে জাইএ** ইত্যাদি—বার বৎসর অর্থাৎ বালিকা-বয়স হইতে দই বেচিতে যাইতেছি। **কোণোহো**—কোনও। **কোণোহো দানীর** ইত্যাদি—কোন দিন কোন দানীর পো উচ্চবাচ্য করে নাই। **যাণাইবোঁ**—জানাইব। **করএ**—প্রা'। করে।

৩। **এক বেলি**—এক বার।

৪। **কাম্পিতেঁ**—কাঁপিতে কাঁপিতে। **নিবারহ**—নিবারণ কর।

পৃ' ৩৯

২। **পড়িলাহা**—পড়িলে, পতিত হইলে। **রূপস কাজ**—রূপ-যৌবনের সুষমা।

৩। **মামী**—প্রাকৃতলক্ষ্মীতে; 'মম্মী মল্লাণী মামা য মামীএ'—দেশীনামমালা। **ভাণ্ডিতেঁ**—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **জে**—হেতু নির্দ্দেশে।

৬। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—তুল'

মোহরে মুদল অছ মদন ভঁড়ার ॥ (বিদ্যাপতি)।

সান্ধাএ—চর্য্যাপদে,—

কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমায়।

বিদ্যাপতিতে,—

সে ফল আবে তরুন ত ভেল সজনি

আঁচর তর নই **সমায়** ॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাথে অস্ত্র করিঞা সব যক্ষ সান্ধায় রণে।

পশ্চিম-রাঢ়ে প্রবেশ করা অর্থে সাঁদা' ধাতুর প্রয়োগ প্রচলিত। প্রবেশ করে। **চুরী**—প্রা' চোরিআ'; হিঁ চোরী'। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব যৌবন যেন মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডার, তাহাতে চুরি চলে না। বিদ্যাপতিতে,—

মদন ভণ্ডার সুরত রস আনী।

মোহরে মুন্দল অছ অসময় জানী ॥

আন্ধার যৌবন ইত্যাদি—আমার যৌবন কালসর্প-স্বরূপ, স্পর্শ করিলে বা দংশন করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

৭। **আন্ধেহো**—আমিও। **গারুড়ী**—সাপের ওঝা, সর্প-চিকিৎসক।

৮। **বিগুতে**—মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

রামের বৈরক আজি **বিগুতিয়া** মারোঁ ॥

লঙ্কাকাণ্ডে,—

জীব মাণে **বিগুতি** পাঠাইল।

পীড়ন করিতেছে, নিগৃহীত করিতেছে। **নেআঅ**—ন্যায়। বাগ্‌বিতণ্ডা, কলহ। নেআঅ-আঁকুড়্যে' (কলহ-প্রিয়) শব্দ তুল'। **বিবুধিএ**—দুর্ব্বুদ্ধিবশে।

৯। **অভিরোষে**—কাশীদাসী দ্রোণপর্ব্বে,—

কার মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।

রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে ॥

অভিমানজনিত ক্রোধ।

১০। **তপত**—তপ্ত, উষ্ণ। **নালে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

বোটের **নালে** পড়ে ক্ষীর মহাশব্দ শুনি।

উগারিয়া কালবিশ এড়িলেক **নালে** ॥

ধারায়। **জুড়ায়িলে**—শীতল হইলে। **সোআদ**—সুস্বাদ। **তাএ**—তত্র, তাহাতে। **তপত দুধ** ইত্যাদি—তপ্ত দুধ চোঁ চোঁ করিয়া খায় না (অর্থাৎ খাওয়া রীতি নয়), [বস্তুতঃ] জুড়াইলে তাহাতে আস্বাদ পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তপ্ত তপ্ত দুধ প্রভু খাওন না যায়।

জুড়াইয়া খাইলে প্রভু অধিক স্বাদ পায় ॥

১১। **যাত খিধা বসে** ইত্যাদি—রাধে, যার ক্ষুধার উদ্রেক হয়, তার [আবার] কাঁচা-পাকা বিচারের অবসর কোথায়? বসে' পদের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **যা**—প্রা' জা'। যাবৎ।

১২। **দীঠি দীঠি চাহি**—চোখো-চোখি হইয়া **বনত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন।

১। **দেখা দেখি**—দেখা সাক্ষাৎ। **মিঠ**—প্রা' মিট্‌ঠ'। মধুর।

আড় নয়নে—অপাঙ্গদৃষ্টি অনুরাগের অন্যতম নিদর্শন।

২। **আঞ্চল চঞ্চল** ইত্যাদি—তোমার নয়নাঞ্চল খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল। আঞ্চল—প্রান্ত। বিদ্যাপতিতে,—

নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ।

(কাব্যবিশারদকৃত সংস্করণ)

আর্জ্জুনের—অর্জ্জুনের।

৩। **উজলে**—দীপ্তি পাইতেছে, শোভা পাইতেছে। **মান**—অঙ্গীকার কর। **পাছে কৈলী**—পশ্চাৎ নিশ্চিতই। **হৃষীকেশে**—হৃষীকেশকে।

পৃ° ৪০

১ **দহে পৈসু বড়ায়ি** ইত্যাদি—বড়াই, স্ত্রী-লোকের জীবনে ধিক্, তাদের ডুবিয়া মরাই ভাল। দেখ, আমার এই রূপ-যৌবন [কেমন] বাদ সাধিতে বসিয়াছে। **দহ**—প্রা দ্রহ,' দহ'। হ্রদ। **গ**—সম্বোধনসূচক অব্যয়। **গাএর**—গাত্রের।

২। **বাঢ়ায়িলোঁ**—বাড়াইলাম, অগ্রে সঞ্চালিত করিলাম। **পা**—প্রা° পঅ'। পদ। **দিবওঁ**—পূর্ব্বে দিবোঁ'। দিব। **আত্মঘাতী**—আত্মহত্যা।

৩। **রূপা**—প্রা° রূপ্পা' রৌপ্য। **ঘড়ী**—প্রা° ঘড' (ঘট); ক্ষুদ্রার্থে ঈ' প্রত্যয়। ক্ষুদ্র ঘট, ভাঁড়। **দিআঁ ত**—ত' বাক্যালঙ্কারে। **ওহাড়ী**—'অবগুণ্ঠং ওঢণং'—প্রা° স', '৪।৬৪; ওহাড়ন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। আবরণ। **ঘী**—প্রা° ঘিঅ'। ঘৃত।

৪। **কাঁশে**—কংসকে। **দিহে**—দেয়। **বোলহ কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—কা'নাইকে এখনও বল, সে আমার আশা ত্যাগ করুক।

১। **উদ্ধারিলোঁ**—উদ্ধার করিলাম। **লীলাএ**—অবলীলাক্রমে। **সংহারিলোঁ**—সংহার করিলাম।

২। **কত না**—না' বাক্যালঙ্কারে। **মায়া**—চাতুরী। **পরাণে**—শক্তি, সামর্থ্য। **সপত পাতাল**—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার শক্তিতে পাতাল হইতে বেদ উদ্ধার, হাসির কথা।

৩। **বধিলোঁ**—বধ করিলাম।

ছারখার—সহচর শব্দ; মহারাষ্ট্রী ছার' এবং শৌরসেনী খার'। ভস্মসাৎ, উৎসন্ন। **সহাএঁ**—প্রা° সহাঅ'; এঁ' বিভক্তিচিহ্ন। সাহচর্য্যে। **সাধিলোঁ**—সুপ্রতিষ্ঠিত করিলাম।

৪। **জাই**—যায় বা যাও। **তোহ্মার পরাণে** ইত্যাদি—তোমার ক্ষমতা, সেথায় যাও।

৫। **সাধেঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

কহিযোক মুনি কিবা সাধেঁ প্রয়োজন।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

শুনিয়োক প্রভু দেব সাধোঁ এক কাজ।

সাধন করি, সংগ্রহ করি।

৬। **মুখত বজর বসে**—কথায় ভারি টনক, বাক্যে বড় দড়।

৭। **দান্তের**—বর্ণরত্নাকরে দান্ত'। দাঁতের, দন্তের। **তোলী**—তুলিয়া। **ধরিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদি-কাণ্ডে,—

বারম্বার হরি স্মরি ধরিলোঁ ধিয়ান।

ধরিলাম। **হিরণ্য**—দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদের পিতা। ইনি পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-পার্ষদ ছিলেন এবং সনক সনন্দাদি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যথাক্রমে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। **বিদারিলোঁ**—বিদারণ করিলাম।

৮। **নারে**—পারে না। **কুল**—কুল, বংশ।

পৃ° ৪১

১। **বোলে চালে**—কথায় ও কৌশলে। **এড়াইতেঁ**—ছাড়াইতে, অতিক্রম করিতে।

৩। **পাসরিলি**—√পাসর্'। ভুলিলে, বিস্মৃত হইলে।

৪। **তোন্ত**—তোমাতে, তোমার সহিত।

২। **পরসওঁ**—স্পর্শ করিতেছি। **ভূমি ছুইআঁ** ইত্যাদি—মাটি ছুঁইয়া কানে হাত দেওয়া, শপথকালীন অনুষ্ঠানভেদ। **তোন্ত**—তোমাতে বা তোমার। **গেআনে**—জ্ঞান।

৩। **পাপন্ত**—ন্ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। পাপ হইতে। **বাহুড়ী**—পূর্ব্বে বাহুড়িআঁ'।

৪। **নিয়ড়**—প্রা° লক্ষীতে; ক' ম°তে ণিঅড়িঅ (নিকটক)· প্রা° পৈ°এ ণিঅল' (নিকটে); চর্য্যাপদে ণিঅড' প্রভৃতি। প্রাচীন সাহিত্যের অন্যতম চিহ্নিত শব্দ। কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ডে,—

দেব দৈত্য না আইসে **লঙ্কার** নিয়ড় ॥

বিদ্যাপতিতে,—

তুহি খনে নিঅব গমন হোয় মোর।

১। **বউল**--প্রা°। বকুল (mimusops elengi)। **দেখী**—দেখিতেছি। **লেখী**—গণনা করি। **জগজন**—জগদ্বাসীকে। **লক্ষ দান নহে**—লক্ষ মুদ্রা কর পর্য্যাপ্ত নহে।

১। **দেহের দেবতা** ইত্যাদি—দেহ-আয়তনে তুমি চিদ্‌ঘনবিগ্রহ, নামরূপাত্মক ব্যক্ত জগতের তুমি অধীশ্বর; বলে আমার আঁচল চাপিয়া ধরিতেছ, [কানড়ী] খোঁপায় হাত দিতেছ, কাঁচুলি ভাঙ্গিয়া বক্ষঃস্পর্শ করিতেছ! জানি না, নন্দনন্দন কেন এমন করিতেছেন।

পৃ° ৪২

বিদারহ—বিদারণ করিতেছ।

অপরুব—অপরূপ। **পঞ্চ সমতি**—পাঁচ অবস্থা। বিবিধ দুর্গতি।

৩। **জগ**—জগৎ, জগদ্বাসী।

৪। **যবেঁ**—যাবৎ। **তবেঁ**—তাবৎ। **এহি মতেঁ**—এইরূপে। **আণাওঁ**—জানাই। ['কো অম্হাণং ঘরবিহবং ণ আণাদি' (মৃ° ক°, ৩য় অঙ্ক), 'দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিএণ কেরিসা বিঅ হোন্তি' (উ° চ°, ৩য় অঙ্ক) বাক্যান্তর্গত আ ণা দি, আ ণা মি পদ তুল°।] পরবর্ত্তী দুইটি পদে 'বল কৈলেঁ আণায়িবোঁ রাজাএ' এবং 'কংশ আনায়িআঁ তোক কাটায়িব আহ্মে' (পৃ° ৪২, ৪৩)। **রাএ**—প্রা° রাঅ'; একার বিভক্তি-চিহ্ন। রাজাকে।

১। **কুলআঁ ঘাটে**—কূলের ঘাটে। খেয়া ঘাটে। **কর কুলআঁ ঘাটে** ইত্যাদি—যমুনার খেয়া-ঘাটে কর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, (হাঁটা) পথে কানাই করসংগ্রাহক, কি বুদ্ধি করিবে, কোন্ কৌশলে আমার হাত এড়াইবে?

২। **মাগহ**—মাগ, প্রার্থনা কর।

৩। **পাঠাএ**—পাঠায়, প্রেরণ করে। **বান্ধা**—বন্ধক।

৪। **সাজিএ**—সজ্জিত করি। **কড়া**—প্রা° কবড্ড'। কপর্দ্দক, মুদ্রা। **তোহ্মে রাখোআল** ইত্যাদি—তুল° 'নির্ধনীর ধন হ'লে দিনে দেখে তারা'।

৫। **তোহ্মাহো**—তোমায়ও।

৬। **যেব**—বা' নিশ্চয়ে।

বুঝিলোঁ—বুঝিলাম। **ভিতে**—ভিত্তি' শব্দজ। দিকে, পার্শ্বে।

৭। **আছোঁ**—বিদ্যাপতিতে,—

মদনবানে মরুছলি অছঞো
সহঞো জীব অপনে ॥

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

পুরুব কালত আছোঁ খণ্ড তপ করি।

অদ্বৈত-প্রকাশে,—

পুরী কহে মুঞি ছার আছোঁ এই স্থানে ॥

আছি। **এভোঁ যবেঁ যৌবন** ইত্যাদি—এখনও যদি যৌবন পুঁজি করিয়া রাখিবার ইচ্ছা কর অর্থাৎ আমার কথায় সম্মত না হও, তাহা হইলে ইত্যাদি।

৮। **টেণ্টন**—বর্ণরত্নাকরে টেণ্টল (ণ)'। মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

কহির টেণ্টন দুই ভৈলাহাঁ তপসী।

টেটনী' ও টেটন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। ধূর্ত্ত, বঞ্চক।

আপমানবে—'আপমান' শব্দের উত্তর এই 'কে' প্রত্যয় লক্ষণীয়। **মানসি**—মানিতেছ, গ্রাহ্য করিতেছ। **কংস রাঅ পাটে**—দৈত্যরাজ কংসের শাসন। পাটে—প্রা° পট্ট' ; এ' বিভক্তিচিহ্ন। সিংহাসন, শাসন।

৯। **মারিলোঁ**—বিনষ্ট করিলাম, ধ্বংস করিলাম। **দেখাসসি**—দেখাইতেছিস, দেখাইতেছ। **পড়িঘাএ**—প্রা° পডিঘায়' (প্রতিঘাত) শব্দজ। আগলায়, রক্ষা করে।

১০। **হুঅ**—হও। **আকাশ পাতাল**—আবোল তাবোল, প্রলাপ। **বা**—নিষেধাদিবাচক অব্যয়। **পাতিআএ**—চর্য্যাপদে,—

আইস সংবোহেঁ কো পতিআই ॥

বিদ্যাপতিতে,—

কপটহি কে পতিয়াঈ ॥

প্রত্যয় করে। **মোহোঁ**—আমিও। **কৈলেঁ**—করিলে।

১। **তোর মান ধরে**—তোমায় সম্ভ্রম করে।

পৃ° ৪৩

কাতে—'তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত। সঞ্জয়কৃত বিরাট পর্ব্বে,—

উত্তরাতে দিল নিয়া উত্তম বসন।

চৈতন্যভাগবতে,—

তবে মুঞি নাহি যাঙ কহিলুঁ তোমাতে।
(আদি, ৫ম অ°)

ষষ্ঠীবর সেনকৃত মনসামঙ্গলে,—

সোণকাতে জিজ্ঞাসা করিল সদাগর ॥

কাহাকে। **নিবেদিবোঁ**—নিবেদন করিব, জানাইব। **এথাঁ**—প্রা° এথ' (অত্র)।

এখুনি—'ই' প্রত্যয় নিশ্চয়ে। এই ক্ষণেই। **নিমাথি**—অনাথা, সহায়হীনা।

২। **লাগে**—জোড়া লাগে; যুক্ত হয়। **হেন বুঝোঁ** ইত্যাদি—এরূপ বিবেচনা করি, [যেন তোমার] মাথা কাটিলে জোড়া লাগে, অথবা তোমার মাথা কাটিলে [তবে] উপযুক্ত হয়। **জানিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

হৈবে মোর ধর্ম্ম নষ্ট তৈখনি জানিলো ॥

জানিলাম।

৩। **এত কাল আসি** ইত্যাদি—গোপকুমারী আমরা, এত কাল যাওয়া আসা করি, ইত্যাদি। **কভোঁহো**—কখনও। **মর**—গোল্লায় যাও, অধঃপাতে যাও। **সলী**—শল্য, শল্য-বেধনজনিত বেদনা।

৪। **ভআঁ**—হইয়া। **পুতে**—শৌরসেনী পুত্ত'; এ বিভক্তি-চিহ্ন।

১। **দুপহর**—দ্বিপ্রহর। **বেলে**—বেলায়, সময়ে। **দিলেঁত**—'ত' দার্ঢ্যে।

বাই—প্রা° বাইঅ' (বাতিক)। বায়ুজনিত পীড়া, উন্মাদ।

২। **ভোখে**—প্রা° ভুক্খা' (বুভুক্ষা)। পশ্চিম-রাঢ় ও কামতাবিহারে ভুক্', ভোক্,' ভোখ'। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আর্ত্তনাদ করি পাপী কান্দে ভোক শোষে।

ক্ষুধায়। **শোষে**—তৃষ্ণায়। **দরিশনে**—দর্শনের নিমিত্ত। **চাহিআঁ**—অন্বেষণ করিয়া। **ঘরক মন না জাএ**—ঘরে মন বসে না।

৩। **সপন**—স্বপ্ন। **নদীকের**—ষষ্ঠীর উত্তর কের' তথা কর' প্রত্যয়, প্রা° সম্বন্ধবাচক কেরক' শব্দেরই রূপভেদ। বিদ্যাপতিতে,—

সদা বসথি জমুনাক তীর।
পরজুবতীকের হরথি চীর ॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

দুই ভাইকের পবন হৈঞা গেল সখা।

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

দেখিয়া রাম দামোদর **বৎসকের** সঙ্গে।

নদীর। **বাণে**—তেলিগু বান' (বৃষ্টি)। বন্যা। **তরুঅর**—সরোজ বজ্রের দোহাকোষ ও বিদ্যাপতিতে তরুঅর। তরুবর। **ভখে**—ভক্ষণ করে। **আসার**—অসার। **কিরীত**—কীর্ত্তি। **থাকে**—প্রা° থক্কই' (তিষ্ঠতি)। **সংসার আসার** ইত্যাদি—তুল°—

ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি জায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥

৪। **ভর**—পূর্ণ। **সুখান**—মৃ°ক'এ সুকৃখাণ। শুষ্ক।

লাগিল—শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হইল।

পৃ° ৪৪

৩। **পোড়েক**—পোড়ে, দগ্ধ হয় বা করে।

৪। **সাজিলোঁ**—সাজাইলাম, সজ্জিত করিলাম। **রে**—'রে অরে সম্ভাষণরতিকলহে'—সিদ্ধহেম°।

১। **বান্ধসি**—বাঁধিস্, বন্ধন করিতেছ। **নাগরী বেশ**—নাগরিকার ব্যবহার, ছলনা। **বাসিত ফুলে রাধা** ইত্যাদি—রাধে, সুগন্ধ ফুল দিয়া কেশ রচনা করিয়াছ, আমায় [আর] ছলনা করিও না। **পড়িঘাউ**—প্রতিঘাত করুক; নিবারণ করুক। **কহী**—প্রা° কহিং' (কুত্র)। কোথায়। **নহে**—না হয়।

২। **দলিবোঁ**—দলিত করিব। **শোণিতপুর**—শোণিতপুর কুমায়ুন প্রদেশে কেদারগঙ্গা (মন্দাকিনী) তীরে অবস্থিত। উষামঠ হইতে ইহার ব্যবধান মাত্র ছয় মাইল এবং গুপ্ত-কাশীর অতি নিকটে। উষামঠ, রুদ্র-প্রয়াগের উত্তরে এবং হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ যাইবার পথের উপর। গুপ্ত-কাশী বাণরাজ কর্তৃক শোণিতপুরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। শোণিতপুর, দিনাজপুরস্থ দমদমার দুর্গ অথবা আসামের তেজপুর নহে।

বাণ—বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শোণিতপুর ইঁহার রাজধানী।

৩। **শতেক কুড়িএঁ**—এক শত কুড়ি পরিমাণে; তুল° 'শত শত'। কুড়ি' শব্দ কোল (অস্ট্রিক)-মূলক। **নেলো**—লইলাম। **ধান্ধা**—[তন্দ্রা > দন্ধা > ধন্ধা]। বিদ্যাপতিতে,—

মঝু মনে লাগল ধন্দা।

সংশয়, সন্দেহ।

৪। **ছাড়িল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পড়িলী—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। ১ম পুরুষের ক্রিয়া।

বেড়ে—প্রা° বেঢ়'। বেষ্টনে, অধিকারে। তুল° 'তার খপ্পরে পড়িলে আর রক্ষা নাই।'

৩। **হিরাধর**—হীরক-খচিত। **কড়ী**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কর্ণে হীরাধর কড়ি অপরূপ জুতি।

কর্ণাভরণভেদ (পুষ্পকলিকাকার কি?)। **কাঞ্চুলী টানএ** ইত্যাদি—আমার গাত্র হইতে [বলে] বক্ষাবরণ আকর্ষণ করিতেছে। **সহাএ**—প্রা° সহাঅ'; একার বিভক্তিচিহ্ন। সাথী।

৪। **জাণা**—জানাও, অবগত কর।

পৃ° ৪৫

৬। **কৈলী**—করিলে।

৭। **তিরীকলা**—স্ত্রীলোকের ছল, নাগরীপণা। **সম্বোধেঁ**—সান্ত্বনায়।

৯। **বহুত**—বর্ণরত্নাকরে; প্রা° পৈ°এ বহুত্ত' (বহুতরং) ২।৯৫।

১০। **ঘোল দধি দুধ** ইত্যাদি—তুল° 'দই দুধে জল সরিল'। **মেলিলেক**— √মেল্', নিষ্কাশনে।

১। **সাধসি**—সাধিতেছিস্, সংগ্রহ করিতেছ।

২। **জংজাল**—পূর্ব্বে জঞ্জাল'; আলজাল' শব্দ তুল°।

৩। **যবেঁ পথে মোরে** ইত্যাদি—যদি পথে আমার প্রতি বল প্রকাশ কর, তাহা হইলে প্রতিফল হইবে তোমার মাথার: অর্থাৎ তোমার মাথা যাইবে। **নঠ বুধী**—নষ্টবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি।

৪। **গুণী আগু পাছ**—অগ্রপশ্চাৎ গণনা করিয়া। পাছ—প্রা° পচ্ছা'।

১। **চাহসি**—প্রা° পৈ°এ চাহসি' (বাঞ্ছসি)। বিদ্যাপতিতে,—

বোলও চাহসি কিছু বোলইতে লজাসি॥

বুঝিএ—বোধ করি।

২। **তোহ্মাক**—নিমিত্তার্থ-বোধক লাগি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী। তোমার।

৩। **করিব**—প্রা° করিঅব্ব'; অপ° করিব্ব' (কর্ত্তব্য)।

৪। **নিধুবনে**—'নব-নিধুবন-লীলাঃ কৌতুকেনাভিবীক্ষ্য' (মাঘ) ; বিদ্যাপতিতে,—

ন ধর কেশ ন কর টিটপন।
অলপে অলপে করহ নিধুবন ॥

রতি-সম্ভোগে।

১। **জিতে**— √জী (জীব্)র পদ। কমললোচনকৃত চণ্ডিকাবিজয়ে,—

ব'হুরিয়া যাও যদি জিতে থাকে আশ।

বাঁচিতে, বাঁচিবার নিমিত্ত। **জিতে পরকার** ইত্যাদি—জীবিকার সংস্থান নাই, মহাদানী বলাইতেছ ; [এমন অসম্ভব কথা] লোকে বা ধর্ম্মশাস্ত্রে [কখন] শুনি নাই।

পৃ° ৪৬

৪ **হোর**—গোবিন্দদাসে,—

হোর দেখ এ সখি রাই শ্যাম কোর ॥

কবিশেখরকৃত দানখণ্ডে,—

হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে। (পুথি)

জগদানন্দের পদাবলীতে,—

হের না সখি হোর কি দেখি
কিএ অদভুত কভু না পেখি···

ঐ ওখানে, অদূরে। শব্দটি বীরভূম অঞ্চলে এখনও প্রচলিত ; তুল° পূর্ব্বী হি° ওহর'। **ঘুচ**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেথা হইতে যা।
দূরে ঘোচ বধূ তুমি হেথা হৈতে চল।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

দূর গুচ পাপী আন জঞ্জাল ন পাত।

সর, অপসারিত হও। **পাশে**—নিকট হইতে।

সকতী—শক্তি। **আইসে**—প্রা° আইসই, (আবিশতি)।

২। **খুজিতেঁ**—চাহিতে, প্রার্থনা করিতে। **দেখাবলী**—দেখাইতেছিস্। **আহ্মাত**—আমার।

৩। **বাখান**—বাদানুবাদ।

১। **তেল**—প্রা° তেল্ল' (তৈল)। **বিচিতেঁ**—বেচিতে, বিক্রয় করিতে। **সুনা ঘটে**—শূন্য কলসে। সুনা—প্রা° পৈ°এ সুন্ন। **বারী**— √বারি' বর্জ্জনে।

২। **বিহা** (বিয়া, বিভা)—প্রা° বিআহ'। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যত্ন করি আনিয়া তোমাত বিহা দিলোঁ ॥

স্বর্য্যের প্রাচীন গানে,—

তোমার স্বর্য্যাই ডাঙ্গর হৈছে বিয়া করাও না ॥

বিহা' শব্দ বাঁকুড়া, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত। বিবাহ। **ভুঁজ**—ভুঞ্জ, ভোগ কর। **পরাক**—অপরকে।

৩। **পুছ**—জিজ্ঞাসা কর।

৪। **মল্লিকা কলিকা পাশে** ইত্যাদি—তুল°—

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস ॥ (বিদ্যাপতি)

১। **বেধিল**—বিদ্ধ, ব্যথিত। **তোর রূপ দেখি** ইত্যাদি—আমি গদাধর, তোমার রূপ দেখিয়া কামপীড়িত-চিত্ত হইলাম। **বস**—প্রা°। বশীভূত।

২। **উন্নত যৌবনে**—ভরা যৌবন।

৩। **তেজোঁ**—ত্যাগ করি।

পৃ° ৪৭

১। **ভাব**—প্রা° ভাঅ'। ভাব, রীতি। **আপণা ছাওয়াল** ইত্যাদি—কানাই, (রতি সম্ভোগের পক্ষে) আমি আমাকে অত্যন্ত বালিকা মনে করি। **পাই**—পাওয়া যায়।

নাঅ—প্রা° পৈ°এ ণাব' (নৌঃ)। **ভরা**—শূন্যপুরাণে,—

নিরঞ্জন ধনভাণ্ডার নাএ দিল ভরা।

কবিকঙ্কণে,—

বদল আশে নানা ধন নায়ে দিল ভরা।

বোঝা, ভার।

২। **কলিকাত**—মুকুলে। **অনুবন্ধ**--বিদ্যাপতিতে,—

কে ন করএ নিঅ পতি অনুবন্ধ ॥

অভিলাষ। **মালতী মল্লিকা কলিকাত** ইত্যাদি—তুল°—

মাধবি মুকুলিত মালতি ফুল।
তাহে নাহি ভুখল ভমর অনুকূল॥ (বিদ্যাপতি)

। **খাইএ**—প্রা° খাইঅই' (খাদ্যতে)। খাওয়া হয়। **তপত দুধ** ইত্যাদি—মূল ও টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ°৩৯)। **ভুখিল হয়িলেঁ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

বড়েও ভুখল নহি দুহু কওরে খাএ।

ভবানন্দের হরিবংশে,—

দুই হস্তে কেবা খায় যদি লাগে ক্ষুধা॥

['বুভুক্ষিতঃ কিং দ্বিকরেণ ভুঙ্‌ক্তে'—বিদ্যাসুন্দরচরিতম্।]

আলাওয়ালের পদ্মাবতীতে,—

ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুই হস্তে কেবা খায়।

২। **মোর কানে** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) তোমার কথা, শুনিবার একান্ত অযোগ্য।

৬। **ভাণ্ডায়িলি**—স্ত্রীলিঙ্গে ই' প্রত্যয়। প্রতারিত, ভ্রান্ত।

৯। **জিঅন্তেঁ**—জীবন্তে, জীবন থাকিতে।

১। **বোলেঁ প্রবোধিতেঁ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, কানাই ভারি চতুর, তাহাকে কথায় ঠেকান দায়।

২। **শুধী**—শুদ্ধি, যুক্তি।

৪। **যুগতী করিউ** ইত্যাদি—ওগো বড়াই, তোমায় আমায় উভয়ে মিলিয়া একটা যুক্তি করা যাউক।

পৃ° ৪৮

২। **নিছন**—বিদ্যাপতিতে—নেঞোছন'। প্রাচীন পদসাহিত্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে নিছনি' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। বিবাহকালীন বরণ, স্ত্রী আচার প্রভৃতির একটা প্রধান অঙ্গ নিছন' বা নিছনি'। উহার মৌলিক অর্থ, অমঙ্গল নিঃশেষে মুছিয়া ফেলা। স° প্রতিরূপ নির্মঞ্ছন'। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানুরূপের নিছনি নিছিয়া দিনু কুলে।

বলরাম দাসের পদে,—

করুণা সাগর গৌর অবতার
নিছনি লইয়া মরি।
মরোঁ মরোঁ সই ও রূপ নিছনি লৈয়া।

শশিশেখরের পদে,—

ধনী ধনী ধনী রমণী রমণী
তোমার নিছনি যাই।

বালাই। **থাকু**—থাকুক।

৪। **সেহো পথে**—সে পথেও। **তোর মোর** ইত্যাদি—তোমায় আমায় মিলিয়া তাহার প্রতিফল দিব।

৭। **এথাঁসি**—এখানে-ই। **বাদিআর সাপ**—সাপুড়ের সাপ বিষদাঁত-ভাঙ্গা ও নিস্তেজ। **বাদিআ**—'ব্যালগ্রাহিত্বয়ং ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।' টীকাসর্ব্বস্ব। সাপ—প্রা° সপ্প'।

৮। **মোতে**—আমার।

৯। **দারুণ**—দুঃশীল। **দুরিত**—কলুষিত। **যাইউ**—যাওয়া যাক।

১১। **লাগ**—সঙ্গ, সামীপ্য।

১৩। **যে বুধি এড়াইএ**—যে উপায়ে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

১। **উমত্ত**—প্রা° উম্মত্ত' (উন্মত্ত)। **এড়ায়িবারে কৈল** ইত্যাদি—বড়াই, অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত এত রকম করিলাম; কিন্তু স্বেচ্ছাশীল কানাইর তা'র একটাও মনের মত হইল না।

আহ্মা সমে সুরতি ইত্যাদি—আমার সহিত কানাইর রতিকেলি একান্ত অযুক্ত। মাণিক দ্বারা হীরক ভেদের কথা কে কোথায় বিশ্বাস করে? **বিন্ধে**—বিদ্ধ করে, ভেদ করে।

২। **চারীত**—চরিত্র, আচরণ।

৩। **পুছে**—প্রা° পুচ্ছই' (পৃচ্ছতি); হি° পুছৈ,' গু° পুছই'।

৪। **হেন পড়িহাসে বড়ায়ি**—ইত্যাদি—কেমন করিয়া তোমার এমনটা মনে হয় বড়াই, আমার মত

কিশোরীর পক্ষে বিদগ্ধ নন্দনন্দন যোগ্য পাত্র? প্রতি—পক্ষে। **মাকড়ের যোগ্য** ইত্যাদি—**তুল°**—

বানরকণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ (বিদ্যাপতি)

১। **মতিমোহে**—মনোভ্রান্তি হেতু; মতিমোহে' শব্দ তুল°। **বিছোহে**—বিচ্ছোহো বিরহে' (বিচ্ছোহো বিরহঃ)—দেশীনামমালা, ভবিসয়ত্তকহাতে বিচ্ছোয়'। স° প্রতিরূপ বিক্ষোভ'। বিদ্যাপতিতে,—

বিছোহ বিকল ভেল তুহুক পরান।

যে বিছোহ জনু কাহুক উপজয়

বিছোহ ধরয় জনু দেহ॥

মালিক মুহম্মদকৃত পদ্মাবতীতে,—

তউ নাহি সোগ বিছোহ কর ভোজন পরাণ পেট।

[তাবৎ বিরহ শোক, যাবৎ উদর পূর্ণ না হয়।]

কাকুতি—কাকুক্তি, কাতর প্রার্থনা। **অন্তরে**—শ্যামদাসকৃত দীনচেতনে,—

নাচিয়া গাহিয়া খাঅ কিসের অন্তর।

নিমিত্ত।

তোহ্মার আনুমতীএঁ ইত্যাদি—ফলিতার্থ: তোমার ঈষৎ ইঙ্গিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

কাপড়—মাগধী কপ্পডএ' (কর্পটকঃ); কোল (অস্ট্রিক) কর্পট'। **পিন্ধে**—পরিধান করে।

পৃ° ৪৯

২। **জিআঅ**—জীয়াও, জীবন দান কর।

৩। **উজলে**—উজ্জ্বল।

৪। **কিবা**—কিম্বা।

১। **সতন্তরে**—স্বেচ্ছাচারের কথা। **দুতরে**—প্রা° দুত্তর' (দুস্তর)। বিপদে।

কাঢ়ায়িলি বাট—পথ ধরিলি। কাঢ়ায়িলি—বাহির করিলি। **দুসহ**—প্রা° দূর্গম। **আরণে**—প্রা° অরন্ন'। অরণ্যে।

২। **ছিণ্ডিবেক**—ছিঁড়িবে, ছিন্ন করিবে।

৩। **মিছে ছাচেঁ**—মিথ্যা ছাঁদে অর্থাৎ ছলা কলায় [ছাঁচ—হিন্দী সাঁচা'। সদৃশ, ঢব, mould।]

৪। **পুণি**—প্রা° পুণি', পুণী। পুনঃ। **ছিন্তে**—আছিতে, থাকিতে। **যেহি**—যেই, যাহা বা যেরূপ **সেহি**—সেই, তাহা বা সেইরূপ।

মদীয়মানসোল্লাসি ইত্যাদি—এস বলিয়াছ রাধে। শুনিয়া আমার মন উল্লসিত হইতেছে। এস, স্মরযাতনা হইতে উদ্ধার কর,—কি যে যাতনা, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না, সব কথা প্রকাশ করা যায় না।

১। **আগুছিআঁ**—[<আগুসিয়া<আগু আসিয়া], সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করাকে পূর্ব্ববঙ্গে আগোছা' বলে। সম্মুখবর্ত্তী হইয়া। **অথবেথে**—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতিতে আথে ব্যথে'। আস্তে ব্যস্তে। **ঠেঠালি**—বুড়েষ্টাবর্ত্তী, প্রগল্ভা। **ভাক দেখি বড়ায়ি** ইত্যাদি—তাহা দেখিয়া অতি বড় মায়া-মমতাহীন বড়াই আস্তে-ব্যস্তে ফিরিয়া গিয়া মূল পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

২। **অঝর**—প্রাচীন সাহিত্যে অঝোর,' অঝরু,' আঝর'। অজস্র ধার। **লোহ**—হি° লোহ,' ও° লুহ'; স° লোতস্। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

ভাসিলা লোচন লোহে দেব রঘুমণি।

কবিচন্দ্রের অক্রুরাগমনে,—

মাএর কথা জিজ্ঞাসিতে চক্ষে পড়ে লোহ॥ (পুথি)

কাশীদাসের আদিপর্ব্বে,—

নয়নেতে লোহ ঝরে দুগ্ধ ঝরে স্তনে।

প্রাদেশিক লো'। চক্ষের জল, অশ্রু।

৩। **সাথী**—প্রা° সকৃথি, সকৃথী'। সাক্ষী। **সুরত সংভোগে**—রতিক্রীড়ায়।

৪। **ভনে**—এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। অর্থাৎ মোচন করি। **রসমনে**—সরস অন্তরে, হর্ষচিত্তে।

১। **ছিণ্ডি**—ছিঁড়িয়া, ছিন্ন করিয়া।

২। **ঘর মথুরা নগরী**—ঘর অথবা মথুরাপুরী।

পৃ° ৫০

৫। **আন্ত**—অন্ত।

৮। **আস্নাতে**—তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত।

৯। **দিনা কথো**—অল্প কএক দিন।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—সলজ্জা, আভীর-কৌতুকা ও একাকিনী রাধা বনমধ্যে হরিকে সম্মুখে দেখিয়া অনেক ক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিলেন।

১। **দুআরে**—প্রা° দুআর,' দুরার'। দ্বারে।

ভয়ং কংসাভিমন্যুভ্য ইত্যাদি—রসসন্দোহসাধিকে বাধিকে, আমার কথা শুন। কংস বা অভিমন্যুর ভয় করিও না।

নিবোঁ—লইব।

২। **আগত**—অগ্রে।

৩। **দূতা পাঠায়িআঁ** ইত্যাদি—দূতী পাঠাইয়া তোমায় গোকুলে লইয়া যাইব। **নিব ত**—লইব ; নিশ্চিত অর্থে ত' প্রত্যয়। **অলজ্ঞালে**—চর্য্যাপদে,—

জো মণ গোএর আলাজালা

[মন ইন্দ্রিয়স্য গোচরো যঃ সংকল্পবিকল্পজালঃ]

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

স্বপনর কথা যত কহিলাহা প্রাণজায়া

জানিবা সকল আলজাল।

অবণ্যকাণ্ডে,—

কোন বস্তু ছার খুজিলোহোঁ পণ্ডচাল।

ইহাক নিদিয়া পাতিলাহা আলজাল॥

উৎপাত, উপদ্রব। অলং' এবং জাল' শব্দের যোগে অ ল জা ল। **বাটত যাইতেঁ মো** ইত্যাদি—পথে যাইতে আমি উৎপাত করিব অথবা তোমাকে বল করিব।

৩। **গুণসি**—বিদ্যাপতিতে,—

পরমুখে ন সুনসি নিঅ মনে ন **গুণসি**

ন বুঝসি ছইলর বানী।

গণনা করিস্। **পাঁচ সাত**—অগ্র পশ্চাৎ, নানাপ্রকার।

১। **আহা**—আশা। **অরতী বাধিত**—রতি-পীড়িত বা আসক্তির বশীভূত। **জরমক তরে**—চিরকালের জন্য।

সন্দেশ লওঁ—উপহারস্বরূপ গ্রহণ করি।

পরিভায়—ভাবিয়া দেখ, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ।

২। **উচিত কমলে ভোগ** ইত্যাদি—(তাৎপর্য্য) ভ্রমর [প্রস্ফুটিত] কমলের মধুপানে সুখী হয় যথার্থ এবং যুক্ত ; কিন্তু আমার যৌবন এখনও ফুটিয়া উঠে নাই, মধুর একান্ত অভাব। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অখণ্ড কলিকা প্রভু নাহি গন্ধ বাস।

বিকশিত কমলে প্রভু ভ্রমরে করে আশ॥

ইঞ্চলা—ইঁচলা মাছ। **বার পাড়িবে**—ব্রত পাতিত করিবে। **বেআপিবেঁ**—ব্যাপ্ত করিবে। **ইঞ্চলা খাআঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—কানাই, নামমাত্র মাছ খাইয়া ব্রতভঙ্গ করিবে এবং আপনাকে ঘোর পাপে লিপ্ত করিবে।

পৃ° ৫১

৪। **প্রজল**—প্রজ্বলিত। **নিবাএ**—নির্ব্বাপিত হয় বা করে। **একবার রতীএ** ইত্যাদি—তুল°—

কাম ভোগ অভিলাষ না যায় খণ্ডন।

ঘৃত দিলে আর যেন বাড়ে হুতাশন॥

৪। **পড়িভায়**—উপরে পরিভায়'। **আগ পাছ**—অগ্র-পশ্চাৎ। **কর**—প্রা° পৈ°এ কর' (করোতি)।

তক্রবিক্রয়নবৃদ্ধয়া ইত্যাদি—তক্র বিক্রয় করিতে করিতে তোমার বুদ্ধি স্থূল হইয়া গিয়াছে,—তুমি আমার পরিচয়ে বঞ্চিতা। রাধিকে, আমি কংসরূপ দাবাগ্নির প্রশমনকারী গোপ-সন্তান।

১। **জাণওঁ**—পদ্মাবতিতে জানউ'। জানি।

২। **সহিব**—সহিবে, সহ্য করিবে।

৩। **হরোঁ**—হরণ করি। **আপণ অঙ্গের** ইত্যাদি—একদা শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা হইলে স্বয়ং দুই রূপে প্রকটিত হন। দক্ষিণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি এবং বামাঙ্গে রাধারূপ ধারণ করেন। **লখিমী**—লক্ষ্মী।

৪। **আছিলোঁ**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকাপ্রদেশে। বিদ্যাপতিতে অছলোঁ', অছলুঁ ; চর্য্যাপদে অচ্ছিলোঁ'। আছিলাম, ছিলাম।

৫। **ছার**—প্রা°। তুচ্ছ। **বামা**—প্রতিকূল আচরণকারিণী। **আজাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **দেহ**—ব্যক্তি।

৭। **হসিত বদন**—হাসযুক্ত মুখ বা হাসি-মুখ; তুল° হসিত বয়ানে চাহে মেঘ পানে কি কহে দু হাত তুলি॥ **অবসই**—প্রা° অবস' (অবশ্য): ই' নিশ্চয়ে। **হরিএ**—লুণ্ঠন করিয়া। **ভুঞ্জে**—প্রা° ভুঞ্জই' (ভুংক্তে)।

৮। **দুইহাঁর**—(দুহাঁর, দোহার) দুই জনের। **আরতী**—আর্ত্তি, মনোব্যথা।

৯। **হাণিল**—প্রহার করিল।

অথ রাধা বনে ইত্যাদি—অনন্তর রাধা ঈদৃশচরিত্র হরিকে বনে দেখিয়া বৃন্দার প্রতি রোষবশতঃ দীর্ঘকাল চিন্তা করিলেন।

১। **ছারে খারে**—চুলায়, অধঃপাতে। **অনল বুলাওঁ**—তুল° 'গায়ে আগুন মেটিয়ে দিই'। বুলাওঁ—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই। **মাঝ পান্তরে** ইত্যাদি—মধ্য প্রান্তরের পথ ধরিয়া। পান্তর—প্রান্তর। **কাঢ়ায়িঞা**—বাহির করিয়া।

পৃ° ৫১

জায়িবাক—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত। **নান্দে**—দেয় না।

২। **অনুবন্ধ**—বিদ্যাপতিতে,—

পরক বিলাসিনী তুয় অনুবন্ধ।
আনলি কত ন বচন কএ ধন্ধ॥

নির্ব্বন্ধ, উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা। **খেড়**—তু° চ°, দেশীনামমালা প্রভৃতিতে খড়': শৃ° পু°এ খেড়'। শুষ্ক তৃণাদি। **আগুনী**—প্রা° অগণী' (সিদ্ধহে°, ৮।২।১০২)। অগ্নি। **দহি**—প্রা°। দধি।

৩। **ভর পান্তরে**—মধ্য প্রান্তরে, মাঝ পথে।

হিআ—প্রা° হিঅ', হিঅঅ'। হৃদয়। **হিছোলেঁ**—বীরভূমির প্রাদেশিক। হেঁচ্‌কা টানে, আকস্মিক আকর্ষণে। **লঙ্গ**—লবঙ্গপুষ্প। **ভিড়িআঁ**—বেষ্টন করিয়া। **লোটন**—চণ্ডীদাসের পদে,—

লোটন বান্ধন কুণ্ডল করিয়া
তাহা বা পরেছ রাধে।
কুসুম সুষম মুকুতা-মাল
লোটন ঘোটন বাঁধিয়া॥

বিন্যস্ত কেশপাশ, বেণী। **লঙ্গ মালতীএঁ** ইত্যাদি—যাহারা কেশরচনাদি বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগী, তাহারা প্রায়শঃ দুর্ব্বিনীত ও দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ইহাই প্রকারান্তরে বলা হইল।

১। **ঘুনে**—ঘুণে। ঘুণ একপ্রকার কাষ্ঠকীট।

২। **গোর**—প্রা°। গৌর।

৩। **শোভা**—শোভা। **কনক কুম্ভ আকারে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

আগু নাহিঁ সরে—অগ্রসর হয় না।

৪। **দেহার দেব**—যাহা কিছু দেহবিশিষ্ট, তাহার দেবতা, বিশ্বাত্মা। পূর্ব্বে 'দেহের দেবতা'। **কলায়িলোঁ**—চর্য্যাপদে কলিআঁ (আকলয্য)। অনুগত হইলাম, বশীভূত হইলাম।

১। **লঙ্ঘিবেঁ**—[লঙ্ঘিবে-হেঁ]; লঙ্ঘন করিবে।

২। **জুণি**—বিদ্যাপতিতে,—

অহে সখি অহে সখি লৈ জুণি জাহে।

(ডা° গ্রীয়ারসনধৃত পাঠ)। যেন না।

৪। **কাম্পো**—কম্পিত হই। **বালা**—স° ও প্রা° পালি'। বাইল, সবৃন্ত পত্র।

পৃ° ৫৩

রাধিকানুমতিমাপ্য ইত্যাদি—রাধিকার অনুমতি পাইয়া মহাপরাক্রমশালী মদন-শর-বিদ্ধ মাধব অদ্ভুত প্রণালীতে শত্রুর প্রতি এইরূপ সুন্দরভাবে বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

১। **মরদিল**—মর্দ্দিত করিলেন।

২। **বদনে বদনে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে—

নয়ানে নয়ান দুহুঁার বয়ানে বয়ান।

দশনবসনে—দন্তচ্ছদ অর্থাৎ ওষ্ঠাধরে। **বিসরী**—বিস্মৃত হইয়া। **মতি ভোলেঁ রাধিকার** ইত্যাদি—কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রাধার নিষেধবাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিলেন।

৩। **উতরল**—[উৎ-তরল]। চণ্ডীদাসের পদে,—

সখীগণ কহে ধনি নহ উতরোল ॥

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

মুনি বলে বাম নাহি হও উতরোল।

কাশীদাসী মহাভারতে,—

করিব উপায় আমি নহ উতরোল।

অতিশয় চঞ্চল, বিহ্বল। **বন্ধে**—বন্ধন। **রতী অনুবন্ধে**—রতি-উপক্রমে।

৪। **মনতোষ**—মনের তৃপ্তি। **শাসে**—শ্বাস। **আবোশেষ**—অবসান। **তরাসে**—ত্রাস।

১। **নিল**—লইলে। **গুণিআঁ**—শ্যামদাসকৃত মীনচেতনে,—

গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোঁটা।

কণ্ঠাভরণভেদ, সূত্রহার। **গলার**—প্রা° গলঅ'; 'র' বিভক্তি-চিহ্ন। **খাঁখার**—শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেন হেন কৈলি পাপ কুলের খাঁকার।

যুদ্ধে ভঙ্গ অপযশ ঘুষিব সংসার ॥

পরাগলী মহাভারতে,—

আমার ললাটতল বিধির লিখন ফল

কুরুবংশে রহিল খাংখার। (স্ত্রীপর্ব্ব)

কবিকঙ্কণে,—

পাণ লৈতে তোমার সনে না কৈল বিচার।

রন্ধনশালাতে ছুঁড়ি আনিবে খাঁখার ॥

রাঢ়ের পশ্চিম-প্রান্তে নিন্দা, অপবাদ প্রভৃতি অর্থে খাঁখার শব্দ প্রযুক্ত হয়। অখ্যাতি, কলঙ্ক। [কলঙ্ক আকার= খাঁকার, G. C. Haughton's B. S. Dictionary]

২। **বাহুঠী**—বিদ্যাপতিতে 'বহুটী'। হস্তাভরণভেদ।

পাশলী—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

পায় খাড়ু দিল আঙ্গুলে পাশলি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

কটিতে কিঙ্কিণী পরে পদাগ্রে পাসুলি।

পদাঙ্গুলির ভূষণভেদ। **সনেহে**—প্রা° সণেহ' (সিদ্ধহে° ৮।২।১০২)। স্নেহে, প্রণয়ে।

১। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিল। **বিপরীত**—বিপর্য্যস্ত, ব্যতিক্রান্ত। **একোহি**—একটা-ও। **চরীত**—চরিত্র, আচরণ।

২। **নিলে**—মাগধী লহিদে' (লব্ধঃ)। **আসুখিলী**—অসুখিতা, দুঃখিতা।

৩। **আয়াসিলী**—শ্রান্তা।

পৃ° ৫৪

১। **পরতেখ**—প্রত্যক্ষ। **বিহানে**—প্রাচীন সাহিত্যে বিহনে,' বিহুনে' প্রভৃতি। ব্যতীত, বিরহিত হইয়া। **আপারে**—অপার।

ভৈল পাঞ্জর শেষ—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে, 'পাঞ্জর হইল শেষ'। পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল অর্থাৎ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলাম।

২। **জাঁউত**—বক্ষের। **নিবারিলোঁ**—নিবারণ করিলাম। **একসরী হআঁ দৃঢ়** ইত্যাদি—একাকিনী হেতু দৃঢ়ভাবে কাপড় কষিয়া, কানাইর বুকের উপর চড়িয়া, তাঁহাকে নিবারণ করিলাম।

৩। **বিরূপ**—কুৎসিত (কথা)।

১। **তেজিলোঁ**—ত্যাগ করিলাম।

২। **রাখিএ**—প্রা° রক্‌খিঅই' (রক্ষ্যতে)।

আপণা রাখিএ ইত্যাদি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে হয়।

৩। **চুম্বওঁ**—চুম্বন করি। **দুয়জ**—প্রা° দুইজ্জ,' দোজ্জ'। চণ্ডীদাসের পদে,—

দেখিল কাহ্ন দোয়জ পহরে ॥

দ্বিতীয়। **জীলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে। বাঁচিলাম।

১। **ভিজিআঁ**—√ভিজ্' (সং অভি-√অনজ্) ম্রক্ষণে। **ঘামে**—প্রাং ঘম্ম; একার বিভক্তিচিহ্ন। পারসিক গরেম' শব্দ ভুল। **হংস যেহ্ন সরোবর** ইত্যাদি—(রাধার উক্তি) হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তানাবুদ) করিল। **বিগুতিল**—আলোডন করিল। **তেহ্ন**—তাদৃশ।

রহাইল—আটকাইল।

২। **সুঝাইল**—নারায়ণ দেবকৃত পদ্মাপুরাণে,—

কালি যত বিড়ম্বিনু তোরে সেহি সুঝাইল মোরে
ধিক জাউক আমার জীবনে। (পুথি)

পরিশোধ লইল।

৩। **মোড়িআঁ**—চর্য্যাপদে মোড্ডিউ', মোড়িঅ' (মর্দ্দয়িত্বা)। দলিত করিয়া। **শুন পান্তরে**—চর্য্যাপদে—সুনা পান্তর'। শূন্য প্রান্তরে।

দানখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

নৌকাখণ্ড

পৃং ৫৫

রাধিকাধিকবিশুদ্ধমানসা ইত্যাদি—অতি বিশুদ্ধ-চিত্তা, মৃগনয়না রাধিকা, কামী কৃষ্ণের হস্ত হইতে [আমার] বুদ্ধিবলে কোনরূপে পরিত্রাণ পাইয়া, আমার সহিত গৃহে আসিয়াছে।

সেই [সুপরিচিতা] অভিমন্যুজননী, বৃদ্ধার এই উক্তি হৃদ্গত করিয়া, দধি-তক্র-ঘৃতাদি বিক্রয়ের জন্য রাধাকে মথুরা যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

বৃদ্ধা ও বালা সেই নিষেধ-বাক্য শুনিয়া মথুরা যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দীর্ঘকাল স্বগৃহে বাস করিলেন।

রাধারতিরসন্যস্ত ইত্যাদি—রাধার রতিরসে ন্যস্তচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ কোনও রূপে একটি সামান্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধার সহিত বহুক্ষণ আলাপ করিলেন।

৫। **বিচি নিআঁ**—লইয়া বিক্রয় করি।

৭। **লাগিল**—ধরিল। **উপসন্ন**—কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণীতে,—

উপসন্ন হৈল শিশু সেই যজ্ঞস্থানে।
(১০ম স্কং, ২৩শ অং)

চৈতন্যভাগবতে,—

আথেব্যথে চক্র আসি **উপসন্ন** হৈল।
(মধ্যং, ১৩শ অং)

উপস্থিত। **বরিষা সমএ**—প্রাং পৈং এ বরিসা সমঅ' (বর্ষাসময়ঃ)।

৯। **বান্ধিতেঁ**—নির্ম্মাণ করিতে। **করিউ**—করা যাউক।

১০। **চাহিতেঁ**—অন্বেষণ করিতে

১। **দাণ্ডা**—নৌকার মধ্যদণ্ড বা পৃষ্ঠদণ্ড। **পাতনে**—স্থাপন।

২। **পাট**—কাষ্ঠাদির পট্ট বা ফলক। **চিরী**—চিরিয়া। **যোখ মাপে**—পরিমাণ। **গুড়া যোড়ী**—সূর্য্যের প্রাচীন গানে,—

শ্রীফলগাছের নৌকাখানি মধ্যে **যোড়-গুড়া**।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

তার পাছে **বাওয়াইল** নৌকা নামে শঙ্খতালি
চন্দন কাষ্ঠে তার **গুড়া** আর ডালি॥

কবিকঙ্কণে,—

গঁড়ে ডিঙ্গা মধুকর মাঝখানে ছইঘর
পাশে **গুড়া** বসিতে গাবর।

নৌকার এক ডালি হইতে অপর ডালি পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাষ্ঠখণ্ডকে গুডা' বলে। কোথাও কোথাও জোড়া (যুগ্ম) গুড়া দিবার রীতি আছে। **তোলঝাঁপে**—তুলাদণ্ডের পরিমাণে। **চারি পাট করি** ইত্যাদি—চারি খণ্ড তক্তা চিরিয়া, নৌকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থির করিলেন, এবং পরিমাণ করিয়া তাহাতে জোড়া জোড়া গুডা-কাষ্ঠ সংযোজিত করিলেন।

২। **ঘলাপাড়ী**—সম্ভবতঃ ঘরা' (ছিদ্র) হইতে ঘলা এবং পাড়ী : ছিদ্র রোধের নিমিত্ত কাষ্ঠাদির পাতলা পাটি। **সুরগুঠি**—শিথিল জোড়মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত শণ-পাট ইত্যাদির প্রস্তুত পলিতাসদৃশ পদার্থ। **নাএ**—নৌকায়।

৪। **গঢ়ায়িল**—নির্ম্মিত করিল। **জাত**—যাহাতে।

৬। **ডুবায়িআঁ**—√ডুব' (প্রা° বুড্ড) নিমজ্জনে; বৌদ্ধ মাগধীতে √মস্জ্ স্থানে ডুব্ব আদেশ হয়।

৭। **নেহালিআঁ**—প্রা° লক্ষ্মীতে নিহালিয়' (নিভালিত) এবং ভবিসয়ত্তকহাতে নিহালই' (নিভালয়তি); কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

তব কুশ বলি নাম থুইল সুন্দর।
মুনি সব নেহালিআ দেখে কলেবর॥

পরাগলী বিরাটপর্ব্বে,—

সসৈন্য সহিত সবে দেখন্ত নেহালি।

নিরীক্ষণ করিয়া।

মথুরাং মথুরাং ইত্যাদি—মথুরা রাধিকাকে মথুরা লইয়া যাইবার নিমিত্ত কপটপটু বৃদ্ধা কৃষ্ণের বচনে সত্বর তাঁহাকে এই কথা বলিল।

২। **আহ্মে**—প্রা° অম্হে' (অস্মাকম্), কু° চ° ৫।৪১। আমাদের। **উতপতী**—টকী প্রভৃতি ভাষায় উৎপতি', উত্তপতি'। উৎপত্তি। **উপেখহ**—উপেক্ষা করিতেছ।

পৃ° ৫৬

৪। **সাজিউ**—সাজান যাক, সজ্জিত করা যাউক।

১। **খাঁটে**—চর্য্যাপদে,—

বাটত ভঅ **খাণ্ট** বি বলআ।

মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

খণ্ট চোর মচ্চল যতেক দুরাচার।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

জলে মড়া ফেলাইয়া তোরে নিবে **খাটে**।

কাশীদাসী আশ্রমিক পর্ব্বে,—

দুষ্ট চোর **খণ্ডে** দণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন॥
(ইণ্ডিয়ান প্রেস সংস্করণ)

কবিকঙ্কণে,—

চোর **খণ্ড** লম্পট পাইল কিবা লাগ॥

খণ্ড, দস্যু। তুল° 'অসঈই খংডঈ' (খংডই অসতী)—দেশীনামমালা। **লাগ পাইল** ইত্যাদি—লুঠেরার মত কানাই সঙ্গ লইল। **খন্ধ**—প্রা° খংধ' [স্কন্ধ, সমূহ]; কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ষণ্ড'। ক্ষুদ্র শস্য, শাকসব্জী **দধি দুধ খাআঁ** ইত্যাদি—তুল°—

নন্দরাজ ঘরে নবনী খাইয়া
হৈয়াছে উদাম ষাঁড়া।
(প ক° ত°, ১৩৮১ পদ)

২। **দুরাখর**—(দুরক্ষর), কুৎসিত কথা। **আকুল**—বিস্রস্ত।

৩। **যেহেন চরিত** ইত্যাদি—কানাইর যেরূপ চরিত্র দেখিলাম, তাহাতে পরিত্রাণের আশা ছিল না। তোমার আশীর্ব্বাদে আর একবার প্রাণে বাঁচিলাম।

৪। **যাইবাক**—যাইতে, যাইবার নিমিত্ত।

১। **কুবুদ্ধি**— কুবুদ্ধি, দুষ্টবুদ্ধি।

৪। **ভরিল**—ভরা, পূর্ণ।

৮। **নিষধিল**—নিষেধ করিল।

৯। **বুইলেঁ**—বলিলে।

১১। **ভিখারী**—প্রা° পৈ° ২।১২০

পৃ° ৫৭

১। **সুন্ধি**—সৌগন্ধিক, শ্বেতোৎপল।

বাহুড়াএ—বিদ্যাপতিতে,—

বিমুখি সুতলি ধনি সুমুখি ন হোএ।
ভাগল দল বহুলাবএ কোএ ॥

ফিরায়, প্রতিনিবৃত্ত করে।

২। **চিআইতে**—চেতনা সম্পাদন করিতে; জাগরিত করিতে। **আজী**—অদ্য। **জা**—যাও। **সুইছে**—শয়ন করিয়া। **বেআজ**—বিলম্ব।

১-২। **সোনার চুপড়ী…এতেক বেআজ**—রাধে। সখীরা তোমার সোনার চুপড়ীতে রূপার ভাঁড়ে সুঁদি ও কেআ ফুলের মত ক'রে শাদা দইএর পসরা সাজিয়ে এবং উহা নেতের কাপড়ে ঢেকে এনে জানালে। সুন্দরি, গোপকুমারীরা দই বেচিতে চলিয়াছে; তাদের কে [এখন] আটকায়? রাত্রি শেষ হইয়াছে, কোকিল ডাকিতেছে, তথাচ আজ আর তোমার ঘুম ভাঙ্গিতেছে না! এখনও শুয়ে কেন? উঠ, মথুরায় বেচা-কেনা করিতে যাও।

৩। **মিলচুকা**—মিলিয়া চুকিয়াছে, মিলিত হইয়াছে। **সোবন**—প্রা° সুবণ্ণ', সুবন্ন'; পা° সোন্ন' ও মৈ° সোন' শব্দ তুল°। সুবর্ণ-নির্ম্মিত। **পন্থী**—চৈতন্যভাগবতে,—

সব খাই পন্থী তবে করে পলায়নে ॥
(আদি, ৪র্থ অ°)।

পবিধান কবিয়া। **ঘৃত দধি দুধে** ইত্যাদি—রূপসী রাধা দই দুধে পসরা সাজাইয়া, সোনার বাউটী পরিয়া [সখীদের সহিত] মিলিয়াছেন।

১। **লড়ী**—প্রা° লট্‌ঠি', লট্‌ঠী। লাঠি, যষ্টি। **যাএ**—যায়। **যাত**—যাহাতে। **লাস**—বিলাস; অথবা হস্তাদির সঞ্চালন, নৃত্য-ভঙ্গি।

২। **কোলাহল**—সংস্কৃতসম শব্দ। **ষোল শত গোপী** ইত্যাদি—ষোল শত গোপী উচ্চৈঃস্বরে মঙ্গলগীত গান করিতে করিতে মনের আনন্দে যাইতে লাগিলেন। **লড়িলী**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

রথে চড়িঞা পাত্র মিত্রে লড়িলা তুরিত ॥

চলিলেন। **আগুআনী**—অগ্রবর্ত্তিনী। **বড়ায়ির মুখ চাহি** ইত্যাদি—বড়াইকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া এবং তাহারই ভরসায় ব্রজবালারা মথুরায় চলিলেন।

৩। **সব্বাঞি**—সকলে। **পারকর**—পারকারী। **ঘাটোআল**—ঘট্টপাল, পাটনী।

ঘাটিআল—পূর্ব্বে ঘাটোআল'। মাঝি-মাল্লা।

২। **দেখিএ**—প্রা° দেক্‌খিঅই' (* দৃক্ষতে)। দেখা যায়, দৃষ্ট হয়।

৩। **কেহ্নমনে**—কেমন করিয়া। **ছোট**—প্রা° ছুট্ট'।

৪। **চাপায়িআঁ**—লাগাইয়া। **যাইউ**—যাওয়া যাউক।

১। **বোলেন্ত**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

এতেক শুনিঞা হর বোলেন্ত বচন।

পরাগলী মুষল পর্ব্বে,—

অশ্বত্থামা সম্বোধিয়া বোলেন্ত নারায়ণ।

চাপাআঁ—লাগাইয়া। **চড়সিআঁ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

ক্ষীণ যার গায় চড়সিয়া নায়
সবারে করিব পার।

আসিয়া উঠ। বীরভূম অঞ্চলে অদ্যাপি দেখসিঞা', করসিঞা', খাওসিঞা' প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত।

২। **ভরায়িলী**—নামধাতু; ক্রিয়ার উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়। ভয় পাইল।

পৃ° ৫৮

৩। **গুটী**—তেলিগু রূপ ওকটি'। কেহ কেহ উহার মূলে খণ্ডার্থক কোল (অসট্রিক) জাতীয় গুটি' শব্দের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন।

৬। **গোআলিনী**—রাধা।

৭। **তীন ভরা**—তিন জনের ভার।

৯। **নাঅত**—নৌকায়।

যমুনানীরপুরত্ত ইত্যাদি—রাধে, যমুনার জলপ্রবাহ নৌকায় ভর করিয়াছে; ভয়ে চঞ্চল হইও না, আমার কথা শুন।

কাণ্ডারী—পরে কাণ্ডার'। প্রা° কণ্ণহার'। 'কর্ণধারস্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে'; টী' স°। মাঝি, কর্ণধার।

৩। **পাতিলোঁ**—পাতিলাম। **না**—স° নৌ'; হি°, ম° নাব। নৌকা। **প্রবোধিঅাঁ**—খুসী করিয়া, শান্ত করিয়া।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে ভয়বিহ্বলা রাধা বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।

২। **পড়িলাহোঁ**—পড়িলাম, পতিত হইলাম। **অনাথী**—অনাথা, সহায়হীনা। প্রাচীন বাঙ্গালায় অনাথিনী', নিমাথী' প্রভৃতি শব্দেরও প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩। **পুরব জরমে** ইত্যাদি—পূর্ব্বজন্মে কর্ম্মফলের সূচনা করিলাম। **লভিল**—লাভ করিলাম। **পাড়ে বাটে**—রাহাজানি করে, পথে দস্যুবৃত্তি করে।

১। **কাঁঢ়ার**—বিদ্যাপতিতে,—

বিরহ পয়োধি কাম নাব তহি
আস ধরএ কড়হার॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

কাণ্ডার ধরিও দড় তরঙ্গ হইল বড়
পাতা হালে নাহি ছোয় পানী।

কর্ণ, নৌকার হাইল।

পৃ° ৫৯

৩। **ফান্দে**—[স° পাশবন্ধ', J. T. Platts' H. E. Dictionary] ফাঁদ, বন্ধন সাধন।

১। **নাঅবাহিঅাঁ** ইত্যাদি—এই বিস্তীর্ণ যমুনাজলে আমি নাবিক। নাঅবাহিঅাঁ—চর্য্যাপদে নৌবাহী'; মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে নাওবাহি'। মাঝি, মাল্লা হি° বাঁহিয়া' অর্থে বাহক। **পাল**—পালন কর।

২। **ঘাটিআল**—পাটনী। **নাগরাল**—রসিকতা, কৌতুক। **সকালে**—সুকাল [তুল° হি° সবেরা= সুবেলা]। পূর্ব্বাহ্নে; শীঘ্র।

৪। **বিদগধ**—বিদগ্ধ, বিশেষভাবে দগ্ধ। **মে (এ)**—কথা বা সুরের মাত্রা।

৫। **বাঅ**—বায়ু। **সাখি**—মৃ° ক°এ সক্‌খি'। সাক্ষী।

৬। **ইছসি**—বিদ্যাপতিতে,—এখনে ইছসি এহন সঙ্গ। ইচ্ছা করিতেছ।

৭। **কৌড়ী**—মূল্য। **নীলে**—লইলে।

৮। **সভার**—সকলের। **বন্ধক**—বাঁধা, প্রতিভূ।

১। **তুলে**—তুলাদণ্ডে। **প্রথম যৌবন** ইত্যাদি—আমার নব-যৌবন স্বামী পরিমাণ করিয়া গেলেন; কানাই, মোহরাঙ্কিত ভাণ্ডারে চুরি চলে না। (তাৎপর্য্য) আমার কাঁচা যৌবন আমার স্বামী উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া সযত্নে উহার রক্ষা-ব্যবস্থা করিয়াছেন; উহাতে লুকোচুরির অবসর নাই। তুল°—

প্রথম যৌবন মুদিত ভাণ্ডার
তাত না সাম্বাএ চুরী। (পৃ° ৩৯)

তোহ্মা প্রতি যোগ—তোমার পক্ষে যোগ্য।

৩। **আরিতেঁ**—শূন্যপুরাণে,—

গঠন বিস্তার মণিক ভাণ্ডার
পুষ্করণীর আড়ির উপর।

গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

বড় দীঘির আড়া যেন হাথ পায় সারি।

উচ্চ তীরভূমিতে। **বিকণিবোঁ**—বিক্রয় করিব। **মায়**—পূর্ব্বে মাঅ'। মাতা।

পৃ° ৬০

১। **বিসরিলেঁ**—বিস্মৃত হইলে।

২। **মেলা**—সমাগম ও তজ্জনিত আচরণ।

৩। **রতির উপসন্ন**—সুরত-সম্ভোগের নিমিত্ত উপস্থিত। **কিসেরে**—কেন। **বঞ্চহ**—বঞ্চনা কর, ব্যর্থ কর।

১। **কি মোর ঝগড়** ইত্যাদি—যমুনার ঘাটে

আমার কি অপরাধ পাইলে? অথবা কেন যমুনার ঘাটে আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেছ? **মতি খাআঁ** ইত্যাদি—মতিচ্ছন্ন হেতু আমায় বিদ্রূপ করিতেছিস।

২। **গেলির**—ক্রিয়াপদের উত্তর র' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত; বস্তুতঃ উহার কোন অর্থ আছে বলিয়া মনে হয় না। গেল।

৩। **ত্রিরীবধ দিবোঁ** ইত্যাদি—তুল°—নহে ত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে। (শ্রীকৃষ্ণবিজয়)

১। **হরিষ**—প্রা° হরিস'।

কাণ্ডার—পূর্ব্বে কাণ্ডার'।

২। **চাপাইল**—মাধবাচার্য্যকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

মথুরার ঘাটে নৌকা চাপাইল গোপাল।

লাগাইলাম। **নিহুড়িআঁ**—প্রা° ণিহোড়িঅ' (স° নি-√পাত্) বিদ্যাপতিতে,—

সাজনি নিহুরি ফুকু আগি।

হেঁট হইয়া, অবনত হইয়া। বাঁকুড়ার প্রাদেশিক নিহুড়ো'। **চাহোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

চাহোঁ কোনে রাখে আক বেঢ়ি সবে মারেঁ॥

দেখি, দেখিতেছি। **মোকটে**—চণ্ডীদাসের পদে,—

যেমত কেশরী নিতম্ব মাঝারি
ঘটের মুটকে পাই।

চৈতন্য ভাগবতে,—

ফুটিল মুটুকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে॥
(মধ্য°, ১৩শ অ°)

মুটক,' মুটুকী' অর্থে কলসীর কাণা বা গলা। মোকট শব্দ মুটক'এরই রূপভেদ। **নিহুড়িআঁ চাহোঁ** ইত্যাদি—হেঁট হইয়া দেখি, নৌকার কাণা পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে; [নৌকাখানি ভাঙ্গা ও ফুটা]।

সাধ—প্রা° সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। ইচ্ছা।

৩। **থোহ**—স্থাপিত কর, রাখ। **ডহরার**—নৌকার খোলের। ডহর' শব্দ তুল°। **পাণিফুটি**—জলটুকু; অল্পপরিমিত তরল পদার্থ বুঝাইতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় ফুটি' শব্দ প্রযুক্ত হয়। **সিঞ্চ**—সেচন কর। **পসার নাম্বাআঁ** ইত্যাদি—তুল°,—

আগা চাপি থোও পসার গুঢ়া চাপি বৈস।
ফুটি ফুটি ফালাও পানি লজ্জা কেনে বাস॥

বাহিআঁ—বাহিত করিয়া। **উভ**—উভয়, দুই। **কেরোআল**—প্রা° করবালু' (করপাল); মৈ° করুআল (বর্ণরত্নাকর): 'অরিত্রদ্বয়ং কেরুয়াল ইতি ভরতঃ'। চর্য্যাপদে,—

কাঅ ণাবড়ি খান্টি মণ কেড়ুআল।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

শুনহ গোপিনী মোর ছোট না।
পসরা ওলাইয়া কেরুয়াল বা॥

বৈঠা, নৌকার হাতা বা দাঁড়। **নহিবেক**—হইবে না। **চাপায়িবোঁ**—লাগাইব।

৪। **নাম্বায়িতেঁ**—নামাইতে। **ঠায়িখানি**—একটু-খানি স্থান। **ঢেউ**—অস° ঢৌ'। তরঙ্গ। **সিঞ্চিবেক**—সেচন করিবে।

৫। **কোণহোঁ**—কোনও। **হসি**—প্রা° হোসি', হুবসি'। হইস্।

পৃ° ৬১

১। **লৈলেঁ**—লইলে।

২। **আছিল**— √আছ' (প্রা° √অচ্ছ, স° অস্) ল বা ইল (ক্ত)।

৩। **হালএ**—প্রা° √হল্ল বিচলনে তথা কম্পনে।

৪। **নৈলেঁ**—উপরে লৈলে'। লইলে।

১। **মৃগমদ**—কস্তুরিকা হইতে প্রস্তুত অনুলেপনভেদ। **মাঝার**—'মজ্ঝম্মি মজ্ঝআরং' (মজ্ঝআরং মধ্যম্) দেশীনামমালা। **তহিত**—ক' ম°তে তহিং; প্রা° পৈ'এ তহি'; ত' বিভক্তি-চিহ্ন। তত্র, তাহাতে। **মৃগমদ কুচযুগ** ইত্যাদি—মৃগমদ-রসে বিলেপিত তোমার কুচযুগল গগন-মণ্ডলসদৃশ। উহাতে মুক্তাহার তারকানিকরের এবং নখাঙ্ক শশাঙ্কের শোভা ধারণ করিয়াছে। উহা দেখিয়া আমি বিমুগ্ধ হইলাম। জয়দেবে—

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে
মৃগমদরুচিরূষিতে।

মণিসরমমলং তারকপটলং
নখপদশশিভূষিতে ॥
(গীত°, ৭ম সর্গ)

নখ রেখ—নখাঘাত-চিহ্ন।

১। **সজন**—প্রা° সজ্জণ,' সজ্জণ'। সজ্জন।

২। **সংঘট**—সঙ্ঘট্ট, বিবাদ। **তিরীত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। স্ত্রীলোকের। **মুনিষট**—মুনি-শাঠ্য, জ্ঞানী বা মৌনীর ভাণ. (শাস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়া) প্রতারণা প্রভৃতি। প্রাকৃতে সর্ব্বত্র শ' ও ষ' স্থানে স' এবং মাগধী ভাষায় স' ও ষ' স্থানে শ' হয়। মুনিষট' শব্দের এই ষ'কার সম্ভবতঃ লিপিকর-প্রমাদ। বৌদ্ধ-চর্য্যাপদে শ' ও স' স্থানে ষকারের প্রয়োগ বিরল নহে।

৩। **ময়মত**—মদমত্ত। **হাথী**—প্রা° হত্থী'। হস্তী। **সাতি**—বিদ্যাপতিতে,—

বস নহি হোএত কএল যে সাতি।

প্রাচীন পদে,—

গোবিন্দদাস কহ সমুচিত শাতি।

শাস্তি দণ্ড। **দোষ পাইলে** ইত্যাদি—দোষ দেখিলে নাক কাণ কাটিয়া শাসন করে।

১। **যাবত পবনে** ইত্যাদি—যাবৎ বায়ু যমুনা-জলে তরঙ্গ উৎপাদন না করে।

পৃ° ৬১

৩। **উথুড়িবে**—উৎপাটিত হইবে, উঠিয়া যাইবে। [প্রা° বর্ত্তমান ১ম পুরুষের ক্রিয়া উক্কড্ডই' (উৎকর্ষতি) ; হি° উখড়না'।]

৪। **চড়িলী**—চড়িল।

৭। **ঝাঝর**—প্রা° ঝজ্ঝর' (ঝর্ঝর) বহু ছিদ্রযুক্ত, জীর্ণ।

৮। **চড়িলোঁ**—চড়িলাম। **নাম্বায়িলোঁ**—নামাইলাম

৯। **বুঘুকে**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

উঠিত বদনে রক্ত বিমুকি বিমুকি ॥

ঝলকে ঝলকে। **উথলে**—প্রা° উত্থল্লই (স্ফুভ্যতি); হি° উথলনা'। ফুলিয়া উঠিতেছে, স্ফীত হইতেছে। **মার**—শুরু কর।

১০। **সত্বর**—গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

সুঝিয়া সত্বরে থাক না করিহ আন।
তোমা বধিবারে সব দেবের পয়ান ॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

আচম্বিতে আল্য ভৃগু অযোধ্যা নগর।
ভৃগুরে দেখিয়া রাজা হইল সত্বর ॥

সতর্ক, সাবধান।

১১ **বাত**—বাত্যা, ঝড়।

১২ **বাহা বাহা**—বাহ বাহ, শীঘ্র বাহিত কর। **ফুকরে**—প্রা° পুক্করেই' (পূৎক্রিয়তে) ; হি° পুকারণা। চীৎকার করিতে লাগিলেন।

১৩। **চাহিঁ**—চাহিয়া, দেখিয়া।

১৫। **দিশ বিদিশ**—দিগ্বিদিক্। **তিরীবধ** ইত্যাদি—কানাই, তোমায় স্ত্রীহত্যার পাপভাগী করিব।

১৬। **দশনেত তৃণ করি**—দাঁতে কুটা করিয়া, পরিত্রাণ ভিক্ষার ভাষা।

১৭। **আছি**—প্রা° অত্থি, (অস্মি, স্মঃ)।

১৮। **তারিবোঁ**—ত্রাণ করিব, উদ্ধার করিব।

১৯। **ধারেঁ ঝরেঁ**—অজস্র ধারায় গলিত হয়।

করুণা—বিদ্যাপতিতে,—

গোকুলে উছলল করুণাক রোল।

বিলাপ, কাতর ক্রন্দন।

অথ রাধে পুরে ইত্যাদি—রাধে, ঘাটে পয়ঃপ্রবাহ উদ্ভূত হওয়ায় যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রাণ পরিত্রাণের [একমাত্র] উপায়স্বরূপ আমার আদেশ পালন কর।

১। **খেআইলোঁ**—পাড়ি দিলাম। **মান**—মানত কর বা মানস কর। **বাতকোঁঅরক**—বায়ুপুত্র হনুমানকে। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, নৌকা ডুবান হনুমানের একটা প্রধান কাজ।

মত্থায়িল—মথিত করিল, বিক্ষুব্ধ করিল। **নিষধিতেঁ**—নিষেধ করিতে। **চড়িলা**—চড়িলে

২। **দুইহো**—দুই দিকের কোন দিকেই। **চলে**—প্রা° চলই' (চলতি)। **বাহিতেঁ**—বাহিত করিতে। **হরিলোঁ**—অপহৃত হইলাম, হারাইলাম।

৩। **অবল**—বলহীন।

পৃ° ৬৩

১। **মনগমনে**—মন্দ গমনে, মন্থর গতিতে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'নাহি চলে নাএ' এবং পরবর্ত্তী পদে 'ঝাঁট বাহ নাএ'। প্রতিকূল অর্থে 'ঘোরতর মেঘ হৈল বহে মন্দ বা' (মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল)। **কাণ্ডার**—'মৈ কণ্ডহার' (বর্ণরত্নাকর)। চর্য্যাপদে,—

চিঅ কণ্ণহার সুণত মাঙ্গে।
চলিল কাহ্ন মহাসুহ সাঙ্গে॥

পদ্মাবতীতে,—

জা কহঁ হোই অইস কনহারা।

কর্ণধার, কাণ্ডারী।

২। **সাত ঘটি**—প্রায় ১৫ দণ্ড। ঘটি—মুহূর্ত্ত। **খঙ্গায়িবে**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

ধাইর বচন শুনি কুব্জীরে খঙ্গাইল।

ক্রুদ্ধ হইয়া তর্জ্জন (তিরস্কার) করিবে। 'খেঁকান,' খিচন প্রভৃতি শব্দ তুল°।

৩। **গোসাঞিঁ**—ভগবান্। **সোঅরি**—প্রা° সু-মরিঅ'। স্মরণ করিয়া। **চমকী**—চমকাইয়া, কাঁপিয়া (ভয়ে)। **উঠী**—প্রা° পৈ°এ উঠ্‌ঠি (উথায়)।

৪। **রহি চাহে বাটে**—পথ চাহিয়া আছে, পথে অপেক্ষা করিতেছে। **নাএ**—এ' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **দুঅজ**—দ্বিগুণ। **দুলহ**—প্রা°। দুর্ল্লভ। **পেলাহ**—ফেলিয়া দাও। **পাতল**—প্রা° পত্তল'। লঘু। **সোত**—প্রা° সোত্ত'। স্রোত।

২। **বান্ধিল**—বাঁধা, আবদ্ধ। **খসাআঁ**—দেশী √খস' স্খলনে। খুলিয়া। **পেলা**—ফেল। **সংশয় বেলাতে** ইত্যাদি—আপৎকাল, তবে অলঙ্কারের প্রতি এতটা আসক্তি কেন?

৩। **বেঢ়িল**—বেষ্টিত। **দাঘল**—[দীর্ঘ > দীহর > দীঘর]; বিদ্যাপতিতে দীঘর'। দীর্ঘ।

৪। **পাঞ্চ পাটের** ইত্যাদি—পাঁচ পাটের ছোট নৌকা তোমার দেহভারে আক্রান্ত। **গাতর**—গাত্র।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া, ভয়াতুরা রাধা অঙ্গের বসন-ভূষণ যমুনা-নীরে পরিত্যাগ করিলেন।

১। **হেহে লহে**—উৎসাহ-সূচক ধ্বনি। **হিঅ হিঅ**—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কানু সুখে সারি গায় স্বর জুড়ি
হিঁঅই হিঁঅই বল্যে॥

শ্রম লাঘবের জন্য উচ্চারিত শব্দ-ভেদ। **বাহে**—প্রা° বাহই' (বাহয়তি), বাহেই'। বাহিত করে।

২। **ছুটি**—শৌরসেনী √ছুট' (স° ক্ষিপ্)। বেগে বাহির হইয়া।

৩। **রাধাএঁ**—এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **বাহি**—বাহিত করিয়া। **গা**—গাত্র, শরীর।

৪। **তুতরত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন।

৫। **টলবলাএ**—টলমল করিতেছে, দুলিতেছে।

৬। **টালিলেক**—টলাইয়া দিল, বিচলিত করিল।

৭। **ছাড়ায়িল**—ছড়াইয়া গেল, বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। **পায়ি**—পাইয়া। **ডর পায়ি রাধা** ইত্যাদি—তুল —

প্রণয়কোপভৃতোঽপি পরাঙ্মুখাঃ সপদি বারিধরারবভীরবঃ।
প্রণয়িনঃ পরিরব্ধুমথাঙ্গনা ববলিরে বলিরেচিতমধ্যমা॥
শিশুপাল', ৬।৩৮

৮। **জুনী**—পূর্ব্বে জণি,' জুণি' এবং পরে যথাক্রমে জণী,' জুনি,' জণি', জনি' ও জুণি'। যেন না। **ভাষে**—লিপিদুষ্ট পদ। ভাসিতে লাগিলেন।

পৃ° ৬৪

৩। **তুঞি**—জায়সীকৃত পদ্মাবতিতে তুই'। তুমি।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—তদীয় বাক্য শ্রবণ

করিয়া হরি জলমধ্যগতা রাধিকাকে রসাবেশবশতঃ বহুক্ষণ এইরূপে ধরিয়া রাখিলেন।

১। **কইল**—করিল।

নারী—পারি না। **সকল বএসে**—সমস্ত জীবনে।

২। **পাঞ্চ সাত**—সাত পাঁচ, অগ্র-পশ্চাৎ।

মনত—ত' বিভক্তিচিহ্ন। **উরস্থলে**—বিসর্গ-লোপ প্রাকৃতের অনুরূপ (সিদ্ধহে°, ৮।১।১৫৬. প্রা° স° ৪।৬)।

অধুনা যমুনামধ্যে ইত্যাদি—যমুনামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক কৃতদূষণা রাধিকাকে দর্শন করিয়া বৃন্দা [রাধাকে] এই কথা বলিল।

১। **আউলাইল চিকুরে**—কেশপাশ হইতে খসিয়া পড়িল। আউলাইল—প্রাচীন পদে,—

বাই তণ ধরিতে নারে আউলাইল আনন্দভরে
শিরিষ কুসুম কমলিনী ॥
(পং কং ত,° ২৭৪)

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

মূর্চ্ছা গেল শচী আউলা[ই]ল কেশ।

আকুলায়িত হইল. বিস্রস্ত হইল ; তুল' আকাইলেক কেশ' (পৃ° ৩০), 'আকুল কইলে কুন্তল ভার'। (পৃ° ৫৬)

উল্লালে—উদ্ √লল্-অচ। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

রঙ্গ ঢঙ্গ রোলে প্রজার আন্দোলে
সাগর যেন উল্লাল ॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

হনুমন্ত বীর শরীর বেগত
সাগর জল উল্লাল।

ক্ষোভ।

পৃ° ৬৫

১। **খেআইলে**—পাড়ি দিলে।

২। **গাত্তরভরা**—গা-ভরা। **বাহিলেক**—প্রবাহিত হইল। **বাঅ**—প্রা°। বাত, বায়ু।

৩। **মরিতোঁ**—মরিতাম। **সাত্তরিআঁ**—সাঁতরাইয়া, সন্তরণ দিয়া **সুঝিতেঁ**—পরিশোধ করিতে। **গুন**—পৈশাচী প্রা°

২। **সার**—স্থির।

৩। **বিচিআঁ**—বিক্রয় করিয়া।

৪। **কতহো খনে**—কিয়ৎক্ষণে। **চাহিলান্ত**—খোঁজ করিলেন।

৫। **গুপতে**—গুপ্তভাবে, লুক্কায়িত।

৬। **আঞ্জলী বান্ধিআ**—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, যুক্তকরে। **সন্ধারে**—সকলকে। **খণ্ডী**—খণ্ডন করিয়া. ক্ষমা করিয়া। **হেলা না ছাড়িহ** ইত্যাদি—সমস্ত দোষ-গুণ খণ্ডন করিয়া আমার প্রতি [এই] অশ্রদ্ধার ভাবটুকু ত্যাগ করিও না। অথবা—যাবতীয় অত্যাচার ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিও না। হেলা—বর্ণব্যত্যয়ে লেহা = নেহা = স্নেহ। গুণে—অপরাধ। মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ত্রুটি, অপরাধ ইত্যাদি অর্থে গুণা শব্দ' প্রচলিত।

৪। **কিছুই**—অল্প কিছু। **না**—অনুরোধে।

বৃন্দয়া সহিতা রাধা ইত্যাদি—বৃন্দার সহিত গৃহে যাইয়া রাধা অভিমন্যুর নিকট যমুনা-পারে গমনের শত (বহু) অযোগ্যতা নিবেদন করিলেন।

অতঃপর অভিমন্যুকর্তৃক মোহবশতঃ মথুরাগমনে নিষিদ্ধা রাধা গৃহে বসিয়া বর্ষাকালে তক্রাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন।

নৌকাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

পৃ ৬৬

অথ রাধারসাবেশ ইত্যাদি—অতঃপর রাধারসাবেশে বশীকৃত-চিত্ত হরি পুনরায় রাধাকে লাভ করিবার লোভে বৃন্দার সহিত বহু ক্ষণ কথোপকথন করিলেন।

২। **ঢুণ্ডুণ**—প্রা° স° প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে। **আণী**—আনিয়া।

৫। **ভড় পথে**—হাঁটা-পথে, স্থল-পথে। প্রা° ভূম'। হই।

৬। **আণো**—চৈতন্য ভাগবতে,—

ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া॥

(আদি, ৬ষ্ঠ অ°)।

বিদ্যাপতিতে—নিতে তোয়ঁ জাঁই ভিখি আনও মাগি। আনি, আনয়ন করি।

৯। **ভার**—বাঁক, ভার-যষ্টি। **মজুরিআ**—ফারসী মজ্‌দুর' মজুর, যাহারা জন খাটিয়া খায়।

১১। **যাউক**—[যাওয়া যাউক]; যাই, গমন করি।

জরতীবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মাধব সত্বর ভার দণ্ডাদি সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। **চামড়**—প্রা° চম্মড' (চম্মট); ম° চামট'। চর্ম্মবৎ, যাহা সহজে ভগ্ন হয় না। **বাছি**—√বাছ্' পৃথক্-করণে। মনোনীত করিয়া। **ছুচ**—সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম। **বাঁহুক**—'নিঃক্ষমাদ্বয়ং বাহুকেতি খ্যাতে'। টী° স°: 'বা ভাঙ্গ (দ্বিথীয়ং) কাষ্ঠো' অভি° প°; 'ভারযষ্টিবিহঙ্গিকা' হেম°। বাঙ্গী, বাঁক। **সজাএ**—নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

সজ—নির্ম্মাণ, প্রস্তুত। **করিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

পিতাক খুড়াক আন্ত করিলেন্ত নমস্কার।

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

তাঙ্ক বিভা করিলন্ত প্রথম যৌবনে॥

করিলেন। **রাধার কারণে** ইত্যাদি—[অতঃপর] কামমোহিত কানাই রাধার নিমিত্ত ভার-যষ্ট্যাদি নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিলেন; অথবা—রাধার জন্য পাগল কৃষ্ণ ভারদণ্ডাদি নির্ম্মাণে মনোযোগী হইলেন।

২। **সুচাঁছে**—চিকণ করিয়া, মসৃণ করিয়া। সুন্দর ছাঁচেও হইতে পারে। **চাঁছিল**—বা° √চাঁছ্' (প্রা° চচ্ছ) তক্ষণে। পরিষ্কার করিল। **মুঠি**—মুঠ, মুষ্টিতে ধরিবার স্থান। **গুঠী**—গাঁট্টা, গুটিকা, গুলি। **ঝাঁওএঁ**—প্রা° ঝামঅ' (ক্ষামক); এ' বিভক্তিচিহ্ন। ঝামা দিয়া।

৩। **নালিচা**—একজাতীয় পাটের গাছ। **পাট**—গাছ-পাট হইতে প্রাপ্ত অংশু। **সুসর**—গোছ।

৪। **শিকিআ**—প্রা° সিক্‌কিআ' (শিক্যা, শিক্যিকা)। **তলত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **দুগুটি**—দুইটি। **বেগুআ**—মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বেঁড়ো,' বেঁড়ু'। বিঁড়ে, হাঁড়ী-কলসী স্থাপনের নিমিত্ত তৃণাদি-নির্ম্মিত গোলাকার আসনভেদ। **যোড়িআঁ**—জত্‌রাইয়া, যোজিত করিয়া।

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অতঃপর নিশা অবসানে বৃন্দা পদ্মনাভের হিতাশায় অভিমন্যুজননীকে প্রচ্ছন্নভাবে এই কথা বলিল।

পৃ° ৬৭

১। **ধিক বাণী**—তিরস্কার-বাক্য। **কোঁঅরী**—কুমারী।

২। **বিধি না লিখিত** ইত্যাদি—বিধাতা তার অদৃষ্টে অন্ন লিখেন নাই। **তোহ্মাতে**—তে' দ্বিতীয়ার অর্থে প্রযুক্ত; যথা—

কহিল তোহ্মাতে আহ্মি ব্রতফলবিধি। (মৃগলুব্ধ)

৩। **বহুক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

অথাভিমন্যুজননীদত্তং ইত্যাদি—অনন্তর অভিমন্যু-জননী কর্ত্তৃক ভূমির উপর প্রদত্ত দধি-দুগ্ধ গ্রহণ করিয়া ভয়াতুরা রাধা বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **সেমনে**—সেই মত।

ভয়ায়িলী—ভীতা।

৪। **বহু**—বহন করুক।

১। **মজুরী**—বেতন, পারিশ্রমিক।

৫। **ততিখনে**—প্রাচীন সাহিত্যে 'তহিখনে', 'তেতিক্ষণে' প্রভৃতি। তৎক্ষণে।

১। **রাধা এ**—হে রাধা, রাধে।

পৃ° ৬৮

২। **সোই**—প্রা° পৈ°এ। সেই। **পিআসত**—প্রা° পিআসা'; ত' বিভক্তিচিহ্ন। পিপাসায়।

৩। **জিণিলোঁ**—জয় করিলাম।

১। **আউ**—প্রা° আউ' (আয়ুস্) আয়ু। **দেসী**—বিদ্যাপতিতে,—

অধরাও বচনে উতরো ন দোস।

দিতেছিস্। **বিহনে**—পূর্ব্বে বিহানে'; [সং বিহীন]; এ' বিভক্তি-চিহ্ন। **তিতা**—প্রা° তিত্ত,' তিত্তঅ' (তিক্ত, তিক্তক)।

২। **অলপ**—ক্ষুদ্র, ইতর। **চাহা**—ইচ্ছা কর। **লোকউপহাসেরেঁ**—লোকহাঁসির নিমিত্ত। **ছান্দ**—ছদ্ম, ছল।

১। **কপিলা**—কামধেনু।

২। **লংঘিব**—উল্লঙ্ঘন করিবে, অতিক্রম করিবে। **দুঠ**—প্রা° দুট্‌ঠ'। দুষ্ট। **সূদ্রেঁ**—শূদ্র। [ভাষা-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের মতে উহা ক্ষুদ্র শব্দজাত।]

৩। **শরণ জনের**—শরণাগত ব্যক্তির।

৪। **রুঠ**—প্রা° রুট্‌ঠ'। রুষ্ট। **বহাঅ**—বহাও, বহন করাও।

পৃ° ৬৯

২। **সহিআঁ**—স্বীকার করিয়া। **আণিলোঁ**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

যি কালত বিহা করি তোমাক আনিলোঁ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

তাহার ঘরণী হরি আনিলোঁ ঘরক॥

আনিলাম। **ভারী**—ভারবাহী।

২। **বড়ায়ি**—বড়াই, গৌরব। **আপনার বড়ায়ি** ইত্যাদি—স্বয়ং স্বীয় গৌরবের উল্লেখ করিতে নাই। **কহী**—কহা হয় বা কহিতে হয়। **বিকণী**—বিক্রয় করি।

৩। **কথাঁহো ত**—ত' বাক্যালঙ্কারে।

১। **পালি**—পাইলি। পশ্চিমরাঢ়ের প্রাদেশিক খালি,' পালি' প্রভৃতি।

হেনসে—হেন-সে, হেন-ই।

৪। **উপজে**—প্রা° উপ্‌পজ্জই' (উৎপদ্যতে)।

১। **প্রহরেক**—প্রহরৈক, প্রহরখানেক। **কত খনে**—কখন। **আঘল**—প্রা°। অম্ল।

বহিবেঁ—[বহিবে হেঁ]; বহিবে, বহন করিবে।

২। **সমার**—বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কর্পূর তাম্বুল পান দিও সমার বিদ্যমান··

সকলের। **জাকে**—যাহাকে। **যোগাওঁ**—জোগাই, সরবরাহ করি।

৩। **ফুরাআঁ**—চুকাইয়া, বেতনাদি নির্দ্ধারণ করিয়া।

পৃ° ৭০

৫। **বহোঁ**—বহি, বহন করি বা করিতেছি।

৭। **পুরীল**—পূর্ণিত।

৯। **বহিবোঁ**—বহন করিব। **বিণি দানে** ইত্যাদি—বিনা বেতনে কে তোমার ভার বহিবে?

১০। **ভৈলেঁ**—হইলে।

১৩। **সজী**—সজ্জিত বা সজ্জা।

১। **তেরছ**—প্রা° স°এ তেরচ্ছ,' প্রা° লক্ষীতে তিরিচ্ছ'। তেড়্‌চা, তির্য্যক্। **সীকা**—প্রা° সিক্‌কা'। শিক্য। **বিকা**—বিক্রয়ের নিমিত্ত।

কান্ধে—শ°কু°তে কন্ধ'। **গন**—পৈশাচী প্রা°। গণ। **খলখলি**—হাসির শব্দ।

২। **উল্লসিলী**—উল্লসিতা হইল।

৩। **ঘাঅ**—প্রা°। আঘাত।

৪। **মিল**—মিলিল, মিলিত হইল।

বচসো ভরণাদ্বৃদ্ধে ইত্যাদি—বৃদ্ধে, তোমার কথার ভাবে এরূপ (ভবিষ্যৎ) সম্ভাবনা কিরূপে অনুমিত হইতে পারে? তিনি দধ্যাদি নষ্ট করিলেন, এক্ষণে কি করি?

১। **পেলাইব**—ফেলিবে। **বহুমুল**—বহুমূল্য।

২। **বিথর করী**—অনেক ক'রে, বহু আয়াসে। **সজাইলোঁ**—সাজাইলাম। **কেহ্নমতেঁ**—কেমন করিয়া। **সজ**—সজ্জা বা সজ্জিত। **হউ**—হয়।

৩। **তাহাত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সাজিতেঁ**—সজ্জিত করিতে। **তেঞ্রঁ**—তাহা দ্বারা।

পৃ° ৭১

রাধিকাবচসা ইত্যাদি—রাধিকার কথায় ভার বহনের নিমিত্ত বৃদ্ধা কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া রুষ্ট মধুসূদন বলিলেন।

১ **আহ্মার বচনে** ইত্যাদি—আমার কথায় চন্দ্রাবলী রাধাকে বল'। **বহিব**—বহন করিবে।

পাতী—পাতিয়া, বিস্তার করিয়া।

এড়িল—ত্যাগ করিলাম।

২। **তভেকেঁ**—তাবৎ পরিমাণ। **সুধাল**—ধারশোধা।

৩। **আণিলেহেঁ**—হেঁ' বাক্যালঙ্কারে। **হাথ দিতেঁ** ইত্যাদি—হাত দিতে কালি লাগে অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিলে কলঙ্ক রটে। লিহে—লিপ্ত হয় বা হইবে। **কলিআঁ**—কালি, কলঙ্ক। **যাক বোল** ইত্যাদি—যা'কে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি না।

৪। **এবোঁহো**—এখনও।

নিশম্য রাধিকাবাক্যম্ ইত্যাদি—বৃদ্ধা কর্ত্তৃক কথিত রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সতৃষ্ণভাবে রসসাধিকা রাধিকাকে বলিলেন।

৬। **পুরুব কালের** ইত্যাদি—পূর্ব্বের [অনু]পাতে [দ্রব্যাদির] মূল্য নিরূপণ করিও না; অর্থাৎ দিন-কাল কুৎসিত পড়িয়াছে। **রুইহ**—রোপিত করিও, নিরূপিত করিও। **তিরীশূলে**—ত্রিশূলে।

৮। **বেহারিব**—বাহকরূপে নিযুক্ত করিব।

১। **ভুঞু**—ভোগ করুক।

২। **এথাহোঁ**—এখানেও। **ফুটিল**—অদ্বৈত গোস্বামীর কড়চাতে,—

ফুটিল পুষ্পের গন্ধ অন্য স্থানে যায়।

প্রস্ফুটিত। **খাট**—প্রা° খট্টা' (খট্টা); তামিল মলয়লম্ কট্টইল'। **পাড়**—পাত', বিস্তৃত কর।

পৃ° ৭২

লড়হ—সর' বা সরিতেছ।

২। **মানিবোঁ**—স্বীকার করিব।

৩। **মরিষহ**— √মৃষ্, সহনে। শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীর্ত্তনে,—

বারেক আর মরষিয়ো দোষ।

ক্ষমা করিতেছ, ছাড়িয়া দিতেছ। **দাণ আধিকার** ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) আদৌ তোমার দান (কর) গ্রহণের অধিকার নাই, দান ছাড় করিবে কেমন করিয়া? পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'তেজিবোঁ দান তোহ্মার'।

৪। **বাঁওন**—বামন।

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্যশ্রবণে কপট বিরসতা প্রদর্শনপূর্ব্বক হরি দুর্ব্বহ ভার গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।

১। **নিঠুর**—প্রা° নিট্ঠুর', নিঠ্ঠুর'। নিষ্ঠুর। **চাহু**—দেখুক। **লইউ**—লওয়া যাউক; লই। **জায়**—যাও, চল।

৩। **বুলু**—বলুক।

৪। **ঈঙ্গিতেহেঁ**—ইঙ্গিত মাত্রে।

নিপীয় কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া, পরিহাস-রসে অলস-মন হইয়া, রাধা হরিকে বলিলেন।

১। **ওহার**—প্রা° অমু (অদস্) শব্দের প্রথমার একবচনে তিন লিঙ্গেই অহ'; উহার উত্তর ষষ্ঠ্যন্ত আর' (ডার) প্রত্যয় করিয়া অহার' পদ হয়। অহার হইতে উহার,' ওহার' প্রভৃতি হওয়া সম্ভব।

পৃ° ৭৩

২। **কাখে**—প্রা° কক্‌খা'; এ-কার বিভক্তিচিহ্ন।

৪। **আহ্মার গহনে**—আমার পথে। **গহন**—মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক গাহন'; গহন,' গবন,' গন' প্রভৃতি শব্দের মূল গমন' হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল। চর্য্যাপদে,—

অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইলা॥

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

হনুমান বলে রাম কমললোচন।
তোমার কৃপায় আমার এক দণ্ডের গন॥

ধনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহূত নহি আমি বলে দেহ গন॥

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ গবন শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় গওনা' বা গৱনা' অর্থে দ্বিরাগমন।

[গোহন S. M. (rustic). The inclined path along which the bullocks move in drawing water from a well. J. T. Platts' H. E. Dictionary.]

১। **বড়ায়ি সাখিএ**—বড়াই প্রমাণে বা বড়াইর সমক্ষে।

৪। **আরতী না করী**—আর্ত্তি করে না বা করিতে নাই। **গোপত কাজত ছয় আখি বারী**—গুপ্ত কাজে ছয় আঁখি বর্জন করা হয় বা করিতে হয়। বারী—প্রা' বারিঅই' (বার্য্যতে)।

৫। **চকোর**—পার্ব্বত্য পক্ষিবিশেষ। প্রবাদ, ইহারা চন্দ্রের সুধাপানে পরিতৃপ্ত হয়।

৬। **আছিলাহা**—ছিল।

৮। **মানো**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার উপাসে মুক্তি মানোঁ উপবাস।
(মধ্য°, ১০ম অ°)

ভবানন্দের হরিবংশে,—

যুগ পরিবর্ত্ত মানোঁ জিওতে মরণ॥

মানি, স্বীকার করি।

১। **বিধাতাএঁ**—এঁ কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। **জাব**—প্রা° জাব'। যাবৎ। **বহী**—বহন করি।

২। **লাজক দিআঁ তিলাঞ্জলী**—লজ্জার মাথা খেয়ে। তিলাঞ্জলি—মৃতের উদ্দেশে সতিল জলাঞ্জলি দিবার ব্যবস্থা হইতে বিদায়ের ভাব-পরম্পরায় ত্যাগ অর্থ আসিয়াছে। **সুদৃঢ় থাকিএ** ইত্যাদি—ইহা [যেন] তোমার মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ থাকে। **থাকিয়ে**—থাকিতে হয়। **এহো**—ইহাও।

৩। **পাণে**—প্রতি।

৪। **নাম্বায়িআঁ**—নামাইয়া, অবতারিত করিয়া।

১। **এড়িলেঁ হে**—হে' বাক্যালঙ্কারে। ত্যাগ করিলে। **ছাড়াএ**—ছড়াইয়া পড়ে, বিক্ষিপ্ত হয়।

২। **লোক উপহাসে**—পূর্ব্বে লোক উপহাসেরে'। **বৈশে**—প্রা° বইসই' (উপবিশতি)।

৪। **দধি ভার লআঁ...কিছু হাসে**—কানাই তখন দধিভারের জন্য রাধার অত্যধিক উৎকণ্ঠা দেখিয়া,- অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি অনুরাগের নিদর্শন ভাবিয়া, ঈষৎ হাস্যযুক্ত কটাক্ষ করিতে লাগিলেন।

পৃ° ৭৪

কালক্ষেপাসহ ইত্যাদি—বিলম্বকাতর সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ সলজ্জ নয়নে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাধাকে এই কথা বলিলেন।

২। **নহিব**—হইবে না। **বহ**—বহন কর। **লাজেঁসি**—লজ্জাতেই। **হারায়িএ**—হারাইতে হয়।

৩। **বহএ**—প্রা° বহই। বহন করে।

৪। **সমতী**—সম্মত, একমত।

১। **বোলে নাহিঁ ভাব**—তুল°—বোলত ভুলত পাঁতি॥' (বিদ্যা°)।

৩। **ঘাঅ**—প্রা॰। ক্ষত।

৬। **রুখ**—প্রা॰ রুক্খ'। রূক্ষ। **আসিতেঁ**—মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিতে। **পুরিবোঁ**—পূর্ণ করিব।

৭। **ধারে**—ধারায়।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিকতর প্রমোদবশতঃ মন্থরগতি চতুর হরি ভার লইয়া রাধার অনুগমন করিলেন।

১। **সুণীএ**—শুনিয়া।

নয়ন নেবারী—চক্ষের অন্তরালে। নেবারী—নিবারণ করিয়া, এড়াইয়া।

২। **মনমথেঁ**—কামে।

৪। **সুন**—প্রা॰ সুন্ন'; হিং শূন'; ম॰ সুন'; গু॰ শুন'। শূন্য।

ভারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

ভারখণ্ডান্তর্গত ছত্রখণ্ড

২। **ঠায়িত**—ত' সপ্তমীর চিহ্ন। স্থানে।

৩। **তোহ্মার**—তোমাদের অর্থে। **রৌদ পাড়িঅাঁ**—সূর্য্যের উত্তাপ প্রশমিত হইলে। পাড়িআঁ' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

৪। **তরল নয়নে**—চকিত দৃষ্টিতে। **কোপিল**—কোপযুক্ত, কুপিত। **রহিলছে**—মৈথিলীতে অনুরূপ প্রযোগ লক্ষণীয। রহিয়াছে; অবস্থিত।

অথ রাধারসালাভপরিদূনমনা ইত্যাদি—অতঃপর রাধিকার রসলাভে বঞ্চিত হইয়া ব্যথিতমনা হরি একটু বেশ তেজের সহিত খর খর দু'কথা শুনাইয়া দিলেন।

১। **ভাণ্ডসি**—ভাঁড়াইতেছ, প্রতারিত করিতেছ। **পেলাঅসি**—ফেলিয়া দিতেছ, ঠেলিতেছ।

২। **সংহারী**—সংহার করি। **বিবুধি লাগিল**—দুর্ম্মতি হইল, কুবুদ্ধি জুটিল। **বহিল**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

৩। **আহ্মে**—বহুবচনের পদ।

৪। **কৈলি**—নিশ্চিতই।

২। **কহিব**—বলিবে।

৩। **সন্তেদ**—বিদ্যাপতিতে,—

ঐছন হোয়ল পহিল সন্তেদ।

মাধব কন্দলিকৃত অরণ্যকাণ্ডে,—

হেনয় সন্তেদ কহি ইন্দ্রদেব
স্বর্গক চলি গৈলন্ত।

শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

বিভীষণে কহিলেক সকল সন্তেদ।

যোগাযোগ, ঘটনা; (এখানে) অবস্থা। **যেহেন সন্তেদ হএ** ইত্যাদি—অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

পৃ॰ ৭৬

করী—করা হয় বা করিতে হয়।

৪। **এখনে আরতী** ইত্যাদি—আর্ত্তিতে এখন কোন ফল হইবে না।

অধুনা ন বিধাতব্যং ইত্যাদি—রাধে, যদি তুমি এক্ষণে আমার মনোহিত না করিবে, তবে অবিলম্বে বহুবিধ দান দাও।

১। **হাটে দাম দেহ** ইত্যাদি—ঠেটা দানে কেন দই দুধ বেচিবে? এই পথকর ব্যতীত হাটদান দাও! বহী—স॰ বহিঃ। বই, ব্যতীত।

৩। **বাজে**—তি° ব্যাজ' (বৃদ্ধি)। দান, শুল্ক।

৫। **পরচুর**—প্রচুর। **ভাবন**—বেশবিন্যাসের পারিপাট্য; নাগরীপনা।

৬। **ভিন দাণ দিবোঁ** ইত্যাদি—পথকর দিব, এ ছাড়া আবার এই দই দুধের উপর পৃথক্ দান দিব,—কি আর কি। ভিন—ভিন্ন।

৭। **লিখন পাটা** ইত্যাদি—শুল্কপঞ্জীর আদর্শে পাটা লিখিত। পাটা—প্রা° পট্টঅ'। কাষ্ঠ বা ধাতুফলকে লিখিত নিয়োগ-পত্র।

১০। **ঘুসসি**—ঘোষণা করিতেছ। **নারিক**—স্ত্রীলোককে।

১১। **শতেক**—শতৈক, এক শত।

১২। **লাভে মূলে** ইত্যাদি—লাভে-মূলে অর্থ দানের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত হয় না। **নাঁটে**—[না এবং √আঁট্ বন্ধনে]। আঁটে না, সংকুলান হয় না।

১৩। **তোক নাহিঁ হরোঁ**—তোমায় বল করিতেছি না অর্থাৎ তোমার উপর বল প্রয়োগ করিব না। হরোঁ শব্দে বঞ্চনার ভাবও আসে। **দাণ লওঁ** ইত্যাদি—শপথ করিতেছি, যদি দান গ্রহণ করি।

১৪। **পরিহার**—পরিহার কর, পরিত্যাগ কর।

২। **মাণিলোঁ**—মানিলাম, স্বীকার করিলাম। **ভালমণে**—ভাল মতে, উত্তমরূপে।

৩। **টালিআঁ**—টলাইয়া, বিচলিত করিয়া। **বাসে**—বোধ করে।

৪। **তাহাকেহো**—তাহাও।

১। **সিহাল**—প্রা° সেআল'। শৈবাল।

পৃ° ৭৭

নাল দণ্ড—নলাকার দণ্ড। **অখণ্ড**—অখণ্ডিত নিটোল **গণ্ডযুগ শোভে** ইত্যাদি—পূর্ব্বে 'গণ্ড মধুক সমানে'।

সরোঅরময়ী—সরসীরূপা।

২। **অপুরুব কুচ** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

কুচ জুগ চারু চকেবা।

অপুরুব—অপূর্ব্ব।

৩। **ফুটিত**—প্রস্ফুটিত। **আরপিল**—অর্পিত **শোভের**—শোভা পাইতেছে।

৪। **নাল**—বৃন্তাদির কাণ্ড

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া সরসমানসা রাধা বৃদ্ধাকেই আদরে নিজাভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

১। **পরিহার**—অনাদর, উপেক্ষা।

৩। **পরবলে**—প্রবল, প্রখর। **তোলবলে**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

ধাইতে যশোদা হইল ঘামে তোলবোলে॥

কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ডে,—

হেথা সে রবির তাপে জনককুমারী।
ঘামে তোলবোল অঙ্গ সম্বরিতে নারী॥

(৩৭ সংখ্যক পরিষদের পুথি)।

কাশীদাসী দ্রোণপর্ব্বে,—

রক্তে তনু তোলবোল বিকল শরীর।

উবুরি-চুবুরি, আপ্লুত, স্নাত।

৪। **আইসু**—আসুক।

১। **ছাতী**—প্রা° ছত্ত'; ক্ষুদ্রার্থে ঈ' প্রত্যয়। ছত্র।

২। **চিন্তিহ**—চিন্তা করিও

১। **পারিবোঁ**—পারিব।

পৃ° ৭৮

৩। **ভাণ্ডিবারে**—ভাঁড়াইতে, প্রতারিত করিতে।

৪। **তোন্ধে কি না** ইত্যাদি—ত্রিভুবনের সংবাদ তুমি না জান' কি? অর্থাৎ সমস্ত সংবাদই অবগত আছ।

৬। **মাঙ্গী**—প্রার্থনা কর বা করা হয়।

৭। **মাঁগী**—প্রার্থনা করি।

৮। **সাধুর**—সার্থবাহের, বণিকের।

ছত্রখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

১। **সিঞ্চউ**—সিঞ্চিত হউক বা সিক্ত করি। **এথাঁ আণ সঙ্কে** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ। (গীত,° ৫ম সর্গ)।

৩। **বিটপ**—(এখানে) সখী।

—

১। **এবেঁ মলয় পবন** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবকৃত 'বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়' পদের আদর্শে রচিত। **জাগাএ**—জাগাইতেছে। **বিকসএ**—প্রা° বিকসই'। বিকসিত হইতেছে। **ফুটি**—বিদীর্ণ করিয়া।

২। **সুতে**—শয়ন করে। **সোঅরে**—প্রা° সুমরই'। স্মরণ করে।

পৃ° ৭৯

৫ **তুলিবাক**—শূন্যপুরাণে,—

পুষ্প তুলিবাক পচ্ছিম গেলা মালুঞ্চার বাড়ি॥

তুলিবার অর্থে।

৮। **চলিহলি**—চলিও, গমন করিও।

৯। **প্রবোধিতেঁ**—প্রবোধ দিতে। **নারিবোঁ**—পারিব না।

১১। **তা সমাক**—তাহাদিগকে বা তাহাদের সকলকে। **ভরছিআঁ**—ভর্ৎসনা করিয়া।

১২। **তাক**—আয়ানের মাতাকে। **ভরছিলেঁ**—ভর্ৎসনা করিলে। **বিকণে**—বিকায়, বিক্রয় করে।

১৪। **এম্নি**—এই।

—

অথাভিমন্যুজননীং ইত্যাদি—অনন্তর বৃন্দার বাক্যানুসারে গোপীগণ অভিমন্যুজননীকে বাক্যরূপ বাণ দ্বারা ব্যথিত করিতে লাগিলেন।

১। **সতন্তরী**—স্বাধীনা।

২। **বিকাএ**—বিক্রীত হয়।

৩। **গোআলত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **আহ্মারা**—পরবর্ত্তী পদে,—

বিকল দেখিআঁ তথাঁ রাখো আলগণে।

পুছিল তোহ্মারা কেহ্নে তরাসিল মণে॥ পৃ° ৯১

আহ্মারা মরিব শুণিলেঁ কাণে।

তোহ্মার হয়িবে সকল নাশে॥ পৃ° ১০৪

সমগ্র গ্রন্থমধ্যে বহুবচনে রা' প্রত্যয়ের মাত্র তিনটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। রাজেন্দ্রদাসের আদিপর্ব্বে,—

তবে কণ্ব মুনি কথা তাহাতে কহিল।

আহ্মারা নিকটে থাকি সে কথা শুনিল॥

(শকুন্তলার উপাখ্যান)

ষষ্ঠ্যন্ত আহ্মার' পদের উত্তর গৌরবার্থে আকার যুক্ত করিয়া প্রথমার বহুবচনে আহ্মারা হইয়া থাকিবে। **হৈলাহোঁ**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে। হইলাম।

৪। **তা সভ্যার**—তাহাদের বা তাহাদের সকলের।

—

অবসরমধিগম্য ইত্যাদি—এই অবসরে বৃন্দা ব্যগ্রভাবে সত্বর রাধার নিকট আসিয়া হরির চরিত্রবিশেষ উল্লেখ করিতে করিতে তাঁহাকে মর্ম্মবেদনায় বিদ্ধ করিল।

১। **তোর রতি আশোআশেঁ** ইত্যাদি—পদটি জয়দেবের 'রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্' এই সুপরিচিত পদের উৎকৃষ্ট অনুকরণ। **আশোআশেঁ**—আশ্বাসে। **তোহ্মার শঙ্কেত** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত

বাজায় মুরলী মৃদুভাষে।

বাজাএ—বাদিত করিতেছেন।

কালিনীর—কালিন্দীর, যমুনার।

২। **তোর তনুগত রেণু** ইত্যাদি—তুল°—

তুয়া তনু পরশি ধূলিরেণু উড়ত

তারে পুন পুনহি প্রশংসে। (গিরিধর দাস)

তাহাকো—তাহাকে[ও]। **পাত**—প্রা° পত্ত'। পত্র। **শঙ্কিআঁ**—যদি হয়, এরূপ নিশ্চয় বা তর্ক করিয়া।

পৃ° ৮০

৫। **মানী**—অভিমানী।

আযুগত—অযুক্ত।

—

অথাভিমন্যুজননী ইত্যাদি—অতঃপর অভিমন্যু-

জননী [রাধাকে] মথুরাগমনের অনুমতি দিলেন এবং রসালসমনা রাধা গমন করিলেন।

৩। **পাই**—পাইলাম, প্রাপ্ত হইলাম। **ফুটিলছে**—প্রস্ফুটিত হইয়াছে। **পিন্ধি**—পরিধান করিয়া। **করিউ গমনে**—যাওয়া যাউক।

—–

১। **সুবুধী**—সুচতুরা।

২। **কাহাকো**—কাহাকে[ও]। **হাটুআ**—হাটে যাহারা বেচা-কেনা করিতে যায়।

আগু বাঢ়ায়িআঁ—আগ বাড়াইয়া, অদ্যাপি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত ; অগ্রসর হইয়া, প্রত্যুদ্গমন করিয়া।

—–

অথ বৃন্দাবনাদেত্য ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দাবন হইতে সত্বর আসিয়া মধুসূদন সখীগণপরিবৃতা রাধাকে এই মনোহর কথা বলিলেন।

১। **বিলাস কৈল আপণে**—মূর্ত্তিমান্ হইয়া আবির্ভূত হইল।

গুলাল—Diospyros Ramiflora জাতীয় পুষ্প-বৃক্ষ। ত্রিপুরাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। **লবঙ্গ**—লবঙ্গলতা, Luvunga Scandens। প্রাপ্তিস্থান—ত্রিপুরা। **শেবতী**—(সেঁঅতীব, সিঁউতী)—সং সেবন্তী'। গোলাপ শ্রেণীর শ্বেত পুষ্পবৃক্ষ-ভেদ। **যুথী**—সেঁউতী-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ। **পারলি**—সং পাটলী'; পারুল। **দুলালী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলের দুলীচাঁপা, Magnolia Petrocarpa।

পৃঃ ৮১

রঅনী—প্রা' রঅণি,' রঅণী', রয়ণী'। রজনী।

২। **আগ্নই**—অশন। **আসাঢ়িআ**—আষাঢ়িয়া। **গন্ধটগর**—তগরাদিবর্গের পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। **বনমাল্লী**—বনমল্লিকা। **কেশর**—পুন্নাগ। **তিনিশ**—তিনিশ। **বহুল**—প্রা' বউল'। বকুল। **সেআলী**—প্রা' সেহালিআ' (শেফালিকা)। **সিঅলি**—বৈঁচ বা বৈঁচিজাতীয় বৃক্ষবিশেষ ; Falcourtia Romontchi। **কুসুম্ভ**—কুসুম। **ওড়ু**—জবা। **রেবতী**—কোল-ভাষায় রেবতা,' ঐরাবত। **রাজনাগর**—রাজন, (রঙ্গণ) এবং বিহারী অগর', Dillenia Pentagyna। প্রাপ্তিস্থান—বিহার, ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ। **ধাতকী**—ধাইফুল। **আম্লিঅ**—অম্রুকিয়া। প্রাপ্তিস্থান—ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম। **কিংশুক**—পলাশ। **চুআঁ**—তিলকবৃক্ষ। **খক্ষী**—লতাভেদ, খাক্ষ নামে পরিচিত।

৩। **কুজা**—কুব্জক। **কুটুজ**—(কুটজ), কুড়চী। **কেন্দু**—গাব, তিন্দুক। **মথুর**—মথন' হইবে কি? **সিন্ধুবার**—নিসিন্দা। **রবি**—রক্ত আকন্দ। **ছাতিঅন**—প্রাং ছত্তিবণ্ণ'। ছাতিম। **ভাণ্টি**—ভাঁট, ঘেটু গাছ। **দুধিআকন**—শ্বেত আকন্দ। **কসাল**—অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। **তগর**—তগর। **মধুকর**—ভৃঙ্গরাজ। **বাড়িআল**—১২শ শতকের রূপ বালিআড়' ; বেলেড্যা। **সৈনাহুল**—হিং শঙ্খাহুলী', Xanthium Strumarium। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে জন্মে। ফুল পীতবর্ণ। কেহ কেহ সোণালু বলেন। **ঘাটাপারলী**—ঘণ্টাপারুল। **পিপলী**—পিপ্পল, অশ্বত্থবৃক্ষ। **কাপাসি আসন**—আসন বৃক্ষের প্রকারভেদ।

৪। **ছোলঙ্গ**—টাবা। **নারঙ্গ**—নাগবসতি রঞ্জিত করে বলিয়া কমলা লেবুর নাগরঙ্গ বা সংক্ষেপে নারঙ্গ নাম হইয়া থাকিবে। নাগজাতির বাস মধ্যভারতের নাগপুর এবং আসামের নাগা পর্ব্বতে। **কামরঙ্গ**—শব্দটি কোল (অস্ট্রিক)-মূলক ; অর্ব্বাচীন সং কর্মরঙ্গ ; Averrhoa Carambola। **লেম্বু**—ও' নেম্বু ; কানাড়ী নিম্বে' (নিম্বু)। কাগ্জি, পাতি প্রভৃতি। **আম্বড়া**—প্রাং আম্বাড়অ' (আম্রাতক); টীং সং অম্বাড়'। **চেরু**—মলয়লম্ চেরু নারিঙ্গা অর্থে নেবু, সংক্ষেপে চেরু। **বেরু**—প্রাং বের' ; সিং বেরু'। বদর। **সফেরু**—বীরভূমাঞ্চলের প্রাদেশিক আম-সপুর ; সফ্রি' (পেয়ারা)। **থেকর**—থৈকল। **সাতকড়া**—কমলা-জাতীয়। **আঁওলা**- প্রাং আমলঅ' (আমলক); বৈদিক রূপ আমলা'। **কমলা**—সং কমলক'। **পাণিআল**—পানিআল নামেই প্রসিদ্ধ, Flacourtia Cataphracta। **লবলী**—নোয়াড়ী গাছ বা শিল আমলা। **বোহারী**—বহুবার। কোথাও কোথাও লাসোরা বলে, Cordia Myxa। **ডৌহাকু**—১২ শতকের রূপ ডহুআ'। ডেও।

কুড়ুম—Polyalthia Cirasoides। বিহার, ছোট-নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে জন্মে। **চালনি**—হিং চিলৌনী'; অথবা চালনি আঁব' এক কথা। পুন্নাগ। **টাভা**—টাবা, Citrus Medica।

৫। **কণ্ঠোআল**—১২শ শতকের রূপ কণ্টভাল' (কণ্টকি ফল)। কাঁঠাল। **মহুকুন্ত**—মধুর-রসপূর্ণ। মহু—প্রাং। মধু। কুত-কুতু, চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত আধার-ভেদ; **ঘন**—ঘনসার, কর্পূর। **অগথ**—অগস্ত্য, বকফুল। **কপিথ**—কপিত্থ। **সুন্দরী**—সুঁদরী। **বর**—বট-বৃক্ষও হইতে পারে। **আগরু**—প্রাং অগরু'। অগুরু। **সুগন্ধেসরী**—গন্ধেশ্বরী।

৬। **কাসিমল**—কাসমর্দ্দ। **ভালা**—প্রাং ভল্লঅ'; 'ভল্লাতকে ভালা ইতি রায়ভরতৌ'। **ভিলোল**—ভল্লী, লোধ্রবৃক্ষ। **চাম্বলী**—অর্ব্বাচীন সং চম্বেলি' (চম্পকেলি)। শৃং পুং'এ চামেলী', চং পং'এ চামেলি'। **সুকল লোচন**—সুকোলী ক্ষীর কাকোলী এবং লোচনী, মহাশ্রাবণিকা হইতে পারে। **ভোজপাত্ত**—পাং 'ভুজপত্ত'। ভূর্জ্জবৃক্ষ। **চাম্পাভী**—বুঝা গেল না। **চাকলি**—চাকুলে। **আভভড়ি**—আতমোড়ি। **জিয়াপুত**—১২শ শতকের রূপ পুত্তাজিআ'। পুত্রঞ্জীব। **পাকড়ী নাকড়ী**—অশ্বত্থাদিবর্গের তরুভেদ। বীরভূম অঞ্চলে পাকুড় ও নাকুড় নামে প্রসিদ্ধ; পাকুড় লাল, নাকুড় শাদা। **বন সোণা-কড়ী**—বন্য শণতসী। **সাহড়**—সেওড়া। **আঁকোড়**—টী সং অঙ্কোড'। অঙ্কোট। **কুহয়**—কোহ, অর্জ্জুন-জাতীয়। **বহড়া**—'বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্' টীং সং। প্রাং বহেড়অ'। **কাঠ লাড়িকা**—কাঠ-মাল্লিকা (মল্লিকা) হইতে পারে। **কড়ুয়ি**—কড়ুই, শ্বেত-শিরীষ, Albizzia Procera। **আড়ুয়ি**—পীচজাতীয় তরু। **সাজে, রাজে**—শোভা পায়। **গর্জ্জুন**—গর্জ্জন বৃক্ষ। **হরিড়া**—হরীতকী।

৭। **আকোরল**—সং অঁক্ষোড়', অক্ষোট। আখরোট। **জিঙ্গালরু**—জিঙ্গিনী, জিগের গাছ। **সুদর্শন**—Crinum Latifolium জাতীয় গুল্মবিশেষ। **মহাসুন্ধী**—হেলা জাতীয়? **বাজবারণ**—বজ্রদ্রুম, চড়কমণি। **বিষ করঞ্জ**—কট করঞ্জ। **ছাত্রিঁয়ণে**—ছাতিম্। **লভা আম্ব**—লতাম্র। **কুশিআর**—বৈদিক কুশর'; প্রাদেশিক কুশইর,' কুশাইর,' ইক্ষুভেদ।

খরমুজা—ফাং খরবুজ। Cucumis Melo। **কাকড়ী**—প্রাং কক্কড়িঅ, কর্কটিকা। কাঁকুড়। **বাঙ্গী**—ফুটি। **পৈঁছটী**—বর্দ্ধমান অঞ্চলে জন্মে। **সাভর**—সারাল, তিল। **সোআশে**—শসা। **পিআ**—পান করিয়া।

৮। **গুঞ্জে**—গুঞ্জ বেড়াও হইতে পারে। **কোকিল**—'পিকাদিশব্দা ন কচিদার্য্যাণাং প্রসিদ্ধাঃ। ম্লেচ্ছানান্ত কোকিলাদিষু প্রসিদ্ধাঃ।' **সুণে**—শুনিয়া।

পৃং ৮২

৩। **সঘন**—পুনঃ পুন। **হাম্বী**—পরে হাভী'। 'জৃম্ভণদ্বয়ং হাভীতি খ্যাতায়াম্। টীং সং। শঙ্করদেবকৃত ঘোষাকীর্ত্তনে,—

তুলিলাহা হামি যশোদার পিয়া স্তন।

হাই, জৃম্ভণ। **সঘন ছাড়িল** ইত্যাদি—সুন্দর দন্তপাঁতি দেখাইবার নিমিত্ত রাধা হাই তোলার ছন্দে পুনঃ পুন 'মুখ মেলিলেন'। ঘন ঘন হাই তোলা অনঙ্গ আবেশের অন্যতম লক্ষণ।

অশরীররসাবেশ ইত্যাদি—রসালস মাধব রাধিকাকে অনঙ্গ-রসাবেশে আবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাকে আদরে ডাকিয়া, এই কথা বলিলেন।

১। **রোল**—প্রাং লক্ষী, কুং চং প্রভৃতিতে। শব্দ, কোলাহল। **আছুক মানুষ** ইত্যাদি—মানুষের ত কথাই নাই, দেবতারাও (সেই সুললিত ভ্রমরগুঞ্জন শুনিলে) মোহিত হইয়া পড়েন।

রাধা তোর মোর ইত্যাদি—(ফলিতার্থ) রাধে, তুমি ও আমি এই বৃন্দাবনে মিলিত; আজ তোমার নব-যৌবন সার্থক কর।

২। **পহ্র**—পর,' পরিধান কর। **খাঅ**—খাহ = খাঅ = খাও।

৩। **দেখাওঁ**—দেখাই। **তথাঁক**—মথুরাক' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **সব্বাতেয়ি**—সবেতেই, সকলেই **লোভে**—লোলুপ হয়।

পৃ° ৮৩

বিলসিবোঁ—বিলাস করিব, উপভোগ করিব।

২। **করায়িবোঁ**—করাইব।

৩। **তেহ্নমতে**—সেই ভাবে বা রূপে। **নিল**—লইলাম। **জনী**—পূর্ব্বে জণি', জুণি'। পূর্ব্ববঙ্গের প্রদেশ-ভেদে নিষেধার্থে জাণি' শব্দ প্রচলিত। যেন না।

১। **যাহ**—জাহ = জাঅ = জাও (= যাও)। **যেনমণে**—যথাভিলাষ।

২। **জীঅ**—জীবিত থাক। **আহ্মারে**—বহুবচনের পদ। **আভএ**—প্রা° অভঅ'; এ' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

৩। **খণেক**—ক্ষণৈক। **সিধী**—সিদ্ধি, সাফল্য।

৫। **এক তরুণীকে দেখায়িল** ইত্যাদি—তুল°—

মৃদুচরণতলাগ্রদুঃস্থিতত্বাদসহতরা
কুচকুম্ভযোর্ভবস্য।
উপরি নিরবলম্বনং প্রিয়স্য
ন্যপতদথোচ্চতরোচ্চিচীষয়ান্যা॥

শিশুপাল,° ৭।৪৮

৬-৭। **আয়র গোপী বুয়িল** ইত্যাদি—তুল°—

উপরিজতরুজানি যাচমানাং কুশলতয়া
পরিরম্ভলোলুপোঽন্যঃ।
প্রথিতপৃথুপয়োধরাং গৃহাণ স্বয়মিতি
মুগ্ধবধূমুদাস দোর্ভ্যাম্॥

শিশুপাল,° ৭।৪৯

৮। **ঝাঁটাল**—'গোলীঢো ঝাটলো ঘণ্টা-পাটলির্ম্মোক্ষ-মুষ্ককৌ।' অমর°। [**ঝাটাল** H. H. Wilson's S. E. Dictionary] ঘণ্টা পারুল। **ঝাপিলেক**—ঢাকিল, আবৃত করিল।

১০। **ভয়মনী**—ত্রস্তমনা। ভয় মানিয়া' এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

পৃ° ৮৪

১১। **পুরিআঁ কোলে কৈল**—গাঢ় আলিঙ্গন দিল।

১২। **হেনমনে**—এই প্রকারে; ভালমনে' শব্দ তুল°।

৩। **নারিল**—পারিলাম না। **পাত পাতিআঁ** ইত্যাদি—আশা দিয়া কেন বঞ্চিত করিতেছ? **আসত**—প্রা° আসা'; ত' সপ্তমীর চিহ্ন। **সহন**—সহ্য করা। **তোহ্মাএ**—তোমায় বা তোমার।

১। **রমএ**—প্রা°। রমণ করে।

২। **পুরী**—পূর্ণ করিয়া।

৩। **সব্বে জাণিল** ইত্যাদি—সকলে কানাইর মনে আপনাকে রাধা হইতে অধিক বলিয়া জানিল অর্থাৎ সকল গোপী রাধাপেক্ষা আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয়তমা ভাবিল। রাধাতে—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **সংহরী**—সঙ্কোচ করিয়া, সম্বরণ করিয়া। **গেহে**—গৃহ।

নিন্দন্ত্যঃ সুপ্রশংসন্ত্যঃ ইত্যাদি—গোপবধূগণ পরস্পর নিন্দা করিতে করিতে এবং দামোদরপ্রিয়ার প্রশংসা করিতে করিতে কৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১। **আহা**—প্রা° ও স° অহহ'। খেদে।

পৃ° ৮৫

সুতীথে—সুতীর্থে। **কথী**—প্রা° কথ'। শূ° পু°এ কথি'; বিদ্যা° কতি'। কোথা।

গাআঁ—গান করিয়া। **বাআঁ**—মাধবদেব-কৃত আদিকাণ্ডে,—

তুলি ছত্র দণ্ড বায়া বাদ্যভাণ্ড
করিব লোকে উৎসব॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে,—

কুচুনী পাগল কর সিঙ্গা ডম্বুর বায়্যা।

বাদন করিয়া। **করতালী**—খট্‌তালী বা ষট্‌তালী, ঘন যন্ত্রের অন্যতম; Cymbal।

২। **কুশক্ষেত্রে**—গঙ্গাবতারতীর্থে (?)। **পুষ্কর**—ব্রহ্মার প্রতিষ্ঠিত পুষ্কর নামক পুণ্যতীর্থ, আজমীরের

নিকট অধুনা পোকর নামে খ্যাত। **সিনান**—অর্দ্ধমাগধী। প্রা॰ স॰এ সিণাণ,' শূ॰ পু॰ প্রভৃতিতে সিনান'। শব্দটি রাঢ়ের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। স্নান। **অষ্ট মহাসিধী**—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবশায়িত্ব, এই অষ্টবিধ সিদ্ধি। **নিধী**—দৈব সম্পৎ; পদ্ম, মহাপদ্ম, মৎস্য, কূর্ম্ম, উদক, নীল, মুকুন্দ ও শঙ্খ, এই আট প্রকার নিধি।

৩। **কেদার**—হিমালয়ের অন্তর্গত মন্দাকিনীতটে প্রতিষ্ঠিত মহাদেব। **বদরী**—বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ, কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দা নদীতটে। **বটেশ্বরে**—কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থে। **গঙ্গা সঙ্গত সাগরে**—সাগর-সঙ্গমে। **যা**—যাহাকে।

৪। **বিলপিলা**—বিলাপ করিল। **রোষিলি**—রুষ্টা।

১। **রাঙ্কে**—রঙ্ক, দরিদ্র। **তেন**—পূর্ব্বে তেহেন,' তেহ্ন' তেমন, তাদৃশ। **মিলিআঁ**—প্রা॰ মিলিঅ'। **কি রঞ্জসি** ইত্যাদি—আমার কি মুখোজ্জ্বল করিতেছ? অথবা আমার কি মুখোজ্জ্বল(ই) না করিতেছ। **রঞ্জসি**—রঞ্জিত করিতেছিস্।

ভুঞ্জোঁ—ভোগ করি।

২। **আইলাহা**—আছিলাহা' শব্দ তুল॰। আসিলে। **ভজিলো**—ভজিলাম, সেবা করিলাম।

৩। **নাছিল**—না আছিল, ছিল না।

১। **যদি কিছু বোল** ইত্যাদি—জয়দেবকৃত 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি-কৌমুদী,' এই প্রসিদ্ধ পদের অনুবৃত্তি।

পৃ॰ ৮৬

মাণে—অভিমানে।

২। **হান**—আঘাত কর, প্রহার কর। **যতনে**—নির্ব্বন্ধ সহ।

৩। **মলিন নলিন**—নীলোৎপল শ্যাম। **রঞ্জিলে**—রঞ্জিত করিলে, বিদ্ধ করিলে। **তোহ্মার নয়ন** ইত্যাদি—জয়দেবে,—

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥
(গীত॰, ১০ম সর্গ)

করউ—প্রাকৃতে বিধি প্রভৃতি অর্থে প্রথম পুরুষ এক-বচনে উ' প্রত্যয় হয়; 'উ সু মু বিধ্যাদিষ্বেকবচনে' প্রা॰ প্র', ৭।১৮। করুক।

৪। **মদন গরল খণ্ডন**—কাম-বিষের খণ্ডনকারী। **মাথার মণ্ডন**—শিরোভূষণ। কিরীট, কুণ্ডল, হার, চতুষ্কী (পদক), বলয়, অঙ্গুরীয়ক, কেয়ূর এবং নূপুর প্রভৃতিকে মণ্ডন বলে।

অবধীর্য্য কাকুমিতি ইত্যাদি—রাধিকা রোষবশে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কাকুক্তি মাত্র মনে করিয়া, কোন উত্তর করিলেন না। অনন্তর [কাতর প্রার্থনাহেতু] সলজ্জ শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধপরবশ হইয়া বিহিত ব্যবস্থা করিলেন।

১। **লক্ষকের**—পূর্ব্বে নদীকের'; ষষ্ঠীর উত্তর এই কের' প্রত্যয়, প্রাকৃত সম্বন্ধবাচক কেরক' শব্দেরই রূপভেদ। **ফুল ধাড়ী**—বিদ্যাপতিতে,—

গুরুজন কহি দুরজন সঞো বারি।
কৌতুকে কুন্দ করসি ফুল ধারি।
সহচরি সঞো যহাঁ কয়ল ফুল ধারি[১]।
কৈসে জীয়ব তাহি নিহারি॥

হি॰ ফুলঝড়ী'। ধারাকারে পুষ্পবর্ষণ। **লক্ষকের বৃন্দাবন** ইত্যাদি—লক্ষ টাকার বৃন্দাবন আমার পুষ্পোদ্যান; নিবারণ সত্ত্বে রাধা কেন বৃষ্টিধারাচ্ছলে [অনর্থক এত] ফুল নষ্ট করিল, বড়-মা?

২। **গেণ্ডু**—প্রা॰ গেণ্ডুঅ', গেন্দুঅ'। পশ্চিমরাঢ়ে গেঁড়'। প্রাচীন সাহিত্যে কন্দুক-ক্রীড়ার উল্লেখ অবিরল। **তোলে**—প্রা॰ তোডই' (ত্রোটয়তি)।

৪। **আকুড়ী**—শূ॰ পু॰এ আকুড়ি; বৈদিক রূপ

১। পরিষৎ-সংস্করণে ফুল বারি'; কাব্যবিশারদে ফুল ধারি', অক্ষয়বাবুর প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে ফুল খেরি'। ফুল ধারি' পাঠই আমাদের সঙ্গত মনে হয়।

অঙ্গুশী'। আঁকশী। **পাখুড়ী**—অপ' ভাষায় পক্‌খড়িআ'; প্রাচ্য হি° পংখড়ী'। 'পংখুড়ী পত্রম্'—দে° না° মা°। চর্য্যাপদে পাখুড়ী'; অস' অরণ্যকাণ্ডে পাকরি'; তুলসী রামায়ণে পাখরী'। পাবড়ী।

৬। **চিহ্নে**—প্রা' চিন্‌হই' (পরিচয়তি)।

৮। **দেন্ত**—দিউক। **রাখিবোঁ**—রক্ষা করিব। **দৌড়ী**—দেশী দংডী' (সূত্রকনকং)। দড়ি।

১০। **আনুখর**—মাধব কন্দলীকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বুলিলি যে আগে অনুখর।

অনক্ষর, দুর্ব্বাক্য।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে বৃন্দা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া মানমগ্না রাধাকে এই কথা বলিল।

পৃ° ৮৭

কুচরীত—কুকাজ।

২। **আয়িলাহোঁ**—আসিলাম। **মরসিব**—ছাড়িবে, ক্ষমা দিবে।

৩। **উপকার**—হিতবাক্য।

৪। **দড়ী**—দৌড়ী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বোল—বকুল অথবা মুকুল।

৬। **সেয়ন্তী**—সেঁউতী, শ্বেত গোলাপ। **পাতেঁ পাতেঁ**—পাতি পাতি করিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

অস্মিন্নবসরে রাধাং ইত্যাদি—ইত্যবসরে পুষ্পবাণের বাণসম্ভূত জরে আতুর মাধব সত্বর রাধাকে মিঠে-কড়া দুকথা শুনাইয়া দিলেন।

১। **নির্ম্মায়িলোঁ**—উত্তম পুরুষের ক্রিয়া।

পেলায়িলে—ফেলিলে।

যাহার যোজন বাসে—যে ফুলের গন্ধ এক যোজন পর্য্যন্ত যায়।

২। **সেঅথী**—সেঁউতী, সেমন্তী। **আল সব ফুল** ইত্যাদি—রাধে, আইস, সমস্ত ফুলে শয্যা রচনা করিয়া, তোমায় আমায় কেলি-বিলাস করি।

৩। **চোরবাদেঁ**—চৌর্ অপবাদে।

৪। **শুন**—মৃ' ক°এ শুন্ন দেউলং'; গু° গুন'। শূন্য।

পৃ° ৮৮

২। **জানিতোঁ**—জানিতাম। **নাসিতোঁ**—না আসিতাম, আসিতাম না। **যাইতোঁ**—যাইতাম। **বিকণিতে**—বিক্রয় করিতে।

১। **যাতি**—জাতী পুষ্প।

ফুরিল—স্ফুরিত হইল, উদিত হইল।

২। **দনা**—ও° দহনা'; হি° দোনা'; সং দমনক'। সোমরাজ্যাদি বর্গের অন্তর্গত। Artimisia Indica। **মরুআ**—শূ' পু°এ মরুআ'। গন্ধতুলসী। Ocimum Pilosum। **তুলাল**—তুলস্যাদি বর্গের ক্ষুদ্র বৃক্ষভেদ। পশ্চিম রাঢ়ের কোথাও কোথাও তুলাল-ভাপ্‌রী' বলে। Ocimum Basilicum। **ভাঙসি**—ভাঙ্গিতেছিস্।

৪। **পাঠাওঁ**—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

পাঞ্চ মহারথীক পাঠাওঁ একেবারে।

পাঠাই। **যবেঁ তিরী বধে** ইত্যাদি—যদি স্ত্রীবধের ভয় না থাকিত, তাহা হইলে আজ তোমায় মারিয়া যমের বাড়ী পাঠাইতাম। **মোঞিঁ**—অপ° মই'।

১। **দোষে**—অপবাদ, দুর্নাম।

৩। **ঝিআরী**—প্রা' ধীআ-[ডী (টী)]; সি° ধিঅড়ী'। **না দেখিল** ইত্যাদি—দেখিলে না, শুনিলে না, একটা [যা-তা] বলিতেছ। **তোহ্মাতে**—তোমা হইতে।

বৃন্দাবনীয়প্রসব ইত্যাদি—রাধে, সম্মুখে তোমায় বৃন্দাবনের কুসুমে পরিশোভিত দেখিতেছি। অয়ি কুসুম-বংশসম্ভূতে বামে। তোমার আমোদবিধায়ী দেহ আমায় দান কর।

পৃ° ৮৯

২। **গণ্ডযুগ মহুলে**—পূর্ব্বে 'কপোলযুগল. তার মহুলের ফুল'।

৩। **বগফুলে**—বকফুল: Agati grandi-Flora। বাক্‌সনার মুকুল কানের সহিত তুলিত হইতে পারে।

৪। **খস্তুরী**—কস্তুরী। জবাদি বর্গের অন্তর্গত;

ইহার ফুল পীতবর্ণ। চণ্ডীদাসের পদে রাধার পীত বসনের কথা পাওয়া যায়; যথা,—

সোণার বরণ তাহে আরোপিত
পীতের বসন ভালি।

৫। **স্তবক**—অভি° পা° 'থবক'; ক° ম°তে 'থবক'। স্তবক।

৬। **আত্তয়ীগণে**— কি, বুঝা গেল না।

১। **তোহ্মারে কে** ইত্যাদি—তোমার কথাতে কে [illegible]

২। **নিজ পতি না** ইত্যাদি—আপন পতিকে উপেক্ষা না করিলাম, তোমার মুখ তাকাইয়া রহিলাম, শাশুড়ী ননদের গালি সহ্য করিলাম। **চাহিলোঁ**—চাহিলাম। **উপেখিলোঁ**—উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলাম। উপেখিআঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩। **তাক নাহি** ইত্যাদি—তাহার কোন প্রকারভেদ নাই; অথবা কিছুতেই তাহাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না। **মরম**— জন্ম। **বড় মানে** ইত্যাদি—তিল পরিমাণ অর্থাৎ অতি সামান্য উপকার বড় করিয়া মানে।

তভোঁ কি ইত্যাদি—তথাপি কি মালতীকে ভুলে? পাসরে—প্রা° পস্সরই' (প্রস্মরতি)। বিস্মৃত হয়।

২। **এ তোর নব……আহ্মার পরাণে**—রাধে, তোমার এই নব যৌবনের সুষমা অহরহ আমার মনে জাগিতেছে। তাহাতে আবার তোমার সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইয়া আমার হৃদয়কে অতিমাত্রায় কর্ষণ করিতেছে। জাগে—প্রা° জগ্গই (জাগর্ত্তি)। খেতি করে—কর্ষণ করে, পীড়িত করে।

৩। **ঝুরে**—প্রা° ঝুরই (ক্ষরতি)। কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

পৃ° ৯০

৪। **বৈশো**—বসি, উপবেশন করি।

কৃষ্ণস্য প্রেমবচসা ইত্যাদি—অনুরাগবতী শ্রীমতী রাধিকা কুসুম-বাণে বিদ্ধ হইয়া অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বাক্যে বশীভূত হইলেন।

১। **সভাব**—প্রা°। স্বভাব। **এআ**—স্বর বা কথার মাত্রা।

আল হের করিহ আনে—ওহে প্রাণের কানাই, তোমার চরণে আমার এই নিবেদন, অপরকে আমার সহিত সমান করিও না; (অথবা আমার সহিত অন্যরূপ আচরণ করিও না)।

২। **গান্থিল**—গ্রথিত করিল। **তোর বোল** ইত্যাদি—তোমার কথার অন্যথাচরণ করিব না।

৩। **বিধি কৈল তোর** ইত্যাদি—বিধাতা প্রেমের বাঁধনে তোমায় আমায় এক-প্রাণ, এক-দেহ করিয়া নির্ম্মাণ করিল। প্রাচীন কবির গানে,—

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥

১। **সিনাম্বিল**—স্নান করিল।

রসে হুরিআঁ মণে—সম্ভোগেচ্ছাজনিত ভাবে বিভ্রান্ত হইয়া। **হুরিআঁ**—স° √হুড়্' বা √হুড়্' আলোড়নে। মথিত হইয়া, বিঘূর্ণিত হইয়া। তুল°—

ঘোর সংসারে প্রাণী পড়ি
আত্মা নিস্তার পথ হুড়ী॥
(জগন্নাথদাসের ভাগবত)

৩। **পোআলেঁ**—পূর্ব্বে পোঁআর'। পলা, প্রবাল।

বৃন্দাবনখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

কালিয়দমন খণ্ড

পৃ° ৯১

১। **দিলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

সুখর অমৃত পরভু দিলেন্ত তখন ॥

মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

বসিবাক ইন্দ্রক দিলন্ত সিংহাসন।

দিলেন।

৫। **মাছ**—প্রা° মচ্ছ'। মৎস্য।

১১। **জড়ী**—জড়াইয়া।

১১। **জালে**—জালায়।

১৫। **তোহ্মারা**—তোমরা। আহ্মারা' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **তরাসিল**—ত্রাসিত, ভীত।

—

গোপালকুলত ইত্যাদি—বাধা রাখালদের মুখে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়হ্রদে ডুবিয়াছেন শুনিয়া খেদে নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **আজি জখনে মো** ইত্যাদি—আজ যাই বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াছি, অমনি কালামুখীরা পাছু ডাকিল। পূর্ব্বে কালিনী মাএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

বাহুড়—ফিরিয়া আইস।

২। **সামল**—প্রা°। শ্যামল। **কোমল**—'কোমলং সুকুমারং'—প্রা° লক্ষণ। **ছুক**—আছুক, থাকুক।

৩। **সহ্মাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

সম্মতী—সম্মতি।

৪। **যাচোঁ**—যাচি, প্রার্থনা করি। **ভকতীদাসিক**—অনুরক্ত আশ্রিতাকে, ভজমানা সেবিকাকে।

পৃ° ৯২

বিনায়িআঁ—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

বিনিঞা বিনিঞা কান্দে লোক শত শত ॥

দীর্ঘ সুর করিয়া।

৩। **রাপায়িল**—স্পৃহাযুক্ত হইল। অস° রাপ' (রাগ) অর্থে স্পৃহা, অনুরাগ। **দেখিতেঁ রাপায়িল** ইত্যাদি—ত্রিভুবন-সুন্দর নাগরশ্রেষ্ঠ কানাইকে দেখিবার নিমিত্ত গোপীদের প্রাণ অতিশয় উৎসুক হইল।

১। **আইল**—মাগধী আবিদে' (আপ্তঃ)।

মোর—বহুবচন। **আদিবসে**—অদিবস বা কুক্ষণ হেতু।

২-৩। **আহ্মা**—বহুবচনের পদ।

৪। **গুণিলান্ত**—গণনা করিলেন। **করায়িউ**—করাই।

—

১। **হয়িলাহা**—হইলে।

২। **জলে**—এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

৩-৪। **শ্রীরাম রূপেঁ** ইত্যাদি—শ্রীরামের পরই এই বুদ্ধ এবং কল্কির উল্লেখ অতীত যুগের অবতারের। দশ অবতার—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোঽথ বামনঃ।

রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ ॥ ২

(বরাহ, ৪র্থ অ°)

কিন্তু মহাভারতে ১ম অবতার হংস; এবং বুদ্ধের নাম নাই।

হংসঃ কূর্ম্মশ্চ মৎস্যশ্চ প্রাদুর্ভাবাদ্দ্বিজোত্তম।

বরাহো নারসিংহশ্চ বামনো রাম এব চ।

রামো দাশরথিশ্চৈব সাত্বতঃ কল্কিরেব চ ॥ ১০০

(শান্তি, ৩৩৯ অ°)

—

১। **বাহু ফাল**—বাহু প্রসারণ। ফাল—প্রা°। স্ফাল।

চণ্ড বাতে—প্রচণ্ড বাত্যায়।

পৃ° ৯৩

৩। **নাচনে**—প্রা° ণচ্চণ' (নর্ত্তন)।

৪। **তুতী**—স্তুতি।

—

১। **হেন নাহি করী**—এরূপ করে না বা করিতে নাই।

৩। **নিরমিল**—নির্ম্মাণ করিলে।

৬। **মূড়**—মূঢ়।

১। **সঁাকাল**—ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে 'সোন্‌কাল'; বাঁকুড়া অঞ্চলে সন্‌কাল' (প্রাতঃ)। ভবানন্দের হরিবংশে,—

পৃথিবীত জন্মি তাকে মারিমু সকাল ॥

সত্বর। সকালে' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১। **যত্ত**—সাকল্যে।

কালীয় সাপের ইত্যাদি—কালিয় সাপের কবল হইতে দেবতাক শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা পাইলেন। **জিলা**—বাঁচিল, রক্ষা পাইল।

২। **শুন্ম**—শূন্য।

পৃ° ৯৪

৩। **নেহেঁ ভবেঁ…লাজ ভএ**—স্নেহাকুলিত-চিত্তে রাধিকা তখন লজ্জা ও ভয় ত্যাগ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে নিমেষহীন বক্র-দৃষ্টিতে ও সজল-নয়নে সুদীর্ঘ কাল কানাইর মুখ দেখিলেন। **বঙ্ক**—প্রা° বংক'। বক্র।

৪। **আপণ আপণে**—পরস্পরকে।

১। **নেহ নয়নে**—সপ্রেম দৃষ্টিতে।

৩। **ধরিবেহেঁ**—গ্রহণ করিবে; রক্ষা করিবে।

কালিয়দমন খণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

যমুনাখণ্ড

রাধিকালাভলোভেন… ইত্যাদি—রাধিকালাভের লোভে তিনি যমুনাতটে আশ্রয় করিলেন এবং রাধাও সখীদিগকে স্মরণ করিয়া জল আনয়নার্থ গমন করিলেন।

১। **পাণিকে**—ডাকচরিত্রে,—

কাখে কলসী পানীকে যায়।

জলের নিমিত্ত। **কলশী**—প্রা° লক্ষীতে। **গজগড়ি**—গজগতি। **ছান্দে**—ছন্দে, সাদৃশ্যে। **পাইল**—মাগধী পাবিদে (প্রাপ্তঃ)। **ভেটিল**—√ভেট্ (অভি √অট্) মিলনে। দেখিল।

২। **কেহো না ভরিল নীরে** ইত্যাদি—জ্ঞানদাসের পদে,—

বসন খসয়ে মন পুলকে পুরল তনু
পানি না পুরলুঁ কুম্ভে।

নীরে—শব্দটা তামিল; এ' বিভক্তিচিহ্ন। **কাহো**—কাহারও।

পৃ° ৯৫

১। **পুতলী**—প্রা° পুত্তলিয়া (পুত্রিকা); 'পাঞ্চালিকা-স্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্।' টী° স°। **এখো পাঅ কেহো** ইত্যাদি—ঘনশ্যাম দাসের পদে,—

কহইতে বয়নে কহন নাহি ফুর।
চলইতে চরণ অচল সম ভেল ॥

১। **তোলসি**—তুলিতেছ।

৩। **নাম্বাঅ**—নামাও, অবতারিত কর।

৪। **দোষর**—হি° পদ্মাবতিতে দোসর'। দ্বিতীয়।

৬। **খুদ**—প্রা° খুদ্দ'। ক্ষুদ্র। **বড়সি**—বড়িশ, মৎস্যবেধনী-ভেদ। **রুহী**—রোহিত মৎস্য। **তাম্বুল দিআঁ** ইত্যাদি—পান দিয়ে আমায় বলিতেছ কি? ছোট বড়শিতে রুইমাছ ধরিতেছ অর্থাৎ তোমার তুচ্ছ প্রলোভনে আমি ভুলি না।

৯। **সুদ্ধ**—কু° চ°এ। শুদ্ধ।

১০। **নাচুনী**—প্রা° ণচ্চণী' (নর্ত্তনী)। নর্ত্তকী।

১৩। **ঘসি**—অম্র। **ঘাটে**—√ঘাট্ (স° ঘট্ট) আলোড়নে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে পিণ্ডি চটকান অর্থে ঘসি ঘাটা' ভাষায় প্রচলিত ছিল। আলোড়িত করি। **আউটো**—আবর্ত্তিত করি। **তোর বাঁশী** ইত্যাদি—

তোমার বাঁশী দিয়ে ভাতে কাঠি দিই না, দুধও আওটাই না।

১৪। **নাথা**—সং নক্তক'। নেতা, ভাণ্ডাদি মার্জ্জনার্থ ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড।

১৫। **জলে**—দীপ্তি পাইতেছে, শোভা পাইতেছে।

১৬। **আছুকিতেঁ** √আছুখ্ (সং অভি-√উক্ষ সেচনে)। উচ্চারণ-বৈষম্যে আছুক্ এবং ইতেঁ' প্রত্যয় করিয়া আ ছু কি তেঁ। ছিটাইতে, অভ্যুক্ষণের নিমিত্ত। **বাহিরে ভিতরে** ইত্যাদি—কানাই, তোমার বর্ণ কাল, অন্তরও সেইরূপ মলিন; উজ্জ্বল মুকুট-ধোয়া জল তোমার সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিতে ভাল, উহাতে ময়লা কাটিবে। ধোপারা ময়লা কাটাইবার জন্য কাপড়ে নীল-গোলা জল ছিটায়।

১৮। **মহাকাল**—মাকাল ফল লালবর্ণ হেতু চিত্তাকর্ষক, কিন্তু বিরক্ত।

২০। **রস রাখে** ইত্যাদি—রাধা বঙ্গ-রস অব্যাহত রাখেন অর্থাৎ পরিহাস-কৌতুক সমানে চালাইতে থাকেন; শ্রীকৃষ্ণকে আশা দিলেন না।

পৃং ৯৬

২। **সরুঅ**—চর্য্যাপদে সরুই'। সূক্ষ্ম।

৪। **বাতুল**—স' যুক্তার্থে। বায়ুগ্রস্ত। **হয়িলোঁ**—হইলাম।

১। **হাম্ভী**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বর হামি তুলি বীর নাদয় আস্ফাল।

হাই, জৃম্ভন। হাম্ভী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **মোড়িএ**—মোড়া দিই।

বিচলিল—বিচলিত হইল।

২। **ঢাকিলোঁ**—ঢাকিলাম, আবৃত করিলাম।

৩। **যমুনা নদী** ইত্যাদি—যমুনাতে জল তোলা অপরাধ নয় এবং জলোত্তোলনকালে আমার প্রতি তোমার 'কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলেঁ মধু রস বাণী' এই নিরর্থক বাক্যের যে তীব্র প্রতিবাদ করিলাম, ইহাতেও কোন দোষ হয় না।

৪। **আপদ পাএ** ইত্যাদি—যাহাকে বিপদ্ আশ্রয় করে, সে আপনাকে চিনিতে পারে না। **নাগরপণা**—রসিকতা।

নিশীয় পরুষাং বাচং ইত্যাদি—রাধিকার পরুষ বাক্য শুনিয়া মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া বৃদ্ধাকে এই মধুর বাক্য বলিলেন।

২। **গুণিলোঁ**—গণনা করিলাম। **বিলস বুইল**—কর্কশ বাক্য বলিল। রামচরিত মানসে বিলস বদন' (অযোধ্যা)।

৩। **আছু আন কাম** ইত্যাদি—আর কিছুতেই আমার মন নাই; তার মুখের একটি মধুর বাক্য এখন আমার পক্ষে দুর্লভ সামগ্রী। দুলভ—প্রাং দুল্লভ' (দুর্ল্ভ)।

৪। **ঝুরএ**—পূর্ব্বে ঝুরে'। কাঁদে, অশ্রু বর্ষণ করে।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা ইত্যাদি – শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া বচনপণ্ডিতা বৃদ্ধা পূর্ব্বের ভয়-বৃত্তান্ত রাধাকে স্মরণ করাইয়া বলিল।

পৃং ৯৭

২। **আসুখিল**—অসুখিত, দুঃখিত।

৩। **হেনই মিলন** ইত্যাদি—এমনই মিলন বস্তুতঃ বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ ও বহু ভাগ্যের কথা।

১। **হেন না জাণিল** ইত্যাদি—যে রাধার কথা বলিতেছ, [তখন] তাহা জানিতাম না। অথবা—[পরে যে] এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য বলিবে, তাহা জানি নাই।

২। **কাহো**—কাহাকেও। **মাউসী**—বর্ণরত্নাকরে মাঔসি'; সিদ্ধ চং, কৃং চং প্রভৃতিতে মাউসিআ'। মাসী, মাতৃস্বসা।

৩। **নাহি' বারে** ইত্যাদি—সে সমাজের ভয় রাখে না; তার চক্ষুলজ্জা আদৌ নাই। **বারে**—বর্জ্জন করে। **যেহ্ন তেহ্ন**—যেন-তেন প্রকারে। **আজল**—নেকা, যে আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচিত করিতে বৃথা প্রয়াস পায়। আজলী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধার বাক্য

শ্রবণ করিয়া, সতৃষ্ণ ও কাতর শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে এই কথা বলিলেন।

১। **ধান্ধা**—বিদ্যাপতিতে,—

নিকুঞ্জ মন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ।

(কাব্যবিশারদ)

বিস্ময়কর ব্যাপার; রহস্য।

৪। **আধিকার জাণায়িলোঁ** ইত্যাদি—আমার প্রভুত্ব [মাত্র] তোমায় জানাইলাম, অন্তরে তোমার প্রতি [আদৌ] আমার বিরুদ্ধ ভাব নাই। **কান পাত** ইত্যাদি—আমার বক্তব্য বলিলাম, [এখন] তুমি তাহাতে অভিনিবেশ কর।

পৃ° ৯৮

৪। **এনা**—বৈদিক এনা' (তেন)। এই। **ফুট**—ফোঁট বিন্দু।

৭। **আবোল**—অকথা, কুৎসিত বাক্য।

১। **কাছের**—সং ও প্রা° কচ্ছ'; এর' বিভক্তিচিহ্ন। কাখের, কক্ষের।

২। **রোষে মন** ইত্যাদি—রাগ ক'রে কেন আমায় উদ্বিগ্ন করিতেছ। তরাসী—উদ্বিগ্ন করিতেছ। **না কাঢ়সি রাএ**—কথা কহিতেছ না।

পৃ° ৯৯

১। **ভাল মন্দ কত** ইত্যাদি—পথে ভাল-মন্দ কত লোক চলে, তাহাদের চোক-কান এড়িয়ে কথা বলিতে হয়। **বারিআঁ**—বর্জ্জন করিয়া।

বারহ—নিবারণ কর, সংযত কর।

২। **তত**—প্রাকৃত পৈ° এ; প্রা° তেত্তিঅ (তাবৎ)।

৩। **করিহে**—করে বা করিবে।

৪। **বোলাবুলি**—উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে করিতে।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার কথা শুনিয়া সুচতুর শ্রীকৃষ্ণ সত্বর গিয়া জরতীকে এইরূপ সকরুণ বাক্য বলিলেন।

১। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে স্থান পাইলাম না। **থাকিলোঁ**—থাকিলাম।

৪। **সোধিলোঁ**—শোধিত করিলাম।

নিপীয় বচনং ইত্যাদি—মধুসূদনের সাধু বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা অধিক ক্রোধ হেতু বাধিকা অর্থাৎ পীড়াদায়িকা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

১। **ভর যুবতী**—পূর্ণ যুবতী, সমর্থা। পশ্চিমরাঢে ভোর-জুআন' শব্দ প্রচলিত।

পৃ° ১০০

২। **এহা বুঝী** ইত্যাদি—ইহা বুঝিয়া বহু আয়াসে কানাইকে তোমাতে রাজি করিলাম। **মানায়িলোঁ**—সম্মত করিলাম। **বিমনে**—অন্যমন, অমত।

৩। **যেহো**—যে কোন। **কাজক**—ক' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। **চাহেন্ত**—চায়, ইচ্ছা করে। **রোষু**—রুষ্ট হউক।

৪। **যমুনাক যাইউ**—[জলার্থ] যমুনার উদ্দেশে যাওয়া যা'ক।

জরতীবচসা ইত্যাদি—বৃদ্ধার কথায় যমুনা অভিমুখে চলিত রাধাকে চতুর কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়া বলিলেন।

২। **গিরীশ সমএ**—গ্রীষ্মকাল; এ-কার কর্তৃকারকের চিহ্ন। **সুখাএ**—সুখ দান করে বা সুখদায়ক হয়।

৩। **এহো**—এই।

৬। **নাম্বি**—নামি, অবতরণ করি।

৮। **নহিহ**—হইও না। **জলত নাম্বিল** ইত্যাদি—কানাই, জলে নামিলাম, সখীরা দেখিতেছে, বিরহ-ব্যথা জানাইতে উন্মত্ত হইও না।

৯-১২। **আনুমতি দিআঁ** ইত্যাদি—কবির উক্তি।

১। **চমকিলী**—চমৎকৃতা।

ঘন চালিআঁ বসনে—নিবিড়ভাবে বস্ত্র সম্বরণ করিয়া। চণ্ডীদাসের পদে,—

বসন নিবিড় করিয়া বাঁধল
সেই যে চড়ব কাঁধে।

২। **ভাবেঁ সে** ইত্যাদি—তখন ভাবাবেশে সেই গোপী নিশ্চল হইয়া রহিল।

পৃ° ১০১

৩। **রসে**—রতিভাবে। **ডুবেঁ**—প্রাচীন পুথিতে ডুপে'। প্রাদেশিক ভাষায় ডুপে'। যথা—'রাঙা সুরুজ ডুপে তখন কালাপানির তলে।' (পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ° ১১৮)।

৪। **উঠী বুইল** ইত্যাদি—[শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে] চন্দ্রাবলী রাধা গোপীদের লইয়া যমুনা হইতে উঠিয়া বড়াইর চরণে ধরিয়া, আমরা বৃথা জলকেলিতে রত হইয়াছি, এই কথা বলিলেন।

——

১। **আদেখ**—অদৃশ্য।

২। **মাইলেন্ত**—মারিল।

৩। **লখিএ**—লক্ষ্য করিতেছি, দেখিতেছি।

৪। **জীয়ন্ত**—প্রা° জীঅন্ত'। বংশীদাসের পদ্মা-পুরাণে,—

মড়া সনে জিঞন্ত যায় না ধরায় বুক॥

আবসই—প্রা° অবস' (অবশ্য): ই' নিশ্চয়ে

১। **শরীরত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

২। **কেহো তার না** ইত্যাদি—কেহ যেন শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর কথা প্রকাশ না করে।

৩। **একইতি**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—
একুটীর পুত্র মই বনবাসে যাইবোঁ।
কৈক যাইবে রাম একুটীর পোঁ।
অসমীয়া হেমকোষে একুতী'। একপুত্রবতী।

৪। **চাহিব**—খুঁজিব, অন্বেষণ করিব।

——

সখী সখীবৃতা ইত্যাদি—সখীগণ-পরিবৃতা রাধিকা বৃন্দার বচনে সংযতা হইয়া, মানসিক অনুশোচনা বহনপূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন।

পৃ° ১০২

১। **তাম্বাচূড়া রাএ** ইত্যাদি—তাম্রচূড়ের রব প্রভাত ঘোষণা করিল। **তাম্বাচূড়া**—পদ্মাবতিতে তমচুর'। কুক্কুট।

২। **মনে মনমথ** ইত্যাদি—মন্মথ-শর-পীড়িত বিদগ্ধ কানাই মনে মনে যুক্তি করিল।

——

অথিরজনিবিরামং ইত্যাদি—রজনী প্রভাতে রাম-রম্ভাবিনিন্দিত জঘনবিশিষ্টা, প্রবল কন্দর্প-বাণে জর্জ্জরীভূতা ও সখীগণ কর্তৃক স্তূয়মানা রাধিকা মাধবের অন্বেষণে যমুনার তীরাভিমুখে দ্রুত গমন করিলেন।

মরণ জীবনে—কল্পিত মৃত্যু ও পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক।

২। **হাসে হাসি** ইত্যাদি—আনন্দভরে কানাই উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। **গরুঅ মনে**—হর্ষভারাক্রান্ত চিত্তে।

৩। **বড় গল করী**—বড় গলা করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে।

৪। **উঠিবেঁহে**—উত্থিত হইবে। **জলের ভিতর**—জলমধ্য হইতে। **ডড়াত**—ত' বিভক্তিচিহ্ন। ডাঙ্গায়, স্থলে।

——

অথ রাধা হরিং ইত্যাদি—বলপূর্ব্বক পরিধান-বস্ত্র লইয়া বৃক্ষশিখরে অধিরূঢ় হরিকে দেখিয়া রাধা সলজ্জভাবে বলিলেন।

পৃ° ১০৩

১। **নামিলান্ত**—নামিলেন, অবতরণ করিলেন।

আয়ি মোর লাজ—ও মা, কি লজ্জা! **বিবসিনী**—বিবস্ত্রা। মুগধিনী', অনাথিনী' প্রভৃতি শব্দ তুল'।

——

রাধায়া বাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত সরসচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকেই উপহাস করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **লাঙট**—নঙ্গবট্ট—নগ্‌গবট্ট < নগ্নবৃত্ত। বিদ্যা-পতিতে—একতো নাঁগট অওকে তো উমত ঈসর ধথুর খায়। নগ্ন।

নাহিঁ মাণে ইত্যাদি—রাধা গুরুজনাদের ঠেকায় না, এমন স্ত্রীকে [ও] আয়ান জীবিত রাখে? **জিআএ**—জীবিত রাখে।

২। **করিহে ও নিবারিহে**—বিধিলিঙে।

৩। **তাহাকে ত নাহি পরকারে**—তাহাকে ত [কিছুতেই সন্তুষ্ট করিতে] পারা যায় না।

যমুনাখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

হারখণ্ড

১। **তথিত**—ত' ষষ্ঠীর অর্থে প্রযুক্ত। তাহার।

পৃ° ১০৪

রাধাবচনমাচম্য ইত্যাদি—রাধার বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভয়বিহ্বলা যশোদা রুষ্টভাবে নির্জ্জনে কেশবকে বলিলেন।

১। **বসোঁ**—বাস করি।

তোহ্মাত লাগিআঁ ইত্যাদি—তোমার জন্য সকলের কথা কত সহিব? **সহিবোঁ**— সহ্য করিব।

২। **নিষধিএ**—নিষেধ করি।

৪। **মাঅ বাপত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত। **একই আখরে**—এক কথায়। **মেবার ত**—ত' অনুরোধ-বাক্যের বৃত্তত্ব সম্পাদনে। নিবারণ কর।

নিশম্য জননীবাচম্ ইত্যাদি—জননীর [তিরস্কার]-বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে বিগত-সম্পদ্ রাধাপ্রমুখ গোপীগণের দোষ নিবেদন করিলেন।

১। **বুঝাওঁ**—বুঝাই। **জিলাহোঁ**—বাঁচিলাম। **মরিতাহোঁ**—মরিতাম। **দেঁতি**—কৃ° চ°এ দেন্ত' (দদতি)। দেয়।

যুবতীএঁ—এঁ' কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন।

৪। **রাখিবাক**—মৈথিলী ও প্রাচীন অসমীয়ার অনুরূপ। রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত। **বুলো**—ভ্রমণ করি।

১। **তরাসিলী**—ত্রস্তা।

২। **নিবারিতেঁ**—নিবারণ করিতে, সামলাইতে। **হিঙ্কিলেক**—ছুঁড়িয়া ফেলিল বা বিতাড়িত করিল। **বলদ**—(দেশী) প্রা° বলদ্দ' (বলীবর্দ্দ)। **সিংহটাল**—সিংহবিক্রমে, প্রবল বেগে। **কাঁটী**—প্রা° কংটিয়' (কণ্টিক)।

পৃ° ১০৫

৪। **জিলী**—বাঁচিল।

হারখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বাণখণ্ড

রাধাকুচরিতং ইত্যাদি—কৃষ্ণ, রাধার কুচরিত্র (যশোদাসমীপে অভিযোগ) স্মরণে কুপিত হইয়া তাহার উপযুক্ত ফল দিবার ইচ্ছায় বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **রাধিকাত**—ত' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

২। **হাণিবোঁ**—আঘাত করিব, প্রহার করিব। **নিবেদিলোঁ**—নিবেদন করিলাম।

———

১। **পাত্তে আশেষ জঞ্জাল**—ভারি গণ্ডগোল বাধায়, অশেষ উপদ্রব করে। **পাঁচ বাণে**—মদনের সম্মোহনাদি পাঁচ বাণ; 'সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপন-স্তথা। স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চ বাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

২। **বোলাইল**—বলাইল, ঘোষণা করিল।

৩। **গুন**—গুণ, ধনুকের ছিলা। **উচ্চাটিণ**—উচাটন, উন্মাদন।

৪। **যাচু**—যাচুক, সাধুক, প্রার্থনা করুক।

পৃ° ১০৬

কৃষ্ণোঽনুমতিমাসাদ্য ইত্যাদি—বৃন্দার অনুমতি পাইয়া ভূষিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবাণের শর দ্বারা রাধিকাকে মারিতে ইচ্ছা করিলেন।

২। **হিয়াএঁ**—এঁ তৃতীয়ার চিহ্ন। **লুলিত**—অবলুণ্ঠিত। **বিতপন**—বিতর্পণ শব্দজ। মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

পিতৃকার্য্য করিয়া ভরত বিতোপন।
রামক আনিবে প্রতি প্রবেশিব বন।

ময়ূরভঞ্জ হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রের গীতে,—

মেলা কোঠাঘর মান অতি বিতপণ।
(বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়)

আলওয়ালের পদ্মাবতীতে,—

মার্জ্জারে ধরিল বিতপন শুকবর॥

সুন্দর, মনোহর। **পহ্নীল**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে পহ্নিলা'। পরিধান করিল।

৩। **ধড়ী**—প্রা° ধটী।

৪। **বিকাস**—বিকাসশীল।

——

২। **সাজহ**—সজ্জা কর।

এসি—এহি > এই।

৩। **বিচিএ**—বেচা যায়, বিক্রয় করা যায়।

পৃ° ১০৭

৩। **উয়ে**—উদিত হয় বা হইতেছে।

——

১। **আনুমানে**—অনুমত, নির্দ্ধারণানুরূপ।

২। **বেথা**—হি° বিথা'। বথা।

——

মমাপি মতমেকান্তং ইত্যাদি—বৃন্দে, তুমি যাহা বলিলে, আমারও ইচ্ছা তাহাই। এক্ষণে আমার এই কথা রাধার নিকট বল।

৩। **পালিলোঁ**—পালন করিলাম। **বহিলোঁ**—বহন করিলাম।

৩। **তভোঁ না** ইত্যাদি—তথাচ তাহার মনে আমার স্থান হইল না। **রহিলোঁ**—রহিলাম, থাকিলাম।

পৃ° ১০৮

দামোদরস্য বচসা ইত্যাদি—তৎপরে দামোদরের বাক্যে বৃদ্ধা সত্বর রাধার নিকটে যাইয়া নিভৃতে তাঁহাকে বলিল।

১। **তাক আন করি** ইত্যাদি—তাহা অঙ্গীকার না করিয়া মাথায় বজ্র প্রহার করিল। **পাড়িলে**—পাতিত করিল। **বাজ**—প্রা° বজ্জ'। বজ্র।

১-২। **তাত লাগি…নারীজনে**—কৃষ্ণের কথা।

৩। **লখিলোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

কার্য্যত লখিলোঁ তই পাপিষ্ঠ বানর।

লক্ষ্য করিলাম।

৪। **তবেঁ সে**—তবে-ই।

——

১। **খোঁপা পরতেখ** ইত্যাদি—আমার খোঁপা প্রত্যক্ষ দেবের দেব মহাদেব, অলকাগুচ্ছ নীলগঙ্গা

৩। **নাসা বিনতানন্দন** ইত্যাদি—বিনতানন্দন গরুড় নাসিকার, রাজা পাণ্ডু গণ্ডদেশের, বরুণ-পাশ কর্ণদ্বয়ের এবং গন্ধর্ব্বরাজ পুষ্পদন্ত বিম্বোষ্ঠের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। **যুধিষ্ঠির**—(১) পঞ্চ পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ; (২) স্থির। **সুগ্রীব**—(১) বানররাজ; (২) সুন্দর গ্রীবা।

৩। **বলি**—(১) দৈত্যপতি বলি; (২) ত্রিবলী। **পৃথু**—(১) বেণ-পুত্র পৃথু; (২) বিশাল। **নৃপুরু**—নৃপ পুরু (?)।

৪। **আসু**—আসুক, আগমন করুক।

জরতীমুখতঃ পীত্বা ইত্যাদি—বৃদ্ধার মুখে রাধার গর্ব্ববাক্য শুনিয়া সবাণ ধনুক আকর্ষণপূর্ব্বক হরি যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

১। **রাধা নিতী** ইত্যাদি—পদটি কৃষ্ণ ও রাধিকার উক্তি-প্রত্যুক্তি। **বিকণসি**—বিক্রয় করিস

২। **হওঁ**—অপ° হবিঅউঁ প্রা° হবিঅম্হি' (ভূতোঽস্মি)। শঙ্করদেবকৃত উত্তরাকাণ্ডে,—

হওঁ যেবে আমি পতিব্রতা নিরঙ্কুশ।

মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

জন্মে জন্মে হওঁ তার দাসীর নন্দন॥

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাক্ষস নোহোওঁ আই হোওঁ রামদূত।

হই। **তো**—চর্য্যাপদে। তোমার। **রাখউ**—প্রা° রক্খউ' (রক্ষতু)। রক্ষা করুক।

কাহ্নাঞি হওঁ মো ইত্যাদি—কানাই, আমি জাতিতে গোআল বটে, আমার গোআল বুদ্ধি তোমার

[চঞ্চল] মতিকে [অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে] রক্ষা করুক।

৩। **রাধা মাথাত** ইত্যাদি—অল্পবুদ্ধি বলায় রাধা রুষ্টা হইলেন। সান্ত্বনা করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তোমার মাথার ফুল অতি সুন্দর, লাখ টাকাতেও মিলে না। **লাখেক**—লক্ষৈক।

৪। **ভাত না** ইত্যাদি—তাতে আমার মন ভিজে না. স্তোকবাক্যে আমি ভুলি না।

পৃ° ১০৯

৮। **নিবারোঁ**—নিবারণ করি বা করিতেছি।

৯। **সাধিবোঁ**—সাধন করিব, প্রতিষ্ঠিত করিব।

১০। **আজি বোলসি** ইত্যাদি—আজ (আপনাকে) ক্ষুদ্র বীর বলিতেছ।

১১ **হরিলোঁ**—হরণ করিলাম। **শরীরে**—এ' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

১২। **তিরীবধিআ**—স্ত্রীহত্যাকারী।

১৩। **মারন্তাক**—মারন্তা শব্দে মারিতে উদ্যত, বধোদ্যত; ক' বিভক্তিচিহ্ন। **পীতরে**—প্রা° পীতরা', পিঅরা' (পিতরঃ)। পিতৃগণ।

১৪। **পাপিআ**—পাপিষ্ঠ।

১। **দশ চারি বরিষের**—চৌদ্দ বৎসরের। **অযোগ**—অযোগ্য। **কাটারত ভর করী**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

তুহি আজি কাটারত করিবোহোঁ ভর ॥

তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের উপর পড়িয়া। তুল° 'শালে ভর করা'। **কাটার**—কট্টার' শব্দেরই রূপভেদ।

৩। **না দেঁ**—দিস্ না. দিও না।

৪। **টান**—বেগ।

৫। **গরঞ্জালী**—গর্জ্জন শব্দের উত্তর আল' প্রত্যয় করিয়া গরঞ্জাল' এবং স্ত্রীলিঙ্গে গ র ঞ্জা লী হইতে পারে। কলহপ্রিয়া। **লোক ধরম**—লোকব্যবহার ও ধর্ম্ম।

১। **গুআ পান**—পূর্ব্বে আমন্ত্রণাদিতে গুআপান' (পান সুপারি) প্রেরণের প্রথা ছিল।

২। **শরণ সাম্বাহ**—শরণ লও। সাম্বাহ—প্রবেশ কর; তুল°—তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে' (ক° ক° চ°)।

৩। **আশমান**—অসম্মান।

পৃ° ১১০

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা বৃদ্ধার নিকটে গেলেন এবং নিজের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই কথা বলিলেন।

১। **জুড়িহে**—বিধিলিঙে।

২। **লাখেকের মুদড়ী** ইত্যাদি—হস্তে ধারণের নিমিত্ত লক্ষ টাকা মূল্যের আঙ্গঠি তোমায় উপহার দিব। মুদড়ী—প্রা° পৈ'এ মুদ্দরি', মুঁদরি'; বিদ্যা°, গোবি° প্রভৃতিতে মুদরী', মুদরি'; তুলসী রা'এ মুঁদরী। অঙ্গুরীয়ক, মুদ্রিকা।

৪। **লঙ্ঘিবোঁ**—উল্লঙ্ঘন করিব, অতিক্রম করিব।

বিপরীতমতির্বৃদ্ধা ইত্যাদি—বিপরীতমতি বৃদ্ধা হরির নিকটে অনুরূপ নিবেদন করিল। সে কথা শুনিয়া হরি পুনঃ পুনঃ রাধাকে বলিতে লাগিলেন।

পসরিলহে—প্রহার করিতেছি বা করিলে। পূর্ব্ববঙ্গের পোসা(ই)ল' (পোহাইল) শব্দ তুল°।

২। **তোক**—ক' নিমিত্তার্থে প্রযুক্ত। তোমার প্রতি। **যোড়োঁ**—যোজিত করি।

৩। **মারে**—প্রা° মারই' (মারয়তি)।

৪। **ডাহিণ**—প্রা° দাহিণ'। দক্ষিণ। **হালিআঁ**—হেলিয়া, পাশে নত হইয়া।

অথ কৃষ্ণকরাকৃষ্ট ইত্যাদি—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হস্তধৃত ধনু হইতে নির্গত বাণে বিদ্ধহৃদয়া রাধা বৃদ্ধাকে বলিলেন।

১। **সজাইবোঁ**—সজ্জিত করিব।

২। **আণাঅ**—আনাও। **নিচোলে**—উত্তরায় বস্ত্র। **ভেড়ি**—বেষ্টন করিয়া।

পৃ° ১১১

১। **নহিল**—না হইল, হইল না।

ছো—স্পর্শ করিস্।

২। **মৈলী**—মরিল। **দিনে পুনমীর** ইত্যাদি—তুল°—

সরদ চান্দ সোহাঞোণা।
উগিতহি অথ গেলা॥ (বিদ্যাপতি)

৩। **করম আন্ধার**—আমার কর্ম্মদোষে, আমার দুর্ভাগ্যবশে।

পৃ° ১১২

৪। **ছাড়িলোঁ**—ছাড়িলাম, ত্যাগ করিলাম।

দিতোঁ—দিতাম। **ষ**—সে

১। **হরিতালী চন্দ্র** ইত্যাদি—ভাদ্র মাসের চতুর্থীতে চন্দ্র গুরুপত্নীকে দূষিত করেন, তদবধি ঐ দিন চন্দ্র পাপদৃশ্য। লৌকিক ধারণা, ভাদ্র শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ দেখিলে, পূর্ণ কলসীতে হাত পূরিলে এবং মাটির উপর জলের আঁক পাড়িলে বৃথা কলঙ্কের আশঙ্কা হয়। **ভরিলোঁ**—ভরিলাম, প্রবিষ্ট করাইলাম। **লিখিলোঁ**—লিখিলাম।

মূলত—আসলে। **আফার**—প্রতুল; বিলক্ষণ। **আছুক লাভ** ইত্যাদি—লাভ করা থাকুক আমার, আসলে প্রতুল। তুল,°—

লাভ লাই গেলাহু মূলহু ভেল হানি॥
বিদ্যা,° পৃ. ১১

৩। **বুয়িলী**—বলিলি। **মাইলোঁ**—মারিলাম।

৪। **যে বচন বোলোঁ** ইত্যাদি—আমি যে কথা বলিতেছি, তাহার অন্যথা নাই।

২। **শুনে**—প্রা সুণই (শৃণোতি)।

৩। **জিআঁ**—বাঁচিয়া, জীবিত হইয়া।

পৃ° ১১৩

৭। **মরষিআঁ**—ক্ষমা করিয়া। **জিআ**—জীয়াও, জীবিত কর।

হতাং কুসুমবাণেন ইত্যাদি—সম্মুখে রসসাধিকা রাধিকাকে কুসুমবাণে হত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিলাপ করিতে লাগিলেন।

১। **মরষিল**—ক্ষমা করিলাম। **জিঅ**—বাঁচ, জীবিত হও।

মাহানিন্দ—মহানিদ্রা। **চিআইআঁ**—সচেতন হইয়া, প্রাণ পাইয়া। **সমতী**—চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমত'। বিদ্যাপতিতে,—

বিরহ বিপতি ন দয় সমতি
রহল বদন চাহি

সম্মতি, উত্তর।

২। **বিচ**—বিক্রয় কর।

৩। **হেলিলে**—অবহেলা করিলে।

৪। **আন্ধার জীবন** ইত্যাদি—তুমি বাঁচিলে আমার জীবন রক্ষা হয়।

১। **শিশে**—সিঁথায়।

মৈলিসি—মরিলি।

২। **খঞ্চিল**—খচিত। **নির্বোক বিলাসে**—আত্মসাৎ করিয়া লইব।

৩। **হাণো**—হানি, প্রহার করি। **জাঅ**—জাহ = জাঅ = জাও (যাও)।

১। **এবার মুখের** ইত্যাদি—এবার আমার মুখের কালি মুছিয়া দাও অর্থাৎ কলঙ্ক মোচন কর। **পরিহার বোলে**—অপরাধ অপনয়নার্থ অনুনয় করিতেছে।

১। **পেলোঁ**—ফেলিয়া দিতেছি, নিক্ষেপ করিতেছি।

৩। **এবেঁ মোরে** ইত্যাদি—এখন আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও; প্রসন্ন হও। **সময় বাত**—সময়োচিত কথা বা প্রসঙ্গ।

পৃ° ১১৪

১। **ঘুসিএ** - প্রা° ঘোসিঅই' (ঘুষ্যতে)। ঘোষিত হয়।

৩। **তেআগিবোঁ**—ত্যাগ করিব।

৪। **আনল শরণ**—পূর্ব্বকালে পাপ মোচনার্থ

অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তাহাতে প্রবেশ করিবার রীতি ছিল। **যদি ন্না** ইত্যাদি—যদি উত্তর না দাও।

১। **বিহড়িল**—প্রা' √বিহড়' (বি √ঘট্)। বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন। **আষ্ট ধাতু**—শরীরস্থ রস-রক্তাদি অষ্ট ধাতু।

কৃষ্ণ পরশিল করে ইত্যাদি—সীতার করসংস্পর্শে রামচন্দ্রের প্রত্যুজ্জীবিত হওয়া ও অপরবিধ মোহপ্রাপ্তির কথা স্মরণীয়।

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ-
রন্তর্বা বহিরপি শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মা-
দানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্॥৩৯
(উ° চ,° ৩য় অঙ্ক)

ঝাড়ে—√ঝাড়্ মার্জ্জনে। রোগাদি প্রশমন জন্য ক্রিয়াবিশেষকে ঝাড়ন' বলে; তাহারই অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

১। **বিণিঞেঁ**—বিঅনী = বিয়নী = বিজনী = ব্যজনী। **বিচি**—ব্যজন করিয়া।

১। **জিআইল**—বাঁচাইল, জীবন দান করিল। **তেজসি**—ত্যাগ করিতেছিস্।

নিকষত—ত' ৭মীর চিহ্ন। কষ্টিপাথরে। **রেহা**—প্রা°। রেখা।

পৃ° ১১৫

৪। **কুজনে**—সীৎকার, শৃঙ্গারজনিত মুখশব্দ।

তারপল—বিদ্যাপতিতে,—

ঐসন দুহু মন তলপই পুন পুন
উপজল অধিক বিকারে॥
দারুণ প্রেম থেহ নাহি মানত
পলকে পলকে তলপায়॥

পশ্চিম-রাঢ়ে √তড়পা প্রচলিত। অস্থির করিল, আকুল করিল।

৫। **বুক লএ চীর**—বক্ষ দ্বিধা ভিন্ন হয়।

৭। **পড়এ**—প্রতিফলিত হয়।

বসে—বশে, প্রভাবে।

৮। **চিত্র**—বিচিত্র, নানা বর্ণবিশিষ্ট, সুন্দর। **সুতিলী**—শয়ন করিল।

বাণখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

বংশীখণ্ড

অনঙ্গসঙ্গরে রাধা ইত্যাদি—অনঙ্গযুদ্ধে ভঙ্গ পাইয়া কুরঙ্গনয়না, অলসাঙ্গলতা রাধা বৃন্দার সহিত রঙ্গে গমন করিলেন।

১। **লড়িউ**—[আইস]লড়া যাউক, যাওয়া যা'ক।

২। **পাতিল নাটে**—নাট্য-কলার অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল।

৪। **বাহুগণ**—পূর্ব্বে কুসুমগণ,' তরুগণ,' দুখগণ'; পরে প্রণামগণ। তুল° হারগণ (চৈ° চ°), হাণ্ডীগণ (চৈ° ভা°), মেঘ তারাগন (শূ° পু°); মনিগন, গিরিগন, গুনগন, মঙ্গলগন (রা চ মা°)। **পতিদিনে**—প্রত্যহ। **ছান্দে**—ছন্দে। **বাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

কেহ বেণু বায়……

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

বানর কটক সেনা নাচে বারে গীত গারে
কিল কিল করি থানে থানে।

বাদিত করে।

৫। **ভুলিলী**—ভুলিল।

৬। **বিন্ধ**—পশ্চিমরাঢ়ে বিঁদ' (প্রা° √বিংধ বেধনে)।

ছিদ্র। **সাম্বী**—স° শম্ব'। শামী, ধাতুনির্ম্মিত বলয়। **ছিয়ার বান্ধিল কাম**—জড়াও'এর কাজ করিল।

পৃ° ১১৬

৭। **ওঁকার**—ওঙ্কার।

নিপীয় বংশনিনদং ইত্যাদি—কংসভয়াতুরা রাধা বংশনিনাদ শুনিয়া, কে বাজাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **নই**—প্রা°। নদী। **আউলাইলোঁ**—আকুলায়িত করিলাম, অব্যবস্থ করিলাম। 'আউলাইল' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

দাসী হঞাঁ ইত্যাদি—তাহার দাসী হইয়া তাহার চরণে আপনাকে সঁপিয়া দিব অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করিব। নিশিবোঁ—নিছিব, উৎসর্গ করিব; 'নিছন' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **আঝর**—চণ্ডীদাসের পদে,—

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত
আঝরে নয়ন ঝরে।

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

স্বামীর চরণ ধরিঞা আঝর নয়ানে কান্দে॥

অজস্র-ধারে।

৪। **কুম্ভারের**—প্রা° কুম্ভার' (প্রা° প্র°, প্রা° লক্ষী, সিদ্ধ হে° প্রভৃতিতে); এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। কুম্ভকারের। **পণী**—'পবনং কুম্ভকারস্য পাকস্থানে'—মেদিনী। পোআন, হাঁড়ি মৃৎপাত্র দগ্ধ করিবার বৃহৎ চুল্লী। **বন পোড়ে** ইত্যাদি—বন পোড়ে, সকলে দেখে; কিন্তু আমার মন কুমারের পোআনের মত ভিতরে ভিতরে পোড়ে, কেহ দেখিতে পায় না, জানিতেও পারে না। **মোর মন পোড়ে** ইত্যাদি—ভবানন্দের হরিবংশে,—

অন্তরে জ্বলে আগুনি যেন কুমারের পনি
বাহিরে থাকে পঙ্কের লেপন।

উত্তররামচরিতে,—

অনির্ভিন্নো গভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥ ৩।১

আন্তর সুখাএ ইত্যাদি—কানাইর অনুরাগে আমার চিত্ত সুখানুভব করে।

নিশম্য কৃষ্ণবচনং ইত্যাদি—কৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া মদন-জ্বরকাতরা রাধা যমুনাতীরে আসিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পারিলোঁ**—পার হইলাম, উত্তীর্ণ হইলাম। **কিমনে**—কিরূপে, কেমন করিয়া।

চাঁচর—কুঞ্চিত।

২। **কাএ**—কাহাকে। **লাজে মো** ইত্যাদি—তুল°—

চোররমনি জনি মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছপাই। (বিদ্যাপতি)

কান্দো—কাঁদি, ক্রন্দন করি। **তাহা**—মাগধী ষষ্ঠ্যন্ত তাহ' শব্দ তুলনীয়। **সুঁঅরিআঁ**—স্মরণ করিয়া। **বিসরিল**—বিস্মৃত হইল।

৩। **কুহলে**—বিদ্যাপতিতে কুহরই'; কৃত্তিবাসী উত্তরা-কাণ্ডে কুহরে'। কুহুধ্বনি করে। **তাএ**—তাপিত করে। **কাহ্ন বিণি** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সজল নয়ন করি পিয়াপথ হেরি হেরি
তিল একু হয়ে জুগ চারি।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যা বিনে ন জীয়ে আঁখির পলক
তিলে কত যুগ মানি।
(পদামৃতসমুদ্রের পুথি)

কুল—সমগ্র, সম্পূর্ণ। ভাএ—চণ্ডীদাসের পদে—

কহেন রসিক রায় মোর মনে হেন ভায়
বিন্ধল মদন শর বাণ॥

জ্ঞান হয়, প্রতিভাত হয়।

পৃ° ১১৭

৪। **পুর ত**—ত'অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা-সম্পাদনে। পূর্ণ কর।

২। **ঘড়িআল**—বর্ণরত্নাকরে ঘলিয়ার'। কবি-কঙ্কণে,—

শুশুক কুম্ভীর লিখে ঘড়াল হাঙ্গর।

কুম্ভীর-ভেদ। **শকতিএঁ**—শক্তি দ্বারা। **হয়িলা**—হইলাম বা হইলে। **চন্দ্রাবলী রাণী**—সম্বোধনে।

৩। **এড়াবি—**অব্যাহতি পাই, রক্ষা পাই।

১। **বিরহশিখি** (শিখী)—বিরহাগ্নি। **জলএ—** প্রা° জ্বলই'। প্রজ্বলিত হয়।

১। **সংপুটে—**যুক্ত করে।

২। **গড়া—**গঠিত, নির্ম্মিত। **সোঁঅরিতেঁ পাঞ্জর শেষ—**চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদে,—

কানুর আদর পীরিতি ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ।

৩। **কাহ্নোঞিঁ বিহাণে** ইত্যাদি—তুল°—

শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরী॥ (বিদ্যা°)

অগুণ—দোষ, অপরাধ।

পৃ° ১১৮

১। **জুগত—**যুক্ত। **দুচারিণী—**দ্বিচারিণী।

২। **কামত—**ত' বিভক্তিচিহ্ন। **বেআপিত—** ব্যাপ্ত।

৩। **ঝিউ—**দুহিতা, কন্যা।

৪। **নাসিবোঁ—**না আসিব, আসিব না।

১। **গাথিবোঁ—**গ্রন্থন করিব। **পালঙ্কি**—প্রা° পল্লঙ্কিআ' (পর্য্যঙ্কিকা, পল্যাঙ্কিকা)। **গঢ়ায়িবোঁ—** গঠিত করাইব। **মঢ়ায়িবোঁ**—মণ্ডিত করাইব। **ধুনী—** প্রা°। বিদ্যাপতিতে,—

মুরলি ধুনি শুনি মন মোহল
বিকেহু ভেল সন্দেহা॥

ধ্বনি। **জালী—**ম্° ক°এ পজ্জালিঅ' (প্রজ্বাল্য)। প্রজ্বলিত করিয়া। **খণ্ডিবেঁ—**খণ্ডিত করিব।

২। **বিছাইবোঁ—**বিস্তৃত করিব। **জুড়াইবো—** শীতল করিব।

এখনে ভবেঁ পাখি ইত্যাদি—তুল°—

পাখী হঞা উড়িয়া যাও সাগরের পার।
(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)

পৃ° ১১৯

বংশীনিনাদভরলা ইত্যাদি—বংশীনিনাদ শ্রবণে বিগলিতহৃদয়া চঞ্চল কটাক্ষবতী রাধা বৃন্দাকে মনোজ্ঞ বাক্য বলিলেন।

১। **ভাণ্ড—**বাদ্যযন্ত্র। **চান্দ—**ময়ূরচন্দ্রিকা। **বোলাএ** —বাদন করে।

৪। **পাতএ আশেষ বুধী—**বিবিধ কৌশল বিস্তার করে।

৬। **বিন্দত—**ত' বিভক্তিচিহ্ন। পূর্ব্বে বিদ্ধ'। **সর** —প্রা°। স্বর।

এতাং শ্রুত্বা ইত্যাদি—এই বংশীকথা শুনিয়া রূপ-সরোবরের হংসী রাধা বৃন্দাকে মধুর বাক্য বলিলেন।

১। **সার—**স্বর। **নীসারে—**নিঃসরণ করে।

দুখ বাঁশীর ইত্যাদি—ওগো বড়াই, নিদারুণ বাঁশীর শব্দে ঘরের মধ্যে ঘোল মথিতে মন্থনদণ্ড অচল হইয়া পড়িতেছে। **মাথানি—**স° মন্থান'।

পৃ° ১২০

রাধয়া প্রেরিতা ইত্যাদি—আধিকাতরা রাধা কর্ত্তৃক হরির অন্বেষণে প্রেরিতা বৃন্দা তাঁহাকে (রাধাকে) এই কথা বলিল।

গেণ্ডুআ—প্রা° গেণ্ডুঅ', গেন্দুঅ'। কন্দুক। **খেলাএ** —প্রা° খেল্লই' (ক্রীড়তি)।

২। **বোলাইতেঁ**—বাদন করিতে। **নিশ্চল—**যা'র নড়চড় নাই, নিশ্চিত।

৩। **বুঢ়া—**প্রা° বুড্ঢঅ'। বৃদ্ধ।

৪। **খেমা—**প্রা° খমা। ক্ষমা।

১। **কাল বৃন্দাবনে—**ঘন শ্যামল বৃন্দাবনে। **নাঁদে** —দেয় না।

২। **আগর—**প্রা অগরু'। ভবানীদাসকৃত ময়না-মতীর গানে,—

আগর চন্দন কাষ্ঠে কুণ্ড সাজাইল

বিদ্যাপতিতে,—

পরিমল অগর চন্দনে।

বিজয় গুপ্তের পুদ্মাপুরাণে,—

সরল পদ্মকাষ্ঠ নেও চন্দন আগর।

চণ্ডীদাসের পদে,—

যত গোপনারী চন্দন অগোর
লেপিছে দোঁহার গায়।

অগুরু।

৩। **বৌহারী**—বধূ।

১। **আণুকূল**—অনুকূল আচরণ।

৫। **নানা ফুল আরোপিল**—বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ রোপিত।

১। **রান্ধিলোঁ**—রন্ধন করিলাম। **বেশোআর**—'দ্রব্যাণি বেশবারস্থ নাগবল্লীদলানি হি। তণ্ডুলাংশ্চ লবঙ্গানি মাবচানি সমাসতঃ॥'—ভাবপ্রকাশ। কবিকঙ্কণে,—

বার্ত্তাকু কুমুড়া কচা তাহে দিয়া কলা মোচা
বেসার পিঠালি ঘন কাঠি।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

নিরস করিয়া দিল সরস বেসার।
বিবিধ বঞ্জন ঝাল সুরসাল তার॥

বেশবার, ঝাল-বাটনা। **সাক**—প্রা°। শাক। **কানাসোআঁ**—কাণাইয়া, রন্ধন-পাত্রের কাণায় কাণায়, ছাপে ছাপে।

রান্ধনের জুতী ইত্যাদি—বড়াই, বংশীধ্বনি শুনিয়া রন্ধনের রীতি ভুলিয়া গেলাম। **জুতী**—প্রা° জুত্তী। রীতি।

২। **আড়বাঁশী**—যে বাঁশী আড়ভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়; [Cf. P algoza.]। **পরলা**—বিদ্যাপতিতে 'পরোর'। পটোল। **ভাজিলোঁ**—ভর্জ্জিত করিলাম। **কাঁচা**—পৈশাচী কাচো' (বিস্বাদ)।

৩। **সেই ত**—ত' নিশ্চয়ার্থে। **চিপিআঁ**—নিষ্পীড়িত করিয়া।

খেপিলোঁ—প্রক্ষিপ্ত করিলাম। **চড়াইলোঁ**—চাপাইলাম। **চাউল**—'চাউলা তণ্ডুলাঃ' দে° না° মা°।

পৃ° ১২১

৪। **বাঁশে**—বংশী।

১। **শুনো**—অদ্বৈতপ্রকাশে,—

হরে কৃষ্ণ নাম নাহি শুনো একবার॥

শুনি, শুনিতেছি। **আউলাআঁ**—আকুলিত করিয়া, অব্যবস্থা করিয়া।

নিধায় কলসং ইত্যাদি—কৃষ্ণান্বেষণতৎপরা রাধিকা কলস কক্ষে বৃন্দা সহ যমুনাতীরে গমন করিলেন।

যমুনাক—ক' ষষ্ঠীর চিহ্ন। **জণি**—অপ° প্রা°। বিদ্যাপতিতে,—

চিকুর গলয় জলধারা।
মেহ বরিস জনি মোতিম হারা॥

গোবিন্দদাসের পদে,—

পরিমলে লুবধ ভ্রমর জনি ধাওত
ঐছন আকুল কান।
(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী)

যেন।

২। **হইলো**—হইলাম।

৩। **চাহি ত**—ত' দৃঢ়তা বিজ্ঞাপনে।

৪। **পায়িবাব**—পাইবার নিমিত্ত।

২। **উপসন**—ভবানন্দের হরিবংশে,—

সুন্দরি রাধার দুঃখ হৈল উপসন॥

শ্যামদাসের মীনচেতনে,—

তুমি আমি জ্ঞাতিগণ হৈলাম আসি উপাসন
দোষ নাহি শুন মহাশএ॥

উপস্থিত। **রোষিব**—রুষ্ট হইবে।

৩। **পরিখে**—পরীক্ষা করে।

পৃ° ১২২

১। **উতরলী**—[উৎ-তরল-ঈ;] অতিশয় চঞ্চলা, বিহ্বলা। **হয়িলী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়।

২। **নাছে**—প্রা° রচ্ছা'। 'রথ্যাত্রয়ং গ্রামমার্গে।

লাচ্ছ ইতি যাবৎ। কেচিদ্ দুর্গনগরদ্বারে।' টী° স°। রাঢ়ে নাচ', নাছ' বা লাছ'। এ' বিভক্তি-চিহ্ন। শূন্যপুরাণে,—

চন্দনে চর্চ্চিত বটে জম রাজার নাছ।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

নাছে বাটে হাটে ঘাটে লোক হুড়াহুড়ি।

কবিকঙ্কণে,—

পেয়াদা সভা'ব নাছে প্রজারা পলায় পাছে
দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
(ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ)

[অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত চৈতন্য-ভাগবতে না' শব্দের সদব দরজা অর্থই ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহাত্মা কেরী (Dr. W. Carey) এবং হৌটন (Sir Graves C. Haughton) সাহেবের সময় হইতে বাঙ্গালা কোষগ্রন্থগুলিতে শব্দটির পশ্চাৎদ্বার, এই বিকৃত অর্থ স্থান পাইয়া আসিতেছে।]

৩। **গুণএ**—গণনা করে। **সে ত**—ত' কিন্তু অর্থে প্রযুক্ত।

৪। **চৌঠ**—প্রা° চউট্‌ঠ। চতুর্থ।

অথ রাধাং ইত্যাদি—অতঃপর মদনজ্বরপীড়িতা রাধাকে সম্মুখে দেখিয়া চতুরা বৃদ্ধা যমুনায় যাইবার কথা বলিল।

। **চোরায়িতেঁ**—চুরি করিতে। **করিউ যতনে**—করিউ' কর্ম্মবাচ্যের অনুজ্ঞা।

। **বাঁশীত**—নিমিত্তার্থ লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৬। **চোরায়িব**—চুরি করিব।

৭। **নিন্দাউলী**—বংশীদাসে নিদ্রাউলী', বিজয় গুপ্তে নিদ্রালী'। নিদ্রাকারক। [ঋগ্বেদ, ৭ম মণ্ডল, ৫৫তম সূক্ত ঘুমপাড়ানি মন্ত্র।] **নিন্দাইব**—ঘুম পাড়াইব।

৮। **সম্বোধিব কমণ উত্তরে**—কি বলিয়া বুঝাইব। সম্বোধিব—প্রবোধিত করিব, প্রতারিত করিব।

৯। **ভীতর**—প্রা° রূপ।

গণ্ডা রাধাযুতা ইত্যাদি—বৃদ্ধা রাধার সহিত যমুনাতীরে যাইয়া বাঁশী অপহরণ করিবার আশায় মন্ত্রের দ্বারা মাধবকে নিদ্রালু করিল।

১। **শরে**—স্বর।

নিদ্রাহো—নিদ্রাও। **সুতিল**—কৃত্তিবাসের আত্ম-বিবরণে,—

রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

সুতিলা সকল লোক যমুনাকুল পাইয়া॥

শয়ন করিল। **সিঅরে**—প্রা' সিহর' (শিখর)। মস্তক।

নিবন্ধন—নির্ব্বন্ধ, ব্যবস্থা।

২। **চোরায়িআঁ**—চুরি করিয়া।

পৃ' ১২৩

৩। **যথাঁ**—যত্র, যেখানে।

৪। **কাঢ়িলান্ত দীর্ঘ রাএ**—ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। **কাঢ়িলান্ত**—টানিয়া বাহির করিলেন। **হয়ি**—হইয়া। **বিলপিলা**—বিলাপ করিলেন।

১। **আলোচিআঁ কাজে**—কাজের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া।

হাকান্দ করুণা ইত্যাদি—ভূমিতে লোটাইয়া হাহাকার রবে বিলাপ করিতেছে। **হাকান্দ**—প্রা° পৈ°এ হাকংদ (হাক্রন্দ)। কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

হাকান্দনে কান্দে রেণুকা বুক নাহি বান্ধে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে,—

অ[া]কান্দনে কান্দেন মনসা
প্রভু মোরে না যাও ছাড়িয়া।

২। **নীল**—লইল। **ঝারা**—ঝালর। **পাট থোপ**—পুচ্ছাদির অনুকরণে নির্ম্মিত রেশমের ক্ষুদ্র সূত্রগুচ্ছ।

৩। **কান্দন্তি**—কাঁদিতে লাগিলেন।

৪। **মুছিলান্ত**—মুছিলেন, মার্জ্জিত করিলেন। **কহিলান্ত**—অসমীয়া লঙ্কাকাণ্ডে,—

মাধব কন্দলি কহিলন্ত অল্প করি॥

কহিলেন।

১। **হয়**—হও। **আষাত্রাএঁ**—অযাত্রায়, কুক্ষণে। **শিয়রত**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শিয়র না দিব আর কানাইর হাতে।

মস্তকস্থিত।

আতোষে—অতোষ, দুঃখ।

২। **তেঁ**—কৃ° চ°এ তে' (তে)। তাহারা। **চোরাইল**—চুরি করিল।

৪। **হাসিসী**—ক্রিয়াপদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ' প্রত্যয়।

১। **জার**—প্রা° সম্বন্ধবাচক জাণ' শব্দ হইতে জার' এবং জাহাণ' তথা জাহার হওয়া অসম্ভব নহে। অপভ্রংশ ভাষায় যুষ্মদাদি শব্দের উত্তর ঈয়' প্রত্যয়ের স্থানে ডার' আদেশের বিধান আছে (সিদ্ধ হে°, ৮।৪।৪৩৪)।

মেণ—ক° ম°তে মণং (মনাক্); কৃ° চ°এ মণয়ং', মণা', মণিঅং। চণ্ডীদাসের পদে,—

তা দেখে মো মেন নয়ন চকোর
পিতে চাহে সুধাকরে॥
কহিতে কহিতে দেখিতে দেখিতে
যে সব মিছাই মেন॥

প্রাচীন বাঙ্গালাতে কিন্তু, তবু প্রভৃতি অর্থে এবং কথার মাত্রারূপে মেনে' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। প্রাচ্য হি° মহু' (কৈসে) শব্দ তুল°। **দাণে**—প্রা° দাণ; একার বিভক্তি-চিহ্ন। দান।

পৃ° ১২৪

৪। **বুলিহে**—বলিবে অর্থে; বুলিএ' শব্দ তুল°।

২। **তার**—বিদ্যাপতিতে,—তার হার ঘনসার সার রে সেওলব সন্তাওত মোহী॥ **ধিকাধিক**—ধিক্কারবাক্য।

৩। **পইসওঁ**—প্রবেশ করি। **এড়াওঁ**—এড়াই, অতিক্রম করি।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে রাধিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কাতর কৃষ্ণ বেণু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বলিলেন।

১। **সয়নে**—শয়নে।

বিরহবিনোদ—বিরহ-ব্যথা অপনোদনকর।

২। **খিঞ্চিল**—খচিত বা খচিত করিলাম।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—অতঃপর বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্তঃখিত ভাবে (অর্থাৎ সমবেদনা প্রকাশ না করিয়া) রাধা পুনরায় গদাধরকে বলিলেন।

১। **দোষ**—দোষ দিতেছ।

পৃ° ১২৫

২। **সুতিআঁ**—গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

কেহ ত স্বামীর কোলে আছিল **সুতিয়ে**।

চৈতন্যভাগবতে,—

সুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগরের মাঝে॥

শয়ন করিয়া। **নিলেহেঁ**—লইলৈ।

৪। **পুছি**—জিজ্ঞাসা করিতেছি। **কোণ ভিতে**—কোন্ দিক্ দিয়া, কোন্ অবসরে।

৬। **নিহ্লে**—প্রাচ্য হি° নিন্হে'। লইলে।

৭। **আমান**—অমান্য, অভদ্রতা।

৯। **নেউঁ**—লই।

১০। **নটকী**—ধৃষ্টা, কুচেষ্টাবতী। **ছিনারী**—পূর্ব্বে ছেনারি'। **সত্যে ভাষ** ইত্যাদি—তোমাতে সত্যের আভাস মাত্র নাই। **নিলী**—লইলে।

১। **উঝঁট**—উছোট, (উৎ, উপরি এবং চোট আঘাত)। যাত্রাকালে চরণাগ্রে আঘাত পাওয়া অশুভ লক্ষণ। **মানিলো**—মানিলাম, গ্রাহ্য করিলাম। **বাঁএর**—বামের। **শিআল**—মাগধী প্রা°। শৃগাল।

আখায়িল ঘাওত ইত্যাদি—কানাই ধৌত ক্ষতে বিষের জ্বালা উৎপাদন করিল। **আখায়িল**—বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে প্রক্ষালন করা অর্থে আখালা, তথা পাখালা' শব্দ প্রচলিত। ধৌত। **ঘাওত**—প্রা° ঘাঅ' (ঘাত); ত' বিভক্তিচিহ্ন। **জালিল**—প্রজ্বলিত করিল।

২। **সগুণী**—ব্যাধ; নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **খাপর**—প্রা° খপ্পর'। খর্পর, নরকপাল। **ভিখ**—প্রা° ভিক্খা'। ভিক্ষা। **কুরুআ**—কৃতেশ্চর্ম্মণঃ

স্নেহপাত্রে কুড়ুয়া ইতি খ্যাতে কুতুঃ।' টী° স'; 'মজ্জ-পরীবেসনভণ্ডে করিআ।' দে° না° মা°। হি° করুআ' (করক)। মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক কড়ুআ' (তৈলাধার)। ভাণ্ডভেদ। **তেলী**—শৌরসেনী তেল্লিও' (তৈলিকঃ); নাগধী অপ° তেল্লীই'। তৈলকার। **সুখান ডালত বসি** ইত্যাদি—তুল°—

শুকন ডালেতে বস্যা কাগায় করে রাও॥

মৈ° গী°, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৭৩।

৩। **দেশান্তর লইবোঁ**—ভিন্ন দেশে যাইব। **কাহ্নত**—নিমিত্তার্থ লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

৪। **বোলওঁ**—বলি, বলিতেছি। **করুণে**—সকাতরে।

১। **যোড়সি**—জুড়িতেছিস, আরম্ভ করিতেছ।

পৃ° ১২৬

৩। **অবিচারে**—নির্ব্বিচারে, বিনা বিতর্কে।

১। **পৈসে**—প্রবেশ করায়। **গিহ্নীক**—গৃহীকে, গৃহস্থকে।

২। **মিছা**—প্রা° মিছ' (মিথ্য)। মিথ্যা।

৩। **হরিবোঁ**—অপহরণ করিব। **ভোল্লেগ্রি**—গ্রি' (=ই) অনন্বয়বাচক অব্যয়।

সিআন—প্রা° সয়াণ'। সজ্ঞান, চতুর। **যান**—জান', অবগত হও। **পরক**—অপরের বা অপরকে। **বিনাসী**—বিনাশকারিণী।

১। **চোরাআঁ**—চুরি করিয়া।

২। **মিছাগ্রি**—গ্রি' (=ই) বিশেষবাচক অব্যয়। **দোষসি**—দোষ দিতেছ।

১। **চতুথীর**—চতুর্থীর। **নিশাপতী**—ভাদ্রশুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র সাধারণ্যে নষ্টচন্দ্র' বলিয়া সুপরিচিত। **পুন্ন**—প্রা° পুন্ন'। পূর্ণ।

চুরনী—ও° চোরণী'। অপহরণকারিণী।

২। **খণ্ড বিচনীর**—ভগ্ন ব্যজনীর। **খণ্ড বিচনীর** **কিবা** ইত্যাদি—অথবা ভাঙা কুলার বাতাস [স্বেচ্ছায়] শরীরে লাগাইলাম। ৪। **নীএ**—লই।

পৃ° ১২৭

রাধে বৃন্ধাং ইত্যাদি—রাধে, অতি শুদ্ধা বৃদ্ধাকে ছলকারিণী নিশ্চয় করিয়া তুমি যে বঞ্চনা করিতেছ, তাহা আমার জানা আছে। **দোষাএ**—দোষ দেয়।

৪। **বিচারিআঁ চাহ**—খুঁজিয়া দেখ।

৫। **চোরায়িলে**—চুরি করিলে।

৭। **আহ্রো**—আরও।

নিপীয় রাধাবচনং ইত্যাদি—রাধিকার অস্বীকার-সূচক পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীর উদ্দেশ্যে বহু বিলাপ করিলেন।

১। **নাল বান্ধিল** ইত্যাদি—তাহার বহির্ভাগ বলয়বদ্ধ বা বলয়বদ্ধ করিলাম। তুল°—'সুবণ্নের সাম্বী ছিরার বান্ধিল কাম' (পৃ° ১১৫)। **নাল**—'নল', বলয়। **অ প্রাণ**—হা ধিক্ জীবন; অ' খেদে। **শিঅরে**—একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত। শিখরদেশ হইতে; মাথা হইতে।

২। **গাওঁ**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাও।

(আদি°, ১২শ অ°)

হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাওঁ॥

(মধ্য', ১০ম অ°)

গাই, গান করি। **সরে**—প্রা° সর' (স্বর); একার বিভক্তিচিহ্ন। স্বরে। **সিঅরে**—প্রা° সিহর' (শিখর); একার পঞ্চমী অর্থে প্রযুক্ত।

৩। **বনমালা**—পত্রপুষ্পময়ী পদ পর্য্যন্ত লম্বিতা। বৈজয়ন্তী, রত্নমালা এবং বনমালা-ভেদে মালা ত্রিবিধ।

১। **সুধিহো**—শুদ্ধিও।

পৃ° ১২৮

২। **চুরিনী**—চোররমণী; তুল° ঘরিণী' (প্রা° পৈ°)। **হরিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কালে ফল শূন্য দেখি হইলোহোঁ হতাশ॥

হইলাম।

৩। **সাধিলেহেঁ**—সাধন করিলে

১। **চোরায়িলি**—চুরি করিলি। **বেড়ায়িএ**—ফিরিতেছি। **পুন**—কু° চ°এ পুন্ন'। পুণ্য। **পাহ**—পাও, প্রাপ্ত হও।

২। **ঘাটিএ**—√ঘাট্ (স° ঘট্ট) আলোড়নে। আলোড়ন করি।

৩। **উচিতে গরুঅ মনে** ইত্যাদি—হে আয়ান-সেবিকা, তোমার উচিত, হর্ষচিত্তে ও স্মিতমুখে আমায় তাহা (বাঁশীটি) দাও। পূর্ব্বে 'হাসি হাসে খলখলি গরুঅ মনে॥' (পৃ° ১০২)। মুচুকে হাসী—মু চ কি হা সি অপ্রাচীন নহে। ডাক-চরিত্রে,—

আড চক্ষে চাহে মুচকি হাসে॥ (পুথি, ১০৯০)

কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

সীতা জে দেখিআ মুচকি হাসিআ
ইঙ্গিতে বুঝাল্য তারে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

লজ্জার সহিত দ্বিজ না দিল উত্তর।
শুনিয়া মুচকি হাঁসি রহে দ্বিজবর॥

ঈষৎ হাস্য, চাপা হাসি।

৪। **খোজসি**—খুঁজিতেছ, অন্বেষণ করিতেছ। **কাটোঁ**—কাটি, ছেদন করি।

নিরাশসবনেনাহং ইত্যাদি—আমি রাধা কর্ত্তৃক গঞ্জে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বিকলীকৃত হইয়াছি; সম্প্রতি বৃন্দে, তুমি বংশীলাভের উপায় বল।

পৃ° ১২৯

তণ্ডী—তামিল তুণ্ডি' (চঞ্চু)। ২৪ পরগণায় তণ্ডাই'। কথা কাটাকাটি, বিতর্ক।

প্রমুক্তকাকুবচনং ইত্যাদি—সর্ব্বসমক্ষে কৃষ্ণকে কাতর-বাক্য বলিতে দেখিয়া বৃন্দা রাধিকাকে এই কথা বলিল।

২। **দুবল**—প্রা° পৈ°এ দুব্বল। দুর্ব্বল।

৩। **আবগাহী**—অব-√গাহ্ মজ্জনে। বিদ্যাপতিতে,—

অপনেহু মনে গুনি বুঝ অবগাহি।

এত দিন আছলাহু আন ভানে হমে
আবে বুঝল অবগাহি।

মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ডে,—

রাজায়ে বুলিলা যত শাস্ত্র অবগাহি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া; বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া।

বৃন্দাবচনমাকর্ণ্য ইত্যাদি—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া অনঙ্গ-শরে কাতর রাধা অনুরাগ ও চাতুরীর সহিত কৃষ্ণকে কহিলেন।

১। **নারিএ**—পারি না বা পারিতেছি না।

রাধিকাবাচমাচম্য ইত্যাদি—রাধিকার বাক্য শ্রবণে প্রমোদমন্থর হরি বংশী লাভে ত্বরাবেশবশতঃ বৃন্দাকে বলিলেন।

পৃ° ১৩০

২। **আতোষে**—অতুষ্টি।

৪। **আবসে**—কু° চ°এ অবসেঁ'। অবশ্য।

কৃষ্ণস্য বচনং ইত্যাদি—বৃন্দার মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কাতরা রাধিকা কৃষ্ণকে মধুর বাক্য বলিলেন।

৫। **মৈলে**—মরিলাম।

৭। **তোক**—প্রতি' শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

১১। **মরসিল**—ক্ষমা করিলাম; মরিষহ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **কালী[নি]**—কালিন্দী।

বংশীখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ

রাধাবিরহ খণ্ড

পৃ° ১৩১

ইথং কৃষ্ণগতপ্রাণা ইত্যাদি—এইরূপে কৃষ্ণগত-প্রাণা রাধিকা কোনও রূপে গৃহকর্ম্ম করিয়া কিছুকাল নিজ গৃহে অতিবাহিত করিলেন। হরির দীর্ঘ বিরহে পঞ্চ-শরাতুরা হরিণী-হারিনয়না রাধা বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

১। **নাইল**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

আমার থানক আইল সবে দেবগণ।
শনি কিয় নাইল বুলি করি কোপমন॥
দূত পঠাই দিলা দেবী আমার পাশক।

না আইল, আসিল না।

২। **পড়এ**—প্রতিভাত হয়, উদিত হয়। **পাঅবোঁ**—পাইব, প্রাপ্ত হইব।

৩। **চৈত**—প্রা° চইত্ত'। চৈত্র।

৮। **জলে**—দগ্ধ হইতেছে। **সুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

৯। **লাসী**—হি° লাসী'। বহুমূল্য বস্ত্র-ভেদ। **সে কাহ্নাঞি** ইত্যাদি—সে কানাই উধাও হইয়া গেল অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হইল।

৭। **ছুয়িলোঁ**—স্পর্শ করিলাম।

১০। **মলয়**—তামিল মলৈ'। দক্ষিণ দিকৃস্থ পর্ব্বত-বিশেষ ; উহার অপর নাম চন্দনাদ্রি। বসন্তের প্রারম্ভে চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহন করে বলিয়া দক্ষিণ-বায়ুকে মলয়পবন' বলে। **শিয়ল**—ক° ম'তে সীঅল', গৌ° ব'এ সীয়ল' ; প্রা° পৈ'এ সিঅল'। শীতল।

১১। **আপণা মগর** ইত্যাদি—আপনাকে মকরের পেটে দিয়া কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিব। **মগর**—মকর, গঙ্গার বাহন, পৌরাণিক জলজন্তুবিশেষ। **ভোজ**—প্রা° ভোজ্জ'। ভোজ্য।

১২। **ভাগ**—প্রা° ভগ্‌গ'। ভাগ্য, পুণ্য।

১। **কহিআরো**—কহি, কহিতেছি

৩। **মেহালিলো**—দেখিলাম।

পৃ° ১৩২

ঈসত বদন করী—[পূর্ব্বে হসিত বদন কর'।] মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

রঙ্গ নয়নে চাহি ঈষত বদনে।
উন্নত লম্বিত নাশা সুন্দর শ্রবণে॥

ঈষৎ মুখভঙ্গি করিয়া, মুচকি হেসে। [তুল° কিঞ্চিত নয়ণে' (মধুসূদনের নৈষধচরিত), লম্বিত মুখ' (শঙ্কর দেবের উ° কা°)।]

৪। **চউঠ**—প্রা° চউট্‌ঠ'। চতুর্থ।

১-৪। **দেখিলোঁ প্রথম নিশী** ইত্যাদি—পদটি পদাবলীর মধ্যে পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া গিয়াছে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আণিআর—আন', আনয়ন কর।

১। **মলয়া বাঅ**—শরীর ও মনের আনন্দপ্রদ সৌরভময় বসন্ত-বায়ু। **কেহ্নে করে গাএ**—গা কেমন করিতেছে। **আনাওঁ**—আনাই বা আনয়ন করাও।

৩। **এ মোর বাহুর** ইত্যাদি—কৃষ্ণবিরহে রাধা অতিশয় শীর্ণা হইয়াছেন, তাই বাহু হইতে বলয় পুনঃ পুনঃ খুলিয়া পড়িতেছে। বিদ্যাপতিতে,—

কঙ্কণ বলযা গলিত দুহুঁ হাত।

বলএ—প্রা' বলঅ' ; ['কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ,' পূর্ব্ব-মেঘ।] একার কর্তৃকারকের চিহ্ন। **অনমীষ**—অনিমিষ, পলকহীন। **বাট চাহিআঁ**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পথ চাহিয়া, অপেক্ষা করিয়া।

৪। **এবেঁ মোর** ইত্যাদি—এখন আমার ভরা যৌবন। **আমরিষে**—প্রা° অমরিস'। অমর্ষ, ক্রোধ।

১। **ঘুসঘুসাআঁ**—√ঘুস্ (স° ঘৃষ্) ঘর্ষণে। ধিকি ধিকি, মৃদু জ্বলনে।

৪। **উতাপঠ**—উৎ- √পট্ বিদারণে। খিন্ন, ব্যথিত।

১। **এ ধন যৌবন** ইত্যাদি—তুল°—

শঙ্খ কর চুর বসন কর দূর
তোড়হ গজমতি হার রে।

পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যমুনাসলিলে সব ডার রে ॥
সীথার সিন্দুর পোছি কর দূর
পিয়া বিহু সবহি নৈরাস রে। (বিদ্যাপতি)

২। **যবেঁ কাহ্ন** ইত্যাদি—কপাল-দোষে যদি কানাই না মিলে। **মিলিহে**—মিলে বা মিলিবে।

৩। **কাহ্ন সমে** ইত্যাদি—কানাইর সহিত কেলি-বিলাস করিতে পাইলাম না। শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতি সাধনায় সিদ্ধিলাভের সুযোগ পাইলাম না।

৪। **মাথে শম্ভু সম** ইত্যাদি—কানাই আমার এই-রূপ বিলাস-বেশ দেখিয়া কেন দূরদেশে গমন করিলেন। **শিসতে**—সিঁথাতে। **গেলান্ত**—শূন্যপুরাণে,—

এত বোলি তপস্যাএ গেলেন্ত ভগবান।

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

পুরীমধ্যে চারি নারী গেলেন্ত চলিয়া।

গমন করিলেন। **বিদূর**—বিদ্যাপতিতে,—

চরণ কোমল পথ বিদূর ॥

মাধবদেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

নিবেক বামক বিদূরক নিশাচর।

সুদূরে, দূরদেশে।

পৃ° ১৩৩

১। **নেহাত**—নিমিত্তার্থ লাগিআঁ' শব্দের যোগে ষষ্ঠী ; নেহাত' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। প্রীতির।

৩। **সুধিএঁ**—শুদ্ধিতে, সন্ধিতে। **পাইবোঁ**—মাধব দেবের আদিকাণ্ডে,—

মনে গুণে কেন মতে পাইবোঁ জানকীক।

আগো—জানি, অবগত হই ; আগাওঁ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **কমণ সুধিএঁ যাইবোঁ** ইত্যাদি—সুবদনী রাধে, তুমিই বল, কোন্ পথে যাব, কোথায় তা'র ধরা পাব। হে মুগ্ধে, [আগে] তাহা অবগত হই, তাহা হইলে বিবিধ কৌশল করিয়া মুরারিকে আনিয়া দিতেছি।

৪। **সোঅ**—শোও, শয়ন কর।

৫। **কি সুতিব** ইত্যাদি—তুল°—

চান কিরণ মোহি সহলো নই যায়।
চানন শীতল মোহি ন শোহায় ॥ (বিদ্যাপতি)

সুতিব—শয়ন করিব।

৬। **সিতল**—পা° সীতল'। শীতল। **বুলাঅ**-বুলাও, ভ্রমণ করাও।

৯। **খাউ**—খাউক।

১০। **ধার**—ধারা, জলস্রোত।

১। **শত পল** ইত্যাদি—বড়াই, এক শত পল সোন লইয়া এই ব্যাপারে যোগ দাও। **পল**—চারি তোল পরিমাণ। **মেল**—মিলিত হও।

২। **চাহিহ**—খুঁজিও, অন্বেষণ করিও।

৩। **করে করতাল** ইত্যাদি—কখন করতালধ্বনি করে, কখন বংশী বাদন করে।

৫। **পাছু**—প্রা° পচ্ছ', (পশ্চাৎ) ; অপ° পচ্ছহুঁ' প্রাচ্য হি° পাছু'। পশ্চাতে। **ঝাম্বাএ**—ঝুলাইয়া দেয়।

পৃ° ১৩৪

৮। **নিন্দভোলে**—ঘুমের ঘোর উপলক্ষে, নিদ্রার ছলে।

১২। **সুরঙ্গে**—আনন্দ বিলাসের সহিত।

১৩। **তবেঁ স**—তবে সে।

১৪। **তথাঁহোঁ**—সেখানেও। **অশঙ্কেত**—সঙ্কেত। অসনান,' আথান' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **নিধুবনে**—কেলিবিলাস।

১৫। **ভাগীরথীকূলে**—ব্রজমণ্ডলস্থ মানসগঙ্গাতীরে।

১৬। **সাগরের ঘরে**—পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃ° ৩)। এখানে আবার সাগর গো আ লে বলা হইতেছে। **পুছিহ**—জিজ্ঞাসা করিও।

১। **মোএঁত**—ত' অবধারণে। **চাহ ত**—ত' অনুরোধ-বাক্যের মৃদুতা সম্পাদনে।

৪। **তোকে পাইবে হরী**—তোমায় শ্রীকৃষ্ণ মিলিবে।

১। **চুকে**—সমাপ্তিবাচক ক্রিয়া।

মথুরার মাঝে ইত্যাদি—পদাবলীতে—

মথুরার নাম শুনি প্রাণ কেমন করে।
সাধ করে বড়াই গো কাহু দেখিবারে॥

সাদ—প্রা সদ্ধা' (শ্রদ্ধা)। সাধ, অভিলাষ।

২। **বউল**—প্রা' বউল'। বকুল। **ধার**—প্রান্ত, ঝালর। **পিন্ধিআঁ**—পরিধান করিয়া।

পৃ' ১৩৫

৩। **যেরূ মনে**—যেরূপে, যেমন করিয়া।

১। **সে দিগে** ইত্যাদি—বসন্ত কি সে দিকের সংবাদ রাখে না? অথবা সে অঞ্চল কি বসন্তের অধিকারের বাহিরে? তুল'—

ত'হি দেস বসন্ত ন ভেলা। বিদ্যাপতি)

উয়ে—নামধাতু; প্রা' উণ্‌হ' বা উম্‌হ' (উষ্ম) শব্দ হইতে বোধ হয়। পোড়ে, দগ্ধ হয়। তুল'—'দুধের ভাঁড় নিতে উআঁ'তে হয়। **এঁবে মোর মণের** ইত্যাদি—তুল' 'তপই অবঁা ইব উর অধিকাঈ॥'

২। **মুকুলিল আম্ব সাহারে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

সাহর মজর ভমর গুঞ্জর
কোকিল পঞ্চম গাব।
দখিন পবন বিরহ বেদন
নিঠুর কন্ত ন আব॥

সাহারে—প্রা' প্র,' গৌ' ব' প্রভৃতিতে সহআর' (সহকার)। একার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ।

৪। **তা দেখিতেঁ** ইত্যাদি—তাহা দেখিতে আমার প্রাণ বাহির হইবে। **জাএব**—√জা-এব (এব্ব)। যাইবে।

৫। **লয়িলোঁ**—লইলাম।

১। **করী**—করিল।

৩। **ষোলহ**—প্রা' সোলহ' (ষোড়শ)।

অশরীরশরৈঃ ইত্যাদি—অনঙ্গ-শরে কৃশিতাঙ্গ-যষ্টি, প্রবল মনোবেদনাযুক্তা, নিরানন্দা অভিমন্যু-পত্নী (রাধা) দীর্ঘকাল হরির চরিত্রসমূহ চিন্তা করিয়া বৃন্দাকে বলিলেন।

[গত-সাত-ততিঃ—নিরানন্দপ্রবাহ বা আনন্দপ্রবাহ-হীনা। সা=সুখ=আনন্দ। ততিঃ=প্রবাহ=সমূহ। জনী=পত্নী।]

পৃ' ১৩৬

দহ বুলী ইত্যাদি—তুল'—

সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগীর করম দোষে (জ্ঞানদাস)
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায়।
(পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, ৩ খ,' ২স')

২। **বিকাসিলোঁ**—বিকসিত করিলাম, প্রকাশ করিলাম।

৩। **প্রতি বোল ননন্দ বাছে**—কথায় কথায় ননদ দোষ ধরে। বাছে—√বাছ্‌ বিশ্লেষণে। **সব গোপীগণে** ইত্যাদি—পদাবলীতে—

লোকমুখে শুনি ইহা বলে লোক
কাহু সনে রাধা আছে॥

আছে—আসক্ত হয়।

১। **আসুখ না কর**—দুঃখ করিও না। **দেহগতি**—কায়িক চেষ্টা বা দৈহিক অবস্থা। **মোতে লাগে দুখ**—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। আমার দুঃখ হয়।

হৃদয়ে ভরস কর—মনকে বুঝাও। ভরস—স' ভদ্র-আশা (?), হি' ভরোস'। প্রবোধ।

২। **পুছিউ**—জিজ্ঞাসা করা যাউক।

১। **কনয়া**—প্রা' প্র,' প্রা' লক্ষ্মী, কু' চ' প্রভৃতিতে কণয়'। কনকনির্ম্মিত বা সুবর্ণোজ্জ্বল। **ফোটা**—গোলাকার তিলক। **উয়ে**—উদিত বা প্রকাশিত হইতেছে। **গোটা**—আস্ত একটা, এক, অখণ্ড।

২। **বঅনে**—প্রা' বঅণ'; একার প্রথমার চিহ্ন। বদন। **কন্নে**—কু' চ'এ কন্ন'; একার সপ্তমীর চিহ্ন। কর্ণে।

৩। **ঘাঘর**—প্রা' ঘগ্‌ঘর (?)। টী' স'এ ঘাঘরী

(কিঙ্কিণী)। প্রাচীন সাহিত্যে ঘাঘর' শব্দ অবিরল। ঘুঙ্ঘুর, ক্ষুদ্র ঘন্টিকা।

মগর—জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে,—

টাড় মগর হার চরণে মগরা।

পদাভরণভেদ ; মগর খাড়ু' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। **সে কৃষ্ণ গেলান্ত গগনে**—তুল° 'সে কাহ্নাঞি গেলা আকাশে' (পৃ° ১৩১)।

৪। **তথাঁত**—তথায়।

পৃ° ১৩৭

৩। **তো**—প্রা°। নিশ্চয়ার্থে।

৪। **পরতয়**—প্রত্যয়। **তলাক**—ক' দ্বিতীয়ার চিহ্ন।

১। **বিছাইআঁ**—বিস্তৃত করিয়া, পাতিয়া।

হেন নেহ ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণে এরূপ প্রীতি যে, শ্রীরাধা বড়াইর নির্দ্দেশমত সহর্ষে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশে—উল্লেখ-মত।

২। **কর**—হিন্দির অনুরূপ। করিয়া। **বাটা**—শূ° পু°, ময়নামতীর পুথি প্রভৃতিতে।

৩। **চালএ**—বিচলিত করে। **মানে**—মনে করে, বোধ করে।

৪। **রাহা**—শূন্যপুরাণে,—

লক্ষ্মী চারি জুগের রাই···

ময়নামতীর গানে,—

রাজা বলে শুন মা জননী লক্ষ্মী রাই।

বিদ্যাপতিতে,—

হরি হসি মিলিলি রাধিকা রাণী॥

রাণী। ডক্টর গ্রীয়ারসন্ রাহী' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—a beautiful woman।

কদম্বস্য তলে ইত্যাদি—সেই কদম্বমূলে বহু ক্ষণ থাকিয়া মদন-শর-কাতরা রাধা বহু বিলাপ করিলেন।

১। **রাতিহো**—রাত্রেও। **দুখ**—দুঃখদায়ক। **চখুত**—চক্ষে। **পেটে**—'পোট্টং উঅরে' (পোট্টং উদরম্)—দে° না° মা°। হি°, গু° প্রভৃতিতে পেট'; একার সপ্তমীর চিহ্ন।

পৈসু—প্রবেশ করুক। **উথাআঁ পাথাআঁ**—উদ্বোধিত ও প্রবোধিত করিয়া। তুল°—তুতিয়ে পাতিয়ে'।

২। **রসত**—নিমিত্তার্থে লাগিআঁ শব্দের যোগে ষষ্ঠী। সুখ সম্ভোগের।

পৃ° ১৩৮

৩। **গুণমতী**—গুণমতি', কুলমতি' প্রভৃতি শব্দ তুল°। **দহদহ**—ধক্‌ধকে, দহনশীল। **ঘসির**—ঘষি' শব্দ করীষবাচক। ঘুঁটের। **জালে**—প্রজ্বলিত করে। **ফুকে**—প্রা° ফুক্কার'; একার তৃতীয়ার চিহ্ন। বিদ্যাপতিতে,—

ফনিমনি দীপ ভরমে দেই ফুক।

ফুৎকার দ্বারা। **শাল**—শল্য।

৪। **কি মোর যৌবন** ইত্যাদি—আমার [রূপ]-যৌবনে ফল কি? ধন লইয়া কি করিব? বাড়ী ঘর কিসের জন্য? অন্ন-জলে [আর] রুচি নাই। আমার জীবনের আশা কেন বড়াই? **ভাএ**—চণ্ডীদাসের পদে,—

হেন বেলে মোর নিঁদ দূরে গেল
হিয়ায়ে হইল দুখ।
সেই সত্য মোর কিছু নাহি ভায়ে
অঙ্গেতে নাহিক সুখ॥

বিদ্যাপতিতে,—

নিশবদে সুতল নিন্দ নহি ভায়।

চণ্ডীকাব্যে,—

যে যার মনে ভায় সে নারী ভজে তায়
মুকুন্দ এই রস গান॥

ভাল লাগে, রুচে।

১। **আন্ধারী**—প্রা° অংধার'। বিদ্যাপতির পদে,—

দামিনী আএ তুলা এল হে
এক রাতি আঁধারী।

অন্ধকার। **ঝুরোঁ**—চৈতন্যচরিতামৃতে,—তোমা সবাক স্মরণে ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে মোর দুঃখ জানে কোন জন॥ মধ্য°, ১৩অ°। অশ্রু বর্ষণ করি বা করিতেছি।

নারিব—পশ্চিম-রাঢ়ের প্রাদেশিক। পারিব না।

৩। **বুঝে**—প্রা° বুজ্‌ঝই' (বুধ্যতে)। **বিশেষ**—বৈচিত্র্য।

——

১। **সেজা**—প্রা° সেজ্জা'। সেজ' বা শেজ' প্রাচীন সাহিত্যের চিহ্নিত শব্দ এবং রাঢের পশ্চিম প্রান্তে অদ্যাপি প্রচলিত। শয্যা।

২। **গহীন**—দুরবগাহ। **এ মোর কুচকুম্ভ** ইত্যাদি—তুল°,—

কুচজুগ কলসে জমুনা'ভেলি পার॥ (বিদ্যা°)

৩। **এহি ভ**—ত' হতাশে। **পুড়িআঁ**—দগ্ধ করিয়া।

পৃ° ১৩৯

ভদা মাধবমন্বিষ্য ইত্যাদি—বনে বনে মাধবের অন্বেষণে পরিশ্রান্তা মদনজ্বরে কাতরা রাধা তখন বৃন্দাকে বলিলেন।

১। **পরিভাবিল**—পরিচিন্তন করিলাম, ভাবিয়া দেখিলাম।

——

সংপ্রহৃষ্টোঽদ্য ইত্যাদি—অদ্য (স্বপ্নে) প্রহৃষ্ট গোবিন্দ আমার সহিত রমমান হইয়াছেন; সুতরাং বৃন্দে! তুমি তাঁহার নিকট প্রণাম নিবেদন করিতে যাইবার উপায় বল।

১। **এ**—কথা বা সুরের মাত্রা। **আলিছিল**—আসিয়াছিল [বীরভূম অঞ্চলের ইতর প্রয়োগ আ'লছিল, গে'লছিল, হ'লছিল প্রভৃতি।]

২। **শোভক**—শোভনশীল।

৩। **সুতী**—বিদ্যাপতিতে,—

সূতি রহল তঁহি কিছু ন অলাপি॥

সূতি রহল হম করি একচীত।

মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

দেখন্ত কৈকেয়ী শুতি আছে ক্রোধভরে।

শুইয়া, শয়ন করিয়া। **জাগিলোঁ**—জাগিলাম, জাগ্রত হইলাম।

৪। **সুরতীএঁ**—সুরত-কেলি দ্বারা।

১। **বাইআঁ**—বাদন করিয়া।

পৃ° ১৪০

১। **আছিলাহোঁ**—মাধব কন্দলিকৃত লঙ্কাকাণ্ডে,—

বৃক্ষর আরত শুনি আছিলোহো তাক॥

ছিলাম।

৬। **বহায়িলোঁ**—বহন করাইলাম।

——

১। **ভকতি**—যোগ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ বা প্রেম; শ্রদ্ধা। **নারিলোঁ**—পারিলাম না। **চাহিতে না জুরে**—দেখিতে ইচ্ছা করে না।

২। **লাজাই**—লজ্জা বোধ করি।

৩। **না পাত জঞ্জাল**—কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে। ঝঞ্ঝাট বাড়িও না।

——

১। **হিরণ্য বিদারী**—হিরণ্যকশিপুর বিদারণকারা। **গোকুল ভরী**—গোকুলাবতার।

২। **ভৈল পাঞ্জর শেষ**—চণ্ডীদাসের পদে 'পাঁজর হইল শেষ, 'খসিল পাঁজরের বন্ধ'।

৪। **দুতা দিআঁ** ইত্যাদি—কর্পূর-তাম্বূলাদি প্রেরণ কামাচার আমন্ত্রণের সঙ্কেত-ভেদ। পূর্ব্ববর্ত্তী পদে 'গুআ পান দিআঁ' ইত্যাদি (পৃ° ১০৯)।

পৃ° ১৪১

উনমত্ত কালে—যে বয়সে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না অর্থাৎ শৈশবে।

৫। **খণ্ডহ বিদুরে**—দূরে ত্যাগ কর অর্থাৎ ক্ষমা কর।

——

৩। **পাঠাইলোঁ**—মাগধী পট্‌ঠাবিদম্‌হি' (প্রস্থাপিতোঽস্মি), প্রাচ্য হি' পঠৈলোঁ'। **তবে নাম** ইত্যাদি—তখন শিশু এবং সতী বলিয়া স্বীয় নাম চিহ্নিত করাইলে অথবা কখন পুরুষ-সঙ্গতা হও নাই বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিলে। **পাড়ায়িলেঁ**—অঙ্কিত করাইলে, চিহ্নিত করাইলে। **আবালি**—বালিকা বা বাল্যাবধি।

২। **কাহ্ন মোর দূরুথ** ইত্যাদি—কানাই আমার দূর-সম্পর্কিত (অর্থাৎ তুমি এবং আমি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহি); সুতরাং আমার মন নিকট জ্ঞাতিতে অনুরক্ত নহে। তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়; দূতীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ।

৩। **পরসন**—প্রসন্ন। **পৃয়**—প্রিয়।

১। **করিলে**—করণান্তর, করিলে পর। **পাইএঁা**—পাইঞেঁ' বা পাইএ' হইবে বোধ হয়। প্রাপ্ত হইলাম। **আহোনিশি যোগ ধেআই** ইত্যাদি—আমি সর্ব্বক্ষণ যোগ ধ্যানে রত রহিয়াছি। মন ও বায়ুকে লয়-স্থানে রক্ষা করিতেছি। পরমশিবের সহিত বিলাসান্তে কুণ্ডলিনী শক্তি স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন। এখন আমাকর্তৃক ব্রহ্মজ্ঞান অধিকৃত।

[মনের স্থিতি আজ্ঞাচক্রে। সহস্রদল কমলের অধোভাগে বায়ুর লয়স্থান। 'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশমদ্বারমিতি যাবৎ'।]

আনুসর—অনুবর্ত্তন কর, অপসৃত হও।

পৃ° ১৪২

২। **দশমী**—সংখ্যা অর্থে প্রযুক্ত। **ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা** ইত্যাদি—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সন্ধিস্থলে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে মন ও পবনকে লীন করিয়াছি। নব দ্বার (চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ) এবং দশম দ্বারে কপাট দিলাম। এখন আমি যোগমার্গে আরূঢ়।

উপরে স্পষ্টতঃ ষট্চক্রভেদের প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। তন্ত্রাদি শাস্ত্রে ষট্চক্র ও তাহার ভেদক্রমের নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। মেরুদণ্ডের বহিঃপ্রাচীরে সংলগ্ন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে। এবং পৃষ্ঠাস্থির অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্রে সুষুম্না নাড়ী মস্তকে গিয়া শেষ হইয়াছে। এই বজ্রাখ্যা সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে পর পর চিত্রিনী ও ব্রহ্মনাড়ী অবস্থিত। শরীরের স্থানবিশেষে সুষুম্না নাড়ীতে গ্রথিত আধারাদি করিয়া সাতটি পদ্ম কল্পিত হয়। সুষুম্না নাড়ীর অগ্রভাগে পায়ুদেশের কিছু ঊর্দ্ধে আধারপদ্ম। ইহার চারিটি দল, প্রত্যেক দলে এক একটি বর্ণ; মধ্যে ধরাচক্র নামে একটি চতুষ্কোণ চক্র; মধ্যস্থলে ধরাবীজ ও কর্ণিকামধ্যে একটি ত্রিকোণ যন্ত্র আছে। এই পদ্মে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভূ বর্ত্তমান এবং স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ও ব্রহ্মদ্বারে মুখ রাখিয়া সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শক্তি বাস করেন। লিঙ্গমূলে ছয় দলবিশিষ্ট স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, ছয় দলে ছয়টি বর্ণ। মধ্যভাগে গোলাকৃতি বরুণমণ্ডল, মণ্ডলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র ও তাহাতে বরুণবীজ আছে। এই পদ্মে বরুণশক্তি বিরাজিতা। নাভিমূলে দশাক্ষরযুক্ত দশ দলে প্রকাশিত মণিপুর পদ্ম। মধ্যস্থলে ত্রিকোণ বৈশ্বানর-মণ্ডল; ত্রিকোণের তিন পার্শ্বে স্বস্তিকাকার তিনটি ভূপুর এবং মধ্যে বহ্নিবীজ। এই পদ্মে লাকিনী শক্তি আছেন। হৃদয়ে দ্বাদশ দলসমন্বিত অনাহত চক্র, দ্বাদশ দলে দ্বাদশ বর্ণ, মধ্যে ষট্কোণ বায়ুমণ্ডল ও তাহাতে বায়ুবীজ। অনাহত পদ্মে (বাণলিঙ্গ) শিব ও কাকিনী শক্তির বাস। কণ্ঠস্থিত বিশুদ্ধ নামক পদ্মের ষোড়শ দলে ষোড়শ বর্ণ; কর্ণিকাতে বৃত্তাকার চন্দ্রমণ্ডল ও নভোমণ্ডল এবং নভো-বীজের স্থান। উক্ত পদ্মে সদাশিব ও শাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা। ভ্রূমধ্যে বর্ণদ্বয়বিশিষ্ট আজ্ঞাপদ্ম, কর্ণিকামধ্যস্থিত ত্রিকোণ যন্ত্রে (শবরূপ) শিব ও কাকিনী শক্তির স্থান নিরূপিত। তদূর্দ্ধে প্রণবাকৃতি পরমাত্মা ও তাহার উপরি-ভাগে চন্দ্রবিন্দু; সর্ব্বোপরি (অধোমুখ) সহস্রদল পদ্ম। উহার পঞ্চাশৎ দলে পঞ্চাশৎ বর্ণ, কর্ণিকাতে চন্দ্রমণ্ডল ও ত্রিকোণ যন্ত্র। সহস্রদল পদ্মে শঙ্খিনী শক্তির সহিত পরমশিব অবস্থান করেন।

যম নিয়মাদি অভ্যাসরত সাধক গুরুর উপদেশ অনুসারে তেজ ও বায়ুর সাহায্যে কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থাপিত করিবে। পরে হুঙ্কার বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিয়া চিত্রিণীর মধ্যগত পদ্ম দিয়া মূলাধার অবধি আজ্ঞা পর্য্যন্ত ছয় পদ্মকে এবং মূলাধার, অনাহত ও আজ্ঞা, এই তিন পদ্মস্থ তিন শিবকে ভেদ বিহিত হইয়াছে। অনন্তর কুণ্ডলিনীকে সহস্রদল কমলে অবস্থিত পরমশিবের সহিত মিলাইয়া দিবে; এবং গলিত পরমামৃত পানে পরিতৃপ্ত কুণ্ডলিনীকে আধারকমলে ফিরাইয়া আনিবে।

৩। **ছেদিলোঁ**—ছেদন করিলাম। **ভোলো**—ভুলি, বিভ্রান্ত বা মোহিত হই।

চিরাদমধুরং ইত্যাদি—বহু ক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগৎরম্যা রাধা সকরুণ বাক্য বলিলেন।

৩। **আভাগী**—মন্দভাগিনী।

৪। **বুঝিতেঁ নারিল** ইত্যাদি—স্ত্রীলোক হইলে স্ত্রীলোকের ব্যথা অবশ্যই বুঝিতে; আর পুরুষ, কেমন করিয়া নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, সে জানে, তাহার পক্ষে এতটা নির্ম্মম হওয়া অসম্ভব। **জীঐোঁ মো** ইত্যাদি—কেবল তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছি।

১। **কাটিলোঁ**—কাটিলাম।

নেবারিল—নিবারণ করিলাম। **তোরে**—তোমা হইতে।

২। **আহ্মা লঞোঁ** ইত্যাদি—আমার দ্বারা পরদার অযুক্ত।

পৃ° ১৪৩

১। **জবে**—যখন। **তোহাঁক**—তোমায়।

৩। **আনুগতী**—অনুগতা। **ভকতী**—[ভক্ত-ঈ]; অনুরাগিণী।

বিমোচিলোঁ—বিমোচন করিলাম, মুক্ত হইলাম।

আহ্মাত—আমার উদ্দেশে বা নিমিত্ত।

৩। **কুয়র**—প্রা° কুমর'। তুলসীদাসে কুবর'। কুমার। **সংপিল**—সমর্পণ করিল।

পৃ° ১৪৪

১। **আহে**—সম্ভাষণে; ওহে হে।

২। **তোহ্মে**—প্রা° তুম্‌হে' (যুষ্মান্)। তোমায়।

৩। **নরকের ফল**—নরক ভোগ।

৫। **আরী**—অরি, শত্রু। **বালেন্দু**—প্রতিপদের চাঁদ, দুর্লভ বস্তু।

১। **দুত্তর**—প্রা° দুত্তর। বিদ্যাপতি,—

আতর দুতর নরি সে কইসে জএবহ তরি

দুস্তর। **লাজে পিঠ দিআঁ**—লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া।

২। **তেআগিল**—ত্যাগ করিলাম। **উত্তর**—সম্মতি।

৩। **রতীঞেঁ**—রতি হেতু

১। **সকল সংপুন্ন** ইত্যাদি—আমার যৌবন যাবতীয় সৌন্দর্য্য-সম্পদে পরিপূর্ণ। **সাজে**—সজ্জায়।

সিতা রামে ইত্যাদি—হে চক্রপাণি, রাম বিনা দোষে সীতা দেবীকে ত্যাগ করিয়া অশেষ যাতনা দিয়াছিলেন এবং স্বয়ং ততোধিক বেদনা পাইয়াছিলেন।

২। **চিন্তো**—চিন্তা করি, ভাবনা করি।

পৃ° ১৪৫

ভবেঁ তিরীবধ ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

তিরিবধ পাতক লাগয় তোয়॥

তিরীবধ—স্ত্রীহত্যাজনিত পাতক।

৩। **তোর মোর**—তোমায় আমায়।

পরিহরিলোঁ—পরিত্যাগ করিলাম।

২। **জুড়িএ**—জোড়া হয় বা যায়। **পুরুষ নেহা ভাজিলেঁ** ইত্যাদি—তুল°—

ছিন্নস্নেহরসা ভবন্তি পুরুষা দুঃখানুবর্ত্যা পুনঃ॥

—অমরুশতক।

৪। **তোতে**—তে' পঞ্চমীর অর্থে প্রযুক্ত।

১। **নআ**—প্রা° নরঅ (নবক); প্রা° পৈ°এ ণআ' [কেসু নআ] ২।১৪৪। নবীন।

নহোঁ গ নহোঁ গ—ওগো, নই গো নই।

৪। **হরোঁ**—প্রতারিত করি।

মায়া মোহ—স্নেহ মমতা; এখানে ছলাকলা অর্থে প্রযুক্ত। **পোহো**—পুত্র; পোএ' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **কহিলেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

অণ্ডকোষ নাহি মোর কথা কহিলন্ত।

কহিলেন।

পৃ° ১৪৬

৩। **কাএ**—প্রা° কাঅ' (কায়া); এ' বিভক্তিচিহ্ন।

১। **মৈলাক**—চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে,—

জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো ॥

জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেস ॥

গুণরাজ খানকৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

মইল শরীরে যেন পাইল পরাণি ॥

ভবানীদাসকৃত ময়নামতীর গানে,—

মৈল করি বুড়া বেটী রহিল পড়িয়া।

মৃতকে।

২। **উপজিব**—উপজাত হইবে, উৎপন্ন হইবে। **রুষিবেহেঁ**—রোষান্বিত হইবে, কুপিত হইবে।

৩। **পসিলেঁা**—মাধব কন্দলিকৃত কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে,—

এবে তযু পারে প্রভু পশিলোঁ শরণ।

প্রবেশ করিলাম। **শরণ পসিলেঁা**—শরণ গ্রহণ করিলাম। তুল°—'শরণ সান্ধাহ' (পৃ° ১০৯)। **যে ফল করিবেঁ** ইত্যাদি—নির্ব্বিচারে আমার যে শাস্তি করিবে, কর। **সহিবাক**—সহিবার নিমিত্ত, সহ্য করিতে।

৪। **তেরছ নয়নে**—নয়নকোণে, ইঙ্গিতে।

২। **দুখদিআঁ** ইত্যাদি—হে দুঃখদানকারী, সত্য বলিতেছি, মাথায় হাত দিয়া শপথ করিতেছি ইত্যাদি। **জালাএ**—প্রা° জালা'; এ' বিভক্তিচিহ্ন। জালায়।

১। **গেলাহা**—গেলে, গমন করিলে।

পৃ° ১৪৭

২। **টালিআঁ**—ঠেলিয়া, অপসারিত করিয়া।

কৃষ্ণস্য বাচমাচম্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাধা বৃদ্ধার সমীপে গমন করিলেন এবং নিজ প্রাণ রক্ষার উপায়স্বরূপ বলিলেন।

২। **আন্ধিআরী**—প্রা° অন্ধআর'। বিদ্যাপতিতে,—

যামিনী ঘন আঁধিয়ার।

নিসি আন্ধিয়ারি ডরাসী।

অন্ধকার। **জাহার**—জার' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য। যাহার।

খোজো—'খোজ্জ মার্গচিহ্নে' দে° না° মা°। বিদ্যাপতিতে,—

দেস বুলিএ বুলি খোজও কমন।

খোঁজ করি, অন্বেষণ করি।

২। **সুয়িলো**—শয়ন করিলাম। **আনল সরণ**—অগ্নি প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন।

৩। **ভরে**—নির্ভর, অবলম্বন। **পড়ে**—প্রা° পড়ই' (পতিত)। **যে ডালে করো** ইত্যাদি—তুল°,—

যে ডালে ভর করে সেই ভাঙ্গি যায়।

(মৈ° গী' ১।২)।

বিসরামে—বিশ্রাম।

১। **বুঢ়**—প্রা° বুড্ঢ' (বৃদ্ধ)। **বয়সত**—বয়সে।

২। **যাঞোঁ**—পূর্ব্বে জাও,' যাও'। যাই।

৩। **এক মান**—সমান, সমতুল্য। **বাশলী** ও **সিরে**—পুথির সর্ব্বত্রই যথাক্রমে বাসলী' ও শিরে' পাঠ আছে।

১। **মতিভোলে**—মনোভ্রান্তি হেতু, মনের বিহ্বলতাবশতঃ।

২। **দগধকপালী**—পোড়াকপালী' বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত।

পৃ° ১৪৮

৩। **তোলেঁা**—চৈতন্যভাগবতে,—

তোলোঁ চক্র তোমা লাগি সে হয় বিফল ॥

(মধ্য,° ১০ম অ°)

উত্তোলন করি। **চিহ্নিলেঁা**—চিনিলাম। **এ রূপ যৌবন** ইত্যাদি—আমার এই রূপ যৌবন শ্রীকৃষ্ণের জন্য বন্ধক রাখিব। পূর্ব্বে 'নহে রূপ যৌবন থুইআঁ যাহা বান্ধা ॥' (পৃ° ৪৪)। **রাখী**—ন্যাসস্বরূপ রক্ষিত বস্তু, গচ্ছিত ধন।

৪। **কোকিল কৈল** ইত্যাদি—কোকিল ধুআ ধরিল। **পালি গানে**—[প্রা° পালি' (পঙ্‌ক্তি)] দোহারের গেয় পদাংশ অর্থাৎ ধুআ। চৈতন্যচরিতামৃতে,—

আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান।

(মধ্য,° ১৩শ পরি°)

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে,—

দুই পাল্যের কন্ধে দিয়া দুই পাও।

(বঙ্গবাসী সংস্করণ)

শরণ ভৈলো—শরণাপন্ন হইলাম।

১। **পাছু**—পরিণাম।

৩। **বঞ্চুজন করাওঁ** ইত্যাদি—প্রিয়তমকে বিমুগ্ধ বা বিভ্রান্ত করাইয়া কেমন করিয়া কৌশলে পরিতুষ্ট করিবে? **ছন্দে বন্দে**—কলে কৌশলে।

জরতীবচনং ইত্যাদি—বৃদ্ধার বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনাতুরা রাধিকা মাধব-প্রাপ্তির আশায় সখীগণের নিকট বলিলেন।

৫। **কি মোর জীবন** ইত্যাদি—তুল' "কি মোর যৌবন" ইত্যাদি (পৃ' ১৩৮)। **ভ্রমিবোঁ**—ভ্রমণ করিব।

৬। **আছেন্ত**—মাধব দেবকৃত আদিকাণ্ডে,—

দুই ভার্য্যা সমে সুখে আছন্ত নৃপতি।

আছন্ত নৃপতিগণ পাতিয়া সমাজ।

আছেন।

পৃ° ১৪৯

৯। **মুরুছা পাইল**—বাক্যাংশ লক্ষণীয়; অধিকাংশ স্থলেই মুরুছা গেলী' (পৃ° ১১১, ১২২, ১৩৯)।

১২। **নিদুখ**—দুঃখলেশহীন, আনন্দময়।

১। **তমের উপর হারে** ইত্যাদি—পদটি জয়দেব-কৃত 'স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) গীতের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। **মানএ**—অনুভব করে, বোধ করে। **সরস চন্দন পঙ্কে** ইত্যাদি—রাধা (তোমার বিরহে) গাত্রস্থ সরস চন্দন-প্রলেপকে বিষ সম বোধ করিয়া সভয়ে দেখিতেছেন। বিষম—জয়দেবে বিষমিব' বিষসম।

তোর বিরহ দহনে ইত্যাদি—তোমার বিরহে সন্তপ্তা রাধা (কেবল) তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছেন। তুল°—'জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া' (গীত°, ৬ষ্ঠ সর্গ)। **দগধিলী**—বিদগ্ধা, সন্তপ্তা।

২। **মানহীন কৈল** ইত্যাদি—তুল° 'মানহুঁ কমল-মলু পরিহরেউ।'

৩। **তরাসিত মনে**—ভীত চিত্তে।

১। **নিন্দএ চান্দ চন্দন** ইত্যাদি—জয়দেবের 'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্' (গীত°, ৪র্থ সর্গ) পদের অনুকরণ। সর্ব্বতোভাবে আদর্শের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া রীতিসিদ্ধ ভাষায় এমন কথায় কথায় অনুকরণ চণ্ডীদাসেরই অনুরূপ। **নিন্দএ**—প্রা° নিন্দই' (নিন্দতি)। নিন্দা করিতেছে। **করে মনসিজ শর** ইত্যাদি—শ্রীমতী রাধিকা তীক্ষ্ণাগ্র মনসিজশরজালের উপর আপনাকে শায়িত করিয়া তোমায় পাইবার নিমিত্ত যেন কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অর্থাৎ তোমায় পাইবেন, এই আশায় রাধা তোমার বিরহজনিত দারুণ মর্ম্মব্যথা সহ্য করিতেছেন।

ভৈলী তোহ্মার শরণে—তোমার শরণপ্রার্থিনী হইলেন।

পৃ° ১৫০

২। **সংনাহা**—সন্নাহ, বর্ম্ম। **আহোনিশি মদন মারে** ইত্যাদি—মদন তাঁহার বক্ষোদেশ লক্ষ্য করিয়া সতত শর প্রহার করিতেছে। তুমি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার-(ই) অন্তরে অবস্থান করিতেছ; তাই তোমায় রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যেন রাধা হৃদয়োপরি পদ্মপত্রের বর্ম্ম পরিকল্পনা করিতেছেন।

নয়নশলিল পড়ে ইত্যাদি—তাঁহার মুখমণ্ডলে অবিরল নয়ন-জল পতিত হইতেছে, যেন রাহু (দন্তাঘাতে) চন্দ্রের অমৃতধারা নিঃসারণ করিল। **গালিল**—ধারাকারে বাহিরে আনিল, নিঃস্থত করিল। ফেন গালা,' ফোড়া গালা,' 'ছো' মেরেই সাপে বিষ গেলে দেয়' ইত্যাদি তুল°। **তোহ্মাক লিখিআঁ** ইত্যাদি—উৎকণ্ঠা-বিনোদনের নিমিত্ত (চারুদত্ত, রত্নাবলী, মালতী-মাধব প্রভৃতিতে)।

৪। **তোহ্মাক সংমুখ দেখি** ইতাদি—অধুনা তুমি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছ, তাই সখী ধ্যানে তোমায় সম্মুখে দেখিয়া কখন হাসিতেছেন, কখন রুষ্টা হইতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন বা ভয়ে কাঁপিতেছেন।

ঘর ধর বৈভ ইত্যাদি—তোমার বিরহে এক্ষণে রাধার পক্ষে গৃহ অরণ্যতুল্য, প্রিয়-সখীগণ বন্ধনস্বরূপ হইয়াছে। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হওয়ায় বিরহানল দারুণ আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে। **কাম্পে**—প্রা° কংপই'। কাঁপে, কম্পিত হয়।

৫। **বনের হরিণী** ইত্যাদি—রাধা (দাবানল-বেষ্টিত ও জালবদ্ধ) বন্য হরিণীর ন্যায় সভয়ে দশ দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন। **ভয়াসিলী মনে**—ভীতচিত্তে বা ত্রস্তভাবে।

অধুনাপি কিমু ইত্যাদি—প্রমিতাক্ষরাচ্ছন্দঃ, দ্বাদশ অক্ষরে চরণ। নিম্নলিখিতরূপ,—

⏑⏑–– | ⏑–⏑ | ⏑⏑– | ⏑⏑– |

এখনও তুমি কেন অন্য রমণীকে সদয় হৃদয়ে গ্রহণ করিবার মানস করিতেছ? ওহে গততৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বিরহে মদন, সুতনু রাধার পীড়া উৎপাদন করিতেছে।

২। **নুণী**—প্রা° নোনীঅ'; ম° লোনী'। নবনীত।

৩। **রাধার পরাণে** ইত্যাদি—আমি রাধার মর্ম্ম-ব্যথা সহ্য করিতে পারি না। অথবা—রাধা কোমল প্রাণে দুঃখ সহিতে পারে না।

৫। **মাথে হাথ বুলাই**—শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে। বুলাই—বুলাইয়া, ভ্রমণ করাইয়া।

৬। **বোল পালহ**—কথা শুন।

৭। **বৈসু**—উপবেশন করুক।

মাধবস্য নিদেশেন ইত্যাদি—মাধবের আদেশে আনন্দিতা বৃন্দা উৎফুল্লা রাধার জনমনোহর বেশ করিয়া দিল।

১। **চম্পা**—প্রা° চম্পঅ'। চম্পক।

২। **সুরেশরী**—সুরেশ্বরী, গঙ্গা। **গিএ গজমুতী হার** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পীন পয়োধর অপরুব সুন্দর
উপর মোতিম হার।
জনি কনকাচল উপর বিমল জল
দুই বহ সুরসরি ধার॥

৩। **পরাইল**—পরাইল, পরিধান করাইল। **মিলি হেমকরগণে** ইত্যাদি—কারুগণ মিলিত হইয়া অতি যত্ন সহকারে যেন অন্যতম রত্ন শঙ্খকে রত্নে জড়িত করিল। কণ্ঠাভরণ যোজনায় শিল্পিগণের সমবেত রচনা শৈলী। হেমকরগণে—সেকরারা।

৪। **কুতুহলে**—কৌতূহল সহকারে, সাগ্রহে। **চুড়ী**—পাইঅলচ্ছীনামমালা ও ভবিসয়ত্তকহাতে চুড়' (বলয়ানি)। 'চুড়ো বলয়াবলী'—দে° না° মা°। বিদ্যাপতিতে,—

চুরি কনক কর কঞ্জে।

কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডে,—

কনক কঙ্কণ চুড়ি বাহুর উপর তাড়।
(বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়)

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে,—

শঙ্খের উপর শোভে কনকের চুড়ি।

করাভরণভেদ। **জড়ী**—জড়িত।

৫। **মল্লতোর**—মল্লতোড়ল' শব্দেরই রূপভেদ। চণ্ডীদাসের পদে,—

চরণ কমলে মল্লতোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।

কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

জানকী পরেন তাড় তোড়ল নূপুর।

গোবিন্দদাসের পদে,—

পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জির তোড়ল মল্ল পাতা॥

পদাভরণ-ভেদ, বর্ত্তমানে তোড়া' নামে পরিচিত।

পৃ° ১৫১

৬। **গন্ধ রাংগে**—সুবাসিত মুখরঞ্জনে।

৭। **সভাবে**—বেশে। **লাস বেস**—প্রা° লাস', লাস্য এবং বেস,' বেশ। বিলাস-বেশ। অসমীয়া হেমকোষে 'নাচিবর নিমিত্তে করা শরীরর শোভা; এতেকে ধুন-পেচ, গার শোভা'। প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে শব্দটি কচিৎ নাস বেশ' বা ন্যাস বেশ' আকারে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ উহা লক্ষ্য করিয়াই পদামৃত-সমুদ্রের টীকায় 'ন্যাসঃ অলঙ্কারবিন্যাসঃ বেশঃ চন্দনসিন্দুরাদিনা' এই অর্থ ধৃত হইয়াছে। **রতিভাবে**—প্রেমাবেশে বা কেলি-বিলাসের অভিপ্রায়ে।

রাধিকাং মনসিজজ্বরাতুরাং ইত্যাদি—রথোদ্ধতা-ছন্দঃ, একাদশ অক্ষরে চরণ।

কামজ্বরাতুরা এবং মণ্ডনবশতঃ দ্বিগুণ সৌষ্ঠবশালিনী রাধিকাকে অবলোকন করিয়া কামাতুর হরি ক্রমশঃ এইরূপ বর্ণ (রতিক্রিয়া) আরম্ভ করিলেন।

১। **রাধাহো**—রাধাও।

২। **দসনের**—কু° চ°, গৌ' ব' প্রভৃতিতে দসণ' (দশন); এর' ষষ্ঠীর চিহ্ন। দন্তের। **দশনে**—দন্ত। **ইঙ্গিতকারেঁ**—আকার ইঙ্গিতে, হাবভাবে। **হারিল**—বশ্যতা স্বীকার করিল।

৩। **পীল**—পান করিল। **উচিত হিল্লোল পড়িল**—অনুরূপ আনন্দের ঢেউ পড়িয়া গেল। পড়িল' শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। **নিধুবনে**—কেলিবিলাসে অথবা বিলাসকুঞ্জে।

৪। **আনুবন্ধে**—অবিচ্ছেদে। **যেন**—যেরূপ, যাদৃশ। **রস প্রবন্ধে**—রতিবিলাস। **মুকুল**—মুকুলিত।

১। **তোহ্মাতে**—তোমাতে বা তোমার প্রতি। **সুতি**—শয়ন করিয়া।

৩। **মেলিল**—ব্যাপ্ত হইল বা করিল।

১। **বিনএ**—ভাল মানুষের মত, ভদ্রভাবে।

পৃ ১৫২

৪। **চিআয়িলী**—জাগরিতা হইল।

১। **এইত**—ত' মনোভঙ্গে। **উরে**—উরুদেশে। **ঘুমে**—কেহ কেহ মনে করেন, ঘুম শব্দ অর্ব্বাচীন; বস্তুতঃ তাহা নহে। বিদ্যাপতিতে,—

ঘুমুক আলসে জদি পলটি হোউ পাস।
মনে ভয়ে মাধব উঠএ তরাস॥

কৃত্তিবাসী উত্তরাকাণ্ডে,—

অচেতন হৈলা বীর জ্ঞান নাহি ঘুমে॥

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে—

লখাই বিপুলা হইলা ঘুমে অচেতন।

প্রাচীন সাহিত্যে ঘুমই' (চর্য্যাপদে), ঘুমাওল', ঘুমল', ঘুমায়ত', ঘুমাইআ' প্রভৃতি পদের ব্যবহার বিরল নহে।

২। **পড়োঁ**—চৈতন্যভাগবতে,

তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ তোর মরণ দেখিয়া।
(মধ্য', ১০ম অ°)

পড়ি, পতিত হই। **এহোবার**—এইবার, এবারও।

১। **রতিকুতুহলে**—কেলি-কৌতুকে।

২। **মেলাইলো**—মিলিত করিলাম। **ভোলী**—বিহ্বলা, বিবশা। **শিয়রত**—সন্নিহিত।

৩। **রঞ্জে**—তৃপ্ত করে, প্রীত করে।

একাকিনী পরিভ্রম্য ইত্যাদি—রাধে, একাকিনী বনভ্রমণের গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি; কিন্তু তথাপি মধুসূদনের সন্ধান পাওয়া গেল না।

বৃন্দে, তোমার বাক্যে আমি জগৎ শূন্য দেখিয়া, ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি; তুমি আমার কথা শুন।

পৃ° ১৫৩

বঞ্চিমো—বঞ্চিব, যাপন করিব। **কা**—কাহাকে।

২। **ভুঁজয়ে**—উপভোগ করে।

৩। **কান্দিলোঁ**—কাঁদিলাম, ক্রন্দন করিলাম।

১। **পুনমতী**—পুণ্যবতী। **ভু জে**—উপভোগ করে।

১। **ভীতে**—ভিত্তি' শব্দজ। দিকে।

কাকু—দৈন্যোক্তি।

৩। **খাণিকেহো**—ক্ষণেকের নিমিত্তও।

১। **আরতী**—আরতি, আদেশ।

পৃ' ১৫৪

১। **উরে**—কাশীদাসের আদিপর্ব্বে,—

নিদ্রা জায় মুনিকন্যার উরে শির দিআ।

উরুদেশে। **শুতিলোঁ**—শয়ন করিলাম।

২। **পুড়িলোঁ**—পুড়িলাম, দগ্ধ হইলাম।

৩। **আসেস**—প্রা° অসেস। অশেষ। **ষেষ**—শেষ

৪। **বিপরিত**—নিদারুণ। **দিশে**—দিবস

১। **আনাহী লোক**—অন্য লোক। **তা**—কু° চ°, গৌ° ব°, প্রা° পৈ° প্রভৃতিতে তা,' তাব'। তাবৎ।

৪। **সংহতী**—সঙ্গতি, মিলন।

নিনায় কতিচিৎ ইত্যাদি—রাধা কৃষ্ণতৃষ্ণায় কিছু কাল অতি কষ্টে যাপন করিয়া অধিভবান্ কৃষ্ণের উদ্দেশে বৃন্দাকে এই কথা বলিলেন।

পৃ° ১৫৫

১। **ওহাড়িআঁ**—ঢাকিয়া, আচ্ছাদন করিয়া। **কত না রাখিব** ইত্যাদি—তুল°,—

কত কাল রাখিবে যৌবন আঞ্চলে বান্ধিয়া।
(গোপীচাঁদের পাঁচালী)

সে ফল আবে তরুণত ভেল সজনি
আঁচর তর নই সমায়
বিদ্যা°, পৃ. ৪১০

বোলাইআঁ—বলিয়া কহিয়া, জানাইয়া।

বিহড়াইল—মাধব কন্দলিকৃত অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কিবা রাম দদা তোক অনিষ্ট করিল।
সিকারণে তান তই রাজ্য বিহরাইল॥

বিঘটিত করিল, বিচ্ছিন্ন করিল; বিহড়ায়ি' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য।

২। **বিষাইল**—বিষাক্ত। **কাণ্ডের**—কাঁড়ের, বাণের।

৩। **বজরে**—বজ্রে। **গঢ়িল**—গঠিত, নির্ম্মিত। **ফাঁ**—ফাটিয়া, বিদীর্ণ হইয়া।

৪। **জেঠ**—প্রা° জেট্‌ঠ'। জ্যৈষ্ঠ।

চতুরে চতুরো ইত্যাদি—চতুরে রাধে, মেঘ-মেদুর মাসচতুষ্টয় [কোন রূপে] যাপন কর; কেন না, এ বিষয়ে আমার কোনও শক্তি নাই।

১। **আষাঢ় মাসে নব মেঘ** ইত্যাদি—তুল°,—

মাস আখাঢ় উন্নত নব মেঘ।
পিয়া বিশলেখে রহঞো নিরথেঘ॥
বিদ্যা°, পৃ° ৪৩৬

পাখী জাতী নহোঁ ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

পাখী জাতি যদি হও পিয়া পাশ উড়ি যাও
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥

৩। **ভাদর মাঁসে** ইত্যাদি—বিদ্যাপতিতে,—

ভাদর মাস বরিস ঘন ঘোর।
সভ দিস কুহকয় দাদুল মোর॥
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥

শিখি—তামিল-মলয়লম্ তুকেই' (শিখী)।

৪। **নিবড়ে**—প্রা° ণিব্বট্টই' (নির্ব্বর্ত্তয়তি)। [Prk. নিব্বড়ই or নিব্বড়েই; S নির্বর্তয়তি Platts' H. E. Dictionary.]

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে,—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।

উত্তরাকাণ্ডে,—

যজ্ঞ নাঞি নিবড়ে যজ্ঞ করি নিরন্তর।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

ন মাস প্রবেশে গর্ত্ত নিবড়ে অষ্টম।

শেষ হয়। **মেঘ বহিআঁ গেলে**—বর্ষা বিগত হইলে। **কাশী**—কাশ কুসুম।

মা খেদং ভজ ইত্যাদি—রাধে, খেদ করিও না, মন স্থির কর; অচিরে আসিয়া কৃষ্ণ তোমায় স্পর্শ করিবেন।

১। **হাথে চান্দ মানী**—হাতে চাঁদ দিবে বলিয়া। **মানী**—অঙ্গীকার করিয়া। **আইহনক পীঠ** ইত্যাদি—লজ্জার মাথা খেয়ে আয়ানকে উপেক্ষা করিলাম।

ঝালিআর জল ইত্যাদি—সূর্য্যকিরণে দৃষ্টি-বিভ্রম-জনিত জলের ন্যায় যেন দেখিতে দেখিতে সরিয়া গেল; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সমাগম মরীচিকাবৎ হইল। ঝালিআ—মর প্রাদেশিক; 'স° ঝল্লিকা'। সূর্য্যকিরণের তেজ

পৃ° ১৫৬

জানে বাথ ন জানে ইত্যাদি—রাধিকে, হরির উদ্দেশ জানি আর নাই জানি, তাহাতে কি ? আমি এখন গমনে নিতান্ত অশক্তা।

২। **নিচুপেঁ**—অস° নিচুক'। নিচুপে, নিঃশব্দে। **পালী**—প্রতিপালন করিয়া।

৩। **আলিসের**—আলস্যের।

৪। **ঢাঁঠী**—বেহায়া, প্রগল্‌ভা।

৫। **চুম্বো**—চুম্বন করি।

৬। **হাঁঠীবাক**—চলিবার নিমিত্ত, চলিতে।

৮। **ঝঙ্কারিবী**—ঝঙ্কার করিবে, তিরস্কার করিবে।

৯। **হের শির কর** ইত্যাদি—মাথায় হাত দিয়া এই তোমার আগে শপথ করিতেছি ইত্যাদি।

মথুরানগরীং গত্বা ইত্যাদি—মথুরা নগরে যাইয়া বৃন্দা মধুসূদনকে বলিল,—'বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণাপন্না'। ইহা শুনিয়া নাগর হরি রাধিকার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বৃন্দাকে রুষ্ট বাক্য বলিলেন।

১। **নঠী**—নষ্টা, প্রগল্‌ভা। **ঠাইক**—স্থানে।

রাধাত—লাগিআঁ শব্দের যোগে ষষ্ঠী।

২। **হাথেত**—ত' করণ-কারকের চিহ্ন; পূর্ব্বে 'হাথেত' (পৃ° ৮)। **বুইল**—বলিলে।

পৃ° ১৫৭

২। **মোর বোলেঁ তোজে** ইত্যাদি—এখন তুমি আমার বিনয়-বাক্যে রাধার নিকট আসিবে না বটে; কিন্তু কানাই, নিশ্চিতই তোমায় তাহার বিয়োগজনিত অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। **ত্যাজ্য না খাইলি** ইত্যাদি—তখন তাহার জন্য অন্ন ত্যাগ করিলে, এখন শর্করায় আদর কেন ? অর্থাৎ তখন তাহার জন্য পাগল হইলে, আর এখন এ বিপরীত ভাবের কারণ কি ? শাকর—প্রা° সক্করা (শর্করা)। উপলখণ্ড, কঙ্কর বা বালুকা-মিশ্রিত মৃত্তিকা; কর্পরাশ। **আদরাহ্**—আদর করিতেছ, আগ্রহ দেখাইতেছ।

৩। **যুড়ীবাক**—যোড়া দিবার নিমিত্ত, যোড়া দিতে। **ভাঁগিল সোণার ঘট** ইত্যাদি—তুল°,—

সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দহইতে কনক দ্বিগুণ হোয় মূল॥
(বিদ্যা°, পৃ° ৬১)

মাটির—প্রা° মট্টি; র' বিভক্তিচিহ্ন।

৪। **আসি জাই করী**—আসা যাওয়া করিয়া।

২। **কাটিল**—কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে,—

কাটিল কদলী যেন পড়ে ডালে মূলে॥

কাটা, কর্ত্তিত। **কাটিল ঘায়ত** ইত্যাদি—মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে,—

কাটা ঘায়ে দিল যেন জামিরের রস।

তেজিবাক—ত্যাগ করিবার নিমিত্ত, ত্যাগ করিতে।

৩। **বিনাস**—প্রা° বিণাস'। ধ্বংস।

বিরহখণ্ডের টীকা সম্পূর্ণ।

শব্দ-সূচী

অ

আ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

শব্দ — পৃষ্ঠা

শব্দ — পৃষ্ঠা

শব্দ	পৃষ্ঠা
বিমরিষে (বিতর্ক করিল বা করিতে লাগিল) ৪, ৮৩ ; (বিতর্ক)	১২
বিমল বদনে	৫
বিমুখ বদনে (মুখ ফিরাইয়া)	৮
বিমোচিলোঁ (বিমোচিত করিলাম)	১৪৩
বিম্ব (তেলাকুঁচা ফল)	৯০
বিয়াকুল (ব্যাকুল)	১৫৮
বির (বীর)	৩৩
বিরত (বীরত্ব)	৩৪, ৪০
বিরহ বচনে	১০০
বিরহ বিনোদ (বিরহব্যথা অপনোদন কর)	১২৪
বিরহভারে	১৫২
বিরহশিখি (বিরহাগ্নি)	১১৭
বিরহের কোল (বিরহ প্রশমনার্থ আলিঙ্গন)	৩৫, ৯৮
বিরূপ (কুৎসিত কথা)	৫৪
বিরোধসি (অবরোধ করিতেছ)	১৩
বিরোধ (বিবাদ) ৩৩, ৯৭, ১০৭ ; (বাধা)	৩৮, ১১১
বিরোধিল (বাধা দিল)	৮৮
বিরোধে (অবরোধ করে)	১৩,২৪,৫১
বিলপিলা (বিলাপ করিল)	৮৫, ১২৩
বিলস (বিরস, রুক্ষ)	৯৬
বিলসিল (বিলাস করিল)	৮৪
বিলাহ (বিতরণ কর)	২৬
বিশাল (প্রসিদ্ধ) ২৬, ১১৪, ১৩৬ ; (আয়ত, দীর্ঘ) ৩১ ; (বিস্তীর্ণ)	৫৯
বিশালে (প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ)	৩, ৭৭
বিশেষ (বৈচিত্র্য)	১৩৮
বিষএ (অধিকারে)	১৭
বিষকরঞ্জ	৮১
বিষজালেঁ (বিষের জ্বালায়)	৯২
বিষবাণঘাএ	১১৬
বিষম (বিষমিব, বিষসম)	১৪৯
বিষহরি (বিষভরি, বিষে ভরা)	২৭
বিষাইল (বিষাক্ত)	১৫৫
বিষ্ণুপুরে (বৈকুণ্ঠে)	৮
বিসরামে (বিশ্রাম)	১৪৭
বিসরিল (বিস্মৃত হইল)	১১৬
বিসরিলে (বিস্মৃত হইলে)	৬০
বিসরী (বিস্মৃত হইয়া)	৫৩
বিসে (বিষ)	১০
বিহড়াইল (বিঘটিত করিল)	১৫৫
বিহড়াব্বি (বিযুক্ত করে, হাতছাড়া করে)	৩৪
বিহড়িল (বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন)	১১৪
বিহনে (বিহীন)	৬৮
বিহা (বিবাহ)	৪৬
বিহাণ (প্রাতে) ৩০, ৫৭, ১১২, ১২১ ; (প্রভাত)	১০২
বিহাণী (প্রত্যূষে)	১২
বিহাণে (প্রত্যূষে) ১২, ১৩,১০১ ; (বিনা)	১১৭, ১৩৯
বিহাণে (প্রত্যূষে)	৩৩
বিহানে (বিহীনে, অভাবে)	৫৪
বীরদাপ (বীরদর্প)	১১, ৩৮
বীরপণে (বীরত্ব)	১৭
বীষে (বিষ, বিষে)	১১, ১১৭
বুইল (বলিল) ৮, ১০, ১১, ১২, ৪৩, ৫৪ ; (উ-পূ°) ১৭, ১৫৬ ; (ম-পূ°)	১৫৬
বুইলে (বলিল)	২৫
বুইলেক (ঐ)	৫৬
বুইলেঁ (বলিল) ১০ ; (বলিলে)	৫৬, ৬৬, ৭০, ৯৬
বুইলো (বলিলাম)	১৪৩
বুইলোঁ (ঐ)	৯, ১৭, ৫৪, ৬২, ৬৬, ৮৫
বুক বান্ধে (ধৈর্য ধরে)	১১৯
বুক মেলে চীর (বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে)	১৯
বুক লএ চীর (বক্ষঃ দ্বিধা বিভক্ত হয়)	১১৫
বুঝ (হৃদয়ঙ্গম কর বা করিতেছ) ৪৮,	৬৮, ৭৭, ৯৭
বুঝসি (বুঝিতেছ)	৯, ৩০, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৭
বুঝহ (অম্°)	৪৬, ৪৯, ৫১
বুঝাআঁ (প্রবোধিত করিয়া)	১৫৪
বুঝাই (সমঝাইয়া)	১৫০
বুঝাওঁ (বুঝাইয়া বলি)	১০৪
বুঝাহ (প্রবোধিত কর)	৭০, ১৩০
বুঝি (অনুভব করিয়া) ১৮, ২৪, ৪৬, ৫৫, ৫৬ ; (বোধ করি)	৪৭
বুঝিএ (বুঝি, অনুভব করি)	৪৫, ৪৮, ৫৩, ৮৭
বুঝিল (উ-পূ°)	১৬, ১৮, ৩০, ৩৯, ৪০, ৪৫
বুঝিলোঁ (বুঝিলাম)	৪২, ১৪৪,১৪৫
বুঝী (বুঝিয়া)	৩৭, ৪১, ৬৭, ৭৪, ১০০, ১০৪
বুঝে (বুধ্যাতে)	৮, ৪৮, ১৩৮
বুঝোঁ (বুঝি)	৮, ৪৩,৫৩,৬৪,৬৯,৭১
বুঢ বয়সত (বৃদ্ধ বয়সে)	১৪৭
বুঢা (বৃদ্ধ)	১২০
বুঢ়ি (বৃদ্ধা)	৫৬
বুঢী (ঐ)	৫, ১০, ৩৯, ৫৪, ৭৩,১০৪
বুঢীঅ মাই (বুড়ো মা)	৩
বুধি (বুদ্ধি)	৪২, ৪৩, ৪৮, ৫৩,৬২, ৬৯
বুধী (ঐ)	১৭, ৩০, ৩৪, ৪৭, ৫৮, ৯৭
বুযুকে (ঝলকে ঝলকে)	৬২
বুয়িল (বলিল)	১, ৩, ৭৮, ৮০,৮৩, ৮৪
বুয়িলী (বলিলে)	১১২
বুয়িলেঁ (বলিল) ৭৩ ; (বলিলে)	৭৯, ১০২, ১১৭
বুয়িলোঁ (বলিলাম)	৮৭, ১০৪,১১১, ১১৮, ১২৫
বুল (ভ্রমণ কর)	৫, ৪১
বুলসি (ভ্রমণ করিতেছ)	৫
বুলহ (ভ্রমণ কর বা করিতেছ)	১০৪, ১৪০
বুলাঅ (বুলাও, ভ্রমণ কর)	১৩৩
বুলাই(বুলাইয়া, ভ্রমণ করাইয়া)	১৬০
বুলাওঁ (ইতস্ততঃ ভ্রমণ করাই) ৫১ ; (আলিপ্ত করি)	১৩৭
বুলি (বলিয়া) ৯, ৪৯ ; (বলি, বলিতেছি)	৮৬
বুলিআঁ (বলিয়া)	৭, ১৭, ৬৭, ৮৩, ৮৪, ১২৪
বুলিএ (বলা হয়)	২১, ৩৪
বুলিতেঁ (বলিতে)	৭, ১২, ১৯, ২৩, ৩০, ৩২

র

শ

শব্দ — পৃষ্ঠা

ষ

হ